

**THE
ASUTOSH SANSKRIT SERIES**



॥ आशुतोष-संस्कृत-ग्रन्थमाला ॥

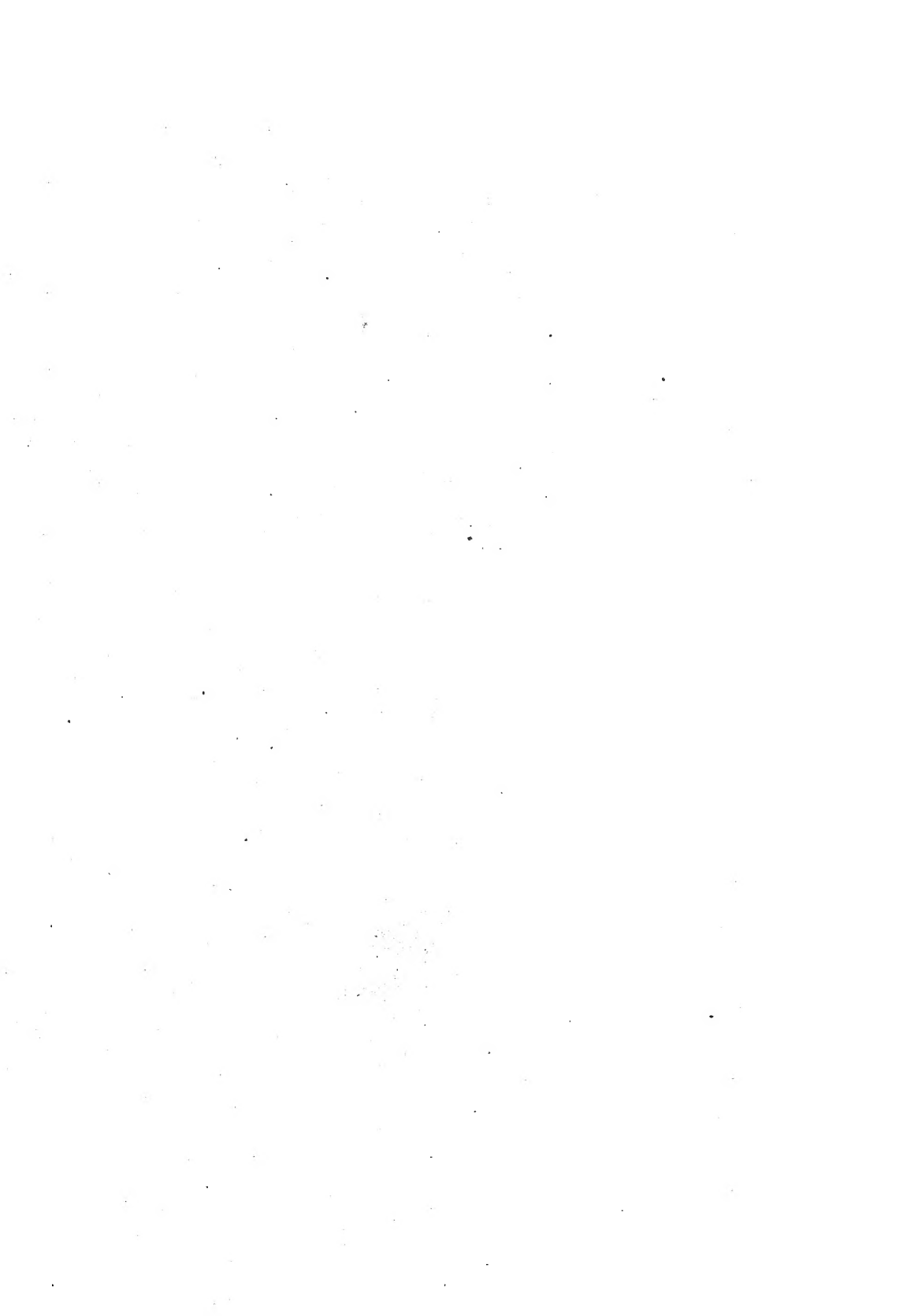
UNDER THE GENERAL EDITORSHIP
OF
THE ASUTOSH PROFESSOR AND HEAD OF THE
DEPARTMENT OF SANSKRIT
UNIVERSITY OF CALCUTTA

No. V



UNIVERSITY OF CALCUTTA

2005



॥ निरुक्तम् ॥

YĀSKA'S NIRUKTA

Part IV

With Bengali Translation and Notes

EDITED BY

AMARESWARA THAKUR, M.A., Ph.D.,

*Retired Head of the Department of Sanskrit,
University of Calcutta*



UNIVERSITY OF CALCUTTA

2005

Rs. 200/-
(Rs. Two hundred only)



Copyright reserved by the University of Calcutta

PRINTED IN INDIA

PUBLISHED BY THE REGISTRAR, UNIVERSITY OF CALCUTTA

87/1, COLLEGE STREET, KOLKATA-700 073

AND

PRINTED BY SRI PRADIP KUMAR GHOSH

SUPERINTENDENT, CALCUTTA UNIVERSITY PRESS

48, HAZRA ROAD, KOLKATA — 700 019

2529B

নিবেদন

ভগবানের অশেষ কৃপায় আমার সম্পাদিত নিরুক্ত প্রকাশিত হইল। নিরুক্ত অতি কঠিন গাথ এবং আমিও বৈদিক পণ্ডিত নহি। কাজেই কত যে ভুল-ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে তাহার হয়ত টাংরা নাই। সুখী পাঠকবর্গের নিকট মার্জনা ভিক্ষা ব্যতীত আমার গতান্তর নাই।

আমি এই অবসরে নিরুক্তের মুদ্রণ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসের কর্মচারিবর্গের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অজস্র ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। বিশেষতঃ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসের সুপারিন্টেন্ডেন্ট সর্বসৌজন্যমণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ কাজিলাল মহাশয় মুদ্রণ ব্যাপারে সবিশেষ যত্ন নিয়াছেন—আমি তাঁহাকে সাদর সাধুবাদ জানাইতেছি। প্রফরীডারগণের অক্লান্ত মনোযোগে অশুদ্ধির সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা বলাই বাহুল্য। বিশেষতঃ চতুর্থখণ্ডের প্রফ সংশোধন কর্তা শ্রীযুক্ত রামধন শাস্ত্রী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ মহাশয়ের পাণ্ডিত্য ও গুণের কথা আমি বলিয়া শেষ করিতে পারিব না। ঈদৃশ সতর্ক এবং অভিজ্ঞ প্রফরীডার খুব অল্পই দেখা যায়। নানাশাস্ত্রে ইহার নৈপুণ্য এবং স্বভাব মাধুর্য ইহাকে সকলের প্রীতিভাজন করিয়াছে—ইহা অতীব আনন্দের কথা। আমি সর্বথা ইহার অভ্যুদয় কামনা করি।

আরও একটি বিষয় বক্তব্য আছে। এত বড় গ্রন্থের শব্দসূচী নির্মাণ অত্যন্ত শক্ত কাজ—বিশেষতঃ আমার ন্যায় অশীতিপর বৃদ্ধের পক্ষে। গ্রন্থের শব্দসূচী সমস্তটাই—নির্মাণ করিয়া দিয়াছে আমার পুত্র শ্রীমান্ পরিতোষ ঠাকুর। আমি তাহাকে আমার আন্তরিক আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানাই।

শ্রীঅমরেন্দ্র ঠাকুর

ভূমিকা

নিরুক্ত শব্দের অর্থ কি? নিরুক্ত কাহাকে বলে? ঈদৃশ প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে নিৰ্ + বচ্ ধাতু হইতে নিরুক্ত শব্দ উৎপন্ন বলিয়া ‘সবিশেষে যেখানে অর্থ উক্ত হয়’—নিরুক্ত শব্দের ব্যুৎপত্তি গত অর্থ এইরূপ করা যাইতে পারে। নিরুক্তগ্রন্থ সমাম্মায়েই ব্যাখ্যা। গ্রন্থাকারে সঙ্কলিত বৈদিকশব্দসমূহই সমাম্মায়। এই সমাম্মায়ে সঙ্কলিত প্রথম পদ হইতেছে ‘গৌঃ’ এবং অন্তিম পদ ‘দেবপত্নী’—কাজেই সমাম্মায়ে বলা হয় গবাদি দেবপত্ন্যস্ত শব্দ সমষ্টি। এই বৈদিক শব্দসমূহ সমাহত হইয়াছিল ঋষিগণের দ্বারা—কোন অতীত যুগে তাহা দুর্নির্নেয়। নিরুক্তগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে—কোন কোন ঋষি ধর্মের অর্থাৎ মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক বেদের ও বেদার্থের সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহারা ছিলেন প্রত্যক্ষানুভূতিসম্পন্ন এবং মন্ত্র ও মন্ত্রার্থ তাঁহাদের নিকট স্বতঃ আবির্ভূত হইত। পরবর্তী যুগের ঋষিগণ ঈদৃশ শক্তিসম্পন্ন ছিলেন না। ইঁহারা পূর্ববর্তী ঋষিগণের শিষ্যস্থানীয় ছিলেন। পূর্ববর্তী ঋষিগণ উপদেশক্রমে তাঁহাদিগকে মন্ত্র ও মন্ত্রার্থ প্রদান করেন অর্থাৎ পরবর্তী যুগের ঋষিগণ ধর্মের সাক্ষাৎদ্রষ্টা ঋষিগণের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াই মন্ত্র ও মন্ত্রার্থ সম্বন্ধে জ্ঞান-সম্পন্ন হইলেন। এই পরবর্তী যুগের ঋষিগণ দেখিলেন, লোক ক্রমশঃই ক্ষীণশক্তি ও অজ্ঞায়ুঃ সম্পন্ন হইয়া পড়িতেছে, উপদেশের দ্বারা তাহাদিগকে বিশাল বেদশাস্ত্রে অভিজ্ঞ করা সম্ভবপর নহে। দেখিয়া তাঁহাদের গ্লানি (দুঃখ) হইল, তাঁহারা অনুকম্পা করিলেন, তাঁহারা ঋগ্বেদাদিক্রমে বেদের বিভাগ করিলেন যাহাতে ক্ষীণশক্তি অজ্ঞায়ুঃসম্পন্ন লোক কোনও বেদ অস্ততঃ অধ্যয়ন করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে। বেদে অভিজ্ঞ হইতে হইলে বেদের অধ্যয়নের ন্যায় বেদের অর্থবোধও আবশ্যিক; যাহাতে বেদের অর্থবোধ সহজে হইতে পারে তাহার জন্য তাঁহারা এই গ্রন্থ অর্থাৎ সমাম্মায় এবং অন্যান্য বেদান্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। এই গবাদিশব্দ সমষ্টি বেদসমূহ হইতে অতি প্রযত্নের সহিত বহুকালে সংগৃহীত ও সঙ্কলিত হইয়াছিল। এই শব্দসমষ্টির অর্থজ্ঞানের উপর বেদার্থজ্ঞান নির্ভর করে। কাজেই এই শব্দসমষ্টি নিগমক বা নিগম অথবা নিগন্তু অর্থাৎ অর্থজ্ঞান-কর। নিগন্তু বলিয়াই শব্দসমষ্টির নাম হইয়াছে নিঘণ্টু। এই শব্দসমূহ যে গ্রন্থে ব্যাখ্যাত হইয়াছে সেই গ্রন্থের নাম নিরুক্ত। দ্রষ্টব্য যে নিঘণ্টু বা সমাম্মায়ে সঙ্কলিত সমস্ত শব্দেরই নিরুক্তে ব্যাখ্যা করা হয় নাই এবং অনেক শব্দ যাহা সমাম্মাত (সমাম্মায়ে উদ্দিষ্ট) নহে কিন্তু যাহা বেদে আছে তাহারও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, যেমন—মৃগ, কর্ণ, দক্ষিণ, লক্ষ্মী, ভদ্র, অধঃ প্রভৃতি শব্দ। ইহাও দ্রষ্টব্য যে সমস্ত বৈদিক শব্দের সমাম্মান বা কখন সম্ভবপর হয় নাই, কারণ সমাম্মানার্হ শব্দ অসংখ্য। যে সমস্ত শব্দ সমাম্মাত বা উদ্দিষ্ট অর্থাৎ অভিহিত হইয়াছে তাহার সাহায্যেই বুদ্ধিমান্ মেধাবী পাঠক মন্ত্রার্থ বোধ করিতে পারিবেন।

ইহাও আলোচ্য যে ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ টীকাকার সায়ণাচার্য অর্থজ্ঞানে পরস্পর নিরপেক্ষ পদসমূহকেই অর্থাৎ প্রাচীন ঋষিগণ সঙ্কলিত বেদার্থবোধসহায়ক পদসমূহ বা সমান্নায়কেই নিরুক্ত আখ্যা দিয়াছেন (অর্থাবোধে নিরপেক্ষতয়া পদজাতং যত্রোক্তং তন্নিরুক্তম্—ঋগ্বেদ ভাষ্যভূমিকা)। তাঁহার মতে সমান্নায় বা নিঘণ্টু নিরুক্ত আখ্যা লাভ করিতে পারে এই জন্য যে, ইহাতে সঙ্কলিত বা সংগৃহীত শব্দসমূহের জ্ঞান (অর্থজ্ঞান) হইলে বেদমন্ত্ৰার্থবোধ হইতে পারে। কাজেই অর্থজ্ঞানকরত্ব বা নিরুক্তত্ব নিঘণ্টুরও আছে। স্থূল কথা এই যে—গবাদি দেবপদ্যস্ত শব্দসমূহ যে শাস্ত্রে সঙ্কলিত হইয়াছে তাহারই নাম নিঘণ্টু; নিরুক্ত ইহারই ব্যাখ্যাভূত—দ্বাদশাধ্যায়ে বিতক্ত। সায়ণের মতে মূল নিঘণ্টুর নামও নিরুক্ত। সায়ণাচার্যের এই মত প্রস্থানভেদ গ্রহণ কর্তা মধুসূদন স্বামী এবং সুবিখ্যাত বাঙ্গালী বৈদিক পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

নিঘণ্টুর অধ্যায় সংখ্যা পাঁচ। প্রথম অধ্যায় ১৭ খণ্ডে, দ্বিতীয় অধ্যায় ২২ খণ্ডে, তৃতীয় অধ্যায় ৩০ খণ্ডে, চতুর্থ অধ্যায় ৩ খণ্ডে এবং পঞ্চম অধ্যায় ৬ খণ্ডে বিভক্ত। নিঘণ্টুর প্রকরণ তিনটি—প্রথম প্রকরণের নাম নৈঘণ্টুক কাণ্ড, দ্বিতীয় প্রকরণের নাম নৈগম কাণ্ড এবং তৃতীয় প্রকরণের নাম দৈবত কাণ্ড। নিঘণ্টুর প্রথম তিন অধ্যায় = নৈঘণ্টুক কাণ্ড—সমানার্থক ধাতুসমূহ এবং সমানার্থক বিভিন্ন সম্ব বা দ্রব্যের নামসমূহ প্রথম তিন অধ্যায়ে উদাহৃত হইয়াছে। গতিকর্মাণ উত্তরে ধাতবো দ্বাবিংশং শতম্, কাস্তিকর্মাণ উত্তরে ধাতবোহষ্টাদশ, পৃথিবী নামধেয়ান্যেকবিংশতিঃ, হিরণ্যনামান্যুত্তরাণি পঞ্চদশ—ইত্যাদি প্রকারে সমানার্থক ধাতুসমূহ এবং সমানার্থক বিভিন্ন দ্রব্যসমূহ নৈঘণ্টুক কাণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে। গবাদি দেবপদ্যস্ত শব্দসমূহরূপ সমগ্র শাস্ত্রের নাম নিঘণ্টু, নিঘণ্টুর একদেশ নৈঘণ্টুক প্রকরণ বা নৈঘণ্টুক কাণ্ড। চতুর্থ অধ্যায় = নৈগমকাণ্ড—এক একটি শব্দ অনেক অর্থ বুঝাইয়া থাকে, সেই সকল শব্দ নৈগম কাণ্ডে উক্ত হইয়াছে। যেমন সুবিত্তে, দয়তি, নৃচিৎ, নূচ, সুতুক ইত্যাদি। আদিত্যোহপ্যকুপারঃ সমুদ্রোহপ্যকুপারঃ, উপদয়াদীনঃ যন্নাং দয়তিঃ, পুরাণনবরোহর্যোনুচিদিতি নিপাতঃ—ইত্যাদি প্রকারে অনেকার্থক শব্দসমূহ এই প্রকরণে যাক্ষ কর্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যে সমস্ত শব্দ অনবগতসংস্কার অর্থাৎ যে সমস্ত শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় স্পষ্টরূপে বুঝা যায় না, তাহারাও কিছু কিছু এই প্রকরণে স্থান পাইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায় = দৈবত প্রকরণ—প্রধান ভাবে স্তুত দেবতাগণের যে সমস্ত নাম, তাহা দৈবত কাণ্ড বা দৈবত প্রকরণে বিবৃত হইয়াছে। মন্ত্রে এই দেবতার নাম প্রধানভাবে এবং এই দেবতার নাম অপ্রধানভাবে উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ এই দেবতারই মন্ত্রে স্তুতি করা হইয়াছে, এই দেবতা আনুষঙ্গিক বা পৌণভাবে উল্লিখিত হইয়াছে মাত্র—ইত্যাদি বিচার দৈবতপ্রকরণে করা হইয়াছে। নিঘণ্টুতে শব্দ বিন্যাসের মধ্যে কোন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি বা বৈজ্ঞানিকতা অনেকের মতে পরিলক্ষিত নাও হইতে পারে, কিন্তু ইহা লক্ষণীয় যে নৈঘণ্টুক কাণ্ডে অর্থাৎ প্রথম তিন অধ্যায়ে একার্থক শব্দসমূহ বিশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত

হয় নাই—প্রথম অধ্যায়ে বিন্যস্ত হইয়াছে পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, উদক, অশ্ব, হিরণ্য, অন্ন প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থবাচক শব্দ এবং মেঘ, রশ্মি, উষা, দিন, রাত্রি প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থ বাচক শব্দসমূহ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে মানুষ, অপত্য, মনুষ্যজ্ঞ বাহ ও অঙ্গুলি, মনুষ্যসংসৃষ্ট ধন গো, ঐশ্বর্য্য, সংগ্রাম প্রভৃতির বাচক শব্দ এবং মনুষ্য ধর্ম ক্রোধ, বল, গতি প্রভৃতির বাচক শব্দসমূহ। তৃতীয় অধ্যায়ে বহুত্ব, লঘুত্ব, মহত্ব, সুখ, প্রজ্ঞা, সত্য প্রভৃতি গুণবাচক শব্দ এবং পরিচরণ, দর্শন, অর্চনা, দান প্রভৃতি ক্রিয়াবাচক শব্দসমূহ। নিঘণ্টুর চতুর্থ অধ্যায়ে আছে দুইশত বোলটি শব্দ—ইহাদের মধ্যে অনেকার্থক শব্দও আছে এবং অনবগতসংস্কার (যাহাদের প্রকৃতি প্রত্যয় স্পষ্টভাবে বুঝা যায় না) শব্দও আছে। পঞ্চম অধ্যায়ে আছে দেবতার নামসমূহ। অভিধান বলিতে যাহা বুঝায়, নিঘণ্টুকে তাহা বলা যায় না, কারণ বেদের স্বল্পসংখ্যক শব্দই নিঘণ্টুতে অভিহিত হইয়াছে; বিশেষতঃ এই শব্দসমূহের কোন-রূপ ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হয় নাই। নিঘণ্টু শব্দসমষ্টি মাত্র—কোশ জাতীয় গ্রন্থের আদি-পুরুষরূপে কীর্তিত হইতে পারে। নিঘণ্টুর সকলন কবে হইয়াছিল এবং ইহার কর্তাই বা কে তাহা অদ্যাপি নির্ধারিত হয় নাই। তবে ভারতীয় প্রাচীন পণ্ডিতবৃন্দ মনে করেন নিঘণ্টুর সকলয়িতা স্বয়ং প্রজাপতি কশ্যপ। এই মত জনবাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত—ইহার সুনির্দিষ্ট কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই। হয়ত কোনও সুপ্রাচীন যুগে এক বা বহু ঋষিকল্প মনীষিকর্তৃক নিঘণ্টুর সকলন হইয়া থাকিবে। সকলিত শব্দের সংখ্যা ১৭৭০; পূর্বেই উক্ত হইয়াছে নিঘণ্টুজ্ঞ সমস্ত শব্দের ব্যাখ্যা যাক্ষ মুনি নিরুক্তগ্রন্থে করেন নাই। বেদার্থ বুঝিতে নিঘণ্টু গ্রন্থের জ্ঞান অবশ্যই থাকা চাই—এই কারণেই নিঘণ্টু বেদাঙ্গ। নিরুক্তগ্রন্থ নিঘণ্টু কোশের টীকা হইলেও মহামুনি যাক্ষের ব্যাখ্যা শুণে ইহা এমন বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে যে, বেদপাঠার্থীদের নিকট ইহা একখানা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিয়াই পরিগণিত। শব্দব্যুৎপত্তি বিদ্যা আয়ত্ত করিতে হইলে এবং বৈদিক শব্দসমূহের ব্যুৎপত্তিলাভ করিতে হইলে নিঘণ্টুর ন্যায় নিরুক্ত গ্রন্থও অপরিহার্য। মহামতি যাক্ষ নিঘণ্টু পঠিত শব্দসমূহের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া সংহিতা ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থ হইতে মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার বেদজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। দেবরাজ যজ্ঞা, স্বন্দ-স্বামী, দুর্গাচার্য, সায়ণাচার্য প্রভৃতি বেদশাস্ত্রবিশারদ টীকাকারগণ সকলেই যাক্ষের শিষ্যস্থানীয়। নিরুক্ত দ্বাদশাধ্যায়াক্ষক—ইহাতে বারটি অধ্যায় আছে। নিরুক্তের প্রথম অধ্যায়ে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের কতক অংশে প্রধানতঃ আছে উপোদ্ঘাত এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের অবশিষ্টাংশে এবং তৃতীয় অধ্যায়ে আছে নিঘণ্টুর প্রথম তিন অধ্যায়ে উক্ত সমানার্থক ধাতুসমূহের এবং একার্থবাচক শব্দসমষ্টির ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যা সংক্ষেপেই করা হইয়াছে। নিঘণ্টুগ্রন্থে উদাহৃত সমস্ত নামের বা সমস্ত ধাতুর (ক্রিয়ার) ব্যাখ্যা করা হয় নাই, সমস্ত ধাতুর বা সমস্ত নামেরই নিগম উদ্ধৃত হয় নাই এবং স্থূলতঃ একার্থক হইলেও ধাতু (ক্রিয়া) সমূহের মধ্যে যে পরস্পর সূক্ষ্ম ভেদ রহিয়াছে তাহাও প্রদর্শিত হয় নাই। নিরুক্তের

এই প্রকরণের নাম নৈঘণ্টুক প্রকরণ। নিরুক্তের চতুর্থ পঞ্চম ও ষষ্ঠ এই তিন অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে অন্যান্য নিরপেক্ষ অনেকার্থক পদসমূহ এবং অনেক অনবগত সংস্কার পদ অর্থাৎ যে সমস্ত পদের গঠন ব্যাকরণের নিয়মানুগ নহে, যাহাদের প্রকৃতি প্রত্যয় নিশ্চিতরূপে জানা নাই, যাহাদের অর্থ অনবগত, যাহাদের ব্যুৎপত্তি ঠিক বুঝা যায় না—ঈদৃশ বহু বৈদিক শব্দ। যেহেতু এই তিন অধ্যায়াত্মক প্রকরণে একটি একটি করিয়া পদ ব্যাখ্যাত হইয়াছে সেইজন্য এই প্রকরণকে পূর্বাচার্যগণ ঐকপদিক সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। নিঘণ্টুর চতুর্থ অধ্যায়ে উক্ত যে সকল নাম তাহার ব্যাখ্যা আছে এই প্রকরণে। এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, নৈঘণ্টুক কাণ্ডে একাধ্বাচক পদসমূহ একটি একটি করিয়া ব্যাখ্যাত হয় নাই। নিঘণ্টুর ক্রম অনুসরণ পূর্বক তাহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে গণশ—এই এই পদগুলি পৃথিবীর বাচক, তৎপরবর্তী এই পদগুলি হিরণ্যের বাচক, তৎ পরবর্তী এই পদগুলি অস্তরিক্ষের বাচক—ইত্যাদিরূপে। অতঃপর দৈবত প্রকরণ—নিরুক্তের সপ্তম হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত। দৈবত প্রকরণে আছে দেবতাপরীক্ষা অর্থাৎ তদভিধান ব্যুৎপত্তি (দেবতাগণের নামের ব্যুৎপত্তিকথন অর্থাৎ ইন্দ্র অগ্নি প্রভৃতি নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কি তৎপ্রদর্শন), তৎস্তুত্যাধারণম্ (দেবতাগণের স্তুতি কথন অর্থাৎ দেবতাগণকে কি ভাবে স্তুতি করা হইয়াছে তৎপ্রদর্শন) এবং তৎস্তুতিনির্বচনঞ্চ (তাদৃশ স্তুতির নির্বচন বা সম্যক্ ব্যাখ্যান)। বস্তুগত্যা বেদে যে সমস্ত দেবতা প্রধানভাবে স্তুত হইয়াছেন, অগ্ন্যাদি দেবপত্ন্যস্ত সেই সমস্ত দেবতার নামসমূহ যে প্রকরণে অভিহিত হইয়াছে, তাহাই দৈবত প্রকরণ। কাজেই দৈবত প্রকরণ = দেবতাগণের নাম সম্বলিত প্রকরণ। দৈবত প্রকরণ না বুঝিলে দেবতা পদার্থ কি তাহা সম্যক্ বোধগম্য হয় না; দেবতা পরিজ্ঞানের উপরই নির্ভর করে সর্ব পুরুষার্থ সিদ্ধি—এই জন্যই দৈবত প্রকরণের প্রাধান্য এবং সুবিদ্বত আলোচনা।

নিরুক্ত অতীব প্রয়োজনীয় শাস্ত্র। এই শাস্ত্র বেদপাঠার্থীদিগের নিকট অনুপেক্ষণীয়। কোন্ নাম কোন্ আখ্যাত (খাতু) হইতে নিম্পন্ন, তাহা নিরুক্তশাস্ত্র হইতে অবগত হওয়া যায়। ইহা নিরুক্ত শাস্ত্রের এক বা প্রথম প্রয়োজন। দ্বিতীয় প্রয়োজন এই যে, নিরুক্ত শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে বেদমন্ত্ৰের অর্থ অবগত হওয়া যায় না। নিরুক্তশাস্ত্র বিদ্যাহান (a branch of knowledge)। পরবর্তী স্মৃতিশাস্ত্রে বিদ্যাহান চতুর্দশসংখ্যক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বিদ্যাহান শব্দের অর্থ পরমপুরুষার্থ যে জ্ঞান তাহার স্থান অর্থাৎ তাহা লাভ করিবার উপায়। সর্ববিষয়ের জ্ঞান বেদে নিহিত; কাজেই মুখ্যতঃ বেদচতুষ্টয় জ্ঞান লাভের উপায়। বেদের তাৎপর্য এবং অর্থ বোধগম্য হয় পুরাণ ন্যায় মীমাংসা ধর্ম শাস্ত্র ছন্দঃশাস্ত্র কল্পশাস্ত্র জ্যোতিষ নিরুক্ত শিক্ষা এবং ব্যাকরণের সহায়তায়। কাজেই পুরাণাদি শাস্ত্র মুখ্যতঃ বিদ্যাহান না হইলেও বেদার্থ জ্ঞানের সহায়তা করে বলিয়া গৌণভাবে বিদ্যাহান। এই সমস্ত গৌণ বিদ্যাহানের মধ্যে নিরুক্তের একটু বৈশিষ্ট্য আছে—নিরুক্ত বেদার্থবোধের সহায়তা ত করেই, ব্যাকরণ শাস্ত্রেরও সম্পূর্ণতা বিধান করে। স্বর ও সংস্কারের (সংস্কার =

শক্তি প্রত্যাদির দ্বারা সংস্করণ বা সাধন) আলোচনা ব্যাকরণের কার্য, স্বর ও সংস্কারের নির্ধারণ নির্ভর করে অর্থজ্ঞানের উপর—অর্থজ্ঞানের সহায়তা করে নিরুক্তশাস্ত্র। এই স্থলে আশঙ্কা হইতে পারে, তবে কি নিরুক্তশাস্ত্রের স্বতন্ত্রতা নাই? এই শাস্ত্র কি ব্যাকরণশাস্ত্রের অঙ্গভূত মাত্র? না তাহা নহে। নিরুক্তশাস্ত্র অস্বতন্ত্র নহে, স্বতন্ত্রভাবে স্বার্থ (বেদার্থ প্রতিপাদনরূপ নিজ প্রয়োজন) সাধন করিয়াই ব্যাকরণেরও উপকার সাধন করে—যেমন সংসারে দেখা যায় স্বার্থ পরিত্যাগ না করিয়াও পরের উপকার করা অসম্ভব হয় না। নিরুক্ত বেদার্থ জ্ঞানের সহায়তা করে, বেদার্থবোধের নিমিত্ত নিরুক্তশাস্ত্রের প্রবৃত্তি—এই সকল কথার সার্থকতা থাকে যদি মন্ত্রের অর্থবজ্ঞা স্বীকার করা যায়। বেদমন্ত্রের অর্থ আছে, এই বিষয়ে আপাততঃ আমাদের মনে কোন সন্দেহেরই উদয় হয় না। কিন্তু যাক্কে পূর্ববর্তী এক শ্রেণীর আচার্য ছিলেন যাঁহারা মনে করিতেন বেদমন্ত্রের কোন অর্থ নাই—যাহার অর্থ নাই তাহার অর্থবোধই বা কি, আর অর্থবোধের নিমিত্ত শাস্ত্রের প্রবৃত্তিই বা কি? কৌৎস ছিলেন এই আচার্যগণের অগ্রণী—বেদমন্ত্রের অনর্থকতা সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রধান যুক্তি এই যে, মন্ত্রের মধ্যে যে সমস্ত পদ রহিয়াছে তাহা অপরিবর্তনীয় এবং তাহাদের মধ্যে যে পৌৰ্ব্বপর্য্য রহিয়াছে তাহাও অপরিবর্তনীয়। ‘অগ্ন আয়াহি’—এই মন্ত্রটি যদি ‘বহে আগছ’ অথবা ‘আয়াহি অগ্নে’ এইরূপ পাঠ করা যায় তাহা হইলে ইহার মন্ত্রত্বই লোপ পাইবে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে নির্দিষ্ট নিয়মে উচ্চারিত হইলেই বেদমন্ত্র ফল প্রদান করিয়া থাকে—বেদমন্ত্রের কোন অর্থ নাই, অর্থবোধ অপেক্ষিতও নহে। কারণ দেখা যায়, অর্থপ্রধান যে সমস্ত লৌকিক বাক্য তন্মধ্যস্থ শব্দসমূহের পর্যায়শব্দ ব্যবহারে অথবা পদসমূহের পৌৰ্ব্বপর্য্য ব্যতিক্রমে কোনও হানি হয় না। গাং সেবস্ব, গৌণীং ভজ, ভজ গাম্, সেবস্ব গৌণীম্—যাহাই বলি না কেন তাহার দ্বারাই ‘গাভীর ভজনা কর’ এই অর্থ প্রতিপাদনরূপ অভীষ্টের সিদ্ধি হইবে। তাঁহারা আরও বলেন—মন্ত্রের মধ্যে বহু শব্দ আছে যাহা অস্পষ্ট, যাহার অর্থ বুঝা যায় না এবং অনেক মন্ত্রের অর্থ অসংলগ্ন এবং পরস্পর বিরুদ্ধার্থ সম্পন্ন। কাজেই মন্ত্রের দ্বারা কোনও অর্থপ্রকাশ অভিপ্রেত হইতে পারে না। আরও ঈদৃশ বহুবিধ যুক্তির অবতারণা করিয়া এই আচার্যগণ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, মন্ত্রের অর্থ নাই;—কাজেই মন্ত্রের দ্বারা কোনরূপ অর্থ প্রকাশ করা অভিপ্রেত ইহা স্বীকার করিয়াও লাভ নাই। বলা বাহুল্য, মহামতি যাক্ এই সমস্ত যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করিতে পারেন না। তিনি বলিষ্ঠতর যুক্তির সাহায্যে ইহা প্রমাণিত করিয়াছেন যে, মন্ত্রের অর্থ আছে এবং মন্ত্রস্থ কোন পদই নিরর্থক নহে। তিনি বলেন—জনপদসম্বন্ধীয় কার্যে অর্থাৎ চিত্রকর্মাদি শিল্পকার্যে এবং অন্যান্য লৌকিক ক্রিয়াকলাপে যাঁহার অভিজ্ঞতা আছে, তিনি সমাজে যেরূপ বৈশিষ্ট্য লাভ করেন, সেইরূপ যিনি নিরুক্ত ও ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন, মন্ত্রের অর্থ তাঁহার নিকট প্রতিভাত হয় এবং মন্ত্রার্থ বোধে তাঁহারই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। নিরুক্তাদি শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির তারতম্যানুসারে মন্ত্রার্থ বুঝিবার সামর্থ্যের তারতম্য হইয়া থাকে। নিরুক্তাদি শাস্ত্রে যাঁহার সম্যক ব্যুৎপত্তি আছে, তাঁহার নিকট মন্ত্রার্থ সুস্পষ্ট

হইয়া উঠে এবং যাঁহার তাদৃশ ব্যুৎপত্তি নাই, তাঁহার নিকট মস্তার্থ অবিস্পষ্ট এবং অসংলগ্ন থাকিয়া যায় যাঁহারা আচার্য পরম্পরা ক্রমে নিরুক্তাদি শাস্ত্রে জ্ঞান অর্জন করিয়াছেন, ঈদৃশ অভিজ্ঞ পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে আবার যিনি অধিক বিদ্যাসম্পন্ন, তিনিই সকলের প্রশংসাজনক হন। তাঁহার নিকট কোন মস্তেরই অর্থ অবিস্পষ্ট থাকে না। মস্তের অর্থ যে আমাদের নিকট পরিস্ফুট হয় না, তাহার কারণ মস্তের দোষ বা মস্তের অর্থহীনতা নহে—তাঁহার কারণ নিরুক্তাদি শাস্ত্রে জ্ঞানের অভাব। সকল মস্তেরই অর্থ আছে। অর্থ বোধগম্য করিতে হইলে নিরুক্তাদি শাস্ত্রে বিশিষ্ট জ্ঞানের অধিকারী হইতে হইবে—ঈদৃশ জ্ঞান ব্যতিরেকে বেদমন্ত্ৰার্থবোধ কোনও ক্রমেই সম্ভবপর হইবে না। যাক্ষ নিরুক্তের আরও একটি প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন—সেই প্রয়োজনটী (তৃতীয় প্রয়োজন) হইতেছে—মন্ত্ৰস্থ পদসমূহের বিভাগজ্ঞানে অর্থাৎ মন্ত্ৰে পদপাঠ করিতে হইবে, পদপাঠে মন্ত্ৰস্থ পদসমূহ কীদৃশ আকার ধারণ করিবে তদ্বিষয়ক জ্ঞানে সাহায্য করা। অর্থবোধ না থাকিলে এই পদটী এই স্থলে সাবগ্রহ এই স্থলে নিরবগ্রহ, এই পদটি এই স্থলে পঞ্চমাস্ত বা ষষ্ঠ্যস্ত, এই স্থলে চতুর্থ্যস্ত, ইত্যাদি নির্ণয় করিতে পারা যায় না; কাজেই পদপাঠে পদের স্বরূপজ্ঞানে ব্যাঘাত জন্মে। নিরুক্তশাস্ত্র ব্যতিরেকে অর্থবোধ হয় না, ইহা বলা হইয়াছে। দাঁড়াইল এই যে, নিরুক্ত শাস্ত্রের উপর নির্ভর করে অর্থজ্ঞান, অর্থজ্ঞানের উপর নির্ভর করে পদবিভাগ জ্ঞান (কোন পদ কি ভাবে পাঠ করিতে হইবে তদ্বিষয়ক জ্ঞান)। কাজেই বলিতে হয় নিরুক্ত শাস্ত্রই পদ বিভাগজ্ঞানের প্রতি কারণ। উপরি উক্ত কথাগুলি পরিষ্কার করিয়া বলা দরকার। ‘অবসায় পদ্ধতে রুদ্র মূল’ ইহা একটি মন্ত্ৰে (১০।১৬৯।১) অংশ। অবস শব্দের অর্থ গাভী—চতুর্থীর একবচনে অবসায়। ইহা একপদ, দুই পদের সমবায় নহে, কাজেই শাস্ত্রকারগণ পদপাঠে ইহাকে অবগ্রহযুক্ত (পরম্পর বিচ্ছিন্ন বা বিচ্ছেদ চিহ্নযুক্ত) করেন নাই; কারণ দুইপদের ভেদ বা পৃথক্ অস্তিত্ব প্রকট করিতেই অবগ্রহের প্রয়োজন হয়। যাহার অর্থজ্ঞান তাদৃশ তীক্ষ্ণ নহে সে মনে করিতে পারে অবসায় পদটি অবপূর্বক সো ধাতুর উত্তর ল্যপ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। পদ্ধতে এই চতুর্থ্যস্ত পদের সামান্যিকরণে অবসায় পদটি প্রযুক্ত হইয়াছে, কোনও কর্মপদের উল্লেখ নাই, অব + সো ধাতুর যাহা অর্থ তাহা এখানে সঙ্গত নহে, ইত্যাদি জ্ঞান তাহার না থাকায় ইহাকে অব ও সায় এই দুপদের সমবায় মনে করতঃ অবগ্রহযুক্ত করিয়া উচ্চারণ করা তাহার পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। “অবসায়ান্—ইহা ঋগ্বেদের ১।১০৪।১ মন্ত্ৰের অংশ। এখানে অবসায় পদটি চতুর্থ্যস্ত রূপে গ্রহণ করিলে অর্থসঙ্গতি হইবে না। অস্থান্ একটি কর্মপদ, কাজেই অবসায় পদটিকে ক্রিয়াপদরূপে গণ্য করিতে হইবে। অনুধাবন করিলেই বোধগম্য হইবে যে, ইহা ‘অব’ উপসর্গযুক্ত ‘সো’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। অব পূর্বক সো ধাতুর অর্থ এখানে বিমুক্ত করা। অবসায়ান্—অস্থগণকে বিমুক্ত করিয়া—অবসায় পদটি অব এবং সায় এই দুই পদের সমবয়ে গঠিত—গতিসমাসে। ইহাদের যে বিভিন্নতা বা পৃথক্ অস্তিত্ব তাহা পদকারগণ প্রকট করিয়াছেন ‘অব-সায়’ এই সমস্ত পদটিকে অবগ্রহযুক্ত

করিয়া অর্থাৎ অব এবং সায় ইহাদের বিভক্ত উচ্চারণ প্রদর্শন করিয়া। যাহার অর্থজ্ঞানে পারিপাট্য নাই, সে কি এই পদটির স্বরূপ নির্ধারণ করিয়া ইহাকে অবগ্রহযুক্ত করিয়া পাঠ করিতে পারে? তাহার পক্ষে সাবগ্রহ পদকে নিরবগ্রহ করিয়া পাঠ করা এবং নিরবগ্রহ পদকে সাবগ্রহ করিয়া পাঠ করাই সম্পূর্ণ সম্ভব। এই অর্থজ্ঞানের পারিপাট্য লাভ হয় নিরুক্ত শাস্ত্র হইতে। দ্বিতীয়তঃ—‘দূতো নিখাত্যা ইদমাজগাম’ (ঋগ্বেদ ১০।১৬৫।১) এবং ‘পরো নিখাত্যা আচক্ষব’ (ঋগ্বেদ ১।১৬৪।১) এই উভয় স্থলেই ‘নিখতি’ শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে। প্রথম স্থলে এই শব্দটি হয় পঞ্চম্যন্ত, আর না হয় ষষ্ঠ্যন্ত—কারণ, পঞ্চমী ণ ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থ ব্যতিরেকে অন্য কোন বিভক্তির অর্থ এখানে সম্ভব হয় না। কাজেই শব্দটি হইবে বিসর্গান্ত অর্থাৎ ‘নিখাত্যাঃ’—সন্ধিতে বিসর্গ লোপ। দ্বিতীয় মন্ত্রে ‘নিখতি’ শব্দ নিশ্চয়ই চতুর্থ্যন্ত, কারণ চতুর্থী বিভক্তির অর্থ ব্যতিরেকে অন্য কোন বিভক্তির অর্থ এখানে সম্ভব হইতে পারে না—কাজেই পদটি হইবে ‘নিখতিঃ’ ঐক্যান্ত—সন্ধিতে ঐকার স্থানে আকার। দুই মন্ত্রেই ‘নিখাত্যা’ এই অংশ সমান থাকিলেও পদপাঠে একস্থলে হইবে ‘নিখাত্যাঃ’, আর এক স্থলে হইবে ‘নিখতিঃ’। এই যে পদবিভাগে বৈলক্ষ্য্য অর্থাৎ পদপাঠে একই অংশের ভিন্ন ভিন্ন রূপপ্রাপ্তি, ইহা অর্থভেদজনিত অর্থাৎ কোন্ স্থলে কোন্ বিভক্তির অর্থ উপপন্ন হইবে তদ্বিষয়ক জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। পদবিভাগজ্ঞান অর্থজ্ঞানের উপর নির্ভর করে, অর্থজ্ঞান আবার নিরুক্তশাস্ত্র ব্যতিরেকে সম্ভবপর হয় না। কাজেই নিরুক্তশাস্ত্রই পদ-বিভাগজ্ঞানের প্রতি কারণ। নিরুক্ত শাস্ত্রের অপর প্রয়োজনও আছে। তাহা হইতেছে কোন্ দেবতা কোন্ মন্ত্রের দ্বারা স্তুত, তাহা নির্ণয় করা। যজ্ঞকার্যে অনেক বিধিতে দেবতাজ্ঞাপক অর্থাৎ দেবতার অভিধানে সমর্থ শব্দ আছে। যেমন—আগ্নেয়ান্নীধ্রমুপতিষ্ঠতে, ঐন্দ্র্যা সদো বৈষংব্য হবির্ধানম্, ইত্যাদি মন্ত্র। যদি বলা যায় আগ্নেয়ী (অগ্নি দেবতা যাহার) ঋকের দ্বারা আন্নীধ্রের, ঐন্দ্রী (ইন্দ্র দেবতা যাহার) ঋকের দ্বারা সদঃশালার, বৈষংব্যী (বিষ্ণু দেবতা যাহার) ঋকের দ্বারা হবির্ধানের উপস্থান (উপাসনা) করিবে, তাহা হইলে নির্ণয় করিতে হইবে কোন্ কোন্ মন্ত্রের দেবতা অগ্নি, ইন্দ্র এবং বিষ্ণু। ঐদৃশ নির্ণয় নিরুক্তশাস্ত্র করিয়া থাকে, নিরুক্তশাস্ত্র ব্যতিরেকে ইহা সম্ভব হয় না—এই স্থানেই নিরুক্তশাস্ত্রের অপর প্রয়োজনীয়তা। যাজ্ঞিকগণ অবশ্য বলিতে পারেন—কোন্ মন্ত্রের দ্বারা কোন্ দেবতা স্তুত ইহা নির্ণয় করিবার জন্য নিরুক্তশাস্ত্রের প্রয়োজন হয় না, কারণ মন্ত্রের মধ্যেই অনেক শব্দ আছে যাহা দ্বারা জানা যায়, অমুক দেবতা এই মন্ত্র বিশেষের দ্বারা স্তুত। অগ্নিমীড়ে পুরোহিতম্—এই মন্ত্রমধ্যস্থ ‘অগ্নিম্ ঈড়ে’ (অগ্নিকে স্তুতি করিতেছি) ইত্যাদি পদ হইতে বুঝা যাইবে অগ্নিদেবতাই এই মন্ত্রের দ্বারা স্তুত, ইহা নির্ণয় করিবার জন্য আবার নিরুক্ত শাস্ত্রের প্রয়োজন কি? যাস্ক ঐদৃশ আপত্তির খণ্ডনে বলেন—লিঙ্গ বা জ্ঞাপক শব্দ হইতে অব্যভিচারিভাবে এই দেবতাবিশেষই এই মন্ত্রের দ্বারা স্তুত’ ইহা নির্ণয় করা যায় না। ‘ইন্দ্রং ন ত্বা শবসা’ (ঋগ্বেদ ৬।৪।৭) এই মন্ত্রে ইন্দ্র ও বায়ু এই দেবতাদ্বয়ের অভিধায়ক শব্দ রহিয়াছে, কিন্তু তাহা বলিয়া ইহার

এই মন্ত্ৰের দেবতা নহেন। নিরুক্তশাস্ত্ৰ হইতে জানা যায় যে, ইন্দ্র ও বায়ুর যে অভিধান রহিয়াছে তাহা অপ্রধানভাবে, প্রধানভাবে অভিহিত হইয়াছেন অগ্নি এবং অগ্নিই এই মন্ত্ৰের দেবতা। ‘অগ্নিরিব মন্যো ত্ৰিযিতঃ সহস্ব’ (ঋগ্বেদ ১০।৮৪।২)—এই মন্ত্ৰের দেবতা মন্যু কিন্তু ইহাতে অগ্নির অভিধায়ক শব্দও রহিয়াছে। নিরুক্ত শাস্ত্ৰ হইতেই জানা যাইবে অগ্নির অভিধান এই মন্ত্ৰে প্রধানভাবে হয় নাই। অগ্নি এই মন্ত্ৰের দেবতা নহেন, প্রধানভাবে অভিহিত হইয়াছেন মন্যু এবং মন্যুই এই মন্ত্ৰের দেবতা। কোনও মন্ত্ৰের দেবতা কে, এই প্রশ্নের উত্তরে নিরুক্তকার বলেন—অভীষ্টলাভেচ্ছু ঋষি অৰ্থপতিত্বের জন্য অৰ্থাৎ ঐশ্বৰ্য্যাদি অভীষ্ট লাভের জন্য অভীষ্টার্থ প্রদানে সমর্থ কোন্ দেবতার প্রতি এই মন্ত্ৰে স্তুতি প্রয়োগ করিতেছেন তাহা দেখিতে হইবে, যে দেবতার প্রতি স্তুতি প্রয়োগ করিতেছেন অৰ্থাৎ অভীষ্ট প্রদানে সমর্থ জানিয়া যে দেবতাকে স্তুতির দ্বারা সম্বৃত্ত করিতেছেন, তিনিই ঐ স্তুতি মন্ত্ৰের দেবতা। সহজ কথায় বলিতে গেলে অভীষ্টলাভেচ্ছন ঋষি অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া যে মন্ত্ৰে যে দেবতার স্তুতি করিতেছেন তিনিই সেই মন্ত্ৰের দেবতা। এই নিয়ম অবশ্য খাটে যে সকল মন্ত্ৰে দেবতা আদিষ্ট অৰ্থাৎ স্পষ্টভাবে উল্লিখিত। কিন্তু এমন অনেক মন্ত্ৰ আছে যাহাতে দেবতা অনির্দিষ্ট বা অপ্রকট অৰ্থাৎ যাহাতে দেবতার কোন স্পষ্ট উল্লেখ নাই। সেই সকল মন্ত্ৰে দেবতার উপপরীক্ষা অৰ্থাৎ সম্যক্ নির্ণয় কি করিয়া করিতে হইবে যাক্ তাহা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন—কোনও মন্ত্ৰে দেবতার স্পষ্ট আদেশ অৰ্থাৎ উল্লেখ না থাকিলে দেখিতে হইবে সেই মন্ত্ৰ কোন্ যজ্ঞে বা যজ্ঞাদ্বে বিনিযুক্ত হয়; যে যজ্ঞে বা যজ্ঞাদ্বে ঐ মন্ত্ৰের বিনিয়োগ হয় সেই যজ্ঞ বা যজ্ঞাদ্বে দেবতাই ঐ মন্ত্ৰের দেবতা বুঝিতে হইবে। অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের দেবতা অগ্নি; অনাদিষ্টদেবতাক কোনও মন্ত্ৰের বিনিয়োগ অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে পরিদৃষ্ট হইলে বুঝিতে হইবে ঐ মন্ত্ৰের দেবতা অগ্নি। অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের তিন অঙ্গ—প্রাতঃ সবন, মাধ্যদিন সবন ও তৃতীয় সবন; প্রাতঃ সবনের দেবতা অগ্নি, মাধ্যদিন সবনের দেবতা ইন্দ্র এবং তৃতীয় সবনের দেবতা আদিত্য। অনাদিষ্টদেবতাক কোনও মন্ত্ৰের বিনিয়োগ প্রাতঃসবনে পরিদৃষ্ট হইলে বুঝিতে হইবে ইহার দেবতা অগ্নি, মাধ্যদিন সবনে পরিদৃষ্ট হইলে বুঝিতে হইবে ইহার দেবতা ইন্দ্র এবং তৃতীয় সবনে পরিদৃষ্ট হইলে বুঝিতে হইবে ইহার দেবতা আদিত্য। কিন্তু যে সকল অনাদিষ্টদেবতাকে মন্ত্ৰের বিনিয়োগ কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না—কোন যজ্ঞেও না, যজ্ঞাদ্বেও না—সেই সকল মন্ত্ৰের দেবতা নিরাপিত হইবে কি করিয়া? যাজ্ঞিকগণ বলেন সেই সমস্ত মন্ত্ৰের দেবতা হইবেন প্রজাপতি। নৈরুক্তগণ বলেন ঈদৃশ মন্ত্ৰ সমূহের দেবতা নরাশংস। কাথুক্য এবং শাকপুণি উভয়েই নৈরুক্ত। কাথুক্যের মতে নরাশংস = যজ্ঞ অৰ্থাৎ বিষ্ণু, এবং শাকপুণির মতে নরাশংস = দেবতা অৰ্থাৎ সৰ্বদেবতাশ্ৰয় অগ্নি (নি. ৭।১৭।১১ দ্রষ্টব্য)। এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে তাহা এই—অভীষ্ট প্রদানে সমর্থবোধ করিয়া যে দেবতার প্রতি স্তুতি প্রযুক্ত হইয়াছে, তিনিই সেই মন্ত্ৰের দেবতা, ইহাই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে বুদ্ধিবৃত্তিহীন অশ্বাদি জন্তুর এবং অচেতন

অক্ষ, রথ, উলুখলমুসল, দ্যাবাপৃথিবী প্রভৃতিরও অভীষ্ট প্রদান সামর্থ্য স্বীকার করিতে হয়। কারণ ইহারা ত দেবতা বলিয়া ঋগ্বেদে বহুঃ স্তুত হইয়াছেন। ইহাদের যে অভীষ্ট প্রদান সামর্থ্য নাই, তাহাত প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। তবে ইহাদের দেবতাত্ব উপপন্ন হইবে কি করিয়া? ইহার উত্তরে আচার্য যাক্স বলেন—আত্মা এক। আত্মা পরমেশ্বর দেবতা ইহারা একার্থক শব্দ। আত্মা বা দেবতা এক এবং এক হইলেও মাহাভাগ্য অর্থাৎ প্রভূত-ঐশ্বর্যবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিতে পারেন। অগ্নি, বায়ু সূর্য প্রভৃতি একই আত্মার ভিন্ন ভিন্ন রূপ। বিভিন্ন মস্ত্রে স্তুত অশ্ব অক্ষ উলুখলমুসল দ্যাবাপৃথিবী প্রভৃতিও এক আত্মা বা দেবতারই ভিন্ন ভিন্ন রূপ, ইহারা অদেবতা নহেন। ইহাই আত্মবিদগণের কথা এবং একেশ্বরবাদ। স্বাবর জঙ্গমাশ্বক যাবতীয় পদার্থের প্রকৃতি পরমাত্মা। তাঁহার পরিণাম হয় বহুরূপে। অশ্বাদি প্রাণী এবং উলুখলমুসল প্রভৃতি বস্তু তাঁহারই পরিণাম। কার্য ও কারণ অভিন্ন—অশ্ব, উলুখলমুসল প্রভৃতিও পরমাত্মা হইতে অভিন্ন। ঋষিগণ পরমাত্মা মনে করিয়াই—অশ্বাদির স্তুতি করিয়াছেন এবং ইহা দ্বারা পরমাত্মারই মহিমা কীর্ণিত হইয়াছে। আত্মবিদগণের মতের স্থূল মর্ম এই যে—দেবতাগণের রথ অশ্ব আয়ুধ প্রভৃতি সর্বদ্রব্যই আত্মা (পরমাত্মা) হইতে সমুৎপন্ন। ইহারা সমস্তই আত্মার বিকৃতি, আত্মারই স্বরূপ, আত্মা হইতে ভিন্ন নহে। কাজেই অশ্বরথাদির স্তুতিতে অদেবতার স্তুতি হয় না, পরমাত্মা বা পরমেশ্বরেরই স্তুতি হয়।

দেবতা এক নহেন, দেবতার সংখ্যা তিন। নিরুক্তকারগণের ইহাই মত। তিন দেবতা হইতেছেন অগ্নি, বায়ু বা ইন্দ্র এবং সূর্য। ইহাদের মধ্যে অগ্নি পৃথিবীস্থান দেবতা, বায়ু বা ইন্দ্র অন্তরিক্ষস্থান দেবতা এবং সূর্য দ্যুস্থান দেবতা। পৃথিবীলোক, অন্তরিক্ষলোক এবং দ্যুলোক—এই তিন লোক নিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রচিত। লোকের সংখ্যা তিন বলিয়া দেবতারও তিন সংখ্যা নিরুক্তকারগণ কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহাদের কল্পনার মূলে রহিয়াছে, বহু বৈদিক বাক্য। অগ্নি পৃথিবীলোকের, বায়ু অথবা ইন্দ্র অন্তরিক্ষলোকের এবং সূর্য দ্যুলোকের অভিমানিনী দেবতা। অগ্নি এবং সূর্য চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ, বায়ু হৃদগন্ধিয় প্রত্যক্ষ। এই যে তিন দেবতা, ইহারা সকলেই প্রভূত ঐশ্বর্যের অধিকারী। এই ঐশ্বর্যবলে প্রত্যেকেই নিজেকে বহু বিকৃত করিয়া বহুরূপে পরিণত করেন এইভাবে এক এক দেবতারই বহু রূপ হয় বলিয়া বহু নাম হইয়া থাকে। যেমন—জাতবেদা বৈশ্বানর (অগ্নির নাম) বায়ু বরুণ রুদ্র (ইন্দ্রের নাম) অশ্বিনয় উষা (সূর্যের নাম)। দেবতা তিনই, তবে আমরা যে আরও অনেক দেবতার নাম শুনিয়া থাকি তাঁহারা এই তিনেরই পরিণাম বা রূপান্তর মাত্র। যাজ্ঞিকগণের মতে দেবতার সংখ্যা একও নহে, তিনও নহে—কিন্তু বহু এবং তাঁহারা পরস্পর পৃথক্। কারণ, অগ্নি জাতবেদা বৈশ্বানর প্রভৃতি দেবতার পৃথক্ পৃথক্ স্তুতি পৃথক্ পৃথক্ নামেই পরিদৃষ্ট হয়। স্তুতি বহুত্ব স্তুত্য বহুত্ব অবশ্যই স্বীকার্য। দেবতাদিগের নামও পরস্পর বিভিন্ন—তাঁহাদের সংখ্যাও অনেক। স্তুতি বহুত্ব যেরূপ স্তুত্য বহুত্ব স্বীকার্য, অভিধান বা নাম বহুত্বও সেইরূপ অভিধেয়ের বা নামীর বহুত্ব স্বীকার্য। যাক্সাচার্য

এই তিন মতের মধ্যে (একত্ব ত্ৰিত্ব ও বহুত্বের মধ্যে) একটা সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। দেবতার তিনই হউন আর বহুই হউন, তাঁহারা পৃথিবী অন্তরিক্ষ এবং দ্যুলোক এই তিনস্থান ব্যাপ্ত করিয়াই অবস্থিত আছেন—কতক আছেন পৃথিবীতে, কতক অন্তরিক্ষে এবং কতক দ্যুলোকে। পৃথিব্যাতিস্থানগত একত্ব পৃথিব্যাতিস্থানস্থ দেবতা সমূহে আরোপ করিয়া পৃথিবীস্থ দেবতা এক, এইরূপ অন্তরিক্ষস্থ দেবতা এক এবং দ্যুলোকস্থ দেবতা এক, ইহা কল্পনা করা যাইতে পারে। ফলে দেবতার সংখ্যা বহু না হইয়া তিন হইল। আবার তিন স্থানের দেবতার সন্তোগের দ্বারা অর্থাৎ মিলিতভাবে পৃথিবী অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোক এই স্থানত্রয়ের পালন করিয়া ইহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন—তাঁহাদের একই কার্য এবং তাহা হইতেছে পরস্পর মিলিত হইয়া এই লোকত্রয়কে রক্ষা করা। লোকত্রয়ের সন্তোগ বা রক্ষণরূপ এককার্যতা নিবন্ধনও তিন দেবতাকে অন্ততঃ গৌণভাবে এক বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে। যাক্ষাচার্যের নিগূঢ় অভিপ্রায় এই যে দেবতার একত্ব ত্ৰিত্ব ও বহুত্ব পরস্পর অবিরোধী—তিনই সত্য। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়া বিচার করিতে হইবে মাত্র। আত্মবিৎ পারমার্থিকভাবে দেবতার একত্বই দর্শন করেন; তাঁহার মতে ত্ৰিত্ব ও বহুত্ব গৌণভাবে সত্য। নিরুক্তকারের মতে দেবতার ত্ৰিত্বই পারমার্থিক সত্য; একত্ব ও বহুত্ব গৌণভাবে সত্য। যাজ্ঞিকের মতে পারমার্থিক সত্য দেবতার বহুত্ব; একত্ব ও ত্ৰিত্ব গৌণভাবে সত্য। সমস্ত জিনিসটা এইভাবে বিচার করিলে বিরোধ কল্পনার অবকাশ থাকে না।

দেবতার আকার বা স্বরূপ সম্বন্ধেও যাক্ষাচার্য নিরুক্তগ্রন্থে বিচার করিয়াছেন। দেবতা দেখিতে মনুষ্যের ন্যায় অথবা পৃথিব্যাতির ন্যায় এই বিষয়ে প্রশ্ন উঠিয়াছিল। আত্মবিদগণের মনে এতদ্বিষয়ে কোন সন্দেহের উদ্রেক হইতে পারে না। কারণ, তাঁহাদের মতে দেবতা অর্থাৎ পরমাত্মা এক নির্গুণ এবং নিরাকার বা নীরূপ। এই বিচার নিরুক্তকারগণের মতে—ইহা বলাও যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ তাঁহাদের মতে দেবতা তিন—অগ্নি বায়ু ও সূর্য। এই তিন দেবতাই প্রত্যক্ষ; তন্মধ্যে বায়ু নিরাকার এবং অগ্নি ও সূর্যের আকার বা রূপ কিরূপ, সেই বিষয়ে কোন বিচারের অপেক্ষা নাই। অতএব বুঝিতে হইবে দেবতাগণের আকার সম্বন্ধে যে বিচার তাহা যাজ্ঞিকগণের মতে—আত্মবিদগণের মতেও নহে, নিরুক্তকারগণের মতেও নহে। যাজ্ঞিকগণেরই মধ্যে কোন কোন আচার্যের মতে দেবতাগণ পুরুষবিধ অর্থাৎ মানুষেরই ন্যায় বিগ্রহধারী এবং আকারবিশিষ্ট। আবার কাহারও কাহারও মতে দেবতার অপরূষবিধ অর্থাৎ মানুষের ন্যায় রূপবিশিষ্ট নহেন। তৃতীয় মত এই যে, দেবতার উভয়বিধ অর্থাৎ তাঁহারা পুরুষবিধ এবং অপুরুষবিধ উভয়ই। বৈদিক মন্ত্রসমূহে দেবতাদিগের পুরুষবিধত্ব এবং অপুরুষবিধত্ব উভয়ই তুল্যভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে বলা যাইতে পারে এবং যুক্তিতর্কের প্রামাণ্য উভয়দিকেই সমান। চতুর্থ মত এই যে, দেবতার পুরুষবিধ এবং অপুরুষবিধ হইলেও পরস্পর স্বতন্ত্র নহেন; পরস্পর সংসৃষ্ট—পুরুষবিধ দেবতাগণ

অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, অপুরুষবিধ দেবতারা তাঁহাদেরই কর্মাঙ্গা অর্থাৎ কর্মসম্পাদকরূপে আঙ্গা (working self)। ক্ষিতি জল অগ্নি বায়ু সূর্য প্রভৃতি অপুরুষবিধ দেবতাসূহ ধারণ, পোষণ, শীতোষ্ণ বর্ষাদির বিধান করিয়া জগৎপালনরূপ মহৎ কার্য সম্পাদন করিতেছেন; এই সমস্ত দেবতারই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন তাঁহারা পুরুষবিধ। অধিষ্ঠাত্রী দেবতাসমূহ প্রত্যক্ষ নহেন, আগমগম্য। মহাভারত গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়, পৃথিবী স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া ভাৰাবতরণের নিমিত্ত ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, অগ্নি ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া বাসুদেব এবং ব্রহ্মার নিকট খাণ্ডবন যাচঞা করিয়াছিলেন এবং পুরুষরূপ ধারণ করিয়াই উহা দক্ষ করিয়াছিলেন। স্থূল পৃথিব্যাতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা ই নানারূপ ধারণ করিয়া নানাকার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, ঈদৃশ সিদ্ধান্ত করাই সমীচীন। সাধারণতঃ প্রত্যক্ষভাবে ইহাদের কোন কার্য নাই, ইহাদের সমস্ত কার্যই সম্পন্ন হয় স্থূলরূপ প্রত্যক্ষদৃশ্য অপুরুষবিধ দেবতাগণের দ্বারা। কাজেই অপুরুষবিধ দেবতা পুরুষবিধ দেবতার কর্মাঙ্গা। যেমন যজ্ঞ যজ্ঞমানের কর্মাঙ্গা। যে যাহার হইয়া কর্মসাধন করে সে তাহার কর্মাঙ্গা। যজ্ঞ যজ্ঞমানের অঙ্গসমূহের এবং আঙ্গার সংস্কাররূপ কর্ম সাধন করিয়া তাহার কর্মাঙ্গতা প্রাপ্ত হয়, ইহা ব্রাহ্মণাদিগ্রন্থ হইতে আমরা অবগত হইতে পারি। দেবতাদের আকারসম্বন্ধে এখানে আমরা চারিটি মতের সমাবেশ দেখিতে পাই—(১) দেবতারা পুরুষবিধ (২) দেবতারা অপুরুষবিধ (৩) দেবতারা উভয়বিধ (৪) দেবতারা উভয়বিধ হইলেও একে অন্যের কর্মাঙ্গা। এই মতচতুষ্টয়ের মধ্যে বাস্তবিক কোন বিরোধ নাই। দেবতাদের মাহাভাগ্য অর্থাৎ নিরতিশয় ঐশ্বর্যবশতঃ তাহারা এক, দুই, বহু, মূর্ত্ত, অমূর্ত্ত, পুরুষবিধ, অপুরুষবিধ প্রভৃতি সবই হইতে পারেন। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ যখন যেভাবে তাঁহাদিগকে দেখিয়াছেন সেইভাবেই তাঁহাদের স্তব করিয়াছেন।

দেবতা সম্বন্ধে যাহাতে বিশেষ জ্ঞান হইতে পারে তজ্জন্য যাস্কাচার্য দেবতাসমাম্বায়ের অর্থাৎ নিষণ্টুপঠিত দেবতানামসমূহের প্রত্যেকটির আনুপূর্বিক ব্যাখ্যা দ্বারা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। অগ্নি পৃথিবীস্থানদেবতা—অগ্নির কর্মাধিকার বিশেষভাবে পৃথিবীতে; লোকত্রয়ের মধ্যে পৃথিবীই আমাদের সন্নিবৃষ্ট এবং প্রথম। অগ্নি দেবতা-সমাম্বায়ের প্রথম পদ, কাজেই অগ্নির ব্যাখ্যা প্রথমে করা হইয়াছে। সন্দেহ হইতে পারে, মাত্র পৃথিবীস্থান অগ্নিই অগ্নি; কিন্তু বস্তুগত্যা তাহা নহে। আমরা উর্ধ্বে যে জ্যোতির্দ্বয় দেখিতে পাই অর্থাৎ বিদ্যুৎ ও সূর্য—তাহাদিগকেও অগ্নি বলা হইয়া থাকে। সূক্তে যে অগ্নির স্তুতি পরিদৃষ্ট হয়, যে অগ্নির উদ্দেশে হবি প্রদত্ত হয়, সেই অগ্নি পার্থিব্যগ্নি—অস্তরিক্ষাগ্নি (বিদ্যুৎ) বা দ্যুলোক্যগ্নি (সূর্য) নহেন। উর্ধ্বতর জ্যোতির্দ্বয় অস্তরিক্ষাগ্নি ও দ্যুলোক্যগ্নি (বিদ্যুৎ এবং সূর্য) অগ্নি নামের ভাগী হন নিপাতবশে (অন্য দেবতার সহিত একসঙ্গে স্তুতিতে, ঔপচারিকভাবে বা অপ্রধানভাবে)। মুখ্য অগ্নি বলিতে পার্থিব্যগ্নিকেই বুঝাইবে। বিদ্যুতের এবং সূর্যের

যে অগ্নিনাম তাহা ঔপচারিক বা গৌণ; অগ্নিনামে বিদ্যুৎ এবং সূৰ্য সূক্তভাগীও নহেন, হবিৰ্ভাগীও নহেন। অগ্নি = জাতবেদা (বৈদ্যুত্যাগ্নি), অগ্নি = দ্যুলোক্যাগ্নি অৰ্থাৎ সূৰ্য বা উৰ্ধ্বতম জ্যোতি ইহা বলা হইয়া থাকে ঔপচারিক বা অপ্রধানভাবে। যাঁহারা মেধাবী বা বিজ্ঞ তাঁহারা অগ্নিকে ইন্দ্র মিত্র বরুণ প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। আত্মা এক এবং মহান; এক হইলেও তাঁহাকে বহু বলিয়া বর্ণনা করা হয়— তাঁহাকেই বলা হয় অগ্নি, তাঁহাকেই বলা হয় যম এবং তাঁহাকেই বলা হয় মাতরিশ্বা। বৈদ্যুত্যাগ্নি, দ্যুলোক্যাগ্নি এবং পার্থিব্যাগ্নি—তিন রূপেই জাতবেদা প্রকট হন—যেমন বৈশ্বানর। বৈশ্বানর সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে। কেহ বলেন বৈশ্বানর আদিত্য বা সূৰ্যের সহিত অভিন্ন। কারণ ঋগ্বেদে বর্ণিত হইয়াছে যে, বৈশ্বানর অগ্নি দ্যুলোকে অবস্থিত হইয়া দ্যুতিসম্পন্ন হন। দ্যুলোকে অবস্থিত হইয়া দ্যুতিসম্পন্ন হয় আদিত্য বা সূৰ্য; কাজেই বৈশ্বানর সূৰ্য ব্যতীত কেহই নহেন। নৈরুক্ত আচার্যগণের মতে বৈশ্বানর মধ্যম্যাগ্নি বা বিদ্যুৎ। তাঁহারা বলেন, যেহেতু বৰ্ণক্ৰিয়্যার প্রযোজক বলিয়া বৈশ্বানরের স্তুতি করা হয়, সেই জন্যই বৈশ্বানর = মধ্যম্যাগ্নি বা বিদ্যুৎ। আচার্য শাকপুণির মতে বৈশ্বানর পার্থিব্যাগ্নি ব্যতীত কেহই নহেন। যাস্কাচার্যের ইহাই অভিমত। তাঁহারা বলেন পার্থিব্যাগ্নিরও বৰ্ণন প্রযোজকত্ব আছে। দৃশ্যমান অগ্নিই যে বৈশ্বানর এই বিষয়ে তাঁহারা উভয়েই নিঃসন্দেহ। যাস্কাচার্য হবিষ্পাত্তীয় সূক্তের (ঋগ্বেদে ১০।৮৮) সাহায্যে স্পষ্ট প্রতিপাদন করিয়াছেন যে বৈশ্বানর = পার্থিব্যাগ্নি।

বিভিন্ন নামে অগ্নির ত্ৰিহানভাগিত্ব থাকিলেও পৃথিবীস্থানস্থেই অধিক তাৎপর্য— ইহাই আচার্য যাস্কা মতের নিরুক্ত। তনুনপাৎ নরাশংস দ্রবিণোদা ইগ্ন বনস্পতি ঈল ত্বষ্টা প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অগ্নির স্তুতি পরিদৃষ্ট হয়—ইহারা সকলেই পার্থিব্যাগ্নি। ইহাদের অন্তরিক্তস্থানত্ব বা দ্যুলোকস্থানত্ব গৌণ। ঋগ্বেদে অশ্ব, শকুনি, কপিঞ্জল মথুক প্রভৃতি প্রাণীর এবং অক্ষ গ্রাবা উলুখলমুসল প্রভৃতি অপ্ৰাণীর স্তুতিও পরিদৃষ্ট হয়। ইহারা সকলেই পৃথিবীস্থান দেবতা। তৎপরে যুদ্ধোপকরণ সমূহের স্তুতি। রাজা যজ্ঞ সম্পাদন করেন; যজ্ঞের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়াই রাজার স্তুতি হইয়া থাকে। রাজার সহিত সম্বন্ধ আছে যুদ্ধোপকরণের অৰ্থাৎ যুদ্ধসাধন রথাদির; রাজার সহিত সম্বন্ধই যুদ্ধোপকরণ রথাদির স্তুতিলাভের হেতু। যুদ্ধোপকরণের মধ্যে রথ দুন্দুভি ইবুধি হস্তয় (দস্তানা) অভীশু (প্রগ্রহ বা লাগাম) ধনু জ্যা ইযু অশ্বাজনী (কশা বা চাবুক) বৃষভ (অশ্ব) দ্রঘণ (মৃদগর)—ইহাদের স্তুতি দেখিতে পাই। প্রত্যেকেরই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন—অভীষ্টদেবতার স্তুতিই উপকরণে আরোপিত হইয়াছে, এই সিদ্ধান্তই আচার্যগণ সমীচীন মনে করেন।

মধ্যস্থান দেবতা। নিঘণ্টুর পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম তিন খণ্ডে আছে পৃথিবীস্থান দেবতাসমূহের নাম। পঞ্চম অধ্যায়েরই চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ডে অন্তরিক্তস্থান দেবতাসমূহের নাম উক্ত হইয়াছে। এই নাম সমূহের নির্বচন প্রদর্শিত হইয়াছে নিরুক্তের দশম ও

একাদশ অধ্যায়ে। নিঘণ্টু পঠিত অন্তরিক্ষস্থান দেবতার নাম সমূহের মধ্যে প্রথমেই পরিদৃষ্ট হয় বায়ুর নাম। বায়ুর সোম পানের কথা পাওয়া যায় ঋগ্বেদ ১।২।১ মন্ত্বে। মধ্যস্থান দেবতা ইন্দ্রেরই সোমপান প্রসিদ্ধ—সোমপান ইন্দ্রভিন্ন অন্য দেবতার পক্ষে অসাধ্য। কাজেই আচার্যগণ মনে করেন অন্তরিক্ষস্থান দেবতা বায়ু ইন্দ্র ভিন্ন কেহই নহেন। মধ্যস্থান দেবতাসমূহের মধ্যে রুদ্র এক দুর্ধর্ষ দেবতা। রুদ্র মরুদ্গণের পিতা। তিনি অতি উগ্রস্বভাব এবং তাঁহার নাম গ্রহণও বিপজ্জনক। যে মন্ত্বে তাঁহার নাম আছে সেখানে রুদ্র না বলিয়া ‘রুদ্রিয়’ বলাই সঙ্গত। রুদ্র শব্দের অপর এক অর্থ অগ্নি। তৎপরে ইন্দ্র। ইরা শব্দের অর্থ অন্ন অর্থাৎ অন্নের হেতুভূত জল অর্থাৎ জলের আধারভূত মেঘ; এই মেঘকে বিদীর্ণ করিয়া ইন্দ্র ধারারূপে পৃথিবীতে জল বর্ষণ করেন। ইরা শব্দের অর্থ শস্যবীজও হয়। এই বীজের বিদারণ বা অঙ্কুরোদ্ভেদ ইন্দ্রই করেন বৃষ্টি দ্বারা; ইরাদার = ইন্দ্র। ইন্দ্র ইরা অর্থাৎ অন্ন দান বা ধারণ করেন; ইরাদ = ইন্দ্র, অথবা ইরাধ = ইরা ধারয়িতা = ইন্দ্র—ইরা দান হেতু অথবা ইরাধারণহেতু ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব। ইন্দ্রবে দ্রবতীতি বা—ইন্দ্র ইন্দুর নিমিত্ত অর্থাৎ সোমপানার্থ ধাবিত হন—ইন্দ্রদ্রব = ইন্দ্র। ইন্দৌ রমতে ইতি বা — ইন্দ্র ইন্দুতে অর্থাৎ সোমপানে রত অর্থাৎ প্রীত বা আনন্দিত হন; ইন্দুরম = ইন্দ্র। ইন্ধে ভূতানীতি বা—প্রাণিসমূহকে অন্ন প্রদান করিয়া ইন্দ্র দ্যুতিবিশিষ্ট করেন; ইন্ধ = ইন্ধ = ইন্দ্র। শরীরমধ্যবর্তী মুখ্য প্রাণবায়ুই ইন্দ্র; এই মুখ্যপ্রাণ বা ইন্দ্রকে বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা সন্দীপিত (ইন্ধ) করেন উপাসকগণ যোগবলে—ইন্ধ ধাতু নিষ্পন্ন ইন্দ্রপদের ইহাই আত্মবিদগ্ধের নির্বচন। ইদং করণাদিহ্নঃ—ইহা তাহা অর্থাৎ সব কিছু অর্থাৎ এই কৃৎস্ন জগৎ ইন্দ্র করিয়াছেন বলিয়া ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব—ইদংকর = ইন্দ্র। ইদং দর্শনাদিহ্নঃ—এই সমস্ত অর্থাৎ শুভাশুভ সর্ব কর্ম দর্শন করেন বলিয়া ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব; ইদংদর্শ = ইন্দ্র। ইন্দ্র নিরতিশয় ঐশ্বর্য সম্পন্ন (ঐশ্বর্যার্থক ইন্দ্ + রন্ = ইন্দ্র)। ইন্দন্—ঐশ্বর্যার্থক ‘ইন্দ্’ ধাতুর শত্ প্রত্যয়ের রূপ। ইন্দ্র ঐশ্বর্য বিশিষ্ট এবং শত্রুর বিদারণকারী—ইন্দন্ + দার = ইন্দ্র। ইন্দ্র ঐশ্বর্যবিশিষ্ট এবং শত্রুর বিদ্রাবণ (বিতাড়ন)—কারী—ইন্দন্ + দ্রাব = ইন্দ্র। ইন্দ্র ঐশ্বর্যবিশিষ্ট এবং যজ্ঞকর্তার আদরকারী—ইন্দন্ + আ—দর = ইন্দ্র। ইন্দ্র ঋগ্বেদের একজন শ্রেষ্ঠ দেবতা—অনেক সূক্তে তাঁহার স্তুতি পরিদৃষ্ট হয়। ইন্দ্র প্রচণ্ড বলশালী—যাঁহার বলে দ্যাবাপৃথিবী ভীত হয়। ইন্দ্র প্রথম বা উৎকৃষ্ট মনস্বী—মনস্বিবৃন্দের অগ্রগণ্য তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াই অন্য দেবগণকে বৃত্রবধ বৃষ্টি প্রদানাদি কর্মের দ্বারা রক্ষা করিয়াছেন। ইন্দ্র পর্বত অর্থাৎ মেঘ বিদীর্ণ করিয়া পৃথিবীতে জলধারা সমূহ পাতিত করেন—তিনিই জলদাতা মেঘকে নিহত করেন। ইন্দ্র সকলেরই পতি বা পালক। বৃষ্টি প্রদানের দ্বারা যাগ নির্বাহের সহায়তা করিয়া তিনি সকলের স্থিতিহেতু। পর্জন্য আর এক বলশালী মধ্যস্থান দেবতা। পর্জন্য তাঁহার বলের দ্বারা অশনিপাত সহকারে বৃক্ষসকল বিনষ্ট করেন, এবং রাক্ষসগণকে (পাপকর্মা ত্রুর প্রকৃতি মনুষ্যদিগকে)

সংহার করেন বারিবর্ষণকারী পৰ্জন্য গৰ্জন কৰিতে কৰিতে পাপিষ্ঠগণকে ধ্বস্ত বিধ্বস্ত করেন। পৰ্জন্যের সংহার কাৰ্য বিপুল (অতিভয়ানক), তাঁহার নিকট হইতে নিরপরাধ ব্যক্তিও ভীত হইয়া পলায়ন করে। ব্রহ্মগম্পতি (ব্রহ্মের অৰ্থাৎ অগ্নের) রক্ষক বা পালয়িতা—বৃষ্টি প্রদানাদি দ্বারা অগ্নি রক্ষা করেন। ইন্দ্র ও পৰ্জন্যের সহিত ইঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। মেঘ ব্যাপনশীল—আকাশ ব্যাপিয়া থাকে এবং ক্ষরস্বভাব। ব্রহ্মগম্পতি দেবতা মেঘ হনন করেন—মেঘ হইতে বৃষ্টিধারা পৃথিবীতে পতিত হয়। সূর্যরশ্মিসমূহ এই অভিবৃষ্ট জলই আবার গ্রীষ্মকালে গ্রহণ করে এবং ইহাকে মেঘরূপে পরিণত করে—বর্ষাকালে এই মেঘই আবার বৃষ্টিরূপে পতিত হইয়া পৃথিবীকে অভিষিক্ত করে। মেঘ হইতে হয় জল, জল হইতে হয় মেঘ—এই প্রাকৃতিক নিয়মের নিয়ন্তা ব্রহ্মগম্পতি। অন্তরিক্ষস্থান দেবতা ‘ক্ষেত্রস্য পতিঃ’ বর্ষণের দ্বারা ক্ষেত্র শস্যসম্পন্ন করেন—তিনিই ক্ষেত্রের রক্ষাকর্তা বা পালনকর্তা—তিনি কৃষিকার্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। যম দেবতাও মধ্যস্থান দেবতারূপে পরিগণিত। যম প্রাণিসমূহকে উপরত অৰ্থাৎ প্রাণবিচ্যুত করেন। যম মরণোন্মুখ জনগণের অভিমুখে গমন করেন; মৃত্যুর পর কোন্ মার্গে কে যাইবে, তাহা নির্দেশ করিয়া দেন এবং কৃত কর্মের দ্বারা যে যে লোকে যাইবার অধিকারী তাহাকে সেই লোকে পৌঁছাইয়া দেন। ঋত্থেদের যম কর্মফল বিধাতা; পৌরাণিক যমের সহিত তাঁহার পার্থক্য আছে। অগ্নিকেও যম বলিয়া অভিহিত করা হয়—স্তোতৃবৃন্দকে কাম্য বস্তু সমূহ প্রদান করেন, এই ব্যুৎপত্তিতে। ইন্দ্রের সহিত যুগপৎ জাত অৰ্থাৎ ইন্দ্রের সহজাত বা যমজ বলিয়া অগ্নির নাম যম (যমজ) হইয়াছে। ইন্দ্র ও অগ্নির একই জনক—ইহারা যমজ ভ্রাতা। যম শব্দে যে অগ্নিকে বুঝায় তাহা পৃথিবীস্থানীয়—অন্তরিক্ষস্থানীয় বা দ্যুলোকস্থানীয় নহে। মধ্যস্থান দেবতাদিগের সহিত নিরতিশয় বলশালিত্ব, বলকার্য এবং বর্ষণপ্রবর্তকত্ব—এই সমস্ত গুণের অথবা কোন একটা বা দুইটির সম্বন্ধ থাকিবেই। ‘অথাতো মধ্যস্থানা দেবতাঃ’ ইহা বলিয়া নিরুক্ত দশমাধ্যায়ের প্রারম্ভ করা হইয়াছে। সম্পূর্ণ দশম অধ্যায় বত্রিশটি এবং একাদশ অধ্যায়ের দ্বাদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত সাতটি মোট উনচল্লিশটি দেবতা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই সমস্ত দেবতা সকলেই একক গণরূপে অৰ্থাৎ সমষ্টিগত ভাবেও—যেমন মরুদ্গণ রুদ্রগণ প্রভৃতি—দেবতাগণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মরুদ্গণ রুদ্রগণ ঋতুগণ অসিরোগণ পিতৃগণ অথর্বগণ ভৃগুগণ—ইঁহারা সকলেই মধ্যস্থান দেবতা এবং ইন্দ্রের সহচরী। পৌরাণিকগণের মতে ‘ঋভবঃ’ ‘অসিরস’, ‘ভৃগব’, ‘অথর্বগণঃ’ এই চারিটি পদ পিতৃগণের বিশেষণরূপেই প্রযুক্ত হইয়াছে। এই মতে ঋতুগণ অসিরোগণ প্রভৃতি পিতৃগণ ব্যতীত আর কেহই নহেন। পিতৃগণ অগ্ন্যাদি দেবতারই বিশিষ্ট প্রকার—কাজেই দেবতাগণের মধ্যে ইঁহাদের স্থিতি অনুপপন্ন নহে। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ঋতু অসিরা প্রভৃতি নাম ঋষিগণের মধ্যেও প্রসিদ্ধ আছে। বেদে ঋষিগণেরও স্থিতি দেখা যায়—যেমন বশিষ্ঠের এবং বশিষ্ঠপুত্রগণের

(ঋগ্বেদ ৭।৩৩ দ্রষ্টব্য)। কাজেই ঋতু প্রভৃতির ঋষিত্বও অসম্ভব নহে। ঋতুগণ, অঙ্গিরোগণ, ভৃগুগণ এবং অথর্বগণ—ইহাদের সমান্নান বা পাঠ মধ্যস্থান দেবতাগণের অধিকারে রহিয়াছে এবং ইহাদের স্তুতিও মধ্যস্থান দেবতাগণ মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়—কাজেই ইহারা ঋষি বলিয়া পরিগণিত হইলেও মধ্যস্থান দেবতা—ইহাই নিরুক্তকারগণের সিদ্ধান্ত। গণদেবতাগণের মধ্যে তৎপরে আপ্ত্যগণ। আপ্ত্যগণ সর্বব্যাপী এবং ঋষি। ইহাদের নাম একত দ্বিত এবং ত্রিত। ইহারাও ইন্দ্রের সহচারী—কাজেই মধ্যস্থান দেবতা। নিঘণ্টুতে স্ত্রী-দেবতাগণেরও সমান্নান বা পাঠ আছে। অদিতি দেবতার পাঠই সর্বপ্রথম পরিদৃষ্ট হয়। ঐতিহাসিকগণের মতে অদিতি = দেবমাতা অর্থাৎ দিব্যগুণশালী বসু, ক্রতু, দক্ষ প্রভৃতি বিশ্বনামক দেবগণের প্রসূতি—তিনি বিশ্বদেব এবং নৈরুক্তপক্ষে অদিতি = অদীনা অর্থাৎ অক্ষীগতাদিগুণযুক্ত দ্যুলোক অন্তরীক্ষ প্রভৃতি। অদীনা এবং দেবমাতা — এই দুই অর্থ ব্যতিরেকে অদিতি শব্দের আরও এক অর্থ আছে। স্কন্দস্বামী বলেন ইহার অর্থ ‘প্রকৃতি’। এই অর্থ অধ্যাত্মপক্ষে। দ্যুলোক এবং অন্তরীক্ষ অদিতিপ্রভব—কাজেই অদিতির সঙ্গে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে অবস্থিত। অদিতি মাতুরূপে সর্বভূতের নির্মাণ সাধন করেন, পিতৃরূপে জগতের পালন করেন, পুত্ররূপে স্তোতাকে পাপ হইতে উদ্ধার করেন। অদিতি সর্বকারণ, কাজেই তিনি সর্বস্বরূপা—কার্য ও কারণ অভিন্ন। অদিতি শব্দের অন্য এক অর্থ অগ্নি—অখণ্ডনীয় বা অক্ষীণ অগ্নি (মধ্যমাগ্নি)। অদিতি ব্যতীত আরও কুড়িটি মধ্যস্থান স্ত্রী-দেবতা ব্যাখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহাদের নাম সরমা গো ধেনু উষা সরস্বতী অনুমতি রাক্ষা প্রভৃতি। ইহারা প্রায় সকলেই মাধ্যমিকা বাক্ অর্থাৎ মেঘগর্জন বা বিদ্যুৎ। ইহাদের সকলের মধ্যেই মধ্যস্থান দেবতার লক্ষণ (বলবত্তা এবং বর্ষণকর্ম) বর্তমান আছে। সিনীবালী কুহু—ইহারা দেবপত্নী বলিয়া বর্ণিত—ইহারা কালাধিদেবতা, চন্দ্র সাহচর্য হেতু মধ্যস্থানা। মাধ্যমিকা বাক্ (মেঘগর্জন বা বিদ্যুৎ) বৃষ্টি প্রদান করিয়া প্রাণিসমূহকে প্রীতিসম্পন্ন করেন। মাধ্যমিকা বাক্ (বিদ্যুৎ, মেঘগর্জন বা বায়ু) রোগ দুর্ভিক্ষাদি অমঙ্গল হনন করিয়া পৃথিবীর অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। অন্তরীক্ষস্থান উষা অর্থাৎ বায়ু বা বিদ্যুৎ মেঘকে সংপীষ্ট বা বিদলিত করে, বায়ু হইতেই বৃষ্টি হয়। “উষা (বিদ্যুৎ) মেঘ হইতে অপসৃত হইল, মেঘ বায়ুবেগে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইল এবং তাহা হইতে অজস্র বৃষ্টিধারা পতিত হইল—পৃথিবী শস্যভারসমৃদ্ধা হইল—জীবলোক প্রাণে বাঁচিল।” নৈরুক্তগণের মত অবলম্বন করিয়াই মাত্র কয়েকটি কথা মধ্যস্থান দেবতা বিষয়ে বলা হইল। ঐতিহাসিক বা আখ্যানবিদগণের মতেও এই সমস্ত দেবতার ব্যাখ্যা আছে—তাহা ভিন্ন রকমের।

পৃথিবীস্থান ও অন্তরীক্ষস্থান দেবতার পরে দ্যুস্থান দেবতার প্রকরণ। নিঘণ্টুতে পঞ্চম অধ্যায়ের ষষ্ঠখণ্ডে আছে দ্যুস্থান দেবতাসমূহের নাম। নিরুক্তের দ্বাদশ অধ্যায়ে এই নামসমূহের নির্বচন প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রথমেই পরিদৃষ্ট হয় অশ্বিনদেবের নাম।

অশ্বিদ্বয় বিশেষ করিয়া সৰ্বজগৎকে পরিব্যাপ্ত করেন। এই স্থানেই অশ্বিদ্বয়ের অশ্বিত্ব। ব্যাপ্ত্যর্থক ‘অশ্’ ধাতু হইতে অশ্বিশব্দের নিষ্পত্তি। কাহারা এই অশ্বিদ্বয়? এই প্রশ্নের উত্তরে নৈরুক্তগণ বলেন অশ্বিদ্বয়—(১) দ্যাবা পৃথিবী (দ্যুলোক এবং অন্তরিক্ষলোক) (২) অরোরাত্র (৩) সূৰ্য ও চন্দ্র। ঐতিহাসিকগণের মতে অশ্বিদ্বয় = দুইজন নৃপতি, যেহেতু তাঁহাদের বিশিষ্ট অশ্বসমূহ রহিয়াছে। অশ্বিদ্বয়ের মধ্যে একজন মধ্যম (মধ্যস্থান দেবতা) আর একজন উত্তম (দ্যুস্থান দেবতা)। ইহাদের স্তুতি হয় অবিযুক্তভাবে, পৃথক পৃথক স্তুতি ইহাদের নাই, স্বতন্ত্রভাবে এক এক অশ্বীর স্তুতি কোতাও পরিদৃষ্ট হয় না। এইজন্যই যিনি মধ্যম তাঁহার অন্তরিক্ষস্থান দেবতার মধ্যে সমান্নান বা পাঠ নাই। অশ্বিদ্বয় অহোরাত্র—এই পক্ষই আচার্য যাক্‌সের অভিমত বলিয়া মনে হয়; কারণ এতৎপ্রসঙ্গে যে কয়টি মন্ত্ৰ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার সব কয়টিই অহোরাত্রার্থক অশ্বিদ্বয়বিষয়ে। অহোরাত্র বলিতে এখানে সারাদিন এবং সারারাত্রি নহে কিন্তু অৰ্ধ রাত্ৰের পর সূর্যোদয়ের পূৰ্ব পর্যন্ত যে কাল তাহা। মধ্যস্থান দেবতার মধ্যে উষার নাম থাকিলেও উষা আবার দ্যুস্থান দেবতা। দ্যুস্থান উষা কাস্ত্যর্থক ‘বশ’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—উষা কাস্তা কমনীয়া বা অভীজিতা। মধ্যমস্থান উষা অর্থাৎ বিদ্যুৎ বিবাসনার্থক “উচ্ছ” ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—বিদ্যুৎ মেঘ হইতে জল বিবাসিত (নিষ্কাশিত) করে অথবা মেঘ হইতে নিষ্পন্ন—বিদ্যুৎ মেঘ হইতে জল বিবাসিত (নিষ্কাশিত) করে অথবা মেঘ হইতে ইন্দ্রকর্তৃক বিবাসিত বা নিষ্কাশিত হয়। রাত্রির অন্ধকার বিদূরিত হইবার পর উষার উদয় হয়।

উষা ক্রমে আদিত্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়। উষা আদিত্যের মাতৃভূতা—সহস্থানতানিবন্ধন উষা আদিত্যের সহচারিণী এবং উষার রস হরণ করেন আদিত্য, সন্তান যেমন মাতার রস (স্তন্য) হরণ করে। উষা আবার আদিত্যের জায়া—ভার্যায় যেমন পতি অভিগত হয়, উষাতেও আদিত্য সেইরূপ অভিগত হইয়া থাকেন—আদিত্যের প্রকাশে উষা প্রোৎসাহিত হয় এবং তাহার অন্তর্ধান ঘটে। এই উষাই কাল গত হইলে সূর্যোদয় কালের অতি নিকটবর্তিনী হইয়া সূর্যাদেবী রূপে পরিণত হন। উদয় প্রাক্ ঋণবর্তী আদিত্যের নাম সূৰ্য এবং তৎসহচারিণী উষাঃপ্রভা সূৰ্য। বৃষাকপায়ী—বৃষাকপি অর্থাৎ আদিত্যের পত্নী, সূর্য্যার অবস্থা অতিক্রম করিলেই উষার নাম হয় বৃষাকপায়ী। বৃষাকপায়ী উষার ঠিক অরুণোদয় অবস্থা। বৃষাকপায়ী সূৰ্যবিভূতি—অবশ্যায় (হিম শিশির বা কুজ্বাটিকা) বর্ষণ করে এবং তাহা কম্পিত করে, ইহাই নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। উষা যেরূপ আদিত্যের মাতা বৃষাকপায়ীও সেইরূপ ইন্দ্রে অর্থাৎ আদিত্যেরই মাতা। ঋন্দস্বামী এবং দুৰ্গাচার্য উভয়েই বলেন—রসহরণ-ধর্ম ইন্দ্রের আছে; পুত্র যেরূপ মাতার রসহরণ (দুগ্ধপান) করে, মধ্যমও সেইরূপ বৃষাকপায়ীর রস (শিশিরকণা বা ওস) হরণ করে—বিশোধিত করে। এই উষাঃপ্রভাই যখন সূর্যের দিকেই নিজেই পরিচালিত করিয়া সূর্যের সহিত অবিভক্তভাবে প্রতীত

হয় তখনই তাহার নাম হয় সরণ্য। সরণ্য সূর্যসহচারিণী উষঃপ্রভা; অরুণোদয়োত্তরকালীন উষাই সরণ্য। স্থূলকথায় সরণ্য শব্দের অর্থ রাত্রির একাংশ উষা; উষাই আদিত্যপত্নী—আদিত্যোদয়ে বিলীন হইয়া যায়। সরণ্যের পিতা দেব ত্বষ্টা। দেব ত্বষ্টা সর্বভূতের উৎপত্তি পুষ্টি ও বৃদ্ধিসাধন করেন বৃষ্টি প্রদানের দ্বারা। যাবতীয় উদকের অধিপতি তিনি—নিখিল উদকরাশি তাঁহার অধীন। ত্বষ্টা মাধ্যমিক দেবতা—বিদ্যুৎ বা বায়ুরূপে। ত্বষ্টার পাঠ আছে মাধ্যমিক দেবতাসমূহের মধ্যে। আত্মী দেবতা প্রসঙ্গে পৃথিবীস্থানেও ইহার পাঠ আছে। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে অশ্বিনয়ের যাক্ষসম্মত অর্থ অহোরাত্র বলিতে সারাদিন এবং সারারাত্ৰিকে বুঝায় না কিন্তু অর্ধরাত্রের পর সূর্যোদয়ের পূর্বপর্যন্ত যে কাল তাহা বুঝাইয়া থাকে। ইহা অন্ধকার এবং আলোকের সংমিশ্রণ—অন্ধকার অনুপ্রবিষ্ট হয় জ্যোতিতে, জ্যোতি অভিভূত হয়, অন্ধকারের প্রাধান্য ঘটে। আবার জ্যোতি অনুপ্রবিষ্ট হয় অন্ধকারে, অন্ধকার অভিভূত হয়, জ্যোতিরই প্রাধান্য ঘটে। প্রধানীভূত অন্ধকার ভাগই মধ্যম (মধ্যস্থান দেবতা)—ইহাই মধ্যমের রূপ এবং প্রধানীভূত জ্যোতির্ভাগই উত্তম বা আদিত্য অর্থাৎ ইহাই আদিত্যের রূপ। মধ্যমের রূপ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে এবং উত্তমের রূপ ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে থাকে—অবশেষে দিবারাত্রির সন্ধিকালে (অতি প্রত্যুষে) মধ্যমের মধ্যমত্ব বিলীন হইয়া যায়, আদিত্যের রূপে তাহার পরিণতি ঘটে। এই মধ্যম বা তমোভাগই ত্বষ্টা। ত্বষ্টা অশ্বিনয়েরই একজন। ইনিই আদিত্যের রূপে পরিণত হন বলিয়া দুস্থান দেবতারূপে পরিগণিত। তৎপরে দেব সবিতা। যখন পৃথিবীতে অন্ধকার থাকে কিন্তু অন্তরীক্ষলোক তমঃপরিশূন্য এবং সূর্যালোকে উদ্ভাসিত হয় তখনই সবিতার কাল—সেই কালেই আদিত্য সবিতা বলিয়া কথিত হন। সায়েনের মতে উদয়ের পূর্বে আদিত্যের যে মূর্তি তাহাই সবিতা, উদয় হইতে অন্তগমন পর্যন্ত যে মূর্তি তাহা সূর্য। সবিতা মধ্যমস্থান দেবতারূপেও প্রতিপাদিত হইয়াছেন—বৃত্তিকর্মের সহিত সম্বন্ধবশতঃ। সবিতা = অগ্নিদেবতাও। অগ্নি অর্থে সবিতা শব্দের অর্থ প্রেরক—স্কন্ধস্বামীর মতে; কারণ অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যাবতীয় কর্মের প্রেরক অগ্নি। দুর্গাচার্যের মতে অগ্নি-অর্থে সবিতা শব্দের অর্থ প্রসবকর্তা; অগ্নি যজ্ঞনির্বাহ করেন এবং যজ্ঞ হইতেই হয় শস্য প্রজা প্রভৃতির নিষ্পত্তি। সবিতার পর ভগ অবস্থার সৃষ্টি। সবিতার পরবর্তী এবং উদিত সূর্যের পূর্ববর্তী অনাবিষ্কৃতমণ্ডল জ্যোতির্বিশেষ বা আদিত্য অর্থাৎ অনুদিত সূর্য ভগশব্দবাচ্য। কিন্তু ‘জনং ভগো গচ্ছতি’ এই বাক্যে (মৈত্রা, সংহিতা ১।৬।২) ভগশব্দে অনুদিত আদিত্যকে বুঝাইতেছে না—বুঝাইতেছে সূর্যরূপতাপন্ন ভগকে অর্থাৎ উদয়াবস্থ আদিত্যকে। ইহার পরেই সূর্য। সূর্যশব্দ গমনার্থক ‘সু’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—ভগকাল হইতে সূত (অপসূত বা অপগত) হইয়াই আদিত্য সূর্যরূপতা প্রাপ্ত হন। প্রেরণার্থক ‘সু’ ধাতু হইতেও ইহার নিষ্পত্তি হইতে পারে—সূর্যই সর্বজগৎকে কর্মে প্রেরণ করেন। অথবা সু + গতার্থক ঈর্ষ ধাতু হইতেও ইহার

নিষ্পত্তি প্রদর্শিত হইতে পারে—সূর্য বায়ুদ্বারা সৃষ্ট প্রেরিত বা চালিত হন। দ্যুলোক-ভুলোক এবং অন্তরিক্ষলোক—এই লোকত্রয়কে পরিপূর্ণ করেন সূর্য স্বীয় মহত্ত্বের দ্বারা। সূর্যই এক মাত্র সত্য; মিত্র বরুণাদি দেবতা এবং মনুষ্যাদি প্রাণী কিংবা অন্যান্য যাবতীয় পদার্থ—ইহাদের সম্বন্ধে যে জ্ঞান তাহা সূর্যই হইয়া থাকে—তাহা সূর্যেরই জ্ঞান। তাৎপর্য এই যে, সূর্যের সহিত মিত্র বরুণাদি অভিন্ন; কাজেই মিত্র বরুণাদিকে যিনি সূর্যস্বরূপে দর্শন করেন, মিত্র বরুণাদিকে সূর্য হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করেন না—তিনিই যথার্থ দ্রষ্টা, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী। যেহেতু সূর্য লোকত্রয় পূর্ণ করিয়াছেন—সর্ববস্তুতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন, সেই কারণে তিনি জন্ম এবং স্থাবর পদার্থনিচয়ের আত্মস্বরূপ। বালভাবাপন্ন আদিত্যই সূর্য। আদিত্য বালভাব পরিত্যাগ করিয়াই পূষা হন। যখন বালভাব পরিত্যাগ করেন অর্থাৎ রশ্মিসমূহের দ্বারা পরিপুষ্ট হন, তখনই আদিত্যের নাম হয় পূষা। পূষার দুইরূপ—একরূপ লোহিতবর্ণমণ্ডল এবং অন্যরূপ মণ্ডলাধিপতী যষ্টব্য দেবতা। পূষা পথের অধিপতি—পথে রক্ষা করিবার অধিকার পূষার। পূষাবস্থা অতিক্রম করিয়া আদিত্য হন বিষু—রশ্মিসমূহ-পরিব্যাপ্ত আদিত্যই বিষু। বিষু যে তিন স্থানে পদন্যাস করেন, আচার্য ঔর্ণনাভের মতে সেই তিন স্থান হইতেছে উদয়াচল, অন্তরিক্ষ এবং অন্তাচল—প্রাতঃকালে উদয়াচলে উদিত হন, মধ্যাহ্নে অন্তরিক্ষে প্রদীপ্ত হন এবং সায়াহ্নে অন্তাচলে অন্তগত হন। ইহাই বিষুর ত্রিধা পদন্যাস। বিষুত্ব অর্থাৎ মধ্যাহ্নসূর্যভাব অতিক্রম করিয়া আদিত্য ক্রমে বিম্বানর বরুণ এবং কেশী হইয়া থাকেন। বিম্বানর হইতেছেন প্রথরকিরণশালী—মধ্যাহ্নোত্তরকালীন আদিত্য। বরুণ = রশ্মিজাল সমাবৃত আদিত্য। মধ্যস্থান দেবতারূপে বরুণ আবার মেঘজালে আকাশ সমাচ্ছন্ন করেন। কেশী ও নভোমণ্ডল মধ্যবর্তী প্রদীপ্ত আদিত্য। কেশ অর্থাৎ কেশস্থানীয় রশ্মিসমূহ আছে বলিয়াই—আদিত্য = কেশী। অথবা কাশ (দীপ্তি) যাহার আছে—কাশী = কেশী। অগ্নি আদিত্য এবং বায়ু—ইহারা কেশিত্রয়। ইহারা প্রকাশ বৃষ্টিদানাদি কর্মের দ্বারা জগৎকে অনুগৃহীত করেন। অতঃপর আদিত্যের অন্তগমনোন্মুখ অবস্থা এবং অন্তগমনাবস্থা। এই দুই অবস্থায় আদিত্য হন যথাক্রমে বৃষাকপি এবং যম। আদিত্য = বৃষা + কপি অর্থাৎ বর্ষণকারী এবং কম্পনকারক—অন্তাচলগামী সূর্য অবশ্যায় (ওস বা হিমকণা) বর্ষণ করেন এবং রাত্রিভীত প্রাণিবর্গকে বিকম্পিত করেন। যম = অন্তগত সূর্য—সূর্য অন্ত গেলে প্রাণিসমূহ নিদ্রাবিষ্ট হয়, সূর্য যেন তাহাদিগকে উপরত বা প্রাণবিচ্যুত করেন। দ্যুস্থান দেবতাগণের মধ্যে আরও দেখিতে পাই—অজএকপাং (ইনিও অন্তগত আদিত্য) পৃথিবী (দ্যুলোক) সমুদ্র (আদিত্য) দধ্যঙ্ অথবা মনু (আদিত্যেরই অবস্থা বিশেষ)—ইহাদের নাম। এই পর্যন্ত যে সকল দ্যুস্থান দেবতার আলোচনা করা হইয়াছে তাহারা সকলেই একক—মাত্র অশ্বিদ্বয় ব্যতীত। গণশঃ অর্থাৎ সমষ্টিগতভাবেও মধ্যস্থান দেবতার ন্যায় দ্যুস্থান দেবতার উল্লেখ আছে। যথা—

আদিত্যগণ, সপ্তঋষি, দেবগণ, বিশ্বে দেবগণ, সাধ্যগণ, বসুগণ, বাজিগণ এবং দেবপত্নীগণ। ইহারা কেহ কেহ বা সূর্যের রশ্মি এবং কেহ কেহ বা সূর্যের বিভূতি। আমরা দেখিয়াছি সূর্যেরই নৈসর্গিক বিভিন্ন অবস্থা দ্যুস্থান দেবতারূপে কল্পিত হইয়াছে। সূর্যদেবের বিশালত্ব মহত্ত্ব এবং রক্ষণকারিত্ব উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকেই একমাত্র দেবতা ভাবিয়া ভারতীয় ঋষিগণ অভিভূত হইয়াছিলেন। সূর্যই একমাত্র দেবতা সূর্যের উপরে কেহ নাই, বেদের সমস্ত মন্ত্রই সূর্যপর—ঐদৃশ মতবাদ আধুনিক নহে—বহুকাল পূর্ব হইতেই ঋষিকল্প আচার্যগণ এই মতের পোষকতা করিয়া আসিতেছেন। আত্মতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মতে একমাত্র দেবতা ব্রহ্ম বা পরমাত্মা। সমস্ত বেদের প্রতিপাদ্য এই ব্রহ্ম, সূর্য প্রভৃতি দেবতা গৌণ। বেদমন্ত্র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নিরুক্তে আমরা চারিটি মতের উল্লেখ দেখিতে পাই—যাজ্ঞিকগণের মত, আখ্যান বিদ্ বা ঐতিহাসিকগণের মত, নৈরুক্তগণের মত, এবং আত্মবিদগণের মত। আচার্য যাস্ক প্রসিদ্ধ নিরুক্তকার—তিনি শাকপুণি প্রভৃতি নৈরুক্তগণের মত শ্রদ্ধাসহকারে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁহার অনভিমত আর কোনও মতের প্রতি তিনি কটাক্ষ বা উপেক্ষা প্রদর্শন করেন নাই।

নির্বচন নিরুক্তের প্রধানতম কার্য। নির্বচন শব্দের অর্থ নিঃশেষে বচন বা উক্তি অর্থাৎ ব্যাখ্যা। নিরুক্ত শব্দের সহিত নির্বচন শব্দের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। পূর্বেই একবার বলা হইয়াছে যে শব্দ ত্রিবিধ—প্রত্যক্ষবৃত্তি, পরোক্ষবৃত্তি এবং অতিপরোক্ষবৃত্তি (প্রত্যক্ষক্রিয়, প্রকল্প্যক্রিয় এবং অবিদ্যমানক্রিয়)। প্রত্যক্ষবৃত্তি বা প্রত্যক্ষক্রিয় নামসমূহের ব্যুৎপত্তি অতি স্পষ্ট। ঐদৃশ নামসমূহে ক্রিয়া বা ধাতু সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করা যায়, যথা—হারক পাচক কর্তা ইত্যাদি। পরোক্ষবৃত্তি (প্রকল্প্যক্রিয়) নামসমূহে ক্রিয়া বা ধাতু সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করা যায় না বটে কিন্তু কল্পনা বা অনুমান করা যায়, যথা—গো অশ্ব পুরুষ ইত্যাদি। অতি পরোক্ষবৃত্তি (অবিদ্যমানক্রিয়) নামসমূহে কোন ক্রিয়া বা ধাতুর সাক্ষাৎ উপলব্ধি করা দূরে থাকুক, অনুমানও করা যায় না, যথা—ডিথ, ডবিথ অরবিন্দ ইত্যাদি। প্রত্যক্ষবৃত্তি শব্দের ব্যুৎপত্তি অতি স্পষ্ট, কাজেই নিরুক্তে ঐদৃশ শব্দের নির্বচন প্রায়শঃ করা হয় নাই। পরোক্ষবৃত্তি এবং অতিপরোক্ষবৃত্তি শব্দসমূহের অর্থ কি করিয়া নিষ্কৃষ্ট বা উদ্ধৃটিত করিতে হয়, প্রধানতঃ তাহাই নিরুক্তশাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। শব্দের অর্থসাধন করা নিরুক্তের কার্য। যদি দেখা যায় ব্যাকরণানুসৃত প্রণালী অবলম্বন করিয়া কোনও কোনও অনবগত সংস্কার (যাহার প্রকৃতি ও প্রত্যয় অবগত নহে) শব্দবিশেষের অর্থসাধন করা যায় না, যদি দেখা যায় ইহার অর্থ অতি দুর্বোধ, তাহা হইলে ইহার নির্বচন করিবে কিনা? ইহার উত্তরে আচার্য যাস্ক বলেন নির্বচন করিতেই হইবে। কারণ দুর্বোধ দুরূহ শব্দের নির্বচন করাই নিরুক্তশাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য। কি কি উপায়ে ঐদৃশ শব্দের নির্বচন করা সম্ভব হইতে পারে তাহার আলোচনা

নিরুক্তশাস্ত্ৰে বিস্তৃতভাবে করা হইয়াছে। অবোধ্য দুৰূহ শব্দের নিৰ্বচন করিতেই হইবে—আচার্য যাক্শের এই দৃঢ়তার মূলে রহিয়াছে শাকটায়ন এবং অন্যান্য নিরুক্তকারগণের ভাষাতত্ত্ববিষয়ে এক বিরাট সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্তটি হইতেছে—তত্র নামান্যাখ্যাতজ্ঞানীতি (সমস্ত নামই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)। এই সিদ্ধান্ত মহামতি যাক্শ পূর্ণভাবে মানিয়া নিয়াছিলেন। সমস্ত নামই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে—এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধবাদী বহু আচার্য ছিলেন, গার্গ্য তাঁহাদের মধ্যে প্রধান। এক সম্প্রদায়ের বৈয়াকরণগণও (পাণিনি এই সম্প্রদায়ের অনুবর্তী) গার্গ্যের মত সমর্থন করিতেন। সমস্ত শব্দই আখ্যাতজ—ইহা তাঁহারা মামিতেন না। বহু যুক্তিতর্কের অবতারণার পর তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, যে নাম উচ্চারিত হওয়া মাত্রই যে ধাতু হইতে তাহা নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহার সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয়, যে নামে স্বীয় অর্থ ও ধাতুর অর্থ ওভ্যেতভাবে সংশ্লিষ্ট থাকে মাত্র, তাহাই আখ্যাতজ নাম—যৌগিক নাম। আর যে নামে সাক্ষাৎভাবে ধাতুর উপলব্ধি হয় না, অনুসন্ধান করিয়া নিশ্চয় করিতে হয়, যে নামের অর্থ ধাতুর অর্থের সহিত সম্পূর্ণ সমঞ্জস নহে, সেই নাম আখ্যাতজ নাম নহে, সেই নাম রূঢ় নাম। সরল কথায় বলিতে গেলে গার্গ্যমতের তাৎপৰ্য এই যে, যখন কোমণ্ড শব্দ ক্রিয়ার অভিধানে বা প্রকাশে সমর্থ, আর সেই ক্রিয়া যখন সেই শব্দের অর্থে বিদ্যমান থাকে, তখনই ঐ শব্দ বা নামকে আখ্যাতজ বলিয়া নির্দেশ করা যায়—যেমন, পাচক, পাঠক প্রভৃতি শব্দ; আর যে সকল শব্দ এই লক্ষণের বহির্ভূত তাহারা আখ্যাতজ নহে—যেমন, গো, অশ্ব, পুরুষ ইত্যাদি যোগরূঢ় শব্দ; যেমন, ডিথ, ডবিথ, জহা প্রভৃতি রূঢ় শব্দ।

যাক্শাচার্য গার্গ্যপক্ষীয়দিগের মত বলিষ্ঠ যুক্তি সহকারে খণ্ডন করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, সকল শব্দই নির্বিণেবে আখ্যাতজ—যেমন যৌগিক শব্দ তেমনই রূঢ় শব্দ। কি করিয়া দুৰূহ এবং রূঢ় শব্দসমূহের নিৰ্বচন করিতে হয় তাহা যাক্শাচার্য নিরুক্তের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহার সারমর্ম এই যে, শব্দের নিৰ্বচন করিতে হইলে প্রথমতঃ দেখিতে হইবে শব্দটি যৌগিক কি রূঢ়। যৌগিক শব্দের নিৰ্বচন ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারেই করা যায়। রূঢ় শব্দের নিৰ্বচনে “অর্থসামান্য, বর্ণসামান্য, অক্ষরসামান্য, বর্ণব্যাপ্তি, বর্ণাগম, বিভক্তিবিপরিণাম, সংপ্রসারণ” প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। আরও দেখিতে হইবে শব্দটি বৈদিক কি লৌকিক; বৈদিক শব্দের নিৰ্বচন লৌকিক ধাতু হইতে এবং লৌকিক শব্দের নিৰ্বচন বৈদিক ধাতু হইতে করিলে কোন দোষ হইবে না। অনবগত সংস্কার অর্থাৎ বাহার প্রকৃতি ও প্রত্যয় অবগত নহে, ঈদৃশ পদের নিৰ্বচন করিতে হইলে কোন্ প্রকরণে এবং কোন্ পদের সাহচর্যে সেই পদটির প্রয়োগ হইয়াছে তাহার জ্ঞান থাকা আবশ্যিক; তাহা না হইলে ভ্রান্তি ঘটবার

সম্ভাবনা থাকিবে। ‘জহা’ একটি অনবগত সংস্কার পদ; এই পদটির নির্বচন ‘হন্’ ধাতু হইতেও হইতে পারে, ‘হা’ ধাতু হইতেও হইতে পারে। ঠিক কোন ধাতু হইতে ইহার নিষ্পত্তি তাহা অবধারণ করিতে হইলে জানিতে হইবে এই পদটির প্রয়োগ কোথায় হইয়াছে, ইহার সহচরিত পদান্তর সমূহ কি এবং ইহার প্রকরণই বা কি। ‘জহা’ পদটির প্রয়োগ হইয়াছে ঋগ্বেদ ৮।৪৫।৩৭ মন্ত্রে; ইহার প্রকরণ এবং সহচরিত মন্ত্র (৮।৪৫।৩৪) আলোচনা করিলে ‘হন্’ ধাতু হইতে যে ইহার নিষ্পত্তি হইয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। নির্বচন সম্বন্ধে বহু কথা জানিবার আছে। অনুসন্ধিৎসু সুধীবর্গ ব্যাকরণশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা অর্জনপূর্বক উপযুক্ত গুরু নিকট শিষ্যভাবে সমাগত হইয়া শাস্ত্ররহস্য অধিগত করিতে পারিবেন, ইহাই শাস্ত্রের নির্দেশ।

বেদ আয়ত্ত করিবার জন্য ছয়টি বেদাসের প্রয়োজনীয়তা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। স্বাধ্যায় বা অভ্যাসের জন্য শিক্ষা ও ছন্দ, ভাবাবিজ্ঞানের জন্য ব্যাকরণ ও নিরুক্ত এবং কর্মকাণ্ডে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য জ্যোতিষ ও কল্প— এই বেদাঙ্গ সমূহের পঠন পাঠন ভারতবর্ষে দীর্ঘ কয়েক হাজার বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। পরম পুরুষার্থ যে জ্ঞান তাহা লাভের উপায় বেদ এবং বেদের তাৎপর্য ও মন্ত্যর্থবোধ নিরুক্তশাস্ত্রকে বাদ দিয়া সম্ভবপর হইতে পারে না। এইরূপ অনুমান করা হয় যে, নিষট ও নিরুক্ত একই বিদ্যাস্থানের বিভিন্ন নাম এবং বিভিন্ন বৈদিক সম্প্রদায়ের মধ্যে একাধিক নিষট্টু অথবা নিরুক্ত প্রচলিত ছিল। বর্তমানে আমরা যে নিষট্টু পাই তাহা উহার একাংশ মাত্র এবং অবশিষ্ট গ্রন্থসমূহ অবলুপ্ত। যাক্ এই নিষট্টুকেই তাঁহার নিরুক্ত গ্রন্থে সূচ্যক্ত করিয়াছেন এবং তাঁহার নিরুক্তই বেদাঙ্গ বলিয়া স্বীকৃত। যাক্ তাঁহার পূর্ববর্তী অথবা সমসাময়িক গার্গ্য কৌৎস ঔদুহরায়ণ ঔডুলোমি কাথক্য শাকলুণি ঔর্ণনাভ শাকটায়ন প্রভৃতি বোলজ্ঞান শব্দবিদ্যাশিষ্যাদি আচার্যের নাম করিয়াছেন। তিনি বিভিন্ন মতাবলম্বী বেদ সম্প্রদায়ের চিন্তাধারা তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন অথবা সমর্থন বা খণ্ডন করিয়াছেন। নিরুক্তগ্রন্থে ঋগ্বেদ যজুর্বেদ সামবেদ অথর্ববেদ তৈত্তিরীয় সংহিতা মৈত্রেয়্যণীয় সংহিতা কাঠক সংহিতা ঐতরেয়ব্রাহ্মণ গোপথব্রাহ্মণ কৌশীতকীব্রাহ্মণ শতপথব্রাহ্মণ প্রাতিশাখ্য এবং উপনিষদসকলের উল্লেখ থাকায় ইহা অনুমান করিতে কোন অসুবিধা হয় না যে তাঁহার সময়ে এবং পূর্ববর্তীকালে বেদচর্চা ও জ্ঞানবিজ্ঞানে ভারত কিরূপ অগ্রসর ছিল। পণ্ডিতবর্গের অনুমান এই যে, যাক্ খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন এবং তিনি বুদ্ধদেবের পূর্ববর্তী। তিনিই পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম প্রাচীন মনীষী যিনি শব্দব্যুৎপত্তি শব্দার্থ ও শব্দ নির্বচনবিদ্যা সবিশেষ আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণকে যথার্থ জানিবার জন্য নিরুক্ত। যাক্‌র পরবর্তী যুগে যাহারা ভিন্ন ভিন্ন কালে বেদের আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের গ্রন্থই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহারা সকলেই যাক্‌র নিকট ঋণী এবং বেদব্যাখ্যাতা হিসাবে আজও

বিদগ্ধ সমাজে পরিচিত। শব্দবিদ্যা ব্যাখ্যাতারূপে প্রথমেই লক্ষ্যের মধ্যে আসে দুর্গাচার্য এবং স্কন্দস্বামীর নাম। ইঁহারা উভয়েই বেদবিদ্যানিষগত সুবিখ্যাত আচার্য। ইঁহাদের সময়ের পৌৰ্ব্বাপর্য নিৰ্ণয় করা দুঃসাধ্য। বেদের বিশিষ্ট অধ্যাপক এবং স্কন্দস্বামীর টীকার সৰ্বপ্রথম প্রকাশক লক্ষণ-স্বরূপ মহাশয় পূৰ্বে মনে করিতেন স্কন্দস্বামীই পূৰ্ববৰ্তী। আমরা এই মত বরাবর পোষণ করিয়াছি এবং এই মতেরই অনুবর্তন করিয়া চলিয়াছি। কিন্তু অধ্যাপক লক্ষণস্বরূপ তাঁহার মতের পরিবর্তন করিয়া গিয়াছেন এবং প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে দুর্গাচার্যই পূৰ্ববৰ্তী এবং তিনি স্কন্দস্বামীর প্রায় পাঁচশত বৎসর পূৰ্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিবর্তিত মতানুসারে দুর্গাচার্য প্রথম শতাব্দীর এবং স্কন্দস্বামী পঞ্চম ষষ্ঠ শতাব্দীর আচার্য। উভয়েই নিরুক্তগ্রন্থের ব্যাখ্যাতা। দুর্গাচার্যকৃত টীকা অনেকটা সংক্ষিপ্ত এবং স্কন্দস্বামীর টীকা অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত। নিরুক্তের টীকাই দুর্গাচার্যের প্রধান কৃতিত্ব। ত্রীযুক্ত লক্ষণস্বরূপের গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি—স্কন্দস্বামী, উদ্ভীথ ও নারায়ণ, ইঁহারা তিনজন একত্রে ঋগ্ভাষ্য গ্রন্থে ঋগ্বেদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আনুমানিক পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইঁহারা সকলেই জীবিত ছিলেন। বরংকি তাঁহার নিরুক্তসমুচ্চয় গ্রন্থে নিরুক্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন—ইনি স্কন্দস্বামীর পূৰ্ববৰ্তী। বৰবরস্বামীও একজন নিরুক্ত ব্যাখ্যাতা—ইনিও স্কন্দস্বামীর পূৰ্ববৰ্তী। মহেশ্বর স্কন্দস্বামীর নিরুক্ত-টীকার উপর সংযোজন ও সংশোধন করিয়া গিয়াছেন। তাহার পরে আমরা নাম করিব দেবরাজ যজ্ঞার। ইনি নিঘণ্টুগ্রন্থের ব্যাখ্যাতা। নিঘণ্টুতে উল্লিখিত পদসমূহ ইনি একটা একটা করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং প্রত্যেকটীর নিগম প্রদর্শন করিয়াছেন। নিঘণ্টুগ্রন্থের ব্যাখ্যাকালে তাঁহার পূৰ্ববৰ্তী বেদ বেদাঙ্গ ব্যাখ্যাকারগণের যে সকল নাম উল্লেখ করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। বেঙ্কটমাধব, স্কন্দস্বামী, ভবস্বামী, শ্রীনিবাস, মাধবদেব উবট, ভট্টভাস্করমিশ্র, ভরতস্বামী—ইঁহাদের নাম তিনি শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণ করিয়াছেন, ইঁহারা সকলেই বেদব্যাখ্যাতা। তিনি তাঁহার পূৰ্ববৰ্তী দুইজন নিঘণ্টু ব্যাখ্যাকর্তারও নাম করিয়াছেন—তাঁহারা ক্ষীরস্বামী ও অনন্তাচার্য। তিনি ব্যাকরণশাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা ভোজরাজ কমলনয়ন হরদত্ত প্রভৃতিরও নাম করিয়াছেন। এইরূপ অনুমান করা হয় যে, ইঁহাদের অধিকাংশেরই জীবিতকাল খৃষ্টীয় দশম একাদশ শতাব্দী হইতে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে। ইঁহার পরেই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য মনীষিপ্রকাণ্ড মহামতি সায়ণাচার্য। ইনি খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর লোক। ইঁহা প্রণিধানযোগ্য যে, এই পর্যন্ত বেদব্যাখ্যাতারূপে যাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইল তাঁহারা সকলেই নিরুক্ত-গ্রন্থকার মহামতি যাস্কের নিকট ঋণী। সায়ণের পূৰ্ববৰ্তী ঋগ্বেদ ব্যাখ্যাতারূপে আর যাঁহাদের পরিচয় জানা গিয়াছে তাঁহার মধ্যে হস্তামলক, ধানুকযজ্ঞা ও রাবণ অন্যতম।

বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষে শাস্ত্রালোচনা কিঞ্চিৎ ব্যাহত হইয়া থাকিলেও যাস্কাচার্যের

সময় হইতে আরম্ভ করিয়া সায়ণাচার্যের সময় পর্যন্ত বেদার্থবিচার ধারা অবিচ্ছিন্ন এবং অব্যাহত ছিল—এই বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। ভগবৎকল্প আচার্যগণের চরণে ভূয়োভূয় সশ্রদ্ধ প্রণিপাত জ্ঞাপন করিয়া আমি এই স্থলে আমার ক্ষুদ্র নগণ্য ভূমিকা সমাপ্ত করিতেছি। নিরুক্তের ভূমিকা লিখিতে যাদৃশ বিদ্যা ও শক্তির প্রয়োজন তাহা আমার নাই। শারীরিক ও মানসিক অপটুতা আমাকে বিশেষভাবে আক্রমণ করিয়াছে। সুধীবর্গের নিকট আমি আমার অশেষবিধ ত্রুটির জন্য মার্জনা ভিক্ষা করিতেছি। একটী কথা না বলিলে আমার গুরুতর অপরাধ হইবে। আধুনিক যুগের প্রসিদ্ধ বৈদিক পণ্ডিত লক্ষ্মণস্বরূপ মহাশয়ের গ্রন্থসমূহ হইতে আমি অশেষবিধ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি এবং বহু সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। তাঁহার উদ্দেশে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৭

ইং ১৫ মে, ১৯৭০

}

বিনীত—

শ্রীঅমরেশ্বর ঠাকুর

বিষয়-সূচী

দশম অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম পরিচ্ছেদ	১০৭৩
বায়ু—অন্তরিক্ষস্থান দেবতা নামসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথমেই বায়ুর নাম—বায়ু শব্দের নির্বচন।	
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	১০৭৪ - ৭৫
বায়ুর স্তুতিবোধক ঋক্—বায়ু = ইন্দ্র।	
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	১০৭৬ - ৭৮
বায়ু অর্থাৎ ইন্দ্র সম্বন্ধে আর একটি মন্ত্র—রথ্যাসঃ অশ্বাঃ, আসশ্রবণাসঃ, শবসানম্, অচ্ছ, নুচিৎ, শ্রবঃ—এই কয়টি পদ। ইন্দ্রই এই ঋকের দেবতা, বায়ুস্তুতি নৈঘণ্টুক বা গৌণ। বরুণ—নামের ব্যুৎপত্তি।	
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	১০৭৯ - ৮০
বরুণ সম্বন্ধে একটি ঋক্—নীচীনবার, কবন্ধ, রোদসী, কম, ভূম, এই সমস্ত পদ।	
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	১০৮১ - ৮৩
বরুণ সম্বন্ধে আর একটি ঋক্—নাভাকনামক ঋষি—সপ্তস্বসা—রুদ্রদেবতা ও রুদ্রনামের ব্যুৎপত্তি।	
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	১০৮৪ - ৮৫
রুদ্র সম্বন্ধে একটি ঋক্—রুদ্র বিধান কর্ত্তা (রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা বিধান করেন) স্বধাব্বে পদ—তিগ্ধ শব্দ ও আয়ুধ শব্দের ব্যুৎপত্তি।	
সপ্তম পরিচ্ছেদ	১০৮৬ - ৮৭
রুদ্রসম্বন্ধে আর একটি ঋক্—রুদ্র নানাবিধ রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা বিধান করেন—দিদ্যুৎ শব্দ—তোকশব্দ ও তনয়শব্দের ব্যুৎপত্তি—রুদ্র শব্দ অগ্নিরও বোধক—রুদ্র যে অগ্নি তৎসম্বন্ধে পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত মন্ত্রটি প্রমাণ।	
অষ্টম পরিচ্ছেদ	১০৮৮ - ৯১
এই পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত মন্ত্রে রুদ্র শব্দ অগ্নিকে বুঝাইতেছে—জরা শব্দের অর্থ স্তুতি—দুর্শীক শব্দের অর্থ দশনীয় অর্থাৎ শ্রবণার্থ। ইন্দ্র শব্দের নানাবিধ ব্যুৎপত্তি। পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে ইন্দ্র সম্বন্ধে একটি ঋক্ উদ্ধৃত হইতেছে।	

বিষয়	পৃষ্ঠা
নবম পরিচ্ছেদ	১০৯২ - ৯৩
ইন্দ্রজুতিবিষয়ক একটি মন্ত্র—মেঘ বুঝাইতে উৎস শব্দের ব্যুৎপত্তি—মেঘ অর্থ বুঝাইতে অর্ণব শব্দ—পর্বত শব্দের অর্থ মেঘ—দানব শব্দের অর্থ জলপ্রদাতা মেঘ।	
দশম পরিচ্ছেদ	১০৯৪ - ৯৬
ইন্দ্রজুতিসম্বন্ধে অপর একটি মন্ত্র—ব্রহ্ম শব্দের অর্থ কর্ম—শুভ্রশব্দ বলবাচী—বৃষ্ণ শব্দের অর্থও বল। গৃৎসমদ ঋষির ইন্দ্রপ্রীতি। পর্জন্য শব্দ এবং তাহার ব্যুৎপত্তি।	
একাদশ পরিচ্ছেদ	১০৯৭ - ৯৮
পর্জন্য দেবতা সম্বন্ধে একটি মন্ত্র—বৃহস্পতি, বৃহস্পতি শব্দের অর্থ।	
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ	১০৯৯ - ১১০০
বৃহস্পতি দেবতার মন্ত্র—মধুশব্দ। চমস শব্দের ব্যুৎপত্তি। ‘ব্রহ্মগম্পতি’ দেবতা।	
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ	১১০১ - ০২
‘ব্রহ্মগম্পতি’ দেবতার মন্ত্র—অশ্বশব্দ, আস্যশব্দ, উব্রিণ শব্দ।	
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ	১১০৩
‘ক্ষেত্রস্য পতিঃ’—দেবতা।	
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ	১১০৪ - ০৫
‘ক্ষেত্রস্য পতিঃ’ দেবতার মন্ত্র—পোষয়িতৃ এবং মৃড়তি পদ—ইহাদের বিভিন্ন অর্থ।	
ষোড়শ পরিচ্ছেদ	১১০৬ - ০৮
‘ক্ষেত্রস্য পতিঃ’ দেবতার আর একটি মন্ত্র—এই দেবতা যে অন্তরিক্ষস্থান দেবতা এই মন্ত্রে তাহা স্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত। জামিত্ব বা পুনরুক্তি দোষ—এই মন্ত্রে তিনটি করিয়া পদের পুনরাবৃত্তি ঘটয়াছে। কিন্তু তবুও জামিত্ব বা পুনরুক্তি দোষ হয় নাই। ‘বাস্তোস্পতি’ দেবতা—শব্দটির অর্থ।	
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ	১১০৯ - ১০
বাস্তোস্পতি দেবতার মন্ত্র। শেব শব্দ—বিভিন্ন ব্যুৎপত্তি। বাচস্পতি দেবতা।	
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ	১১১১ - ১২
বাচস্পতি দেবতার মন্ত্র। ‘অপাং নপাং’ দেবতা।	

বিষয়	পৃষ্ঠা
উনবিংশ পরিচ্ছেদ	১১১৩ - ১৪
'অপাং নপাং' দেবতার মন্ত্র। মধ্যস্থান দেবতা যম।	
বিংশ পরিচ্ছেদ	১১১৫ - ১৬
যম দেবতার মন্ত্র, যম মৃত্যুদেবতা—প্রবতঃ পদের ব্যাখ্যা—'দুবস্য' ক্রিয়া পদটির অর্থ। অগ্নিও যম নামে অভিহিত।	
একবিংশ পরিচ্ছেদ	১১১৭ - ২০
অগ্নিবোধক যম দেবতা সম্বন্ধে তিনটি মন্ত্র—অম শব্দ, ত্রেমপ্রতীকা শব্দের ব্যাখ্যা। অগ্নি অর্থে যমনামের নির্বচন এবং নিগম। মিত্র বা বর্ষণকারী দেবতা—মিত্র শব্দের নির্বচন।	
দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ	১১২১ - ২২
মিত্র দেবতা সম্বন্ধে মন্ত্র—মিত্র বর্ষণ কার্যের দ্বারা পৃথিবীলোক এবং দ্যুলোক ধারণ করিয়া আছেন—কৃষ্টিশব্দের ব্যুৎপত্তি—জুহোতি দানকর্মা ('হ' ধাতু দানার্থক)। 'ক' দেবতা—'ক' নামের ব্যুৎপত্তি।	
ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ	১১২৩ - ২৫
ক অর্থাৎ প্রজাপতি বা হিরণ্যগর্ভ দেবতার মন্ত্র—কঃ=হিরণ্যগর্ভ—হিরণ্যগর্ভ-শব্দের অর্থ—গর্ভশব্দের ব্যুৎপত্তি—বিধ্বদাতু দানার্থক। 'সরস্বান্' দেবতা (সরস্বতী শব্দেরই পুলিঙ্গে সরস্বান)।	
চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ	১১২৬
'সরস্বান্' দেবতা সম্বন্ধে মন্ত্র—মধু ও ঘৃত শব্দ জলবাচী।	
পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ	১১২৭
বিশ্বকর্মা দেবতা—বিশ্বকর্মা সর্বসৃষ্টিকারক।	
ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ	১১২৮ - ৩১
বিশ্বকর্মার মাহাত্ম্যাব্যঞ্জক মন্ত্র—বিশ্বকর্মা যাঁহাদের প্রতি সুদৃষ্টিপাত করেন তাঁহাদের মুক্তি হয়। আখিদেরিক অর্থাৎ দেবতাধিকারে এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা—আধ্যাত্মিক অর্থাৎ আত্মাধিকারে ব্যাখ্যা—ইষ্ট শব্দের অর্থ—আত্মবিদগণের বর্ণিত ইতিহাস এবং তদর্থপ্রকাশক ঋক্—পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্টি এই বিষয় অর্থাৎ বিশ্বকর্মার বিশ্বভুবনকে এবং নিজেকে আত্মতিরূপে প্রদান আরও স্পষ্টভাবে প্রতিপাদন করিবে।	

বিষয়	পৃষ্ঠা
সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ	১১৩২ - ৩৩
পৃথিবীলোক এবং দু্যলোকে অর্থাৎ এতদুভয় লোকাশ্রিত ভূতসমূহকে আহুতি-রূপে প্রদান করিবার নিমিত্ত এবং ইন্দ্রকে আশ্বস্তানোপদেশ্য করিবার নিমিত্ত বিশ্বকর্মার নিকট প্রার্থনা। তাক্ষ্য দেবতা—তাক্ষ্যশব্দের নির্বচন।	
অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ	১১৩৪ - ৩৫
তাক্ষ্যদেবতা সম্বন্ধে একটি মন্ত্র—জুতি শব্দের অর্থ—তাক্ষ্য মধ্যস্থান দেবতা।	
উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ	১১৩৬ - ৩৭
তাক্ষ্যদেবতা সম্বন্ধে আর একটি মন্ত্র—পঞ্চকৃষ্টি শব্দের অর্থ পঞ্চবিধ মনুষ্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং নিষাদ। মন্যু দেবতা—মন্যু শব্দের নির্বচন।	
ত্রিংশ পরিচ্ছেদ	১১৩৮ - ৩৯
মধ্যমস্থান দেবতা মন্যুসম্বন্ধে একটি মন্ত্র। দধিঞা দেবতা।	
একত্রিংশ পরিচ্ছেদ	১১৪০ - ৪১
দধিঞা মধ্যমস্থান দেবতা—কারণ, বলকার্য এবং বৃষ্টিকারিহ্ন মধ্যমস্থান দেবতার লক্ষণ। মধুশব্দ ধম্ ধাতু ইহিতে নিষ্পন্ন। সবিতা (সর্বস্যা প্রসবিতা) দেবতা—সবিতাও মধ্যমস্থান দেবতা।	
দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ	১১৪২ - ৪৩
মধ্যমস্থান দেবতা সবিতা সম্বন্ধে একটি মন্ত্র। আদিত্যও সবিতা বলিয়া অভিহিত হন। হৈরণ্যস্তৃপসূক্তে দু্যলোকস্থান আদিত্য বলিয়াও সবিতা স্তুত হইয়াছেন।	
ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ	১১৪৪ - ৪৫
হৈরণ্যময়সূক্তের পঞ্চম মন্ত্র—এই মন্ত্রে সবিতা দু্যস্থান দেবতা। হিরণ্যস্তৃপ শব্দের অর্থ—হিরণ্যস্তৃপপুত্র অর্চন এই মন্ত্রের ঋষি। ত্বষ্টা দেবতা।	
চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ	১১৪৬ - ৪৭
ত্বষ্টা মধ্যমস্থান দেবতা—বৃষ্টি প্রদানের দ্বারা সর্বভূতের উৎপত্তি স্থিতি ও বৃদ্ধি সাধন করেন—অসু শব্দের ব্যুৎপত্তিও অর্থ। বাত দেবতা—বাত শব্দের ব্যুৎপত্তি।	
পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ	১১৪৮
বাত দেবতা সম্বন্ধে একটি মন্ত্র। অগ্নি দেবতা।	

বিষয়	পৃষ্ঠা
ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ	১১৪৯
অগ্নি দেবতার মন্ত্র। মরুদগণের সাহচর্য এবং সোমপান মধ্যস্থান দেবতার লক্ষণ—অগ্নি এই স্থলে মধ্যম বা মধ্যস্থানদেবতা।	
সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ	১১৫০
অগ্নি দেবতা সম্বন্ধে অপর একটি মন্ত্র। পূর্বপীতয়ে পদের বিভিন্ন অর্থ।	
অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ	১১৫১
বেন দেবতা। বেন শব্দের ব্যুৎপত্তি।	
উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ	১১৫২ - ৫৪
বেনদেবতার মন্ত্র—‘পৃশ্নিগর্ভাঃ’ পদের অর্থ—‘জ্যোতির্জরায়ুঃ’ পদের অর্থ— জরায়ু শব্দের ব্যুৎপত্তি—শিশু শব্দের ব্যুৎপত্তি। অসুনীতি দেবতা—অসুনীতি শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ।	
চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ	১১৫৫ - ৫৬
অসুনীতি দেবতা সম্বন্ধে একটি মন্ত্র—ইহার অর্থ। ‘রধ্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন রারন্ধি ক্রিয়াটির অর্থ—‘রধ্’ ধাতুর অন্যবিধ অর্থ। ঋত দেবতা।	
একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ	১১৫৭ - ৫৮
ঋত দেবতার মন্ত্র। ইন্দু দেবতা। ইন্দু শব্দের ব্যুৎপত্তি।	
দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ	১১৫৯ - ৬১
ইন্দু দেবতার মন্ত্র—মন্ত্রে দুইটি পদের দ্বিরুক্তি কেন? পরুচ্ছেপ ঋষি— পরুচ্ছেপ নামের ব্যুৎপত্তি। বায়ু হইতে আরম্ভ করিয়া ইন্দু পর্যন্ত সাতাশটি দেবতার নাম নিষ্পদ্বৃতে ক্রমে উক্ত হইয়াছে—সেই ক্রম অনুসরণ করিয়াই নাম সমূহের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। প্রজাপতি দেবতা—প্রজাপতি শব্দের ব্যুৎপত্তি।	
ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ	১১৬২
প্রজাপতি দেবতার মন্ত্র—অহিদেবতা—অহি = মধ্যস্থান দেবতা ইন্দ্র।	
চতুঃচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ	১১৬৩ - ৬৪
অহিদেবতার মন্ত্র—বৃদ্ধশব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ—অহিবৃদ্ধদেবতা—নামের অর্থ।	
পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ	১১৬৫
অহিবৃদ্ধ দেবতার মন্ত্র—মধ্যস্থান দেবতা সুপর্ণ।	

বিষয়	পৃষ্ঠা
ষট্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ	১১৬৬ - ৬৭
'পুরুষবাঃ' দেবতা—নামের ব্যুৎপত্তি; পুরুষবাঃ = পুরুষবাঃ (শাণ্ডায়)।	
সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ	১১৬৮ - ৬৯
'পুরুষবাঃ' দেবতার মন্ত্র—গ্নান্দের অর্থ জল বা দেবপত্নী। ঐতিহাসিক পক্ষে মন্ত্রের ব্যাখ্যা।	

একাদশ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ	১১৭০
শ্যেন দেবতা; শ্যেন—ইন্দ্র।	
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	১১৭১ - ৭৩
শ্যেন দেবতার মন্ত্র—সহস্রাব্য যজ্ঞে শ্যেন কর্তৃক শত্রু নিধন। শ্যেন ও ইন্দ্র অভিন্ন। সোম দেবতা—ইহার বৈশিষ্ট্য—পাবমানী ঋক্।	
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	১১৭৪
সোম দেবতার স্তুতি—এখানে সোম = সোমরস। পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত মন্ত্রে চন্দ্রত্ব আপন্ন সোম এবং ওষধি সোম (সোমলতা) এই উভয়েরই স্তুতি আছে।	
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	১১৭৫ - ৭৬
সোমের স্তুতি—প্রকৃত সোমপা কে? দেবতাধিকারে অর্থাৎ সোম = চন্দ্রমা এই পক্ষে ব্যাখ্যা; সোম অর্থাৎ চন্দ্রমা দেবগণের অন্ন। পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত মন্ত্রে চন্দ্রত্ব আপন্ন সোম এবং ওষধি সোম উভয়েরই স্তুতি আছে।	
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	১১৭৭ - ৭৯
'যত্ত্বা দেব প্রপিবন্তি'—ইত্যাদি মন্ত্রে ওষধি সোম ও চন্দ্রমা সোম উভয় পক্ষে ব্যাখ্যা—বায়ু সোমের রক্ষক—মাসসৃষ্টি এবং সংবৎসরসৃষ্টি সোমলতা এবং চন্দ্র উভয়েরই কার্য। চন্দ্রমা—নামের ব্যুৎপত্তি—প্রসঙ্গত চারু শব্দের ব্যুৎপত্তি।	

বিষয়	পৃষ্ঠা
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	১১৮০ - ৮২
চন্দ্রমা দেবতা সম্বন্ধে মন্ত্র—চন্দ্র পুরাণে দ্যুলোকদেবতা বলিয়া বর্ণিত হইলেও বলকৃতি এবং রসানুপ্রদান নিবন্ধন যথার্থপক্ষে মধ্যস্থান দেবতা—চন্দ্র দিন-সমূহের স্রষ্টা বা সূচনাকারী—কোন কোন আচার্যের মতে এই মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণটি আদিত্যদেবতাক—ভাগং দেবেভ্যঃ এই অংশ অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে সম্পাদ্য যাগকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত। মৃত্যুদেবতা—মৃত্যু শব্দের ব্যুৎপত্তি।	
সপ্তম পরিচ্ছেদ	১১৮৩
মৃত্যু দেবতা সম্বন্ধে মন্ত্র।	
অষ্টম পরিচ্ছেদ	১১৮৪
একটি মন্ত্র, যাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অনুমিত। বিশ্বানর দেবতা। বিশ্বানর = বায়ুদেবতা (মধ্যমস্থান)।	
নবম পরিচ্ছেদ	১১৮৫ - ৮৬
বিশ্বানরের স্তুতিবোধক মন্ত্র—বিশ্বানর মধ্যমস্থান দেবতা।	
দশম পরিচ্ছেদ	১১৮৭
বিশ্বানর সম্বন্ধে আর একটি স্তুতিমন্ত্র—বিশ্বানর মধ্যমস্থান দেবতা বায়ু ভিন্ন কেহ নহেন। ধাতা—শব্দটির অর্থ। ধাতৃদেবতা বর্ষণকর্তা—কাজেই মধ্যমস্থান।	
একাদশ পরিচ্ছেদ	১১৮৮
ধাতৃদেবতার মন্ত্র—বিধাতা—ধাতাই বিধাতা। পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে বহুদেবতাক মন্ত্রে বিধাতারও স্তুতি হইতেছে।	
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ	১১৮৯ - ৯০
সোমস্য রাঙ্গো বরুণস্য—ইত্যাদি মন্ত্রে সোম বরুণ প্রভৃতির সহিত বিধাতাও স্তুত—কলশ শব্দের ব্যুৎপত্তি—প্রসঙ্গতঃ কলিশব্দের নির্বচন।	
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ	১১৯১
মধ্যস্থান দেবগণ—দশম অধ্যায় ও একাদশ অধ্যায়ের একাদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত মোট উনচল্লিশটি দেবতা ব্যাখ্যাত হইয়াছে; এই সমস্ত দেবতা সকলেই একক—এক্ষণে দেবগণ বা দেব-সমষ্টি মরুদ্গণ প্রভৃতির ব্যাখ্যা করা হইবে। মরুদ্গণ—মরুৎ শব্দের ব্যুৎপত্তি।	

বিষয়	পৃষ্ঠা
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ	১১৯১ - ৯৩
মরুদ্গণ সম্বন্ধে মন্ত্ৰ। রুদ্রগণ।	
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ	১১৯৪ - ৯৫
রুদ্রগণ সম্বন্ধে মন্ত্ৰ—উদন্য শব্দ। ঋভুগণ—ঋভু শব্দের নির্বচন।	
ষোড়শ পরিচ্ছেদ	১১৯৬ - ৯৯
ঋভুগণ সম্বন্ধে মন্ত্ৰ—অঙ্গিরার তনয় সুধম্বার পুত্র ঋভু, বিভু (বিভা) ও বাজ—ঋভুগণ=সূর্যরশ্মিসমূহ—ঋভু সূর্য বা ইন্দ্রের নাম—অগোহা=আদিত্য। অঙ্গিরোগণ।	
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ	১২০০
অঙ্গিরোগণ সম্বন্ধে মন্ত্ৰ—অঙ্গিরোগণ ঋষি বা মন্ত্ৰদ্রষ্টা—অগ্নিত্বপ্রাপ্ত অঙ্গিরা ইহাতে তাঁহাদের জন্ম। পিতৃগণ।	
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ	১২০১ - ২
পিতৃগণ সম্বন্ধে মন্ত্ৰ—পিতৃগণ মাধ্যমিকদেবতা। অথর্বগণ, ভৃগুগণ—অথর্ব শব্দের ব্যুৎপত্তি।	
উনবিংশ পরিচ্ছেদ	১২০৩ - ৪
অঙ্গিরসো নঃ পিতরো নবন্ধা—ইত্যাদি মন্ত্ৰে অঙ্গিরোগণ, পিতৃগণ, অথর্বগণ এবং ভৃগুগণ সকলেই তুল্যভাবে স্তূত—ইহারা মাধ্যমিক দেবতা, ইহা নিরুক্তকারগণের মত—পৌরাণিকগণের মতে ঋভুগণ অঙ্গিরোগণ, ভৃগুগণ এবং অথর্বগণ—ইহারা পিতৃগণ, অর্থাৎ ঋভুগণ অঙ্গিরোগণ প্রভৃতি পিতৃগণ ব্যতীত আর কেহই নহেন। ঋভু, অঙ্গিরা, ভৃগু প্রভৃতি নাম ঋষিগণের মধ্যেও প্রসিদ্ধ আছে—বেদে ঋষিগণেরও স্তূতি দেখা যায় যেমন বসিষ্ঠের এবং বসিষ্ঠ পুত্রগণের—ঋভু প্রভৃতি কি ঋষি? পরবর্তী পরিচ্ছেদে বসিষ্ঠপুত্রগণের স্তূতি পরিদৃষ্ট হয়।	
বিংশ পরিচ্ছেদ	১২০৫ - ৬
বসিষ্ঠপুত্রগণের স্তূতি। আপ্যগণ—আপ্য শব্দের ব্যুৎপত্তি—আপ্যগণের নাম একত দ্বিত ও ত্রিত—ইহারা মধ্যমস্থান-দেবতা—ইন্দ্রের সহিত ইহাদের সহস্তুতি।	
একবিংশ পরিচ্ছেদ	১২০৭
একটি ঐন্দ্রী ঋক্—ইহাতে ইন্দ্র স্তূত হইয়াছেন প্রধানভাবে এবং আপ্যঋষিগণ গৌণভাবে।	

বিষয়	পৃষ্ঠা
দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ	১২০৮

মধ্যস্থান স্ত্রী-দেবতা—অদिति।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ	১২০৯ - ১২
---------------------	-----------

অদिति শব্দের অর্থ—অদিতিস্ততিবোধক মন্ত্র—নৈরুক্ত পক্ষে ও ঐতিহাসিক পক্ষে মন্ত্রটির ব্যাখ্যা—অদিতির পুত্র আদিত্য ও দক্ষ অভিন্ন—অদिति আবার দাক্ষায়ণী—ইতিহাসিকগণের সিদ্ধান্ত—অগ্নিও অদिति।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ	১২১৩ - ১৪
--------------------	-----------

যস্মৈ ত্বং সুদ্রবিণো ইত্যাদি আগ্নেয় সূক্তের মন্ত্র—এই মন্ত্রে অদिति যে অগ্নি (অখণ্ডনীয় বা অক্ষীণ অগ্নি) তাহা প্রতিপাদিত হয়। ‘আগন্’ শব্দ এবং এতৎপ্রসঙ্গে ‘এনস্’ শব্দ ও ‘কিষ্ণিব’ শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন। শবস্ শব্দ এবং রাধস্ শব্দের অর্থ। সরমা—সরমা শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ	১২১৫ - ১৭
-------------------	-----------

সরমা সম্বন্ধে মন্ত্র—রসা শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি—সরমা সম্বন্ধে আখ্যান বা ইতিহাস—নৈরুক্তকারগণের মতে ব্যাখ্যা। সরস্বতী।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ	১২১৮
------------------	------

সরস্বতী = মাধ্যমিকা বাক্। সরস্বতী সম্বন্ধে মন্ত্র।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ	১২১৯ - ২০
-------------------	-----------

সরস্বতী সম্বন্ধে অপর একটি মন্ত্র—এই মন্ত্রে সরস্বতী যে মাধ্যমিকা বাক্ তাহা স্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত। বাক্ (মাধ্যমিকা বাক্)।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ	১২২১
--------------------	------

বাগ্‌দেবতা সম্বন্ধে মন্ত্র।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ	১২২২ - ২৩
-------------------	-----------

বাগ্‌দেবতার বিভূতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এই দেবতা সম্বন্ধে আর একটি মন্ত্র। অনুমতি ও রাকা। অনুমতি শব্দের ব্যুৎপত্তি।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ	১২২৪ - ২৫
-----------------	-----------

অনুমতি সম্বন্ধে মন্ত্র। রাকা দেবতা—রাকা শব্দের ব্যুৎপত্তি।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ	১২২৬ - ২৮
-------------------	-----------

রাকা দেবতার স্ততি—সূচী শব্দ ও উক্খ্য শব্দ। সিনীবালী শব্দ ও কুহু শব্দ। সিনীবালী শব্দের নির্বচন।

বিষয়	পৃষ্ঠা
দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ	১২২৯ - ৩০
সিনীবালীর স্তুতিবোধক মন্ত্র—স্বসা, ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন, কুহু—নির্বচন।	
ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ	১২৩১
কুহু দেবতার স্তুতিবোধক মন্ত্র। যমী।	
চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ	১২৩২ - ৩৩
যমী সম্বন্ধে মন্ত্র—যমী সম্বন্ধে আখ্যান। নৈরুক্ত পক্ষে ব্যাখ্যা।	
পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ	১২৩৪
উর্বশী—মাধ্যমিকাবাকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।	
ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ	১২৩৫ - ৩৬
উর্বশী সম্বন্ধে মন্ত্র—নৈরুক্ত পক্ষে ব্যাখ্যা—ঐতিহাসিকগণের ব্যাখ্যা। পৃথিবী— মাধ্যমিকদেবতা, বিদ্যুৎ গর্জন প্রভৃতিরূপ মাধ্যমিকা বাকের অধিষ্ঠাত্রী।	
সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ	১২৩৭
পৃথিবীদেবতা সম্বন্ধে মন্ত্র। ইন্দ্রাণী—মাধ্যমিকা-দেবতা, ইন্দ্রের বিভূতি।	
অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ	১২৩৮
ইন্দ্রাণী সম্বন্ধে একটি মন্ত্র—অপর একটি মন্ত্র—বৃষাকপি ঋষি বলিয়াই প্রসিদ্ধ—নৈরুক্তকারগণের মতে বৃষাকপি আদিত্য, ইহা প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই অপর মন্ত্রটি উদ্ধৃত হইতেছে।	
একোনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ	১২৩৯ - ৪০
ইন্দ্রাণী সম্বন্ধে মন্ত্র—ঐতিহাসিক ও নৈরুক্ত পক্ষে ব্যাখ্যা। গৌরী—মেঘগর্জন- রূপ মাধ্যমিকা বাক—শব্দটির নির্বচন—প্রসঙ্গতঃ শুক্লবর্ণবাচক গৌর শব্দের নির্বচন।	
চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ	১২৪১ - ৪২
মাধ্যমিকা দেবতা গৌরী সম্বন্ধে মন্ত্র—কাহারও কাহারও মতে গৌরী = ব্রহ্মাস্ত্রক বাক্য। গৌরী যে মধ্যমস্থান দেবতা, অপর কেহ নহেন তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত অপর একটি মন্ত্রের অবতারণা পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে।	
একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ	১২৪৩
গৌরী সম্বন্ধে অপর মন্ত্র। গো—মাধ্যমিকা বাক্।	

বিষয়	পৃষ্ঠা
দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ	১২৪৪ - ৪৬
গো দেবতা সম্বন্ধে মন্ত্ৰ—নৈরুক্তগণের মতে গো = মাধ্যমিকা বাক্; যাজ্ঞিকগণের মতে—ঘর্মধুক্। গো সমানার্থক ধেনুশব্দ।	
ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ	১২৪৭ - ৪৯
ধেনু সম্বন্ধে মন্ত্ৰ—ধেনু = মাধ্যমিক বাক্ (নৈরুক্তগণের মতে), ধেনু = ঘর্মধুক্ (যাজ্ঞিকগণের মতে)। অঘ্যা—শব্দটির অর্থ।	
চতুঃশত্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ	১২৫০
অঘ্যা দেবতার মন্ত্ৰ—এই মন্ত্ৰটিতে অঘ্যা গাভী বলিয়াই প্রতীত হয়—পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে মন্ত্ৰটি উদ্ধৃত হইতেছে তাহাতে বসুগণের সহিত সম্বন্ধ নিবন্ধন অঘ্যা যে মাধ্যমিকা বাক্ তাহা স্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত।	
পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ	১২৫১ - ৫২
অঘ্যা সম্বন্ধে অপর মন্ত্ৰ—এই মন্ত্ৰে অঘ্যা বসুগণের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্টা, কাজেই মাধ্যমিকা বাক্—ঘর্মধুক্ পক্ষে ব্যাখ্যা। পথ্যা, স্বস্তি—পথিন্ শব্দের অর্থ অন্তরিক্ষ, তাহাতে নিবাসহেতু মাধ্যমিকা দেবতার নাম পথ্যা—পথ্যা ও স্বস্তি একই দেবতা। পথ্যার নামই স্বস্তি।	
ষট্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ	১২৫৩ - ৫৪
স্বস্তি দেবতার মন্ত্ৰ। উষা (বিদ্যুৎ)—মাধ্যমিকা বাক্।	
সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ	১২৫৫ - ৫৬
উষা অর্থাৎ মেঘাদরবন্তিনী বিদ্যুৎ সম্বন্ধে মন্ত্ৰ। উষার সম্বন্ধে অপর একটা মন্ত্ৰ পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত হইতেছে, তাহাতে উষা যে মেঘসংশ্রয়া অন্তরিক্ষস্থান দেবতা তাহা স্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত।	
অষ্টাচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ	১২৫৭
উষাদেবী সম্বন্ধে মন্ত্ৰ। ইলা—মাধ্যমিকা বাক্।	
উনপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ	১২৫৮ - ৫৯
উর্বশী ইলা (আকাশব্যাপিনী মাধ্যমিকা বাক্) সম্বন্ধে মন্ত্ৰ। রোদসী দেবতা— রুদ্রের পত্নী বা বিভূতি (মাধ্যমিকা বাক্)।	
পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ	১২৬০
রোদসী দেবী অর্থাৎ বিদ্যুৎ সম্বন্ধে মন্ত্ৰ।	

দ্বাদশ অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম পরিচ্ছেদ	১২৬১ - ৬৩
দ্যুস্থান দেবতাবৃন্দ। অশ্বিদ্বয়—‘অশ্বিনৌ’—ইহারা কে? বিভিন্ন মত। অশ্বিদ্বয়ের কাল।	
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	১২৬৪ - ৬৫
অশ্বিদ্বয় সম্বন্ধে মন্তব্য। বাসাত্য এবং উষঃপুত্র। অশ্বিদ্বয় যে মধ্যমস্থান এবং উত্তমস্থান এই উভয়স্থান দেবতা, তাহা পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত মন্তব্যে প্রতিপাদিত।	
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	১২৬৬ - ৬৭
অশ্বিদ্বয় সম্বন্ধে আর একটি মন্তব্য, ইহাতে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে অশ্বিদ্বয়ের মধ্যে একজন প্রচণ্ড বলশালী, শত্রুর প্রতি সুমহৎ বলশ্রেরক [মধ্যমস্থান দেবতা] এবং আর একজন দ্যুলোকপুত্র আদিত্য [উত্তমস্থান দেবতা]। ইহারা সহস্রত, সমানকর্ম্ম এবং সমানকাল, ইহা প্রতিপাদিত হইবে পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত মন্তব্যে।	
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	১২৬৮
অশ্বিদ্বয় সম্বন্ধে আরও একটি মন্তব্য, ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে যে অশ্বিদ্বয় সহস্রত সমানকর্ম্ম এবং সমানকাল। প্রাতঃকালই অশ্বিদ্বয়ের যাগের কাল—ইহা পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত মন্তব্যে প্রতিপাদিত।	
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	১২৬৯ - ৭০
অশ্বিদ্বয়—প্রাতঃকালে ইহাদের যাগ—সূর্যোদয় পর্যন্ত ইহাদের কাল। উষাঃ (উষস্)—নামের নির্বচন—অন্য উষা মাধ্যমিকা দেবতা।	
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	১২৭১
‘উষাঃ’ দেবতার মন্তব্য। ‘উষাঃ’ যে দ্যুস্থান দেবতা তাহার স্পষ্ট প্রমাণ এই মন্তব্যে নাই—ইহার দ্যুস্থানত্ব স্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত মন্তব্যে।	
সপ্তম পরিচ্ছেদ	১২৭২ - ৭৪
স্পষ্টভাবে দ্যুস্থানত্বপ্রতিপাদক ‘উষাঃ’ দেবীর আর একটি মন্তব্য—গাবঃ, অরুণীঃ, মাতরঃ—ইহাদের অর্থ। সূর্য্য দেবী।	

বিষয়	পৃষ্ঠা
অষ্টম পরিচ্ছেদ	১২৭৫ - ৭৭
সূৰ্য্য দেবতার মন্ত্ৰ—নৈরুক্ত ও অনৈরুক্ত পক্ষে ব্যাখ্যা। বৃষাকপায়ী দেবতা (অৰুণোত্তরকালীন উষা)—বৃষাকপায়ী বৃষাকপেঃ পত্নী।	
নবম পরিচ্ছেদ	১২৭৮ - ৮০
বৃষাকপায়ী দেবীর মন্ত্ৰ—মুষাশব্দ ও উক্ষন্ শব্দের নির্বচন। সরণ্য দেবতা— (অৰুণোত্তরকালীন উষা)—সরণ্য নামের তাৎপর্য।	
দশম পরিচ্ছেদ	১২৮১ - ৮৩
সরণ্য দেবতার মন্ত্ৰ—‘দ্বা মিথুনা’ ইহার বিভিন্ন ব্যাখ্যা—সরণ্য সম্বন্ধে ইতিহাস—ঐতিহাসিকগণের মতে মন্ত্ৰটীর অর্থ।	
একাদশ পরিচ্ছেদ	১২৮৪ - ৮৫
(তৃষ্টা দেবতা—সরণ্যের পিতা)—তৎসম্বন্ধে মন্ত্ৰ—নৈরুক্তপক্ষে সরণ্য শব্দের ব্যাখ্যা—নৈরুক্তপক্ষে মন্ত্ৰটীর ব্যাখ্যা।	
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ	১২৮৬
সবিতা দেবতা এবং তাঁহার কাল।	
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ	১২৮৭ - ৯০
সবিতা সম্বন্ধে মন্ত্ৰ—অধোরামঃ সাবিত্রঃ—কুকবাকুঃ সাবিত্রঃ। ভগ দেবতা— তাঁহার কাল।	
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ	১২৯১ - ৯৩
ভগদেবতার মন্ত্ৰ—‘অঙ্কো ভগঃ’, নৈরুক্ত পক্ষে এবং ঐতিহাসিক পক্ষে ইহার ব্যাখ্যা। সূর্য্যদেবতা—সূর্য্যনামের নির্বচন।	
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ	১২৯৪ - ৯৫
সূর্য্যদেবতাক মন্ত্ৰ—এই মন্ত্ৰটীতে সূর্য্য দেবতা কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ হয়— পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে মন্ত্ৰটী উদ্ধৃত হইতেছে, তাহার দেবতা যে ইন্দ্র তদ্বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।	
ষোড়শ পরিচ্ছেদ	১২৯৬ - ৯৭
সূর্য্য সম্বন্ধে মন্ত্ৰ—মিত্র বরুণাদি সূর্য্য হইতে অভিন্ন এই মত অবলম্বনে ব্যাখ্যা— ভেদ পক্ষে ব্যাখ্যা। পূষা দেবতা—পুষন্ শব্দের ব্যুৎপত্তি।	
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ	১২৯৮ - ৯৯
পুষার সম্বন্ধে মন্ত্ৰ—পুষার দুই রূপ—ভদ্রা শব্দের অর্থ—পুষা পথের অধিপতি, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত মন্ত্ৰে।	

বিষয়	পৃষ্ঠা
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ	১৩০০ - ১
পথের অধিপতি পুষার মন্ত্র। বিষ্ণু—পুষাবস্থা অতিক্রম করিয়াই আদিত্য হ'ন বিষ্ণু—বিষ্ণু শব্দের ব্যুৎপত্তি।	
উনবিংশ পরিচ্ছেদ	১৩০২ - ৩
বিষ্ণু-দেবতার মন্ত্র—বিষ্ণুর ত্রিধা পদন্যাস—পাংসুর শব্দের অর্থ।	
বিংশ পরিচ্ছেদ	১৩০৪
বিশ্বানর দেবতা।	
একবিংশ পরিচ্ছেদ	১৩০৫ - ৬
বিশ্বানর দেবতার মন্ত্র—বিশ্বানর = আদিত্য। বরুণ দেবতা।	
দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ	১৩০৭ - ৮
বরুণ দেবতার মন্ত্র—ভুরণ্য শব্দের অর্থ—এই মন্ত্রেরই পরবর্তী মন্ত্রটীও উদ্ধৃত হইতেছে—কি উদ্দেশ্যে?	
ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ	১৩০৯
‘যেন পাবক চক্ষসা’ ইত্যাদি মন্ত্র—পূর্ববর্তী মন্ত্রের সহিত একবাক্যতা সম্পাদন করিয়া ইহার ব্যাখ্যা।	
চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ	১৩১০ - ১১
বরুণ দেবতার আর একটা মন্ত্র।	
পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ	১৩১২
দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত মন্ত্রটির অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা। ‘কেশী’ দেবতা—কেশী = নভোমণ্ডল—মধ্যবর্তী প্রদীপ্ত আদিত্য—কেশিন্ নামের ব্যুৎপত্তি।	
ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ	১৩১৩ - ১৪
‘কেশী’ দেবতার মন্ত্র—বিষ শব্দের ব্যুৎপত্তি—পার্থিবান্নি এবং বায়ুও ‘কেশী’ নামে অভিহিত। কেশিনঃ—কেশিত্রয় অর্থাৎ আদিত্য অগ্নি এবং বায়ু।	
সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ	১৩১৫ - ১৬
কেশিত্রয়ের মন্ত্র—প্রাজি = গতি। বৃষাকপি অর্থাৎ অন্তঃগমনোন্মুখ সূর্য।	
অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ	১৩১৭ - ১৮
বৃষাকপি দেবতার মন্ত্র। যম—যমও অন্তঃগমনোন্মুখ সূর্য।	

বিষয়

পৃষ্ঠা

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

১৩১৯ - ২১

যমদেবতার মন্ত্র ‘অজনঃ একপাৎ’ = অস্তমিত আদিত্য—বিভিন্ন ব্যুৎপত্তি—
‘একং পাদং নোৎখিদিতি’—ইত্যাদি মন্ত্র। পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত মন্ত্রটীর
দেবতা বিশ্বদেবগণ—এই মন্ত্রে ‘অজ একপাৎ’ দেবতারও স্তুতি আছে।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

১৩২২ - ২৩

‘একপাৎ অজ’ দেবতার স্তুতি বিশ্বদেবগণের সহিত—পবি শব্দ এবং পাবীরবী
শব্দ। পৃথিবী দেবতা—এখানে পৃথিবী = দ্যুলোক—পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত
মন্ত্রে ইন্দ্র এবং অগ্নির সহিত পৃথিবীর সহকথন হইয়াছে।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

১৩২৪ - ২৫

‘যদিন্দ্রাগ্নী পরমস্যাং পৃথিব্যাম্’—ইত্যাদি মন্ত্রে ইন্দ্রাগ্নির অবস্থান দ্যুলোকে
অন্তরিক্ষে এবং ভুলোকে। সমুদ্র—সমুদ্র শব্দের অর্থ এখানে আদিত্য—
পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে মন্ত্রটী উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে সমুদ্রের নিপাত বা
সহকথন আছে।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

১৩২৬ - ২৭

‘পবিত্রবন্তঃ পরি বাচমাসতে’ এই মন্ত্রে সমুদ্রের নিপাত বা সহকথন
হইয়াছে—স্তুতরূপে নহে, কিন্তু নৈঘণ্টুক বা আনুষঙ্গিকভাবে। অজ একপাৎ,
পৃথিবী এবং সমুদ্র—ইহাদের স্তুতি আছে, অন্যান্য দেবতার সহিত পরবর্তী
পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত মন্ত্রে।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

১৩২৮ - ২৯

উত নোহির্বুধ্যঃ—এই মন্ত্র বহুদেবতাক। দধ্যৎ অথর্বা ও মনু—ত্রিত্ব পক্ষে
ইহারা আদিত্য, পৃথক্ ত্ব পক্ষে আদিত্য সহচারী তিন জন ঋষি। পরবর্তী
পরিচ্ছেদে যে ইন্দ্রদেবতাক মন্ত্রটী উদ্ধৃত হইতেছে তাহাতে ইহাদের স্তুতি আছে,
ইন্দ্রের সহিত তুল্যভাবে।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

১৩৩০

ইন্দ্রদেবতাক মন্ত্র—আদিত্য সহচারী ঋষিত্রয়ের সহস্তুতি।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

১৩৩১

দ্যুস্থান দেবগণের (আদিত্যগণ, সপ্তর্ষিগণ প্রভৃতির) ব্যাখ্যা—এই পর্যন্ত
ব্যাখ্যাত দেবতার (অশ্বিনয় ব্যতীত) ছিলেন একক। আদিত্যগণ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ	১৩৩২ - ৩৩
আদিত্যগণ সম্বন্ধে মন্তব্য। আদিত্যগণ = মিত্র, অর্যমা, ভগ—ইত্যাদি। ঘটনু শব্দের ব্যুৎপত্তি। সপ্তঋষি। সপ্তঋষি = সপ্তসংখ্যক সূর্যরশ্মি অথবা ষড়্‌দিশ্রিয় এবং বুদ্ধি।	
সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ	১৩৩৪ - ৩৬
সপ্তঋষি সম্বন্ধে মন্তব্য—অধিদৈবত এবং অধ্যাত্ম ব্যাখ্যা। পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত মন্তব্যে যে সপ্তঋষি = সপ্তরশ্মি, তাহা আরও স্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত।	
অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ	১৩৩৭ - ৩৮
সপ্তঋষি সম্বন্ধে মন্তব্য—অধিদৈবত এবং অধ্যাত্ম ব্যাখ্যা। দেবগণ—দেব শব্দের অর্থ রশ্মি।	
উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ	১৩৩৯ - ৪০
দেবগণ সম্বন্ধে মন্তব্য। বিশ্বেদেবাঃ। বিশ্বেদেবাঃ = সর্বে দেবাঃ—রশ্মিসমূহই ‘বিশ্ব’ বিশেষণে বিশেষিত হইয়া ‘বিশ্বেদেবাঃ’ বলিয়া কথিত।	
চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ	১৩৪১ - ৪৩
‘বিশ্বে দেবা’ সম্বন্ধে মন্তব্য—ঋগ্বেদে গায়ত্রীচ্ছন্দের মাত্র তিনটি মন্তব্য যাহার দেবতা ‘বিশ্বে দেবাঃ’। যাক্‌কের মতে ইহাদের প্রয়োগ—শাকপুণির মত। সাধ্যগণ। সাধ্যাঃ = দেবাঃ (রশ্মিসমূহ)—ঐতিহাসিক পক্ষে সাধ্যগণ বিশ্বব্রহ্মা ঋষি।	
একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ	১৩৪৪ - ৪৫
সাধ্য দেবগণের মন্তব্য। ঐতিহাসিকগণের মতে—পূর্ব পূর্বকালে সাধ্য নামক যে সকল বিশ্বব্রহ্মা ঋষি যজ্ঞাদি সম্পাদন করিয়া দেবত্বলাভপূর্বক স্বর্গলোকে উন্নীত হইয়াছেন, তাহারাই ‘সাধ্যাঃ দেবাঃ’। বসুগণ—বসু শব্দের ব্যুৎপত্তি—অক্ষকারের বিবাসন বা তিরোধান ঘটায় বলিয়া সূর্যরশ্মিসমূহও বসুনামে অভিহিত হয়।	
দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ	১৩৪৬ - ৪৭
বসুগণ সম্বন্ধে মন্তব্য—বসুগণ দুস্থান। বিশ্বেদেবগণ ও বসুগণ—ইহারা সকলেই সূর্যরশ্মি, পরস্পর অভিন্ন। পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে মন্তব্যটি উদ্ধৃত হইতেছে তাহাতে বসুগণের পৃথিবীস্থানত্ব এবং অন্তরিক্ষস্থানত্বও প্রতিপাদিত।	

বিষয়

পৃষ্ঠা

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

১৩৪৮ - ৪৯

বসুগণ। বসুগণ পৃথিবীস্থান অন্তরিক্ষস্থান এবং দ্যুস্থান—এই ত্রিস্থানস্থিত।

বাজিনঃ। বাজিনঃ = রশ্মিসমূহ এবং দেবাস্থগণ।

চতুঃচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

১৩৫০ - ৫১

‘বাজিনঃ’ সম্বন্ধে মন্তব্য—স্বর্ক শব্দের নির্বচন—দেবাস্থ এবং রশ্মি সম্বন্ধে মন্তব্যটির

অর্থ একই প্রকার। দেবপত্নীগণ। দেবপত্নীগণ বস্তুগত্যা দেবগণের বিভূতি—

দ্যুস্থান।

পঞ্চঃচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

১৩৫২ - ৫৩

দেবপত্নীগণের মন্তব্য। এই মন্তব্যে দেবপত্নীগণ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা

সামান্যভাবে—পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে মন্তব্যটি উদ্ধৃত হইতেছে তাহাতে ইহাদের

সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলা হইবে।

ষট্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

১৩৫৪ - ৫৫

দেবপত্নীগণ সম্বন্ধে মন্তব্য—দেবপত্নীগণ কাহারো?

নিঘণ্টুকোশ

প্রথম অধ্যায়

১৩৫৭ - ৬০

দ্বিতীয় অধ্যায়

১৩৬০ - ৬৩

তৃতীয় অধ্যায়

১৩৬৩ - ৬৭

চতুর্থ অধ্যায়

১৩৬৭ - ৬৯

পঞ্চম অধ্যায়

১৩৬৯ - ৭০

নিরুক্তকোশ—শব্দসূচী

১৩৭১ - ১৫১৫

দশম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

অথাতো মধ্যস্থানা দেবতাঃ ॥ ১ ॥

অথ (মধ্যস্থান দেবতার বিশেষ অধিকারবশতঃ) অতঃ (তৎপরে)^১ মধ্যস্থানাঃ দেবতাঃ [ব্যাখ্যাস্যন্তে] (মধ্যস্থান অর্থাৎ অন্তরিক্ষস্থান দেবতানামসমূহের ব্যাখ্যা করা হইবে)।

পৃথিবীস্থান দেবতা নামের নিব্বচন প্রদর্শিত হইয়াছে। তৎপরে অন্তরিক্ষস্থান দেবতার অধিকার বা প্রকরণ; তন্মাসমূহের নিব্বচন প্রদর্শিত হইবে দশম ও একাদশ অধ্যায়ে।

তাসাং বায়ুঃ প্রথমাগামী ভবতি ॥ ২ ॥

তাসাং (সেই দেবতাসমূহের মধ্যে) বায়ু প্রথমাগামী ভবতি (বায়ু প্রথম সমাগত হয়)।

নিষংগুতে পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম তিনখণ্ডে আছে পৃথিবীস্থান দেবতাসমূহের নাম। চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ডে অন্তরিক্ষস্থান দেবতাসমূহের নাম উক্ত হইয়াছে। অন্তরিক্ষস্থান দেবতাসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথমেই বায়ুর নাম পরিদৃষ্ট হয়।

(১) বায়ুঃ ॥

বায়ুর্বাতের্বেতের্বা স্যাৎ গতিকর্মণঃ।

এতেরিতি স্থৌলাষ্ঠীবিঃ, অনর্থকো বকারঃ ॥ ৩ ॥

বায়ুঃ বাতেঃ বেতেঃ বা স্যাৎ গতিকর্মণঃ (বায়ু শব্দ গত্যর্থক ‘বা’ ধাতু বা ‘বী’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—উ ১।১; বায়ু সর্বদা গতিবিশিষ্ট); এতেঃ ইতি স্থৌলাষ্ঠীবিঃ, অনর্থকঃ বকারঃ (গত্যর্থক ‘ই’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—ইহা স্থৌলাষ্ঠীবির মত; বকারের কোন অর্থ নাই)। আচার্য্য স্থৌলাষ্ঠীবির মতে ‘ই’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়া শব্দটি হয় ‘আয়ু’; আয়ু = বায়ু—আদিতে বকারের আগম হয়, ইহার কোনও অর্থ নাই।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৪ ॥

তস্য এষা ভবতি—পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্টি উদ্ধৃত হইতেছে তাহাতে বায়ুর স্ততি আছে।

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। অথশব্দো বিশেষাধিকারার্থঃ, অতঃশব্দ আনন্তর্য্যার্থঃ (দৃঃ)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বায়বায়াহি দর্শতেমে সোমা অরঙ্কতাঃ।

তেষাং পাহি শ্রধী হবম্ ॥ ১ ॥

(ঋ ১।২।১)

বায়ো (হে বায়ো!) দর্শত (হে দর্শনীয় বা দর্শন্য) আয়াহি (আগমন কর) ইমে সোমাঃ অরঙ্কতাঃ (এই সমস্ত সোমরস অলঙ্কৃত—পানার্থ সংস্কৃত অথবা পর্যাপ্তরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে), হবং (আমাদের আহ্বান) শ্রধী (শ্রবণ কর) তেষাং পাহি (সেই সোম পান কর)।

বায়বায়াহি দর্শনীয়েমে সোমা অরঙ্কতা

অলঙ্কৃতান্তেষাং পিব শৃণু নো হানমিতি ॥ ২ ॥

বায়ো আয়াহি দর্শনীয় (হে দর্শনীয় বায়ো! আগমন কর)—দর্শত = দর্শনীয়। ইমে সোমাঃ অরঙ্কতাঃ অলঙ্কৃতঃ—অরঙ্কতাঃ=অলঙ্কৃতঃ (এই সমস্ত সোম অলঙ্কৃত হইয়াছে); অলঙ্কৃত শব্দের অর্থ—প্রচুররূপে প্রাপ্ত,^১ পর্যাপ্তরূপে প্রস্তুত অথবা সংস্কারবিশিষ্ট। তেষাং পিব (সেই সোমের একদেশ বা অংশ পান কর, অথবা সেই সোম পান কর)^২ শৃণু নো হানম্ (আমাদের আহ্বান শ্রবণ কর)—শ্রধী = শৃণু, হবং = হানম্ (আহ্বান)।

কমন্যাং মধ্যমাদেবমবক্ষ্যৎ ॥ ৩ ॥

মধ্যমাং অন্যং কন্ম এবম্ অবক্ষ্যৎ (মধ্যম অর্থাৎ ইন্দ্র ব্যতিরেকে^৩ কাহাকে এইরূপ বলিতে পারা যায়)?

মধ্যমস্থান দেবতা ইন্দ্রেরই সোমপান প্রসিদ্ধ। মস্ত্রে বলা হইয়াছে—হে বায়ো! সোমরস অলঙ্কৃত হইয়াছে, তুমি ইহা পান কর। কাজেই এইস্থানে ইন্দ্রই বায়ু। ঋন্দস্বামী এবং দুর্গাচার্য্য উভয়েরই ইহা সিদ্ধান্ত। দুর্গাচার্য্য স্পষ্টই বলেন—সোমপান ইন্দ্র ভিন্ন অন্য দেবতার পক্ষে অসাধ্য (সোমপানমপ্রসাধ্যমন্যস্য)।

তস্যৈষাপরা ভবতি ॥ ৪ ॥

তস্য এষা অপরা ভবতি (তঁহার অর্থাৎ ইন্দ্ররূপী বায়ুর সম্বন্ধে এই অপর একটা ঋক্ উদ্ধৃত হইতেছে)।

১। অলঙ্কৃতঃ পর্যাপ্তাঃ (দুঃ) পর্যাপ্তাঃ কৃতঃ (ঋঃ স্বাঃ)।

২। দ্বিতীয়ার্থে বা ষষ্ঠী (ঋঃ স্বাঃ)।

৩। মধ্যমাদ্ ইন্দ্রাৎ (ঋঃ স্বাঃ)।

যে ঋক্‌টি উদ্ধৃত হইতেছে তাহার দেবতা ইন্দ্র; ইহাতে ইন্দ্রের বিশেষণরূপে বায়ু শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে — বায়ু শব্দের দ্বারা ইন্দ্রকেই অভিহিত করা হইয়াছে। ইন্দ্র যে বায়ুর পর্য্যায় শব্দ তাহা এই ঋক্‌ হইতে প্রতিপাদিত হইবে। (তৃতীয় পরিচ্ছেদের ষষ্ঠ সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য)।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আসস্রাণাসঃ শবসানমচ্ছেদ্রং সুচক্রে রথ্যাসো অশ্বাঃ।

অভি শ্রব ঋজ্যন্তো বহেয়ুর্নচিন্ম বায়োরমৃতং বিদস্যেৎ ॥ ১ ॥

(ঋ ৬।৩৭।৩)

আসস্রাণাসঃ (নিত্যগমনশীল) ঋজ্যন্তঃ (সরলগতি) রথ্যাসঃ অশ্বাঃ (রথচালক অথবা রথযোজিত অশ্বগণ) শবসানম্ অচ্ছ (অচ্ছশবসানম্ = অভিবলায়মানম্ — সমধিক বলবিশিষ্ট বলিয়া বোধসম্পন্ন) ইন্দ্রং (ইন্দ্রকে) সুচক্রে (কল্যাণকর চক্র অর্থাৎ দৃঢ়চক্র বিশিষ্ট রথে করিয়া) নৃচিৎ শ্রবঃ অভি (নূতন এবং পুরাণ সোমরূপ অগ্নের অভিমুখে)^১ নু (ক্ষিপ্ত) বহেয়ুঃ (যেন আনয়ন করে); বায়োঃ (সোমরসের অভিমুখে গতিবিশিষ্ট অর্থাৎ যজ্ঞে আগমনশীল ইন্দ্রের) অমৃতং (অমৃতসদৃশ সোমাখ্য অন্ন) [ন] বিদস্যেৎ (যেন বিদস্ত অর্থাৎ উপক্ষীণ না হয়)।^২

আসস্বাংসোহভিবলায়মানম্ ইন্দ্রম্ ॥ ২ ॥

আসস্রাণাসঃ=আসস্বাংসঃ (সম্যকরূপে অর্থাৎ সর্বত্র বা সর্বদা সর্পণশীল — গতিবিশিষ্ট)। দুর্গাচার্য্য ‘সৃপ’ ধাতু হইতে এবং ঋন্দস্বামী ‘সৃ’ ধাতু হইতে পদটির নিষ্পত্তি করেন; উভয় ধাতুই গত্যর্থক। শবসানম্ অচ্ছ ইন্দ্রম্ = অভিবলায়মানম্ ইন্দ্রম্—‘অচ্ছ’ শব্দের অর্থ ‘অভি’; শবসানম্ অচ্ছ = অভিবলায়মানম্ (নিজেকে সমধিক বলবিশিষ্ট বলিয়া মনে করেন যিনি — এইরূপ ইন্দ্রকে) —‘শবস্’ শব্দ বলবাটী (নিঘ ২।৯)।

কল্যাণ-চক্রে, রথে যোগায় রথ্য অশ্বা রথস্য বোঢ়ার ঋজ্যন্ত ঋজুগামিনঃ ॥ ৩ ॥

সুচক্রে = কল্যাণচক্রে (কল্যাণকর চক্র অর্থাৎ দৃঢ় চক্রবিশিষ্ট রথে); রথে যোগায় রথ্যঃ অশ্বাঃ (রথে যোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ নিমিত্ত অশ্বগণ রথ্য) —‘রথ্য’ শব্দের অর্থ ‘রথে যোজিত’। যোগায় এই স্থলে পঞ্চমী বিভক্তি থাকিলে অর্থ সুস্পষ্ট হইত; ঋন্দস্বামী পঞ্চমী বিভক্তি দ্বারাই ব্যাখ্যা করিয়াছেন — রথে যোগাদাঘ্ননঃ ইতি রথ্যাসঃ (অশ্বগণ নিজদিগকে রথে যোজিত করে বলিয়াই তাহারা রথ্য)। রথস্য বোঢ়ারঃ—‘রথ্য’ শব্দের অর্থ রথের বাহক বা চালক। ঋজ্যন্তঃ = ঋজুগামিনঃ (সরলগতিবিশিষ্ট)।

অন্নম্ অভি বহেয়ুর্নবং চ পুরাণঞ্চ ॥ ৪ ॥

শ্রবঃ = অন্নম্ (নিঘ ২।৭); অভি শ্রবঃ বহেয়ুঃ = অন্নম্ অভি বহেয়ুঃ (অগ্নের অভিমুখে ইন্দ্রকে আনয়ন করুক)। নৃচিৎ নু—‘নৃ’ শব্দের অর্থ নব (নূতন) ‘চিৎ’ শব্দের অর্থ পূরণ

১। নৃ এবং চিৎ—নিপাত ‘নব ও পূরণ’ অর্থে।

২। ‘ন’ অধ্যাহার করিতে হইবে (ষষ্ঠ সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য)।

এবং ‘নু’ শব্দের অর্থ ক্ষিপ্ত — দুর্গাচার্যের মতে; স্কন্দস্বামীর মতে — নু = নূতন, চিৎ = চ (এবং), নু = পুরাণ। নূতন অন্ন (সোম) — যাহা নিষ্কাশিত করিয়াই আচ্ছতি দেওয়া হয়; পুরাণ অন্ন (সোম) — যাহা নিষ্কাশিত হয় প্রাতঃসবনে কিন্তু আচ্ছতি দেওয়া হয় মাধ্যহ্নদিন অথবা তৃতীয় সবনে।

শ্রব ইত্যন্ন-নাম শ্রায়ত ইতি সতঃ ॥ ৫ ॥

শ্রবঃ ইতি অন্ননাম (‘শ্রবস্’ শব্দের অর্থ অন্ন) শ্রায়তে ইতি সতঃ (শ্রুত হয় — প্রত্যয়টি হইয়াছে কর্মবাচ্যে)।

শ্রবস শব্দের অর্থ অন্ন (নিঘ ২।৭); ‘শ্র’ ধাতুর উত্তর কর্মবাচ্যে অসূন্ প্রত্যয়ে সিদ্ধ — অন্ন বর্ণিত হইয়া শ্রুত হয়। ‘সতঃ’ পদের সার্থকতা কি, তৎসম্বন্ধে নিরু ১।৬।৩ দ্রষ্টব্য।

বায়োশচাস্য ভক্ষো যথা ন বিদস্যেদিতি ॥ ৬ ॥

বায়োঃ চ অস্য ভক্ষঃ যথা ন বিদস্যেৎ (আর এই বয়ুর অর্থাৎ সোমরসের প্রতি গতি-বিশিষ্ট ইন্দ্রের ভক্ষণীয় সোমরস যেন উপক্ষীণ না হয়); বায়োঃ অমৃতং বিদস্যেৎ — ইহারই ব্যাখ্যা বায়োশচাস্য ভক্ষো যথা ন ইত্যাদি। দ্রষ্টব্য এই যে, মূলে ‘ন’ শব্দ নাই; ভাষ্যকার — ‘ন’ শব্দ অধ্যাহার করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন। স্কন্দস্বামীর মতে ‘বি’ উপসর্গের দ্বারাই ‘ন’ এর অর্থ পাওয়া যাইতে পারে — ‘বি’ শব্দের অর্থ বিগম এবং ‘দস্’ ধাতুর অর্থ ক্ষয়; কাজেই ‘বিদস্যেৎ’ ইহার অর্থ — ‘যেন বিগতক্ষয় অর্থাৎ অনুপক্ষীণ থাকে’ (বিশদ্যো বিগমে দস্যতিঃ ক্ষয়ার্থঃ, বিগতক্ষয়ং ভবেৎ)। আরও দ্রষ্টব্য এই যে, ‘বায়ু’ শব্দ এই মন্ত্রে ইন্দ্রের বিশেষণ বা ইন্দ্রের পর্যায়—গত্যর্থক ‘ই’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; সোমের প্রতি গমন করে — ইহাই ‘বায়ু’ শব্দের ইন্দ্র বাচকত্বে ব্যুৎপত্তি।

ইন্দ্রপ্রধানেত্যেকে নৈঘণ্ট কং বায়ুকর্ম, উভয়প্রধানেত্যপরম্ ॥ ৭ ॥

ইন্দ্রপ্রধানা ইতি একে (কোন কোন আচার্যের মতে এই ঋক্টি ইন্দ্রপ্রধান অর্থাৎ ইন্দ্রই প্রধানভাবে এই ঋকে স্তুত হইয়াছেন) নৈঘণ্টকং বায়ুকর্ম (বায়ুসম্বন্ধী কর্ম অর্থাৎ বায়ুস্তুতি নৈঘণ্টক বা গৌণ), উভয়প্রধানা ইতি অপরম্ (অপর মত এই যে, এই ঋক্টি উভয় প্রধান অর্থাৎ এই ঋকে ইন্দ্র ও বায়ু উভয় দেবতাই প্রধানভাবে স্তুত হইয়াছেন)।

কোন কোন আচার্য্য মনে করেন যে, ইন্দ্রই বাস্তবিক পক্ষে এই ঋকের দেবতা; বায়ু-স্তুতি নৈঘণ্টক বা গৌণ—‘বায়ু’ শব্দ ইন্দ্রেরই বিশেষণার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে মাত্র।’ অপর কোন আচার্য্য মনে করেন—ইন্দ্র ও বায়ু উভয়েই এই ঋকের দেবতা, উভয়েরই তুল্য স্তুতি এই ঋকে করা হইয়াছে। দুর্গাচার্য্য এই দ্বিতীয় মতের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি

বলেন — নিষ্কেবল্য শস্ত্রে (মাধ্যদিন সবনে বিহিত শস্ত্রে)^১ এই ঋকের বিনিয়োগ পরিদৃষ্ট হয় — নিষ্কেবল্য শস্ত্রের দেবতা ইন্দ্র, কাজেই এই ঋকের দেবতাও ইন্দ্র ভিন্ন আর কেহই হইতে পারেন না।

(২) বরুণঃ॥

বরুণো বৃণোতীতি সতঃ॥৮॥

বরুণঃ বৃণোতি ইতি সতঃ ('বরুণ' শব্দ আচ্ছাদনার্থক 'বৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন— কর্তৃবাচ্যে) — বরুণ মেঘজালে আকাশ আবৃত করে।

'সতঃ' পদের সার্থকতা সম্বন্ধে নিরু ১।৬।৩ দ্রষ্টব্য।

তস্যৈবা ভবতি॥৯॥

তস্য এষা ভবতি — পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋকটি বরুণ সম্বন্ধে হইতেছে।

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। নিষ্কেবল্য শস্ত্র সম্বন্ধে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩।১২।১০—১৩ দ্রষ্টব্য।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নীচীনবারং বরুণঃ কবন্ধং প্রসসর্জ রোদসী অন্তরিক্ষম্।

তেন বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা যবং ন বৃষ্টির্বুনন্তি ভূম।। ১।।

(ঋ ৫।৮৫।৩)

বরুণঃ (বরুণ) কবন্ধং (মেঘকে) নীচীনবারং [কৃতা] (অধোদেশে সচ্ছিন্ন করিয়া) রোদসী অন্তরিক্ষম্ [প্রতি] (দ্যাবাপৃথিবী এবং অন্তরিক্ষের দিকে)^১ প্রসসর্জ (বিসৃষ্ট অর্থাৎ প্রেরিত করেন);^২ তেন (সেই মেঘনির্গত জলের দ্বারা) বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা (সমগ্র ভুবনের রাজা বরুণ) যবং ন বৃষ্টিঃ (বৃষ্টি যেরূপ যবাদি শস্য সিক্ত করে) [তদ্রূপ] ভূম ব্যুনন্তি (ভূমিকে সিক্ত করেন)।

বরুণদেব মেঘকে অধোদেশে সচ্ছিন্ন করিয়া দ্যাবাপৃথিবী এবং অন্তরিক্ষের দিকে প্রেরণ করেন অর্থাৎ মেঘ নিঃসৃত জলে সর্বলোক পরিপূরিত করেন; বৃষ্টি যেরূপ যবাদি শস্য সিক্ত করে, সমগ্র ভুবনের রাজা বরুণ সেইরূপ ভূমিকে সর্বতোভাবে সিক্ত করেন। ‘বৃষ্টিঃ’—তৃতীয়ার্থে প্রথমা ধরিয়া ‘সংক্ৰমক যেরূপ বৃষ্টি অর্থাৎ জল বর্ষণের দ্বারা যবাদি শস্যবীজ পরিষিক্ত করে, বরুণ সেইরূপ সমগ্র ভূমিকে পরিষিক্ত করেন’ এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেও অসঙ্গত হয় না।

নীচীনদ্বারং বরুণঃ, কবন্ধং মেঘম্, কবনমুদকং ভবতি তদগ্নিন্ ধীয়তে; উদকমপি কবন্ধমুচ্যতে বন্ধিরনিভূতত্বে কম্ অনিভূতং চ।। ২।।

নীচীনদ্বারম্ = নীচীনদ্বারম্ = অধোদ্বারম্ অধোবিলং [কৃতা]^৩ (অধোদেশ দ্বারবিশিষ্ট অর্থাৎ হ্রদসমন্বিত করিয়া)। কবন্ধম্ = মেঘম্ (‘কবন্ধ’ শব্দের অর্থ মেঘ) — কবনম্ উদকং ভবতি, তৎ অগ্নিন্ ধীয়তে (‘কবন’ শব্দ উদকবাচী, উদক মেঘে নিহিত থাকে)। উদকম্ আপ কবন্ধম্ উচ্যতে (উদকও কবন্ধ বলিয়া কথিত হয়), বন্ধিঃ অনিভূতত্বে (‘বন্ধ’ ধাতু অনিভূতত্ব অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে), কম্ অনিভূতং চ (উদক সুখকর এবং অনিভূত অর্থাৎ অনিশ্চল)।

‘কবন্ধ’ শব্দের অর্থ মেঘ এবং উদক। মেঘ অর্থে ‘কবন্ধ’ শব্দের নিষ্পত্তি করিতে হইবে উদকবাচী কবন + ‘ধা’ ধাতু হইতে—কবনধা = কবন্ধ; উদক অর্থে সুখবাচী ক + ‘বন্ধ’ ধাতু হইতে—উদক সুখকর এবং অনিভূত অর্থাৎ চলনশ্রবণ (বন্ধ ধাতু চলনার্থক)।

১। দ্যাবাপৃথিবৌ অন্তরিক্ষং চ প্রতি (ঋঃ স্বাঃ)।

২। প্রসসর্জ বিসৃজতি বিক্ষিপতি (ঋঃ স্বাঃ)।

৩। দুর্গাচার্য্য দ্রষ্টব্য।

প্রসৃজতি দ্যাবাপৃথিব্যৌ চান্তরিক্ষং চ মহত্ত্বেন ॥ ৩ ॥

প্রসসর্জ রোদসী অন্তরিক্ষম্ = প্রসৃজতি দ্যাবাপৃথিব্যৌ চ অন্তরিক্ষং চ মহত্ত্বেন (বরুণ দ্যাবাপৃথিবী এবং অন্তরিক্ষের প্রতি মেঘ অর্থাৎ মেঘনির্গত জল প্রেরণ করেন—স্বীয় মহত্ত্বনিবন্ধন); প্রসসর্জ = প্রসৃজতি, রোদসী = দ্যাবাপৃথিব্যৌ।

তেন সর্বস্য ভুবনস্য রাজা যবমিব বৃষ্টির্ব্যনন্তি ভূমিম্ ॥ ৪ ॥

তেন (সেই মেঘনির্গত জলের দ্বারা); বিশ্বস্য = সর্বস্য; যবং ন = যবম্ ইব (ন—ইবার্থে); ভূম = ভূমিম্।

তস্যৈষাপরা ভবতি ॥ ৫ ॥

তস্য এষা অপরা ভবতি (তঁহার সম্বন্ধে এই অপর একটি ঋক্ উদাহৃত হইতেছে)।

যে ঋক্টি ব্যাখ্যাত হইল, তাহাতে বরুণ বর্ষণকর্তা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। সূর্যেরও কিন্তু বর্ষণ কর্তৃত্ব আছে — কাজেই সন্দেহ হইতে পারে বরুণ = দ্যাহান-দেবতা সূর্য্য। এই জন্যই অপর একটি ঋক্ উদ্ধৃত হইতেছে, যাহাতে স্পষ্টভাবে বরুণকে মধ্যম বা অন্তরিক্ষস্থান-দেবতা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তম্‌ সু সমনা গিরা পিতৃণাং চ মন্মভিঃ।

নাভাকস্য প্রশস্তিভিঃ সিন্ধুনামুপোদয়ে

সপ্তস্বসা স মধ্যমো নভস্তামন্যকে সমে॥ ১ ॥

(ঋ ৮।৪১।২)

তম্‌ উ^১ (তঁহাকে) সমনা গিরা (সমান অর্থাৎ তদযোগ্য স্তুতি দ্বারা) পিতৃণাং চ মন্মভিঃ (এবং পিতৃগণের মহনীয় স্তোমসমূহের দ্বারা) নাভাকস্য প্রশস্তিভিঃ (নাভাক ঋষির প্রশস্তি-বচনসমূহের দ্বারা) সু (সু + অভিষ্টৌমি—সুষ্ঠুরূপে স্তব করিতেছি), যঃ (যে দেবতা) সিন্ধুনাম্‌ উপোদয়ে (জলের উপোদগম স্থান অন্তরিক্ষে) সপ্তস্বসা (সপ্তভগিনী সমন্বিত—ভগিনীস্থানীয় গজ্জনরূপ বাণীবিশিষ্ট), সঃ মধ্যমঃ (তিনি মধ্যমস্থান-দেবতা)। সমে অন্যকে (সর্বের শত্রবঃ—নিখিল শত্রুবন্দ) নভস্তাম্‌ (বিনষ্ট হউক)।

তং স্বভিষ্টৌমি সমানয়া গিরা গীত্যা স্তুত্যা,

পিতৃণাং চ মননীয়েঃ স্তোমৈঃ, নাভাকস্য প্রশস্তিভিঃ॥ ২ ॥

তং সু = সু + অভিষ্টৌমি (তঁহাকে সুষ্ঠুভাবে স্তব করিতেছি); সমনা গিরা = সমনয়া গিরা, গিরা = গীত্যা = স্তুত্যা (সমান অর্থাৎ তদযোগ্য অর্থাৎ বরুণের যোগ্য গীতি বা স্তুতিদ্বারা) পিতৃণাং চ মন্মভিঃ = পিতৃণাং চ মননীয়েঃ স্তোমৈঃ (পিতৃগণের যোগ্য মননীয় অর্থাৎ মহনীয় বা পূজনীয় স্তোমসমূহের দ্বারা)^২ নাভাকস্য প্রশস্তিভিঃ (নাভাক ঋষিকৃত প্রশস্তি বা স্তুতিসমূহের দ্বারা)।

ঋষির্নাভাকো বভূব॥ ৩ ॥

ঋষিঃ নাভাকঃ বভূব (নাভাক একজন ঋষি ছিলেন)।

যঃ স্যন্দমানানামপামুপোদয়ে॥ ৪ ॥

সিন্ধুনাম্‌ উপোদয়ে = স্যন্দমানানাম্‌ অপাম্‌ উপোদয়ে (প্রবহণশীল জলরাশির উদগমস্থানে অর্থাৎ অন্তরিক্ষলোকে)।^৩

১। উ ইতি পদপূরণঃ (স্বঃ স্বাঃ)।

২। পিতৃণাং যোগ্যমহনীয়েঃ পূজনীয়েঃ স্তোমৈঃ (স্বঃ স্বাঃ)।

৩। সিন্ধুনাম্‌ উপোদয়ঃ অন্তরিক্ষং তত্র (স্বঃ স্বাঃ)।

সপ্তস্বসারমেনমাহ বাগ্ভিঃ ॥ ৫ ॥

সপ্তস্বসারম্ এনম্ আহ বাগ্ভিঃ—ইহাকে (এই দেবতাকে) সপ্তস্বসা (সপ্ত ভগিনীবিশিষ্ট) বলিয়া কীর্তিত করা হয়, [ভগিনীস্থানীয় গজ্জ্বলরূপ সপ্তপ্রকার] বাক্ (বাণী) ইহার আছে বলিয়া।^১

স মধ্যম ইতি নিরুক্ত্যতে, অথৈষ এব ভবতি ॥ ৬ ॥

সঃ মধ্যমঃ ইতি নিরুক্ত্যতে (তাঁহাকেই মধ্যম বলিয়া অভিহিত করা হয়), অথ এষ এব ভবতি (তৎপরে এই দেবতাই বরুণ)।

যিনি পিতৃগণের যোগ্য মহনীয় স্তোমসমূহের দ্বারা এবং নাভাক ঋষিকৃত প্রশস্তিসমূহের দ্বারা স্তুত, যিনি সপ্তস্বসা তিনিই মধ্যম, তিনিই বরুণদেবতা।

নভস্তামন্যকে সমে মা ভুবন্ন্যাকে সৰ্বে যে নো দ্বিষন্তি দুর্ধিয়ঃ পাপধিয়ঃ পাপসঙ্কল্পাঃ ॥ ৭ ॥

নভস্তাম্ অন্যকে সমে = মা ভুবন্ অন্যকে সৰ্বে (সমস্ত শত্রুবৃন্দ নিহত, বিনষ্ট বা বিগতজীবন হউক — তাহাদের যেন কেহই বাঁচিয়া না থাকে) — নভস্তাম্ = মা ভুবন্ (যেন জীবিত না থাকে, হত হউক — ‘নভ্’ ধাতু বধার্থক; নিঘ ২।১৯)।^২ যে নঃ দ্বিষন্তি (যে সকল শত্রু আমাদের দ্বৈষ বা হিংসা করে) [যে চ] দুর্ধিয়ঃ পাপধিয়ঃ পাপসঙ্কল্পাঃ (এবং যাহারা দুর্বুদ্ধি, পাপবুদ্ধি এবং পাপসঙ্কল্প)।

(৩) রুদ্রঃ ॥

রুদ্রো রৌতীতি সতঃ, রোরায়মাণো দ্রবতীতি বা রোদয়তেৰ্বা, ‘যদরুদন্ত-
দ্রুদস্য রুদ্রত্বম্’ ইতি কাঠকম্, ‘যদরোদীন্তুদ্রুদস্য রুদ্রত্বম্’ ইতি হারিদ্রবিকম্ ॥ ৮ ॥

‘রুদ্র’ শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন—(১) রুদ্রঃ রৌতীতি ইতি সতঃ (‘রুদ্র’ শব্দ শব্দার্থক ‘রু’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন কর্তৃবাচ্যে—রুদ্র শব্দ করেন); (২) রোরায়মাণঃ দ্রবতি ইতি বা (অথবা, শব্দার্থক ‘রু’ ধাতু এবং গত্যর্থক ‘দ্র’ ধাতুর যোগে ‘রুদ্র’ শব্দের নিষ্পত্তি —মেঘোদরস্থ রুদ্র অত্যধিক শব্দ করিতে করিতে চলিয়া থাকেন); (৩) রোদয়তেৰ্বা (অথবা, অন্তর্গত বিজয় ‘রুদ্র’ ধাতু হইতে ‘রুদ্র’ শব্দ নিষ্পন্ন—রুদ্র শত্রুগণকে রোদন করান অর্থাৎ দুঃখসন্তপ্ত করেন); (৪) [রোদিতী ইতি] (অথবা, ‘রুদ্র’ ধাতু হইতে ‘রুদ্র’ শব্দের নিষ্পত্তি — রুদ্র রোদন করেন); শেষোক্ত নির্বচনের সমর্থনে বেদবাক্য উদ্ধৃত করিতেছেন—(১) ‘যৎ অরুদৎ তৎ রুদ্রস্য রুদ্রত্বম্’ ইতি কাঠকম্ (যেহেতু রোদন

১। গর্জিতলক্ষণাভিবাগ্ভিভগিনীস্থানীয়াভিঃ সপ্তভগিনীকঃ (ঋঃ স্বাঃ)।

২। নভস্তাং হন্যস্তাম্ (ঋঃ স্বাঃ)।

করিয়াছিলেন তাহাতেই রুদ্রের রুদ্রত্ব—ইহা কঠশাখার প্রবচন)^১ (২) ‘যৎ আরোদীৎ তৎ রুদ্রস্য রুদ্রত্বম্’ ইতি হরিদ্রবিকম্ (যেহেতু রোদন করিয়াছিলেন, তাহাতেই রুদ্রের রুদ্রত্ব ইহা মৈত্রায়ণীয় হরিদ্রব শাখার প্রবচন) — রুদ্র পিতা প্রজাপতিকে বাণের দ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, তাঁহার দুর্নিবার শোক উপস্থিত হইয়াছিল এবং তিনি ক্রন্দন করিয়াছিলেন।^২

রুদ্র মরুদ্গণের পিতা (ঋ ২।৩৩।১; ঋ ১।৩৯।৪ দ্রষ্টব্য)। “তিনি অতি উগ্রস্বভাব এবং দুর্দর্শ-দেবতা—তাঁহার নামগ্রহণও বিপজ্জনক; যে মন্ত্রে তাঁহার নাম আছে সেখানে ‘রুদ্র’ না বলিয়া ‘রুদ্রিয়’ বলাই ভাল” (ঐত, ব্রা, ৩।১০।৩)। ‘রুদ্’ ধাতু আবার ‘রু’ ধাতুরই সমানার্থক; ইহার অন্য এক অর্থ শব্দ করা বা গজ্জন করা (to roar), কাজেই রুদ্রকে মরুদ্গণের অর্থাৎ ঝড়ের পিতা এবং শস্যায়মান-দেবতা বলা যাইতে পারে; মনে হয় তিনি মেঘোদরবর্তী বিদ্যুৎ সহচারী মাধ্যমিক-দেবতা। গুরু-যজুর্বেদে দেখিতে পাই (১৬।৬৪-৬৬) রুদ্রগণ^৩ তিন স্থানেরই দেবতা; দ্যুলোকে তাঁহাদের আয়ুধ বৃষ্টি, অস্তরিক্ষলোকে বাত এবং পৃথিবীলোকে অন্ন—অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টির দ্বারা এবং কুবাভের দ্বারা অন্ন বিনাশ করিয়া, কদম্বের দ্বারা রোগ উৎপাদন করিয়া তাঁহারা প্রাণিবর্গের হিংসা সাধন করেন। রুদ্রই কিন্তু আবার ভিষকশ্রেষ্ঠ—নানাবিধ ঔষধ প্রয়োগে রোগপ্রতীকারকর্তা (ঋ ২।৩৩)—সপ্তম পরিচ্ছেদের প্রথম সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য।

তস্মৈষা ভবতি।।৯।।

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্টি রুদ্র সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। কাঠকং কঠানাং প্রবচনম্ (দুঃ)—কাঠ সং ২৫।১, শত ব্রা ৬।১।৩।১০ দ্রষ্টব্য।

২। হরিদ্রবো নাম মৈত্রায়ণীয়ানাং শাখাভেদঃ (দুঃ)—শত ব্রা ১।৭।৪, মৈত্রা সং ৩।৬।৫, ৪।২।১২ দ্রষ্টব্য।

৩। একাদশ রুদ্র (ঐত ব্রা ১।২।৪)।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ইমা রুদ্রায় স্থিরধ্বনে গিরঃ ক্ষিপ্রেষবে দেবায় স্বধারে।

অষাড্‌হায় সহমানায় বেধসে তিগ্নায়ুধায় ভরতা শৃণোতু নঃ॥১॥

(ঋ ৭।৪৬।১)

স্থিরধ্বনে (দৃঢ়ধ্বনু) ক্ষিপ্রেষবে (শীঘ্রগামী বাণবিশিষ্ট) স্বধারে (অন্নবান্) অষাড্‌হায় (কাহারও দ্বারা অনভিভূত) সহমানায় (সর্ব্বাভিভবকারী) বেধসে (বিধান কর্তা) তিগ্নায়ুধায় (তীক্ষ্ণাস্ত্র) দেবায় রুদ্রায় (দানাদিগুণযুক্ত রুদ্রের উদ্দেশে) ইমাঃ গিরঃ ভরতা^১ (বক্ষ্যমাণ স্তুতি উচ্চারণ কর) শৃণোতু নঃ (রুদ্র আমাদের স্তুতি শ্রবণ করুন)।

রুদ্র-দেবতার ধনু—গাঢ় বৃষ্ট্যন্মুখ মেঘ, ইবু—বাত (বায়ু) এবং আয়ুধ—বৃষ্টিধারা; এই দেবতা বৃষ্টিপাতের দ্বারা পৃথিবীতে অন্ন সম্পাদন করেন।

ইমা রুদ্রায় দৃঢ়ধ্বনে গিরঃ ক্ষিপ্রেষবে দেবায়ান্নবতেহষাঢ়ায়ান্যৈঃ সহমানায় বিধাত্রৈ তিগ্নায়ুধায় ভরত, শৃণোতু নঃ॥২॥

স্থিরধ্বনে = দৃঢ়ধ্বনে (দৃঢ়ধ্বনুবিশিষ্ট), স্বধারে = অন্নবতে^২ (অন্নসম্পত্তিসম্বন্ধিত), অষাড্‌হায় = অন্যৈঃ অষাঢ়ায়^৩ (অন্য অর্থাৎ শত্রুকর্জুক অনভিভূত), সহমানায় (অন্যের অভিভবকারী), বেধসে = বিধাত্রৈ (রোগাদিপ্রতিবিধানকর্তা) তিগ্নায়ুধায় (তীক্ষ্ণাস্ত্রযুক্ত) ভরতা = ভরত (সম্পাদন কর), শৃণোতু নঃ (আমাদের কৃত স্তুতি শ্রবণ করুন)।

তিগ্নং তেজতেরুৎসাহকর্ম্মণঃ, আয়ুধমায়োধনাৎ॥৩॥

তিগ্নং তেজতেঃ উৎসাহকর্ম্মণঃ (‘তিগ্ন’ শব্দ উৎসাহার্থক ‘তিজ্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন (উ ১৪৩; তীক্ষ্ণ আয়ুধ যোদ্ধাকে উৎসাহিত করে), আয়ুধম্ আয়োধনাৎ (‘আয়ুধ’ শব্দ আ ‘যুধ্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—যোদ্ধা ইহার সাহায্যে সম্যক্রূপে যুদ্ধ করে)।

১। কুরুতেত্যর্থঃ (ঋঃ স্বাঃ)।

২। স্বধা অন্নস্তেন তদ্বান্ স্বধাবান্ ততশ্চতুর্থী অন্নবত ইত্যর্থঃ (ঋঃ স্বাঃ)।

৩। সহিরভিভবে অনভিভূতায়ান্যৈঃ (ঋঃ স্বাঃ)।

তস্মৈষাপরা ভবতি ॥৪॥

তস্য এষা অপরা ভবতি (রুদ্রের সম্বন্ধে অপর একটি ঋক্ উদ্ধৃত হইতেছে।

যে ঋক্টি পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত হইতেছে, তাহাতেও রুদ্রের স্তুতি আছে। যে ঋক্টি ব্যাখ্যাত হইল তাহাতে ‘বেধসে’ পদ রুদ্রের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। ‘বেধস্’ শব্দের অর্থ—বিধানকর্ত্তা; কিসের বিধানকর্ত্তা রুদ্র—তাহা পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্ হইতে পরিস্ফুট হইবে।

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

সপ্তম পরিচ্ছেদ

যা তে দিদ্যুদবসৃষ্টা দিবস্পরি ক্ষ্ময়া চরতি পরি সা বৃণক্ষু নঃ।

সহস্রং তে স্বপিবাত ভেষজা মা নস্তোকেষু তনয়েষু রীরিষঃ॥ ১॥

(খ ৭।৪৬।৩)

[হে ভগবান্ রুদ্র] দিবস্পরি (দ্যুলোক হইতে) অবসৃষ্টা (বিমুক্ত) যা তে দিদ্যুৎ (তোমার যে দিদ্যুৎ অর্থাৎ জ্বরাতিসারাদি রোগাখ্য বজ্রায়ুধ)^১ ক্ষ্ময়া চরতি (ক্ষিতিতলে বিচরণ করে) সা নঃ পরিবৃণক্ষু (তাহা আমাদিগকে পরিহার করুক), হে স্বপিবাত (হে অনতিক্রমণীয়াজ্জ) সহস্রং তে ভেষজাঃ (তোমার সহস্র ভেষজ অর্থাৎ ঔষধ আছে) নঃ তোকেষু তনয়েষু (আমাদের পুত্রগণ ও পৌত্রগণের প্রতি)^২ মা রীরিষঃ (হিংসা করিও না)।

রুদ্রদেবতা-কর্তৃক দ্যুলোক হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া নানাবিধ রোগ পৃথিবীতে বিচরণ করে; ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন, ঐ রোগসমূহ যেন তাঁহাদের পুত্র পৌত্র আত্মীয়স্বজনকে স্পর্শ না করে। দিবস্পরি (দ্যুলোক হইতে) বিক্ষিপ্ত হয়—ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, সমস্ত দেবতাই অবিশেষে দ্যুস্থান, তাঁহাদের কর্মাধিকার স্থান ভিন্ন ভিন্ন। যে লোকে যে দেবতার বিশেষ অধিকার, সেই লোক সেই দেবতার বিশেষ স্থান বলিয়া কীর্ণিত হয় মাত্র।

যা দিদ্যুদবসৃষ্টা দিবস্পরি দিবোহধি॥ ২॥

দিবস্পরি = দিবঃ অধি (দ্যুলোক হইতে) যা তে দিদ্যুৎ অবসৃষ্টা (তোমার যে দিদ্যুৎ অবসৃষ্ট অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত হয়)।

দিদ্যুৎ দ্যতের্বা দ্যুতের্বা দ্যোততের্বা॥ ৩॥

‘দিদ্যুৎ’ শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইতেছে। (১) দিদ্যুৎ দ্যতের্বা (‘দিদ্যুৎ’ শব্দ আখণ্ডনার্থক ‘দ্যো’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—দিদ্যুৎ অর্থাৎ আয়ুধ আখণ্ডিত করে)। (২) দ্যুতের্বা (অথবা ‘দিদ্যুৎ’ শব্দ অভিগমনার্থে অর্থাৎ আক্রমণার্থে বর্তমান ‘দ্যু’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—আয়ুধের দ্বারা আক্রমণ করা হয়)। (৩) দ্যোততের্বা (অথবা, ‘দিদ্যুৎ’ শব্দ দীপ্ত্যর্থক ‘দ্যুৎ’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—আয়ুধ দীপ্তি পায়)।

১। দিদ্যুৎ আয়ুধম্, জ্বরাতিসারাদি রোগাখ্যম্ (দুঃ); দিদ্যুৎ শব্দ বজ্রবাচী (নিষ ২।২০)।

২। ষষ্ঠ সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য।

ক্ষ্মা চরতি ক্ষ্মা পৃথিবী তস্যাং চরতি, তয়া চরতি বিক্ষ্মাপয়ন্তী চরতীতি
বা ॥ ৪ ॥

ক্ষ্মা চরতি = ক্ষ্মা পৃথিবী তস্যাং চরতি ('ক্ষ্মা' শব্দের অর্থ পৃথিবী—নিঘ ১।১;
তাহাতে বিচরণ করে—সপ্তমীর অর্থে তৃতীয়া বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে), অথবা তয়া চরতি
(ক্ষ্মার সহিত—ব্রীহাদিভাবপ্রাপ্ত পৃথিবীর সহিত অর্থাৎ ব্রীহাদিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিচরণ
করে), অথবা—ক্ষ্মা হিংসয়া; বিক্ষ্মাপয়ন্তী চরতি ইতি (প্রাণিবর্গকে হিংসা করিতে করিতে
বিচরণ করে)।^১

পরিবৃণক্তু নঃ সা সহস্রং তে স্বাপ্তবচন ভৈষজ্যানি ॥ ৫ ॥

পরিবৃণক্তু নঃ সা (সেই দিদ্‌য় আমাদিগকে পরিত্যাগ করুক), সহস্রং তে স্বাপ্তবচন
ভৈষজ্যানি (হে স্বাপ্তবচন, তোমার সহস্র ভৈষজ্য বা ঔষধ আছে)—হে স্বপিবাত = হে
স্বাপ্তবচন (যাহার বচন সূচকরূপে আপ্ত বা গৃহীত হয় অর্থাৎ যাহার আজ্ঞা কেহই লঙ্ঘন
করিতে পারে না)^২, ভৈষজ্যঃ = ভৈষজ্যানি (ঔষধ)।

মা নস্ত্বং পুত্রেষু চ পৌত্রেষু চ রীরিষঃ, তোকং তুদ্যতেঃ তনয়ং তনোতেঃ ॥ ৬ ॥

মা নস্ত্বং পুত্রেষু পৌত্রেষু চ রীরিষঃ (তুমি আমাদের পুত্র ও পৌত্রগণের প্রতি হিংসা
করিও না)। তোকেষু = পুত্রেষু—তোকং তুদ্যতেঃ ('তোক' শব্দ ব্যথনার্থক 'তুদ' ধাতু হইতে
নিষ্পন্ন = ইহা কর, ইহা করিও না ইত্যাদিরূপ পিতৃদত্ত আদেশে পুত্র তুম বা ব্যথিত হয়)
তৌদ = তোক; তনয়েষু = পৌত্রেষু—তনয়ং তনোতেঃ ('তনয়' শব্দ বিস্তারার্থক 'তন্'
ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—তনয় অর্থাৎ পৌত্রের উৎপত্তিতে বংশের বিস্তার সাধিত হয়।

অগ্নিরপি রুদ্র উচ্যতে ॥ ৭ ॥

অগ্নিঃ অপি রুদ্রঃ উচ্যতে (অগ্নিও রুদ্র বলিয়া অভিহিত হন)।

রুদ্র শব্দের অপর অর্থ অগ্নি।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৮ ॥

তস্য এষা ভবতি (তাঁহার সম্বন্ধে অর্থাৎ অগ্নিরূপী রুদ্রের সম্বন্ধে পরবর্তী ঋক্‌টী
হইতেছে)।

পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্‌টী উদ্ধৃত হইতেছে তাহাতেও রুদ্রের স্তুতি আছে। কিন্তু
রুদ্রশব্দের অর্থ সেখানে অগ্নি।

॥ সপ্তম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। বিক্ষ্মাপয়ন্তী হিংসন্তী (দুঃ)।

২। কস্যচিদপি অনতিক্রমণীয়াজ্ঞ (দুঃ)।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

জরা বোধ তদ্বিবিড়তি বিশেবিশে যজ্ঞিয়ায়।
স্তোমং রুদ্রায় দৃশীকম্ ॥ ১ ॥

(ঋ ১।২৭।১০)

[হে ভগবন্ অগ্নে] জরা (স্ততি) বোধ (বুধ্যস্ব—হৃদয়ঙ্গম কর অর্থাৎ গ্রহণ কর) বিশেবিশে (মনুষ্যস্য মনুষ্যস্য—ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্য অর্থাৎ যজ্ঞমানের) যজ্ঞিয়ায় (যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ) তৎ বিবিড়তি (তাহা কর—যাহা যজ্ঞে তোমার করণীয়)^১, রুদ্রায় [তুভ্যং] (তুমি রুদ্র—তোমার উদ্দেশে) দৃশীকং (দর্শনীয় অর্থাৎ শ্রুতিসুখকর বা মনোজ্ঞ) স্তোমং (স্ততি) [কুর্মঃ] (করিতেছি)।

জরা স্ততির্জরতেঃ স্ততিকর্মণস্তাং বোধ, তয়া বোধয়িতরিতি বা ॥ ২ ॥

জরা স্ততিঃ (জরা শব্দের অর্থ স্ততি) জরতেঃ স্ততিকর্মণঃ (স্তত্যর্থক 'জৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন) তাং বোধ (তাহা অর্থাৎ সেই জরা বা স্ততি বোধের বিষয়ীভূত কর) বা (অথবা) তয়া (তাহা দ্বারা অর্থাৎ স্ততি দ্বারা) বোধয়িতঃ (হে উদ্বোধক)।

জরা শব্দের অর্থ স্ততি—স্তত্যর্থক জৃ ধাতু (নিঘ ৪।১) হইতে নিষ্পন্ন। জরা বোধ = জরাং বোধ (স্ততি বোধগম্য কর), অথবা, জরাবোধ একপদ; জরাবোধ = জরাবোধয়িতঃ—যিনি জরা অর্থাৎ স্ততিদ্বারা প্রীত হইয়া দেবগণকে উদ্বোধিত করেন, তিনি 'জরা বোধয়িতা'—তৎসম্বোধনে জরাবোধয়িতঃ।

তদ্ বিবিড়তি তৎ কুরু মনুষ্যস্য মনুষ্যস্য যজ্ঞনায় ॥ ৩ ॥

তৎ বিবিড়তি = তৎ কুরু [যৎ ত্বয়া যজ্ঞে কর্তব্যম্, অথবা যজ্ঞমানৈর্ষৎ প্রার্থ্যমানম্] (যজ্ঞে তোমার যাহা করণীয় অথবা যজ্ঞমান যাহা প্রার্থনা করেন—তাহা কর); বিশে-বিশে যজ্ঞিয়ায় = মনুষ্যস্য মনুষ্যস্য যজ্ঞনায় (ভিন্ন ভিন্ন মানুষের অর্থাৎ যজ্ঞমানের যজ্ঞানুষ্ঠানের নিমিত্ত; বিশেবিশে = মনুষ্যস্য মনুষ্যস্য—বিট্ শব্দ মনুষ্যবাচী (নিঘ ২।৩), যজ্ঞিয়ায় = যজ্ঞনায়। দুর্গাচার্য্য 'বিশে বিশে'—এখানে চতুর্থী বিভক্তি রাখিয়া 'যজ্ঞিয়ায়' পদটিকে তাহার বিশেষণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে বিশেবিশে যজ্ঞিয়ায় = যজ্ঞ সম্পাদক ভিন্ন ভিন্ন মানুষের নিমিত্ত।

১। তৎ বিবিড়ত তৎ কুরু—যত্ত্বয়া যজ্ঞে কর্তব্যম্ (দৃঃ)।

স্তোমং রুদ্রায় দর্শনীয়ম্ ॥ ৪ ॥

স্তোমং রুদ্রায় দর্শনীয়ং [কুস্মঃ] (রুদ্রের অর্থাৎ অগ্নির উদ্দেশে দর্শনীয় অর্থাৎ শ্রবণীয়
প্রতি করিতেছি); দর্শীকম্ = দর্শনীয়ম্।^১

(৪) ইন্দ্রঃ ॥

ইন্দ্র ইরাং দৃণাতীতি বা ॥ ৫ ॥

ইন্দ্রঃ ইরাং দৃণাতীতি ইতি বা (ইরাকে দীর্ণ করে' ইহা ইন্দ্র শব্দের ব্যুৎপত্তি—ইরা +
বিদারণার্থক 'দৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)। ইরা শব্দের অর্থ অন্ন অর্থাৎ তদ্ব্যবহৃত জল অর্থাৎ
জলের আধারভূত মেঘ—এই মেঘকে বিদীর্ণ করিয়া ইন্দ্র ধারারূপে পৃথিবীতে জল বর্ষণ
করেন। অথবা ইরা শব্দের অর্থ শস্যবীজ, (যাহা হইতে অন্নের উৎপত্তি হয়); এই বীজের
বিদারণ বা অঙ্কুরোদ্গত ইন্দ্রই করেন বৃষ্টি দ্বারা^২; ইরাদারঃ = ইন্দ্রঃ।

ইরাং দদাতীতি বা, ইরাং দধাতীতি বা ॥ ৬ ॥

ইরাং দদাতীতি, ইরাং দধাতীতি ইতি বা (অথবা ইন্দ্র ইরা অর্থাৎ অন্ন দান বা ধারণ করেন)
—ইরা + দানার্থক 'দা' ধাতু অথবা ধারণার্থক 'ধা' ধাতু হইতে ইন্দ্র শব্দ নিষ্পন্ন; ইরাদঃ
= ইন্দ্রঃ, অথবা ইরাধঃ = ইরাধারণিতা = ইন্দ্রঃ—ইরাদান হেতু বা ইরাধারণ হেতু ইন্দ্রের
ইন্দ্রত্ব

ইরাং দারয়ত ইতি বা ॥ ৭ ॥

ইরাং দারয়তে ইতি বা (অথবা, ইন্দ্র ইরা বিদারিত করেন—ইরা + চুরাদিগণীয় 'দৃ'
ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; ইরাদারয়িতা = ইন্দ্রঃ)।

ইরাং ধারয়ত ইতি বা ॥ ৮ ॥

ইরাং ধারয়তে ইতি বা (অথবা, ইন্দ্র ইরা ধারণ করেন—ইরা + চুরাদিগণীয় 'ধৃ' ধাতু
হইতে নিষ্পন্ন; ইরাধারণিতা = ইন্দ্রঃ)।

ইন্দ্রবে দ্রবতীতি বা ॥ ৯ ॥

ইন্দ্রবে দ্রবতীতি ইতি বা (অথবা, ইন্দ্র ইন্দুর নিমিত্ত অর্থাৎ সোমপানার্থে ধাবমান হন)^৩
ইন্দু + গতার্থক 'দ্র' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—ইন্দুদ্রবঃ = ইন্দ্রঃ।

১। দর্শীকং দর্শনীয়ং শ্রবণার্থম্ (দৃঃ)।

২। বীজং ব্রীহাদি তদসৌ বৃষ্টিপ্রদানেন বিদারণতি, অঙ্কুরোদ্ভেদাভিপ্রায়ং চ বিদারণম্ (স্বঃ
স্বাঃ)।

৩। ইন্দুঃ সোমঃ তং পাতুমসৌ দ্রবতি, সোমপানার্থমসৌ দ্রবতীত্যর্থঃ (দৃঃ)।

ইন্দৌ রমত ইতি বা ॥ ১০ ॥

ইন্দৌ রমতে ইতি বা (অথবা, ইন্দ্র ইন্দুতে অর্থাৎ সোমপানে রত অর্থাৎ প্রীত বা আনন্দিত হন); ইন্দু + 'রম্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—ইন্দুরমঃ = ইন্দ্রঃ।

ইন্ধে ভূতানীতি বা ॥ ১১ ॥

ইন্ধে ভূতানি ইতি বা (অথবা প্রাণিসমূহকে অন্নপ্রদান করিয়া দ্যুতিবিশিষ্ট করেন); দীপ্ত্যর্থক 'ইন্ধ্' ধাতু হইতে ইন্দ্র শব্দ নিষ্পন্ন—ইন্ধঃ = ইন্দ্রঃ।

“তদ্যদেনং প্রাণৈঃ সন্মৈন্ধং^১ স্তুদিন্দ্রত্বমিতি বিজ্ঞায়তে”^২ ॥ ১২ ॥

তৎ (তারপর ইন্দ্র শব্দের ব্যুৎপত্তি)—যৎ এনং (যেহেতু ইন্দ্রকে) প্রাণৈঃ সন্মৈন্ধন্ (ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সমিদ্ধ বা প্রদীপ্ত করেন—আত্মোপাসকগণ) তৎ ইন্দ্রত্বম্ ইতি বিজ্ঞায়তে (তাহাতেই ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, ইহা জানা যায়)।

'ইন্ধ্' ধাতু হইতে ইন্দ্র শব্দের' নিব্বাচন সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ বাক্যের প্রামাণ্য প্রদর্শন করিতেছেন। শরীরমধ্যবর্তী মুখ্য প্রাণবায়ুই ইন্দ্র; এই মুখ্য প্রাণ বা ইন্দ্রকে বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা সন্দীপিত (ইন্ধ—ইন্ধ) করেন উপাসকগণ যোগবলে। 'ইন্ধ' হইয়াই মুখ্য প্রাণ ইন্দ্র নামে অভিহিত হয় (তৎ বা এতন্মিদ্ধং সন্তুমিদ্ভমিত্যাচ্ক্ষতে—শত ব্রা ১৪।৫।৯।২ দ্রষ্টব্য)।

ইদং করণাদিত্যাগ্রয়ণঃ ॥ ১৩ ॥

ইদং করণাৎ ইতি আগ্রয়ণঃ (ইহা তাহা অর্থাৎ সব কিছু অর্থাৎ এই কৃৎস্ন জগৎ করিয়াছেন বলিয়া^৩ ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব—ইহা আচার্য্য আগ্রয়ণের মত); ইদং + 'কৃ' ধাতু হইতে ইন্দ্র শব্দ নিষ্পন্ন—ইদংকরঃ = ইন্দ্রঃ।

ইদং দর্শনাদিত্যোপমন্যবঃ ॥ ১৪ ॥

ইদং দর্শনাৎ ইতি উপমন্যবঃ (এই সমস্ত অর্থাৎ শুভাশুভ সর্বকর্ম্ম দর্শন করেন বলিয়া ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব^৪—ইহা আচার্য্য উপমন্যবের মত); ইদং + 'দর্শ্' ধাতু হইতে ইন্দ্র শব্দের নিষ্পত্তি—ইদংদর্শঃ = ইন্দ্রঃ।

১। বহু পুস্তকে 'সন্মৈন্ধত' পাঠ আছে; এই পাঠই ভাল, কারণ 'ইন্ধ্' ধাতু আত্মনেপদী।

২। আকর অপরিজ্ঞাত।

৩। ইদমসৌ সর্বকর্ম্মরোদিতি (দুঃ); স্কন্দস্বামীর মতে ইন্দ্র কৃৎস্ন জগৎ নির্মাণ করিয়াছেন বৃষ্টি প্রদান দ্বারা।

৪। সর্বস্য শুভাশুভকর্ম্মণো দর্শনাৎ (স্বঃ স্বাঃ)।

ইন্দতেবৈশ্বর্যাকর্ষণঃ ॥ ১৫ ॥

ইন্দতেবী ঐশ্বর্যাকর্ষণঃ (অথবা, ঐশ্বর্যার্থক 'ইন্দ্' ধাতু হইতে ইন্দ শব্দ নিষ্পন্ন)।

ঐশ্বর্যার্থক 'ইন্দ্' ধাতুর উত্তর 'রন্' প্রত্যয়ে ইন্দ শব্দের নিষ্পত্তি (উ ১৮৬)—ইন্দ পরম ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট। দুর্গাচার্য্য ঐশ্বর্য্যার্থক ইন্দ্ + 'দ্র' অথবা ইন্দ্ + 'দারি' হইতে ইন্দ শব্দের নিষ্পত্তি করেন—ইন্দ ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন এবং সোমের প্রতি ধাবমান, অথবা, ইন্দ ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন এবং ব্রীহাদি শস্যের দারয়িতা (বিদারণ কর্ত্তা)। মূলে আছে মাত্র 'ইন্দতেবী ঐশ্বর্য্যাকর্ষণঃ'; কাজেই দুর্গাচার্য্য ঐদৃশ নিব্বচন কেন করিলেন বুঝা যাইতেছে না—বিশেষতঃ পরবর্ত্তী সন্দর্ভেই যখন এবম্প্রকার দ্বিধাতুজ নিব্বচন প্রদর্শিত হইতেছে।

ইন্দঙ্কৃত্বাং দারয়িতা বা দ্রাবয়িতা বা আদরয়িতা বা যজুনাং ॥ ১৬ ॥

ইন্দঃ ইন্দন্ শব্দগুণং দারয়িতা বা (ইন্দ ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট হইয়া শত্রু বিদারণকারী, অথবা শত্রুবিতাড়নকারী অথবা যজ্ঞানুষ্ঠাতৃগণের আদরকর্ত্তা)। ইন্দন্—ঐশ্বর্য্যার্থক 'ইন্দ্' ধাতুর শত্ প্রত্যয়ের রূপ। (১) ইন্দ ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট এবং শত্রুর বিদারণকারী—ইন্দন্ + দার = ইন্দ (২) ইন্দ ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট এবং শত্রুর বিদ্রাবণ (বিতাড়ন)—কারী—ইন্দন্ + দ্রাব = ইন্দ (৩) ইন্দ ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট এবং যজ্ঞকর্ত্তার আদরকারী—ইন্দন্ + আ—দর = ইন্দ।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ১৭ ॥

তস্য এষা ভবতি (ইন্দের সম্বন্ধে এই অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ ঋক্টি হইতেছে)।

পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্টি উদ্ধৃত হইতেছে তাহাতে ইন্দের স্তুতি আছে।

॥ অষ্টম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

নবম পরিচ্ছেদ

অদর্দরুৎসমসৃজো বি খানি ত্বমর্গবান্ বদ্ধধানী অরন্নাঃ।

মহাস্তমিন্দ্র পর্বতং বি যদ্বঃ সৃজো বি ধারা অব দানবং হন্।। ১।।

(ঋ ৫।৩২।১)

ইন্দ্র (হে ইন্দ্র) ত্বম্ (তুমি) উৎসম্ (মেঘ) অদর্দঃ (বিদীর্ণ করিয়াছ), খানি (উদকনির্গমন দ্বারসমূহ) বি + অসৃজঃ = ব্যসৃজঃ (বিবৃত করিয়াছ), বদ্ধধানান্ (বাধ্যমানান্—জলভারে পীড়িত) অর্গবান্ (মেঘসমূহকে) অরন্নাঃ (উন্মুক্ত করিয়াছ); যৎ (যে তুমি) [পূর্বেষ্বপি কালেষু] (অতীত কালেও) মহাস্তং পর্বতং (প্রকাণ্ড মেঘকে) বিবঃ (বিবৃত বা উদঘাটিত করিয়াছ), ধারাঃ (জলধারা) বি + সৃজঃ = ব্যসৃজঃ (পাতিত করিয়াছ) [এবং] দানবম্ (জলদাতা মেঘকে) অবহন্ (নিহত করিয়াছ)।^১

অদৃণা উৎসম্। উৎস উৎসরণাদ্বা,

উৎসদনাদ্বা, উৎস্যন্দনাদ্বা উনন্তেৰ্বা।। ২।।

অদর্দঃ উৎসম্ = অদৃণাঃ উৎসম্ (উৎসকে অর্থাৎ মেঘকে বিদীর্ণ করিয়াছ)। মেঘ অর্থে—উৎস শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইতেছে—(১-২) উৎস উৎসরণাৎ বা উৎসদনাৎ বা (উৎপূর্বক গতার্থক ‘সৃ’ অথবা গতার্থক ‘সদৃ’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—মেঘ উর্দ্ধে গাতায়ত করে) (৩) উৎস্যন্দনাৎ বা (অথবা, উৎ + প্রবহণার্থক ‘স্যন্দ’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—মেঘ উর্দ্ধে প্রবহণশীল হয়) (৪) উনন্তেৰ্বা (অথবা, রূপাদি ক্রেন্দনার্থক ‘উদৃ’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—মেঘ জলধারায় পৃথিবীকে ক্লিন্ন বা সিক্ত করে)।

ব্যসৃজোহস্য খানি ত্বমর্গবানর্গস্বত এতান্ মাধ্যমিকান্ সংস্তায়ান্ বাধ্যমানানরন্নাঃ, রন্নাতিঃ সংযমনকর্মা বিসজ্জনকর্মা বা।। ৩।।

অসৃজঃ বি খানি = ব্যসৃজঃ (বি + অসৃজঃ) অস্য খানি (এই মেঘের নির্গমন দ্বারসমূহ বিবৃত করিয়াছ); ত্বম্ অর্গবান্ অর্গস্বতঃ এতান্ মাধ্যমিকান্ সংস্তায়ান্ বাধ্যমানান্ অরন্নাঃ—অর্গবান্ = অর্গস্বতঃ (জল বিশিষ্ট—অর্গস্ = জল) অর্থাৎ—এতান্ মাধ্যমিকান্ সংস্তায়ান্ (এই মধ্যম লোকস্থিত জলসংঘাত সমূহকে অর্থাৎ মেঘমালাকে)—অস্তরিক্ষে বিচরণশীল মেঘসমূহই এই স্থলে অর্গব শব্দ বাচ্য; বদ্ধধানান্ = বাধ্যমানান্ (‘অর্গবান্’ পদের বিশেষণ—

১। যদিতি লিঙ্গব্যত্যয় : —ফল্গু (ঋঃ স্বাঃ)।

২। অবহন্ হতবানসি (ঋঃ স্বাঃ)।

মেঘসমূহ জলভারে যেন বাধ্যমান বা গীড়িত); অরন্নাঃ (ত্র্যাদিগণীয় 'রন্' ধাতুর পদ)
 —রামতিঃ সংযমনকর্ম্মা বিসর্জনকর্ম্মা বা ('রন্' ধাতু সংযমনার্থক অথবা বিসর্জনার্থক)
 —ঋগ্বেদ ১০।১৪৯।১ মন্ত্রে 'রন্' ধাতু সংযমনার্থক, এখানে বিসর্জনার্থক (অরন্নাঃ =
 বিসৃষ্টবান্ অসি—উন্মুক্ত করিয়াছ)।

মহান্তমিন্দ্র পর্বতং মেঘং যদ্ ব্যবৃণোর্ব্যসৃজোহস্য ধারা অবহন্নেনং
 দানকর্ম্মাণম্ ॥ ৪ ॥

পর্বতং = মেঘম্ (পর্বত শব্দের অর্থ মেঘ = নিঘ ১।১০) বি যদ্ বঃ = যৎ বিবঃ
 = যৎ ব্যবৃণোঃ (যে তুমি বিবৃত বা উদ্ঘাটিত করিয়াছ); সৃজঃ বি ধারাঃ = বিসৃজঃ অস্য
 ধারাঃ = ব্যসৃজঃ অস্য ধারাঃ (ইহার ধারাসমূহ ক্ষারিত বা পাতিত করিয়াছ); অব দানবং
 হন্ = অবহন্ এনং দানবম্ (এই দানবকে অর্থাৎ জলপ্রদাতা মেঘকে নিহত করিয়াছ—
 জলধারাপাতে মেঘ বিনষ্ট হয়); দানবং—দানকর্ম্মাণম্ (দানকর্ম্মাবিশিষ্ট অর্থাৎ জলপ্রদাতা
 মেঘকে)।

তস্যৈষাহপরা ভবতি ॥ ৫ ॥

তস্য এষা অপরা ভবতি (ইন্দ্রের সম্বন্ধে অপর একটি ঋক্ উদ্ধৃত হইতেছে)।

পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্টি উদ্ধৃত হইতেছে তাহাতেও ইন্দ্রের স্তুতি আছে।

॥ নবম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

দশম পরিচ্ছেদ

যো জাত এব প্রথমো মনস্বান্ দেবো দেবান্ ক্রতুনা পর্যাভূষৎ।

যস্য শুশ্রাদ্রোদসী অভ্যসেতাং নৃম্ণস্য মহা স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ১ ॥

(ঋ ২।১২।১)

যঃ জাতঃ এব (যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াই) প্রথমঃ মনস্বান্ দেবঃ (প্রথম বা উৎকৃষ্ট মনস্বী অর্থাৎ মনস্বিবৃন্দের অগ্রগণ্য এবং দ্যোতমান হইয়া) দেবান্ (অন্য দেবগণকে) ক্রতুনা (ব্রতবধ বৃষ্টিপ্রদানাদি কৰ্ম্মের দ্বারা) পর্যাভূষৎ (রক্ষা করিয়াছিলেন বা অতিক্রম করিয়াছিলেন), যস্য শুশ্রাৎ (যাঁহার শরীরবলে) রোদসী অভ্যসেতাং (দ্যাবাপৃথিবী ভীত বা কম্পিত হইয়াছেন), হে জনাসঃ (হে অসুরজনগণ) নৃম্ণস্য মহা (বলের মাহাত্ম্যে) সঃ ইন্দ্রঃ (তিনিই ইন্দ্র)।

দ্বিতীয় মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তের প্রথম মন্ত্রটি উদ্ধৃত হইয়াছে। এই মন্ত্রের ঋষি গৃৎসমদ। “এই সূক্ত সম্বন্ধে সায়ণ তিনটি উপাখ্যান উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রথম; গৃৎসমদ তপোবলে ইন্দ্রের ন্যায় আকৃতি লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে ইন্দ্র মনে করিয়া ধুনি ও চুমুরি নামক দুইজন দৈত্য আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল। তাহাতে গৃৎসমদ প্রকৃত ইন্দ্র কে তাহা বর্ণনা করিলেন। দ্বিতীয়; কোন যজ্ঞে ইন্দ্রাদি দেবগণ উপস্থিত হয়েন এবং গৃৎসমদ তাহার একজন ঋত্বিক ছিলেন। অসুরগণ ইন্দ্রকে বধ করিতে আসিয়াছিল, ইন্দ্র গৃৎসমদের রূপ ধারণ করিয়া পলাইলেন, পরে গৃৎসমদ বাহির হইবার সময় অসুরগণ তাঁহাকে আক্রমণ করায় তিনি প্রকৃত ইন্দ্রের এই বর্ণনা করিলেন। তৃতীয়; ইন্দ্র উপরি উক্ত যজ্ঞে আসিয়া গৃৎসমদের রূপ ধরিয়া পলায়ন করিলে অসুরগণ যজ্ঞগৃহে প্রবেশ করিয়া গৃৎসমদকে ধরিল, তাহাতে গৃৎসমদ প্রকৃত ইন্দ্রের এই বর্ণনা করিলেন” (রমেশ চন্দ্র)। দুর্গাচার্য বলেন—ইন্দ্রবর-প্রভাবে গৃৎসমদ ইন্দ্রের রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। অসুরগণ তাঁহাকেই ইন্দ্র মনে করিল এবং তাঁহাকে নিধন করিবার জন্য উদযুক্ত হইল। গৃৎসমদ এই সূক্তের দ্বারা ইন্দ্রের স্তুতি করিলেন এবং অসুরগণের নিকট ব্রাহ্মণ বলিয়া নিজের পরিচয় দিলেন।

যো জায়মান এব প্রথমো মনস্বী দেবো দেবান্ ক্রতুনা কৰ্ম্মণা পর্যাভবৎ
পর্যাগ্নুহাৎ পর্য্যরক্ষদ্ অত্যক্রামদিতি বা ॥ ২ ॥

যঃ জায়মানঃ এব (যিনি জন্মিতে জন্মিতেই—জাতঃ = জায়মানঃ) প্রথমঃ মনস্বী (উৎকৃষ্ট বা সর্বাগ্রগণ্য মনস্বী)—মনস্বান্ = মনস্বী) দেবঃ (দ্যোতমান) [হইয়া] দেবান্ ক্রতুনা কৰ্ম্মণা পর্যাভবৎ (অন্য দেবগণকে বীরোচিত ক্রতু অর্থাৎ কৰ্ম্মের দ্বারা পরিভবন করিয়াছিলেন—ক্রতুনা = কৰ্ম্মণা—(নিঘ ২।১), পর্যাভূষৎ = পর্যাভবৎ^১; পর্যাভবৎ =

১। পর্যাভূষৎ—'ধাতুর, ভূপদ।

পর্যগৃহ্মণ (প্রভুরূপে অর্থাৎ নিজে প্রভু এই জ্ঞানে গ্রহণ করিয়াছিলেন)^১, অথবা—
পর্যভবণ = পর্য্যরক্ষণ (পরিরক্ষিত করিয়াছিলেন) অথবা—পর্যভবণ = অত্যক্রমণ
(অতিক্রম করিয়াছিলেন); পরিপূর্বক ‘ভূ’ ধাতুর অর্থ—পরিগ্রহ পরিরক্ষণ অথবা অতিক্রম
করা।^২

যস্য বলাদ্ দ্যাবাপৃথিব্যাবপ্যবিভীতাম্ ॥ ৩ ॥

যস্য বলাৎ দ্যাবাপৃথিব্যৌ অপি অবিভীতাম্ (যাঁহার বলে দ্যাবাপৃথিবীও ভীত
হইয়াছিল); শুদ্রাৎ = বলাৎ (নিঘ ২।৯), রোদসী = দ্যাবাপৃথিব্যৌ, অভ্যসেতাম্ =
অবিভীতাম্^৩ (ভয় পাইয়াছিল)।

নৃম্ণস্য মহা বলস্য মহত্ত্বেন স জনাস ইন্দ্রঃ ॥ ৪ ॥

নৃম্ণস্য মহা = বলস্য মহত্ত্বেন (বলের মাহাত্ম্যবশতঃ; নৃম্ণ = বল, নিঘ ২।৯);
স জনাস ইন্দ্রঃ—হে অসুরগণ, এইরূপ মহিমান্বিত দেবতাই ইন্দ্র; আমি ইন্দ্র নহি, আমি
একজন ব্রাহ্মণমাত্র—ইন্দ্রেরই প্রসাদে আমার ঈদৃশ রূপ হইয়াছে।

ইত্যেষেদৃষ্টার্থস্য প্রীতির্ভবত্যাখ্যানসংযুক্তা ॥ ৫ ॥

ইতি (এইভাবে) দৃষ্টার্থস্য ঋষেঃ (দৃষ্টার্থ অর্থাৎ তত্ত্বদ্রষ্টা ঋষির) আখ্যানসংযুক্তা
(আখ্যায়িকাসংবলিত) প্রীতিঃ ভবতি (প্রীতি অর্থাৎ অনুরাগ প্রকাশ পাইতেছে)।

গৃৎসমদ ঋষি ইন্দ্রের মিত্র, ইন্দ্রের সাহচর্য্য তিনি লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রভাবাদি
প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তিনি দৃষ্টার্থ। ইন্দ্রের প্রতি তাঁহার প্রীতি বা অনুরাগ প্রকট হইয়াছে—
ইন্দ্র সম্বন্ধীয় আখ্যান যুক্ত হইয়া। আখ্যান শব্দের অর্থ ইতিহাস বা কার্য্যকলাপের বিবরণ।
উল্লিখিত সূক্তের (২।১২) মন্ত্রসমূহে ইন্দ্রের আখ্যান বা কার্য্যকলাপসমূহ বিশদভাবে বর্ণিত
হইয়াছে এবং এতদ্বারাই ঋষির ইন্দ্রপ্রীতি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

(৫) পর্জ্জন্যঃ।

পর্জ্জন্যন্তুপেরাদ্যন্তুবিপরীতস্য তপয়িতা জন্যঃ ॥ ৬ ॥

পর্জ্জন্যঃ তুপেঃ আদ্যন্তুবিপরীতস্য (পর্জ্জন্য শব্দ তুপ্ত্যর্থক ‘তৃপ্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—
আদ্যাক্ষর ও অন্তিমাক্ষরের বৈপরীত্যে) তপয়িতা জন্যঃ (পর্জ্জন্য অর্থাৎ মেঘ তৃপ্তিবিধায়ক
এবং জনহিতকারী)।

১। পরিগৃহীতবান্ ঋষিভ্যেন (দৃঃ)।

২। পরিপূর্বো ভবতিঃ পরিগ্রহে পরিরক্ষণামতিক্রমে বা (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। ভাস ভয়ে (ধাতুপাঠ); ভাসতে রেজত ইতি ভয়বেপনয়োঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

অন্তর্গত গ্যর্থ 'তৃপ্' ধাতুর আদ্য ও অন্ত্য অক্ষরের বিপর্যয় করিয়া তৎসঙ্গে জন্য শব্দের যোগে পর্জন্য শব্দের নিষ্পত্তি—তৃপ্ = তর্প্ = পর্ = পর্; পর্ + জন্য = পর্জন্য (পর্জন্য অর্থাৎ মেঘ তপয়িতা এবং সর্বজনহিতকারী)।^১

পরো জেতা বা পরো জনয়িতা বা প্রাজয়িতা বা রসানাম্ ॥ ৭ ॥

অথবা, পর্জন্যঃ = পরঃ জেতা (দুষ্কলাদির প্রকৃষ্ট জয়কর্তা—পর + জয়ন = পর্জন্য; পর শব্দপূর্বক 'জি' ধাতুর যোগে নিষ্পন্ন) অথবা, পর্জন্যঃ = পরঃ জনয়িতা (শস্যাদির প্রকৃষ্ট উৎপাদক—পর + জনয়িতা = পর্জন্য; পর শব্দপূর্বক 'জন্' ধাতুর যোগে নিষ্পন্ন) অথবা, পর্জন্যঃ—প্রাজয়িতা রসানাম্ (রসসমূহের প্রকৃষ্ট অর্জয়িতা অর্থাৎ সংগ্রহকর্তা—প্র+অর্জন = পর্জন্য; প্রপূর্বক 'অর্জ' ধাতুর যোগে নিষ্পন্ন)।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৮ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত শব্দটি এই পর্জন্য দেবতা সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ দশম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। তপর্যতী তৃপ্ ততঃপরো জনশব্দঃ হিতার্থে যো নামকরণঃ (ঋঃ ষাঃ)।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বি বৃক্ষান্ হন্ত্যত হন্তি রক্ষসো বিশ্বং বিভায় ভুবনং মহাবধাৎ।

উতানাগা ঈষতে বৃষ্যাবতো যৎ পজ্জন্যঃ স্তনয়ন্ হন্তি দুষ্কৃতঃ।। ১।।

(ঋ ৫।৮৩।২)

[পজ্জন্যঃ] (পজ্জন্য দেবতা) বৃক্ষান্ হন্তি (বৃক্ষ সকল নষ্ট করেন) উত রক্ষসঃ হন্তি (এবং রাক্ষসগণকে হনন করেন) বিশ্বং ভুবনং (সমগ্র ভুবন) মহাবধাৎ (ইহার বিপুল সংহার কার্যের দ্বারা) বিভায় (ভীতিগ্রস্ত হয়); যৎ (যখন) পজ্জন্যঃ (পজ্জন্য) স্তনয়ন্ (গজ্জন করিতে করিতে) দুষ্কৃতঃ হন্তি (পাপিষ্ঠগণকে সংহার করেন), [তখন] বৃষ্যাবতঃ (বারিবর্ষকারী পজ্জন্যের নিকট হইতে) উত অনাগাঃ (নিরপরাধ ব্যক্তিও) ঈষতে (পলায়ন করে)।

বিহন্তি বৃক্ষান্, বিহন্তি চ রক্ষাংসি।। ২।।

বি বৃক্ষান্ হন্তি = বিহন্তি বৃক্ষান্ (অশনিপাতে বৃক্ষসমূহ বিনষ্ট করেন), বিহন্তি চ রক্ষাংসি (রক্ষসঃ = রক্ষাংসি—রাক্ষসগণকে সংহার করেন; রাক্ষস = পাপকন্মী ত্রুরপ্রকৃতি মনুষ্য)।

সর্বগাণি চান্মাদ্ ভূতানি বিভ্যতি মহাবধাৎ মহান্ হাস্য বধঃ।। ৩।।

সর্বগাণি চ অস্মাদ্ ভূতানি বিভ্যতি মহাবধাৎ (এই পজ্জন্য হইতে সর্ববিধ প্রাণিবর্গ ইহার ভীষণ সংহার কার্য বশতঃ ভয় পাইয়া থাকে—বিশ্বং ভুবনং = সর্বগাণি ভূতানি, বিভায় = বিভেতি—বহুবচনে বিভাতি) মহান্ হি অস্য বধঃ (পজ্জন্যের অনুষ্ঠিত সংহারকার্য অতি বিপুল বা ভয়ানক)।

অপ্যনপরাধো ভীতঃ পলায়তে বর্ষকন্মবতঃ, যৎ পজ্জন্যঃ স্তনয়ন্ হন্তি দুষ্কৃতঃ পাপকৃতঃ।। ৪।।

অপি অনপরাধঃ ভীতঃ পলায়তে বর্ষকন্মবতঃ (বর্ষকন্মবিশিষ্ট পজ্জন্যের নিকট হইতে অনপরাধ ব্যক্তিও ভীত হইয়া পলায়ন করে; উত = অপি, অনাগাঃ = অনপরাধঃ, ঈষতে = পলায়তে^১, বৃষ্যাবতঃ = বর্ষকন্মবতঃ), যৎ পজ্জন্যঃ স্তনয়ন্ হন্তি দুষ্কৃতঃ পাপকৃতঃ (যখন পজ্জন্য গজ্জন করিতে করিতে দুষ্কার্যরত অর্থাৎ পাপানুষ্ঠায়ী ব্যক্তিবর্গকে সংহার করেন; দুষ্কৃতঃ = পাপকৃতঃ)।

১। ‘ঈষ’ ধাতুর অর্থ গতি; এখানে ইহার অর্থ ভীতি পুরঃসর গতি অর্থাৎ পলায়ন; ঈষতি হস্তীতি গতিকন্মাপৌ; ইহ ভীতিপূর্ব্বিকায়াং গঠৌ পলায়নে বর্ত্ততে (স্বঃ স্বাঃ)।

৬। বৃহস্পতিঃ।

বৃহস্পতিঃ বৃহতঃ পাতা বা পালয়িতা বা ॥ ৫ ॥

বৃহস্পতিঃ (বৃহস্পতি শব্দের অর্থ)—বৃহতঃ (মহৎ এই জগন্মণ্ডলের অথবা, বিশাল এই জলরাশির) পাতা বা পালয়িতা বা (রক্ষক অথবা পালক)।

বৃহতঃ পতিঃ = বৃহস্পতিঃ। বৃহৎ শব্দের অর্থ মহৎ অর্থাৎ এই মহৎ জগন্মণ্ডল অথবা বিশাল জলরাশি—তাহার পতি অর্থাৎ পাতা (রক্ষক) বা পালয়িতা (পালক)। পাতা এবং পালয়িতা সমানার্থক—মাত্র ভিন্ন ভিন্ন ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; পাতা—রক্ষণার্থক ‘পা’ ধাতু হইতে এবং পালয়িতা—রক্ষণার্থক চুরাদি ‘পন্’ বা ‘পাল্’ ধাতু হইতে।

তস্মৈষা ভবতি ॥ ৬ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্টি উদ্ধৃত হইতেছে তাহা বৃহস্পতি সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ একাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অশ্মাপিনদ্ধং মধু পর্যাপশ্যন্ মৎস্যং ন দীন উদনি ক্ষিয়ন্তুম্।

নিষ্টজ্জভার চমসং ন বৃক্ষাৎ বৃহস্পতিবিরবেণা বিকৃত্য ॥ ১ ॥

(ঋ ১০।৬৮।৮)

[বৃহস্পতি] দীনে উদনি (স্বল্পজলে) ক্ষিয়ন্তুং (নিবাসকারী) মৎস্যং ন (মৎস্যের ন্যায়) অশ্মা অপিনদ্ধং মধু পর্যাপশ্যৎ (মেঘকর্তৃক অবরুদ্ধ জল দর্শন করিলেন); বৃহস্পতিঃ (বৃহস্পতি) বিরবেণা (প্রচণ্ড শব্দ সহকারে) বিকৃত্য (মেঘ খণ্ডবিখণ্ড করিয়া)^১ চমসং ন বৃক্ষাৎ (বৃক্ষ হইতে চমসের ন্যায়) নিষ্টজ্জভার (তৎ নির্জভার—মেঘ হইতে সেই জল নিহত বা নিঃসারিত করিলেন)।

স্বল্পজলে মৎস্যের ন্যায় মেঘের উদরে জল নিবদ্ধ থাকে; বৃহস্পতি মেঘ বিদীর্ণ করিয়া সেই জল বাহির করেন—যেমন শিল্পী বৃক্ষ খণ্ড হইতে খুদিয়া চমস নামক যন্তুপাত্র বাহির করেন।

অশনবতা মেঘেনাপিনদ্ধং মধু পর্যাপশ্যন্ মৎস্যমিব দীন উদকে নিবসন্তুম্ ॥ ২ ॥

অশ্মা অপিনদ্ধম্ = অশনবতা মেঘেন অপিনদ্ধম্ (ব্যাপনশীল মেঘকর্তৃক^২ নিবদ্ধ; অশ্মা = অশনবতা মেঘেন = ব্যাপ্তিসম্বিত মেঘকর্তৃক), মধু পর্যাপশ্যৎ মৎস্যম্ ইব দীনে উদকে নিবসন্তুম্ (মৎস্যং ন = মৎস্যম্ ইব—নকার ইবার্থে; মধু = জল, নিষ ১।১২; উদনি = উদকে; ক্ষিয়ন্তুং=নিবসন্তুম্—‘ক্ষি’ ধাতু নিবাসার্থক)।

চমসঃ কস্মাৎ, চমন্ত্যস্মিহিতি ॥ ৩ ॥

চমসঃ কস্মাৎ (চমস’ নাম কি করিয়া হইল)? চমন্তি অস্মিন্ ইতি (ইহাতে ভক্ষণ করে—ইহাই এই নামের ব্যুৎপত্তি)।

চমস শব্দের অর্থ সোমপাত্র—ভক্ষণার্থক ‘চম্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; চমসে করিয়া সোম পান করা হয়।

বৃহস্পতিবিরবেণ শব্দেন বিকৃত্য ॥ ৪ ॥

বিরবেণা = বিরবেণ = শব্দেন; বিকৃত্য—ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, খণ্ড বিখণ্ড করিয়া।^৩

১। বিকৃত্য সমস্ততো বিশকলীকৃত্য (দৃঃ)।

২। অশ্ম শব্দের অর্থ মেঘ (নিষ ১।১০)—ব্যাপ্ত্যর্থক ‘অশ্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; তৃতীয়ার একবচনে বৈদিকরূপ ‘অশ্মা’।

৩। বি + ছেদনার্থক ‘কৃৎ’ ধাতুর উত্তর ল্যপ্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন।

৭। ব্রহ্মণস্পতিঃ।

ব্রহ্মণস্পতিব্রহ্মণঃ পাতা বা পালয়িতা বা ॥ ৫।

ব্রহ্মণস্পতিঃ = ব্রহ্মণঃ পাতা বা পালয়িতা বা (ব্রহ্মণস্পতি শব্দের অর্থ ব্রহ্মের রক্ষক বা পালয়িতা)।

‘ব্রহ্মন্’ শব্দের অর্থ অন্ন (নিঘ ২।৭) এবং ঋগাদি মন্ত্র। ব্রহ্মণস্পতি এতদুভয়েরই রক্ষক বা পালয়িতা—বৃষ্টিপ্রদানাদি দ্বারা; বৃষ্টি না হইলে অন্ন হয়না এবং অন্নের অভাবে জীবলোক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়—মন্ত্র রক্ষিত হয় না।

তস্মৈষা ভবতি ॥ ৬ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্টি ব্রহ্মণস্পতি দেবতা সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ দ্বাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

অশ্মাস্যমবতং ব্রহ্মণস্পতির্মধুধারমভি যমোজসাতৃণং।

তমেব বিশ্বে পপিরে স্বর্দশো বহু সাকং সিসিচুরুৎসমুদ্রিণম্॥ ১।।

(ঋ ২।২৪।৪)

ব্রহ্মণস্পতিঃ (ব্রহ্মণস্পতি) অশ্মা (ব্যাপনশীল) আস্যম্ (ক্ষরণস্বভাব) অবতং (নিম্ন বিলম্বিত) যং মধুধারম্ (যে উদকধারক মেঘকে) ওজসা (বলপ্রয়োগে) অভি + অতৃণং (বধ করিয়াছিলেন) তমেব (তাহাকেই) বিশ্বে স্বর্দশঃ (অখিল সূর্য্যরশ্মিসমূহ) পপিরে (পান করিয়াছিল), [পরে আবার] উদ্রিণম্ উৎসং বহু [তদ্ উদকম্] (জলময় উৎস অর্থাৎ মেঘরূপে পরিণত সেই প্রভূত উদককে) সাকং (একসঙ্গে) সিসিচুঃ (তাহারা ক্ষরণ করিল)।

মেঘ ব্যাপনশীল—আকাশ ব্যাপিয়া থাকে এবং ক্ষরণস্বভাব; ব্রহ্মণস্পতি দেবতা মেঘ হনন করেন—মেঘ হইতে বৃষ্টিধারা পৃথিবীতে পতিত হয়; সূর্য্যরশ্মিসমূহ এই অভিবৃষ্ট জলই গ্রীষ্মকালে গ্রহণ করে এবং ইহাকে মেঘরূপে পরিণত করে—বর্ষাকালে এই মেঘই আবার বৃষ্টিরূপে পতিত হইয়া পৃথিবীকে অভিষিক্ত করে। মেঘ হইতে জল, জল হইতে মেঘ—এই প্রাকৃতিক নিয়মের নিয়ন্তা ব্রহ্মণস্পতি।

অশনবন্তমাস্যন্দনবন্তমবাতিতং ব্রহ্মণস্পতির্মধুধারমভি যমোজসা
বলেনাভ্যতৃণন্তমেব সর্বে পিবন্তি রশ্ময়ঃ সূর্য্যদশো বহুনং সহ
সিঞ্চন্ত্যৎসমুদ্রিণমুদকবন্তম্॥ ২।।

অশ্ম = অশনবন্তম্ (ব্যাপনসমম্বিত—অশনশব্দের অর্থ ব্যাপন) আস্যম্ = আস্যন্দন-
বন্তম্ (প্রস্রবণশীল অর্থাৎ ক্ষরণস্বভাব—প্রস্রবণার্থক ‘স্যন্দ’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন), অবতম্ =
অবাতিতম্ (অধোগত অর্থাৎ নিম্নদিকে বিলম্বিত—অবপূর্ব্বক গমনার্থক ‘অৎ’ ধাতু হইতে
নিষ্পন্ন) মধুধারং (মধু অর্থাৎ জলের ধারণ কর্তা), অশ্মা, আস্যম্, অবতম্ এবং মধুধারম্—
এই চারিটি পদই ‘মেঘম্’ এই উহ্যপদের বিশেষণ। ব্রহ্মণস্পতি ওজসা বলেন যম্ অভ্যতৃণং
(অভি + অতৃণং^১)—ব্রহ্মণস্পতি ওজঃ অর্থাৎ বলের দ্বারা (ওজঃ শব্দ বলবাচী—ওজসা
= বলেন) যাহাকে হিংসা অর্থাৎ বধ করিয়াছিলেন; তম্ এব সর্বে পিবন্তি রশ্ময়ঃ সূর্য্যদশঃ—
তাহাকেই অর্থাৎ জলরূপে পরিণত সেই মেঘকেই সূর্য্যের ন্যায় পরিদৃশ্যমান রশ্মিসমূহ পান
করিয়াছিল (বিশ্বে = সর্বে, পপিরে = পিবন্তি; স্বর্দশঃ = সূর্য্যদশঃ—‘স্বর্’ শব্দের অর্থ
সূর্য্য, তাহার ন্যায় দেখিতে যাহারা ঈদৃশ রশ্মিসমূহই স্বর্দশঃ বা সূর্য্যদশঃ)^২ বহু এনং

১। হিংসার্থক ‘তৃদ’ ধাতুর লঙের রূপ।

২। সূর্য্যসন্মানদর্শনাঃ (দুঃ); স্বন্দস্বামীর মতে রশ্মিসমূহ সূর্য্যদ্রষ্টা (স্বরাদিত্যন্তস্য দ্রষ্টারঃ)।

সহ সিঞ্চন্তি উৎসম্ উদ্ভিগম্ উদকবন্তম্—প্রভূত উদক' যাহা এই পরিদৃশ্যমান জলপরিপূর্ণ মেঘরূপে পরিণত হয় তাহাকে আবার ঐ রশ্মিসমূহই বৃত্তিরূপে ক্ষরণ করে; উদ্ভিগম্ = উদকবন্তম্ (উদকসম্বিত—'উৎসম্' পদের বিশেষণ)।

॥ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

(৮) ক্ষেত্রস্য পতিঃ।

ক্ষেত্রস্য পতিঃ, ক্ষেত্রং ক্ষিয়তেনিবাসকর্ম্মণস্তস্য পাতা বা পালয়িতা বা॥ ১॥

ক্ষেত্রস্য পতিঃ—ক্ষেত্রং ক্ষিয়তেঃ নিবাসকর্ম্মণঃ (ক্ষেত্র শব্দ নিবাসার্থক ‘ক্ষি’ ধাতু হইতে নিপ্পন্ন) তস্য পাতা বা পালয়িতা বা (তাহার রক্ষক বা পালক)।

ক্ষেত্র শব্দ নিবাসার্থক ‘ক্ষি’ ধাতু হইতে নিপ্পন্ন—ক্ষেত্র আশ্রয় করিয়াই গৃহস্থলোক গ্রামে বাস করে।^১ অন্তরিক্ষস্থান ‘ক্ষেত্রস্য পতি’ দেবতা বর্ষণের দ্বারা ক্ষেত্র শস্যসম্পন্ন করেন—তিনিই ক্ষেত্রের রক্ষাকর্ত্তা বা পালনকর্ত্তা। ‘তিনি কৃষিকার্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা’।

তস্যৈষা ভবতি॥ ২॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্টি ‘ক্ষেত্রস্য পতি’ দেবতা সম্বন্ধে হইতেছে)।

দেবতার নাম ‘ক্ষেত্রস্য পতিঃ’—বিগ্হীত; সমাসবদ্ধ ‘ক্ষেত্রপতি’ নহে।^২

॥ চতুর্দশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। তদাশ্রয়ণা হি গ্রামে ক্ষিয়ন্তি নিবসন্তি কুটুম্বিনঃ (দুঃ)।

২। বিগ্হীতমেব সমান্নাং নিগমে তথা দর্শানাং (দুঃ)।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ক্ষেত্রস্য পতিনা বয়ং হিতেনেব জয়ামসি।

গামশ্বং পোষয়িত্বা স নো মৃডাতীদৃশে।।১।।

(ঋ ৪।৫৭।১)

বয়ং (আমরা) হিতেন ইব ক্ষেত্রস্য পতিনা (মিত্র তুল্য ‘ক্ষেত্রস্য পতি’ দেবতার সহিত সংযুক্ত হইয়া অথবা তাঁহার দ্বারা অনুগৃহীত হইয়া) জয়ামসি (জয় করিব)—পোষয়িত্ব (পুষ্টিসাধক এবং স্বয়ং পুষ্ট) গাম্ অশ্বং (গো এবং অশ্বাদি ধন); আ (আহার—আহারণ কর) [এইরূপ আদেশ প্রদানান্তর সহজলভ্য ধনাদিলাভ করিয়া আমরা যেরূপ ভোগ করি]^১ সঃ (‘ক্ষেত্রস্য পতি’ দেবতা) ঈদৃশে (ঈদৃশ ভোগের নিমিত্ত অথবা ঈদৃশ ধনলাভের নিমিত্ত) নঃ (আমাদিগকে) মৃডাতি (মৃডাতু—রক্ষা করুন)।

ক্ষেত্রস্য পতিনা বয়ং সুহিতেনেব জয়ামো গামশ্বং পুষ্টং পোষয়িত্ব চাহরেতি স নো মৃডাতচীদৃশে বলেন বা ধনেন বা; মৃডতিরূপদয়াকর্মা পূজাকর্মা বা।। ২।।

ক্ষেত্রস্য পতিনা বয়ং সুহিতেন ইব জয়ামঃ গাম্ অশ্বম্ (সুহিত অর্থাৎ অত্যন্ত হিতকারী মিত্রের তুল্য ‘ক্ষেত্রস্য পতি’ দেবতার সংযোগে বা অনুগ্রহে আমরা গো এবং অশ্ব জয় করিব—জয়ামসি = জয়ামঃ); কীদৃশ গো এবং অশ্ব? পোষয়িত্ব = পুষ্টং পোষয়িত্ব চ (পুষ্ট এবং পুষ্টির সাধক); ‘পোষয়িত্ব’ পদটি ক্রীবলিঙ্গ, কাজেই ঋন্দস্বামী ব্যাখ্যা করেন—গোজাতম্ অশ্বজাতঞ্চ স্বয়ঞ্চ পুষ্টম্ অস্মাকং চ পোষয়িত্ব (গোসমূহ এবং অশ্বসমূহ যাহারা স্বয়ং পুষ্ট এবং আমাদের পুষ্টিসাধক); দুর্গাচার্য্য ব্যাখ্যা করেন—গবাস্বাদীনি ধনানি পুষ্টানি বলবন্তি—পোষয়িত্বণি পোষণায় সমর্থানি (গবাস্বাদি ধন যাহা পুষ্ট অর্থাৎ বলবান্ এবং পোষয়িতা অর্থাৎ অন্যের পুষ্টিসাধনে সমর্থ)। ‘আহার’ ইতি ঈদৃশে [ভোগায়] স নঃ বলেন ধনেন বা মৃডাতি—‘আহারণ (সংগ্রহ) কর’—ঈদৃশ আদেশ প্রদান করত যে ভোগ্য বস্তুর লাভ হয় অনায়াসলভ্য তাদৃশ ভোগ্যবস্তুর ভোগের নিমিত্ত তিনি আমাদিগকে বলের দ্বারা অথবা ধনের দ্বারা রক্ষা বা সংবর্দ্ধিত করুন—আ = আহার (পোষয়িত্বা = পোষয়িত্ব + আ), মৃডাতি = মৃডাতু = মৃড়য়তু (রক্ষা করুন অথবা পূজিত বা সংবর্দ্ধিত করুন)^২ মৃডতিঃ উপদয়াকর্মা পূজাকর্মা বা—‘মৃড’ ধাতু উপদয়ার্থক অথবা পূজার্থক; ‘উপদয়া’

১। দুর্গাচার্য্য দ্রষ্টব্য।

২। আশিষি লোডর্থে ... রক্ষতু (ঋঃ ষাঃ), মৃড়য়তু (দুঃ)।

শব্দের অর্থ রক্ষা।^১ বহু পুস্তকে ‘মুড়তির্দানকর্ম্মা পূজাকর্ম্মা বা’—এইরূপ পাঠও আছে; এই পাঠ দুর্গাচার্য্যের অভিমত। তিনি ‘দান’ শব্দের অর্থ করেন ধারণ অর্থাৎ স্থৈর্য্যসম্পাদন।^২

তসৌষাপরা ভবতি ॥ ৩ ॥

তস্য এষা অপরা ভবতি—‘ক্ষেত্রস্য পতি’ দেবতা সম্বন্ধে অপর একটি ঋক্ পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত হইতেছে।

এই ঋকে ‘ক্ষেত্রস্য পতি’ যে মধ্যমস্থান বা অন্তরিক্ষস্থান-দেবতা, তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত হইবে—তাহার বর্ষণরূপ কার্য্যের দ্বারা।

॥ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। উপদয়া রক্ষা (ঋঃ স্বাঃ)।

২। দদাতু ধারণতু নিত্যং স্থিরান্ করোতু (দুঃ)।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

ক্ষেত্রস্য পতে মধুমন্তুম্ৰিৎ ধেনুরিব পয়ো অস্মাসু ধুক্ষ।

মধুশ্চ্যুতং ঘটমিব সুপূতমৃতস্য নঃ পতয়ো মৃড়য়ন্তু ॥ ১ ॥

(ঋ ৪।৫৭।২)

ক্ষেত্রস্য পতে (হে ‘ক্ষেত্রস্যপতে’) ধেনুঃ ইব পয়ঃ (গাভী যেরূপ দুগ্ধ দান করে) [তুমিও সেইরূপ] অস্মাসু (আমাদিগের প্রতি) মধুমন্তুং (সুমধুর) উম্ৰিৎ (উদকধারা) ধুক্ষ (বর্ষণ কর—প্রদান কর), মধুশ্চ্যুতং (মধুস্রাবী—মধুর ন্যায় ক্ষরণশীল)^১ ঘটম্ ইব সুপূতম্ (ঘটবৎ সুপবিত্র) [উদকং] (উদক) [ধুক্ষ] (বর্ষণ কর), ঋতস্য পতয়ঃ (জলপতি দেবগণ)^২ নঃ মৃড়য়ন্তু (আমাদিগকে রক্ষা করুন বা সংবর্ধিত করুন)।

‘ক্ষেত্রস্য পতি’ দেবতার জলপ্রদান শক্তি আছে—তিনি অন্তরিক্ষ হইতে জলবর্ষণ করেন; কাজেই তিনি মাধ্যমিক-দেবতা।

ক্ষেত্রস্য পতে মধুমন্তুম্ৰিৎ ধেনুরিব পয়োহস্মাসু ধুক্ষেতি মধুশ্চ্যুতং ঘটমিবোদকং সুপূতমৃতস্য নঃ পাতারো বা পালয়িতারো বা মৃড়য়ন্তু; মৃড়য়তি-রূপদয়াকর্মা পূজাকর্মা বা ॥ ২ ॥

ক্ষেত্রস্য পতে মধুমন্তুম্ উম্ৰিৎ ধেনুরিব পয়ঃ অস্মাসু ধুক্ষ ইতি (হে ‘ক্ষেত্রস্য পতে’! ধেনু যেরূপ দুগ্ধ দান করে, তুমিও সেইরূপ আমাদের প্রতি অথবা আমাদের নিমিত্ত সুমধুর উদকধারা ক্ষরিত কর—ইহাই ঋষির প্রার্থনা), মধুশ্চ্যুতং ঘটম্ ইব সুপূতম্ উদকম্ (যে উদক তুমি দান করিবে তাহা হইবে ঘৃতের ন্যায় সুপবিত্র এবং মধুর ন্যায় ক্ষরণশীল), ঋতস্য পাতারঃ পালয়িতারো বা (জলের রক্ষক অথবা পালয়িতৃগণ—পতয়ঃ = পাতারঃ পালয়িতারো বা—১১ পরিচ্ছেদ পঞ্চম সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য) নঃ মৃড়য়ন্তু (আমাদিগকে রক্ষা করুন অথবা পূজিত বা সংবর্ধিত করুন)। মৃড়য়তিঃ উপদয়াকর্মা বা পূজাকর্মা বা—মৃড় (চুরাদি) রক্ষার্থক অথবা পূজার্থক।

তদ্যৎ সমান্যামৃচি সমানাভিব্যাহারং ভবতি তজ্জামি ভবতীত্যেকং মধুমন্তুং মধুশ্চ্যুতমিতি ॥ ৩ ॥

তৎ (তার পর) যৎ (যে পদ) সমান্যামৃচি (একই ঋকে) সমানাভিব্যাহারং ভবতি (অন্য পদের সহিত তুল্যার্থপ্রকাশক হয়) তৎ জামি ভবতি (তাহা হয় জামি বা

১। মধু ইব যৎ মুহুমুহুশ্চ্যুতমিতি (‘শ্চ্যুৎ’ ধাতু ক্ষরণার্থক)—দৃঃ।

২। ‘ঋত’ শব্দ উদকবাচী (নিঃ ১।১২)

পুনরুক্ত) ইত্যেকং [মতম্] (ইহা এক মত)। মধুমন্তং মধুশ্যুতম্ ইতি (যেমন 'মধুমন্তম্' এবং 'মধুশ্যুতম্' এই দুই পদ)।

যাহা মধুশ্যুৎ (মধুক্ষরণকারী) তাহা অবশ্যই মধুমান্ (মধুসম্পন্ন)—কাজেই এই দুইটি শব্দ সমানার্থপ্রকাশক। ইহাদের প্রয়োগ একই ঋকে (যদিও ভিন্ন ভিন্ন অর্কে) হইয়াছে বলিয়া জামিত্ব বা পুনরুক্তি দোষ ঘটিয়াছে—ইহা কোন কোন আচার্য্য মনে করেন। একই ঋকের মধ্যে সমানার্থক দুইটি পদ ভিন্ন ভিন্ন পাদে কিংবা ভিন্ন ভিন্ন অর্কে থাকিলেও জামিত্ব দোষ ঘটিবে—ইহাই এই মতের অভিপ্রায়।

যদেব সমানে পাদে সমানাভিযাহারং ভবতি তজ্জামি ভবতীত্যপরম্—
হিরণ্যরূপঃ স হিরণ্যসংদৃক্ ইতি যথা॥ ৪॥

যৎ এব (যেপদ) সমানে পাদে (একই পাদে) সমানাভিযাহারং ভবতি (পদান্তরের সহিত সমানার্থ প্রকাশক হয়) তৎ জামি ভবতি (তাহা হয় জামি বা পুনরুক্ত) ইতি অপরম্ (ইহা অপর মত) 'হিরণ্যরূপঃ সঃ হিরণ্যসংদৃক্' ('অপাং নপাৎ' দেবতা হিরণ্যরূপ এবং হিরণ্যাকৃতি) ইতি যথা (ইত্যাদি যেরূপ)।

কোন কোন আচার্য্য মনে করেন যে এক পাদে দুইটি সমানার্থক পদ থাকিলেই পুনরুক্তি দোষ ঘটিবে। হিরণ্যরূপ (হিরণ্যের ন্যায় রূপবিশিষ্ট) এবং হিরণ্যসংদৃক্ (হিরণ্যের ন্যায় দৃশ্যমান) সমানার্থক—ইহারা একই পাদে আছে বলিয়া জামিত্ব বা পুনরুক্তি দোষ হইয়াছে। এই মতে 'মধুমন্তম্ মধুশ্যুতম্'—এই স্থলে উক্ত দোষ ঘটে নাই।

যথা কথা চ বিশেষোহজামি ভবতীত্যপরম্—"মণ্ডুকা ইবোদকান্-মণ্ডুকা উদকাদিব" ইতি যথা॥ ৫॥

যথা কথা চ (যথা কথঞ্চিৎ—যে কোনও) বিশেষঃ (প্রভেদ বা পার্থক্য) অজামি ভবতি (অজামিত্বের হেতুভূত) ইতি অপরম্ (ইহা অপর মত)—'মণ্ডুকা ইব উদকাৎ' 'মণ্ডুকা উদকাৎ ইব'^১—ইতি যথা (ইত্যাদি যেরূপ)।

পুনরাবৃত্ত পদের মধ্যে স্বল্পমাত্র বিশেষ (পার্থক্য) ঘটিলেও জামিত্ব দোষ ঘটিবেনা—ইহা তৃতীয় মত। উক্ত মন্ত্যংশে তিনটি করিয়া পদের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে, কিন্তু তাহাদের বিন্যাসমধ্যে পার্থক্য থাকায় জামিত্ব দোষ হয় নাই। এই মতে পূর্বোক্ত স্থল দুইটিও জামিত্বদোষমুক্ত।

(৯) বাস্তোস্পতিঃ।

১। ঋ—২।৩৫।১০ দ্রষ্টব্য।

২। ঋ—১০।৬৬।৫ দ্রষ্টব্য।

বাস্তুর্বসতের্নিবাসকৰ্ম্মণঃ, তস্য পাতা বা পালয়িতা বা॥ ৬॥

বাস্তুঃ^১ বসতেঃ নিবাসকৰ্ম্মণঃ ('বাস্তু' শব্দ নিবাসার্থক 'বস্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—
উ ৭৬; বাস্তু = অগার বা গৃহ—গৃহে লোক বাস করে) তস্য পাতা বা পালয়িতা বা
(অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে তাহার রক্ষক বা পালক যিনি তিনিই বাস্তোম্পতি)।

তস্মৈষা ভবতি॥ ৭॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্টি তাঁহার সম্বন্ধে হইতেছে।)

॥ ষোড়শ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

অমীবহা বাস্তোস্পতে বিশ্বা রূপাণ্যাবিশন্।

সখা সুশেব এধি নঃ॥ ১॥

(ঋ ৭।৫৫।১)

বাস্তোস্পতে (হে বাস্তোস্পতে) বিশ্বা রূপাণি আবিশন্ (সর্ববিধ রূপে প্রবেশ করিয়া) অমীবহা [ভব] (রোগহস্তা হও), নঃ (আমাদিগের) সখা সুশেবঃ এধি (সখা এবং উত্তম সুখপ্রদাতা হও)।

রূপাণি = রূপবান্ বস্তুসমূহ; বাস্তোস্পতি দেবতা সর্ববিধ ওষধিতে প্রবেশ করিয়া ওষধরূপে আমাদের রোগহস্তা হউন এবং দুঃখজনক বস্তুর প্রতিপক্ষ বস্তুতে প্রবেশ করিয়া দুঃখনাশপূর্বক সুখপ্রদাতা হউন—ইহাই ঋষির প্রার্থনা।

অভ্যমনহা বাস্তোস্পতে; সর্বাণি রূপাণ্যাবিশন্ সখা নঃ সুসুখো ভব॥ ১॥

বাস্তোস্পতে অভ্যমনহা [ভব]—অমীবহা = অভ্যমনহা, ‘অমীবন্’ শব্দ এবং ‘অভ্যমন’ শব্দ উভয়েই রোগার্থক (নির্ ৬।১২ দ্রষ্টব্য)। বিশ্বা রূপাণি = সর্বাণি রূপাণি; সুশেবঃ—সুসুখঃ (উত্তম সুখ প্রদাতা); এধি = ভব।

শেব ইতি সুখনাম, শিষ্যতের্বকারো নামকরণেহস্তাস্তুরোপলিঙ্গী, বিভাষিতগুণঃ শিবমিত্যপ্যস্য ভবতি। যদ্ যদ্রূপং কাময়তে তত্তদেবতা ভবতি, ‘রূপং রূপং মঘবা বোভবীতি’ ইত্যপি নিগমো ভবতি॥ ২॥

শেবঃ^১ ইতি সুখনাম (শেব শব্দ সুখার্থক) শিষ্যতেঃ^২ (‘শিষ্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন), বকারঃ নামকরণঃ (বকার প্রত্যয়) অস্ত্বেহস্তুরোপলিঙ্গী (অস্ত্বেস্থিত বর্ণের স্থানে সমাগত হয়)^৩ বিভাষিতগুণঃ (গুণ হয় বিকল্পে), শিবম্ ইত্যপি অস্য ভবতি (শিব এই শব্দও এই ধাতুরই); যৎ যৎ রূপং কাময়তে (দেবতা যে যে রূপ কামনা করেন) তত্তদেবতা ভবতি (সেই সেই রূপের দেবতা হন)। রূপং রূপং মঘবা বোভবীতি^৪

১। নিঘ ৩।৬—সুখ পর্যায় শেবশব্দ ক্লীবলিঙ্গ।

২। ধাতুপাঠে শিষ্ ধাতু (হিংসার্থক) ভাদিগণীয়।

৩। অস্য ধাতোরস্ত্বেস্থিতঃ বকারস্তস্যাস্তুরং স্থানম্ (ঋঃ ঋঃ);

অস্ত্বে তিষ্ঠতি ধাতোর্যো বর্ণঃ সোহস্ত্বে কচ্ পুনরসৌ যকারঃ; তস্যাস্তুরমবকাশস্থানম্ উপলিঙ্গয়তি উপগচ্ছতি যঃ (দুঃ)।

৪। ঋ—৩।৫৩।৮ দ্রষ্টব্য।

(ইন্দ্র ভিন্ন ভিন্ন রূপ পুনঃ পুনঃ ধারণ করেন) ইত্যপি নিগমঃ ভবতি (এই বেদবাক্যও আছে)।

শেব শব্দ হিংসার্থক ‘শিষ্’ ধাতুর উত্তর ‘ব’ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন—শেব (সুখ) দুঃখ, ক্লেশ বা হিংসা নাশ করে; ‘শিষ্’ ধাতুর অন্তবর্ণ অর্থাৎ ‘ষ’ স্থানে ‘ব’ আগত হয় এবং ইকারের গুণ হয় বিকল্পে—গুণ হইলে রূপ হয় শেব এবং গুণ না হইলে শিব। ‘সর্বানি রূপানি আবিশন্’ এতৎসম্বন্ধে বলিতেছেন—বাস্তোম্পতি দেবতার সর্ববিধ রূপে প্রবিষ্ট হওয়ার সামর্থ্য আছে দেবতাত্ব-নিবন্ধন; যে দেবতা যে রূপ কামনা করেন, ঐশ্বর্য্য বলে সেইরূপ ধারণ করিয়া তাহার দেবতা হইতে পারেন। ইন্দ্রের বহুরূপ ধারণের কথা বেদবাক্য হইতে অবগত হওয়া যায়।

(১০) বাচস্পতিঃ।

বাচস্পতির্বাচঃ পাতা বা পালয়িতা বা॥৩॥

বাচস্পতিঃ (বাচস্পতি) বাচঃ পাতা বা পালয়িতা বা (বাক্যের রক্ষক অথবা পালয়িতা)।

‘প্রাণরূপী ইন্দ্রই বাচস্পতি দেবতা’—প্রাণ বায়ু বাগাদি ইন্দ্রিয়ের পতি।

তস্মৈষা ভবতি॥৪॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টি তাঁহার সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ সপ্তদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

পুনরেহি বাচস্পতে দেবেন মনসা সহ।

বসোস্পতে নিরাময় ময্যেব তষ্ণ মম॥১১॥

(অথ-বে—১।১।২ দ্রষ্টব্য)

বাচস্পতে (হে বাচস্পতে) দেবেন মনসা সহ (সর্বেশ্বরবৃত্তির উদ্দীপক মনের সহিত) পুনঃ এহি (পুনরায় আগমন কর), বসোস্পতে (হে ধনপতে) নিরাময় (তুমি আমাতে সম্যক্ রমণ কর), ময়ি এব (আমাতেই অবস্থান কর)^১ তষ্ণ মম (আমার শরীরকে ত্যাগ করিও না); অথবা ময়ি এব তষ্ণ মম (প্রাণস্বরূপ আমাতেই যেন আমার শরীর অবস্থিত থাকে)—প্রাণ হইতে যেন শরীর বিযুক্ত না হয়।

কোনও পাপকর্ম্মা পুরুষ নিজেকে মৃত মনে করিয়া কোনও ক্রমে পাপসম্বন্ধ হইতে বিশুদ্ধি লাভ করত প্রাণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে—হে প্রাণ, তুমি সর্বেশ্বরবৃত্তির উদ্দীপক বা দ্যোতক মনকে নিয়া পুনরায় আগমন কর; হে অন্নরূপ ধনের অধিপতে^২, তুমি আমাতে রমণ কর, আমাতেই থাক—আমাকে উজ্জীবিত কর, আমি যেন মৃত্যু-মুখে পতিত না হই। ‘বসোস্পতে নিরময় ময্যেবাস্তু ময়ি শ্রুতম্’ এই পাঠ দৃষ্ট হয় অথর্ববেদে (১।১।২) এবং ‘উপগ্রেহি বাচস্পতে দেবেন মনসা সহ। বসুপতে বিরময় ময্যেব তষ্ণ মম’ এই পাঠ দৃষ্ট হয় মৈত্রায়ণী সংহিতায় (৪।১২।১)।

ইতি সা নিগদব্যাখ্যাতা॥২॥

ইতি সা নিগদব্যাখ্যাতা—পাঠমাত্রেই এই ঋক্ ব্যাখ্যাত হইল এই ঋকের অথ অতি সুস্পষ্ট, পাঠ করিলেই অর্থ বোধগম্য হয়; কাজেই ভাষ্যকার ইহার আর ব্যাখ্যা করিলেন না।

(১১) অপাং নপাং।

অপাং নপাতুনপ্তা ব্যাখ্যাতঃ॥৩॥

অপাং নপাং তনুনপ্তা ব্যাখ্যাতঃ (‘অপাং নপাং’ ব্যাখ্যাত হইয়াছে—তনুনপ্ত অর্থাৎ ‘তনুনপাং’—শব্দের দ্বারা)।

তনুনপ্ত (তনুনপাং) শব্দের পূর্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে (নির্ ৮।৫ দ্রষ্টব্য)। নপ্ত বা নপাং শব্দের অর্থ পৌত্র; কাজেই ‘অপাং নপাং’ শব্দে বুঝাইবে জলের পৌত্রকে;

১। মমাস্তরেব নিষীদ (ঋঃ স্বাঃ)।

২। ধনস্যান্নাখ্যস্য স্বামিন্ ‘প্রাণস্যান্নমিদং সর্ব্বম্’ (মহাভা শান্তি পর্ব ১৫।২২)—ঋঃ স্বাঃ।

জল হইতে হয় আদিত্য এবং আদিত্য হইতে হয় মধ্যম।^১ অপাং নপাং = জলের পৌত্র
অর্থাৎ মধ্যমলোকদেবতা বিদ্যুৎ।

তস্মৈবা ভবতি ॥ ৪ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্টি ‘অপাং নপাং’ দেবতা সম্বন্ধে
হইতেছে)।

॥ অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

যো অনিষ্টো দীদয়দন্ত্যুত্বং বিপ্রাস ঈড়তে অধ্বরেষু।

অপাং-নপান্মধুমতীরপো দা যাভিরিন্দ্রো বাবুধে বীৰ্য্যায়॥ ১।১।

(ঋ ১০।৩০।৪)

অপাং নপাং (হে অপাং নপাং) যং [ত্বম্] (যে তুমি) অনিষ্টঃ (অনিষ্টান অর্থাৎ কাষ্ঠরহিত হইয়া) অন্তু অন্তঃ (জলের মধ্যে) দীদয়ৎ (দীপ্যসে—জ্বলিতে থাক), বিপ্রাসঃ (বিপ্রগণ—মেধাবিসমূহ) অধ্বরেষু (যজ্ঞকালে) যম্ (যে তোমাকে) ঈড়তে (স্তব করেন), [সং ত্বং] (সেই তুমি) মধুমতীঃ অপঃ (মধুররস জল) দাঃ (প্রদান কর), যাভিঃ (যে জলের দ্বারা) ইন্দ্রঃ (ইন্দ্র) বীৰ্য্যায় (বীরকর্মপ্রকাশার্থ) বাবুধে (বর্দ্ধিত হন)।

যাভিরিন্দ্রো বাবুধে বীৰ্য্যায় (যে জলের দ্বারা ইন্দ্র বীরত্বপ্রকাশার্থ বর্দ্ধিত হন)—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ইন্দ্র সোমরস পান করিয়া বৃত্রবধাদি বীরকর্মে উৎসাহিত হন; সোমলতা খেঁতলাইয়া সোমরস নিষ্কাশিত করিলে উহা বসতীবরী এবং একধনা নামক^১ জলের সহিত মিশ্রিত হয়। সোমরস ইন্দ্রের পানোপযোগী করিতে—ইন্দ্রকে বর্দ্ধিত বা উৎসাহিত করিতে জলের উপযোগিতা আছে।

যোহনিষ্টো দীদয়দ দীপ্যসেহভ্যন্তরমপ্সু, যং মেধাবিনঃ স্তবন্তি যজ্ঞেষু, সোহঅপাংনপান্মধুমতীরপো দেহ্যভিষবায়, যাভিরিন্দ্রো বর্ধতে বীৰ্য্যায় বীরকর্মণে॥ ২।১।

দীদয়ৎ = দীপ্যসে (দীপ্তি পাইয়া থাক); অন্তু অন্তঃ = অভ্যন্তরম্ অন্তু (মেঘস্থ জলের অভ্যন্তরে); যং বিপ্রাসঃ ঈড়তে অধ্বরেষু = যং মেধাবিনঃ স্তবন্তি যজ্ঞেষু (যাঁহাকে মেধাবিগণ যজ্ঞসময়ে স্তব করেন। বিপ্রাসঃ = মেধাবিনঃ—বিপ্র ও মেধাবী সমানার্থক;^২ ঈড়তে = স্তবন্তি; অধ্বরেষু = যজ্ঞেষু)। হে অপাং নপাং স ত্বং মধুমতীঃ অপঃ দেহি—দাঃ = দেহি; জলপ্রদান করিবে কি উদ্দেশ্যে?—অভিষবায় (সোমোভিষবের নিমিত্ত অর্থাৎ সোমলতা খেঁতলাইয়া নিষ্কাশিত সোমরসের সহিত মিশ্রিত করিবার নিমিত্ত)। যাভিঃ ইন্দ্রঃ বর্দ্ধতে বীৰ্য্যায় বীরকর্মণে—বাবুধে = বর্দ্ধতে (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন); বীৰ্য্যায় = বীরকর্মণে (বীরকর্ম অর্থাৎ বীরত্ব প্রকাশের নিমিত্ত)।

১। যাভির্বসতীবর্য্যেকধনা লক্ষণাভিমিশ্রিতাভিঃ (ঋঃ ষাঃ); সোমযাগের পূর্বদিন সায়াংকালে তড়াগাদি হইতে আনীত জলের নাম বসতীবরী এবং পরদিন প্রাতঃকালে আনীত জলের নাম একধনা।

২। নিঘ ৩।১৫।

(১২) যমঃ।

যমোযচ্ছতীতি সতঃ॥ ৩॥

যমঃ যচ্ছতি ইতি সতঃ (যম শব্দ উপরমার্থক ‘যম্’ ধাতু ইহিতে নিষ্পন্ন—কর্তৃবাচ্যে; যম প্রাণিসমূহকে উপরত অর্থাৎ প্রাণবিচ্যুত করেন)।

‘সতঃ’ পদের প্রয়োগ সম্বন্ধে নিরু ১।৬।৩ দ্রষ্টব্য। যম প্রচণ্ড বলশালী—মধ্যম স্থান দেবতা।

তস্মৈষা ভবতি॥ ৪॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্টি এই যমসম্বন্ধে ইহিতেছে)।

॥ উনবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

বিংশ পরিচ্ছেদ

পরেয়িবাংসং প্রবতো মহীরনু বহুভ্যঃ পস্থামনুপস্পশানম্।

বৈবস্বতং সঙ্গমনং জনানাং যমং রাজানং হবিষা দুবস্যা ॥ ১ ॥

(ঋ ১০।১৪।১)

প্রবতঃ মহীঃ অনু^১ (প্রকৃষ্টগতি বিপুল ভূতনিবহের প্রতি)^২ পরেয়িবাংসং (আগমনশীল) বহুভ্যঃ পস্থাম্ অনুপস্পশানং (বহু অর্থাৎ নিখিলপ্রাণিবর্গের পথনির্দেশক বা পথপ্রদর্শক) জনানাং সঙ্গমনং (জনসমূহের কর্ম্মানুযায়ী লোকপ্রাপক) বৈবস্বতং যমং রাজানং (বিবস্বানের পুত্র রাজা যমকে) হবিষা (হবির দ্বারা) দুবস্যা = দুবস্য (পরিচর্যা বা সেবা কর)।

যম মরণোন্মুখ জনগণের অভিমুখে গমন করেন; মৃত্যুর পর কোন্ মার্গে কে যাইবে তাহা নির্দেশ করিয়া দেন এবং কৃতকর্ম্মের দ্বারা যে যে লোকে যাইবার অধিকারী তাহাকে সেই লোকে পৌঁছাইয়া দেন। ঋগ্বেদের যম কর্ম্মফলবিধাতা; পৌরাণিক যমের সহিত তাঁহার কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে।

পরেয়িবাংসং পর্যাগতবস্তম্, প্রবত উদ্বতো নিবত ইত্যবতিগতিকর্মা ॥ ২ ॥

পরেয়িবাংসং = পর্যাগতবস্তম্ (পর্যাগমনকারী); প্রবতঃ উদ্বতঃ নিবতঃ ইতি অবতিঃ গতিকর্মা (প্রবতঃ উদ্বতঃ নিবতঃ—এই স্থলসমূহে ‘অব্’ ধাতু গত্যর্থক)। প্রবতঃ = প্র + ‘অব্’ ধাতুর উত্তর শত্ প্রত্যয়—দ্বিতীয়ার বহুবচন (প্র + অবতঃ); উদ্বতঃ নিবতঃ—এই পদ দুইটিও ‘অব্’ ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন (উৎ + অবতঃ, নি + অবতঃ), উপসর্গ মাত্র ভিন্ন। তিন স্থলেই ‘অব্’ ধাতুর অর্থ গতি। প্রবৎ = প্রকৃষ্টগতি মনুষ্য, উদ্বৎ = উর্দ্ধগতি দেবতা, নিবৎ = নিকৃষ্টগতি তির্য্যগাদি। দ্রষ্টব্য এই যে—শেষোক্ত পদ দুইটি মস্ত্রস্থ কোনও পদের অর্থ প্রদর্শন করিতেছে না, ‘প্রবতঃ’ পদের প্রসঙ্গে ইহাদের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইল মাত্র।

বহুভ্যঃ পস্থানমনুপস্পাশয়মানম্ ॥ ৩ ॥

পস্থানং = পস্থানম্; অনুপস্পশানম্ = অনুপস্পাশয়মানম্। অনুপূর্বক চুরাদি ‘স্পশ্’ ধাতুর উত্তর শানচ্ প্রত্যয়ে ‘অনুপস্পাশয়মান’ সিদ্ধ হইয়াছে; ‘স্পশ্’ ধাতুর অর্থ গ্রহণ এবং সংশ্লেষণ (আলিঙ্গন), কিন্তু দুর্গাচার্য্যের মতে এইস্থলে ইহার অর্থ বন্ধন—যে প্রাণীর যে পথ, যম সেই পথের সহিত তাহাকে বন্ধ করেন^৩ অর্থাৎ সেই পথ তাহার জন্য নির্দিষ্ট করেন অথবা সেই পথ তাহাকে প্রদর্শন করেন।

১। অনূর্লক্ষণে কর্ম্মপ্রবচনীয়াঃ প্রতিভা সমানার্থঃ (ঋঃ স্বাঃ)।

২। প্রকৃষ্টেন গমনেন তদ্বতীঃ প্রকৃষ্টগতীরিত্যর্থঃ (ঋঃ স্বাঃ), মহীঃ মহতীঃ ভূতজাতীঃ (দুঃ)।

৩। অমনা মার্গেণ অয়ং প্রাণী জীবনাদুৎসপতি, তমেব তস্য স্পাশয়িত্বা বন্ধা।

বৈবস্বতং সঙ্গমনং জনানাং যমং রাজানং হবিষা দুবস্যোতি, দুবস্যাতী
রাশ্লোতিকৰ্ম্মা ॥ ৪ ॥

‘দুবস্য’—এই ক্রিয়া পদটী ‘দুবস্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। দুবস্যাতঃ রাশ্লোতিকৰ্ম্মা
(‘দুবস্’ ধাতু ‘রাধ্’ ধাতুর অর্থ প্রকাশ করিতেছে)।

‘রাধ্’ ধাতুর অর্থ সংসিদ্ধি বা সেবা; কাজেই দুবস্য = সেবস্ব (সেবা কর)।^১

অগ্নিরপি যম উচ্যতে, তমেতা ঋচোহনুপ্রবদন্তি ॥ ৫ ॥

অগ্নিঃ অপি যমঃ উচ্যতে (অগ্নিকেও যম বলিয়া অভিহিত করা হয়), তন্ম এতাঃ ঋচঃ
অনুপ্রবদন্তি (সেই অগ্নিরূপী যমকে এই অর্থাৎ পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্সমূহ বর্ণনা
করিতেছে)।

‘যম’ শব্দের অর্থ অগ্নিও হয়—যচ্ছতি প্রযচ্ছতি কামান্ স্তোতৃভ্যঃ (স্তোতৃগণকে
কাম্যবস্ত্রসমূহ প্রদান করেন) এই ব্যুৎপত্তিতে। পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্সমূহ উদ্ধৃত
হইতেছে তাহাতে ‘যম’ শব্দের অর্থ যে অগ্নি তাহা প্রতিপাদিত হইবে।

॥ বিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। দুবস্য রাশ্লি পরিচরস্বত্যর্থঃ (দুঃ)।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

সেনেব সৃষ্টামং দধাত্যস্তুরিদিদ্যুত্বেষপ্রতীকা॥ (ঋ ১।৬।৭)

যমো হ জাতো যমো জনিত্বং জরাঃ কনীনাং পতিজনীনাম্॥ (ঋ ১।৬৬।৮)

তং বশচরাথা বয়ং বসত্যাস্তং ন গাবো নক্ষন্ত ইদ্রম্॥ (ঋ ১।৬৬।৯)

ইতি দ্বিপদাঃ ॥ ১ ॥

সৃষ্টা সেনা ইব (বিসৃষ্টা বা প্রেরিতা সেনার ন্যায়) ত্বেষপ্রতীকা অস্তঃ দিদ্যুৎ ন (অস্ত্রনিষ্ক্ষেপকারীর ভয়ঙ্করদর্শন আয়ুধের ন্যায়) [যমঃ] (অগ্নি) অমং (ভয়) দধাতি (সঞ্চার করেন); জাতঃ (যাহা জন্মিয়াছে) যমঃ হ (তাহা যম অর্থাৎ অগ্নি), জনিত্বং (যাহা জন্মিবে) | তদপি [যমঃ (তাহাও যম বা অগ্নি), জারঃ কনীনাং (অগ্নি কুমারীগণের জার) জনীনাং পতিঃ (অগ্নি বিবাহিত ক্তীগণের পতি)। [হে অগ্নে] ইদ্রং (ভোগপ্রদীপ্ত) তং বঃ (তং দ্রাম্—সেই তোমার অভিমুখে) চরাথা বসত্যা (জঙ্গম এবং স্থাবর অর্থাৎ পশু এবং পুরোডাশ প্রভৃতি আচ্ছতি দ্রব্যের সহিত) বয়ং নক্ষন্তে^২ (আমরা যেন গমন করি) অস্তং ন গাবঃ (গাভীগণ যেরূপ অস্তে অর্থাৎ গৃহে^৩ গমন করে)।

উদ্ধৃত ঋক্সমূহ দ্বিপদা, চতুষ্পদা নহে। অনুক্রমণিকাকার বলেন—প্রথম মণ্ডলের ৬৬ হইতে ৭১ পর্য্যন্ত ছয়টি সূক্তে সকল ঋক্ই দ্বিপদা। অধ্যয়নকালে দুই দুইটি দ্বিপদা ঋক্ একসঙ্গে পাঠ করা হয়—কারণ, যুগ্মরূপই অর্থ সুপ্রকাশিত করে।

সেনেব সৃষ্টা ভয়ং বা বলং বা দধাত্যস্তুরিব দিদ্যুৎ ত্বেষপ্রতীকা ভয়প্রতীকা বলপ্রতীকা যশঃপ্রতীকা মহাপ্রতীকা দীপ্তপ্রতীকা বা॥ ২ ॥

সেনা ইব সৃষ্টা—সৃষ্টা শব্দের অর্থ ‘বিসৃষ্টা বা প্রেরিতা’; ঋদ্ধস্বামী বলেন, ‘সৃষ্টা’ শব্দের অর্থ ‘অবসৃষ্টা’ অর্থাৎ সেনাপতি কর্তৃক অভ্যনুজ্ঞাতাও হইতে পারে। ভয়ং বলং বা দধাতি—অম শব্দের অর্থ ভয় অথবা বল; সেনা প্রেরিত হইলে বিপক্ষের মনে হয় ভয়সঞ্চার এবং স্বপক্ষের মনে হয় বলসঞ্চার। অস্তঃ ন দিদ্যুৎ = অস্তঃ ইব দিদ্যুৎ (অস্ত্র-নিষ্ক্ষেপকারীর অস্ত্রের ন্যায়—‘ন’ ইবার্থে); ক্ষেপণার্থক ‘অস্’ ধাতুর উত্তর ‘তৃচ্’ প্রত্যয়ে অস্ত্—ষষ্ঠীর একবচনে অস্তঃ। ‘ত্বেষ’ শব্দের অর্থ—ভয়, বল, যশ, মহত্ত্ব ও দীপ্তি এবং ‘প্রতীক’ শব্দের অর্থ দর্শন; ত্বেষপ্রতীকা = ভয়প্রতীকা (ভয়ঙ্করদর্শন) অথবা বলপ্রতীকা

১। ‘বঃ’ ইতি ব্যত্যয়েন ত্র্যমিতি (ঋঃ স্বাঃ)।

২। উত্তমস্থানে প্রথমঃ নক্ষেমহি ব্যাপ্ত্যাম (ঋঃ স্বাঃ)।

৩। অস্ত শব্দ গৃহবাচী (নিঘ ৩।৪)

(বলবদর্শন—‘of strong appearance’) অথবা যশঃপ্রতীকা (যশস্বদর্শন—‘of glorious appearance’) অথবা মহাপ্রতীকা (বিপুলদর্শন—‘of great appearance’) অথবা, দীপ্তপ্রতীকা (প্রদীপ্তদর্শন)। ত্বেষপ্রতীকা—‘দিদ্যুৎ’এর বিশেষণ।

‘যমো হ জাত ইন্দ্রেণ সহ সঙ্গতঃ’। ‘যমাবিহেহ মাতরা’ ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ৩ ॥

যমঃ হ জাতঃ ইন্দ্রেণ সহ সঙ্গতঃ (অগ্নি ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া যমজরূপে জাত হইয়াছিলেন); যমৌ ইহ ইহ মাতরা (ইহলোকে এবং অন্তরিক্ষলোকে অবস্থিত যমজ ভ্রাতৃদ্বয় সর্বলোকের নিম্নাতা) ইত্যপি নিগমঃ ভবতি (এই বেদবাক্যও আছে)।

যমো হ জাত ইন্দ্রেণ সহ সঙ্গতঃ—ইহা একটি ব্রাহ্মণবাক্য; ইহাতে অগ্নি অর্থে যম নামের নিব্বচন প্রদর্শিত হইয়াছে। ইন্দ্রের সহিত যুগপৎ জাত অর্থাৎ ইন্দ্রের সহজাত বা যমজ বলিয়া অগ্নির নাম যম।^১ ‘যমাবিহেহ মাতরা’—ইহা ঋগ্বেদের মন্ত্রাংশ (৬।৫৯।২ দ্রষ্টব্য)। ইন্দ্র ও অগ্নির একই জনক, ইহারা উভয়ে যমজ ভ্রাতা—ইহাদের একজন ইহ অর্থাৎ পৃথিবীতে এবং আর একজন ইহ অর্থাৎ অন্তরিক্ষে থাকিয়া সর্বলোক নিম্নাণ করেন—ইহাই মন্ত্রের তাৎপর্য। এইস্থলে প্রথম ‘ইহ’ শব্দের দ্বারা অগ্নির পার্থিবত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে—‘যম’ শব্দে যে অগ্নিকে বুঝায় তাহা পৃথিবীস্থানীয়, অন্তরিক্ষস্থানীয় বা দ্যুলোকস্থানীয় নহে।^২

যম এব^৩ জাতো যমো জনিষ্যমাণো জারঃ কনীনাং জরয়িতা কন্যানাং পতির্জনীনাং পালয়িতা জায়ানাম্, তৎপ্রধানা হি যজ্ঞসংযোগেন ভবন্তি ॥ ৪ ॥

যমো হ জাতঃ = যমঃ এব জাতঃ, যমো জনিত্বং = যমঃ জনিষ্যমাণঃ, যাহা কিছু জন্মিয়াছে এবং যাহা কিছু জন্মিবে তাহা সমস্তই অগ্নির আয়ত্ত বলিয়া অগ্নির সহিত অভিন্ন।^৪ জারঃ কনীনাং = জরয়িতা কন্যানাম্ (কন্যাগণের কন্যাত্বের জীর্ণতাসম্পাদক); অগ্নিসম্মিধিতে বিবাহিতা কন্যার কন্যাভাব জীর্ণ অর্থাৎ ব্যাবৃন্ত হয়—কাজেই অগ্নি কন্যাগণের জার বা জরয়িতা। পতিঃ জনীনাং = পালয়িতা জায়ানাম্ (বিবাহিতা স্ত্রীগণের পালয়িতা) তৎপ্রধানাঃ হি যজ্ঞসংযোগাৎ ভবন্তি (যেহেতু যজ্ঞের সহিত সম্বন্ধনিবন্ধন তাহারা অগ্নি-প্রধান অর্থাৎ অগ্নিপরতন্ত্র হইয়া থাকে); যজ্ঞানুষ্ঠানে যজমান পত্নীর সহিত অগ্নিসম্মুখে ব্রতগ্রহণ করেন, ব্রতসমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত যজমান ও তৎপত্নী অগ্নির অধীন থাকেন—অগ্নি যজমান সহিত তৎপত্নীর পালয়িতা বা রক্ষক হন।

১। যুগপজ্জাতত্বাদ্ যমোহগ্নিরূচ্যতে, কেন পুনঃ সহাগ্নিযুগপজ্জাতঃ ইন্দ্রেণ। কৃত এতৎ? ব্রাহ্মণ-মন্ত্রনিগমাৎ—ব্রাহ্মণং তাবৎ যমো হ জাত ইন্দ্রেণ সহ সঙ্গতঃ (ঋঃ ঋঃ)।

২। দুর্গাচার্য্য দ্রষ্টব্য।

৩। যম ইব জাতঃ—এইরূপ পাঠও বহু পুস্তকে দৃষ্ট হয়।

৪। জাতং জনিষ্যমাণং সং কিঞ্চিৎ তৎসর্বমগ্ন্যায়ত্ত্বাদগ্নিরেব (ঋঃ ঋঃ)।

“বিবাহিতা নারী অগ্নির অর্চনা ও সেবায় সহায়তা করেন, এইজন্য বোধ হয় অগ্নিকে বিবাহিতা নারীর পতি বলা হইয়াছে। কিন্তু সাধারণ এ বিষয়ে একটি আখ্যান লিখিয়াছেন। সোম একজন পুরুষসন্তোগেচ্ছাবতী স্ত্রীকে পাইয়া তাহাকে বিশ্বাবসুনাংক গন্ধর্ব্বকে দিয়াছিলেন, বিশ্বাবসু বিবাহসময়ে সেই স্ত্রীকে অগ্নিকে দিয়াছিলেন, অগ্নি তাহাকে এক মনুষ্যকে প্রদান করিয়াছিলেন” (রমেশচন্দ্র)।

তৃতীয়ো অগ্নিষ্টে পতিঃ ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ৫ ॥

তৃতীয়ঃ অগ্নিঃ তে পতিঃ (তোমার তৃতীয় পতি অগ্নি) ইত্যপি নিগমঃ ভবতি (এই বৈদিকবাক্যও আছে)।

তৃতীয়ো অগ্নিষ্টে পতিঃ—ইহা ঋগ্বেদ ১০।৮৫।৪০ মন্ত্রের অংশ। সম্পূর্ণ মন্ত্রের অনুবাদ এই—“প্রথমে তোমাকে সোম বিবাহ করে, পরে গন্ধর্ব্ব বিবাহ করে, তোমার তৃতীয় পতি অগ্নি, মনুষ্যসন্তান তোমার চতুর্থ পতি।” এতৎসম্পর্কে ঋগ্বেদ ১০।৮৫।৪১ মন্ত্রও দ্রষ্টব্য—“সোম সেই নারী গন্ধর্ব্বকে দিলেন, গন্ধর্ব্ব অগ্নিকে দিলেন, অগ্নি ধনপুত্র সমেত এই নারী আমাকে দিলেন।” রমেশচন্দ্র বলেন—“কন্যাকে বোধ হয় সোম ও গন্ধর্ব্ব ও অগ্নির নিকট সমর্পণ করিয়া পরে বিবাহ কার্য সম্পন্ন হইত।” ‘জারঃ কনীনাম্’, ‘পতিজনীনাম্’—ইহারাও যমুনামা অগ্নির পৃথিবীস্থানত্বের নিদর্শন।

তং বশ্চরাথা চরন্ত্যা পশ্বাছত্যা বসত্যা নিবসন্ত্যৌষধাছত্যা, অন্তং যথা গাব আপ্নুবন্তি তথাপ্নুয়ামেদ্ধং সমিদ্ধং ভোগৈঃ ॥ ৬ ॥

‘তং বশ্চরাথা’—এই মন্ত্রে চরাথা = চরন্ত্যা = পশ্বাছত্যা (চলনশীল অর্থাৎ জঙ্গম পশুরূপ আছতির সহিত), বসত্যা = নিবসন্ত্যা = ঔষধাছত্যা (চলনরহিত অর্থাৎ স্থাবর ব্রীহি যবাদিরূপ আছতির সহিত) অন্তং ন গাবঃ = অন্তং যথা গাবঃ [আপ্নুবন্তি] (গাভীগণ যেরূপ গৃহাভিমুখে গমন করে বা গৃহ প্রাপ্ত হয়—ন = ইব = যথা) তথা বয়ং তং বঃ আপ্নুয়াম (সেইরূপ আমরা তাদৃগুণসম্পন্ন তোমার অভিমুখে যেন গমন করি বা তোমাকে প্রাপ্ত হই—নক্ষন্তে = আপ্নুয়াম)। ইদ্ধং = সমিদ্ধং ভোগৈঃ (ভোগ্য বস্তু সমূহের দ্বারা প্রদীপ্ত সর্ব্ব ভোগ্য বস্তুর প্রভু এবং তৎপ্রদানসমর্থ)।

(১৩) মিত্রঃ ॥

মিত্রঃ প্রমীতেস্ত্রায়তে ॥ ৭ ॥

মিত্রঃ (‘মিত্র’ শব্দ) প্রমীতেস্ত্রায়তে (প্রমীতি শব্দপূর্ব্বক ত্রাণার্থক ‘ত্রে’ ধাতু হইতে নিপ্পন্ন)। মিত্র = প্রমীতি + ত্রে + ক, ‘প্রমীতি’ শব্দের স্থানে ‘মিৎ’ আদেশ; মিত্র প্রমীতি

অর্থাৎ মরণ হইতে সর্বলোকের ত্রাণ করেন বর্ষণের দ্বারা।^১ মরণার্থক ‘মী’ ধাতু এবং ত্রাণার্থক ‘ত্রৈ’ ধাতুর যোগে ‘মিত্র’ শব্দ নিষ্পন্ন—এইরূপ বলিলেও চলে।

সম্মিহ্নানো দ্রবতীতি বা ॥ ৮ ॥

সম্মিহ্নানঃ দ্রবতি ইতি বা (অথবা, মিত্র জলপ্রক্ষেপণ অর্থাৎ জলবর্ষণ করিয়া অন্তরিক্ষলোকে গমন করেন)।^২

অথবা, প্রক্ষেপণার্থক ‘মি’ ধাতু এবং গমনার্থক ‘দ্র’ ধাতুর যোগে ‘মিত্র’ শব্দ নিষ্পন্ন—চতুর্দিক্ জলসিক্ত করিয়া মিত্র অন্তরিক্ষলোকে গমন করেন; বর্ষণকর্ত্তা মিত্র অন্তরিক্ষস্থান-দেবতা—অন্তরিক্ষলোকেই তাঁহার গতি নিবদ্ধ। ‘মিহ্নান + দ্র + ড’—এইরূপে নিষ্পন্ন করিলে ‘মিহ্নান’ শব্দের স্থান ‘মিৎ’ আদেশ হইয়াছে বলিতে হইবে।^৩

মেদয়তের্বা ॥ ৯ ॥

মেদয়তেঃ বা (অথবা, অন্তর্গতগ্যর্থ ‘মিদ্’ ধাতু হইতে ‘মিত্র’ শব্দ নিষ্পন্ন)।

‘মিদ্’ ধাতু স্নেহনার্থক; মিত্র সর্ববস্তু জলের দ্বারা স্নিগ্ধ করেন।

তস্মৈষা ভবতি ॥ ১০ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টি মিত্রসম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ একবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। প্রমীতামরণাত্রায়তে—প্রমীতশব্দস্য মিহ্নাবঃ (দেবরাজ); প্রমরণাৎ সর্বলোকং ত্রায়তে বর্ষণদ্বারাণে (দুঃ)।

২। সমস্ততো মিহ্নানঃ উদকেন দ্রবতি অন্তরিক্ষলোকে (দুঃ)।

৩। মিহ্নানশব্দস্য মিহ্নাবঃ দ্রবতেঃ ডপ্রত্যয়াণ্ডস্য ত্রাবাবঃ (দেবরাজ)।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

মিত্রো জনান্ যাতয়তি ব্রুবাণো মিত্রো দাধার পৃথিবীমূত দ্যাম্।

মিত্রঃ কৃষ্টীরনিমিষাভিচষ্টে মিত্রায় হব্যং ঘৃতবজ্জুহোত।।

(ঋ ৩।৫৯।১)

মিত্রঃ (মিত্র) ব্রুবাণঃ (মেঘধ্বনি উৎপন্ন করিয়া) জনান্ (জনগণকে) যাতয়তি (কৃষ্যাদি কার্যে প্রবর্তিত করেন),^১ মিত্রঃ (মিত্র) পৃথিবীম্ উত দ্যাম্ (পৃথিবীলোক এবং দু্যলোক) দাধার (ধারণ করেন), মিত্রঃ (মিত্র) অনিমিষা (অনিমেষ নেত্রে) কৃষ্টীঃ অভিচষ্টে^২ (লোকসমূহের দিকে চাহিয়া আছেন), মিত্রায় (মিত্রের উদ্দেশে) ঘৃতবৎ হব্যং (ঘৃতমিশ্রিত হব্য) জুহোত (প্রদান কর)।

মিত্র মেঘগজ্জনের দ্বারা বর্ষণ সূচনা করিয়া কৃষকগণকে কৃষিকার্যে প্রবর্তিত বা প্রযত্নবান করেন; মিত্র পৃথিবী ধারণ করেন বৃষ্টিপ্রদানের দ্বারা অন্ন সম্পাদন করিয়া এবং দু্যলোক ধারণ করেন শস্যসম্পৎশালিনী পৃথিবীতে যজ্ঞানুষ্ঠান প্রোৎসাহিত করিয়া।^৩ মিত্র লোকসমূহের দিকে অনিমেষ দৃষ্টিপাত করিতেছেন তাহাদের উপকার বিধানের নিমিত্ত; ঈদৃশ মিত্রের প্রতি ঘৃতবিশিষ্ট হব্য প্রদান কর।

মিত্রো জনান্ যাতয়তি প্রব্রুবাণঃ শব্দং কুবর্বন, মিত্র এব ধারয়তি পৃথিবীঞ্চ দিবঞ্চ মিত্রঃ কৃষ্টীরনিমিষম্ভিপশ্যতীতি।।২।।

ব্রুবাণঃ = প্রব্রুবাণঃ = শব্দং কুবর্বন (মেঘগজ্জর্জন জন্মাইয়া), মিত্র এব ধারয়তি পৃথিবীঞ্চ দিবঞ্চ (মিত্রই পৃথিবীলোক এবং দু্যলোক ধারণ করিয়া আছেন—দাধার = ধারয়তি, পৃথিবীম্ উত দ্যাম্ = পৃথিবীঞ্চ দিবঞ্চ); মিত্রঃ কৃষ্টীঃ অনিমিষন্ অভিপশ্যতি (মিত্র মনুষ্যগণকে নিমেষ না ফেলিয়া অর্থাৎ পলকহীন নেত্রে দর্শন করিতেছেন—অনিমিষা = অনিমিষন্, অভিচষ্টে = অভিপশ্যতি)।

কৃষ্টয় ইতি মনুষ্যানাং কৰ্ম্মবন্তো ভবন্তি বিকৃষ্টদেহা বা।।৩।।

কৃষ্টয়ঃ ইতি মনুষ্যানাং (কৃষ্টি মনুষ্যানাং—‘কৃষ্টি’ শব্দ ও ‘মনুষ্য’ শব্দ সমানার্থক) কৰ্ম্মবন্তঃ ভবন্তি (মনুষ্য কৰ্ম্মবিশিষ্ট হয়) বিকৃষ্টদেহাঃ বা (অথবা, মনুষ্য বিকৃষ্টদেহ হয়)।

১। কৃষ্যাদিষু প্রবর্তয়তি (দৃঃ), প্রযত্নং কারয়তি (স্বঃ স্বাঃ)।

২। অভিচষ্টে পশ্যতি (স্বঃ স্বাঃ)।

৩। অন্নং যাগঞ্চ জনয়ন্ (স্বঃ স্বাঃ)।

কৃষ্টিশব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। কৃষ্টি = মনুষ্য (নিঘ ২।৩)—কৃষ্ট শব্দের উত্তর অন্ত্যার্থে ‘ই’ প্রত্যয়ে কৃষ্টি শব্দ নিষ্পন্ন। কৃষ্ট শব্দের অর্থ কর্ষণ কিন্তু এখানে সামান্যতঃ কর্ম্মমাত্রকেই বুঝাইতেছে; মনুষ্য কর্ম্মবান্ বা কর্ম্মবিশিষ্ট অর্থাৎ সর্বদাই কর্ম্মরত—‘নৈব কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ’ (মহা. ভা. ভী. প. ২৬।৫)। অথবা, কৃষ্ট শব্দের অর্থ বিকৃষ্টদেহ; মনুষ্যমাত্রই বিকৃষ্টদেহসম্পন্ন অর্থাৎ সকল মনুষ্যই দেহ ইচ্ছানুসারে প্রসারিত করিতে পারে, সকলেরই দেহ নানাভাবে কণ্ডুয়নাদি অভিলষিত ক্রিয়ানুষ্ঠানে সমর্থ।^১ লক্ষ্মণ স্বরূপের মতে বিকৃষ্টদেহাঃ = দীর্ঘদেহসম্পন্ন।

মিত্রায় হব্যং ঘৃতবজ্জুহোতেতি ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৪ ॥

মিত্রায় হব্যং ঘৃতবৎ জুহোত ইতি ব্যাখ্যাতম্—‘মিত্রায় হব্যং ঘৃতবৎ’ ইহার অর্থ সুস্পষ্ট, পাঠের দ্বারাই ইহার অর্থ বোধগম্য হয়, ইহা ব্যাখ্যাতবৎ—ইহার কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই।^২

জুহোতিদানকর্ম্মা ॥ ৫ ॥

জুহোতিঃ দানকর্ম্মা (‘ছ’ ধাতু দানার্থক)—জুহোত = প্রদান কর।

(১৪) কঃ।

কঃ কমনো বা ক্রমণো বা সুখো বা ॥ ৬ ॥

‘ক’ দেবতা; ক নামের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইতেছে। (১) কঃ কমনঃ বা কামনার্থক ‘কম্’ ধাতু হইতে ‘ক’ শব্দ নিষ্পন্ন—‘প্রজাপতিরকাময়ত’ এই শ্রুতি হইতে প্রজাপতির বহুকামত্ব অবগত হওয়া যায়; বহুকাম বলিয়াই প্রজাপতি ক (২) ক্রমণঃ বা (অথবা, পাদবিক্ষেপার্থক ‘ক্রম্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—মধ্যমস্থান দেবতা ক অর্থাৎ প্রজাপতি অন্তরিক্ষে ক্রমণ বা চলাফেরা করেন) (৩) সুখঃ বা (অথবা, ক-শব্দের অর্থ সুখ, সুখস্বরূপ বা বৃষ্টিপ্রদানাদি দ্বারা সুখকর বলিয়া প্রজাপতি ক)। প্রজাপতির ‘ক’ নাম সম্বন্ধে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩।১২।১০ দ্রষ্টব্য।

তস্যা ভবতি ॥ ৭ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্টি ‘ক’-দেবতা সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। বিবিধং কৃষ্টা বিক্ষিপ্তঃ পরিকণ্ডুয়নাদ্যভিলষিতক্রিয়ানুষ্ঠানসমর্থো দেহো যেষাম্ (ঋঃ স্বাঃ), মনুষ্যাস্তু কামকারতঃ প্রসারয়ন্ত্যগ্নিনি—স তেবাং বিকবো দেহস্য (দুঃ)।

২। ব্যাখ্যাতং স্বনিগদব্যাক্যাতমিত্যর্থঃ (ঋঃ স্বাঃ)।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।

স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥ ১॥

(ঋ ১০।১২।১, শুক্লযজুঃ ১৩।৪, ২৩।১, ২৫।১০)

হিরণ্যগর্ভঃ অগ্রে সমবর্তত (হিরণ্যগর্ভ সর্বপ্রথমে প্রাদুর্ভূত বা প্রকট হইয়াছিলেন), জাতঃ (জন্মিবা মাত্রই) ভূতস্য একঃ পতিঃ আসীৎ (সর্বভূতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইলেন), পৃথিবীং (অন্তরিক্ষলোককে)^১ সঃ (তিনি) দ্যাম্ (দু্যলোককে) উত ইমাং (এবং এই ভূলোককে) দাধার (ধারণ করিতেছেন), কস্মৈ দেবায় (ক অর্থাৎ প্রজাপতি বা হিরণ্যগর্ভ দেবতাকে) হবিষা বিধেম (হবিঃপ্রদান করিব)।

হিরণ্যগর্ভের অধীন বৃষ্টি এবং বৃষ্টির অধীন সর্বজগৎ; কাজেই হিরণ্যগর্ভের সমুদ্ভব সর্বপ্রথমে। কস্মৈ দেবায় = ক অর্থাৎ প্রজাপতি দেবতাকে; কস্মৈ = কায় (ক শব্দের চতুর্থীর একবচন)^২—কায় ইতি প্রাপ্তে—স্মৈ আদেশশ্চান্দসঃ (উবট)। প্রজাপতি ত্রিলোক ধারণ করেন বৃষ্টিপ্রদানের দ্বারা অন্ন এবং যজ্ঞানুষ্ঠান জন্মাইয়া।^৩

হিরণ্যগর্ভো হিরণ্যময়ো গর্ভো হিরণ্যময়ো গর্ভোহস্যেতি বা॥ ২॥

হিরণ্যগর্ভঃ = হিরণ্যময়ঃ গর্ভঃ (কর্মধারয় সমাস)—এই দেবতা জ্যোতির্ময় বা বিজ্ঞানময় গর্ভ অর্থাৎ সর্বভূতের অন্তঃসঞ্চারী বা অন্তঃপ্রকাশক;^৪ অথবা, হিরণ্যগর্ভঃ = হিরণ্যময়ঃ গর্ভঃ অস্য—এই দেবতার গর্ভ বা প্রকৃতি (কারণ) হিরণ্যময় অর্থাৎ সুনির্মল বা সর্বপ্রকারবিশেষবজ্জিত পরমাত্মা;^৫ যাঁহার গর্ভ বা অন্তঃসঞ্চারী দেবতা অর্থাৎ প্রাণ বা জীবাশ্মা হিরণ্যময় (জ্যোতির্ময়)—এইরূপ অর্থও করা যাইতে পারে। হিরণ্যগর্ভের সমুৎপত্তি স্বর্ণময় অণু হইতে (মনু ১।৯ দ্রষ্টব্য)।

গর্ভো গৃভেগৃণাত্যর্থ, গিরত্ননর্থানিতি বা॥ ৩॥

গর্ভঃ (গর্ভশব্দ) গৃণাত্যর্থ [বর্তমানস্য] গৃভেঃ (স্তৃত্যর্থ বর্তমান ‘গৃভ’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন) বা (অথবা) গিরতি অনর্থান্ ইতি (নিগরণার্থক ‘গৃ’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—গর্ভ অনর্থ নিগরণ বা নাশ করে)।

১। পৃথিবী = অন্তরিক্ষ (নিঘ ১।৩); পৃথিবীমিত্যন্তরিক্ষনাম দ্যাম্ দু্যলোকমুতেমামিমাঞ্চ পৃথিবীম্ (ঋঃ স্বাঃ)।

২। স্বন্দস্বামী ও দুর্গাচার্য্য দ্রষ্টব্য।

৩। বৃষ্টিদ্বারেণান্নং যাগাংচ্চ জনয়ন্ (ঋঃ স্বাঃ)।

৪। হিরণ্যময়ঃ বিজ্ঞানময়ঃ গর্ভঃ সর্বভূতানাং তৎকৃতত্বাদন্তঃপ্রকাশস্য (দুঃ)।

৫। দুর্গাচার্য্য দ্রষ্টব্য।

বৈবস্বতং সঙ্গমনং জনানাং যমং রাজানং হবিষা দুবসোতি, দুবস্যাতী
রাশ্নোতিকর্মা ॥ ৪ ॥

‘দুবস্য’—এই ক্রিয়া পদটি ‘দুবস্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। দুবস্যাতঃ রাশ্নোতিকর্মা
(‘দুবস্’ ধাতু ‘রাশ্’ ধাতুর অর্থ প্রকাশ করিতেছে)।

‘রাশ্’ ধাতুর অর্থ সংসিদ্ধি বা সেবা; কাজেই দুবস্য = সেবস্ব (সেবা কর)।^১

অগ্নিরপি যম উচ্যতে, তমেতা ঋচোহনুপ্রবদন্তি ॥ ৫ ॥

অগ্নিঃ অপি যমঃ উচ্যতে (অগ্নিকেও যম বলিয়া অভিহিত করা হয়), তন্ম এতাঃ ঋচঃ
অনুপ্রবদন্তি (সেই অগ্নিরূপী যমকে এই অর্থাৎ পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্সমূহ বর্ণনা
করিতেছে)।

‘যম’ শব্দের অর্থ অগ্নিও হয়—যচ্ছতি প্রযচ্ছতি কামান্ স্তোতৃভ্যঃ (স্তোতৃগণকে
কাম্যবস্ত্রসমূহ প্রদান করেন) এই ব্যুৎপত্তিতে। পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্সমূহ উদ্ধৃত
হইতেছে তাহাতে ‘যম’ শব্দের অর্থ যে অগ্নি তাহা প্রতিপাদিত হইবে।

॥ বিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। দুবস্য রাশ্নি পরিচরস্বতার্থঃ (দুঃ)।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

সেনেব সৃষ্টামং দধাত্যস্তূর্ন দিদ্য়ুত্বেষপ্রতীকা॥ (ঋ ১।৬।৭)

যমো হ জাতো যমো জনিত্বং জরাঃ কনীনাং পতিজনীনাম্॥ (ঋ ১।৬।৮)

তং বশচরাথা বয়ং বসত্যাস্তং ন গাবো নক্ষন্ত ইদ্রম্॥ (ঋ ১।৬।৯)

ইতি দ্বিপদাঃ ॥ ১ ॥

সৃষ্টা সেনা ইব (বিসৃষ্টা বা প্রেরিতা সেনার ন্যায়) ত্বেষপ্রতীকা অস্তঃ দিদ্য়ুৎ ন (অস্ত্রনিষ্কেপকারীর ভয়ঙ্করদর্শন আয়ুধের ন্যায়) [যমঃ] (অগ্নি) অমং (ভয়) দধাতি (সঞ্চার করেন); জাতঃ (যাহা জন্মিয়াছে) যমঃ হ (তাহা যম অর্থাৎ অগ্নি), জনিত্বং (যাহা জন্মিবে) [তদপি] যমঃ (তাহাও যম বা অগ্নি), জরাঃ কনীনাং (অগ্নি কুমারীগণের জার) জনীনাং পতিঃ (অগ্নি বিবাহিত স্ত্রীগণের পতি)। [হে অগ্নে] ইদ্রং (ভোগপ্রদীপ্ত) তং বঃ (তং ত্বাম্)—সেই তোমার অভিমুখে) চরাথা বসত্যা (জঙ্গম এবং স্থাবর অর্থাৎ পশু এবং পুরোডাশ প্রভৃতি আহুতি দ্রব্যের সহিত) বয়ং নক্ষন্তে (আমরা যেন গমন করি) অস্তং ন গাবঃ (গাভীগণ যেরূপ অস্ত্রে অর্থাৎ গৃহে গমন করে)।

উদ্ধৃত ঋকসমূহ দ্বিপদা, চতুষ্পদা নহে। অনুক্রমণিকাকার বলেন—প্রথম মণ্ডলের ৬৬ হইতে ৭১ পর্য্যন্ত ছয়টি সূক্তে সকল ঋক্ই দ্বিপদা। অধ্যয়নকালে দুই দুইটি দ্বিপদা ঋক্ একসঙ্গে পাঠ করা হয়—কারণ, যুগ্মরূপই অর্থ সুপ্রকাশিত করে।

সেনেব সৃষ্টা ভয়ং বা বলং বা দধাত্যস্তুরিব দিদ্য়ুৎ ত্বেষপ্রতীকা ভয়প্রতীকা বলপ্রতীকা যশঃপ্রতীকা মহাপ্রতীকা দীপ্তপ্রতীকা বা॥ ২ ॥

সেনা ইব সৃষ্টা—সৃষ্টা শব্দের অর্থ ‘বিসৃষ্টা বা প্রেরিতা’; ঋন্দস্বামী বলেন, ‘সৃষ্টা’ শব্দের অর্থ ‘অবসৃষ্টা’ অর্থাৎ সেনাপতি কর্তৃক অভ্যনুজ্ঞাতাও হইতে পারে। ভয়ং বলং বা দধাতি—অম্ শব্দের অর্থ ভয় অথবা বল; সেনা প্রেরিত হইলে বিপক্ষের মনে হয় ভয়সঞ্চার এবং স্বপক্ষের মনে হয় বলসঞ্চার। অস্তঃ ন দিদ্য়ুৎ = অস্তঃ ইব দিদ্য়ুৎ (অস্ত্র-নিষ্কেপকারীর অস্ত্রের ন্যায়—‘ন’ ইব্যার্থে); ক্ষেপণার্থক ‘অস্’ ধাতুর উত্তর ‘তৃচ্’ প্রত্যয়ে অস্ত্—যষ্ঠীর একবচনে অস্তঃ। ‘ত্বেষ’ শব্দের অর্থ—ভয়, বল, যশ, মহত্ত্ব ও দীপ্তি এবং ‘প্রতীক’ শব্দের অর্থ দর্শন; ত্বেষপ্রতীকা = ভয়প্রতীকা (ভয়ঙ্করদর্শন) অথবা বলপ্রতীকা

১। ‘বঃ’ ইতি ব্যত্যয়েন দ্ব্যমিতি (ঋঃ স্বাঃ)।

২। উত্তমস্থানে প্রথমঃ নক্ষেমহি ব্যাপ্ত্যাম (ঋঃ স্বাঃ)।

৩। অস্ত শব্দ গৃহবাচী (নিঘ ৩।৪)

(বলবদর্শন—‘of strong appearance’) অথবা যশঃপ্রতীকা (যশস্বদর্শন—‘of glorious appearance’) অথবা মহাপ্রতীকা (বিপুলদর্শন—‘of great appearance’) অথবা, দীপ্তপ্রতীকা (প্রদীপ্তদর্শন)। ত্বেষপ্রতীকা—‘দিদ্যুৎ’এর বিশেষণ।

‘যমো হ জাত ইন্দ্রেণ সহ সঙ্গতঃ’। ‘যমাবিহেহ মাতরা’ ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ৩ ॥

যমঃ হ জাতঃ ইন্দ্রেণ সহ সঙ্গতঃ (অগ্নি ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া যমজরূপে জাত হইয়াছিলেন); যমো ইহ ইহ মাতরা (ইহলোকে এবং অন্তরিক্ষলোকে অবস্থিত যমজ ভ্রাতৃদ্বয় সর্বলোকের নিৰ্ম্মাতা) ইত্যপি নিগমঃ ভবতি (এই বেদবাক্যও আছে)।

যমো হ জাত ইন্দ্রেণ সহ সঙ্গতঃ—ইহা একটি ব্রাহ্মণবাক্য; ইহাতে অগ্নি অর্থে যম নামের নিব্বচন প্রদর্শিত হইয়াছে। ইন্দ্রের সহিত যুগপৎ জাত অর্থাৎ ইন্দ্রের সহজাত বা যমজ বলিয়া অগ্নির নাম যম।^১ ‘যমাবিহেহ মাতরা’—ইহা ঋগ্বেদের মন্ত্রাংশ (৬।৫৯।২ দ্রষ্টব্য)। ইন্দ্র ও অগ্নির একই জনক, ইহারা উভয়ে যমজ ভ্রাতা—ইহাদের একজন ইহ অর্থাৎ পৃথিবীতে এবং আর একজন ইহ অর্থাৎ অন্তরিক্ষে থাকিয়া সর্বলোক নিৰ্ম্মাণ করেন—ইহাই মন্ত্রের তাৎপর্য। এইস্থলে প্রথম ‘ইহ’ শব্দের দ্বারা অগ্নির পার্থিবত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে—‘যম’ শব্দে যে অগ্নিকে বুঝায় তাহা পৃথিবীস্থানীয়, অন্তরিক্ষস্থানীয় বা দ্যুলোকস্থানীয় নহে।^২

যম এব^৩ জাতো যমো জনিস্যমাণো জারঃ কনীনাং জরয়িতা কন্যানাং পতিজনীনাং পালয়িতা জায়ানাম্, তৎপ্রধানা হি যজ্ঞসংযোগেন ভবন্তি ॥ ৪ ॥

যমো হ জাতঃ = যমঃ এব জাতঃ, যমো জনিস্ত্ব = যমঃ জনিস্যমাণঃ, যাহা কিছু জন্মিয়াছে এবং যাহা কিছু জন্মিবে তাহা সমস্তই অগ্নির আয়ত্ত বলিয়া অগ্নির সহিত অভিন্ন।^৪ জারঃ কনীনাং = জরয়িতা কন্যানাম্ (কন্যাগণের কন্যাত্বের জীর্ণতাসম্পাদক); অগ্নিসম্মিধিতে বিবাহিতা কন্যার কন্যাভাব জীর্ণ অর্থাৎ ব্যাবৃত্ত হয়—কাজেই অগ্নি কন্যাগণের জার বা জরয়িতা। পতিঃ জনীনাং = পালয়িতা জায়ানাম্ (বিবাহিতা স্ত্রীগণের পালয়িতা) তৎপ্রধানাঃ হি যজ্ঞসংযোগাৎ ভবন্তি (যেহেতু যজ্ঞের সহিত সম্বন্ধনিবন্ধন তাহারা অগ্নি-প্রধান অর্থাৎ অগ্নিপরতন্ত্র হইয়া থাকে); যজ্ঞানুষ্ঠানে যজমান পত্নীর সহিত অগ্নিসম্মুখে ব্রতগ্রহণ করেন, ব্রতসমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত যজমান ও তৎপত্নী অগ্নির অধীন থাকেন—অগ্নি যজমান সহিত তৎপত্নীর পালয়িতা বা রক্ষক হন।

১। যুগপজ্জাতত্বাদ্ যমোহত্রাগ্নিরূপ্যতে, কেন পুনঃ সহাগ্নির্যুগপজ্জাতঃ ইন্দ্রেণ। কৃত এতৎ? ব্রাহ্মণ-মন্ত্রনিগমাৎ—ব্রাহ্মণং তাবৎ যমো হ জাত ইন্দ্রেণ সহ সঙ্গতঃ (ঋঃ স্বাঃ)।

২। দুর্গাচার্য্য দ্রষ্টব্য।

৩। যম ইব জাতঃ—এইরূপ পাঠও বহু পুস্তকে দৃষ্ট হয়।

৪। জাতং জনিস্যমাণং সং কিঞ্চিৎ তৎসর্বমগ্ন্যায়ত্ত্বাদগ্নিরেব (ঋঃ স্বাঃ)।

“বিবাহিতা নারী অগ্নির অর্চনা ও সেবায় সহায়তা করেন, এইজন্য বোধ হয় অগ্নিকে বিবাহিতা নারীর পতি বলা হইয়াছে। কিন্তু সায়ণ এ বিষয়ে একটা আখ্যান লিখিয়াছেন। সোম একজন পুরুষসন্তোগেচ্ছাবতী স্ত্রীকে পাইয়া তাহাকে বিশ্বাসসুনামক গন্ধর্ব্বকে দিয়াছিলেন, বিশ্বাসসু বিবাহসময়ে সেই স্ত্রীকে অগ্নিকে দিয়াছিলেন, অগ্নি তাহাকে এক মনুষ্যকে প্রদান করিয়াছিলেন” (রমেশচন্দ্র)।

তৃতীয়ো অগ্নিষ্টে পতিঃ ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ৫ ॥

তৃতীয়ঃ অগ্নিঃ তে পতিঃ (তোমার তৃতীয় পতি অগ্নি) ইত্যপি নিগমঃ ভবতি (এই বৈদিকবাক্যও আছে)।

তৃতীয়ো অগ্নিষ্টে পতিঃ—ইহা ঋগ্বেদ ১০।৮৫।৪০ মন্ত্রের অংশ। সম্পূর্ণ মন্ত্রের অনুবাদ এই—“প্রথমে তোমাকে সোম বিবাহ করে, পরে গন্ধর্ব্ব বিবাহ করে, তোমার তৃতীয় পতি অগ্নি, মনুষ্যসন্তান তোমার চতুর্থ পতি।” এতৎসম্পর্কে ঋগ্বেদ ১০।৮৫।৪১ মন্ত্রও দ্রষ্টব্য—“সোম সেই নারী গন্ধর্ব্বকে দিলেন, গন্ধর্ব্ব অগ্নিকে দিলেন, অগ্নি ধনপুত্র সমেত এই নারী আমাকে দিলেন।” রমেশচন্দ্র বলেন—“কন্যাকে বোধ হয় সোম ও গন্ধর্ব্ব ও অগ্নির নিকট সমর্পণ করিয়া পরে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইত।” ‘জারঃ কনীনাম্’, ‘পতিজনীনাম্’—ইহারাও যমনামা অগ্নির পৃথিবীস্থানত্বের নিদর্শন।

তং বশ্চরাথা চরন্ত্যা পশ্বাহৃত্যা বসত্যা নিবসন্ত্যৌষধাহৃত্যা, অস্তং যথা গাব আপ্নুবন্তি তথাপুয়ামেদ্ধং সমিদ্ধং ভোগৈঃ ॥ ৬ ॥

‘তং বশ্চরাথা’—এই মন্ত্রে চরাথা = চরন্ত্যা = পশ্বাহৃত্যা (চলনশীল অর্থাৎ জঙ্গম পশুরূপ আহতির সহিত), বসত্যা = নিবসন্ত্যা = ঔষধাহৃত্যা (চলনরহিত অর্থাৎ স্থাবর ব্রীহি যবাদিরূপ আহতির সহিত) অস্তং ন গাবঃ = অস্তং যথা গাবঃ [আপ্নুবন্তি] (গাভীগণ যেরূপ গৃহভিमुखে গমন করে বা গৃহ প্রাপ্ত হয়—ন = ইব = যথা) তথা বয়ং তং বঃ আপ্নুয়াম (সেইরূপ আমরা তাদৃগ্গুণসম্পন্ন তোমার অভিमुखে যেন গমন করি বা তোমাকে প্রাপ্ত হই—নক্ষন্তে = আপ্নুয়াম)। ইদ্ধং = সমিদ্ধং ভোগৈঃ (ভোগ্য বস্তু সমূহের দ্বারা প্রদীপ্ত সর্ব্ব ভোগ্য বস্তুর প্রভু এবং তৎপ্রদানসমর্থ)।

(১৩) মিত্রঃ ॥

মিত্রঃ প্রমীতেস্ত্রায়তে ॥ ৭ ॥

মিত্রঃ (‘মিত্র’ শব্দ) প্রমীতেস্ত্রায়তে (প্রমীতি শব্দপূর্ব্বক ত্রাণার্থক ‘ত্রে’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)। মিত্র = প্রমীতি + ত্রে + ক, ‘প্রমীতি’ শব্দের স্থানে ‘মিৎ’ আদেশ; মিত্র প্রমীতি

অর্থাৎ মরণ হইতে সর্বলোকের ত্রাণ করেন বর্ষণের দ্বারা।^১ মরণার্থক ‘মী’ ধাতু এবং ত্রাণার্থক ‘ত্রৈ’ ধাতুর যোগে ‘মিত্র’ শব্দ নিষ্পন্ন—এইরূপ বলিলেও চলে।

সম্মিষানো দ্রবতীতি বা।। ৮।।

সম্মিষানঃ দ্রবতি ইতি বা (অথবা, মিত্র জলপ্রক্ষেপণ অর্থাৎ জলবর্ষণ করিয়া অন্তরিক্ষলোকে গমন করেন)।^২

অথবা, প্রক্ষেপণার্থক ‘মি’ ধাতু এবং গমনার্থক ‘দ্র’ ধাতুর যোগে ‘মিত্র’ শব্দ নিষ্পন্ন—চতুর্দিক্ জলসিক্ত করিয়া মিত্র অন্তরিক্ষলোকে গমন করেন; বর্ষণকর্তা মিত্র অন্তরিক্ষস্থান-দেবতা—অন্তরিক্ষলোকেই তাঁহার গতি নিবদ্ধ। ‘মিষান + দ্র + উ’—এইরূপে নিষ্পন্ন করিলে ‘মিষান’ শব্দের স্থান ‘মিৎ’ আদেশ হইয়াছে বলিতে হইবে।^৩

মেদয়তেবা।। ৯।।

মেদয়তেঃ বা (অথবা, অন্তর্গতগ্যর্থ ‘মিদ্’ ধাতু হইতে ‘মিত্র’ শব্দ নিষ্পন্ন)।

‘মিদ্’ ধাতু স্নেহনার্থক; মিত্র সর্ববস্তু জলের দ্বারা স্নিগ্ধ করেন।

তস্যৈষা ভবতি।। ১০।।

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্টি মিত্রসম্বন্ধে হইতেছে)।

।। একবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।।

১। প্রমীতান্মরণাত্রায়তে—প্রমীতশব্দস্য মিষ্টাবঃ (দেবরাজ); প্রমরণাৎ সর্বলোকং ত্রায়তে বর্ষাধ্বারেণ (দুঃ)।

২। সমস্ততো মিষানঃ উদকেন দ্রবতি অন্তরিক্ষলোকে (দুঃ)।

৩। মিধানশব্দস্য মিষ্টাবঃ দ্রবতেঃ উপ্রত্যাগত্য ত্রাবাঃ (দেবরাজ)।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

মিত্রো জনান্ যাতিয়তি ব্রুবাণো মিত্রো দাধার পৃথিবীমূত দ্যাম্।

মিত্রঃ কৃষ্টীরনিমিষাভিচষ্টে মিত্রায় হব্যং ঘৃতবজ্জুহোত।।

(ঋ ৩।৫৯।১)

মিত্রঃ (মিত্র) ব্রুবাণঃ (মেঘধ্বনি উৎপন্ন করিয়া) জনান্ (জনগণকে) যাতিয়তি (কৃষাদি কার্যে প্রবর্তিত করেন),^১ মিত্রঃ (মিত্র) পৃথিবীম্ উত দ্যাম্ (পৃথিবীলোক এবং দু্যলোক) দাধার (ধারণ করেন), মিত্রঃ (মিত্র) অনিমিষা (অনিমেষ নেত্রে) কৃষ্টীঃ অভিচষ্টে^২ (লোকসমূহের দিকে চাহিয়া আছেন), মিত্রায় (মিত্রের উদ্দেশে) ঘৃতবৎ হব্যং (ঘৃতমিশ্রিত হব্য) জুহোত (প্রদান কর)।

মিত্র মেঘগজ্জনের দ্বারা বর্ষণ সূচনা করিয়া কৃষকগণকে কৃষিকার্যে প্রবর্তিত বা প্রযত্নবান করেন; মিত্র পৃথিবী ধারণ করেন বৃষ্টিপ্রদানের দ্বারা অন্ন সম্পাদন করিয়া এবং দু্যলোক ধারণ করেন শস্যসম্পৎশালিনী পৃথিবীতে যজ্ঞানুষ্ঠান প্রোৎসাহিত করিয়া।^৩ মিত্র লোকসমূহের দিকে অনিমেষ দৃষ্টিপাত করিতেছেন তাহাদের উপকার বিধানের নিমিত্ত; ঈদৃশ মিত্রের প্রতি ঘৃতবিশিষ্ট হব্য প্রদান কর।

মিত্রো জনান্ যাতিয়তি প্রব্রুবাণঃ শব্দং কুবর্বন্, মিত্র এব ধারয়তি পৃথিবীঞ্চ দিবঞ্চ মিত্রঃ কৃষ্টীরনিমিষম্ভিপশ্যতীতি।।২।।

ব্রুবাণঃ = প্রব্রুবাণঃ = শব্দং কুবর্বন্ (মেঘগজ্জন জন্মাইয়া), মিত্র এব ধারয়তি পৃথিবীঞ্চ দিবঞ্চ (মিত্রই পৃথিবীলোক এবং দু্যলোক ধারণ করিয়া আছেন—দাধার = ধারয়তি, পৃথিবীম্ উত দ্যাম্ = পৃথিবীঞ্চ দিবঞ্চ); মিত্রঃ কৃষ্টীঃ অনিমিষন্ অভিপশ্যতি (মিত্র মনুষ্যগণকে নিমেষ না ফেলিয়া অর্থাৎ পলকহীন নেত্রে দর্শন করিতেছেন—অনিমিষা = অনিমিষন্, অভিচষ্টে = অভিপশ্যতি)।

কৃষ্টয় ইতি মনুষ্যানাম কস্মর্বন্তো ভবন্তি বিকৃষ্টদেহা বা।।৩।।

কৃষ্টয়ঃ ইতি মনুষ্যানাম (কৃষ্টি মনুষ্যানাম—‘কৃষ্টি’ শব্দ ও ‘মনুষ্য’ শব্দ সমানার্থক) কস্মর্বন্তঃ ভবন্তি (মনুষ্য কস্মবিশিষ্ট হয়) বিকৃষ্টদেহাঃ বা (অথবা, মনুষ্য বিকৃষ্টদেহ হয়)।

১। কৃষাদিষু প্রবর্তয়তি (দুঃ), প্রযত্নং কারয়তি (স্বঃ স্বাঃ)।

২। অভিচষ্টে পশ্যতি (স্বঃ স্বাঃ)।

৩। অন্নং যাগঞ্চ জনয়ন্ (স্বঃ স্বাঃ)।

কৃষ্টিশব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। কৃষ্টি = মনুষ্য (নিঘ ২।৩)—কৃষ্ট শব্দের উত্তর অন্ত্যার্থে ‘ই’ প্রত্যয়ে কৃষ্টি শব্দ নিষ্পন্ন। কৃষ্ট শব্দের অর্থ কর্ষণ কিন্তু এখানে সামান্যতঃ কৰ্ম্মমাত্রকেই বুঝাইতেছে; মনুষ্য কৰ্ম্মবান্ বা কৰ্ম্মবিশিষ্ট অর্থাৎ সর্বদাই কৰ্ম্মরত—‘নৈব কশিচৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যাকৰ্ম্মকুৎ’ (মহা. ভা. ভী. প. ২৬।৫)। অথবা, কৃষ্ট শব্দের অর্থ বিকৃষ্টদেহ; মনুষ্যমাত্রই বিকৃষ্টদেহসম্পন্ন অর্থাৎ সকল মনুষ্যই দেহ ইচ্ছানুসারে প্রসারিত করিতে পারে, সকলেরই দেহ নানাভাবে কণ্ডুয়নাদি অভিলষিত ক্রিয়ানুষ্ঠানে সমর্থ।^১ লক্ষ্মণ স্বরূপের মতে বিকৃষ্টদেহাঃ = দীর্ঘদেহসম্পন্ন।

মিত্রায় হব্যং ঘৃতবজ্জুহোতেতি ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৪ ॥

মিত্রায় হব্যং ঘৃতবৎ জুহোত ইতি ব্যাখ্যাতম্—‘মিত্রায় হব্যং ঘৃতবৎ’ ইহার অর্থ সুস্পষ্ট, পাঠের দ্বারাই ইহার অর্থ বোধগম্য হয়, ইহা ব্যাখ্যাতবৎ—ইহার কোন ব্যাখার প্রয়োজন নাই।^২

জুহোতির্দানকৰ্ম্মা ॥ ৫ ॥

জুহোতিঃ দানকৰ্ম্মা (‘হ’ ধাতু দানার্থক)—জুহোত = প্রদান কর।

(১৪) কঃ।

কঃ কমনো বা ক্রমণো বা সুখো বা ॥ ৬ ॥

‘ক’ দেবতা; ক নামের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইতেছে। (১) কঃ কমনঃ বা কামনার্থক ‘কম্’ ধাতু হইতে ‘ক’ শব্দ নিষ্পন্ন—‘প্রজাপতিরকাময়ত’ এই শ্রুতি হইতে প্রজাপতির বহুকামত্ব অবগত হওয়া যায়; বহুকাম বলিয়াই প্রজাপতি ক (২) ক্রমণঃ বা (অথবা, পাদবিক্ষেপার্থক ‘ক্রম্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—মধ্যমস্থান দেবতা ক অর্থাৎ প্রজাপতি অন্তরিক্ষে ক্রমণ বা চলাফেরা করেন) (৩) সুখঃ বা (অথবা, ক-শব্দের অর্থ সুখ, সুখস্বরূপ বা বৃত্তিপ্রদানাদি দ্বারা সুখকর বলিয়া প্রজাপতি ক)। প্রজাপতির ‘ক’ নাম সম্বন্ধে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩।১২।১০ দ্রষ্টব্য।

তসৈষা ভবতি ॥ ৭ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্টি ‘ক’-দেবতা সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। বিবিধ কৃষ্টো বিক্ষিপ্তঃ পরিকণ্ডুয়নাদ্যভিলষিতক্রিয়ানুষ্ঠানসমর্থো দেহো যেযাম্ (স্কঃ স্বাঃ), মনুষ্যাস্ত কামকারতঃ প্রসারয়ন্ত্যঙ্গানি—স তেষাং বিকষো দেহস্য (দৃঃ)।

২। ব্যাখ্যাতং স্বনিগদব্যাখ্যাতমিত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।

স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥ ১॥

(ঋ ১০।১২।১, শুক্লযজুঃ ১৩।৪, ২৩।১, ২৫।১০)

হিরণ্যগর্ভঃ অগ্রে সমবর্ত্তত (হিরণ্যগর্ভ সর্বপ্রথমে প্রাদুর্ভূত বা প্রকট হইয়াছিলেন), জাতঃ (জন্মিবা মাত্রই) ভূতস্য একঃ পতিঃ আসীৎ (সর্বভূতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইলেন), পৃথিবীং (অন্তরিক্ষলোককে)^১ সঃ (তিনি) দ্যাম্ (দ্যুলোককে) উত ইমাং (এবং এই ভুলোককে) দাধার (ধারণ করিতেছেন), কস্মৈ দেবায় (ক অর্থাৎ প্রজাপতি বা হিরণ্যগর্ভ দেবতাকে) হবিষা বিধেম (হবিঃপ্রদান করিব)।

হিরণ্যগর্ভের অধীন বৃষ্টি এবং বৃষ্টির অধীন সর্বজগৎ; কাজেই হিরণ্যগর্ভের সমুদ্ভব সর্বপ্রথমে। কস্মৈ দেবায় = ক অর্থাৎ প্রজাপতি দেবতাকে; কস্মৈ = কায় (ক শব্দের চতুর্থীর একবচন)^২—কায় ইতি প্রাপ্তে—স্মৈ আদেশশ্চান্দসঃ (উবট)। প্রজাপতি ত্রিলোক ধারণ করেন বৃষ্টিপ্রদানের দ্বারা অন্ন এবং যজ্ঞানুষ্ঠান জন্মাইয়া।^৩

হিরণ্যগর্ভো হিরণ্যময়ো গর্ভো হিরণ্যময়ো গর্ভোহস্যেতি বা॥ ২॥

হিরণ্যগর্ভঃ = হিরণ্যময়ঃ গর্ভঃ (কর্ম্মধারয় সমাস)—এই দেবতা জ্যোতির্ময় বা বিজ্ঞানময় গর্ভ অর্থাৎ সর্বভূতের অন্তঃসঞ্চারী বা অন্তঃপ্রকাশক;^৪ অথবা, হিরণ্যগর্ভঃ = হিরণ্যময়ঃ গর্ভঃ অস্য—এই দেবতার গর্ভ বা প্রকৃতি (কারণ) হিরণ্যময় অর্থাৎ সুনির্মল বা সর্বপ্রকারবিশেষবর্জিত পরমাত্মা;^৫ যাঁহার গর্ভ বা অন্তঃসঞ্চারী দেবতা অর্থাৎ প্রাণ বা জীবাশ্মা হিরণ্যময় (জ্যোতির্ময়)—এইরূপ অর্থও করা যাইতে পারে। হিরণ্যগর্ভের সমুৎপত্তি স্বর্ণময় অণু হইতে (মন্ ১।৯ দ্রষ্টব্য)।

গর্ভো গৃভেগ্নাত্যর্থ, গিরত্যানর্থানিতি বা॥ ৩॥

গর্ভঃ (গর্ভশব্দ) গৃণাত্যর্থ [বর্ত্তমানস্য] গৃভেঃ (স্ত্যত্বার্থে বর্ত্তমান ‘গৃভ্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন) বা (অথবা) গিরতি অনর্থান্ ইতি (নিগরণার্থক ‘গৃ’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—গর্ভ অনর্থ নিগরণ বা নাশ করে)।

১। পৃথিবী = অন্তরিক্ষ (নিঘ ১।৩); পৃথিবীমিত্যন্তরিক্ষনাম দ্যাং দ্যুলোকমুতেমামিমাঞ্চ পৃথিবীম্ (ঋঃ স্বাঃ)।

২। ঋন্দহ্মী ও দুর্গাচার্য্য দ্রষ্টব্য।

৩। বৃষ্টিদ্বারেণান্নং যাগাংশ্চ জনয়ন্ (ঋঃ স্বাঃ)।

৪। হিরণ্যময়ঃ বিজ্ঞানময়ঃ গর্ভঃ সর্বভূতানাং তৎকৃতত্বাদন্তঃপ্রকাশস্য (দুঃ)।

৫। দুর্গাচার্য্য দ্রষ্টব্য।

গর্ভশব্দের অর্থ সর্বভূতের অন্তঃসঞ্চারী দেবতা অর্থাৎ প্রাণবায়ু বা জীবাত্ম—যাহা স্ততিযোগ্য এবং অনর্থ নিবারক।

যদা হি স্ত্রী গুণান্ গৃহ্নতি গুণাশ্চাস্যা গৃহ্যন্তেহথ গর্ভো ভবতি ॥ ৪ ॥

যদা হি (যখন) স্ত্রী গুণান্ গৃহ্নতি (পুরুষের শুক্ররূপ গুণ স্ত্রী গ্রহণ করে) গুণাশ্চ অস্যাঃ গৃহ্যন্তে (এবং ইহার শোণিতরূপ গুণও পুরুষবীজ অর্থাৎ শুক্রের দ্বারা—গৃহীত হয়) অথ গর্ভঃ ভবতি (তখনই গর্ভ সঞ্চার হইয়া থাকে)। অথবা, যদা হি (যখন) স্ত্রী গুণান্ গৃহ্নতি (প্রেমবশতঃ পুরুষের গুণ গ্রহণ করে অর্থাৎ তাহার গুণানুরাগিনী হয়) গুণাশ্চ অস্যাঃ গৃহ্যন্তে (পুরুষকর্তৃকও প্রেমবশতঃ ইহার গুণ গৃহীত হয়) অথ গর্ভঃ ভবতি (তখন ইতরেতরানুরাগজনিত প্রমোদে গর্ভোৎপত্তি হইয়া থাকে)।

স্ত্রী গর্ভের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে বিশেষ এই যে, ইহা গ্রহণার্থক ‘গ্রহ’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—স্ত্রী গ্রহণ করে পুরুষের শুক্র এবং শুক্র গ্রহণ করে অর্থাৎ নিজের সহিত মিশ্রিত করে স্ত্রী-শোণিত; ইহাতেই হয় গর্ভোৎপত্তি। গুণশব্দের স্বাভাবিক অর্থ গ্রহণ করিয়াও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে—স্ত্রীপুরুষ পরস্পর পরস্পরের গুণ গ্রহণ করিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরাগসম্পন্ন হয়; অনুরাগ বা প্রীতি হইতে হয় প্রমোদ, প্রমোদের ফল গর্ভোৎপত্তি।

সমভবদগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেকো বভূব, স ধারয়তি পৃথিবীঞ্চ দিবঞ্চ ॥ ৫ ॥

সমবর্ত্তত = সমভবৎ (সম্ভূত বা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন); আসীৎ = বভূব; দাধার = ধারয়তি—পৃথিবীং দ্যাম্ উত ইমাম্ = পৃথিবীঞ্চ দিবঞ্চ [উত ইমাং চ] পৃথিবী অর্থাৎ অন্তরিক্ষলোককে, দ্যুলোককে এবং এই ভুলোককে)।

কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেমতি ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৬ ॥

কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ইতি ব্যাখ্যাতম্—‘কস্মৈ দেবায়’ ইত্যাদির অর্থ সুস্পষ্ট, ইহা ব্যাখ্যাতবৎ; পাঠ করিলেই ইহার অর্থ বোধগম্য হয়—ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই।

বিধতির্দানকর্ম্মা ॥ ৭ ॥

বিধতিঃ দানকর্ম্মা (‘বিধ্’ ধাতু দানার্থক); নিঘণ্টুতে (৩।৫) ‘বিধ্’ ধাতু পরিচরণার্থক।

(১৫) সরস্বান্॥

সরস্বান্ ব্যাখ্যাতঃ॥৮॥

সরস্বান্ ব্যাখ্যাতঃ—‘সরস্বান্’ ব্যাখ্যাত হইয়াছে সরস্বতী শব্দের দ্বারা (নির্ ৯।২৬।৬ দ্রষ্টব্য); সরস্বতী শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, সরস্বান্ পুংলিঙ্গ—এইমাত্র বিশেষ।

তস্মৈষা ভবতি॥৯॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্টি ‘সরস্বান্’ দেবতার সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

যে তে সরস্বতীমূর্যো মধুমন্তো ঘৃতশচ্যতঃ।

তেভিনোহবিতা ভব।। ১।।

(ঋ ৭।৯৬।৫)

সরস্বতী (হে সরস্বতী) যে তে উর্ম্যঃ (তোমার যে উর্মি অর্থাৎ মেঘসমূহ) মধুমন্তঃ (জলবিশিষ্ট) [এবং] ঘৃতশচ্যতঃ (জলপ্রসারণ অর্থাৎ জলবর্ষণকারী) তেভিঃ (তাহাদের দ্বারা) নঃ (আমাদের) অবিতা ভব (রক্ষক হও)।

মধু এবং ঘৃত শব্দ উভয়েই জলবাচী (নিঘ ১।১২)।

ইতি সা নিগদব্যাক্যাতা।। ২।।

ইতি সা নিগদব্যাক্যাতা—এই ঋকটির অর্থ সুস্পষ্ট, পাঠের দ্বারাই বোধগম্য হয়; কাজেই ভাষ্যকার ইহার ব্যাক্য্য করিলেন না।

।। চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

(১৬) বিশ্বকর্মা।

বিশ্বকর্মা সর্বস্য কৰ্ত্তা ॥১॥

বিশ্বকর্মা সর্বস্য কৰ্ত্তা—বিশ্বকর্মা সর্বসৃষ্টি কারক।

যাহা সৃষ্ট হইয়াছে, যাহা সৃষ্ট হইতেছে এবং যাহা সৃষ্ট হইবে, সকলেরই কৰ্ত্তা বিশ্বকর্মা—
বিশ্বকরণাৎ বিশ্বকর্মা। বিশ্বকর্মা — মধ্যস্থান বায়ু; সর্ববিধ চেষ্টা বায়াত্মক বলিয়া
বিশ্বকর্মাই সর্বসৃষ্টির কৰ্ত্তা।

॥ পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

বিশ্বকর্মা বিমনা আদ্বিহায়া ধাতা বিধাতা পরমোত সংদৃক্।

তেষামিষ্টানি সমিষা মদন্তি যত্রা সপ্তঋষীন্ পর একমাঃ॥ ১॥

(ঋ ১০।৮২।২, শুরু-যজুঃ ১৭।২৬)

বিশ্বকর্মা (বিশ্বকর্মা) বিমনাঃ (বৃহৎমনাঃ—অপ্রতিহতপ্রজ্ঞান) আৎ বিহায়াঃ (এবং আকাশবৎ মহান) ধাতা (সর্বভূতস্রষ্টা) বিধাতা (স্থিতি-বিধানকর্তা) পরমোত সংদৃক্ (পরমা উত = পরমঃ উত' সংদৃক্—অর্থাৎ সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বভূতের প্রকৃষ্ট অবলোকনকর্তা); তেষাম্ (ভূতনিবহের মধ্যে) [যানি] ইষ্টানি (যাহারা বিশ্বকর্মার প্রিয়) [তানি] (তাহারা) সম্ ইষা মদন্তি (ইষা সংমদন্তি—আদিত্যমণ্ডলস্থ উদকের সহিত প্রমুদিত হয় অর্থাৎ আনন্দ সহকারে বিচরণ করে—অর্থাৎ একত্ব প্রাপ্ত হয়),^১ যত্রা (যত্র—যে আদিত্যমণ্ডলে) সপ্ত ঋষীন্ = পরঃ [উদকমণ্ডলং চ] (সপ্তঋষয়ঃ পরঃ উদকমণ্ডলং চ—সপ্তসংখ্যক ঋষি অর্থাৎ রশ্মি, অধিদেবতা আদিত্য এবং উদকমণ্ডল, এই সকলকে)^২ একম্ আঃ (তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এক অর্থাৎ বিশ্বকর্মার সহিত অভিন্ন বলিয়া অভিহিত করেন)।^৩

বিশ্বকর্মা বিভূতমনা ব্যাপ্তা ধাতা বিধাতা চ পরমশ্চ সন্দ্রষ্টা ভূতানাম্, তেষামিষ্টানি বা কান্তানি বা, ক্রান্তানি বা, গতানি বা মতানি বা নতানি বাস্তিঃ সহ সম্মোদন্তে॥ ২॥

বিমনাঃ^৪ = বিভূতমনাঃ (বৃহৎমনাঃ বিশ্বভূতমনাঃ—যাঁহার মন বিভূত বা বৃহৎ, সমস্ত বিশ্বই যাঁহার মনঃস্বরূপ অর্থাৎ যিনি অপ্রতিহতপ্রজ্ঞান), বিহায়াঃ = ব্যাপ্তা অর্থাৎ ব্যাপক^৫ বা মহান; পরমোত সন্দৃক্ = পরমশ্চ সন্দ্রষ্টা ভূতানাম্ (সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্বভূতের সম্যক অবলোকয়িতা)। তেষাং [ভূতানাং মধ্যে] (সেই ভূতসমূহের মধ্যে) ইষ্টানি (যাঁহার

১। পরমঃ সর্বোভ্য উৎকৃষ্ট বিভক্তেরাকারঃ (উবট)।

২। আদিত্যস্য পূর্বস্থিতেনোদকেন সহ সমিষা মদন্তি সহ মোদন্তে একীভবন্তি (ঋঃ স্বাঃ)।

৩। যত্র যন্মিরাদিত্যমণ্ডলে সপ্তঋষীন্ ঋষিশব্দেনাত্র দর্শনাত্মকায় উচ্যন্তে, প্রথমার্থে দ্বিতীয়া, সপ্তসংখ্যাকা ঋষয়ো রশ্ময়ঃ পরঃ পরশ্চাধিষ্ঠাতা আদিত্যঃ, তন্মৈতৎ সর্বমুদকমণ্ডলং রশ্মীন্ পরঞ্চাদিত্যমেকম-বিভক্তমাঃ (ঋঃ স্বাঃ); সপ্তঃঋষীন্—সম্মুখাব 'স্বাত্যকঃ' (পাঃ ৬।১।১২৮) সূত্রানুসারে।

৪। মহীধরের ব্যাখ্যা—পরেণ বিশ্বকর্মাণা সহ একমাঃ একীভূতান্ বুধা বদন্তি।

৫। বিশিষ্টঃ মনো यस্য স তথা বিভূতমনাঃ সর্বকর্মাঃ ইত্যর্থঃ (মহীধর)।

৬। নভোবদ্ ব্যাপকঃ (মহীধর)।

বিশ্বকর্মার প্রিয়)—ইষ্টানি = প্রিয়ানি; অথবা—ইষ্টানি = কান্তানি (যাঁহারা বিশ্বকর্মার অভীক্ষিত) অথবা—ইষ্টানি = ক্রান্তানি (যাঁহারা ক্রান্ত অর্থাৎ দয়াদাক্ষিণ্যাদিগুণে অন্যকে অতিক্রম করিয়াছেন), অথবা ইষ্টানি = গতানি (যাঁহারা পরমাত্মসংগত), অথবা—ইষ্টানি = মতানি (অভিমতানি—যাঁহারা দানদমদয়াদিগুণ নিবন্ধন পরমেশ্বরের অভিমত) অথবা—ইষ্টানি = নতানি (যাঁহারা ভক্তিনত—উপাসনাদি দ্বারা যাঁহারা দূরিত ক্ষয় করিয়াছেন) [তাঁহারা] সমিষা মদন্তি (সম্ ইষা মদন্তি—ইষা সংমদন্তি = অঙ্টিঃ সহ সম্মোদন্তে—আদিত্য-মণ্ডলস্থ উদকের সহিত আনন্দে বিচরণ করেন; ইষা = অঙ্টিঃ,^১ সংমদন্তি = সম্মোদন্তে)।

বিশ্বকর্মা যাঁহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন তাঁহারা মুক্তিলাভ করেন, ভক্তগণই তাঁহার দৃষ্টির বিষয়ীভূত; ভক্তিসহকারে বিশ্বকর্মা স্তুত—ইহাই তাৎপর্য।

যত্রৈতানি সপ্ত ঋষীগানি জ্যোতীংষি তেভ্যঃ পর আদিত্যঃ,
তান্যেতস্মিন্নেকং ভবন্তি ॥ ৩ ॥

যত্র এতানি সপ্ত ঋষীগানি জ্যোতীংষি (যত্র আদিত্যমণ্ডলে এই রসাকর্ষক অথবা দ্রষ্টৃভূত^২ সপ্তজ্যোতি অর্থাৎ রশ্মি) তেভ্যঃ পরঃ আদিত্যঃ (তাহাদের পরস্থিত দেবতা আদিত্য)—তানি (এই সমস্ত) এতস্মিন্ একং ভবন্তি (এই বিশ্বকর্মাতে এক অর্থাৎ অবিনষ্ট হয়—বিশ্বকর্মার সহিত ইহারা একীভূত হয়); সপ্ত ঋষীন্ = সপ্ত ঋষীগানি জ্যোতীংষি; ঋষি (দ্রষ্টা) শব্দের নপুংসক লিঙ্গের রূপ ঋষীগ।

আদিত্যমণ্ডলে সপ্তরশ্মি এবং তৎপর অর্থাৎ তদপেক্ষায় সূক্ষ্ম আদিত্য দেবতা বিশ্বকর্মার সহিত একীভূত হইয়া অবস্থান করেন।

ইত্যধিদৈবকম্ ॥ ৪ ॥

ইতি অধিদৈবকম্—ইহা অধিদৈবত; মন্ত্রের এই যে ব্যাখ্যা করা হইল, ইহা দেবতাধিকারে অর্থাৎ বিশ্বকর্মার দেবতাত্ব স্বীকার করিয়া।

অথাধ্যাত্মম্ ॥ ৫ ॥

অথ অধ্যাত্মম্—তৎপরে অধ্যাত্ম; মন্ত্রের এখন যে ব্যাখ্যা করা হইবে তাহা আত্মাধিকারে অর্থাৎ ‘বিশ্বকর্মা আত্মা’ ইহা স্বীকার করিয়া।

বিশ্বকর্মা বিভূতমনা ব্যাপ্তা ধাতা চ বিধাতা চ পরমশ্চ সন্দর্শয়িতেন্দ্রিয়ানাম্ ॥ ৬ ॥

বিশ্বকর্মা (পরমাত্মা) বিমনাঃ = বিভূতমনাঃ (জ্ঞানস্বরূপ—সর্বপ্রজ্ঞান) আং বিহায়াঃ = অপি চ ব্যাপ্তা (এবং সর্বব্যাপক), ধাতা চ বিধাতা চ (স্রষ্টা এবং বিধাতা

১। উবট এবং মহীধরের মতে ইষা = অন্নেন; নিষণ্টুতেও ‘ইষ্’ শব্দ অল্পবাচী।

২। যত্র এতানি সপ্তর্ষীগানি রসানামাকর্ষণানি দ্রষ্টৃণি বা রশ্মীন (দৃঃ)।

অর্থাৎ বিশেষরূপে ধারয়িতা) পরমশ্চ (এবং উৎকৃষ্ট) সন্দর্শয়িতা ইন্দ্রিয়ানাং (ইন্দ্রিয়-সমূহের যে বিষয়দর্শন তৎকর্তা—ইন্দ্রিয়কর্তৃক বিষয়ের যে সম্যক্ জ্ঞান হয় তাহা আত্মার অধীন)।

এষামিষ্টানি বা কান্তানি বা ক্রান্তানি বা গতানি বা মতানি বা নতানি বামেন সহ সম্বোধন্যে ॥ ৭ ॥

এষাম্ (এই ইন্দ্রিয়সমূহের) ইষ্টানি (অভীক্ষিত শব্দস্পর্শাদি এবং সুখাদি বিষয়) অমেন সহ (অমের অর্থাৎ অন্নভূত যোগ্য শরীরের সহিত)^১ সম্বোধন্যে (সংমুদিত হয়—আনন্দে বিচরণ করে অর্থাৎ একীভূত হয়)।

ইষ্ট শব্দটি 'ইষ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; 'ইষ্' ধাতুর অর্থ ইচ্ছা এবং গতি—ইচ্ছার্থক 'ইষ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ইষ্ট-শব্দের অর্থ প্রকাশ করিতেছে কান্ত এবং মত শব্দ এবং গতার্থক 'ইষ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ইষ্ট শব্দের অর্থ প্রকাশ করিতেছে ক্রান্ত, গত এবং নত শব্দ। ইন্দ্রিয়ের অভীক্ষিত বা ইন্দ্রিয়গত শব্দ স্পর্শ সুখ প্রভৃতি বিষয় অন্নরসভূত শরীরের সহিত প্রমুদিত বা একত্ব প্রাপ্ত হয়। ইষা = অমেন (নিঘ ২।৭ দ্রষ্টব্য)।

যত্রোমানি সপ্ত ঋষীগানীন্দ্রিয়াণ্যেভ্যঃ পর আত্মা, তান্যেতস্মিন্নেকং ভবন্তীত্যাত্মগতিমাচষ্টে ॥ ৮ ॥

যত্র (যথায় অর্থাৎ যে ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞক জীবাত্মায়)^২ ইমানি সপ্ত ঋষীগানি ইন্দ্রিয়ানি (অর্থ প্রকাশক এই সপ্তসংখ্যক ইন্দ্রিয়) এভ্যঃ পরঃ আত্মা (ইন্দ্রিয়সমূহের পরস্থিত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে সূক্ষ্ম বুদ্ধি)—তানি (ইহারা—মন বুদ্ধি এবং জীবাত্মা) এতস্মিন্ (ইহাতে অর্থাৎ বিশ্বকর্মা—পরমাত্মাতে) একং ভবন্তি (একীভূত হয়); ইতি আত্মগতিম্ আচষ্টে (এইভাবে জীবাত্মার গতি বলিতেছেন)।

বিশ্বকর্মা পরমাত্মা অবিকার—ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি ক্ষেত্রজ্ঞ এতৎসমস্তই তাহার বিকার, তিনিই এই সমস্তের কারণ ব্রহ্মবিদগণ জগৎকে পরমাত্মা হইতে অবিভক্ত বা অভিন্ন বলিয়াই মনে করেন।^৩ জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে অবিভক্ত বা অভিন্ন—এই উক্তির দ্বারা জীবাত্মার গতি (course) বর্ণিত হইল। আত্মগতি শব্দের অর্থ স্কন্দস্বামী করিয়াছেন আত্মাবগমন (নির্ ১২।৩৮ দ্রষ্টব্য)।

১। ইষা অন্নভূতেন শরীরেণ যোগ্যেনেত্যভিপ্রায়ঃ (স্বঃ স্বাঃ)।

২। যত্র ক্ষেত্রজ্ঞে (স্বঃ স্বাঃ), যত্র বুদ্ধৌ (দুঃ)।

৩। জগতঃ কারণভূতঃ পরমাত্মা অবিকারঃ ক্ষেত্রজ্ঞস্য তদ্বিকারত্বাৎ তদেকমাংশঃ, তচ্চৈতৎসর্বম-বিভক্তমাংশব্রহ্মবিদঃ (স্বঃ স্বাঃ)।

তত্রৈতিহাসমাচক্ষতে—বিশ্বকৰ্ম্মা ভৌবনঃ সৰ্ব্বমেধে সৰ্ব্বাণি ভূতানি জুহবাঞ্চকার। স আত্মানমপ্যন্ততো জুহবাঞ্চকার। তদভিবাদিন্যোষৰ্গ্ ভবতি—‘য ইমা বিশ্বা ভুবনানি জুহুং’ (ঋ ১০।৮১।১, শুক্ল-যজুঃ ১৭।১৭) ইতি॥ ৯॥

তত্র ইতিহাসম্ আচক্ষতে (আত্মবিদগ্গণ এই বিষয়ে ইতিহাস বলিয়া থাকেন); ভৌবনঃ বিশ্বকৰ্ম্মা (ভুবনপুত্র বিশ্বকৰ্ম্মা) সৰ্ব্বমেধে (সৰ্ব্বমেধ যজ্ঞে) সৰ্ব্বাণি ভূতানি জুহবাঞ্চকার (সৰ্ব্বভূত আহুতিরূপে প্রদান করিয়াছিলেন) অন্ততঃ (সৰ্ব্বশেষে) স আত্মানম্ অপি জুহবাঞ্চকার (তিনি নিজেকেও আহুতি দিয়াছিলেন); তদভিবাদিনী এষা ঋক্ ভবতি (তদর্থপ্রকাশক এই ঋক্টী হইতেছে)—স ইমা বিশ্বা ভুবনানি জুহুং (তিনি এই বিশ্ব ভুবনকে অর্থাৎ ভূত নিবহকে আহুতি প্রদান করিয়া)।^১

তস্যোত্তরা ভূয়সে নিৰ্বচনায়॥ ১০॥

উত্তরা (পরবর্তী ঋক্টী) তস্য ভূয়সা নিৰ্বচনায় (এতদর্থের প্রভূত বা অধিকতর স্পষ্ট নিৰ্বচনের নিমিত্ত হইতেছে)।

যে ঋক্টী পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত হইতেছে তাহাতে এই বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত হইবে।

॥ ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত॥

১। জুহুং সংহরন্ সন (মহীধর) যথাসাশ্রমমৌ প্রক্ষিপন্ (স্কঃ স্বাঃ); উবটের মতে—সৰ্ব্বভূতকে আত্ম-স্বরূপে দর্শন করিয়া (সৰ্ব্বাণি ভূতজাতানি আত্মনি জুহুং আত্মত্বেন পশ্যন্)।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

বিশ্বকর্মন্ হবিষা বাব্ধানঃ স্বয়ং যজস্ব পৃথিবীমুত দ্যাম্।

মুহ্যন্ত্বন্যো অভিতো জনাস্^১ ইহাস্মাকং মঘবা সূরিরস্তু॥১॥

(ঋ ১০।৮১।৬, শুক্ল-যজুঃ ১৭।২২)

বিশ্বকর্মন্ (হে বিশ্বকর্মন্) হবিষা বাব্ধানঃ (নিজেকে হবির দ্বারা বর্দ্ধিত করিয়া অর্থাৎ সংহৃষ্ট হইয়া) পৃথিবীম্ উত দ্যাম্ (পৃথিবীলোক এবং দ্যুলোককে) স্বয়ং যজস্ব (নিজে যজন কর অর্থাৎ আছতিরূপে প্রক্ষিপ্ত কর) অন্যো অভিতঃ জনাসঃ (চতুর্দিকের শত্রুভূত জনসমূহ) মুহ্যন্ত্ব (মোহপ্রাপ্ত হউক), সূরিঃ (প্রজ্ঞাবান্ অর্থাৎ অপ্রতিহতজ্ঞান) মঘবা (ইন্দ্র) ইহ (এই যজ্ঞে) অস্মাকং অস্তু (আমাদের হউন); অথবা, মঘবা (ইন্দ্র) ইহ (এই যজ্ঞে) অস্মাকং সূরিঃ অস্তু (আমাদের পণ্ডিত অর্থাৎ আত্মজ্ঞানোপদেশ্তা হউন)।^২

পৃথিবীম্ উত দ্যাম্—পৃথিবীলোক এবং দ্যুলোককে অর্থাৎ এতদুভয়লোকাশ্রিত ভূতসমূহকে।^৩

বিশ্বকর্মন্ হবিষা বর্দ্ধয়মানঃ স্বয়ং যজস্ব পৃথিবীঞ্চ দিবঞ্চ মুহ্যন্ত্বন্যো অভিতো জনাঃ সপত্নাঃ, ইহাস্মাকং মঘবা সূরিরস্তু প্রজ্ঞাতা॥২॥

বাব্ধানঃ = বর্দ্ধয়মানঃ (নিজেকে বর্দ্ধিত করিয়া অর্থাৎ সজ্জাতহর্ব হইয়া);^৪ পৃথিবীম্ উত দ্যাম্ = পৃথিবীঞ্চ দিবঞ্চ (পৃথিবীলোক এবং দ্যুলোককে); অন্যো অভিতঃ জনাসঃ = অন্যো অভিতঃ জনাঃ সপত্নাঃ (চতুর্দিকের অন্য জনসমূহ অর্থাৎ শত্রুসমূহ); সূরিঃ = প্রজ্ঞাতা (প্রকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্ন অর্থাৎ সর্বত্র অপ্রতিহতপ্রজ্ঞান)।

(১৭) তার্ক্যঃ।

তার্ক্যত্বস্তা ব্যাখ্যাতঃ॥৩॥

তার্ক্যঃ ত্বস্তা ব্যাখ্যাতঃ (তার্ক্য শব্দ ত্বস্ত শব্দের দ্বারাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

তার্ক্য = ত্বস্তা; ত্বস্ত শব্দের নির্বচন ও অর্থ সম্বন্ধে নিরূ ৮।১৩।৩ এবং নিরূ ৮।১৪।৩-৪ দ্রষ্টব্য)।

১। শুক্ল-যজুর্বেদের পাঠ 'সপত্নাঃ'।

২। সূরিঃ পণ্ডিতঃ অস্তু আত্মজ্ঞানোপদেশকঃ (উবট এবং মহীধর)।

৩। পৃথিবীং পৃথিব্যাশ্রয়াণি ভূতানি উত দ্যামপি চ দ্যুলোকাশ্রয়াণি ভূতানি (উবট)।

৪। বর্দ্ধয়মানঃ উপজাতহর্বঃ সন্ (উবট)।

তীর্ণে অন্তরিক্ষে ক্ষিয়তি, তূর্ণমর্থং ক্ষরিতি^১, অশ্মোতেৰ্বা ॥ ৪ ॥

বা (অথবা), তাক্ষ্য শব্দ (১) 'তৃ' ধাতু—যাহা হইতে তীর্ণ শব্দ হইয়াছে এবং নিবাসার্থক 'ক্ষি' ধাতুর যোগে নিষ্পন্ন (বিস্তৃত অন্তরিক্ষে নিবসতি করে) (২) 'ত্বর্' ধাতু—যাহা হইতে তূর্ণ শব্দ হইয়াছে এবং ক্ষরণার্থক 'ক্ষর্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন (শীঘ্র শীঘ্র জলাখ্য পদার্থ ক্ষরিত করে)^২ (৩) 'ত্বর্' ধাতু এবং ব্যাপ্ত্যর্থক 'অশ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন (ত্বরায় ব্যাপনীয় পদার্থ ব্যাপ্ত করে—তম ব্যাপ্ত করে)^৩

তসৌষা ভবতি ॥ ৫ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্টি উদ্ধৃত হইতেছে তাহা তাক্ষ্যসম্বন্ধে)।

॥ সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। অনেক পুস্তকেই 'রক্ষতি' পাঠ দৃষ্ট হয়, দুর্গাচার্য্যও রক্ষতি পাঠই স্বীকার করিয়াছেন। ঋন্দস্বামি সম্মত পাঠ ক্ষরিতি; এই পাঠই ভাল বলিয়া মনে হয়।

২। তূর্ণং বার্থমুদকাখ্যাং ক্ষরিত (ক্ষঃ স্বাঃ)।

৩। অশ্মতে বা তমঃ (দেবরাজযজ্ঞ)।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

তাম্বু বাজিনং দেবজুতং সহাবানং তরুতারং রথানাম্।

অরিষ্টনেমিং প্তনাজমাশুং স্বস্তয়ে তার্ক্যমিহা হ্বেম ॥ ১ ॥

(ঋ ১০।১৭৮।১)

সুবাজিনং (প্রভূত অন্নশালী) দেবজুতং (দেবগত অর্থাৎ দেবগণের দ্বারা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিজ্ঞাত^১ অথবা দেবগণের সহিত প্রীতিসম্পন্ন) সহাবানং (বলবান্) রথানং (গতিশীল ভূতসমূহের) তরুতারং (তারয়িতা অর্থাৎ পরিচালক) অরিষ্টনেমিং (অহিংসিতবজ্র বা অপ্রতিহতবজ্র) প্তনাজম্ (প্তনা অর্থাৎ সেনা বা সংগ্রামসমূহের জেতা) আশুং (শীঘ্রগামী) ত্যং (সেই) তার্ক্যকে স্বস্তয়ে (কল্যাণকামনায়) ইহা (ইহ—এইস্থলে—যজ্ঞে) হ্বেম (আহ্বান করিতেছি)।

তং ভৃশমন্নবস্তম, জুতিগতিঃ প্রীতির্বা, দেবজুতং দেবগতং দেবপ্রীতিং বা ॥ ২ ॥

ত্যাং = তম্; সুবাজিনং = ভৃশমন্নবস্তম্ (প্রভূত অন্নসম্পন্ন—বাজ শব্দের অর্থ অন্ন—নিঘ ২।৭); দেবজুতং = দেবগতম্ (দেবগণের দ্বারা জ্ঞাত—শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিজ্ঞাত) বা (অথবা) দেবজুতং = দেবপ্রীতম্ (দেবগণের সহিত প্রীতিসম্পন্ন)—জুতিঃ গতিঃ প্রীতির্বা (জুতি শব্দের অর্থ গতি অথবা প্রীতি; কাজেই, জুত = গত অথবা প্রীত)।

সহস্বস্তং তারয়িতারং রথানাম্ অরিষ্টনেমিং প্তনাজিতমাশুং স্বস্তয়ে তার্ক্যমিহ হ্বেম ॥ ৩ ॥

সহাবানং = সহস্বস্তম্^২ (বলবান্—‘সহস্’ শব্দের অর্থ বল—নিঘ ২।৯); তারয়িতারম্, রথানাম্ (রথ অর্থাৎ গমনশীল ভূতসমূহের পরিচালয়িতা)।^৩ প্তনাজং = প্তনাজিতম্ (প্তনাজিৎ অর্থাৎ সেনা বা সংগ্রামসমূহের বিজেতা);^৪ হ্বেম = হ্বেম (আহ্বান করিতেছি)।^৫

কমন্যং মধ্যমাদেবমবক্ষ্যৎ ॥ ৪ ॥

কম্ অন্যং মধ্যমাৎ (মধ্যমব্যতিরিক্ত আর কাহাকে) এবম্ অবক্ষ্যৎ (ঋষি এইরূপ বলিতে পারেন)?

১। দৈবৈর্গতং, পরঞ্জন জ্ঞাতং বা পরোহয়মস্মাকমিতি (দৃঃ)।

২। সহো বলং তেন তদ্বস্তম্ (দৃঃ)।

৩। রথানাং রংহিভূগাং ভূতানাং গতিমতাং গময়িতার মতার্থঃ (দৃঃ)।

৪। প্তনা + জি + ড; প্তনানাং সংগ্রামাণাং জেতারম্ (ঋঃ ষাঃ)।

৫। আহ্বামহে (দৃঃ)।

অসামান্য বলবত্তা মধ্যস্থান-দেবতার লক্ষণ; মধ্যস্থান-দেবতা সকল প্রকারের সাহসিক কৰ্ম্ম করিয়া থাকেন। তার্ক্য ঈদৃশ গুণবিশিষ্ট বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন—কাজেই তিনি মধ্যম বা মধ্যস্থান-দেবতা।

তস্মৈষাপরা ভবতি ॥ ৫ ॥

তস্য এষা অপরা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে অপর একটি ঋক্ যে উদ্ধৃত হইতেছে, তাহাও এই তার্ক্যদেবতা সম্বন্ধে)।

॥ অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সদ্যচ্চিদ্যঃ শবসা পঞ্চকৃষ্ণীঃ সূর্য্য ইব জ্যোতিষাপস্ততান।

সহস্রসাঃ শতসা অস্য রংহির্ন স্মা বরন্তে যুবতিং ন শর্য্যাম্॥ ১॥

(ঋ ১০।১৭৮।৩)

[তাক্ষ্যদেবতা] সদ্যঃ চিৎ (মাত্র অতীতকালে নহে, বর্তমানকালেও)^১, যঃ (যিনি) শবসা (বলের দ্বারা) পঞ্চকৃষ্ণীঃ [প্রতি] (নিষাদপঞ্চম পঞ্চ মনুষ্যজাতির প্রতি) অপঃ ততান (বৃষ্টিবারি বিস্তারিত—বিকীর্ণ বা পাতিত করেন), সূর্য্য ইব জ্যোতিষা (সূর্য্যঃ ইব জ্যোতিঃ^২—সূর্য্য যেরূপ জ্যোতি বিস্তার বা বিকিরণ করেন); অস্য রংহিঃ (ইহার গতি) সহস্রসাঃ শতসাঃ (শতসংখ্যক, সহস্রসংখ্যক মেঘের ভজনা করে), ন স্মা^৩ বরন্তে (কেহই এই গতি প্রতিরোধ করিতে পারেনা)—যুবতিং ন শর্য্যাম্ (লক্ষ্যের অর্থাৎ শত্রু-শরীরের সহিত মিশ্রণোন্মুখ শরময়ী ইষুর ন্যায়)।

সহস্রসাঃ শতসাঃ—সহস্র এবং শত শব্দপূর্ব্বক সম্ভজন্যার্থক ‘সন্’ ধাতুর উত্তর বিট প্রত্যয়ে সহস্রসন্ শতসন্ (পাঃ ৩।২।৬৭)—তৎপরে পাঃ ৬।৪।৪১ সূত্রানুসারে অন্ত্য ‘ন্’ স্থানে আকার; সহস্রসা ও শতসা শব্দ বিশ্বপা শব্দের ন্যায়—প্রথমার একবচনে (রংহিঃ পদের বিশেষণ) সহস্রসাঃ, শতসাঃ। অর্থ—সহস্রসংখ্যক এবং শতসংখ্যক অর্থাৎ অসংখ্য মেঘ খণ্ডের সংভুক্তী; মধ্যমদেবতা তাক্ষ্যের গতি অসংখ্য মেঘখণ্ডের সহিত সম্পৃক্ত—অসংখ্য মেঘখণ্ড বিদীর্ণ করিয়াই তাক্ষ্য পৃথিবীতে সর্ব্ব মনুষ্যজাতির প্রতি বৃষ্টিধারা প্রেরণ করেন। যুবতিং ন শর্য্যাম্—‘ন’ ইবার্থে; যুবতি ইষুর ন্যায়—যুবতি শব্দ মিশ্রণার্থক ‘যু’ ধাতু হইতে নিপ্পন্ন; শর্য্য অর্থাৎ শরবিকার ইষু যেরূপ লক্ষ্যভূত শত্রুশরীরের সহিত মিশ্রণোন্মুখ হইলে অথবা বলবান্ ধনুস্মান্ কর্তৃক নিষ্কিপ্ত হইয়া আকাশ প্রদেশের সহিত নিজেকে মিশ্রিত করিলে কেহই তাহাকে প্রতিরোধ করিতে পারে না, সেইরূপ তাক্ষ্যের গতিও কেহই প্রতিরোধ করিতে পারে না।

সদ্যোহপি যঃ শবসা বলেন তনোত্যপঃ সূর্য্য ইব জ্যোতিষা, পঞ্চ মনুষ্যজাতানি, সহস্রসানিনী শতসানিন্যস্য গতিঃ, ন স্মৈনাং বারয়ন্তি, প্রযুবতীমিব শরময়ীমিষুম্॥ ২॥

সদ্যঃ চিৎ = সদ্যঃ অপি (বর্তমান সময়েও, কেবল যে অতীতে তাহা নহে); যঃ শবসা বলেন (যে তাক্ষ্য শবঃ অর্থাৎ বলের দ্বারা—‘শবস্’ শব্দ বলবাচী, নিঘ ২।৯);

১। সদ্যোহপি বর্তমানকালে ন পুরৈব কেবলম্ (ঋঃ ষাঃ)।

২। দ্বিতীয়ার্থে তৃতীয়া যথা সূর্য্যস্য জ্যোতিঃ সর্ব্বত্র তনুয়াত্ত্বৎ (ঋঃ ষাঃ)।

৩। স্মা = স্ম (পাদপূরণার্থক)—দীর্ঘ ছান্দস।

অপঃ ততান = অপঃ তনোতি (জলধারা বিস্তারিত বা পাতিত করেন) সূর্য্য ইব জ্যোতিষা (সূর্য্যঃ ইব জ্যোতিঃ—সূর্য্য যেরূপ জ্যোতি বিস্তার বা বিকিরণ করেন); পঞ্চকৃষ্টিঃ = পঞ্চ মনুষ্যজাতানি [প্রতি] (পঞ্চবিধ মনুষ্যগণের অভিমুখে; মনুষ্যগণ পাঁচভাগে বিভক্ত— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং পঞ্চম নিষাদ), সহস্রসাঃ শতসাঃ অস্য রংহিঃ = সহস্র সানিনী শতসানিনী অস্য গতিঃ (সহস্রসাঃ = সহস্রসানিনী, শতসাঃ = শতসানিনী—শত শত সহস্র সহস্র মেঘখণ্ডের সংভজনাকারিণী অর্থাৎ অসংখ্য মেঘখণ্ডের সহিত মিলিত হইয়া তদ্বিদারণকারিণী; রংহিঃ = গতিঃ—‘রংহ্’ ধাতু গত্যর্থক—নিঘ ২।১৪); ন স্মা বরন্তে = ন স্ম এনাং বারয়ন্তি (এই গতিকে কেহই বারণ বা প্রতিরোধ করিতে পারে না—বরন্তে = বারয়ন্তি); যুবতিং ন শর্যাং = প্রযুবতীম্ ইব শরময়ীম্ ইষুম্ (প্রকৃষ্টমিশ্রণসম্পন্না শরময়ী বা শরবিকার ইষুর ন্যায়; যুবতিং = প্রযুবতীম্—মিশ্রণার্থক ‘যু’ ধাতুর শত্ৰুপ্রত্যয়ের রূপ, ন = ইব, শর্যাং = শরময়ীম্ ইষুম্)।

(১৮) মন্যুঃ।

মন্যূর্মন্যতেদীপ্তিকর্মণঃ ক্রোধকর্মণো বধকর্মণো বা; মন্যন্ত্যস্মাদিষবঃ॥৩॥

মন্যুঃ মন্যতেঃ দীপ্তিকর্মণঃ ক্রোধকর্মণঃ বধকর্মণঃ বা (মন্যু শব্দ দীপ্ত্যর্থক, ক্রোধার্থক অথবা বধার্থক ‘মন্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন); অস্মাং (এই মন্যুদেবতা হইতে প্রেরিত) ইষবঃ (ইষুসমূহ) মন্যন্তি (দীপ্তি পায়, ক্রুদ্ধ বা প্রচণ্ড হয়, বধসাধন করে)।

‘মন্’ ধাতুর উত্তর যুচ প্রত্যয়ে মন্যু শব্দ নিষ্পন্ন (উ ৩০০); ‘মন্’ ধাতু ধাতুপাঠে জ্ঞানার্থক এবং আত্মনেপদ। মন্যন্তি অস্মাং ইষবঃ—ইহা দ্বারা মন্যু শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইতেছে বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু ইহার সুসঙ্গত অর্থ হয় না; ‘মন্যুং তস্মাদিষবঃ’, ‘মনুং তস্মাদিষবঃ’ এবং ‘মন্যুং তস্মাদিষবঃ’—এইরূপ পাঠান্তরও পরিদৃষ্ট হয়। কোন পাঠই ভাল বলিয়া মনে হয় না। মন্যু মধ্যম (মধ্যস্থান-দেবতা) বলিয়া বলবান্; কাজেই দীপ্ত্যর্থক বা বধার্থক ধাতু হইতে ইহার নিষ্পত্তি প্রদর্শন সুসঙ্গত।

তস্মৈষা ভবতি॥৪॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্টি মন্যুদেবতা সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ত্বয়া মন্যো সরথমারুজন্তো হর্ষমাণাসোহধ্বিতা মরুত্বঃ।

তিগ্বেষব আয়ুধা সংশিশানা অভি প্র যন্ত নরো অগ্নিরূপাঃ॥ ১॥

(ঋ ১০।৮৪।১)

মন্যো (হে মন্যো) মরুত্বঃ (হে মরুত্বন^১—হে মরুদগণ সমন্বিত) ত্বয়া (তোমার সহিত) সরথম্ (এক রথে) আ (আরুহ্য—আরোহণ পূর্বক) রুজন্তঃ (শত্রুর পরাভব সাধন করিয়া) হর্ষমাণাসঃ (আত্মাদিত) অধ্বিতাঃ (শত্রুকর্তৃক অনভিভূত—দুর্দ্বর্ষ) তিগ্বেষবঃ (তীক্ষ্ণবাণ) অগ্নিরূপাঃ নরঃ (অগ্নিমূর্তি নৃসমূহ অর্থাৎ আমাদের পক্ষীয় যোদ্ধগণ)^২ আয়ুধাঃ সংশিশানাঃ (খড়্গাদি আয়ুধসমূহ শাণিত করিতে করিতে) অভিপ্রযন্ত (শত্রুর অভিমুখে প্রয়াণ করুক)।

ত্বয়া মন্যো সরথমারুহ্য রুজন্তো হর্ষমাণাসোহধ্বিতা মরুত্বন্তিগ্বেষব আয়ুধানি সংশিশ্যমানা অভিপ্রযন্ত নরো অগ্নিরূপা অগ্নিকর্মাণঃ সমদ্বাঃ কবচিন ইতি বা॥ ২॥

ত্বয়া মন্যো সরথম্ আ = আরুহ্য (হে মন্যো তোমার সহিত সমানরথে অর্থাৎ একই রথে আরোহণ পূর্বক) রুজন্তঃ হর্ষমাণাসঃ অধ্বিতাঃ মরুত্বঃ তিগ্বেষবঃ আয়ুধাঃ = আয়ুধানি সংশিশ্যানাঃ^৩ = সংশিশ্যমানাঃ নরঃ অভিপ্রযন্ত (হে মরুত্বন, শত্রুগণকে ক্লিষ্ট করিয়া হস্ত এবং অনাধ্বিত অর্থাৎ দুর্দ্বর্ষ—শত্রুকর্তৃক অনভিভূত তীক্ষ্ণবাণ নরগণ অর্থাৎ আমাদের পক্ষের যোদ্ধবর্গ আয়ুধসমূহ শাণিত করিতে করিতে শত্রুগণের অভিমুখে প্রয়াণ করুক); অগ্নিরূপাঃ = অগ্নিকর্মাণঃ (অগ্নিতুল্যকর্ম্মবিশিষ্ট—অগ্নির ন্যায় সমূলবিনাশে সমর্থ); সমদ্বাঃ কবচিনঃ ইতি বা (অথবা, অগ্নিরূপাঃ = সমদ্বাঃ কবচিনঃ—যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত এবং বর্ম্মপরিহিত; যুদ্ধসজ্জায় এবং কবচে অগ্নির ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্ট)।

১। মরুত্বানিভ্রুতস্য সোধনম্ (ঋঃ স্বাঃ)।

২। নরঃ নরাঃ অস্বানুয্যাঃ যোধ্যাঃ (দুঃ)।

৩। তীক্ষ্ণীকরণার্থক 'শো' ধাতুর পদ।

(১৯) দধিক্রাঃ।

দধিক্রা ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৩ ॥

দধিক্রাঃ ব্যাখ্যাতঃ (‘দধিক্রা’ শব্দের ব্যাখ্যা পূর্বে করা হইয়াছে—নির্ ২।২৭ দ্রষ্টব্য)।^১

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৪ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী ‘দধিক্রা’ দেবতা সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ ত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। অশ্বরূপী অগ্নির নাম দধিক্রা—সায়ণ। আমি অশ্বের রূপ ধরিয়া অসুরদিগকে বিনাশ করিয়াছিলাম—ঐ. ব্রা. ৫।১৫।৫। “Dadhikrā or Dadhikrāvan...the sun under the type of a horse”. (Wilson)—রমেশচন্দ্র।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আ দধিঞাঃ শবসা পঞ্চকৃষ্ণীঃ সূর্য্য ইব জ্যোতিষাপস্ততান।

সহস্রসাঃ শতসা বাজ্যর্বা পৃণক্তু মধ্বা সমিমা বচাংসি॥ ১॥

(ঋ ৪।৩৮।১০)

দধিঞাঃ (দধিঞাদেবতা) শবসা (বলের দ্বারা) পঞ্চকৃষ্ণীঃ [প্রতি] (নিষাদপঞ্চম পঞ্চ মনুষ্যজাতির প্রতি) অপঃ আততান (বৃষ্টিবারি বিস্তারিত—বিকীর্ণ বা পাতিত করেন), সূর্য্যঃ ইব জ্যোতিষা (সূর্য্যঃ ইব জ্যোতিঃ—সূর্য্য যেদ্রপ জ্যোতি বিস্তার বা বিকিরণ করেন); সহস্রসাঃ শতসাঃ (শতসংখ্যক, সহস্রসংখ্যক মেঘের সংভজনাকারী) বাজী (বেজনবান্—বেগবিশিষ্ট, চলনস্বভাব) অর্বা (বৃষ্টিপ্রেরক) [দধিঞা] ইমা বচাংসি (আমাদের এই স্তুতিবাক্যসমূহ) মধ্বা (উদকের সহিত) সংপৃণক্তু (সংপূর্ণ অর্থাৎ সংযুক্ত করুন)।

আতনোতি দধিঞাঃ শবসা বলেনাপঃ সূর্য্য ইব জ্যোতিষা পঞ্চ মনুষ্যজাতানি সহস্রসাঃ শতসাঃ॥ ২॥

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য; আততান = আতনোতি (বিস্তার বা বিকিরণ করেন)।

বাজী বেজনবান্বেরণবান্ সংপৃণক্তু নো মধুনোদকেন বচনানীমানীতি॥ ৩॥

বাজী = বেজনবান্—বায়ুস্বরূপে চলনস্বভাব বলিয়া বেগবিশিষ্ট;^১ অর্বা = ঈরণবান্—উদকপ্রেরণকর্ত্তা;^২ ইমা বচাংসি = ইমানি বচনানি; মধ্বা = মধুনা = উদকেন, মধু শব্দ উদকবাচী (নিষ ১।১২); সংপৃণক্তু নঃ বচনানি ইমানি (আমাদের এই বচন অর্থাৎ স্তুতি বাক্যসমূহ মধু অর্থাৎ উদকের সহিত সংপূর্ণ বা সংযুক্ত করুন—স্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া আমাদিগকে বৃষ্টিরূপ উদক প্রদান করুন)।

বলকার্য্য এবং বৃষ্টিকারিত্ব—মধ্যমস্থান-দেবতার লক্ষণ; দধিঞাদেবতায় এতদুভয়ই বর্ত্তমান আছে।

মধু ধমতের্বিপরীতস্য॥ ৪॥

মধু ধমতেঃ বিপরীতস্য (মধু শব্দ অক্ষর বিপরীত ‘ধম্’ ধাতুর রূপ)।

‘ধম্’ ধাতু গত্যর্থক (নিষ ২।১৪); মধু শব্দ ‘ধম্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন অক্ষরবৈপরীতে—ধমু = মধু (উদক গতিবিশিষ্ট)।

১। বায়ুস্থানা চলনস্বভাবকজ্ঞাৎ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। উদকেরণক্রিয়াযোগী (দৃঃ)।

(২০) সবিতা।

সবিতা সৰ্ব্বস্য প্রসবিতা ॥ ৫ ॥

সবিতা সৰ্ব্বস্য প্রসবিতা—সবিতা সৰ্ব্বপ্রেরক অথবা সৰ্ব্বপ্রসবকর্তা অর্থাৎ সর্বোৎপাদক; সবিতা ব্যাখ্যাত হইয়াছে (নির্ ৭।৩১।৬ দ্রষ্টব্য)। এই স্থলে সবিতার কথা বলা হইতেছে বৃষ্টিকর্মেণ সহিত সম্বন্ধবশতঃ তাহার মধ্যমত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে।^১

তস্মৈষা ভবতি ॥ ৬ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টি সবিতা দেবতার সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ একত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

ছাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সবিতা যষ্টৈঃ পৃথিবীমরন্নাদস্কন্তনে সবিতা দ্যামদৃংহৎ।

অশ্বমিবাধুক্ষদ্ ধুনিমন্তরিক্ষমতূর্থে বদ্ধং সবিতা সমুদ্রম্॥ ১।।

সবিতা যষ্টৈঃ পৃথিবীম্ অরন্নাৎ (সবিতা নানা যষ্টের দ্বারা পৃথিবীকে সংযত বা সুস্থির করিয়াছেন), সবিতা (সবিতা) অস্কন্তনে (অবলম্বন রহিত অন্তরিক্ষে) দ্যাম্ অদৃংহৎ (দ্যুলোককে দৃঢ় বা স্থির করিয়াছেন), সবিতা (সবিতা) অন্তরিক্ষম্ অতূর্থে (অতূর্থে অন্তরিক্ষে)¹— অহিংসিত অথবা সর্বগতত্বনিবন্ধন অত্বরমাণ² অন্তরিক্ষে³ বদ্ধং (বদ্ধ) ধুনিং সমুদ্রম্ (কম্পনার্থ, কম্পনসম্পাদক, কম্পনশীল—অথবা উদকগর্ভ মেঘকে)⁴ অশ্বম্ ইব অধুক্ষৎ (অশ্বের ন্যায় ক্রিষ্ট করেন)।⁵

অশ্বম্ ইব অধুক্ষৎ—অশ্ববান্ ব্যক্তি ধূলিমাৰ্জ্জনাди ব্যাপারে যেরূপ অশ্বকে ক্রিষ্ট করেন, সবিতাও সেইরূপ উদকপ্রক্ষরণকালে মেঘকে বিদারণজনিত ক্রেশে ক্রিষ্ট করেন।

সবিতা যষ্টৈঃ পৃথিবীমরময়দনারন্তে অন্তরিক্ষে সবিতা দ্যামদৃংহৎ, অশ্বমিবাধুক্ষদ্ ধুনিমন্তরিক্ষে মেঘং বদ্ধম্, অতূর্থে বদ্ধমতূর্ণ ইতি বাত্বরমাণ ইতি বা সবিতা সমুদিতারমিতি ॥ ২।।

অরন্নাৎ = অরময়ৎ (বিরত অথবা স্থির করিয়াছিলেন)—‘রম’ ধাতু সংযমনার্থক (নির ১০।৯।৩ দ্রষ্টব্য); নিঘণ্টুতে রন্নাতি = হস্তি (২।১৯)। অস্কন্তনে = অনারন্ত্বে অন্তরিক্ষে (আলম্বন হীন অন্তরিক্ষে)— প্রতিবন্ধার্থক ‘স্কন্ত’ ধাতু হইতে স্কন্তন শব্দ নিষ্পন্ন; স্কন্তন শব্দের অর্থ প্রতিবন্ধকর আলম্বন অর্থাৎ স্তম্ভ বা খুঁটি—তদ্রহিত অস্কন্তন (প্রতিবন্ধকরমালম্বনম্, তদ্রহিত অন্তরিক্ষে)। ধুনিম্ অন্তরিক্ষে বদ্ধম্—অন্তরিক্ষম্ = অন্তরিক্ষে ‘ধুনিং’—‘সমুদ্রম্’ পদের বিশেষণ—ধুনি শব্দের অর্থ কম্পয়িতব্য (বায়ুর দ্বারা) অথবা কম্পজনক (গর্জনের দ্বারা), অথবা—বহ্নোদক। অতূর্থে বদ্ধম্—অতূর্থে = অতূর্ণে (হিংসার্থক ‘তূর্ব’ ধাতুর রূপ—অহিংসিত), অথবা—অতূর্থে = অত্বরমাণে (সত্তম বা ত্বরার্থক ‘ত্বর্’ ধাতুর রূপ—অত্বরায়িত)। সবিতা সমুদ্রম্—সমুদ্রম্ = সমুদিতারম্ (ক্রেদন বা আর্দ্রতা সম্পাদক মেঘ—মেঘ সমগ্র ভুবন জলের দ্বারা ক্রিম বা আর্দ্র করে; ‘সম্’ পূর্বক ক্রেদনার্থক ‘উন্দ্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।⁶

১। অন্তরিক্ষমিতি প্রথমা সপ্তম্যর্থ অন্তরিক্ষে (স্বঃ স্বাঃ)।

২। অহিংসিতে অত্বরমাণে বা সর্বগতত্বাদাকাশে (দৃঃ)।

৩। কম্পনার্থক ‘ধু’ ধাতু হইতে কম্পয়িতব্য কম্পরিতারং বা (স্বঃ স্বাঃ); ধুনিং সমুদ্রমুদকবদ্ধিতারং মেঘম্ (দৃঃ)।

৪। ‘ধুক্ষ ধিক্ষ’ সন্দীপন-ক্লেশন-জীবনেষু—ক্লেশয়তি বৃষ্টিবেলায়ামায়াসয়তীত্যর্থঃ (স্বঃ স্বাঃ)।

৫। সমুদিতারং ক্রেদয়িতারমিতি (স্বঃ স্বাঃ)।

কমন্যং মধ্যমাদেবমবক্ষ্যৎ ॥ ৩ ॥

কম্ অন্যং মধ্যমাৎ (মধ্যম ব্যতিরিক্ত আর কাহাকে) এবম্ অবক্ষ্যৎ (ঋষি এইরূপ বলিতে পারেন)?

পৃথিবীকে স্থির করা, দ্যুলোককে দৃঢ় করা অতি দুষ্কর কার্য—নিরতিশয় বলবত্তাব্যঞ্জক; তদুপরি মেঘ বিদীর্ণ করিয়া বৃষ্টি প্রদান করা; ঈদৃশ কার্য মধ্যস্থান-দেবতার পক্ষেই সম্ভব—সবিতা মধ্যস্থান-দেবতা।

আদিত্যোহপি সবিতোচ্যতে ॥ ৪ ॥

আদিত্যঃ অপি সবিতা উচ্যতে (আদিত্যও সবিতা বলিয়া অভিহিত হন)।

দ্যুস্থান-দেবতা আদিত্যকেও সবিতা বলা হইয়া থাকে; সংশয় হইতে পারে উদ্ধৃত মন্ত্রে সবিতা কে? সংশয় নিরাসার্থই ভাষ্যকার স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিলেন, এই স্থলে সবিতা মধ্যস্থান-দেবতা—অন্য কেহ নহেন।

তথাচ হৈরণ্যস্তূপে স্তূতঃ, অর্চন্ হৈরণ্যস্তূপ ঋষিরিদং সূক্তং প্রোবাচ ॥ ৫ ॥

তথাচ (সেই ভাবে অর্থাৎ আদিত্যরূপে, কিন্তু) হৈরণ্যস্তূপে স্তূতঃ (হৈরণ্যস্তূপ সূক্তে সবিতা স্তূত হইয়াছেন); অর্চন্ হৈরণ্যস্তূপঃ ঋষিঃ (হিরণ্যস্তূপপুত্র ‘অর্চন্’ নামক ঋষি) ইদং সূক্তং প্রোবাচ (এই সূক্ত প্রবচন করিয়াছিলেন—বলিয়াছিলেন)।

১০।১৪৯ সূক্ত হৈরণ্যস্তূপ সূক্ত; এই সূক্তেরই প্রথম ঋক্টি ব্যাখ্যাত হইল—এই ঋকে সবিতা মধ্যস্থান-দেবতা। এই সূক্তের পঞ্চম ঋকে কিন্তু সবিতা দ্যুলোকস্থান আদিত্য বলিয়া স্তূত হইয়াছেন। হিরণ্যস্তূপের পুত্র হৈরণ্যস্তূপ, তাঁহার নাম অর্চন্—তিনিই এই সূক্তের প্রবক্তা। অর্চন্ হিরণ্যস্তূপ ঋষিরিদং সূক্তং প্রোবাচ—বহুপুস্তকে এইরূপ পাঠ পরিদৃষ্ট হয়; স্বন্দর্যামী বলেন ইহা অপপাঠ, যথার্থ পাঠ হইবে—অর্চন্ হৈরণ্যস্তূপ ঋষিঃ^১ দুর্গাচার্য্য ‘হিরণ্যস্তূপ ঋষিঃ’ এই পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন; হিরণ্যস্তূপের দ্বারা প্রোক্ত বলিয়াই সূক্তের নাম ‘হৈরণ্যস্তূপ’। দ্রষ্টব্য এই যে, অর্চন্ হিরণ্যস্তূপের পুত্র—হিরণ্যস্তূপ নহেন।

তদভিবাদিন্যেবর্গ ভবতি ॥ ৬ ॥

তদভিবাদিনী এষা ঋক্ ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্টি এতদর্থের প্রকাশক হইতেছে)।

পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্টি উদ্ধৃত হইতেছে তাহা হৈরণ্যস্তূপ সূক্তের (১৪৯।১০) অন্তর্গত; এই ঋকে সবিতা যে দ্যুলোকস্থান আদিত্য তাহা প্রতিপাদিত হইবে।

॥ দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। অর্চন্যাম হিরণ্যস্ত পপুত্রো হৈরণ্যস্ত প ইদং সূক্তং প্রোবাচ। অতশ্চ হিরণ্যস্ত প ইত্যপপাঠঃ।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

হরণ্যস্তূপঃ সবিতর্যথা ত্বাদ্গিরসো জুহে বাজে অগ্নিন্।

এবা ত্বাচ্চন্নবসে বন্দমানঃ সোমস্যেবাংশুং প্রতি জাগরাহম্॥ ১॥

(ঋ ১০।১৪৯।৫)

সবিতঃ (হে সবিতঃ) আদ্রিরসঃ (অদ্রিরার বংশসম্ভূত) হিরণ্যস্তূপঃ (হিরণ্যস্তূপ) অগ্নিন্ বাজে (এই হবিঃস্বরূপ অগ্নি উপকল্পিত হইলে)^১ যথা (যেরূপ) ত্বা (তোমাকে) জুহে (আহ্বান করিতেন)^২ এবা (এবং—সেইরূপ) অচ্চন্ [অহং] ('অচ্চন্' নামক তাঁহার পুত্র আমি) অবসে (অবন অর্থাৎ রক্ষার নিমিত্ত) ত্বা (তোমাকে) বন্দমানঃ (বন্দনা করিয়া) [আহ্বায়ামি]^৩ (আহ্বান করিতেছি), সোমস্য ইব অংশুং প্রতি (সোমের অংশু অর্থাৎ উঁটা সম্বন্ধে যাগকারীদিগের ন্যায়) [ত্বা] (তোমার সম্বন্ধে) অহং জাগর (আমি জাগরিত অর্থাৎ সতর্ক রহিয়াছি)।

সোমক্রয়ের পর তাহার রক্ষার নিমিত্ত ঋত্বিক্গণ অবহিত থাকেন; আমিও তোমার পরিচর্য্যার নিমিত্ত অবহিত রহিয়াছি—তোমার পরিচর্য্যা বিষয়ে আমি ভ্রমপ্রমাদ করিব না। এই মন্ত্রে সবিতা দ্যুস্থান-দেবতা আদিত্য—মধ্যস্থান-দেবতার কোনও লক্ষণ ইহাতে উক্ত হয় নাই।

হিরণ্যস্তূপো হিরণ্যময়ঃ স্তূপো হিরণ্যময়ঃ স্তূপোহস্যেতি বা,

স্তূপঃ স্ত্যায়তেঃ সংঘাতঃ॥ ২॥

হিরণ্যস্তূপঃ = হিরণ্যময়ঃ স্তূপঃ (হিরণ্যময় স্তূপ), হিরণ্যময়ঃ স্তূপঃ অস্য ইতি বা (অথবা—ইহার স্তূপ হিরণ্যময়ঃ); স্তূপঃ স্ত্যায়তেঃ (স্তূপ শব্দ 'স্ত্যে' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন) —সংঘাতঃ (স্তূপ শব্দের অর্থ সংঘাত বা পিণ্ড—সমষ্টি বা রাশি)।

হিরণ্যস্তূপ শব্দ কর্মধারয় এবং বহুব্রীহি উভয় সমাসেই নিষ্পন্ন হইতে পারে। কর্মধারয় সমাসে অর্থ হইবে—হিরণ্যময় স্তূপ বা সংঘাত অর্থাৎ পিণ্ড, বহুব্রীহি সমাসে অর্থ হইবে—যাঁহার স্তূপ বা সংঘাত অর্থাৎ পিণ্ড হিরণ্যময়। হিরণ্যস্তূপ তিনি যাঁহার দেহপিণ্ড কাঞ্চনগৌর—প্রিয়দর্শন।^৪ স্তূপ শব্দ সংঘাতার্থক অর্থাৎ সংহত বা নিবিড়ভাবে মিলিত বা পিণ্ডীভূত হওয়া অর্থে বর্তমান 'স্ত্যে' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; স্তূপ শব্দের অর্থ—সংঘাত, পিণ্ড, সমষ্টি রাশি বা টিবি।

১। বাজেহগ্নিন্মে হবির্লক্ষণেহগ্নিন্ উপকল্পিত ইতি শেষঃ (ঋঃ স্বাঃ)।

২। জুহে আহূতবান্ (ঋঃ স্বাঃ)।

৩। বন্দমানঃ স্তবদ্রাহ্মণীতি শেষঃ (ঋঃ স্বাঃ)।

৪। তপ্তকাঞ্চনগৌরঃ প্রিয়দর্শনো বা (ঋঃ স্বাঃ)।

সবিতর্যথা ত্বাঙ্গিরসো জুহুে বাজে অন্নে অশ্বিন্বেবং ত্বাচ্চন্নবনায় বন্দমানঃ
সোমস্যেবাংশুং প্রতি জাগর্ম্যহম্ ॥ ৩ ॥

সবিতঃ যথা ত্বা আঙ্গিরসঃ জুহুে (হে সবিতঃ, অঙ্গিরার বংশসমুত হিরণ্যস্তূপ যেরূপ তোমাকে আহ্বান করিতেন), বাজে অন্নে অশ্বিন্ (এই বাজ অর্থাৎ হবিঃস্বরূপ অন্ন তোমার নিমিত্ত উপকল্পিত বা প্রস্তুত হইলে) এবং ত্বা অচ্চন্ অবনায় বন্দমানঃ (সেইরূপ হিরণ্যস্তূপপুত্র অচ্চন্ আমি তোমাকে আমাদের রক্ষার নিমিত্ত বন্দনা বা স্তুতি করিয়া আহ্বান করিতেছি); সোমস্য ইব অংশুং প্রতি জাগর্মি অহম্ (সোমের অংশ বা উঁটার প্রতি যষ্টুগণ যেরূপ জাগরিত বা সতর্ক থাকেন, আমিও সেইরূপ তোমার পরিচর্য্যার প্রতি সতর্ক রহিয়াছি—তোমার পরিচর্য্যা বিষয়ে আমার প্রমাদ উপস্থিত হইবে না)। বাজে = অন্নে (বাজ শব্দ অন্নবাচী—নিঘ ২।৭); এবা = এব = এবম্ (এইরূপ); অবসে = অবনায় (রক্ষণার্থক ‘অব্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—রক্ষার নিমিত্ত); জাগর = জাগর্মি (জাগরিত বা সতর্ক রহিয়াছি)।

(২১) ত্বষ্টা।

ত্বষ্টা ব্যাখ্যাতে ॥ ৪ ॥

ত্বষ্টা ব্যাখ্যাতে (ত্বষ্টা ব্যাখ্যাত হইয়াছে)। ‘ত্বষ্ট্’ শব্দের ব্যুৎপত্তি পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে (নির্ ৮।১৩।৩ দ্রষ্টব্য)।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৫ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্টি ত্বষ্ট্বেদেবতার সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ ত্রয়স্বিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দেবত্বত্বা সবিতা বিশ্বরূপঃ পুষোষ প্রজাঃ পুরুধা জজান।

ইমা চ বিশ্বা ভুবনান্যস্য মহদেবানামসুরত্বমেকম্।। ১।।

(ঋ ৩।৫৫।১৯)

বিশ্বরূপঃ (নানাবিধ রূপবিশিষ্ট) দেবঃ ত্বষ্টা (দানাদিগুণযুক্ত ত্বষ্টৃদেব) সবিতা (সর্বভূতের উৎপাদক), প্রজাঃ পুষোষ (সর্বজনের পুষ্টিসাধন করেন), পুরুধা জজান (বহুপ্রকারে বৃদ্ধি সাধন করেন);^১ ইমা চ বিশ্বা ভুবনানি (এই সমস্ত উদকরাশি) অস্য (ইহার), দেবানাং (দেবগণের মধ্যে) একং মহৎ অসুরত্বম্ (অদ্বিতীয় এবং মহৎ প্রজ্ঞাবত্ত্ব) [অস্মৈ] (ইহার নিমিত্ত নির্দিষ্ট রহিয়াছে)।

দেব ত্বষ্টা সর্বভূতের উৎপত্তি, পুষ্টি ও বৃদ্ধিসাধন করেন বৃষ্টিপ্রদানের দ্বারা; যাবতীয় উদকের অধিপতি তিনি—নিখিল উদকরাশি তাঁহার অধীন^২ দেবগণের মধ্যে তিনি অদ্বিতীয় প্রজ্ঞাবান্।

দেবত্বত্বা সবিতা সর্বরূপঃ পোষতি প্রজা রসানুপ্রদানেন বহুধা চেমা জনয়তীমানি চ সর্বাণি ভূতানি, উদকানি অস্য, মহচ্চাস্মৈ দেবনামসুরত্বমেকং প্রজ্ঞাবত্ত্বং বানবত্ত্বং বাপি বা।। ২।।

দেবঃ ত্বষ্টা সবিতা (সবিতা = উৎপাদক);^৩ বিশ্বরূপঃ = সর্বরূপঃ (সর্বরূপধারণ-সমর্থ); পুষোষ = পোষতি রসানুপ্রদানেন (পোষণ করেন বা পুষ্টি সাধন করেন বৃষ্টি প্রদান করিয়া—‘পুষ’ ধাতু ভাদি); পুরুধা জজান = বহুধা ইমাঃ [প্রজাঃ] জনয়তি, ইমা চ বিশ্বা = ইমানি চ সর্বাণি ভূতানি [জনয়তি] (ত্বষ্টা বহুপ্রকারে এই সকল প্রজা অর্থাৎ জনসমূহকে এবং এই সমস্ত ভূতবর্গকে বর্দ্ধিত করেন,—উদকপ্রদানের দ্বারা)। ঋন্দস্বামী এবং দুর্গাচার্যের মতে ‘ইমা চ বিশ্বা’ ‘ভুবনানি’ পদের বিশেষণ, ইমা চ বিশ্বা ভুবনানি অস্য = ইমানি চ সর্বাণি ভুবনানি অস্য। ভুবনানি অস্য = উদকানি অস্য (ভুবন শব্দ উদকবাচী—নিঘ ১।১২)। মহৎ দেবানাম্ অসুরত্বম্ একম্ = মহৎ চ অস্মৈ দেবানাম্ অসুরত্বম্ একম্ (আর দেবগণের মধ্যে অদ্বিতীয় এবং মহৎ অসুরত্ব ইহার নিমিত্ত নির্দিষ্ট আছে); অসুরত্বং = প্রজ্ঞাবত্ত্বং বা অনবত্ত্বং বা (অসুরত্ব শব্দের অর্থ প্রজ্ঞাবত্ত্ব অথবা প্রাণবত্ত্ব অর্থাৎ বলবত্ত্ব^৪—যাঁহার বল বা প্রজ্ঞা নাই তিনি উৎপত্তি, পুষ্টি ও বৃদ্ধি সাধন করিবেন

১। জনয়তি বর্দ্ধয়তি (দুঃ)।

২। বিশ্বানি ভুবনানি উদকানি অস্য যতঃ স্বতয়াং বর্জ্যতে (দুঃ)।

৩। সর্বস্য^১ ভূতগ্রামস্য প্রসবিতা উৎপাদয়িতা (দুঃ)।

৪। অনঃ পুনঃ প্রাণস্তেন তদ্বত্ত্বং বলবত্ত্বমিত্যর্থঃ (ঋঃ স্বাঃ)।

কি করিয়া?)।^১ অসু শব্দের উত্তর মত্বার্থীয় ‘র’ প্রত্যয়ে অসুর শব্দের নিষ্পত্তি। অপি বা—নিরর্থক; বহু পুস্তকে নাই এবং দুর্গমীকৃত বলিয়াও মনে হয় না।

অসুরিতি প্রজ্ঞানাম, অস্যাত্যনর্থান্, অন্তাশ্চাস্যামার্থাঃ ॥ ৩ ॥

অসুঃ ইতি প্রজ্ঞানাম (অসু শব্দ প্রজ্ঞাবাচক)—অস্যাতি অনর্থান্ (অনর্থসমূহ নিষ্কিপ্ত বা দূরীভূত করে) অন্তাশ্চ অস্যাম্ অর্থাঃ (আর অর্থ—ধনাদি বস্তু বা পুরুষার্থ ইহাতে নিষ্কিপ্ত বা নিহিত থাকে)।

অসু শব্দ প্রজ্ঞাবাচী (নিঘ ৩।৯); ক্ষেপণার্থক ‘অস্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—প্রজ্ঞা অনর্থ ক্ষেপণ বা বিনাশ করে এবং প্রজ্ঞায় ধনধান্যাদি বস্তু অথবা পুরুষার্থ অন্ত অর্থাৎ নিষ্কিপ্ত বা নিহিত থাকে, প্রজ্ঞা দ্বারাই এতৎসমস্তের লাভ সম্ভবপর হয়। প্রজ্ঞাই অর্থপ্রাপ্তি এবং অনর্থনিবৃত্তির সাধক। পূর্বেোক্ত ব্যুৎপত্তিতেই অসু শব্দ প্রাণ বা বলকেও বুঝাইতে পারে—বলের দ্বারাও অর্থপ্রাপ্তি এবং অনর্থ নিবৃত্তি হয়।

অসুরত্বমাদিলুপ্তম্ ॥ ৪ ॥

[অথবা] অসুরত্বম্ আদিলুপ্তম্ (অথবা অসুরত্ব শব্দ আদ্যক্ষর লোপে নিষ্পন্ন)।

বসু শব্দের অর্থ উদক, মত্বার্থীয় ‘র’ প্রত্যয়ে ‘বসুর’, তদুত্তর ভাবে ‘ত্ব’ প্রত্যয়ে বসুরত্ব—আদ্যক্ষর ‘ব’ লোপে অসুরত্ব শব্দ নিষ্পন্ন। ত্বষ্টা বসুর বা অসুর অর্থাৎ উদকবান্—অসুরত্ব ত্বষ্টার ধর্ম্ম।

(২২) বাতঃ।

বাতো বাতীতি সতঃ ॥ ৫ ॥

বাতঃ বাতি ইতি সতঃ (গত্যর্থক ‘বা’ ধাতু হইতে কর্তৃবাচ্যে বাত শব্দ নিষ্পন্ন—বাত বা বায়ু গমন করে)।

‘সতঃ’ পদের উপযোগিতা সম্বন্ধে নিরূ ১।৬।৩ দ্রষ্টব্য।

তসৌষা ভবতি ॥ ৬ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী বাতদেবতা সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। অপ্রজ্ঞো হি সাধনসম্পত্তাবপি কিং কুর্যাৎ, অপ্রাণো হি কিং কুর্যাৎ (দৃঃ)।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বাত আবাতু ভেষজং শঙ্খ ময়োভু নো হদে।

প্র ৭ আয়ুংষি তারিষৎ ॥ ১ ॥

(ঋ ১০।১৮৬।১)

বাতঃ (বাত—বায়ু) নঃ হদে (আমাদের হৃদয়ের নিমিত্ত) শঙ্খ (বর্তমান কালে সুখপ্রদ) [চ] এবং ময়োভু (পরিণামে সুখপ্রদ)^১ ভেষজং [গৃহীত্বা] (ভেষজ অর্থাৎ হিতকারী ঔষধ গ্রহণ করিয়া)^২ আবাতু (আমাদের অভিমুখে প্রবাহিত হউক), নঃ আয়ুংষি (আমাদের আয়ু) প্রতারিষৎ (বর্দ্ধিত করুক)।

বাত আবাতু ভৈষজ্যানি শঙ্খ ময়োভু চ নো হৃদয়ায়, প্রবর্দ্ধয়তু চ ন আয়ুঃ ॥ ২ ॥

ভেষজং = ভৈষজ্যানি (নানাবিধ ঔষধ); শঙ্খ ময়োভু নো হদে = শঙ্খ ময়োভু চ নঃ হৃদয়ায় (আমাদের হৃদয়ের নিমিত্ত বর্তমানকালে এবং ভবিষ্যৎকালে সুখপ্রদ; হদে = হৃদয়ায়)। ‘শম্’ শব্দ এবং ‘ময়স্’ শব্দ উভয়েই সুখবাচক (নিষ ৩।৬)—শঙ্খ এবং ময়োভু = সুখের ভাবয়িতা বা উৎপাদক; পৌনরুক্ত্য পরিহারের নিমিত্ত শঙ্খ = বর্তমানকালে সুখপ্রদ এবং ময়োভু = উত্তরকালে (ভবিষ্যৎকালে) সুখপ্রদ—এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। প্র ৭ আয়ুংষি তারিষৎ = প্রবর্দ্ধয়তু চ নঃ আয়ুঃ (আর, আমাদের আয়ুবৃদ্ধি করুক); প্রতারিষৎ—বৃদ্ধার্থক ‘তৃ’ ধাতুর রূপ = প্রবর্দ্ধয়তু, আয়ুংষি = আয়ুঃ।

(২৩) অগ্নিঃ।

অগ্নির্ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৩ ॥

অগ্নিঃ ব্যাখ্যাতঃ (অগ্নি ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

‘অগ্নি’ শব্দের নির্বচন পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে (নির ৭।১৪ দ্রষ্টব্য)।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৪ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্টি অগ্নিসম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। শমিতি সুখনাম পরেণাপৌনরুক্ত্যায় তদাত্ত্ব ইতি শেষঃ, ময়োভু সুখস্য ভাবয়িতৃ আযতিত্ব ইতি শেষঃ (স্বঃ স্বাঃ)।

২। ভেষজং যদ্ যৎ পথ্যমস্মাকং তত্তদ্ গৃহীত্বা আবাতু (দৃঃ)।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

প্রতি ত্যং চারুমধ্বরং গোপীথায় প্রহুয়সে।
মরুদ্ভিরগ্ন আগহি॥১॥

(ঋ ১।১৯।১)

[হে অগ্নে] ত্যং (তং—এই) চারুম্ অধ্বরং প্রতি (চারু অর্থাৎ সুন্দরভাবে অনুষ্ঠীয়মান যজ্ঞের প্রতি) গোপীথায় (সোমপানার্থ) প্রহুয়সে (আহূত হইতেছে), অগ্নে (হে অগ্নে) মরুদ্ভিঃ (মরুদ্ভিগণের সহিত) আগহি (আগমন কর)।

তং প্রতি চারুমধ্বরং সোমপানায় প্রহুয়সে সোহগ্নে মরুদ্ভিঃ সহাগচ্ছেতি
কমন্যং মধ্যমাদেবমবক্ষ্যৎ॥২॥

ত্যং = তম্; গোপীথায় = সোমপানায়;^১ অগ্নে সং [ত্বং] মরুদ্ভিঃ সহ আগচ্ছ—
আগহি = আগচ্ছ (হে অগ্নে, সেই তুমি মরুদ্ভিগণের সহিত আগমন কর)—ইতি (ইহা)
মধ্যমাং অন্যং কন্ অবক্ষ্যৎ (মধ্যম ব্যতিরিক্ত কোন্ দেবতাকে বলা হইতে পারে)?

মরুদ্ভিগণের সাহচর্য্য এবং সোমপান মধ্যস্থান-দেবতার লক্ষণ—অগ্নি এই স্থলে মধ্যম
বা মধ্যস্থান-দেবতা।^২

তস্মৈষা অপরা ভবতি॥৩॥

তস্য এষা অপরা ভবতি (অগ্নি সম্বন্ধে পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে অপর একটি ঋক্ উদ্ধৃত
হইতেছে)।

॥ ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। গোশব্দেনাত্র সোম উচ্যতে, পীথং পানং সোমপানায় প্রকর্ষণে হুয়সে (ঋঃ স্বাঃ)।

২। সোমপানং মরুদ্ভিঃ সাহচর্য্যং চোক্তং মধ্যমস্য (ঋঃ স্বাঃ)।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

অভি ত্বা পূর্বপীতয়ে সৃজামি সোম্যং মধু।
মরুদ্ভিরগ্ন আগহি॥ ১ ॥

(ঋ ১।১৯।৯)

[হে অগ্নে] পূর্বপীতয়ে (পূর্বপানের নিমিত্ত) ত্বা অভি (তোমার প্রতি) —তোমার উদ্দেশ্যে) সোম্যং মধু (সোমময় মধু) সৃজামি (উৎসর্গ করিতেছি বা প্রস্তুত করিতেছি), অগ্নে (হে অগ্নে) মরুদ্ভিঃ আগহি (মরুদগণের সহিত আগমন কর)।

পূর্বপীতয়ে—পূর্বপানের নিমিত্ত অর্থাৎ পূর্বকাল বা অনাদিকাল হইতে প্রবৃত্ত বা প্রারম্ভ হইয়াছে যে সোমপান তন্নিমিত্ত।^১ তুমি যাহাতে সর্বত্র পান করিতে পার তন্নিমিত্ত—এইরূপ অর্থও হইতে পারে। “For they drinking as of old”—Wilson. “For thy early draught”—Maxmuller.

অভি সৃজামি ত্বা পূর্বপীতয়ে পূর্বপানায়; সোম্যং মধু সোমময়ম্; সোহগ্নে মরুদ্ভিঃ সহাগচ্ছেতি॥ ২ ॥

ত্বা অভি সৃজামি (তোমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিতেছি বা প্রস্তুত করিতেছি); পূর্বপীতয়ে = পূর্বপানায়; সোম্যং মধু = সোমময়ং মধু (সোমরূপ মধু); সঃ অগ্নে মরুদ্ভিঃ সহ আগচ্ছ ইতি (হে অগ্নে, সেই তুমি মরুদগণের সহিত আগমন কর—ইহাই অর্থ)।

॥ সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। অভিঃ কৰ্ম্মপ্রবচনীঃ প্রতিভা তুল্যার্থঃ, অভি ত্বা ত্বাং প্রতীত্যর্থঃ (ঋঃ স্বাঃ)।

২। সৃজামি উৎসৃজামি (ঋঃ স্বাঃ)।

৩। অনাদিকালপ্রকৃতায় পানায় (ঋঃ স্বাঃ), পূর্বকালে প্রবৃত্তায় পানায় (দৃঃ)।

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

২৪। বেন।

বেনো বেনতেঃ কান্তিকর্মণঃ॥১॥

বেনঃ বেনতেঃ কান্তিকর্মণঃ (‘বেন’ শব্দ কান্ত্যর্থক ‘বেন্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

‘বেন্’ ধাতু নৈরুক্ত ধাতু—ইহার অর্থ কান্তি অর্থাৎ ইচ্ছা বা দীপ্তি (নিঘ ২।৬)। বেন-দেবতা সর্বলোকের উপকার সাধন করেন বলিয়া সর্বলোককান্ত—সকলেরই অভীক্ষিত, অথবা—বেন প্রদীপ্ত দেবতা। বেন বৃষ্টিদাতা আলোকময় দেবতা—রমেশচন্দ্র।

তস্যৈষা ভবতি

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্টি বেন-দেবতা সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

অয়ং বেনশ্চোদয়ং পৃশ্নিগৰ্ভা জ্যোতির্জরায়ু রজসো বিমানে।
ইমমপাং সঙ্গমে সূর্য্যস্য শিশুং ন বিপ্রা মতিভী রিহন্তি।। ১।।

(ঋ ১০।১২৩।১; শুক্ল-যজুঃ ৭।১৬)

জ্যোতির্জরায়ুঃ (জ্যোতির্বেষ্টিত) অয়ং বেনঃ (এই বেন-দেবতা) রজসঃ বিমানে (উদকের উৎপত্তিস্থান অন্তরিক্ষে) [স্থিতঃ] (অবস্থিত থাকিয়া) পৃশ্নিগৰ্ভাঃ (আদিত্যগর্ভভূত উদকরাশি) চোদয়ং (চোদয়তি—প্রেরণ করেন), অপাং সূর্য্যস্য [চ] সঙ্গমে [স্থিতম্] (বৃষ্টিরূপ জলরাশির এবং সূর্য্যের সঙ্গমস্থান অন্তরিক্ষে অবস্থিত) শিশুং ন (শিশুর ন্যায়) ইমং (এই বেন-দেবতাকে) বিপ্রাঃ (মেধাবী স্তোভৃগণ) মতিভিঃ (নানাবিধ স্ততির দ্বারা) রিহন্তি (অর্চিত করেন)।

রজসঃ বিমানে—রজস্ = উদক; উদকের বিমান অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান—অন্তরিক্ষ।^১

অয়ং বেনশ্চোদয়ং পৃশ্নিগৰ্ভাঃ প্রাপ্তবর্ণগৰ্ভা আপ ইতি বা।। ২।।

পৃশ্নিগৰ্ভাঃ—‘পৃশ্নি’ শব্দের অর্থ আদিত্য; কারণ, তিনি প্রাপ্তবর্ণ অর্থাৎ প্রাপ্তবর্ণ—প্রোজ্জল বর্ণ তাঁহাকে পরিব্যাণ্ড করিয়া আছে (নির্ ২।১৪ দ্রষ্টব্য); আট মাস ধরিয়া সম্ভূত সূর্য্যরশ্মির অন্তর্গত পরিপক্ক (বাষ্পাকার) জল আদিত্যের গর্ভভূত—পৃশ্নিগৰ্ভাঃ (পৃশ্নির বা প্রাপ্তবর্ণের অর্থাৎ আদিত্যের গর্ভভূত জল)। ‘ইতি বা’—ইহার সার্থকতা কি? স্কন্দস্বামী এই পাঠ স্বীকার করেন না; তিনি স্পষ্ট বলেন—‘প্রাপ্তবর্ণগৰ্ভা আপঃ’ এই পর্য্যন্তই পাঠ।^২

জ্যোতির্জরায়ুর্জ্যোতিরস্য জরায়ুস্থানীয়ং ভবতি।। ৩।।

জ্যোতির্জরায়ুঃ—জ্যোতি জরায়ু যাহার; জ্যোতিঃ অস্য জরায়ুস্থানীয়ং ভবতি (জ্যোতি ইহার জরায়ুস্থানীয় হয়), জরায়ুর দ্বারা যেরূপ গর্ভ পরিবেষ্টিত থাকে, বেন-দেবতাও সেইরূপ জ্যোতির দ্বারা পরিবেষ্টিত আছেন।

জরায়ুর্জরয়া গৰ্ভস্য জরয়া যুয়ত ইতি বা।। ৪।।

জরায়ুঃ জরয়া গৰ্ভস্য (গর্ভের জরা দ্বারা জরায়ু নামের উৎপত্তি)। (১) ‘জরা’ শব্দের অর্থ জীর্ণতা—উপচয় বৃদ্ধি বা পরিণাম; গর্ভের যেরূপ যেরূপ জরা অর্থাৎ উপচয় বৃদ্ধি বা পরিণাম হয়, জরায়ুর (গর্ভবেষ্টন চর্ম্মস্থলীর)ও সেইরূপ সেইরূপ হইয়া থাকে। ‘জরা’

১। রজ উদকং তন্নীয়তে উৎপদ্যতে যশ্নিন্, তদ্রজসো বিমানম্ অন্তরিক্ষম্ (ঋঃ ঋঃ); রজ উদকম্, তদ্ যত্র নিমীয়তে, তত্রাবস্থিতঃ অন্তরিক্ষলোকে ইত্যর্থঃ (দুঃ)।

২। প্রাপ্তবর্ণগৰ্ভা আপঃ ইতি পাঠঃ।

শব্দ হইতেই জরায়ু নামের উৎপত্তি হইয়াছে।’ (২) অথবা, জরা + মিশ্রণার্থক ‘যু’ ধাতু হইতে ‘জরায়ু’ শব্দ নিষ্পন্ন—জরা অর্থাৎ পরিণত গর্ভের সহিত মিশ্রিত হয় অর্থাৎ পরিণত গর্ভকে বেষ্টিত করে জরায়ু।^২

ইমমপাং চ সঙ্গমনে সূর্য্যস্য চ শিশুমিব বিপ্রা মতিভী রিহন্তি লিংহন্তি স্তবন্তি বর্দ্ধয়ন্তি পূজয়ন্তীতি বা।। ৫।।

অপাং সঙ্গমে সূর্য্যস্য = অপাং চ সঙ্গমনে সূর্য্যস্য চ (বৃষ্টিরূপ জলরাশির সহিত সূর্য্যের অর্থাৎ সূর্য্যরশ্মিসমূহের সঙ্গমনে বা মিলনস্থানে অর্থাৎ অন্তরিক্ষে—স্থিত); ইমং শিশুম্ ইব বিপ্রা মতিভিঃ রিহন্তি (অতি প্রিয় শিশুকে যেরূপ বান্ধবগণ মিস্ত্রবাক্যে তুষ্ট করে, সেইরূপ বিপ্রগণ অর্থাৎ মেধাবী স্তোত্রগণ অন্তরিক্ষে বা মধ্যস্থলে অবস্থিত এই বেনদেবতাকে স্তুতিসমূহের দ্বারা পূজিত বা সংবর্দ্ধিত করেন; শিশুং ন = শিশুম্ ইব)। রিহন্তি = লিংহন্তি (লেহন বা আদর করেন) অথবা, = স্তবন্তি (স্তব করেন), অথবা, = বর্দ্ধয়ন্তি (সংবর্দ্ধিত করেন) অথবা, = পূজয়ন্তি (পূজা করেন)।

শিশুঃ শংসনীয়ো ভবতি, শিশীতেৰ্বা স্যাদানকস্মরণঃ, চিরলক্কো গর্ভো ভবতি।। ৬।।

শিশুঃ শংসনীয়ঃ ভবতি (শিশু শংসনীয় হয়—প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে বান্ধবগণ শিশুর স্তুতি বা প্রশংসা করে; স্তুতার্থক ‘শংস্’ ধাতু হইতে শিশু শব্দ নিষ্পন্ন—উ ২০); শিশীতেৰ্বা স্যাৎ দানকস্মরণঃ (অথবা দানার্থক ‘শিশী’^৩ হইতে শিশু শব্দের নিষ্পত্তি—পুরুষ নারীকে শিশু দান করে ধারণার্থ), [গর্ভ-ধারণানন্তর স্ত্রীলোক বলে] চিরলক্কো গর্ভঃ ভবতি (বহুকাল পরে গর্ভলাভ করিয়াছি); নারীকে পুরুষ শিশু দান করে বীজাকারে গর্ভে ধারণ নিমিত্ত; নারীও ঈদৃশ দান প্রাপ্ত হইয়াই বলে ‘আমি গর্ভ লাভ করিয়াছি বহুকাল পরে’—লাভ সাধারণতঃ দানক্রিয়াকে অপেক্ষা করে। বক্তব্য এই যে, গর্ভাধানে (যাহার ফলে শিশুজন্ম) দানক্রিয়ার কল্পনা অসমীচীন নহে। দুর্গাচার্য্য স্বীকৃত পাঠ—অচিরলক্কো গর্ভো ভবতি।

২৫। অসুনীতি।

অসুনীতিরসূন্ময়তি।। ৭।।

অসুনীতিঃ অসূন্ নয়তি (অসুনীতি-দেবতা প্রাণসমূহ লইয়া যান)।

অসু + ‘নী’ ধাতু হইতে অসুনীতি শব্দের নিষ্পত্তি। স্বন্দস্বামী এবং দুর্গাচার্য্য উভয়েরই

১। যথা জীব্যতি পরিণমতে উপচয়রূপেণ গর্ভস্তথা তথা জরতীতি জরায়ুগর্ভস্য বেষ্টকঃ (স্বঃ স্বাঃ); তদ্বি জরয়া গর্ভস্য ভবতি, যথা যথা গর্ভো ভবতি তথা তথা তদুৎপদ্যতে (দুঃ)।

২। যুয়তে মিশ্রীয়তে পরিণমমানং গর্ভং বেষ্টয়তীত্যর্থঃ (স্বঃ স্বাঃ); প্রসবের পর জরা (জের) গর্ভ হইতে পতিত হয়, ইহার সহিত জরায়ু-জড়িত।

৩। নিব্ ৫।২৩।৫ দ্রষ্টব্য।

মতে অসুনীতি মধ্যস্থান দেবতা প্রাণবায়ু; এই প্রাণবায়ু দেহ হইতে উৎক্রান্ত হইলে অন্য অসু অর্থাৎ প্রাণ বা ইন্দ্রিয়সমূহও উৎক্রান্ত হয়—প্রাণবায়ু অন্য প্রাণগণকে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহকে অন্যত্র লইয়া যান।^১ অসুনীতি দেবতা কে তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে; রমেশচন্দ্রের ঋগ্বেদ হইতে মতসমূহ উদ্ধৃত করিতেছি।

“অসুনীতি” অর্থাৎ যিনি লোকের প্রাণ লইয়া চলিয়া যান। সায়ণ। “It appears to be employed as the personification of a god or goddess.”

“Guide of life”—Maxmuller. “There is nothing to show that Asuniti is a female deity.” “It may be a name for Yama, as Professor Roth supposes; but it may be a simple invocation—one of the many names of the deity”—Maxmuller.

“অসুনীতি অর্থে প্রাণরক্ষাকারী দেবতা করিলে সঙ্গত অর্থ হয়;”

“According to Professor Roth, the goddess of good will as well as of procreation.”

তস্যৈষা ভবতি ॥৮॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্টি এই দেবতা সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। স চ মধ্যমঃ প্রাণঃ, প্রাণশ্চ বায়ুঃ। স হি শরীরাদুৎক্রামন্ন্যানসুন্নয়তীতি। বিজ্ঞায়তে হি ‘প্রাণমুৎক্রামন্তং সর্বের অনুৎক্রামন্তি’ (বৃহদা. উপ ৪।৪।২) ইতি (ঋঃ স্বাঃ); স পুনরয়মিদ্ৰঃ মধ্যমঃ প্রাণঃ, স পুনর্যদেতস্মাৎ শরীরাদুৎক্রামতি অথৈতরান্ প্রাণান্ অসুনন্যত্র নয়তি (দুঃ)।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

অসুনীতে মনো অস্মাসু ধারয় জীবাতেবে সু প্রতিরা ন আয়ুঃ।

রারন্ধি নঃ সূর্য্যস্য সংদৃশি ঘৃতেন ত্বং তন্মং বর্দ্ধয়স্ব॥ ১।।

(ঋ ১০।৫৯।৫)

অসুনীতে (হে অসুনীতে—প্রাণ!) জীবাতেবে (চিরজীবনের নিমিত্ত—যাহাতে দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে তন্নিমিত্ত) অস্মাসু (আমাদের অভ্যন্তরে) মনঃ (মন প্রভৃতি প্রাণ বা ইন্দ্রিয় ধারয় (স্থাপন কর)^১, নঃ আয়ুঃ (আমাদের আয়ু) সুপ্রতিরা (সুপ্রতির—বিশেষরূপে বর্দ্ধিত কর)^২, সূর্য্যস্য সংদৃশি (সূর্য্যস্য সংদর্শনায়—সূর্য্যকে সম্যক দর্শন করিবার জন্য) রারন্ধি (আমাদিগকে সংসিদ্ধ অর্থাৎ যোগ্য বা অবিকলেন্দ্রিয় কর), ত্বং ঘৃতেন তন্মং বর্দ্ধয়স্ব (তুমি উদকের দ্বারা শরীর বর্দ্ধিত কর)।

হে প্রাণ! তুমি উৎক্রান্ত হইও না, তুমি উৎক্রান্ত না হইলেই অন্যান্য প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ আমাদের অভ্যন্তরে যথাযথ স্থাপিত থাকিবে^৩—আমরা দীর্ঘজীবী হইব। আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ বৈকল্যরহিত হউক, আমাদিগকে দিব্যচক্ষু প্রদান কর—আমরা যেন সূর্য্যদেবকে দর্শন করিতে সমর্থ হই। তুমি উদকের দ্বারা নিজ শরীর বর্দ্ধিত কর—উদকপুষ্ট তুমি আমাদিগের সর্ব্বার্থসাধনে সমর্থ হইবে।

“হে অসুনীতে আমাদিগের প্রতি মনোযোগ কর। আমরা যাহাতে বাঁচিয়া থাকি, সেই উদ্দেশ্যে আমাদিগকে উৎকৃষ্ট পরমাযুঃ প্রদান কর। যতদূর সূর্য্যের দৃষ্টি তাহার মধ্যে আমাদিগকে থাকিতে দাও, আমরা তোমাকে ঘৃত দিতেছি, তাহাতে তোমার শরীরপুষ্টি কর” (রমেশচন্দ্র)।

অসুনীতে মনোহস্মাসু ধারয় চিরং জীবনায় প্রবর্দ্ধয় চ ন আয়ুঃ, রন্ধয় চ নঃ সূর্য্যস্য সন্দর্শনায়॥ ২।।

জীবাতেবে = চিরং জীবনায় (দীর্ঘ জীবনলাভের নিমিত্ত); সুপ্রতিরা (সুপ্রতির) = প্রবর্দ্ধয়—(সু + প্র + তির; ‘তু’ ধাতু বৃদ্ধ্যর্থক, ছন্দস রূপ তিরতি—লোটে তির) সুপ্রতির চ নঃ আয়ুঃ (আমাদের আয়ু অতিপ্রকৃষ্টরূপে বর্দ্ধিত কর); রারন্ধি = রন্ধয় (সংসিদ্ধ কর—

১। অস্মদীয়ং মনোহস্মাসু ধারয় (ঋঃ ঋঃ)। মনঃপ্রভৃতীনৈতান্ প্রাণান্ আত্মনোহবহানেনান্মিন্ শরীরে এব ধারয় (দুঃ)।

২। তরতের্লট্ বহ্লং ছন্দসীতি—ইতীত্বম্; ‘তু’ ধাতুর রূপ তিরতি; সু+প্র+তির (লোটে); নিঘণ্টুতে যদিও তিরতি = হস্তি (তিরতিবর্ধকর্ম্মা, নিঘ ২।১৯), তথাপি এখানে বৃদ্ধ্যর্থক—তিরতিরন্যত্র বধকর্ম্মাপি সামর্থ্যাদিহ বৃদ্ধিকর্ম্মা (ঋঃ ঋঃ)

৩। মা ত্বমুৎক্রামীঃ ত্বদনুৎক্রমণে অবস্থাপ্যন্তে ইতি (দুঃ)।

গিজন্ত ‘রধ্’ ধাতুর রূপ; ‘রধ্’ ধাতুর অর্থ হিংসা এবং সংরাদ্ধি অর্থাৎ নিষ্পত্তি—এখানে শেযোক্ত অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে); সূর্য্যস্য সংদৃশি = সূর্য্যস্য সংদর্শনায় (সূর্য্যকে যাহাতে দর্শন করিতে পারি তন্নিমিত্ত—সংদৃশি চতুর্থার্থে সপ্তমী)।

রধ্যতিবর্ষগমনেহপি দৃশ্যতে ‘মা রধাম দ্বিষতে সোম রাজন্’
(ঋ ১০।১২৮।৫) ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ৩ ॥

রধ্যতিঃ (‘রধ্’ ধাতু) বর্ষগমনে অপি দৃশ্যতে (বর্ষগত হওয়া অর্থেও দৃষ্ট হয়); সোম রাজন্ (হে সোম, হে রাজন্) দ্বিষতে মা রধাম (আমরা যেন শত্রুর বশে গমন না করি) ইত্যপি নিগমঃ ভবতি (এই বেদবাক্যও আছে)।

অসুনীতিদেবতাক মন্ত্রে ‘রধ্’ ধাতুর প্রয়োগ হইয়াছে সংরাদ্ধি বা নিষ্পত্তি অর্থে; কিন্তু ইহার প্রয়োগ ‘বশে গমন করা’ অর্থেও পরিদৃষ্ট হয়। ‘মা রধাম দ্বিষতে সোম রাজন্’ এই মন্ত্রাংশে—মা রধাম = মা বংশ গচ্ছেম (যেন শত্রুর বশে গমন না করি)।

ঘৃতেন ত্বমাত্মানং তন্মং বর্দ্ধয়স্ব ॥ ৪ ॥

ঘৃতেন ত্বম্ আত্মানং তন্মং বর্দ্ধয়স্ব (জলের দ্বারা তুমি আত্মাকে এবং শরীরকে বর্দ্ধিত কর)।

অসুনীতি দেবতা হবির্ভাগী নহেন (নির্ ১০।৪২।৪ দ্রষ্টব্য); কাজেই ঘৃত শব্দের অর্থ এখানে জল।’

২। ঋত।

ঋতো ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৫ ॥

ঋতঃ ব্যাখ্যাতঃ (ঋত ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

ঋত শব্দের নিব্বচন সম্বন্ধে নির্ ২।২৫ দ্রষ্টব্য। ঋত মধ্যস্থানদেবতা। “ঋত শব্দে ইন্দ্র বা সত্য বা আদিত্য অথবা যজ্ঞ। সাধারণ।”

তস্মৈষা ভবতি ॥ ৬ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্টি ঋতদেবতা সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

একচত্বরিংশ পরিচ্ছেদ

ঋতস্য হি শুরুধঃ সন্তি পূর্বীর্থাৎস্য ধীতিব্জিনানি হন্তি।

ঋতস্য শ্লোকো বধিরা ততর্দ কর্ণা বুধানঃ শুচমান আয়োঃ।। ১।।

(ঋ ৪।২৩।৮)

ঋতস্য হি (ঋতদেবতার) পূর্বীঃ (চিরকালসম্ভূত) শুরুধঃ সন্তি (বৃষ্টিরূপ জলরাশি আছে), ঋতস্য ধীতিঃ (ঋতদেবের বৃষ্টিপ্রদানবিষয়ক বুদ্ধি) ব্জিনানি হন্তি (দুর্ভিক্ষাদি পাপসমূহ নাশ করে), শুচমানঃ ঋতস্য (বিদ্যুতের দীপ্তিতে দীপ্যমান ঋতদেবের)^১ শ্লোকঃ (গজ্জন শব্দ) বুধানঃ (নিজেকে বোধিত বা জ্ঞাপিত করিয়া অর্থাৎ জানাইয়া দিয়া) বধিরা আয়োঃ (বধির মনুষ্যের) কর্ণা (কর্ণো—কর্ণদ্বয়) ততর্দ (হিংসিত অর্থাৎ স্ফুটিত বা বিদীর্ণ করে)।

ঋতস্য হি শুরুধঃ সন্তি পূর্বীঃ, ঋতস্য প্রজ্ঞা বজ্জনীয়ানি হন্তি, ঋতস্য শ্লোকো বধিরস্যাপি কর্ণাবাতৃগন্তি। বধিরো বদ্ধশ্রোত্রঃ, কর্ণো, বোধয়ন্, দীপ্যমানশ্চায়োরয়নস্য মনুষ্যস্য, জ্যোতিষো বোদকস্য বা।। ২।।

শুরুধঃ—শুচং দীপ্তিং তাপং বা রুধত্যঃ (জল—যাহা দীপ্তি অথবা তাপকে রোধ করে, নিঘ ৪।৩ দ্রষ্টব্য।); ঋতস্য ধীতিঃ ব্জিনানি হন্তি = ঋতস্য প্রজ্ঞা বজ্জনীয়ানি হন্তি (ঋতদেবের প্রজ্ঞা অর্থাৎ বৃষ্টিদানবিষয়ক বুদ্ধি বজ্জনীয় দুর্ভিক্ষাদি পাপ নাশ করে; ধীতিঃ = প্রজ্ঞা); ঋতস্য শ্লোকঃ বধিরা কর্ণা ততর্দ = ঋতস্য শ্লোকঃ বধিরস্য অপি কর্ণো আতৃগন্তি (ঋতদেবের গজ্জনরূপ শব্দ বধিরের কর্ণদ্বয় ও হিংসিত বা বিদীর্ণ করে। বধিরা কর্ণা = বধিরস্যাপি কর্ণো; ততর্দ = আতৃগন্তি—হিংসার্থক ‘তৃদ’ ধাতুর রূপ)। বধিরঃ বদ্ধশ্রোত্রঃ (বধির শব্দের অর্থ বদ্ধকর্ণ অর্থাৎ শ্রবণশক্তিহীন—‘বদ্ধ’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন); কর্ণা = কর্ণো (কর্ণদ্বয়)। বুধানঃ = বোধয়ন্ (নিজেকে বোধিত বা জ্ঞাপিত করিয়া)^২; শুচমানঃ = দীপ্যমানঃ (প্রথমা ষষ্ঠ্যর্থে—‘ঋতস্য’ পদের বিশেষণ); আয়োঃ = অয়নস্য = মনুষ্যস্য (আয়ু শব্দ গত্যর্থক ‘ই’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; ইহার অর্থ অয়ন অর্থাৎ গমনাগমনবিশিষ্ট—মনুষ্য, নিঘ ২।৩; ‘বধিরস্য’ পদের সহিত ‘আয়োঃ’ পদের সামান্যাদিকরণ—বধিরস্য আয়োঃ মনুষ্যস্য—এইরূপ অন্বয়); জ্যোতিষঃ বা উদকস্য বা—অথবা আয়ুপদের অর্থ জ্যোতি বা উদক; আয়োঃ = জ্যোতিষঃ,

১। শুচমানঃ দীপ্যমানঃ। ঋতবিশেষণমন্তৎ। প্রথমা ষষ্ঠ্যর্থে। শুচমানস্য বিদ্যুদীপ্ত্যা দীপ্যমানস্য (স্কঃ স্বাঃ)।

২। বোধয়ন্ আত্মানম্ (স্কঃ স্বাঃ)।

অথবা—আয়োঃ = উদকস্য। জ্যোতিষঃ—এই অর্থ গ্রহণ করিলে অস্বয় হইবে—আয়োঃ ঋতস্য শ্লোকঃ (অয়নস্বভাব জ্যোতীরূপ ঋতদেবতার শ্লোক বা শব্দ); উদকস্য—এই অর্থ গ্রহণ করিলে অস্বয় হইবে—ঋতস্য আয়োঃ শ্লোকঃ (ঋতদেবতার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট যে উদক তাহার শব্দ)।

২৭। ইন্দু।

ইন্দুরিঙ্ঘেরূনন্তেৰ্বা ॥ ৩ ॥

ইন্দুঃ ইঙ্ঘেঃ উনন্তেৰ্বা (ইন্দু শব্দ দীপ্ত্যর্থক 'ইঙ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; অথবা—ক্লদনর্থক 'উন্দ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; উ ১২ সূত্র দ্রষ্টব্য)।

'ইঙ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করিলে ইন্দু শব্দের ব্যুৎপত্তি হইবে—ইন্দু (চন্দ্র) রাত্রিতে দীপ্তি পায়; 'উন্দ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করিলে ব্যুৎপত্তি হইবে—ইন্দু বর্ষণ দ্বারা ক্লিন্ন বা আর্দ্র করে।^১

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৪ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্টি ইন্দু দেবতা সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। দীপ্যতে উনন্তি বা বর্ষণে (দেবরাজ যজ্ঞা)।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

প্র তদ্বোচেয়ং ভব্যায়েন্দবে হব্যো ন য ইষবান্ মন্ম রেজতি রক্ষোহা মন্ম রেজতি। স্বয়ং সো অস্মদানিদো বধৈরজেত দুর্মতিম্ অবস্রবেদঘশংসোহবতরমব ক্ষুদ্রমিব শ্ৰবেৎ॥ ১॥

(ঋ ১।১২।৬)

ভব্যায় ইন্দবে (ভবনশীল অর্থাৎ বুদ্ধিক্ষয়স্বভাব^১ ইন্দুর জন্য) তৎ প্রবোচেয়ং (প্রব্রবীমি—আমরা এই স্তোত্র পাঠ করি), যঃ (যে ইন্দু) ইষবান্ (অন্নবান্—স্তোত্রগণকে দেয় অন্নে অন্নসমন্বিত), [এবং] হব্যঃ ন (হবির্ভাক্ ইন্দ্রের সদৃশ), [যঃ] (যে ইন্দু) মন্ম রেজতি (আমাদিগের প্রজ্ঞান বা বুদ্ধিবৃত্তি আকম্পিত অর্থাৎ স্তবোন্মুখ করেন), রক্ষোহা (রাক্ষসহস্তা ইন্দু) মন্ম রেজতি (রাক্ষসগণের প্রজ্ঞান বা বুদ্ধিবৃত্তি অর্থাৎ চিত্ত প্রকম্পিত করেন)^২; সঃ (ইন্দু দেবতা) স্বয়ং (নিজেই) অস্মদানিদঃ (আমাদের নিন্দাকারীদিগকে) দুর্মতিং [চ] (এবং দুষ্টমতি ব্যক্তিকে) বধৈঃ অজেত (বজ্রপ্রহারে জয় করুন), অঘশংসঃ (পাপপ্রখ্যাপনকারী) অবস্রবেৎ (অধোগতি প্রাপ্ত হউক), অবতরং (অতি নীচ বা নিকৃষ্টভাবে) ক্ষুদ্রমিব অবস্রবেৎ (ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ দ্রব্য জলাদির ন্যায় অধঃপতিত হউক)।^৩

ভব্যায়—দুর্গাচার্যের মতে ভব্য শব্দের অর্থ—ভবনাই, আত্মবান্ অথবা অভিপ্রেত ব্যক্তিগণের পাত্রভূত অর্থাৎ সুপাত্র বলিয়া স্বীকৃত। হব্যঃ ন—হবনম্ অর্হতীতি হব্যঃ ইন্দ্রঃ, ন শব্দ উপমার্থে (হবনাই ইন্দ্র সদৃশ); ইন্দু দেবতা নিজে হব্য বা হবির্ভাক্ নহেন বলিয়া এইরূপ উক্ত হইয়াছে (যষ্ঠ সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য)। মন্ম রেজতি—মন্ম শব্দের অর্থ প্রজ্ঞান বা চিত্ত; ইন্দু দেবতা অন্ন দান করেন; এই উপকার স্মরণ করিয়া আমাদের চিত্ত আকম্পিত বা তাঁহার স্তবের প্রতি উন্মুখ হয়। রক্ষোহা ইন্দুঃ মন্ম রেজতি—রাক্ষসগণ অন্ধকারে বিচরণ করে, ইন্দু অন্ধকার দূরীভূত করিয়া বিরুদ্ধাচরণকরত তাহাদের হস্তা হইয়া থাকেন—ইন্দু রাক্ষসগণের চিত্ত ভয়-প্রকম্পিত করেন। অঘশংসঃ—যে ব্যক্তি পাপ প্রখ্যাপন করিয়া বেড়ায়, অন্যের পাপকে স্ফীত বা অতিরঞ্জিত করিয়া প্রচার করে।

প্রব্রবীমি তদভব্যায়েন্দবে হবনাই ইব য ইষবান্নবান্ কামবান্ বা মননানি চ নো রেজয়তি, রক্ষোহা চ বলেন রেজয়তি স্বয়ং সোহস্মদভিনিন্দিতারং বধৈরজেত দুর্মতিম্। অবস্রবেদঘশংসঃ ততশ্চাবতরং ক্ষুদ্রমিবাবস্রবেৎ॥ ২॥

প্রতৎ বোচেয়ম্ = প্রব্রবীমি তৎ (আমরা এই স্তোত্র পাঠ করি), হব্যঃ ন = হবনাই

১। একৈকস্যাঃ কলায়া বৃদ্ধ্যা হান্যা বা যুক্তেন তেন রূপেণ ভবিতব্যম্ (ঋঃ স্বাঃ)।

২। মন্ম মননং রক্ষসাং চেতন্তদ্রেজতি রেজয়তি কম্পয়তি (ঋঃ স্বাঃ)।

৩। ক্ষুদ্রমিব দ্রব্যমৃদকাদি তদ্রদবস্রবেৎ (ঋঃ স্বাঃ)। ক্ষুদ্রমিব দ্রব্যং কিঞ্চিৎ (দুঃ)।

ইব (যে ইন্দু হবনার্হ ইন্দ্রের সদৃশ); যঃ ইষবান্ = অন্নবান্ কামবান্ বা (যিনি ইষবান্ অর্থাৎ অন্নবান্ বা কামবান্; ইষ শব্দের অর্থ অন্ন—নিঘ ২।৭; কামবান্—সর্বদা স্তোত্রগণের অভিমতফলদানে উন্মুখ)।^১ মন্য রেজতি = মননানি চ নঃ রেজয়তি (আমাদের মনন অর্থাৎ প্রজ্ঞান আকম্পিত বা স্তুতিতে উদযুক্ত করেন; মন্য = মননানি, রেজতি = রেজয়তি—অন্তর্গতগিজর্থ); রক্ষোহা চ বলেন রেজয়তি (রক্ষোহা অর্থাৎ রাক্ষস-হস্তা হইয়া তিনি বলের দ্বারা রাক্ষসদিগের মন্য বা প্রজ্ঞান অর্থাৎ চিত্ত ভয়কম্পিত করেন); স্বয়ং সঃ অস্মদভিনিন্দিতারং বৈধেঃ অজেত দুর্মতিম্—(তিনি নিজেই আমাদের নিন্দাকারী দুর্মতিকে বজ্রপ্রহারের দ্বারা জয় করুন। অস্মদানিদঃ = অস্মদভিনিন্দিতারম্; ‘অস্মদানিদঃ’ এই পদটি কিন্তু বহুবচনান্ত বলিয়া মনে হয়—স্কন্দস্বামী ইহাকে বহুবচনান্তরূপেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন;^২ কাজেই ইহাকে ‘দুর্মতিম্’ পদের বিশেষণরূপে গণ্য না করিয়া অস্মদানিদঃ দুর্মতিঃ অর্থাৎ আমাদের নিন্দাকারীদিগকে এবং পাপমতি ব্যক্তিকে—এইরূপ অস্বয় করিলে ভাল হয়)। অবশবেৎ অঘশংসঃ (পাপপ্রখ্যাপনকারী অর্থাৎ যে আমাদের পাপকে স্মৃতি বা অতিরঞ্জিত করিয়া প্রচার করে—অধোগামী হউক); ততশ্চ অবতরং ক্ষুদ্রমিব অবশবেৎ (তাহা হইতেও অধিক নীচ বা নিকৃষ্টরূপে ক্ষুদ্র বস্তুর ন্যায় অধঃপতিত হউক; অবতরম্ অব ক্ষুদ্রমিব অবশবেৎ = অবতরং ক্ষুদ্রমিব অবশবেৎ)।

অভ্যাসে ভূয়াংসমর্থং মন্যন্তে যথাহো দর্শনীয়াহো দর্শনীয়েতি ॥ ৩ ॥

অভ্যাসে (দ্বিরুক্তিতে) ভূয়াংসম্ অর্থং মন্যন্তে (অর্থ অতিবহুল বা দৃঢ়তর হয় বলিয়া আচার্য্যগণ মনে করেন) যথা (যেরূপ) অহো দর্শনীয় অহো দর্শনীয় ইতি (অহো সুন্দর, অহো সুন্দর—ইত্যাদি)।

মন্য রেজতে মন্য রেজতে, অবশবেৎ অবশবেৎ—এই দ্বিরুক্তি দেখিয়া তাহা সমর্থন করিতেছেন। দ্বিরুক্তি করিলে প্রকাশ্য অর্থের দৃঢ়তা বৈশিষ্ট্য বা উৎকর্ষ সাধিত হয়; যেমন—‘অহো সুন্দর’ ‘অহো সুন্দর’ এইরূপ বলিলে সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ প্রকাশ পায়।

তৎ পরুচ্ছেপস্য শীলম্ ॥ ৪ ॥

তৎ পরুচ্ছেপস্য শীলম্ (তাহা পরুচ্ছেপ ঋষির স্বভাব)।

পরুচ্ছেপ একজন ঋষি; তিনিই উদ্ধৃত মন্ত্রের দ্রষ্টা। তাঁহার স্বভাবই এই যে তিনি সর্বত্রই অভ্যস্ত বা দ্বিরুক্ত পদের দ্বারা দেবতার স্তুতি করেন।^৩ (ঋগ্বেদ—প্রথম মণ্ডল ১২৭ সূক্ত হইতে ১৩৯ সূক্ত পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য)।

১। স্তোত্রগাং নিত্যমভিমতফলসম্প্রদানোন্মুখঃ (দুঃ)।

২। অস্মাকম্ অভিনিন্দিত্বন্ আভিমুখেন নিন্দিত্বন্।

৩। স হি নিত্যমভ্যস্তেঃ শব্দেঃ স্তোতি (দুঃ)।

পরুচ্ছেপ ঋষিঃ। পর্ববচ্ছেপঃ পরুষি পরুষি শেপোহস্যেতি বা॥ ৫॥

পরুচ্ছেপঃ ঋষিঃ (পরুচ্ছেপ একজন ঋষি), পর্ববচ্ছেপঃ (পর্ববৎ পর্ববিশিষ্টঃ শেপঃ অস্য—ইহার শেপ বা শিশ্ন পর্ববৃক্ত) পরুষি পরুষি শেপঃ অস্য ইতি বা (অথবা পর্বে পর্বে প্রত্যেক অবয়ব সন্ধিতে ইহার শেপ বা শিশ্ন আছে)।

পরুচ্ছেপ নামের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। পরুষ (পরুষ) + শেপ = পরুচ্ছেপ—পরুষ শব্দের অর্থ পর্ববান্ (নির্ ২। ৬ দ্রষ্টব্য); পর্ববান্ এবং মহান্ ইহার শেপ। অথবা, পরুষি পরুষি (পর্বের পর্বের) অর্থাৎ প্রত্যেক অবয়ব সন্ধিতে ইহার শেপ; এতৎ সম্পর্কে কৌষীতকি ব্রাহ্মণ (২৩। ৪) দ্রষ্টব্য—“অসুরী ইন্দ্রকে আক্রমণ করিয়াছিল, পর্বের পর্বের মুষ্ণু (শেপ) কবীয়া ইন্দ্র তাহাকে জয় করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; যেহেতু তিনি পর্বের পর্বের শেপ করিয়াছিলেন সেইজন্য তাঁহার নাম পরুচ্ছেপ।”^১ পর্বের পর্বের অর্থাৎ সর্বাস্তসন্ধিতে ইহার শেপ অর্থাৎ শেপস্থানীয় গডু (কুঁজ) আছে—এইরূপও ব্যুৎপত্তি হইতে পারে।^২

ইতীমানি সপ্তবিংশতিদেবতানামধেয়ান্যনুক্ৰান্তানি সূক্তভাজি হবির্ভাজি তেষামেতান্যহবির্ভাজি—বেনোহসুনীতিঋত ইন্দুঃ॥ ৬॥

ইতি (এইভাবে) সপ্তবিংশতিদেবতানামধেয়ানি (সপ্তবিংশতিসংখ্যক দেবতার নাম) অনুক্রান্তানি (যথাক্রমে ব্যাখ্যাত হইল) [ইহার] সূক্তভাজি (সূক্তভাগী) [এবং] হবির্ভাজি (হবির্ভাগী); তেষাম্ এতানি অবহির্ভাজি বেনঃ অসুনীতিঃ ঋতুঃ ইন্দুঃ (তাঁহাদের মধ্যে ইহারা—বেন, অসুনীতি, ঋত এবং ইন্দু—হবির্ভাগী নহেন)।

বায়ু হইতে আরম্ভ করিয়া ইন্দু পর্য্যন্ত সাতাশটি দেবতার নাম নিঘণ্টুতে (৫। ৪) যে ক্রমে উক্ত হইয়াছে, সেই ক্রম অনুসরণ করিয়াই ব্যাখ্যা করা হইল। এই দেবতাসমূহ সূক্তভাক্ এবং হবির্ভাক্। কিন্তু ইহাদের মধ্যে চারিটি দেবতা—বেন, অসুনীতি, ঋত এবং ইন্দু মাত্র সূক্তভাক্, হবির্ভাক্ নহেন অর্থাৎ এই চারি দেবতার জন্য যজ্ঞে স্তুতিরই বিধান আছে, হবির বিধান নাই।

(২৮) প্রজাপতি।

প্রজাপতিঃ প্রজানাং পাতা বা পালয়িতা বা॥ ৭॥

প্রজাপতিঃ প্রজানাং পাতা বা পালয়িতা বা—প্রজাপতি প্রজাগণের রক্ষক অথবা পালয়িতা (পালক)।

তস্যৈষা ভবতি॥ ৮॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উক্ত ঋক্টি প্রজাপতি দেবতা সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। অসুরীন্দ্র প্রত্যক্রমত পর্বন পর্বন মুষ্ণু কৃতা তামিন্দ্রঃ প্রতিজিগীষন পর্বন পর্বন শেপাংসি অকুরত। ইন্দ্র উ বৈ পরুচ্ছেপঃ। শেপ শব্দ অকারান্ত (পুংলিঙ্গ) এবং সকারান্ত (ক্লীবলিঙ্গ)।

২। পরুষি পরুষি বা সর্বাস্তসন্ধিষু শেপস্থানীয়ানি গডুন্যেতি (ঋঃ ঋঃ)।

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব।

যৎকামাস্তে জুহুমস্তম্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীগাম্॥ ১॥

(ঋ ১০।১২১।১০; শুক্ল-যজুঃ ১০।২০, ২৩।৬৫)

প্রজাপতে (হে প্রজাপতে) ত্বৎ অন্যঃ (তুমি ব্যতীত অন্য আর কেহ) এতানি [যানি] বিশ্বা জাতানি (এই যে সকল বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে) তা (তানি—তাহা) ন পরিবভূব (পরিগ্রহ করিতে বা আয়ত্ত করিতে অথবা রক্ষা করিতে পারে না)^১, যৎকামাঃ (যাহা কামনা করিয়া) তে জুহুমঃ (আমরা তোমার হোম করিতেছি) তৎ নঃ অস্তু (তাহা আমাদের হউক), বয়ং রয়ীগাং পতয়ঃ স্যাম (আমরা যেন ধনের অধিপতি হই)।

প্রজাপতে ন হি ত্বদেতান্যন্যঃ সৰ্ব্বাণি জাতানি তানি পরিবভূব, যৎকামাস্তে জুহুমস্তম্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীগামিত্যাশীঃ॥ ২॥

প্রজাপতে ন হি ত্বৎ এতানি অন্যঃ সৰ্ব্বাণি জাতানি = প্রজাপতে নহি ত্বৎ অন্যঃ [কোহপি] এতানি [যানি] সৰ্ব্বাণি জাতানি—বিশ্বা = সৰ্ব্বাণি; পরি তা বভূব = তানি পরিবভূব—তা = তানি। যৎকামাস্তে জুহুমস্তম্নঃ অস্তু ইতি আশীঃ—ইহা প্রথমা আশীঃ; বয়ং পতয়ঃ রয়ীগাং স্যাম—ইহা দ্বিতীয়া আশীঃ। আশীঃ = প্রার্থনা বাক্য।

(২৯) অহি।

অহিৰ্ব্যাখ্যাতঃ॥ ৩॥

অহিঃ ব্যাখ্যাতঃ (অহি ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

অহি শব্দের নিব্বচন পূর্বে করা হইয়াছে (নিৰ্ ২।১৭ দ্রষ্টব্য)। এইস্থানে অহি = ইন্দ্র (মধ্যস্থান দেবতা)।^২

তস্যৈষা ভবতি॥ ৪॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্টি অহি-দেবতা সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। পরিপূর্ব্বা ভবতিঃ পরিগ্রহে পরিরক্ষায়াং বা। পরিগৃহ্ণতি পরিগ্রহীতুং শক্নোতি রক্ষিতুং বা, ত্বমেব পরিগৃহ্ণাসি রক্ষসি বা (ঋঃ স্বাঃ)—নিৰ্ ১০।১০।২ দ্রষ্টব্য।

২। ইহ ত্বিন্দ্রো মধ্যমোহভিধেয়ঃ (ঋঃ স্বাঃ)।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

অজামুক্‌থৈরহিং গ্‌ণীষে বুধ্লে নদীনাং রজঃসু সীদন্ ॥ ১ ॥

(ঋ ৭।৩৪।১৬)

নদীনাং বুধ্লে (শব্দকারী জলরাশির বন্ধনস্থানে অর্থাৎ অন্তরিক্ষে)^১ [বর্তমানং] (বর্তমান) অজাম্ অহিং (জলজাত অহিকে) রজঃসু সীদন্ (উদকে উপবিষ্ট হইয়া—মনে মনে জলের কথা ধ্যান করিয়া অর্থাৎ একান্তভাবে জল প্রাপ্তি কামনা করিয়া)^২ উক্‌থেঃ (স্তোত্রসমূহের দ্বারা) গ্‌ণীষে (জুতি করিতেছ)।

অজাম্—পুংলিঙ্গ ‘অব্জা’ শব্দের দ্বিতীয়ার একবচন (‘বিশ্বপা’ শব্দবৎ)—‘সহস্রসা’ এবং ‘শতসা’ শব্দের নিষ্পত্তি দ্রষ্টব্য—(নির্ ১০।২৯।১)। ‘অজা’ শব্দের অর্থ জলে জাত; অহি বা ইন্দ্র বৃষ্টিরূপ জলে জাত কর্ম্মাশ্রনা অর্থাৎ কর্ম্মদেহে^৩—বৃষ্টিতে অর্থাৎ বৃষ্টি-দানরূপ কর্ম্মদ্বারা তাঁহার জন্ম হয়, তাঁহার আত্মপ্রকাশ হয়। দেবতার কর্ম্মজন্মা (নির্ ৭।৪।১৬ দ্রষ্টব্য)।

অপ্সুজমুক্‌থৈরহিং গ্‌ণীষে বুধ্লে নদীনাং রজঃসু উদকেষু সীদন্ ॥ ২ ॥

অজাম্ = অপ্সুজম্ (উদকজন্মা অহিকে); রজঃসু = উদকেষু (জলরাশিতে)।

বুধ্লেমন্তরিক্ষম্, বদ্ধা অস্মিন্ ধৃতা আপ ইতি বা ॥ ৩ ॥

বুধ্লেম্ = অন্তরিক্ষম্ (‘বুধ্’ শব্দের অর্থ অন্তরিক্ষ) বদ্ধাঃ অস্মিন্ আপঃ (ইহাতে জলরাশি বদ্ধ) ধৃতাঃ ইতি বা (অথবা জলরাশি ইহাতে ধৃত)।

‘বুধ্’ শব্দ ‘বদ্ধ’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন (উ ২৮৫)—বুধ্লে (অন্তরিক্ষে) জলরাশি বদ্ধ থাকে; অথবা, ‘ধৃ’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—বুধ্লে (অন্তরিক্ষে) জলরাশি ধৃত থাকে।

ইদমপীতরদ্ বুধ্লেমেতস্মাদেব; বদ্ধা অস্মিন্ ধৃতাঃ প্রাণা ইতি ॥ ৪ ॥

ইদম্ অপি ইতরং বুধ্লেম্ (এই অন্য বুধ্লেও অর্থাৎ শরীরবাচী ‘বুধ্’ শব্দও) এতস্মাৎ এব (এই ‘বদ্ধ’ বা ‘ধৃ’ ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন)—বদ্ধাঃ অস্মিন্ প্রাণাঃ (এই শরীরে প্রাণবায়ু বদ্ধ হইয়া থাকে) ধৃতাঃ প্রাণাঃ ইতি [বা] (অথবা ইহাতে প্রাণবায়ু ধৃত হইয়া থাকে)।

১। নদীনাং নদনানাম্ অপাং বন্ধনে এতস্মিন্তরিক্ষে বর্তমানম্ (দুঃ)।

২। মনসোদকানি ধ্যায়ন্ কাময়মান ইত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। যঃ কর্ম্মাশ্রনা বৃষ্টিলক্ষণাস্বপ্সু জায়তে তমব্জাম্ (স্কঃ স্বাঃ)।

(৩০) অহিবুধ্য।

যোহহিঃ স বুধ্যাঃ বুধ্যমন্তুরিষ্কং তন্নিবাসাৎ॥ ৫॥

যঃ অহিঃ স বুধ্যাঃ (যে অহি সেই বুধ্যা) বুধ্যম্ অন্তুরিষ্কং তন্নিবাসাৎ ('বুধ্য' শব্দের অর্থ অন্তুরিষ্ক—অন্তুরিষ্কে নিবাসহেতু নাম বুধ্যা)।

'অহি' শব্দ এবং 'বুধ্যা' শব্দ সমানার্থক; বুধ্যে অর্থাৎ অন্তুরিষ্কে নিবাসনিবন্ধন—অহি = বুধ্যা। অহিঃ + বুধ্যাঃ—সামান্যধিকরণে যুক্ত হইয়া অহিবুধ্যা নামের সৃষ্টি করিয়াছে। 'অহি' শব্দের এক অর্থ মেঘ (নিঘ ১।১০)।

তস্মৈষা ভবতি॥ ৬॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টি অহিবুধ্যা-দেবতা সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

মা নোহির্বুধ্যো রিষে ধান্মা। যজ্ঞো অস্য সিধদ্বাতোঃ॥ ১॥

(ঋ ৭।৩৪।১৭)

অহির্বুধ্যাঃ (অহির্বুধ্যদেবতা) নঃ (আমাদিগকে) রিষে (হিংসকের হস্তে) মা ধাৎ (যেন সমর্পণ না করেন); ঋতায়োঃ অস্য (যজ্ঞকামী ইঁহার) [উদ্দেশে অনুষ্ঠিত] যজ্ঞঃ (যজ্ঞ) মা সিধৎ (যেন ক্ষীণ বা বিনষ্ট না হয়)।^১

মা চ নোহির্বুধ্যো রেষণায় ধাৎ, মাহস্য যজ্ঞোথা চ সিধদ্ যজ্ঞকামস্য॥ ২॥

মা চ নঃ অহির্বুধ্যাঃ রেষণায় ধাৎ (আমাদিগকে যেন অহির্বুধ্য হিংসাকারীর হস্তে সমর্পণ না করেন—রিষে = রেষণায় ‘রিষ্’ ধাতু হিংসার্থক); মা অস্য যজ্ঞোথা চ সিধৎ যজ্ঞকামস্য (যজ্ঞাভিলাষী ইঁহার যজ্ঞোথা অর্থাৎ যজ্ঞস্থালী যেন ভগ্ন না হয়—ঋতায়োঃ = যজ্ঞকামস্য)।

যজ্ঞোথা—যজ্ঞের উথা। ‘উথা’ শব্দের অর্থ স্থালী বা পাত্র—মুক্তিকানির্মিত পাত্রে অগ্নি স্থাপিত হয়; যাহাতে এই পাত্র ভগ্ন না হয়, তাহার জন্য ঋত্বিক্গণ সচেত্ন থাকেন।^২ মা সিধৎ = মা ভিদ্যতাম্। অস্য ঋতায়োঃ—যজ্ঞমানের বিশেষণও ইহাতে পারে—‘এই যজ্ঞানুষ্ঠানভিলাষী যজ্ঞমানের যজ্ঞ যেন বিনষ্ট না হয়’ এই অর্থও সুসঙ্গত।

(৩১) সুপর্ণ।

সুপর্ণো ব্যাখ্যাতঃ॥ ৩॥

সুপর্ণঃ ব্যাখ্যাতঃ (সুপর্ণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

‘সুপর্ণ’ শব্দের নিব্বচন সম্বন্ধে নিরু ৩।১১, ৪।৩, ৭।২৪ দ্রষ্টব্য। সুপর্ণ মধ্যস্থান-দেবতা।

তস্মৈষা ভবতি॥ ৪॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টি সুপর্ণ-দেবতা সম্বন্ধে ইহাতেছে)।

॥ পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। মা সিধৎ অর্থাৎ মা বিনশদিত্যর্থঃ (ঋঃ ঋঃ)।

২। মিত্রৈতাং ত উথাং পরিদদাম্যভিষ্টা এষা মা ভেদি। ইতি মিত্রায়ৈধেনাং পরিদদাত্যভিষ্টে। যদি মিত্রায়াপরিষ্টা ভিদ্যেত (মৈঃ সং ৩।১।৮)।

ষট্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

একঃ সুপর্ণঃ স সমুদ্রমাবিবেশ স ইদং বিশ্বং ভুবনং বিচষ্টে।

তং পাকেন মনসাহপশ্যমস্তিতস্তং মাতা রেড়্‌হি স উ রেড়্‌হি মাতরম্ ॥ ১ ॥

(ঋ ১০।১১৪।৪)

একঃ (অদ্বিতীয়—অপ্রতিম) সঃ সুপর্ণঃ (সেই সুপর্ণ সুপতন অর্থাৎ শীঘ্রগতি বায়ু) সমুদ্রম্ আবিবেশ (অন্তরিক্ষে প্রবিষ্ট বা অবস্থিত আছেন), সঃ (তিনি) ইদং বিশ্বং ভুবনং (এই বিশ্ব ভুবনকে—সর্ব ভূতবর্গকে) বিচষ্টে (অবলোকন করেন), পাকেন মনসা (পরিপক্ব মনে—বিশুদ্ধাভ্যুৎকরণে) তম্ (তঁাহাকে) অস্তিতঃ (সমীপে) অপশ্যম্ (অবলোকন করিয়াছি), তং মাতা রেড়্‌হি (তঁাহাকে মাতা লেহন করে) সঃ উ রেড়্‌হি মাতরম্ (তিনিও মাতাকে লেহন করেন)।

একঃ সুপর্ণঃ স সমুদ্রম্ আবিশতি, স ইমানি সর্বাণি ভূতান্যভিবিপশ্যতি, তং পাকেন মনসাপশ্যমস্তিত ইত্যবদৃষ্টার্থস্য প্রীতিভবত্যাখ্যানসংযুক্তা; তং মাতা রেড়ি বাগেষা মাধ্যমিকা স উ মাতরং রেড়ি ॥ ২ ॥

একঃ সুপর্ণঃ সঃ সমুদ্রম্ আবিশতি (যিনি অদ্বিতীয় সুপর্ণ অর্থাৎ শীঘ্রগতি বায়ু, তিনি অন্তরিক্ষে আবিস্ট হইয়া আছেন—কোন সময়েও অন্তরিক্ষে অনাবিস্ট নহেন; আবিবেশ = আবিশতি); ইদং বিশ্বং ভুবনম্ = ইমানি সর্বাণি ভূতানি (এই সমস্ত ভূতবর্গকে), বিচষ্টে = অভিবিপশ্যতি (বিশেষরূপে অবলোকন করেন); তং পাকেন মনসা অপশ্যম্ অস্তিতঃ (যদিও তিনি দূরস্থিত, তথাপি পরিণত মনে অর্থাৎ বিশুদ্ধচিত্তবিশিষ্ট হইয়া, আমি তাহাকে সমীপে দর্শন করিয়াছি)—ইতি ঋষেঃ দৃষ্টার্থস্য প্রীতিঃ ভবতি আখ্যানসংযুক্তা (এইভাবে দৃষ্টার্থ অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী ঋষির আখ্যান সংবলিত প্রীতি প্রকাশ পাইতেছে)—বায়ুদেবতার স্বরূপ দর্শন করিয়া ঋষি কাহারও নিকট সেই কথা কীর্তন করিতেছেন। এই কীর্তন বা আখ্যান হইতেই তাঁহার প্রীতি প্রকটিত হইয়াছে।^১ তং মাতা রেড়ি বাগেষা মাধ্যমিকা (তঁাহাকে মাতা অর্থাৎ মাধ্যমিক বাক্ বা মেঘধ্বনি লেহন করে—বৃষ্টিপ্রদান কার্য্যে তঁাহাকে অবলম্বন করিয়া বর্তমান থাকে) স উ মাতরম্ (তিনিও সেই মাধ্যমিক বাক্‌কেই অবলম্বন করিয়া বর্তমান থাকেন)।^২ বায়ু বহুপ্রকার শব্দ করে (তয় সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য), মেঘধ্বনি উৎপন্ন

১। দৃষ্টদেবতঃ সততঃ ঋষিঃ কষ্টম্‌চিদাচষ্টে। তদাখ্যানাচ্চাস্য প্রীতিভবতীতি (ঋঃ ঋঃ)।

২। রেড়ি = রেড়ি—লিহ্ ধাতুর অর্থ—আস্বাদন; ‘আস্বাদন’ শব্দের দ্বারা এখানে উপজীবন বা অবলম্বন অর্থ লক্ষিত হইতেছে; আস্বাদনেনাত্র উপজীবনমাত্র লক্ষ্যতে বৃষ্টিপ্রদানকর্ম্মণি সাহায্যেন উপজীবতি ইত্যর্থঃ; স মাতরং তামেব মাধ্যমিকাং বাচমুপজীবতি নান্যৎ কিঞ্চিৎ (ঋঃ ঋঃ)।

করে—শব্দ বায়ুর জীবনভূত) ‘উ’ শব্দ পদপূরণার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে। মাতা ও পুত্র—
মাধ্যমিকা বাক্ এবং বায়ু—পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া বর্তমান।^১ “পক্ষী (সুপর্ণ)
এখানে প্রাণবায়ু, সমুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। আর মাতা অর্থে বাক্য। প্রাণ না থাকিলে বাক্য থাকে
না।” সায়ণ।

৩২। পুরুরবা।

পুরুরবা বহুধা রোক্রয়তে।। ৩।।

পুরুরবাঃ বহুধা রোক্রয়তে (পুরুরবা বহুপ্রকার শব্দ পুনঃ পুনঃ করিয়া থাকে)। পুরু
শব্দ পূর্বক শব্দার্থক ‘রু’ ধাতু হইতে ‘পুরুরবস্’ শব্দের নিষ্পত্তি—পুরুরবা অর্থাৎ প্রাণবায়ু^২
বহুপ্রকার শব্দ করে—পুরুরবা স্তনয়িত্ব অর্থাৎ মেঘধ্বনিক্রপ শব্দ উৎপন্ন করে^৩;
(পুরুরবাঃ—দীর্ঘত্ব ছান্দস)।

তস্মৈষা ভবতি।। ৪।।

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্টি ‘পুরুরবা’ দেবতা সম্বন্ধে
হইতেছে)।

।। ষট্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।।

১। পরস্পরাশ্রয়ত্বাৎ তয়োঃ ... (দুঃ)।

২। বিজ্ঞায়তে হি ‘বায়ুঃ প্রাণ এব পুরুরবাঃ’ ইতি (ঋঃ স্বাঃ)।

৩। স্তনয়িত্বলক্ষণং শব্দং করোতীতি পুরুরবাঃ (ঋঃ স্বাঃ)।

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

সমস্মিঞ্জায়মান আসত গ্না উতেমবর্দ্ধনদ্যঃ স্বগূর্তাঃ।

মহে যত্ত্বা পুরুরবো রণায়াবর্দ্ধয়ন্ দস্যুহত্যায দেবাঃ।। ১।।

(ঋ—১০।৯৫।৭)

অস্মিন্ জায়মানে (পুরুরবা জন্মগ্রহণ করিলে) গ্নাঃ (জলরাশি) সম্ + আসত (সমাসতে—সমাগত হইয়া তাঁহাকে পরিচর্যা করে—পরিবেষ্টনপূর্বক অবস্থান করে), উত (আর) নদ্যাঃ (নদীসমূহ) স্বগূর্তাঃ (স্বয়ংগামিনী হইয়া) ইম্ (এনম্—ইহাকে) অবর্দ্ধন (অবর্দ্ধয়ন্—সংবর্দ্ধিত করে)—যৎ (যদা যখন)^১ পুরুরবঃ (হে পুরুরবঃ) দস্যুহত্যায (দস্যু-হত্যার উদ্দেশ্যে) দেবাঃ (মধ্যস্থান মরুদগণ) মহে রণায় (তুমুল যুদ্ধ করিবার জন্য) ত্বা অবর্দ্ধয়ন্ (তোমাকে সংবর্দ্ধিত করে)।

দেবতাগণ কস্মজন্মা—পুরুরবা (প্রাণবায়ু) বৃষ্টিপ্রদান কার্যে বর্ষকালে আত্মলাভ বা আত্মপ্রকাশ করেন; তিনি আত্মপ্রকাশ করিলেই জলরাশি তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থান করে, অর্থাৎ তাঁহার বশ্যতাপন্ন হয়।^২ নদীসমূহও স্বয়ংগামিনী হইয়া অর্থাৎ নিজেরাই উদযুক্ত হইয়া অত্যধিক ভাবে ইহার বশবর্ত্তী হইয়া থাকে।^৩ ফল কথা এই যে, বর্ষাকাল উপস্থিত হইলে বায়ুপ্রবাহে বৃষ্টিপাত হওয়ায় নদী তড়াগ পুষ্করিণী প্রভৃতির জল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তাহারা যেন ক্রমবিবর্দ্ধমান বায়ুর বশ্যতাপন্ন হয়। স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া দেবতা প্রত্যক্ষীভূত হইলে ঋষি বলিতেছেন—হে পুরুরবঃ, যখন মরুদগণ কর্তৃক দুর্ভিক্ষাদি দস্যু হননের উদ্দেশ্যে^৪ মেঘের সহিত তুমুল রণ করিবার জন্য তুমি সংবর্দ্ধিত হইয়া থাক, তখনই নদী তড়াগাদি তোমার বশ্যতাপন্ন হয়—ইহাদের জল বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। দুর্গাচার্যের মতে যৎ = যস্মাৎ, এই মতে অর্থ হইবে—যেহেতু মরুদগণ দস্যু হননের উদ্দেশ্যে মেঘের সহিত তুমুল রণ করিবার জন্য তোমাকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে, [সেই নিমিত্তই তুমি মহানুভব—তোমার পক্ষে সকলই সম্ভবপর হয়]।

সমাসতাস্মিঞ্জায়মানে গ্না গমনাদাপঃ।। ২।।

সমস্মিঞ্জায়মান আসত = অস্মিন্ জায়মানে সমাসত (সম্ + আসত); সমাসত = সমাসতে (লটের অর্থে লঙ্—পরিচর্যা করে)। গ্নাঃ = আপঃ (গ্না—শব্দের অর্থ জল)

১। যৎ যদা (ঋঃ স্বাঃ)।

২। তদ্বিধেয়তামুপগম্য তিষ্ঠন্তি (দুঃ)।

৩। স্বয়ংগামিন্যঃ ভূত্বা সূতরাং তদ্বিধেয়তামুপাগচ্ছন্ত্যঃ (দুঃ)।

৪। দস্যুভূতস্য চ দুর্ভিক্ষাদেহননায় (ঋঃ স্বাঃ)।

গমনাৎ (গম্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—জল গতিবিশিষ্ট); গ্না শব্দের অর্থ নিঘণ্টুতে বাক্ (১।১১)।

দেবপত্ত্বো বা।। ৩।।

বা (অথবা) গ্নাঃ = দেবপত্ত্বাঃ (দেবপত্নীগণ); গ্না শব্দ সাধারণ স্ত্রীবাচী (নির্ ৩।২১ দ্রষ্টব্য)—ভাষ্যকার বৈকল্পিক ভাবে দেবস্ত্রী বা দেবপত্নী অর্থে গ্রহণ করিলেন। এই অর্থ ঐতিহাসিক পক্ষে।^১ “এই সূক্তে উর্বশী ও পুরুরবার বৈদিক উপাখ্যান আখ্যাত হইয়াছে। পুরুরবা অঙ্গরা উর্বশীর সহিত কিছুকাল সহবাস করিয়াছেন। উর্বশী এক্ষণে পুরুরবাকে ছাড়িয়া যাইতেছেন। উর্বশীর আদি অর্থ উষা, পুরুরবার আদি অর্থ সূর্য্য। সূর্য্য উদয় হইলে উষা আর থাকে না।” (রমেশচন্দ্র)। ঐতিহাসিক পক্ষে এই মন্ত্র পুরুরবার প্রতি উর্বশীর উক্তি; ইহার অনুবাদ—“পুরুরবা যখন জন্ম গ্রহণ করিলেন, দেবমহিলারা দেখিতে আসিল। নিজ ক্ষমতায় যাহারা গমন করে, সেই নদীরা পর্য্যন্ত সংবর্দ্ধনা করিল; হে পুরুরবা! দেবতারা দস্যুবধ উপলক্ষে তোমাকে তুমুল যুদ্ধে পাঠাইবার জন্য সংবর্দ্ধনা করিতে লাগিলেন।” (রমেশচন্দ্র)।

অপি চৈনমবর্দ্ধয়ন্নদ্যঃ, স্বগূর্তাঃ স্বয়ংগামিন্যাঃ; মহতে চ যত্র পুরুরবো রণায় রমণীয়ায় সংগ্রামায়াবর্দ্ধয়ন্ দস্যুহত্যা চ দেবা দেবাঃ।। ৪।।

অপি চ এনম্ অবর্দ্ধয়ন্ নদ্যঃ (আর ইহাকে নদীসমূহ সংবর্দ্ধিত করিল; উত = অপিচ, ইম্ = এনম্), স্বগূর্তাঃ = স্বয়ংগামিন্যাঃ (‘নদ্যঃ’ পদের বিশেষণ—পরপ্রেরণা ব্যতিরেকে স্বয়ং উদ্যুক্ত হইয়াই গমনকারিণী); মহতে চ যত্র পণায় রমণীয়ায় সংগ্রামায় অবর্দ্ধয়ন্ দস্যুহত্যা চ দেবাঃ দেবাঃ (মহে = মহতে; রণায় = রমণীয়ায় সংগ্রামায়—‘রম্’ ধাতু হইতে রণশব্দ নিষ্পন্ন—সংগ্রাম বীরের পক্ষে রমণীয়, ভীতিপ্রদ নহে; দেবাঃ দেবাঃ—দ্বিরুক্তি অধ্যায়সমাপ্তি সূচনার্থ)।

।। সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত

১। ঐতিহাসিকানাং তু পুরুরবা নাম ঐলো রাজা। তৎ প্রত্যুর্বশ্যাহ। গ্নাঃ শ্রিয়ো দেবানাং পত্ত্বাঃ (স্বঃ স্বাঃ)।

একাদশ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

১। শ্যেন।

শ্যেনো ব্যাখ্যাতঃ ॥ ১ ॥

শ্যেনঃ ব্যাখ্যাতঃ (শ্যেন ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

শ্যেন শব্দের নিব্বাচন পূর্বে করা হইয়াছে (নির্ ৪।২৪ দ্রষ্টব্য); এইস্থানে শ্যেন = মধ্যস্থান দেবতা ইন্দ্র।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ২ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্টি এই শ্যেন দেবতা সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আদায় শ্যেনো অভরৎ সোমং সহস্রং সবান্ অযুতং চ সাকম্।

অত্রা পুরক্ষিরজহাদরাতীর্মদে সোমস্য মূরা অমূরঃ॥ ১॥

(ঋ—৪।২৬।৭)

শ্যেনঃ (শ্যেন—ইন্দ্র) সোমম্ আদায় (সোম গ্রহণ করিয়া) অভরৎ (তাহা পান করিলেন), [যত্র] (যথায়) সহস্রং সবান্ অযুতং চ সাকম্ (সহস্র সুত্যা অর্থাৎ সহস্র সাব্য সত্র অযুত চমসভক্ষণের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে); অত্রা (অত্র—এই সহস্রসাব্য সত্রে) পুরক্ষিঃ (বহুপ্রভ বা বহুকর্ম্মা) অমূরঃ (অমূঢ়—অতিরোহিতজ্ঞান) [শ্যেন] সোমস্য মদে (সোমজনিত মত্ততা উপস্থিত হইলে) মূরাঃ অরাতীঃ (মুঢ়মতি অরাতীগণকে) অজহাৎ (নিহত করিলেন)।

আদায় শ্যেনোহহরৎ সোমং সহস্রং সবান্ অযুতং চ সহ, সহস্রং সহস্র-
সাব্যমভিপ্রেত্য তত্রায়ুতং সোমভক্ষাঃ॥ ২॥

আদায় শ্যেনঃ অহরৎ সোমম্ (শ্যেন সোম গ্রহণ করিয়া তাহা পান করিলেন; অভরৎ = অহরৎ—স্থানান্তর প্রাপণার্থক ‘হ্র’ ধাতুর রূপ—সোমকে স্থানান্তর প্রাপ্তি করাইলেন অর্থাৎ স্বীয় আসনে নিয়া গেলেন—পান করিলেন)^১; সহস্রং সবান্ অযুতং চ সহ—[যত্র] সহস্রং সবান্ অযুতং চ সহ [কুবরীতি] (যথায় সহস্র সুত্যা^২ অর্থাৎ সহস্রসাব্য সত্র এবং অযুত সোমভক্ষণ ঋত্বিক্গণ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন); সহস্রং সহস্রসাব্যম্ অভিপ্রেত্য, তত্রায়ুতং সোমভক্ষাঃ (সহস্র শব্দ সহস্রসাব্য সত্র বুঝাইবার অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত, ঈদৃশ সত্রে দশসহস্রসংখ্যক সোমভক্ষণ হয়)—সত্র শব্দের অর্থ “দ্বাদশ বা ততোধিক দিনে সাধ্য সোমযজ্ঞ”; সহস্র সাব্য সত্রে সহস্র বার সোমের সব অর্থাৎ অভিষব বা সুত্যা হয় (“the sacrifice in which soma is pressed a thousand times”); প্রত্যেক সুত্যা বা অভিষবে দশজন চমসী স্ব স্ব চমসে (চামচায়) সোমপান করেন^৩—একসহস্র সুত্যা বা অভিষবে সোমভক্ষণ (সোমপান বা চমসভক্ষণ) হয় অযুত বা দশ সহস্র বার।

তৎসম্বন্ধেনায়ুতং দক্ষিণা ইতি বা॥ ৩॥

তৎসম্বন্ধেন (সোমভক্ষ সম্বন্ধহেতু) অযুতং দক্ষিণাঃ ইতি বা (অযুতসংখ্যক দ্রব্য দক্ষিণা—ইহাও বা অর্থ হইতে পারে)।

১। অহরৎ স্বমাস্যং প্রাপিতবান্ প্রীতবানিত্যর্থঃ (ঋঃ স্বাঃ); অপিবৎ (দুঃ)।

২। “সোমলতাকে জলসহ কোটার—থেতো করার নাম সুত্যা”।

৩। ঐ ব্রা ৬।২৮।১-৪, ৭।৩৫।৭ দ্রষ্টব্য। প্রতিসুত্যাং হি দশানাং চমসানাং ভক্ষাঃ (ঋঃ স্বাঃ)।

সহস্রসাব্য সত্রে ঋত্বিক্গণের দক্ষিণা নাই; কারণ সত্রে দক্ষিণা দান নিষিদ্ধ। সদস্য দক্ষিণা কিন্তু আছে; এই দক্ষিণা হইবে সোমভক্ষণ সংখ্যার অনুরূপ—সোমভক্ষণ সংখ্যাও অযুত, সদস্য দক্ষিণাও হইবে অযুত।^১

তত্র পুরন্ধিরজহাদমিত্রানদানানিতি বা॥ ৪॥

তত্র পুরন্ধিঃ অজহাৎ অমিত্রান্ (সেই সহস্রসাব্য সত্রে বহুপ্রজ্ঞ বা বহুকর্মা ইন্দ্র অমিত্র অর্থাৎ শত্রুগণকে নিহত করিলেন; অরাতীঃ = অমিত্রান্; অজহাৎ—‘হন’ ধাতুর ছান্দসরূপ;^২ অমিত্রভূত মেঘ বিদীর্ণ করিয়া ইন্দ্র পৃথিবীতে বৃষ্টিবিধান করিলেন)। অদানান্ ইতি বা—অথবা, অরাতীঃ = অদানান্ (অরাতি শব্দের অর্থ দানবিরহিত অর্থাৎ অদাতা বা কৃপণ; দানার্থক ‘রা’ ধাতু হইতে রাতি—নাই রাতি বা দান যাহার সে অরাতি—অরাতি শব্দ বেদে দ্বীলিঙ্গ—দ্বিতীয়ার বহুবচনে অরাতীঃ); অরাতি শব্দের অর্থ অদান বা কৃপণ করিলে ‘অজহাৎ’ ক্রিয়ার অর্থ করিতে হইবে—ত্যাজিতবান্—ত্যাগার্থক অন্তর্গতগিজর্থ ‘হা’ ধাতুর রূপ—ইন্দ্র কৃপণ বা জলদানবিরহিত মেঘসমূহকে জলদান করিয়াছিলেন।^৩

‘মদে সোমস্য মূরা অমূরাঃ’ ইতি ঐন্দ্রে চ সূক্তে সোমপানেন চ স্তুতস্তস্মাদিন্দ্রং মন্যন্তে॥ ৫॥

‘মদে সোমস্য মূরাঃ অমূরাঃ—ইতি ঐন্দ্রে চ সূক্তে সোমপানেন স্তুতঃ (ইন্দ্রদেবতাক সূক্তে সোমপানের দ্বারা ঐরূপ শ্যেন স্তুত হইয়াছেন) তস্মাৎ ইন্দ্রং মন্যন্তে (সেই হেতু শ্যেনকে ইন্দ্র মনে করা হয়)।

৪।২৬ সূক্ত ঐন্দ্রে সূক্ত। এই সূক্তের প্রথম তিন মন্ত্রে ইন্দ্রের স্তুতি এবং শেষ চারি মন্ত্রে শ্যেনের স্তুতি পরিদৃষ্ট হয়। ‘মদে সোমস্য’ ইহার দ্বারা শ্যেনের সোমপানও কথিত হইয়াছে। ঐন্দ্রেসূক্তে শ্যেনের স্তুতি এবং শ্যেনের সোমপান কর্তৃত্ব—এই দুই কারণে শ্যেন ও ইন্দ্রের অভিন্নতা প্রতিপাদিত হয়।

২। সোম।

ওষধিঃ সোমঃ সুনোতের্বদেনমভিযুধস্তি॥ ৬॥

সোম ওষধিঃ (সোম ওষধি বা লতাবিশেষ) সুনোতেঃ (অভিষবার্থক ‘সু’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন) যৎ এনম্ অভিযুধস্তি (যেহেতু ঋত্বিক্গণ ইহাকে অভিযুত করেন)।

১। সহস্রসাব্যে হি যদ্যপি সত্রস্থাদ্ ঋত্বিজাং দক্ষিণা নাস্তি—তথাপি সদস্যদক্ষিণাস্তি ‘যাং সদস্যেভ্যো দদাতি সোমপীথং তয়া নিষ্কৃগীতে’ ইতি সোমপীথার্থবাদাদ্ যাবন্তঃ সোমপীথান্তাবত্যা ভবিতব্যম্। তে চাযুতম্। অতস্তৎসম্বন্ধেন দক্ষিণা অপ্যযুতম্ (স্বঃ স্বাঃ)।

২। অজহাৎ হতবান্ (স্বঃ স্বাঃ)।

৩। জহাতের্ব্যর্থস্য রূপম্, ত্যাজিতবান্ বা (স্বঃ স্বাঃ)।

অভিষবার্থক ‘সু’ ধাতু হইতে সোম শব্দের নিষ্পত্তি; সূর্যতে ইতি সোমঃ—সোমলতা অভিযুত হয় অর্থাৎ ইহা খেঁতলাইয়া ইহা হইতে রস নিষ্কাশন করা হয়।

সোম মধ্যম বা মধ্যস্থান দেবতা। কারণ, আমরা যে চন্দ্র দেখিতে পাই তাহা এই সোমেরই তনু—সোম ও চন্দ্রমা অভিন্ন, উভয়েই রসাত্মক; অথবা, মধ্যস্থান দেবতা বায়ুরই রূপান্তর সোম—বায়ুই সোমরূপতা প্রাপ্ত হইয়া অভিযুত হয়।

বহুলমস্য নৈঘণ্টুকং বৃত্তমাশ্চর্য্যমিব প্রাধান্যেন।। ৭।।

অস্য নৈঘণ্টুকং বৃত্তং বহুলম্ (ইহার গৌণভাবে বর্ণনা বা স্তুতি বহুসংখ্যক), আশ্চর্য্যম্ ইব প্রাধান্যেন (প্রধানভাবে বর্ণনা বা স্তুতি আশ্চর্য্যবৎ অর্থাৎ অতি বিরল)।

অধিকাংশ স্থলেই সোমদেবতার যে স্তুতি তাহা পরার্থা অর্থাৎ পরপ্রধানা, স্বার্থা অর্থাৎ স্বপ্রাধানা স্তুতি অতি অল্পই পরিদৃষ্ট হয়—অন্য দেবতার স্তুতিপ্রসঙ্গেই সাধারণতঃ সোমদেবতার স্তুতি হইয়া থাকে।

তস্য পাবমানীষু নিদর্শনায়োদাহরিষ্যামঃ।। ৮।।

পাবমানীষু (পাবমানী ঋক্সমূহের মধ্যে একটি ঋক্) তস্য নিদর্শনায় (সোমের পরপ্রধানা স্তুতি প্রদর্শনের নিমিত্ত) উদাহরিষ্যামঃ (উদাহৃত করিব)।

‘পবমান সোম’ যে সকল ঋকের দেবতা তাহারাই পাবমানী ঋক্। “সোমপাত্রে গ্রহ-গ্রহণের পর আধবনীয়ের সোম পূতভূতে ছাঁকিয়া পূত করিয়া ঢালিবার সময় সেই পবমান (যাহা পূত হইতেছে) সোমের উদ্দেশে গীত হয় বলিয়া এই নাম।” সোম ছাঁকিবার সময় গীত স্তোত্র পবমান স্তোত্র। নবম মণ্ডলের প্রথম চারিটি সূক্তের দেবতা পবমান সোম। প্রথম সূক্তের প্রথম মন্ত্রটি উদাহৃত হইতেছে—ইহাতে প্রদর্শিত হইবে যে, সোম দেবতার যে স্তুতি হইয়াছে তাহা পরপ্রধানা।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

স্বাদিষ্ঠয়া মদিষ্ঠয়া পবস্ব সোম ধারয়া।

ইন্দ্রায় পাতবে সূতঃ॥১॥

(ঋ—৯।১।১, শুক্ল-যজুঃ ২৬।২৫)

সোম (হে সোম) ইন্দ্রায় পাতবে (ইন্দ্রার্থ পাননিমিত্ত) সূতঃ (অভিষুত হইয়া) স্বাদিষ্ঠয়া (স্বাদুতম) মদিষ্ঠয়া (অতিশয় মদজনক) ধারয়া (ধারায়) পবস্ব (দশা পবিত্র হইতে দ্রোণ কলসের অভিমুখে গমন কর অর্থাৎ ক্ষরিত হও)।^১

ইন্দ্রায় পাতবে সূতঃ— ইন্দ্রার্থ পাননিমিত্ত সূত অর্থাৎ ইন্দ্র পান করুন এই অভিপ্রায়ে অভিষুত। ইন্দ্রের পানার্থ অভিষুত—ইহার দ্বারা সোমস্তুতির পরার্থতা প্রতিপাদিত হইল।^২ “দশা পবিত্রনামক মেঘলোমনির্ঘ্রিত ছাঁকনি পাত্রের মুখে দিয়া সোমরস ছাঁকিতে হয়।”

ইতি সা নিগদব্যাখ্যাতা॥২॥

ইতি সা নিগদব্যাখ্যাতা (এই যে ঋক্‌টি ইহা পাঠের দ্বারাই ব্যাখ্যাত হইল)।

এই ঋক্‌টি অতি সরল, পাঠমাত্রেই ইহার অর্থ বোধগম্য হয়; ভাষ্যকার এই জন্যই ইহার ব্যাখ্যা করিলেন না।

অথেষাপরা ভবতি চন্দ্রমসো বৈতস্য বা॥৩॥

অথ এষা অপরা ভবতি চন্দ্রমসঃ বা এতস্য বা (অতঃপর এই অপরা একটা ঋক্‌ উদ্ধৃত হইতেছে যাহাতে চন্দ্রমার অথবা ইহার অর্থাৎ ওষধি সোমের স্তুতি আছে)।

পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্‌টি উদ্ধৃত হইতেছে তাহাতে চন্দ্র আশ্রয় সোমের এবং ওষধি সোমের (সোমলতার) উভয়েরই স্তুতি আছে। এই স্তুতি স্বপ্রধান—নৈষণ্টুক বা পরপ্রধান নহে।

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। দশাপবিত্র—“সোমরস ছাঁকিবার জন্য মেঘলোমপ্রণীত ছাঁকনি”। দ্রোণকলস—“আহবনীয়ের সোমরস ছাঁকিয়া রাখিবার অন্যতর বৃহৎপাত্র”; দশাপবিত্রাৎ দ্রোণকলসং প্রতি গচ্ছ (উবট ও মহীধর)।

২। ইন্দ্রার্থং পবস্বৈত্যস্বার্থতা লক্ষ্যতে (দুঃ)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সোমং মন্যতে পপিবান্ যৎ সম্প্রিস্ত্যোষধিম্।

সোমং যং ব্রহ্মাণো বিদূর্ন তস্যান্নাতি কশ্চন॥ ১॥

(১০।৮৫।৩)

যৎ (যদা—যখন) ওষধিং সম্প্রিস্ত্যি (ওষধিরূপ সোমকে নিষ্পীড়ন করে) সোমং পপিবান্ মন্যতে (তখন মানুষ মনে করে ‘আমি সোম পান করিয়াছি), ব্রহ্মাণঃ (ব্রাহ্মণগণ) যং সোমং বিদুঃ (যাহাকে সোম বলিয়া জানেন) ন তস্য অন্ন্যাত্তি কশ্চন (কেহই তাহা পান করিতে পায় না)।^১

সোমলতা নিষ্পীড়ন করিয়া রাসায়নিকগণ অবৈধভাবে যে সোমরস পান করেন তাহা সোম নহে—তাহা বৃথা সোম বা অসোম; যথার্থ—সোমপা তিনি, যিনি যজ্ঞীয় সোম পান করেন—যে সোমকে ব্রাহ্মণগণ (ঋত্বিক্ যজমানগণ)^২ সোম বলিয়া বলেন এবং যে সোমে যাজ্ঞিক ব্যতীত কাহারও অধিকার নাই। “সোমযাগের শেষ দিনে সোমলতা ইহাতে সোমরস নিষ্কাশিত করিয়া ঐ রস আহুতি দেওয়া হয় এবং উহা ঋত্বিকেরা ও যজমান পান করেন। ইহাই সোমযাগের প্রধান অনুষ্ঠান। ইহার নাম সবন।”

সোমং মন্যতে পপিবান্ যৎ সম্প্রিস্ত্যোষধিমিতি বৃথাসূতমসোমমাহ॥ ২॥

সোমং মন্যতে পপিবান্ যৎ সম্প্রিস্ত্যি ওষধিম্ ইতি বৃথাসূতম্ অসোমম্ আহ—বিধিবহির্ভূতভাবে সোমরস নিষ্কাশিত করিয়া ‘সোমপান করিলাম’ বলিয়া রাসায়নিকগণ মনে করিতে পারেন; ঈদৃশ সোমরস কিন্তু বৃথা সূত—ইহার মধ্যে সোমত্ব নাই।

সোমং যং ব্রহ্মাণো বিদুরিতি ন তস্যান্নাতি কশ্চনাযজ্ঞেত্যধিযজ্ঞম্॥ ৩॥

সোমং যং ব্রহ্মাণঃ বিদুঃ ব্রাহ্মণগণ যাহাকে সোম বলিয়া জানেন তাহাকে কোনও অযজ্ঞা (অযাজ্ঞিক) পান করিতে পারেন না; ইতি অধিযজ্ঞম্—এই ব্যাখ্যা যজ্ঞাধিকারে বা যজ্ঞবিষয়ে এবং ওষধি-সোমপক্ষে।

অথাধিদৈবতম্॥ ৪॥

অথ অধিদৈবতম্ (অতঃপর দেবতাধিকারে বা দেবতাবিষয়ে ব্যাখ্যা করিতেছেন)।

অতঃপর সোম শব্দের অর্থ দেবতা—চন্দ্রমা, এই পক্ষে ব্যাখ্যা করা হইতেছে।

১। দ্বিতীয়ার্থে বা যষ্ঠী ন তমন্ন্যাত্তি কশ্চন (ঋঃ স্বাঃ)।

২। ব্রহ্মাণঃ ব্রাহ্মণশব্দপর্যায়োহস্তি, কুতঃ? অনুচরসি ব্রহ্মান্নিতি প্রয়োগাদ্ ব্রাহ্মণা ইত্যর্থঃ, তে চ ঋত্বিক্‌জনা (ঋঃ স্বাঃ)।

সোমং মন্যতে পপিবান্ যৎ সম্পিষন্ত্যোষধিমিতি যজুঃসূতম্
অসোমমাহ ॥ ৫ ॥

সোমং মন্যতে পপিবান্ যৎ সম্পিষন্তি ওষধি—ইতি যজুঃসূতম্ অসোমম্ আহ—
যজ্ঞবিধি অনুসারে সোমরস নিষ্কাশিত করিয়া ‘সোমরস পান করিলাম’ বলিয়া ঋত্বিক্গণ
এবং যজ্ঞমান মনে করিতে পারেন; ঈদৃশ সোমরস কিন্তু যজুঃসূত—যজ্ঞনির্বাহার্থ অভিযুত,
ইহাও দেবতা সোমের অর্থাৎ চন্দ্রমার তুলনায় অসোম।^১ সোমাভিষবে যজুর্মন্ত্রের
উপযোগিতা আছে; বসন্তীবরী ও একধনা জল মিশ্রণ কালে হোতা নিগদ মন্ত্র
(যজুর্মন্ত্রবিশেষ) পাঠ করেন—এই ভাবেই অভিযুত সোমকে (যাহা বসন্তীবরী ও একধনা
জলের সহিত মিশ্রিত করা হয়) যজুঃসূত বলা হইয়াছে।

সোমং যং ব্রহ্মাণো বিদুঃচন্দ্রমসং ন তস্যাশ্মাতি কশ্চনাদেব ইতি ॥ ৬ ॥

সোমং যং ব্রহ্মাণঃ বিদুঃ চন্দ্রমসং (যে সোমকে ব্রাহ্মণগণ চন্দ্রমা বলিয়া জানেন) ন
তস্য অশ্মাতি কশ্চন অদেবঃ (তাহাকে দেবতা ভিন্ন কেহ ভক্ষণ করিতে পারে না)।

ব্রাহ্মণগণ সোম অর্থে চন্দ্রমাকেই বুঝিয়া থাকেন, ঈদৃশ সোম অর্থাৎ চন্দ্রমা দেবগণেরই
ভক্ষ্য বা অন্ন—অন্য কাহারও নহে। “সোমো নুনমেষ তদ্দেবানাম্ অন্নম্—ইতি হ
বিজ্জায়তে,”^২ “এষ বৈ সোমো রাজা দেবানামন্নং যচ্চন্দ্রমাঃ”^৩—ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। এই মন্ত্রে
সোমের যে স্তুতি, তাহা স্বপ্রধান।^৪

অথৈষাপরা ভবতি চন্দ্রমসো বৈতস্য বা ॥ ৭ ॥

অথ এষা অপরা ভবতি চন্দ্রমসঃ বা এতস্য বা—অতঃপর (পরবর্তী পরিচ্ছেদে) এই
অপর একটি ঋক্ উদ্ধৃত হইতেছে যাহাতে চন্দ্রমার অর্থাৎ চন্দ্রত্ব আপন্ন সোমের এবং ওষধি
সোমের উভয়েরই স্তুতি আছে। এই স্তুতিও স্বপ্রধান—নৈষগ্টুক নহে।

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। যজুঃসূতম্ অধিযজ্ঞং চন্দ্রমসমপেক্ষ্য অসোমমাহ (দুঃ)।

২। দুর্গাচার্য্য।

৩। শত ব্র ১।৬।৪।৫।

৪। এবমস্য স্বপ্রধানা সোমস্য স্তুতিঃ (দুঃ)।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যত্না দেব প্রপিবন্তি তত আপ্যায়সে পুনঃ।

বায়ুঃ সোমস্য রক্ষিতা সমানাং মাস আকৃতিঃ॥ ১॥

(ঋ ১০।৮৫।৫)

দেব (হে দেব সোম) যৎ ত্বা প্রপিবন্তি (যখন তোমাকে পান করেন) ততঃ (তদনন্তর) পুনঃ আপ্যায়সে (পুনরায় সমৃদ্ধ হইয়া থাকে); বায়ুঃ সোমস্য রক্ষিতা (বায়ু সোমের রক্ষক) [সোম] সমানাং (সংবৎসর সমূহের) [এবং] মাসঃ (মাসস্য—মাসের) আকৃতিঃ (সম্যক কর্তা)।

যত্না দেব প্রপিবন্তি তত আপ্যায়সে পুনরিত্তি নারাশংসানভিপ্রেত্য॥ ২॥

যত্না দেব প্রপিবন্তি পুনঃ—ইতি নারাশংসান্ অভিপ্রেত্য—হে দেব! তোমাকে ঋত্বিক্ যজ্ঞমানগণ পান করিবার পর তুমি পুনরায় সমৃদ্ধ হইয়া থাক—ইহা বলা হইয়াছে নারাশংস চমস সমূহকে লক্ষ্য করিয়া; চমস হইতে সোমপানের পর পুনরায় ঐ চমস সোমরসপূর্ণ করিয়া রাখিয়া দিতে হয়—তখন ঐ চমস নারাশংস নামক দেবতার উদ্দিষ্ট হয় এবং নারাশংস নাম লাভ করে; চমস হইতে সোমপানের পর পুনরায় ইহা সোমরসে পূর্ণ করা হয়—ইহা লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে “হে সোম! তোমাকে পান করিলে তুমি আবার আপ্যায়িত বা বর্দ্ধিত হও।” এই ব্যাখ্যা সোম = ওষধি সোম—এতৎপক্ষে।

পূর্বপক্ষাপরপক্ষাবিতি বা॥ ৩॥

বা (অথবা) পূর্বপক্ষাপরপক্ষৌ ইতি (‘যত্না পুনঃ’—ইহা বলা হইয়াছে শুরুপক্ষ এবং কৃষ্ণপক্ষকে লক্ষ্য করিয়া)।

চন্দ্র কৃষ্ণপক্ষে দেবগণ অর্থাৎ সূর্য্যরশ্মিসমূহকর্তৃক পীত হয়, শুরুপক্ষে আবার বর্দ্ধিত হয়—ইহা লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে “হে সোম! তোমাকে পান করিলে তুমি আবার আপ্যায়িত বা বর্দ্ধিত হও।” এই ব্যাখ্যা সোম = চন্দ্রমা—এতৎপক্ষে।

বায়ুঃ সোমস্য রক্ষিতা বায়ুমস্য রক্ষিতারমাহ—সাহচর্য্যাদ্রসহরণাদ্বা॥ ৪॥

বায়ুঃ সোমস্য রক্ষিতা—বায়ুমস্য রক্ষিতারমাহ (বায়ুকে সোমের রক্ষক বলা হইয়াছে) সাহচর্য্যাদ্ রসহরণাদ্ বা (সাহচর্য্য অথবা রসহরণনিবন্ধন)।

বায়ুকে সোমের রক্ষক বলা হইয়াছে বায়ু সোমের বন্ধুভাবাপন্ন সহচারী বলিয়া—বায়ু ও সোম সর্ব্বদা পরস্পর সহচররূপেই অবস্থান করে, সোমের যে বৃদ্ধি তাহাও বায়ুর

উপরই নির্ভর করে; অথবা, রসহরণ বায়ুর ধর্ম—বায়ু সর্বরসাপহারী হইয়াও যে সোমকে বিশোধিত করে না, ইহাতে সোম রক্ষিত হয়।^১ এই ব্যাখ্যা সোম = ওষধিসোম—এতৎপক্ষে। সোম = চন্দ্র—এতৎপক্ষেও বায়ু সোমের রক্ষক; কারণ, বায়ু সূক্ষ্ম সুসুন্নাখ্য রশ্মিনাডীর দ্বারা যথাকালে ক্ষীণ চন্দ্রকে পুনরায় পরিপূর্ণ করে।^২ অথবা, সাহচর্যাৎ এবং রসহরণাৎ—এই যুক্তিদ্বারাও বায়ুকে চন্দ্রের রক্ষক বলা যাইতে পারে—বায়ু চন্দ্রের সহচর, বায়ুই চন্দ্রের গতি সম্পাদন করে; বায়ুই চন্দ্রের জন্য রস-হরণ করে।^৩

সমানাং সংবৎসরাণাং মাস আকৃতিঃ সোমো রূপবিশেষৈরোষধিশ্চন্দ্রমা
বা।।৫।।

সমানাং = সংবৎসরাণাং (সংবৎসরের) [এবং] মাসঃ = মাসস্য (মাসের) আকৃতিঃ (সম্যক্ কর্তা) সোমঃ রূপবিশেষৈঃ ওষধিঃ চন্দ্রমাঃ বা (ওষধিরূপ সোম অথবা চন্দ্রমা সোম—রূপবিশেষের দ্বারা)।

শুরূপক্ষে প্রত্যেক দিন সোমলতার এক একটা করিয়া পত্র উৎপন্ন হয়, কৃষ্ণপক্ষে প্রত্যেকদিন আবার এক একটা করিয়া পত্র স্থলিত হয়—কৃষ্ণ পক্ষের অন্তিম দিনে আর পত্র থাকে না, সোমলতা লতামাত্রই পর্যাবসিত হয়। লতা যে দিন পত্রবিহীন হইবে সেই দিনই চান্দ্র একমাস অতিবাহিত হইল বলিয়া বুঝা যাইবে। কাজেই সোমলতা পত্রোৎপত্তি এবং পত্রস্থলনরূপ রূপবিশেষের দ্বারা মাস সৃষ্টি করে—মাসরূপ কাল জ্ঞাপিত করে; এইরূপে সংবৎসর সৃষ্টি বা সংবৎসর কাল জ্ঞাপন ও সোমলতার দ্বারা হইয়া থাকে। চন্দ্রমাও মাস এবং সংবৎসর সৃষ্টি করে অর্থাৎ মাসরূপ কাল ও সংবৎসররূপ কাল জ্ঞাপিত করে—তাহার ক্ষয়বৃদ্ধিরূপ রূপবিশেষের দ্বারা।

৩। চন্দ্রমা।

চন্দ্রমাশ্চায়ন্ দ্রমতি, চন্দ্রো মাতা চান্দ্রং মানমস্যেতি বা।।৬।।

‘চন্দ্রমস্’ শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। (১) চন্দ্রমাঃ চায়ন্ দ্রমতি—চায়ন্ (দর্শনার্থক ‘চায়্’ ধাতুর শত্ প্রত্যয়ান্ত পদ) + গত্যর্থক ‘দ্রম্’ ধাতু হইতে ‘চন্দ্রমস্’ শব্দের নিষ্পত্তি (চায়ন্দ্রমস্ = চন্দ্রমস্—চন্দ্রমা উপরিস্থিত হইয়া লোকপালত্ব নিবন্ধন ভূতসমূহ দেখিতে দেখিতে গমন করেন) (২) চন্দ্রঃ মাতা—চন্দ্র + মাতা = চন্দ্রমাঃ (চন্দ্রমা একাধারে চন্দ্র অর্থাৎ নিত্যকাল বা সর্বদা অভীক্ষিত এবং মাতা অর্থাৎ মাসাদি কাল নির্মাতা) (৩) চান্দ্রং

১। সর্বরসাপহারো বায়ুঃ সমর্থঃ সন্ যন্ন শোষয়তি সোমং তেন সোমো রক্ষিতো ভবতি (দুঃ)।

২। এষ হেনং সূক্ষ্ময়া রশ্মিনাড্যা সুসুন্নাখ্যা পুনর্যথাকালমাপুরয়ন্তি (দুঃ)।

৩। বায়ুশ্চ তব সোমস্য রক্ষিতা সাহচর্যাৎ রসহরণাদ্বেত্যান্তম্ (ঋঃ ঋঃ)। সুশ্রুত ২৯।২০-২২ দ্রষ্টব্য।

মানম্ অস্য ইতি বা (অথবা, চান্দ্র + মাতা = চন্দ্রমাঃ—চান্দ্র কাল অর্থাৎ মাসাদি ইহার মান বা নির্মাণ—মাসাদি কালের নির্মাণে চান্দ্র); দ্রষ্টব্য এই যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় নির্বচনে অর্থতঃ কোন ভেদ নাই—দ্বিতীয় নির্বচনে কর্মধারয় সমাস, তৃতীয় নির্বচনে বহুব্রীহি সমাস।

চন্দ্রশ্চন্দতেঃ কাস্তিকস্মরণঃ ॥ ৭ ॥

চন্দ্রঃ চন্দতেঃ কাস্তিকস্মরণঃ (চন্দ্র শব্দ কাস্ত্যর্থক 'চন্দ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—উ ১৭০; চন্দ্র নিত্যকাস্ত—সর্বদা অভীক্ষিত)।

চন্দনমিত্যপ্যস্য ভবতি ॥ ৮ ॥

চন্দনম্ ইত্যপি অস্য ভবতি (চন্দন—এই শব্দটিও এই 'চন্দ' ধাতুরই রূপ—চন্দনও সুন্দরগন্ধবিশিষ্ট বলিয়া সর্বলোককাস্ত)।

চারু দ্রমতি, চিরং দ্রমতি চমেৰ্বা পূর্বম্ ॥ ৯ ॥

চারু দ্রমতি (চারু + 'দ্রম্' ধাতু হইতে চন্দ্র শব্দ নিষ্পন্ন—চন্দ্র সুন্দরভাবে গমন করে) চিরং দ্রমতি (চির + 'দ্রম্' ধাতু হইতে চন্দ্রশব্দ নিষ্পন্ন—চন্দ্র মন্দগতিনিবন্ধন দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিতে থাকে) চমেৰ্বা পূর্বম্ (অথবা, চন্দ্র শব্দের পূর্বভাগ অর্থাৎ চম্যমান শব্দ ভক্ষণার্থক 'চম্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—চম্যমান + দ্রম্ = চন্দ্র; চন্দ্র দেবগণ অর্থাৎ রশ্মিসমূহের দ্বারা ভক্ষ্যমাণ হইয়া আকাশে গমন করে)।

চারু রুচেৰ্বিপরীতস্য ॥ ১০ ॥

চারু রুচেঃ বিপরীতস্য (চারু শব্দ 'রুচ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—অক্ষর বৈপরীতে)।

প্রসঙ্গতঃ চারু শব্দেরও নির্বচন প্রদর্শন করিতেছেন। দীপ্ত্যর্থক 'রুচ্' ধাতুর অক্ষর বৈপরীতে চারু শব্দ নিষ্পন্ন—রুচা = চারু; চারু—দীপ্তিসম্পন্ন।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ১১ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্টি চন্দ্রমা দেবতা সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নবো নবো ভবতি জায়মানোহহাং কেতুরুষসামেত্যগ্রম্।

ভাগং দেবেভ্যা বি দধাত্যায়ন্ প্র চন্দ্রমাস্তিরতে দীর্ঘমায়ুঃ ॥ ১ ॥

(ঋ ১০।৮৫।১৯)

[চন্দ্রমাঃ] (চন্দ্রমা) [শুক্রপক্ষে] জায়মানঃ (জায়মান হইয়া) নবঃ নবঃ ভবতি (নূতন নূতন আকার ধারণ করেন), অহাং কেতুঃ (নিজ গতিবিশেষের দ্বারা দিন সমূহের স্রষ্টা চন্দ্রমা)^১ [কৃষ্ণপক্ষে] উষসাম্ অগ্রম্ এতি (উষার প্রাক্কালে অর্থাৎ প্রভাত হওয়ার পূর্বক্ষণে উদিত হন)^২; আয়ন্ (পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় সমাগত হইয়া) দেবেভ্যাঃ ভাগং বিদধতি (অগ্ন্যাদি দেবগণের ভাগ বিধান করেন), চন্দ্রমাঃ (চন্দ্রমা) দীর্ঘম্ আয়ুঃ প্রতিরতে (দীর্ঘ আয়ু প্রবর্দ্ধিত করেন)।

চন্দ্রের স্থান পুরাণে দ্যুলোক বলিয়া বর্ণিত হইলেও (ব্রহ্মপুরাণ ২৩।৫ দ্রষ্টব্য) চন্দ্র মধ্যস্থান দেবতা; বলকৃতি এবং রসানুপ্রদান সামর্থ্য মধ্যস্থান দেবতার লক্ষণ। এতদুভয়ই চন্দ্রে বিদ্যমান আছে (ঋ—১।২৯।৬ দ্রষ্টব্য)।

নবো নবো ভবতি জায়মানঃ ইতি পূর্বপক্ষাদিমভিপ্রেত্য ॥ ২ ॥

নবঃ নবঃ ভবতি জায়মানঃ (জায়মান হইয়া নূতন নূতন আকার ধারণ করেন)—ইতি পূর্বপক্ষাদিম্ অভিপ্রেত্য (ইহা শুক্রপক্ষের প্রারম্ভকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে); চন্দ্রমা শুক্রপক্ষ আরম্ভ হইতেই এক এক কলা বৃদ্ধি পাইয়া থাকেন এবং দিনের পর দিন তাহার নূতন নূতন আকৃতি হয়।

‘অহাং কেতুরুষসামেত্যগ্রম্’ ইত্যপরপক্ষান্তমভিপ্রেত্য ॥ ৩ ॥

অহাং কেতুঃ উষসাম্ এতি অগ্রম্ (দিনসমূহের স্রষ্টা চন্দ্রমা উষার প্রাক্কালে অর্থাৎ প্রভাত হওয়ার পূর্বক্ষণে উদিত হন)—ইতি অপরপক্ষান্তম্ অভিপ্রেত্য (ইহা কৃষ্ণপক্ষের সমাপ্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে); কৃষ্ণপক্ষের অবসান কালে চন্দ্রমা উদিত হন ঠিক উষা প্রকাশিত হওয়ার অর্থাৎ প্রভাত হওয়ার পূর্বক্ষণে। অহাং কেতুঃ—গতি বিশেষের দ্বারা দিনসমূহের স্রষ্টা চন্দ্রমা; অথবা, অহাং কেতুঃ—দিনসমূহের চিহ্নভূত বা সূচনাকারী;^৩ কৃষ্ণপক্ষের অন্তিমকালে চন্দ্রোদয় দিনের আগমন সূচনা করে।

১। অহাং কেতুঃ কণ্ঠ্য স্বগতিবিশেষেঃ (দুঃ)।

২। উষসাম্—বহুবচন পূজার্থে—পূজার্থে বহুবচনম্ (ঋঃ স্বাঃ)।

৩। কেতুরিতি চিহ্নভূতঃ (ঋঃ স্বাঃ)।

আদিত্যদৈবতো দ্বিতীয়ঃ পাদ ইত্যেকো ॥ ৪ ॥

আদিত্যদৈবতঃ দ্বিতীয়ঃ পাদঃ (মস্ত্রের দ্বিতীয় চরণ আদিত্যদেবতাক) ইতি একে (কোন কোন আচার্য্য ইহা মনে করেন)।

উদ্ধৃত মস্ত্রের দ্বিতীয় পাদের দেবতা আদিত্য—ইহা কোন কোন আচার্য্যের মত। কারণ এই যে, ইহার পূর্ববর্তী মস্ত্রেও (ঋ—১০।৮৫।১৮) চন্দ্রমা এবং আদিত্য উভয়েই ত হইয়াছেন।^১ আদিত্যপক্ষে অর্থ হইবে—অহাং কেতুঃ (দিবসস্রষ্টা)^২ [আদিত্য] উষসাম্ অগ্রম্ এতি (উষঃ প্রকাশের পরে আগমন করেন)।^৩

‘ভাগং দেবেভ্যো বিদধাত্যায়ন্’ ইত্যর্ধমাসেজ্যামভিপ্রৈত্য ॥ ৫ ॥

ভাগং দেবেভ্যঃ বিদধাতি আয়ন্ (সমাগত হইয়া দেবগণকে ভাগ প্রদান করেন)—ইতি অর্ধমাসেজ্যাম্ অভিপ্রৈত্য (ইহা অর্ধমাস যাগকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে)। অর্ধমাসেজ্য—অর্ধমাসে অর্থাৎ অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে সম্পাদ্য যাগ বা ইষ্টি; চন্দ্র অমাবস্যা এবং পূর্ণিমা তিথিতে আগমন করিলে অর্থাৎ চন্দ্রের গতি দ্বারা অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথি নিষ্পাদিত হইলে দর্শপৌর্ণমাস যাগ অনুষ্ঠিত হয় এবং অগ্ন্যাदि দেবগণ যথাযোগ্য যজ্ঞ ভাগ পাইয়া থাকেন। ইহা লক্ষ্য করিয়াই ‘ভাগম্ আয়ন্’—ইহা বলা হইয়াছে।^৪

প্রবর্দ্ধয়তে চন্দ্রমা দীর্ঘমায়ুঃ ॥ ৬ ॥

প্র চন্দ্রমাস্তিরতে দীর্ঘমায়ুঃ = প্রতিরতে চন্দ্রমাঃ দীর্ঘমায়ুঃ; প্রতিরতে = প্রবর্দ্ধয়তে (প্রবর্দ্ধিত করেন)।

৪। মৃত্যু।

মৃত্যুমারয়তীতি সতঃ ॥ ৭ ॥

মৃত্যুঃ মারয়তি ইতি সতঃ (মৃত্যু প্রাণবিয়োগ ঘটায়—অন্তর্গত গার্থ ‘মৃ’ ধাতুর উত্তর ত্বাক্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন কর্তৃবাচ্যে—উ ৩০১); ‘সতঃ’ পদের উপযোগিতা সম্বন্ধে নিরূ ১।৬।৩ দ্রষ্টব্য। মৃত্যু = প্রাণ—মধ্যস্থানদেবতা; এই প্রাণ যখন দেহ হইতে বিনির্গত হয় তখন প্রাণিগণ অন্যান্য প্রাণ হইতে বিযুক্ত হয়—‘প্রাণমনুৎক্রামন্তুং সর্বৈ প্রাণা অনুৎক্রামন্তি’ (বৃহ, উপ, ৪।৪।২)।

১। পূর্বস্যামপি ঋচ্যভয়োঃ স্তুতিদর্শনাদব্রাহ্মণ্যাদিত্যদেবত ইতি (ঋঃ স্বাঃ)।

২। অথবা দিনের বিশেষ চিহ্নস্বরূপ আদিত্য।

৩। অগ্রশব্দোহস্তবচনঃ (ঋঃ স্বাঃ)

৪। পৌর্ণমাসীমমাবস্যং চ নিষ্পাদয়ন্ দর্শপৌর্ণমাসয়োর্ভাগং দেবেভ্যোহগ্ন্যাদিভ্যো বিদধাতি (ঋঃ স্বাঃ)।

মৃতং চ্যাবয়তীতি বা শতবলান্ক্ষো মৌদগল্যঃ ॥ ৮ ॥

মৃতং চ্যাবয়তি ইতি বা (অথবা, মৃত বা আসন্নমৃত্যু প্রাণীকে অর্থাৎ যাহার আয়ু উপক্ষীণ হইয়াছে, হস্তপদাদিপ্রসারণের শক্তি যাহার বিলুপ্ত হইয়াছে তাহাকে প্রচ্যুত করে—শরীর হইতে ভ্রষ্ট করে, ইহাও বা মৃত্যু শব্দের ব্যুৎপত্তি)—মুদগল পুত্র শতবলান্ক্ষ ইহা মনে করেন। এইমতে মৃত + ‘চ্য’ ধাতু হইতে মৃত্যু শব্দের নিষ্পত্তি; প্রাণবায়ু অপগত হইয়া মুমূর্ষুর স্বদেহ হইতে চ্যুতি ঘটায়। শতবল অর্থাৎ প্রভূত বলসম্পন্ন অক্ষ বা ইন্দ্রিয়সমূহ যাহার—ইহাই শতবলান্ক্ষ শব্দের ব্যুৎপত্তি।

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৯ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্টি এই মৃত্যুদেবতা সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। মৃতমিতি বর্তমানসামীপ্যে; আসন্নমৃত্যুশ্চ শরীরচ্যাবয়তীতি (ক্ষঃ স্বাঃ); য এব উপক্ষীণায়ুর্ভবতি উপক্ষীণকর্ম্মা তমেবাসাবপগমনেন প্রচ্যাবয়তি (দুঃ)।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পরং মৃত্যো অনু পরেহি পস্থাং যন্তে স্ব ইতরো দেবযানাং।

চক্ষুত্মতে শৃণতে তে ব্রবীমি মা নঃ প্রজাং রীরিষো মোত বীরান্॥ ১।।

(ঋ ১০।১৮।১; শুক্ল-যজুঃ ৩৫।৭)

মৃত্যো (হে মৃত্যো) পরং পস্থাং (অন্য পস্থানম্ = অন্য এক পথে) অনু পরেহি ফিরিয়া যাও যঃ (যে পথ) তে স্বঃ (তোমার স্বীয়) [এবং] ইতরঃ দেবযানাং (দেবযান পথ হইতে ভিন্ন); চক্ষুত্মতে শৃণতে তে ব্রবীমি (চক্ষুত্মান্ এবং শ্রবণশক্তিবিশিষ্ট তোমাকে বলিতেছি) মা নঃ প্রজাং রীরিষঃ (আমাদের সম্মানসম্মতিগণকে হিংসা করিও না) মা উত বীরান্ (আমাদের আশ্রিত অন্য লোক জনকেও হিংসা করিও না)।^১

ঋষি বলিতেছেন—আমরা দেবযান পথে অবস্থিত, তোমার অনাধ্যায়—তুমি পিতৃযান পথে ফিরিয়া যাও।

[পরং মৃত্যো ধ্রুবং মৃত্যো ধ্রুবং পরেহি মৃত্যো কথিতং তেন মৃত্যো মৃতং চ্যাবয়তে ভবতি মৃত্যো মদেৰ্বা মুদেৰ্বা। তেষামেবা ভবতি।]

এই অংশের বিশেষ কোন অর্থ করা যায় না; কোন টীকাকারও ইহা স্পর্শ করেন নাই। এই অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সকলেই মনে করেন।

॥ সপ্তম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। প্রজাং পুত্রান্ পৌত্রাংশ্চ (দুঃ); স্বন্দস্বামীর মতে—প্রজা = দুহিতা, দৌহিত্রী পৌত্রী প্রভৃতি এবং বীর = পুত্র পৌত্র প্রভৃতি (প্রজাং দুহিতুপ্রভৃতিং, বীরান পুত্রপৌত্রাংশ্চ); উত চার্ধে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

[হেম মিথা সমরণ শিমীবতো রিন্দ্রাবিষু সূতপা বামুরুম্যতি ।

যা মর্ত্যায় প্রতিধায়মানমিৎশানোরস্ত রসনামুরুম্যথঃ ॥]

(ঋ — ১।১৫৫।২)

এই অংশেরও ভাষ্যকার কিংবা কোন টীকাকার ব্যাখ্যা করেন নাই। এই অংশও প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই সকলে মনে করেন।

ইতি সা নিগদব্যাখ্যাতা ॥ ১ ॥

ইতি সা নিগদব্যাখ্যাতা (এই যে পূর্ব পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্ ‘পরং মৃত্যো বীরান্’ ইহা পাঠ মাত্রেই ব্যাখ্যাত হয় অর্থাৎ পাঠ করিলেই ইহার অর্থ বোধগম্য হয়। সেই জন্যই ভাষ্যকার ইহার ব্যাখ্যা করিলেন না।

৫। বিশ্বানর।

বিশ্বানরো ব্যাখ্যাতঃ ॥ ২ ॥

বিশ্বানরঃ ব্যাখ্যাতঃ (বিশ্বানর শব্দের ব্যাখ্যা পূর্বে করা হইয়াছে—নির্ ৭।২১ দ্রষ্টব্য)। বিশ্বানর = বায়ুদেবতা (মধ্যম স্থান)।

তস্যৈবা ভবতি ॥ ৩ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্টি বিশ্বানর সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ অষ্টম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

নবম পরিচ্ছেদ

প্র বো মহে মন্দমানায়াক্সসোহর্চা বিশ্বনরায় বিশ্বাভূবে।

ইন্দ্রস্য যস্য সুমখং সহো মহি শ্রবো নৃমণং চ রোদসী সপর্যতঃ॥ ১॥

(ঋ—১০।৫০।১)

[হে স্তোতার] (হে স্তোতৃগণ) মহে মন্দমানায় অক্ষসঃ [দাত্রে] বিশ্বাভূবে বিশ্বানরায় (মহান, প্রহস্ট^১, অন্নদাতা, সর্বপ্রকার বিভূতিসম্পন্ন^২ বিশ্বানরের উদ্দেশে) প্র + অর্চা (প্রার্চত—স্তুতি উচ্চারণ কর)^৩, ইন্দ্রস্য যস্য (ঐশ্বর্য্যসমন্বিত যাঁহার) সুমখং সহঃ (অতি প্রভূত শারীরিক বল)^৪ মহি শ্রবঃ (বিপুল যশ) নৃমণং চ (এবং সেনাবল)^৫ বঃ [স্তুতিং চ] (এবং তোমাদের কৃত স্তুতি)^৬ রোদসী (দ্যাবাপৃথিবী—দ্যুলোক এবং ভুলোক) সপর্যতঃ (প্রশংসা বা অভিনন্দন করিয়া থাকে)।

প্রার্চত যুয়ং স্তুতিং মহতে অক্ষসোহ্নস্য দাত্রে মন্দমানায় মোদমানায়
স্তুয়মানায় শব্দায়মানায়েতি বা বিশ্বানরায় সর্বং বিভূতায়॥ ২॥

প্র অর্চা = প্রার্চত যুয়ং স্তুতিম্ (তোমার স্তুতি উচ্চারণ কর)—বিশ্বনরায় (বিশ্বানরের উদ্দেশে); ‘বিশ্বানরায়’ পদের বিশেষণ চতুর্থ্যন্ত ‘মহে’ ইত্যাদি পদসমূহ। মহে = মহতে; অক্ষসঃ = অন্নস্য দাত্রে (বিশ্বানর অন্নপ্রদাতা—‘দাত্রে’ পদ অধ্যাহার করিয়া, ব্যাখ্যা করা হইল; ‘অক্ষস্’ শব্দ অন্নবাচী—নিঘ ২।৭); মন্দমানায় = মোদমানায়, অথবা = স্তুয়মানায়, অথবা শব্দায়মানায়—‘মন্দ’ ধাতুর অর্থ মোদ, স্তুতি এবং শব্দ (বিশ্বানর মোদমান অর্থাৎ প্রহস্টচিত্ত, অথবা যজ্ঞমান এবং ঋত্বিক্গণ কর্তৃক স্তুত, অথবা শব্দকারী); বিশ্বাভূবে = সর্বং বিভূতায় = সর্বং ব্যাপ্তায় (বিশ্বানর সর্বব্যাপী)^৭ অথবা, সর্বং বিভূতায় = সর্ববিভূতিযুক্তায় (বিশ্বানর সর্ববিভূতিসম্পন্ন)।

১। মন্দমানায় মোদমানায় (ঋঃ স্বাঃ)।

২। বিশ্বাভূবে সর্বপ্রকারবিভূতিযুক্তায় (দুঃ)।

৩। বহুবচনস্য বা স্থানে একবচনম্, সামর্থ্যাচ্চাচার্চতিরূচারণার্থঃ প্রোচারণত (ঋঃ স্বাঃ); প্রোচারণত স্তুতিম্ (দুঃ)।

৪। সুমহৎ সহঃ বলং শারীরম্ (ঋঃ স্বাঃ)।

৫। নৃমণং চ সেনালক্ষণং বলম্ (ঋঃ স্বাঃ); ‘নৃমণ’ শব্দ বলবাচী (নিঘ ২।৯)।

৬। বঃ স্তুতিম্ (দুঃ)।

৭। বিশ্বাভূবে সর্বত্র বিবিধং ভূতায়। প্রাপ্ত্যর্থো ভবতিঃ, বিশ্বং প্রাপ্তায় (ঋঃ স্বাঃ)।

ইন্দ্রস্য যস্য প্রীতৌ সুমহদ্ বলং মহচ্ শ্রবণীয়ং যশো নৃগণঞ্চ বলং নৃনৃত্যং
দ্যাবাপৃথিব্যৌ বঃ পরিচরত ইতি কমন্যং মধ্যমাদেবমবক্ষ্যৎ॥ ৩।।

ইন্দ্রস্য যস্য প্রীতৌ (ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট যাঁহার প্রীতির নিমিত্ত) সুমখং সহঃ = সুমহৎ বলম্
(অতিপ্রভূত শারীরিক বল—মখ = মহৎ; ‘সহস্’ শব্দ বলবাচী, নিঘ ২।৯), মহি শ্রবঃ
= মহচ্ শ্রবণীয়ং যশঃ (বিপুল শ্রুতিমধুর যশঃকথা—মহি = মহৎ, শ্রবঃ = যশঃ—‘শ্র্’
ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—যশঃকথা শ্রবণীয় বা শ্রুতিমধুর হইয়া থাকে), নৃগণঞ্চ বলং নৃনৃত্যং
(নৃগণ = বল—সেনারূপ বল শত্রুভূত মনুষ্যগণের প্রতি নত হয়^১ অর্থাৎ তাহাদিগকে পরাস্ত
করিবার নিমিত্ত বুকিয়া পড়ে), রোদসী সপর্ষতঃ = দ্যাবাপৃথিব্যৌ পরিচরতঃ (দ্যুলোক এবং
ভুলোক পরিচর্যা করে—অর্থাৎ প্রশংসা বা অভিনন্দ করে), বঃ = বঃ স্তুতিম্ (বিশ্বানরের
শারীরিক শক্তি, যশ এবং সেনারূপ বল দ্যাবাপৃথিবীর যেরূপ অভিনন্দনীয়, হে স্তোতৃগণ!
তোমাদের অনুষ্ঠিত স্তুতি ও সেইরূপ অভিনন্দনীয় এই স্তুতি সর্বভূতের অভিমত হউক
ইহাই ঋষির অভিপ্রায়)।^২ মন্ত্রের আদিতে যে ‘বঃ’ পদ রহিয়াছে তাহার ব্যাখ্যা এইভাবে
করা হইল। এই ব্যাখ্যা দুর্গাচার্য্যসম্মত। ঋন্দ্রস্বামী ভাষ্যোক্ত ‘যুয়ং পদটিকেই (২য় সন্দর্ভ
দ্রষ্টব্য) ‘বঃ’ পদের ব্যাখ্যা বলিয়া মনে করেন—তাঁহার মতে ‘বঃ’ প্রথমার অর্থেই প্রযুক্ত
হইয়াছে।^৩ সকল পুস্তকেই ‘ইন্দ্রস্য যস্য প্রীতৌ’ এই পাঠ পরিদৃষ্ট হয়। দুর্গাচার্য্য ‘প্রীতৌ’
পদ বাদ দিয়া ‘ইন্দ্রস্য যস্য’ ইহার সহিত ‘সহঃ’ ‘শ্রবঃ’ প্রভৃতির সম্বন্ধ প্রদর্শন করিয়াছেন।
ঋন্দ্রস্বামী স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন—ভাষ্যে ‘প্রীতৌ’ একটি অতিরিক্ত পদ।^৪ কন্ অন্য়ং
মধ্যমাৎ এবম্ অবক্ষ্যৎ (মধ্যম ব্যতিরিক্ত অন্য আর কাহাকে এইরূপ বলা যাইতে পারে?)
—অতিরিক্ত বলশালিত্ব মধ্যমস্থান দেবতার একটি লক্ষণ; ইন্দ্রস্য যস্য সুমখং সহঃ—
এতদ্বারা বিশ্বানর দেবতাকে প্রচণ্ড বলশালী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কাজেই বিশ্বানর
মধ্যমস্থান দেবতা। উদ্ধৃত মন্ত্রটি ঋ-১০।৫০ সূক্তের প্রথম মন্ত্র। শৌনকের মতে সম্পূর্ণ
সূক্তের দেবতাই বৈকুণ্ঠ ইন্দ্র; যাস্কের মতে প্রথম মন্ত্রটির দেবতা বিশ্বানর।

তসৈষাপরা ভবতি ॥ ৪ ॥

তস্য এষা অপরা ভবতি (বিশ্বানর দেবতা সম্বন্ধে অপর একটি ঋক্ পরবর্তী পরিচ্ছেদে
উদ্ধৃত হইতেছে)।

পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্টি উদ্ধৃত হইতেছে তাহা হইতে আরও স্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত
হইবে যে বিশ্বানর মধ্যমস্থান দেবতা বায়ু।

॥ নবম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। নৃনৃ শত্রুভূতান্ প্রতি নমতি (ঋঃ স্বাঃ)।

২। সর্বভূতান্যামিয়মভিমতা স্তুতিরস্তিত্যভিপ্রায়ঃ (দুঃ)।

৩। ‘বঃ’ ইতি প্রথমস্থানে যুয়মিত্যর্থঃ।

৪। প্রীতামিত্যতিরিক্তঃ পাঠঃ।

দশম পরিচ্ছেদ

উদু জ্যোতিরমৃতং বিশ্বজন্যং বিশ্বানরঃ সবিতা দেবো অশ্রেৎ॥ ১॥

(ঋ — ৭।৭৬।১)

সবিতা (সর্বপ্রেরক) দেবঃ (দানাদিগুণযুক্ত) বিশ্বানরঃ (বিশ্বানর) বিশ্বজন্যং অমৃতং জ্যোতিঃ (সর্বজনহিতসাধক মরণবর্জিত আদিত্যাখ্য জ্যোতিকে) উৎ উ^১ অশ্রেৎ (উদশ্রেৎ = উদশিশ্রিয়ৎ = উচ্ছয়তি—উচ্ছিত বা উন্নীত অর্থাৎ উর্দ্ধদেশে উপনীত করেন।

বিশ্বানর সূর্যকে উচ্ছিত বা উর্দ্ধে প্রেরিত করেন—মস্ত্রে ইহা বলা হইয়াছে। আদিত্যাদি সমস্ত জ্যোতিঃপদার্থই নিষ্ক্রিয়; বায়ুই ইহাদের প্রেরক। কাজেই বিশ্বানর বলিয়া যে দেবতা অভিহিত হইয়াছেন, তিনি মধ্যমস্থান বায়ু ব্যতীত অন্য কেহ নহেন।

উদশিশ্রিয়জ্যোতিরমৃতং সর্বজন্যং বিশ্বানরঃ সবিতা দেব ইতি॥ ২॥

উদশ্রেৎ (উৎ + অশ্রেৎ) = উদশিশ্রিয়ৎ = উচ্ছয়তি (উচ্ছিত বা উন্নীত করেন); বিশ্বজন্যং = সর্বজন্যম্ (সর্বলোকের হিতসাধক)।^২

৬। ধাতা।

ধাতা সর্বস্য বিধাতা॥ ৩॥

ধাতা সর্বস্য বিধাতা (ধাতা সর্ববস্তুর স্রষ্টা)।

ওষধি প্রভৃতি বস্তুসমূহের সৃষ্টি বৃষ্টির উপর নির্ভর করে; ধাতা বর্ষণকর্তা। বর্ষণক্রিয়া আবার মধ্যমস্থান দেবতার চিহ্ন—কাজেই ধাতা মধ্যমস্থান দেবতা বা মধ্যম।

তসৌষা ভবতি॥ ৪॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্টী ধাতার সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ দশম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত॥

১। উকারঃ পদপূরণঃ (স্বঃ স্বাঃ)।

২। বিশ্বজন্যং সর্বলোকহিতম্ (দুঃ)।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ধাতা দদাতু দাশুষে প্রাচীং জীবাভুমক্ষিতাম্।

বয়ং দেবস্য ধীমহি সুমতিং সত্যধর্মণঃ॥ ১।

(অথর্ব ৭।১৭।২, মৈত্রী সং ৪।১২।৬)

ধাতা (ধাতা) দাশুষে (হবির্দাতা যজমানকে) প্রাচীম্ অক্ষিতাম্ (প্রভূত এবং ক্ষয়বর্জিত) জীবাভূং (জীবিকা) দদাতু (প্রদান করুন), বয়ং (আমরা) সত্যধর্মণঃ দেবস্য (সত্যধর্মী অর্থাৎ নিত্যসত্যনিয়মবিশিষ্ট অথবা সত্যার্থকারী ধাতৃদেবতার) সুমতিং (কল্যাণসম্পাদক জ্ঞতি)^১ ধীমহি (ধারণ করিতেছি)—অথবা, সুমতিং ধীমহি (সানুগ্রহ বুদ্ধি ধ্যান করিতেছি)।^২

সুমতিং ধীমহি—কল্যাণকর জ্ঞতি ধারণ করিতেছি অর্থাৎ ঈদৃশ জ্ঞতি যাহাতে করিতে পারি তদ্রূপ বুদ্ধি ধারণ করিতেছি, অথবা—আমাদের প্রতি ধাতৃদেবতার যে শুভমতি বা অনুগ্রহবুদ্ধি আছে তাহা ধ্যান করিতেছি।

ধাতা দদাতু দত্তবতে প্রবৃদ্ধাং জীবিকামনুপক্ষীণাং বয়ং দেবস্য ধীমহি সুমতিং কল্যাণীং মতিং সত্যধর্মণঃ॥ ২।

দাশুষে = দত্তবতে (যে যজমান হবিঃ প্রভূতি দান করিয়াছেন তাঁহাকে); প্রাচীং = প্রবৃদ্ধাম্ (অতি বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত বা প্রভূত); জীবাভূং = জীবিকাম্ (জীবনোপায়); অক্ষিতাং = অনুপক্ষীণাম্ (ক্ষয়রহিত বা অবিনাশী); সুমতিং = কল্যাণীং মতিম্ (কল্যাণসাধিকা বুদ্ধি)।

৭। বিধাতা।

বিধাতা ধাত্রা ব্যাখ্যাতঃ॥ ৩।

বিধাতা ধাত্রা ব্যাখ্যাতঃ (‘বিধাতৃ’ শব্দ ‘ধাতৃ’ শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে)—ধাতাই বিধাতা।^৩

তসৈষ নিপাতো ভবতি বহুদেবতায়ামৃচি॥ ৪।

বহুদেবতায়ামৃ চি (বহুদেবতাক মস্ত্রে) তস্য এষ নিপাতঃ ভবতি (তাঁহার এই নিপতন অর্থাৎ সহমিলন বা সহজুতি হইতেছে)।

পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্টি উদ্ধৃত হইতেছে তাহার দেবতা অনেক; বিধাতা ইহাদের অন্যতম—অন্যান্য দেবতার সঙ্গেই এই ঋকে বিধাতারও জ্ঞতি করা হইয়াছে।

॥ একাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। সুমতিং শোভনাং মতিম্। মন্যতেরচ্চতিকর্মাণো মতিঃ জ্ঞতিরিহ মতিরভিপ্রেতা (ঋঃ স্বাঃ)।

২। ধীমহি ধ্যায়ামঃ, দধাতের্বৈতদ্রূপং ন ধ্যায়তেঃ (ঋঃ স্বাঃ)।

৩। ধাতৈব বিধাতা (দুঃ)।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সোমস্য রাজ্ঞো বরুণস্য ধর্ম্মণি বৃহস্পতেরনুমত্যা উ শর্ম্মণি।
তবাহমদ্য মঘবনুপস্তুতো ধাতব্রিধাতঃ কলশাঁ অভক্ষয়ম্॥১॥

(ঋ—১০।১৬৭।৩)

রাজ্ঞঃ সোমস্য বরুণস্য (রাজা অর্থাৎ দীপ্তিমান্ সোম এবং বরুণের) ধর্ম্মণি [বর্তমানঃ] (যাগাখ্য কর্ম্মে বর্তমানঃ)^১ বৃহস্পতেঃ অনুমত্যাঃ উ (বৃহস্পতি এবং অনুমতির) শর্ম্মণি [বর্তমানঃ] (আশ্রয়ে অবস্থিত) মঘবন্ (হে মঘবন্) অদ্য (আজ) তব (তোমার), [এবং] ধাতঃ বিধাতঃ (হে ধাতঃ হে বিধাতঃ) [যুবয়োঃ] (তোমাদের দুইয়ের) উপস্তুতো [প্রবৃত্তঃ] (স্তুতিতে প্রবৃত্ত) অহং (আমি) কলশান্ অভক্ষয়ম্ (কলশ কলশ সোম ভক্ষণ করিলাম)।

ঋষি বলিতেছেন—হে সোমাদি দেবগণ, তোমাদের দ্বারা অনুজ্ঞাত হইয়া আমি সোমরস পান করিলাম, আমার এই সোমরস পান সার্থক হউক। ঋক্সামীর মতে কলশ শব্দে এখানে চমস (চামচা) বুঝাইতেছে।^২ আহুতির পর চমসী ঋত্বিক্গণ চমসস্থ সোমশেষ পান করেন—ইহার নাম চমসভক্ষণ।

ইত্যোতাভির্দেবতাভিরভিপ্রসূতঃ সোমকলশানভক্ষয়মিতি ॥ ২ ॥

ইতি এতাভিঃ দেবতাভিঃ অভিপ্রসূতঃ সোমকলশান্ অভক্ষয়ম্ ইতি—এই যে মন্ত্র ইহার তাৎপর্য্য হইতেছে—এই সমস্ত দেবতা কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া আমি সোমকলশসমূহ ভক্ষণ করিলাম।

কলশঃ কস্মাৎ কলা অস্মিঞ্জেরতে মাত্রাঃ ॥ ৩ ॥

কলশঃ কস্মাৎ ('কলশ' নাম কেন হইল)? কলা অস্মিন্ শেরতে মাত্রাঃ (কলা অর্থাৎ মাত্রা বা কিঞ্চিৎ পরিমাণ সোম ইহাতে অবস্থিত থাকে)।

কলা শব্দ পূর্ব্বক 'শী' ধাতু হইতে কলশ শব্দের নিষ্পত্তি; কলাশ = কলশ—সমস্ত সোম হইতে পৃথক্কৃত কলা অর্থাৎ মাত্রা বা অবয়ব (কিঞ্চিৎ পরিমাণ সোম) কলশে অবস্থিত থাকে।

১। সোমস্য বরুণস্য চ সম্বন্ধিনি ধর্ম্মণি যজ্ঞাখ্যে বর্তমানঃ (ঋঃ স্বাঃ); ধর্ম্মণি কর্ম্মণি (দুঃ)।

২। চমসাঃ সোমকলসা ইহাভিপ্রোতাঃ।

কলিশ্চ কলাশ্চ কিরতেবিকীর্ণমাত্রাঃ ॥ ৪ ॥

কলিশ্চ কলাশ্চ কিরতেঃ (কলিশব্দ এবং কলাশব্দ ‘কৃ’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন) বিকীর্ণমাত্রাঃ (কলি বিকীর্ণমাত্রা অর্থাৎ বিক্ষিপ্তেন্দ্রিয়বৃত্তি; কলা = বিকীর্ণমাত্রা—সমুদায় হইতে বিক্ষিপ্ত অবয়বসমূহই কলা)।^১

কলা শব্দের প্রসঙ্গে সরূপতানিবন্ধন কলি শব্দেরও নিব্বচন প্রদর্শন করিতেছেন। উভয় শব্দই বিক্ষেপার্থক ‘কৃ’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন (উ ৫৫৭ দ্রষ্টব্য)। কলিতে মাত্রা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ বিক্ষিপ্ত হয়—লোকের কথার ব্যত্যয় ঘটে, শাস্ত্রের প্রতি মর্যাদাবোধ থাকে না, আন্তিক্য বুদ্ধি লোপ পায়; কলা শব্দে বুঝায় মাত্রা বা ক্ষুদ্র অবয়বকে—যাহা সমুদায় হইতে বিক্ষিপ্ত বা বিচ্ছিন্ন।

॥ দ্বাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। কলাঃ অবয়বাঃ সোমসমুদায়াৎ কেচিৎ পৃথক্কৃতাঃ—তে শেরতে আসতে অগ্নিন্ (দুঃ)।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

অথাতো মধ্যস্থানা দেবগণাঃ ॥ ১ ॥

অথ অতঃ মধ্যস্থানাঃ দেবগণাঃ (মধ্যস্থান দেবগণের অধিকার বশতঃ অতঃপর মধ্যস্থান দেবগণ ব্যাখ্যাত হইবে)।

‘অথাতো মধ্যস্থানা দেবতাঃ’ ইহা বলিয়া দশম অধ্যায়ের প্রারম্ভ করা হইয়াছে। সম্পূর্ণ দশম অধ্যায়ে বত্রিশটি এবং একাদশ অধ্যায়ের দ্বাদশ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত সাতটি—মোট উনচল্লিশটি দেবতা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই সমস্ত দেবতা সকলেই একক; এক্ষণে যাঁহাদের কথা বলা হইবে তাঁহারা দেবগণ বা দেবসমষ্টি মরুদগ্ধণ প্রভৃতি।

৮। মরুদগ্ধণ।

তেষাং মরুতঃ প্রথমাগামিনো ভবন্তি ॥ ২ ॥

তেষাং (এই সমস্ত দেবগণ বা দেবসমুদায়ের মধ্যে) মরুতঃ (মরুদগ্ধণ) প্রথমাগামিনো ভবন্তি (প্রথম সমাগত হন)।

নিঘণ্টুর পঞ্চম অধ্যায়ের পঞ্চমখণ্ডে যে সমস্ত দেবগণের নাম আছে তাহার মধ্যে মরুদগ্ধণই প্রথম। বায়ুই মরুদগ্ধণ—বহুর দ্বারা নিষ্পাদ্য কার্য্যে একই মধ্যস্থান বায়ু বহু অর্থাৎ সপ্তধা ভিন্ন হইয়া থাকেন; ভিন্ন ভিন্নরূপে বিবক্ষিত সপ্তবিধ বায়ুই মরুদগ্ধণের সৃষ্টি করিয়াছেন। পুরাণাদিগ্রন্থে কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে সপ্ত মরুতের জন্ম পরিদৃষ্ট হয়।

মরুতো মিতরাবিণো বা মিতরোচিনো বা মহদ্রবন্তীতি বা ॥ ৩ ॥

‘মরুৎ’ শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। (১) মরুতঃ মিতরাবিণঃ বা (মরুদগ্ধণ পরিমিতশব্দকারী—‘মা’ ও ‘রু’ এই দুই ধাতুর যোগে ‘মরুৎ’ শব্দ নিষ্পন্ন) (২) মিতরোচিনঃ বা (অথবা মরুদগ্ধণ পরিমিতদীপ্তিশালী—‘মা’ ও ‘রুচ্’ এই দুই ধাতুর যোগে নিষ্পন্ন) (৩) মহদ্ রবন্তি ইতি বা (অথবা, মরুদগ্ধণ প্রভূতগতিসম্পন্ন—‘মহৎ’ পূর্ব্বক গত্যর্থক ‘দ্র’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)। কোন কোন আচার্য্য ‘মরুতো মিতরাবিণো বা মিতরোচিনো বা’ এইস্থলে অকার প্রক্ষেপ করিয়া ‘অমিতরাবিণো বা অমিতরোচিনো বা’—এইরূপ নির্ব্বচন করেন। অমিতরাবিণঃ = অপরিমিতশব্দকারী, অমিতরোচিনঃ = অপরিমিতদীপ্তিশালী।

তেষামেবা ভবতি ॥ ৪ ॥

তেষাম্ এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টি মরুদগ্ধণ সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

আ বিদ্যুন্মন্দির্মরুতঃ স্বকৈ রথেভির্যাত ঋষ্টিমন্দিরশ্বপর্ণৈঃ।

আ বর্ষিষ্ঠয়া ন ইষা বয়ো ন পপ্ততা সুমায়াঃ॥ ১॥

(ঋ—১।৮৮।১)

মরুতঃ (হে মরুদ্গণ) বিদ্যুন্মন্দিঃ (বিশিষ্ট দীপ্তিযুক্ত অথবা—বিদ্যুৎসমম্বিত) স্বকৈঃ (শোভনগমন বিশিষ্ট) ঋষ্টিমন্দিঃ (দুর্ভিক্ষাদিবিনাশক) অশ্বপর্ণৈঃ (অশ্ববৎ গতিসম্পন্ন) রথেভিঃ (রথ অর্থাৎ মেঘসমূহ সমম্বিত হইয়া) আ + যাত (আগমন কর); সুমায়াঃ (হে শোভনকর্মা, অথবা—শোভনপ্রজ্ঞ মরুদ্গণ) বয়ঃ ন (পক্ষীর ন্যায় শীঘ্রগতি হইয়া) নঃ বর্ষিষ্ঠয়া ইষা (আমাদিগকে প্রদেয় প্রভূত অম্লের সহিত) আ + পপ্ততা (আপতত—আপতিত হও অর্থাৎ আগমন কর)।

রথ শব্দের অর্থ মেঘ—গত্যর্থক ‘রংহ’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; বিদ্যুন্মন্দিঃ স্বকৈঃ—ইত্যাদি তৃতীয়াস্ত চারিটি পদ ‘রথেভিঃ’ পদের বিশেষণ।

বিদ্যুন্মন্দির্মরুতঃ স্বকৈঃ স্বধ্বনৈরিতি বা স্বর্চনৈরিতি বা স্বর্চ্চিভিরিতি বা রথৈরায়াত॥ ২॥

স্বকৈঃ স্বধ্বনৈরিতি বা (স্বর্ক শব্দের অর্থ স্বধ্বন অর্থাৎ শোভনগতিবিশিষ্ট—সু + গত্যর্থক ‘অধ্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন) স্বর্চনৈরিতি বা (অথবা, স্বর্ক শব্দের অর্থ স্বর্চন অর্থাৎ উত্তমপূজার্থ বা উত্তমরূপে পূজিত—সু + পূজার্থক ‘অর্চ’ হইতে নিষ্পন্ন) স্বর্চ্চিভিরিতি বা (অথবা, স্বর্ক শব্দের অর্থ স্বর্চ্চি অর্থাৎ শোভন বিদ্যুদীপ্তিবিশিষ্ট—সু + দীপ্ত্যর্থক ‘অর্চ’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন); রথেভিঃ = রথৈঃ (মেঘসমূহের সহিত) আ + যাত (আয়াত—আগমন কর)।

ঋষ্টিমন্দিরশ্বপর্ণৈরশ্বপতনৈর্বর্ষিষ্ঠেন চ নোহম্নেন বয় ইব আপতত॥ ৩॥

অশ্বপর্ণৈঃ = অশ্বপতনৈঃ (অশ্বের ন্যায় গতিবিশিষ্ট); বর্ষিষ্ঠয়া নঃ ইষা = বর্ষিষ্ঠেন নঃ অম্নেন (আমাদিগকে প্রদেয় প্রভূত অম্লের সহিত; ইষ্ = অম্ন—নিঘ ২।৭) বয়ো ন আপপ্তত = বয়ঃ ইব আপতত (পক্ষীর ন্যায় আপতিত হও বা আগমন কর; ন = ইব, আপপ্তত আপতত)।

সুমায়াঃ কল্যাণকর্মাণো বা কল্যাণপ্রজ্ঞা বা॥ ৪॥

[হে] সুমায়াঃ = কল্যাণকর্মাণঃ (কল্যাণকরকর্মকারী) কল্যাণপ্রজ্ঞাঃ বা অথবা (কল্যাণকরপ্রজ্ঞাবিশিষ্ট); মায়া শব্দের অর্থ কর্ম অথবা—প্রজ্ঞা (নিঘ ৩।৯)।

৯। রুদ্রগণ।

রুদ্রা ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ৫ ॥

রুদ্রাঃ ব্যাখ্যাতাঃ (‘রুদ্র’ ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

রুদ্র শব্দের নিব্বাচন পূর্বে করা হইয়াছে (নির্ ১০।৫ দ্রষ্টব্য)।

তেষামেষা ভবতি ॥ ৬ ॥

তেষাম্ এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্টি রুদ্রগণ সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ চতুর্দশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

আ রুদ্রাস ইন্দ্রবন্তঃ সজোষসো হিরণ্যরথাঃ সুবিতায় গন্তন।

ইয়ং বো অস্মৎ প্রতিহর্য্যতে মতিস্তৃষজ্জে ন দিব উৎসা উদন্যবে।। ১।।

(ঋ—৫।৫৭।১)

[হে] ইন্দ্রবন্তঃ (ইন্দ্রসমন্বিত) সজোষসঃ (পরস্পর অথবা ইন্দ্রের সহিত প্রীতিসম্পন্ন)^১ হিরণ্যরথাঃ (সুবর্ণময় রথারূঢ়—উদকহরণার্থ বেগবান) রুদ্রাসঃ (রুদ্রগণ) সুবিতায় (যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠিত যজ্ঞকর্ম্মের নিমিত্ত—যজ্ঞ সমাপ্তির নিমিত্ত)^২ আ + গন্তন (আগচ্ছত—আগমন কর), ইয়ম্ অস্মৎ মতিঃ (এই আমাদের ক্ষতি)^৩ বঃ প্রতিহর্য্যতে (তোমাদিগকে কামনা করিতেছে); তৃষজ্জে ন (গ্রীষ্মান্তে যেরূপ)^৪ দিবঃ (দ্যুলোক হইতে) উৎসাঃ (মেঘসমূহ অর্থাৎ মেঘপ্রভব জলরাশি)^৫ উদন্যবে (উদকপ্রার্থী ব্যক্তির নিমিত্ত) [আগচ্ছতি] (সমাগত হয়) [তদ্বৎ আগচ্ছত] (সেইরূপে তোমরা সমাগত হও)।

উদন্য শব্দের এক অর্থ চাতক^৬; উদকপ্রার্থী চাতকের নিমিত্ত মেঘসমূহ অর্থাৎ মেঘপ্রভব জলরাশি যেরূপ সমাগত হয়, তোমরাও সেইরূপ আমাদের যজ্ঞকর্ম্মে সমাগত হও—কেহ কেহ এইরূপ ব্যাখ্যাও করেন।

আগচ্ছত রুদ্রা ইন্দ্রেণ সহ জোষণাঃ সুবিতায় কর্ম্মণে, ইয়ং বোহস্মদপি প্রতিকাময়তে মতিস্তৃষজ্জ ইব দিব উৎসা উদন্যবে ইতি; তৃষজ্জ তৃষ্যতে—রুদন্যুরুদন্যতেঃ।। ২।।

আ রুদ্রাসঃ গন্তন = আগচ্ছত রুদ্রাঃ (হে রুদ্রগণ আগমন কর); ইন্দ্রবন্তঃ সজোষসঃ (ইন্দ্রসমন্বিত এবং প্রীতিসম্পন্ন) = ইন্দ্রেণ সহ জোষণাঃ (ইন্দ্রের সহিত সম্প্রীত বা প্রীতিসম্পন্ন); সুবিতায় = সুবিতায় কর্ম্মণে (যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠিত যজ্ঞ কর্ম্মের নিমিত্ত—যজ্ঞকর্ম্মসমাপ্তির নিমিত্ত); ইয়ং বঃ অস্মৎ অপি প্রতি কাময়তে মতিঃ (এই আমাদেরও ক্ষতি তোমাদিগকে কামনা করিতেছে; প্রতিহর্য্যতে = প্রতিকাময়তে); তৃষজ্জেন =

১। ইন্দ্রবন্তঃ ইন্দ্রেণ সহিতা সজোষসঃ সম্প্রীতমাণাঃ তেনৈব পরস্পরতো বা (ঋঃ স্বাঃ)।

২। সুবিগমনায় যজ্ঞকর্ম্মণে যজ্ঞসমাপ্ত্যর্থম্ (ঋঃ স্বাঃ), যথাশাস্ত্রং ক্রিয়মাণায় প্রাপ্ত্যর্থম্ (দুঃ)।

৩। অস্মৎ ষষ্ঠ্যর্থ্যে পঞ্চমী অস্মাকং স্বভূতা মতিঃ (ঋঃ স্বাঃ)।

৪। তৃষণ পিপাসা যস্মিন্ কালে জায়তে স তৃষজ্জো গ্রীষ্মান্তস্তস্মিন্ কালে (ঋঃ স্বাঃ)।

৫। দিবঃ উৎসাঃ দ্যুলোকাৎ উৎসাঃ উৎসপ্রভবা মেঘা আপঃ (দুঃ)।

৬। উদন্যুচ্চাতক ইতি কেচিৎ (দুঃ)।

তৃষঞ্জ ইব (গ্রীষ্মান্তে যেরূপ) দিবঃ উৎসা উদন্যবে (দ্যুলোক হইতে মেঘপ্রভব জলরাশি উদন্যু অর্থাৎ উদকাথা ব্যক্তির নিমিত্ত সমাগত হয়)। তৃষঞ্জ শব্দের অর্থ—যে কালে তৃষণ উপজাত হয় অর্থাৎ গ্রীষ্মান্ত (তৃষণ + ‘জন্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন); সাক্ষ্যপানিবন্ধন ‘তৃষণ্জ’ (প্রথমবার একচনে তৃষণ্) শব্দেরও নিব্বচন প্রদর্শন করিতেছেন—তৃষণ্ তৃষাতেঃ (তৃষণ্জ শব্দ পিপাসার্থক ‘তৃষ্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)। উদন্যুঃ উদন্যতেঃ—উদন্যু শব্দ (যাহার চতুর্থীর একবচনের রূপ ‘উদন্যবে’) পিপাসার্থক ‘উদন্য’ ধাতু (নামধাতু—পা ৭।৪।৩৪ দ্রষ্টব্য) হইতে নিষ্পন্ন।

১০। ঋভুগণ।

ঋভব উরু ভাস্তীতি বা, ঋতেন ভাস্তীতি বা, ঋতেন ভবস্তীতি বা॥ ৩॥

ঋভু শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন—(১) উরু + দীপ্যার্থক ‘ভা’ ধাতু হইতে ঋভু শব্দ নিষ্পন্ন—ঋভবঃ উরু ভাস্তি ইতি বা (ঋভুগণ বিদ্যুৎপ্রকাশের দ্বারা অত্যধিক দীপ্তি পায়—উরুভু = ঋভু) (২) ঋত + ‘ভা’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—ঋতেন ভাস্তি ইতি বা (অথবা ঋভুগণ ঋত অর্থাৎ জলসহকৃত হইয়া অথবা যজ্ঞ কিংবা সত্যের দ্বারা দীপ্তি পায়—ঋতভু = ঋভু)^১ (৩) ঋত + ‘ভু’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—ঋতেন ভবস্তি ইতি বা (অথবা ঋভুগণ ঋত অর্থাৎ অন্তঃসঞ্চিত জলসমম্বিত হইয়া অথবা যজ্ঞ কিংবা সত্যের দ্বারা আত্মপ্রকাশ করে বা আবির্ভূত হয়)।^২ নৈরুক্ত পক্ষে ঋভুগণ শব্দের অর্থ—বৈদ্যুতিক জ্যোতির্বিশেষসমূহ।^৩ ঐতিহাসিক পক্ষে ইহার অর্থ—অগ্নিরার তনয় সুধম্বার পুত্র ঋভু বিভা এবং বাজ।

তেষামেবা ভবতি॥ ৪॥

তেষাম্ এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী ঋভুগণ-সম্বন্ধে হইতেছে)।

১১ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

১। ঋতেন বোধকেন দীপ্যন্তে (ঋঃ ঋঃ); যজ্ঞেন সত্যেন বা ভাস্তি (দুঃ)।

২। সঞ্চিতেন তেন সহবির্ভবস্তীতি বা (ঋঃ ঋঃ)। ঋতেন সত্যেন যজ্ঞেন বা ভবস্তি (দুঃ)।

৩। ঋভবো বৈদ্যুতা জ্যোতির্বিশেষাঃ (ঋঃ ঋঃ)।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বিস্তী শমী তরণিত্বেন বাঘতো মর্তসঃ সন্তো অমৃতত্বমানশুঃ।

সৌধননা ঋভবঃ সূরচক্ষসঃ সংবৎসরে সমপ্চ্যন্ত ধীতিভিঃ।। ১।।

(ঋ—১।১১০।৪)

সূরচক্ষসঃ (দেখিতে সূর্য্যতুল্য) সৌধননাঃ (সুন্দর অন্তরিক্ষে সমুদ্ভূত)^১ বাঘতঃ (উদকবহনকারী) ঋভবঃ (ঋভুগণ—বৈদ্যুতিক জ্যোতিঃসমূহ) তরণিত্বেন (ক্ষিপ্তভাবে) শমী (উদকদানপ্রকাশনাদিকর্ম) বিস্তী (নিষ্পন্ন করিয়া) মর্তসঃ সন্তুঃ (ক্ষণবিনাশী হইয়াও) অমৃতত্বম্ আনশুঃ (অমরত্ব লাভ করিয়াছে), [যেহেতু] সংবৎসরে (সংবৎসর গত হইলে)^২ ধীতিভিঃ (উদকবর্ষণ কর্মের সহিত) সমপ্চ্যন্ত (পুনরায় সম্বন্ধযুক্ত হয়)।^৩

এই অর্থ নৈরুক্ত পক্ষে। ঋভুগণ ক্ষণস্থায়ী হইলেও অমর; কারণ, বৎসরান্তে তাহারা আবার বর্ষণক্রিয়ার সহিত সম্বলিত হয়—তাহাদের বর্ষণক্রিয়া কখনও ক্ষান্ত হয় না, বৎসরের পর বৎসর চলিতেই থাকে; বর্ষণরূপ কর্মই তাঁহাদের অমরত্বের সূচক। ঐতিহাসিক পক্ষে অর্থ হইবে—সূরচক্ষসঃ (সূর্য্যতুল্য তেজস্বী) সৌধননাঃ (আদিরস সুধস্বার পুত্র) বাঘতঃ (যজ্ঞানুষ্ঠাতা, অথবা—মেধাবী) ঋভবঃ (ঋভুপ্রভৃতি—ঋভু বিভা এবং বাজ) শমী (যজ্ঞ কর্ম)^৪ বিস্তী (নিষ্পন্ন করিয়া) মর্তসঃ সন্তুঃ (মনুষ্য হইয়াও) অমৃতত্বম্ আনশুঃ (অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন)। সংবৎসরে (সংবৎসরাবয়ব বসন্তাদিকালে) ধীতিভিঃ (যজ্ঞাদি কর্মের সহিত) সমপ্চ্যন্ত (সংযুক্ত হইয়াছিলেন) [অতশ্চ দেবা অভবন্] (তাহাতেই তাঁহাদের দেবত্ব ঘটিয়াছিল);^৫ অথবা—মর্তসঃ সন্তুঃ অমৃতত্বম্ আনশুঃ (তাঁহারা মরণধর্ম্মা মানুষ হইয়া ও তপস্যাদি কর্মের দ্বারা দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন [প্রাপ্য চ দেবত্বং] (দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া) সংবৎসরে [যাঃ] ধীতয়ঃ (সংবৎসর ভরিয়া নিষ্পাদিত যে সকল যজ্ঞকর্ম্ম) [তেষু] (সেই সকল যজ্ঞ কর্ম্মে) সমপ্চ্যন্ত (সম্পর্কিত হইয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহাদের যোগ্য ভাগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন)।^৬

“ঋভবো হি মনুষ্যাঃ সন্তুস্তপসা দেবত্বং প্রাপ্তাঃ।”

১। ধ্বান্তরিক্ষং শোভনে ধ্বনি ভবাঃ (ঋঃ ঋঃ)।

২। সংবৎসরে গতে ইতি শেষঃ (ঋঃ ঋঃ)।

৩। সমপ্চ্যন্ত সম্বন্ধান্তে তে (ঋঃ ঋঃ)।

৪। যজ্ঞকর্ম্ম অথবা একখানা পাত্র চারখানি করা রূপ কর্ম্ম (সায়ণ)—ঋ ১।১১০।৩ দ্রষ্টব্য।

৫। দুর্গাচার্য্য।

৬। ঋন্দবামী; “পুরাকালে পিতা প্রজাপতি মর্ত্য মানুষধর্ম্মযুক্ত ঋভুগণকে অমর্ত্য (দেবধর্ম্মযুক্ত) করিয়া তৃতীয় সর্বনের ভাগী করিয়াছিলেন।” (রামেন্দ্র সুন্দর—ঐত, ব্রাঃ ৫০৩ পৃঃ)।

“অঙ্গিরার পুত্র সুধম্বা; তাঁহার ঋভু বিভু ও বাজ নামে তিন পুত্র ছিল। তাঁহারা নিজ কৰ্ম্ম দ্বারা দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং সূর্য্যালোকে বাস করেন—এইরূপ আখ্যান।” (রমেশ চন্দ্র)। (ঋ—১।১১০—২।৩ দ্রষ্টব্য)।

“প্রকৃত ঋভুগণ কে? প্রকৃতির মধ্যে কোন বস্তুকে প্রাচীন হিন্দুগণ ঋভু বলিয়া উপাসনা করিতেন? সায়ণ ১১০ সূক্তের ৬ ঋকের ব্যাখ্যায় একটা বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন যথা ‘আদিত্যরশ্ময়োহপি ঋভব উচ্যন্তে।’ অর্থাৎ ঋভুগণ সূর্য্যরশ্মি। ‘ইউরোপীয় পণ্ডিতগণেরও এই মত। Wilson বলেন ঋভুগণ সূর্য্যরশ্মি। Maxmuller বলেন ঋভু শব্দ অনেক স্থলে সূর্য বা ইন্দ্রের নাম।” (রমেশ চন্দ্র)।

কৃতা কৰ্ম্মাণি ক্ষিপ্রত্বেন বোঢ়ারো মেধাবিনো বা মৰ্ত্তসঃ সন্তো
অমৃতত্বমানশিরে সৌধম্বনা ঋভবঃ সূরখ্যানা বা সূরপ্রজ্ঞা বা সংবৎসরে সমপ্চ্যন্ত
ধীতিভিঃ কৰ্ম্মভিঃ ॥ ২ ॥

বিস্তী শমী = কৃতা কৰ্ম্মাণি (বিস্তী এবং শমী উভয়েই কৰ্ম্মবাচক—নিঘ ২।১), কিন্তু
বিস্তী শব্দ এখানে ক্রিয়াপদ—ব্যাপ্ত্যর্থক ‘বিষ্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; বিস্তী = বিস্তা = ব্যাপ্য
= কৃতা।^১ তরণিত্বেন = ক্ষিপ্রত্বেন (ক্ষিপ্রতার সহিত; তরণি = ক্ষিপ্র—নিঘ ২।১৫);
বাঘতঃ = বোঢ়ারঃ মেধাবিনঃ বা (উদক বহনকর্ত্তা অথবা মেধাবী—‘বহ্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন;
নিঘ ৩।১৫ দ্রষ্টব্য)। মৰ্ত্তসঃ সন্তঃ অমৃতত্বম্ আনশিরে (মনুষ্য হইয়াও দেবত্ব লাভ
করিয়াছিলেন; আনশুঃ—আনশিরে—ব্যাপ্ত্যর্থক ‘অশ্’ ধাতুর পদ)। সূরচক্ষসঃ = সূরখ্যানাঃ
(সূর্য্যসমানদর্শন অর্থাৎ দেখিতে সূর্য্যের ন্যায়) বা (অথবা) সূরচক্ষসঃ = সূরপ্রজ্ঞাঃ
(সূর্য্যসমানপ্রজ্ঞ অর্থাৎ প্রজ্ঞায় সূর্য্যতুল্য)। ধীতিভিঃ = কৰ্ম্মভিঃ (যজ্ঞাদি কৰ্ম্মের
সহিত)।

ঋভুবিভ্ভা বাজ ইতি সুধম্বন আঙ্গিরসস্য ত্রয়ঃ পুত্রা বভুবুস্তেমাং
প্রথমোত্তমাভ্যাং বহুবল্লিগমা ভবন্তি—ন মধ্যমেন; তদেতদুভোশ্চ বহুবচনেন
চমসস্য চ সংস্তবেন বহুনি দশতরীযু সূক্তানি ভবন্তি ॥ ৩ ॥

ঋভুঃ বিভ্ভা বাজ ইতি সুধম্বনঃ আঙ্গিরসস্য ত্রয়ঃ পুত্রাঃ বভুবুঃ (অঙ্গিরার তনয় সুধম্বার
ঋভু বিভ্ভা—‘বিভূন্’ শব্দের প্রথমার একবচন—এবং বাজ—এই তিন পুত্র ছিল) তেমাং
(তাঁহাদের মধ্যে) প্রথমোত্তমাভ্যাং (প্রথম এবং অস্তিমের দ্বারা) বহুবল্লিগমা ভবন্তি
(বহুবচনযুক্ত বৈদিক উদাহরণসমূহ বিদ্যমান আছে) ন মধ্যমেন (মধ্যমের দ্বারা এতাদৃশ
উদাহরণ বিদ্যমান নাই); তৎ এতৎ (কাজেই বলা হয়)^১ ঋভোশ্চ বহুবচনেন চমসস্য চ

সংস্কৃবেন (বহুবচনান্ত ঋভুশব্দসম্বিত এবং চমসের প্রশংসাসম্বিত) বহুনি দশতরীষু সূক্তানি ভবন্তি (বহু সূক্ত ঋগ্বেদে বিদ্যমান আছে)।

সুধম্বার পুত্রত্রয়ের মধ্যে প্রথম ও অন্তিমের অর্থাৎ ঋভু ও বাজের সম্বন্ধে যে স্তুতিমন্ত্রসমূহ দৃষ্ট হয় তাহাতে অধিকাংশ স্থলেই ঋভু ও বাজ শব্দের উত্তর বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে দেখা যায়; মধ্যমের অর্থাৎ বিভার স্তুতিতে কিন্তু ‘বিভূন্’ শব্দের উত্তর বহুবচন প্রযুক্ত হয় নাই, একবচনই প্রযুক্ত হইয়াছে। ঋগ্বেদের বহুমস্ত্রে আবার ঋভুকর্তৃক অনুষ্ঠিত চমসের চতুর্ধা বিভাগ স্তুত হইয়াছে। ঋভুর বহুবচনে প্রয়োগ সম্বন্ধে ঋ—১।২০, ১।১১০, ১।১১১, ১।১৬১, ৩।৬০, ৪।৩৩, ৪।৩৪, ৪।৩৫, ৪।৩৬, ৪।৩৭ ইত্যাদি সূক্ত সমূহ দ্রষ্টব্য; বাজের বহুবচনে প্রয়োগ সম্বন্ধে ঋ—১।১১০।৯, ৪।৩৪।৩, ৪।৩৪।৪, ৪।৩৪।৫, ৪।৩৫।৩, ৪।৩৫।৬, ৪।৩৬।২, ৪।৩৭।৩ ইত্যাদি মস্ত্রে দ্রষ্টব্য; বিভার একবচনে প্রয়োগ সম্বন্ধে ঋ—৪।৩৩।৩, ৪।৩৩।৯, ৪।৩৬।৩, ৪।৩৬।৬ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। চমসের চতুর্ধা বিভাগ সম্বন্ধে ঋ—১।২০।৬, ১।১১০।৩, ১।১৬১।২, ১।১৬১।৫, ৩।৩০।২, ৪।৩৩।৫, ৪।৩৫।২-৩ ইত্যাদি মন্ত্র দ্রষ্টব্য।

আদিত্যরশ্ময়োহপ্যভব উচ্যন্তে ॥ ৪ ॥

আদিত্যরশ্ময়ঃ অপি ঋভবঃ উচ্যন্তে (আদিত্যরশ্মি সমূহও ঋভু বলিয়া অভিহিত হয়)।

ঋভু শব্দের অপর অর্থ আদিত্যরশ্মি।

“আগোহ্যস্য যদসন্তনা গৃহে তদদ্যেদম্ভবো নানুগচ্ছথ” ॥ ৫ ॥

(ঋ—১।১৬১।১১)

ঋভবঃ (হে সূর্য্যরশ্মিসমূহ) যৎ (যাবৎকাল পর্য্যন্ত) অগোহ্যস্য (অগোপনীয় সূর্য্যের) গৃহে (মণ্ডলে) অসন্তনা (সুপ্ত বা নিগূঢ় থাক) তৎ অদ্য (রাত্রিতে তাবৎকাল পর্য্যন্ত) ইদং ন অনুগচ্ছথ (এই জগতের দিকে আগমন কর না)।

ঋষি বলিতেছেন—হে আদিত্যরশ্মিসমূহ, রাত্রিতে যতক্ষণ পর্য্যন্ত তোমরা আদিত্য-মণ্ডলে নিহিত বা লীন হইয়া থাক, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইহলোকও নিরালোক বা অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া থাকে; তোমরাই জগৎকে আলোকিত কর, ইহাই তোমাদের মাহাভাগ্য বা মাহাত্ম্য।

অগোহ্য আদিত্যোহগৃহনীয়স্তস্য যদম্পথ গৃহে যাবত্তত্র ভবথ ন তাবদিহ ভবথতি ॥ ৬ ॥

অগোহ্যঃ আদিত্যঃ অগৃহনীয়ঃ—অগোহ্যঃ = আদিত্যঃ (অগোহ্য শব্দে এখানে আদিত্যকে বুঝাইতেছে) [যেহেতু] অগৃহনীয়ঃ—আদিত্য গোপন বা সংবরণের অযোগ্য—আদিত্যকে কেহই গুপ্ত বা সংবৃত করিতে পারে না। তস্য যৎ অম্পথ গৃহে = যাবৎ তত্র

ভবথ (যাবৎকালপর্যন্ত তাহার গৃহে সুপ্ত থাক অর্থাৎ যাবৎকাল পর্য্যন্ত সূর্য্যে অবস্থিত বা নিহিত থাক); যৎ = যাবৎ, তস্য গৃহে = তত্র—সূর্য্যে অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডলে, অসন্তনা = অস্বপথ = ভবথ (সুপ্ত থাক অর্থাৎ অবস্থিত বা নিহিত থাক), তৎ অদ্য ইদং ন অনুগচ্ছথ = তাবৎ ইহ ন ভবথ ইতি (রাত্রিতে তাবৎ কাল পর্য্যন্ত এই জগতে আগমন কর না অর্থাৎ তাবৎকাল পর্য্যন্ত এই জগতে আসিয়া অবস্থান কর না; তৎ = তাবৎ, ইদং ন অনুগচ্ছথ = ইহ ন ভবথ)।

১১। অঙ্গিরোগণ।

অঙ্গিরসো ব্যাখ্যাতাঃ॥৭॥

অঙ্গিরসঃ ব্যাখ্যাতাঃ (অঙ্গিরোগণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

‘অঙ্গিরস্’ শব্দের ব্যাখ্যা পূর্বে করা হইয়াছে (নির্ ৩।১৭ দ্রষ্টব্য)।

তেষামেবা ভবতি॥৮॥

তেষাম্ এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্টি অঙ্গিরোগণ সম্বন্ধে হইতেছে)

॥ ষোড়শ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বিরূপাস ইদৃষয়ন্ত ইদৃগন্তীরবেপসঃ।

তে অঙ্গিরসঃ সুনবন্তে অগ্নেঃ পরিজজিরে॥ ১॥

(ঋ—১০।৬২।৫)

তে অঙ্গিরস ইৎ^১ বিরূপাসঃ ইৎ^১ গন্তীরবেপসঃ ঋষয়ঃ (সেই সমস্ত অঙ্গিরোগণ নানামূর্ত্তিধারী এবং গন্তীরকৰ্ম্মা বা গন্তীরপ্রজ্ঞা ঋষি); তে (তঁাহারা) অঙ্গিরসঃ সুনবঃ (অঙ্গিরার পুত্র) তে অগ্নেঃ পরিজজিরে (অগ্নি হইতে পরম্পরাক্রমে উৎপন্ন হইয়াছিলেন)।

ঋষি শব্দের অর্থ মন্ত্রদ্রষ্টা; অঙ্গিরোগণ ঋষি বা মন্ত্রদ্রষ্টা। তে অগ্নেঃ পরিজজিরে— অগ্নিত্বপ্রাপ্ত অঙ্গিরা হইতে তঁাহাদের (অঙ্গিরোগণের) জন্ম (দুর্গাচার্যের মতে); অগ্নি হইতে অঙ্গিরার জন্ম, অঙ্গিরা হইতে অঙ্গিরোগণের জন্ম—অঙ্গিরোগণ পরম্পরাক্রমে অগ্নি হইতেই জাত (ঋন্দ স্বামী মতে)।

বহুরূপা ঋষয়ন্তে গন্তীরকৰ্ম্মাণো বা গন্তীরপ্রজ্ঞা বা তে অঙ্গিরসঃ পুত্রাঃ তে অগ্নেরধিজজির ইত্যগ্নিজন্ম॥ ২॥

বিরূপাসঃ (বিরূপাঃ)—ইহার অর্থ বহুরূপাঃ (নানারূপধারী); তে গন্তীরকৰ্ম্মাণঃ বা গন্তীরপ্রজ্ঞা বা ঋষয়ঃ (তঁাহারা গন্তীরকৰ্ম্মা বা গন্তীরপ্রজ্ঞা ঋষি; গন্তীরবেপসঃ = গন্তীরকৰ্ম্মাণঃ অথবা গন্তীরপ্রজ্ঞাঃ—দূরবগাহ বা অন্যের অনির্ণেয় অর্থাৎ অপ্রমেয় কৰ্ম্ম বা প্রজ্ঞা যাঁহাদের—‘বেপস্’ শব্দের অর্থ কৰ্ম্ম বা প্রজ্ঞা); তে অঙ্গিরসঃ সুনবঃ = তে অঙ্গিরসঃ পুত্রাঃ (তঁাহারা অঙ্গিরার পুত্র—সুনবঃ = পুত্রাঃ); তে অগ্নেঃ অধিজজিরে ইতি অগ্নিজন্ম। (তঁাহারা পরম্পরাক্রমে অগ্নি হইতে অথবা অগ্নিত্বপ্রাপ্ত অঙ্গিরা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—এই কথার দ্বারা অগ্নি হইতে তঁাহাদের জন্ম প্রকীৰ্ত্তিত হইল)।

১২। পিতৃগণ।

পিতরো ব্যাখ্যাতাঃ॥ ৩॥

পিতরঃ ব্যাখ্যাতাঃ (পিতৃগণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

পিতৃশব্দের ব্যাখ্যা পূর্বে করা হইয়াছে (নির্ ৪।২১ দ্রষ্টব্য)।

তেষাম্ এষা ভবতি॥ ৪॥

তেষাম্ এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্টি পিতৃগণ সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ সপ্তদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। ইতো পাদপূরণো (ঋঃ স্বাঃ)—‘ইৎ’ শব্দদ্বয় পাদপূরণার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

২। নিঘ—২।১ দ্রষ্টব্য।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

উদীরতামবর উৎপরাস উন্মধ্যমাঃ পিতরঃ সোম্যাসঃ।

অসুং ত ঈয়ুরব্কা ঋতজ্জাস্তে নোহবস্ত পিতরো হবেযু॥ ১॥

(ঋ—১০।১৫।১; শুক্ল-যজুঃ ১৯।৪৯)

সোম্যাসঃ (সোমসম্পাদক) অবরে পিতরঃ (পৃথিবীস্থানাশ্রিত পিতৃগণ) উদীরতাং (উর্দ্ধলোকে^১ গমন করুন) পরাসঃ [পিতরঃ] (দ্যুলোকাশ্রিত পিতৃগণ) উৎ + [ঈরতাং] (দ্যুলোক হইতেও উর্দ্ধ অর্থাৎ বিশিষ্টতর লোকে গমন করুন) মধ্যমাঃ [পিতরঃ] (অন্তরিক্ষস্থ পিতৃগণ) উৎ + [ঈরতাম্] (উর্দ্ধ লোকে গমন করুন); অব্কাঃ (শত্রুবর্জিত) ঋতজ্জাঃ (সত্যজ্ঞ বা যজ্ঞজ্ঞ অথবা স্বাধ্যায়নিষ্ঠ) যে অসুম্ ঈয়ুঃ (যাঁহারা প্রাণতাব প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ যাঁহারা প্রাণমাত্রমূর্ত্তি অস্থূলবিগ্রহ—বায়ুরূপতাপন্ন) তে পিতরঃ (সেই পিতৃগণ) হবেযু (আমরা আহ্বান করিলে) নঃ অবস্ত (আমাদের সমীপে আগমন করুন)।

উদীরতামবর উদীরতাং পর উদীরতাং মধ্যমাঃ পিতরঃ সোম্যাসঃ সোমসম্পাদিনস্তে অসুং যে প্রাণমবীযুরব্কা অনমিত্রাঃ সত্যজ্ঞা বা যজ্ঞজ্ঞা বা, তে ন আগচ্ছস্ত পিতরো হানেযু॥ ২॥

উদীরতাম্ অবরে উদীরতাং পরে উদীরতাং মধ্যমাঃ পিতরঃ (নিম্নলোকস্থ অর্থাৎ পৃথিব্যাশ্রিত পিতৃগণ উর্দ্ধলোকে গমন করুন, উর্দ্ধস্থ অর্থাৎ দ্যুলোকাশ্রিত পিতৃগণ দ্যুলোক হইতেও উর্দ্ধতর লোকে গমন করুন, মধ্যস্থানাশ্রিত অর্থাৎ অন্তরিক্ষস্থ পিতৃগণ উর্দ্ধতর লোকে গমন করুন; পরাসঃ = পরে); সোম্যাসঃ = সোম্যাসঃ = সোমসম্পাদিনঃ—সোমনিম্পাদক; তে যে অসুম্ ঈয়ুঃ = তে যে প্রাণম্ অবীযুঃ (সেই পিতৃগণ যাঁহারা বায়ুরূপতাপন্ন হইয়াছেন; অসুম্ = প্রাণম্—প্রাণবায়ু); অব্কাঃ = অনমিত্রাঃ (শত্রুপরিশূন্য; বৃক শব্দের অর্থ বৃকসাদৃশ্যে হিংসক বা শত্রু); ঋতজ্জাঃ = সত্যজ্ঞাঃ বা যজ্ঞজ্ঞাঃ বা (ঋতজ্ঞ শব্দের অর্থ সত্যজ্ঞ অথবা যজ্ঞজ্ঞ); তে নঃ অবস্ত পিতরঃ হবেযু = তে নঃ আগচ্ছস্ত পিতরঃ হানেযু (সেই পিতৃগণ আমরা আহ্বান করিলে আমাদের সমীপে আগমন করুন; অবস্ত = আগচ্ছস্ত—‘অব’ ধাতু গত্যর্থক—নিঘ ২।১৪; হবেযু = হানেযু—আমরা আহ্বান করিলে, আমাদের দ্বারা আহূত হইলে)।

মাধ্যমিকো যম ইত্যাহঃ। তস্মান্মাধ্যমিকান্ পিতৃন্ মন্যন্তে॥ ৩॥

মাধ্যমিকঃ যমঃ ইতি আহঃ (যম মধ্যমস্থান দেবতা—ইহা নৈরুক্তগণ বলিয়া থাকেন); তস্মাৎ মাধ্যমিকান্ পিতৃন্ মন্যন্তে (সেই জন্য পিতৃগণকেও মধ্যমস্থান দেবতা বলিয়া মনে করা হয়)।

বলবত্তা হেতু যম মধ্যমস্থান বা অন্তরিক্ষস্থান দেবতা (নির্ ১০।১৯-২১ দ্রষ্টব্য)। যম আবার পিতৃপতি—পিতৃগণের রাজা; এতৎ কারণেই অর্থাৎ যমের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়াই—পিতৃগণও মধ্যস্থান দেবতা বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন।

১৩। অথর্বগণ। ১৪। ভৃগুগণ।

অঙ্গিরসো ব্যাখ্যাতাঃ পিতরো ব্যাখ্যাতা ভৃগবো ব্যাখ্যাতাঃ, অথর্বানোহথন-
বস্তুস্বতিশ্চরতিকর্মা, তৎপ্রতিষেধঃ ॥ ৪ ॥

অঙ্গিরসঃ ব্যাখ্যাতাঃ (অঙ্গিরোগণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে—নির্ (৩।১৭, ১১।১৬) পিতরঃ ব্যাখ্যাতাঃ (পিতৃগণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে—নির্ ৪।২১, ১১।১৭) ভৃগবঃ ব্যাখ্যাতাঃ (ভৃগুগণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে—নির্ ৩।১৭); অথর্বগণঃ অথনবস্তুঃ (অথর্বগণ—অগতিস্বভাব), থর্বতিঃ চরতিকর্মা ('থর্ব' ধাতু চলনর্থক) তৎপ্রতিষেধঃ (তাহার নিষেধ অর্থাৎ চলনস্বভাববিরহিত অথর্ব)।

অথর্বগণ অথনবান্ অর্থাৎ অগতিস্বভাব বা স্থিরপ্রকৃতি; গত্যর্থক নৈরুক্ত 'থর্ব' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—ন থর্বন্তি গচ্ছন্তি ইতি অথর্বগণঃ। ভাষ্যে যে অথন শব্দ রহিয়াছে তাহার অর্থ অগতি বা অগমন—'থর্ব' ধাতুর অর্থ হইতে বিদ্যমান আছে। পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে মন্ত্রটি উদ্ধৃত হইবে তাহাতে অথর্বগণের এবং ভৃগুগণের স্তুতি আছে—স্বতন্ত্রভাবে নহে, অঙ্গিরোগণ এবং পিতৃগণের সহিত। পুনর্ব্বার যে 'অঙ্গিরসো ব্যাখ্যাতাঃ, পিতরো ব্যাখ্যাতাঃ'—ইহা বলা হইয়াছে, তাহা এতৎপ্রসঙ্গেই।

তেষামেযা সাধারণা ভবতি ॥ ৫ ॥

তেষাম্ এযা সাধারণা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্টি উদ্ধৃত হইতেছে তাহা এই দেবতাসমূহের পক্ষে সাধারণ—তাহাতে অঙ্গিরোগণ পিতৃগণ অথর্বগণ এবং ভৃগুগণ সকলেই তুল্যভাবে স্তুত হইয়াছেন)।

॥ অন্ত্যাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

অঙ্গিরসো নঃ পিতরো নবথা অথর্বাণো ভৃগবঃ সোম্যাসঃ।

তেষাং বয়ং সুমতৌ যজ্ঞিয়ানামপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম॥ ১॥

(ঋ—১০।১৪।৬)

অঙ্গিরসঃ (অঙ্গিরোগণ), নবথা নঃ পিতরঃ (নব নব গতিসম্পন্ন, অথবা নবনীতে অভিলাষসম্পন্ন আমাদের পিতৃগণ), সোম্যাসঃ অথর্বাণঃ ভৃগবঃ (সোমনিষ্পাদক অথর্বগণ এবং ভৃগুগণ)—যজ্ঞিয়ানাং তেষাং (যজ্ঞার্থ এই সমস্ত দেবতাগণের) সুমতৌ (শোভন কল্যাণবুদ্ধিতে) ভদ্রে অপি সৌমনসে (এবং^১ ভদ্র অর্থাৎ সর্বপ্রীতিপ্রদ প্রীতিবুদ্ধিতে) বয়ং স্যাম (আমরা যেন থাকিতে পারি)।

অঙ্গিরসো নঃ পিতরো নবগতয়ো নবনীতগতয়ো বা, অথর্বাণো ভৃগবঃ সোম্যঃ সোমসম্পাদিনস্তেষাং বয়ং সুমতৌ কল্যাণ্যং মতৌ যজ্ঞিয়ানামপি চৈষাং ভদ্রে ভন্দনীয়ে ভাজনবতি বা কল্যাণে মনসি স্যামেতি॥ ২॥

নবথাঃ = নবগতয়ঃ নবনীতগতয়ঃ বা (নূতন নূতন গতিবিশিষ্ট অথবা নবনীতে অর্থাৎ আজ্যে^২ মনের গতি অর্থাৎ অভিলাষ যাঁহাদের—পিতৃগণ প্রতিমাসে পিতৃযজ্ঞে আসিয়া থাকেন, মাসে মাসে তাঁহাদের নূতন নূতন গতি হয়; অথবা—পিতৃগণ নবনীত প্রাপ্তির অভিলাষ করেন;^৩ (নব + গম্ ধাতুর যোগে নবধ্ব শব্দ নিষ্পন্ন—নব = নূতন, অথবা নব = নবনীত); সোম্যঃ—সোমসম্পাদিনঃ (সোমনিষ্পাদক); সুমতৌ = কল্যাণ্যং মতৌ (মঙ্গলকর বুদ্ধিতে); ভদ্রে ভন্দনীয়ে (ভদ্র শব্দের অর্থ ভন্দনীয় অর্থাৎ সুখকর বা কল্যাণজনক—কল্যাণ বা সুখার্থক ‘ভন্দ’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন), ভাজনবতি বা (অথবা, ভদ্রে = ভাজনবতি—ভদ্র শব্দের অর্থ ভাজনবান্; ভাজনবিশিষ্ট মন তাহাই যাহার দ্বারা অভীষ্ট বস্তুর সহিত স্তোত্রগণকে সম্বন্ধিত বা সম্বন্ধযুক্ত করে);^৪ সৌমনসে = কল্যাণে মনসি (কল্যাণকর সৌমনস্যে অর্থাৎ প্রীতিতে)।^৫

মাধ্যমিকো দেবগণ ইতি নৈরুক্তাঃ॥ ৩॥

দেবগণঃ (দেবগণ—ঋভুগণ অঙ্গিরোগণ ভৃগুগণ এবং অথর্বগণ) মাধ্যমিকঃ (মধ্যম-স্থান-দেবতা) ইতি নৈরুক্তাঃ (ইহা নিরুক্তকারগণ মনে করেন)।

১। অপিশ্চার্থো ভদ্রশব্দাচ্চ পরো দ্রষ্টব্যঃ (স্বঃ স্বাঃ)।

২। বিজ্ঞায়তে হি ‘স্বয়ং বিলীনমাজ্যং পিতৃণাম্’ ইতি (মৈত্রী সং ৩।৬।২)।

৩। নবনীতে বা মনসো গতিরভিলাষো যেষাং তে (স্বঃ স্বাঃ)।

৪। যেন মনসা ভাজয়ন্তি অভিমতৈঃ কামৈঃ সম্বন্ধয়ন্তীত্যর্থঃ (স্বঃ স্বাঃ); যেন মনসা ভাজয়ন্তি অভিমতৈরর্থঃ স্তোত্বান্ (দৃঃ)।

৫। কল্যাণে সৌমনস্যে প্রীতিবিত্যর্থঃ (স্বঃ স্বাঃ)।

ঋতুগণ অঙ্গিরোগণ ভৃগুগণ এবং অথর্বগণ—ইহাদের সমাম্মান বা পাঠ মধ্যমস্থান দেবতাগণের অধিকারে রহিয়াছে এবং ইহাদের স্তুতি ও ঈদৃশ দেবতাগণমধ্যে পরিদৃষ্ট হয়; কাজেই ইহারা মধ্যমস্থান দেবতা—নিরুক্তকারগণের ইহাই অভিমত।

পিতর ইত্যাখ্যানম্ ॥ ৪ ॥

পিতরঃ ইতি আখ্যানম্ (ঋতুগণ অঙ্গিরোগণ ভৃগুগণ এবং অথর্বগণ—ইহারা পিতৃগণ ইহা আখ্যানবিৎ অর্থাৎ পৌরাণিকগণ মনে করেন)।

পৌরাণিকগণের মতে ‘ঋভবঃ’ ‘অঙ্গিরসঃ’ ‘ভৃগবঃ’ ‘অথর্বগণঃ’—এই চারিটি পদ ‘পিতরঃ’ এই শব্দের বিশেষণরূপেই প্রযুক্ত হইয়াছে; ঋতুগণ অঙ্গিরোগণ প্রভৃতি পিতৃগণ ব্যতীত কেহই নহেন। পিতৃগণ অগ্ন্যাদিদেবতারই বিশিষ্ট প্রকার—কাজেই দেবতাগণের মধ্যে ইহাদের স্তুতি অনুপপন্ন নহে। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ঋতু অঙ্গিরা ভৃগু প্রভৃতি নাম ঋষিগণের মধ্যেও প্রসিদ্ধ আছে এবং বেদে ঋষিগণেরও স্তুতি দেখা যায়—যেমন বসিষ্ঠের এবং বসিষ্ঠ পুত্রগণের (ঋ—৭।৩৩ দ্রষ্টব্য)। কাজেই ঋতু প্রভৃতির ঋষিত্বও অসম্ভব নহে। ভাষ্যকার ইহাই পরিস্ফুট করিতেছেন—

অথাপ্যযয়ঃ স্তুয়ন্তে ॥ ৫ ॥

অথাপি ঋষয়ঃস্তুয়ন্তে (আর, ঋষিগণও স্তুত হইয়া থাকেন)।

পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋকে বসিষ্ঠ পুত্রগণের স্তুতি পরিদৃষ্ট হয়।

॥ উনবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

বিংশ পরিচ্ছেদ

সূর্য্যস্যেব বক্ষথো জ্যোতিরেবাং সমুদ্রস্যেব মহিমা গভীরঃ।

বাতস্যেব প্রজবো নান্যেন স্তোমো বসিষ্ঠা অশ্বেতবে বঃ॥ ১।

(ঋ—৭।৩৩।৮)

এবাং (বসিষ্ঠপুত্রগণের) বক্ষথঃ (বচনের) জ্যোতিঃ (দীপ্তি) সূর্য্যস্য ইব (সূর্য্যের দীপ্তির ন্যায়); সমুদ্রস্য ইব মহিমা গভীরঃ (ইহাদের মহিমা সমুদ্রের ন্যায় গভীর); হে বসিষ্ঠাঃ (হে বসিষ্ঠপুত্রগণ) বঃ স্তোমঃ (তোমাদের প্রতি প্রযুক্ত স্তোম বা স্তুতি) বাতস্য প্রজবঃ ইব (বায়ুর বেগের ন্যায়), ন অন্যেন অশ্বেতবে [শক্যতে] (অন্য কেহও ইহার অনুগমন বা অনুকরণ করিতে সমর্থ নহে)।

এবাং বক্ষথঃ জ্যোতিঃ সূর্য্যস্য ইব (ইহাদের বচনদীপ্তি সূর্য্য দীপ্তির ন্যায়)—সূর্য্য যেরূপ সুস্পষ্টরূপে সর্বববস্তু প্রকাশ করে, বসিষ্ঠপুত্রগণের বাক্যও সেইরূপ সুস্পষ্টরূপে (অসন্দ্বিগ্ধভাবে) অর্থ প্রকাশ করে। ইহাদের বাক্য মাত্র অসন্দ্বিগ্ধার্থেরই প্রকাশক নহে, পরন্তু অর্থবাহুল্যেও সমৃদ্ধ—সমুদ্রে যেরূপ অপরিমেয় জল ইহাদের বাক্যও সেইরূপ অপরিমেয় অর্থে পরিপূর্ণ।^১ ইহারা মহানুভাব—অর্থভারে ভারাক্রান্ত হইলেও ইহাদের প্রতি প্রযুক্ত স্তুতি বায়ুবেগের ন্যায় অবিলম্বিত অর্থাৎ অতি শ্রীঘ্র এবং অতি সহজে ইহার অর্থপ্রতীতি হয়।^২ অন্য কোনও স্তোতা বসিষ্ঠ ঋষির এই বচনশৈলী অনুকরণ করিতে সমর্থ নহে। ৭।৩৩ সূক্তের ১-৯ ঋকের ঋষি বসিষ্ঠ, দেবতা বসিষ্ঠপুত্রগণ এবং ১০-১৪ ঋকের ঋষি বসিষ্ঠপুত্রগণ এবং দেবতা বসিষ্ঠ।

ইতি যথা॥ ২॥

ইতি যথা (যেমন এই ঋকে)।

পূর্ব পরিচ্ছেদের পঞ্চম সন্দর্ভে বলা হইয়াছে যে মন্ত্রে ঋষিগণও স্তুত হইয়া থাকেন। এই উক্তির সমর্থন করা হইল উদ্ধৃত মন্ত্রের দ্বারা।

১৫। আপ্ত্যাগণ॥

আপ্ত্যা আপ্নোতেস্তেবামেষ নিপাতো ভবতৈন্দ্র্যামৃচি॥ ৩।

আপ্ত্যাঃ আপ্নোতেঃ (আপ্ত্য শব্দ ব্যাপ্ত্যর্থক বা প্রাপ্ত্যর্থক ‘আপ্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন); তেবাম্ এষ নিপাতঃ ভবতি ঐন্দ্র্যামৃ চি (ইহাদের এই নিপাত বা সহস্তুতি অর্থাৎ গৌণভাবে বা আনুষঙ্গিক ভাবে স্তুতি ইন্দ্রসম্বন্ধীয় ঋকে পরিদৃষ্ট হয়)।

১। যথোদকমপরিমেয়ং সমুদ্রে এবমপরিমেয়ার্থানি বচাংসি (দৃঃ)।

২। সতাপি চ মহার্থত্রে নৈতে বিলম্বিতস্তুতয়ঃ, কিং তহি বাতস্যেব প্রজবঃ প্রকৃষ্টো জবঃ আশুপ্রতিপত্তিঃ (দৃঃ)।

আপ্ত্যগণ সৰ্বব্যাপী, অথবা তাঁহারা স্তুতি দ্বারা স্তুত্যকে প্রাপ্ত হন—ইহাই আপ্ত্য শব্দের ব্যুৎপত্তি।^১ আপ্ত্যগণ ঋষি; ইহাদের নাম একত দ্বিত এবং ত্রিত।^২ ইহারা ইন্দ্রের সহচারী°—কাজেই মধ্যমস্থান দেবতা; মধ্যমস্থান দেবতার মধ্যে ইহাদের সমান্নান বা পাঠ আছে। ঋভু প্রভৃতিকেও ঋষি বলিয়া গণ্য করিলেও (উনবিংশ পরিচ্ছেদের ৪র্থ সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য) ইন্দ্রসহচারিত্ব নিবন্ধনই তাঁহারা মধ্যমস্থান দেবতা। আপ্ত্যগণের নিপাত অর্থাৎ নিপতন (সহস্তুতি—আনুষঙ্গিকভাবে বা গৌণভাবে) ইন্দ্র সম্বন্ধীয় ঋকে—ইন্দ্র যে ঋকে স্তুত হইয়াছেন সেই ঋকে—পরিদৃষ্ট হয় (পরিবর্তী পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

॥ বিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। সৰ্বব্যাপিত্বাদাপ্ত্যে: (ঋঃ ঋঃ)। আপ্ত্যবত্তি হি তে স্তুতিভিঃ স্তুত্যান্ (দুঃ)।

২। অপীন্দ্রসহচারিণ ঋষয় একতদ্বিতত্রিতাঃ (দুঃ)।

৩। ‘তে ইন্দ্রেণ সহ চেকঃ’ (শত. প. ব্রাঃ ১।২।৩।২)।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

স্তুষেযাং পুরুবর্পসমৃভূমিনতমমাপ্ত্যমাপ্ত্যানাম্।

আ দর্ষতে শবসা সপ্তদানুন্ প্রসাক্ষতে প্রতিমানানি ভূরি॥ ১।।

(ঋ—১০।১২০।৬)

পুরুবর্পসম্ (নানারূপধারী) ঋভূম্ (উরুভূত অর্থাৎ বিস্তীর্ণ বা মহান) ইনতমম্ (অতৈশ্বর্য্যবিশিষ্ট) আপ্ত্যানাম্ আপ্ত্যম্ (আপ্ত্য অর্থাৎ আপ্তব্য ঋষিগণের প্রাপ্তব্য) স্তুষেযাং (স্তুতিযোগ্য ইন্দ্রকে) [স্তৌমি] (স্তব করিতেছি), [যঃ] (যে ইন্দ্র) শবসা (বলের দ্বারা) সপ্তদানুন্ (সপ্ত জলপ্রদাতাকে অর্থাৎ মেঘকে অথবা নমুচি প্রভৃতি সপ্তদানবকে) আদর্ষতে (বিদীর্ণ করেন) [এবং] ভূরি প্রতিমানানি (বহু উপমানকে) প্রসাক্ষতে (প্রকৃষ্টরূপে ব্যাপ্ত অর্থাৎ অভিভূত করেন)।^১

এই ঋকের দেবতা ইন্দ্র—ইহা একটি ঐন্দ্রী ঋক্; ইহাতে ইন্দ্র স্তবত হইয়াছেন প্রধানভাবে এবং আপ্ত্য ঋষিগণ স্তবত হইয়াছেন গৌণ বা আনুষঙ্গিক ভাবে।

স্তোতব্যং বহুরূপমুরুভূতমীশ্বরতমমাপ্তব্যমাপ্তব্যানাম্, আদৃণাতি যঃ শবসা বলেন সপ্তদাতৃনিতি বা সপ্তদানবানিতি বা, প্রসাক্ষতে প্রতিমানানি বহুনি, সাক্ষতিরাপ্নোতিকস্মা॥ ২।।

স্তুষেযাং = স্তোতব্যম্ (স্তুত্ব্যর্হ বা স্তুতিযোগ্য); পুরুবর্পসম্ = বহুরূপম্ (বহুরূপধারী); ঋভূম্ = উরুভূতম্ (বিস্তীর্ণ বা মহান); ইনতমম্ = ঐশ্বরতমম্ (প্রকৃষ্ট বা শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্যশালী); আপ্ত্যম্ আপ্ত্যানাম্ = আপ্তব্যম্ আপ্তব্যানাম্ (আপ্ত্য অর্থাৎ আপ্তব্য ঋষিগণের প্রাপ্তব্য); আদর্ষতে = আদৃণাতি (বিদীর্ণ করেন); শবসা = বলেন ('শবস্' শব্দ বলবাচী—নিঘ ২।৯); সপ্ত দানুন্ = সপ্ত দাতৃন্ (সপ্ত জলপ্রদাতা মেঘ) বা (অথবা) সপ্তদানুন্ = সপ্তদানবান্ (নমুচি প্রভৃতি সপ্ত দানব); প্রসাক্ষতে প্রতিমানানি ভূরি = প্রসাক্ষতে প্রতিমানানি বহুনি (বহু উপমানকে পরিব্যাপ্ত বা অভিভূত করেন; ভূরি = বহুনি—প্রথমা বহুবচনের লোপ—পা ৭।১।৩৯); সাক্ষতিঃ আপ্নোতিকস্মা ('সাক্ষ' ধাতু আপ্ত্যর্থক বা ব্যাপ্ত্যর্থক)।

॥ একবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। অর্থাৎ ইন্দ্রের উপমানস্থানীয় যাহারা তাঁদের অপেক্ষা ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ—যান্যস্যোপমানান্যুপাদীয়ন্তে তেভ্যোহধিকতর ইন্দ্রঃ; প্রসাক্ষতে সাক্ষতিরাপ্নোতেরর্থ প্রকর্ষণে চ ব্যাপ্নোতি (ঋঃ ঋঃ), প্রসাক্ষতে আপ্নোতি অভিভবতি (দুঃ)।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

অথাতো মধ্যস্থানাঃ স্থিয়ঃ।। ১।।

অথ (অতঃপর) অতঃ (কাজেই) মধ্যস্থানাঃ স্থিয়ঃ [বক্ষ্যন্তে] (মধ্যস্থান বা অন্তরিক্ষস্থান স্ত্রীদেবতাগণের বিষয় বলা হইবে)।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ হইতে একবিংশ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত নয় পরিচ্ছেদে মধ্যস্থান দেবগণের কথা বলা হইয়াছে। দেবগণের পরেই নিঘণ্টুতে সমামান বা পাঠ আছে স্ত্রীদেবতাগণের (নিঘ ৫।৫ দ্রষ্টব্য)। স্ত্রীদেবতাগণই এখন অধিকৃত অর্থাৎ দেবগণের পরে এখন তাঁহারা ই বর্ণনীয়; কাজেই তাঁহাদের কথা বলা হইবে।

১৬। অদিতি।

তাসামদিতিঃ প্রথমাগামিনী ভবতি।। ২।।

তাসাম্ অদিতিঃ প্রথমাগামিনী ভবতি (সেই স্ত্রীদেবতাগণের মধ্যে অদিতিই প্রথম সমাগত হন)।

স্ত্রীদেবতাগণের মধ্যে অদিতি প্রথমাগামিনী—অদিতির নামই প্রথম উল্লিখিত হইয়াছে, কারণ, তিনি অদীনা এবং দেবমাতা।

অদিতির্ব্যাখ্যাতা।। ৩।।

অদিতিঃ ব্যাখ্যাতা (অদিতি ব্যাখ্যাত হইয়াছেন)।

অদিতি শব্দের ব্যাখ্যা এবং নিব্বচন পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে (নির্ ৪।২২ দ্রষ্টব্য)।

তস্যা এষা ভবতি।। ৪।।

তস্যাঃ এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্টি অদিতি সম্বন্ধে হইতেছে)।

।। দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

দক্ষস্য বাদিতে জন্মনি ব্রতে রাজানা মিত্রাবরুণা বিবাসসি।

অতূর্তপস্থাঃ পুরুরথো অর্যমা সপ্তহোতা বিষুরাপেষু জন্মসু।। ১।।

(ঋ—১০।৬৪।৫)

অদিতে (হে অদিতে) দক্ষস্য বা জন্মনি ব্রতে (দক্ষ অর্থাৎ আদিত্যের অথবা তোমার জন্মরূপ কর্ম্মে) রাজানা মিত্রাবরুণা (রাজানৌ মিত্রাবরুণৌ—সর্বলোকেশ্বর মিত্র ও বরুণকে) বিবাসসি (পরিচর্যা কর বা আকাঙ্ক্ষা কর), [যঃ দক্ষঃ] (যে আদিত্য) অতূর্তপস্থাঃ (চলনপথে অক্ষিপ্ৰগতি) পুরুরথঃ (বহুগমনাগমনসমন্বিত) অর্যমা (শত্রুভূত অন্ধকারের নিয়ন্তা বা ধ্বংসকর্ত্তা) সপ্তহোতা (সপ্তরশ্মির দ্বারা আহুতরস)^১ [সঃ] (সেই আদিত্য) বিষুরাপেষু জন্মসু [বর্ত্ততে] (নানারূপ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান থাকেন)^২

দক্ষ শব্দের অর্থ আদিত্য এবং অদিতি শব্দের অর্থ সন্ধিবেলা—প্রাতঃকালীন বা সায়াংকালীন। প্রাতঃকালীন সন্ধিবেলা হইতে আদিত্যের জন্ম অর্থাৎ উদয় এবং আদিত্য হইতে সায়াংকালীন সন্ধিবেলার জন্ম বা আবির্ভাব। এই ভাবেই অদিতি হইতে দক্ষের এবং দক্ষ হইতে অদিতির জন্ম। মিত্রাবরুণ—মিত্র শব্দের অর্থ দিন, বরুণ শব্দের অর্থ রাত্রি—‘অহর্বে মিত্রো রাত্রির্বরুণঃ’ (ঐত. ব্রা. ৪।১০); মিত্রাবরুণ রাজা বা সর্বাধীশ্বর—মনুষ্যের কর্ম্মপ্রবৃত্তি দিন রাত্রির অধীন—তাহাদের ইতিকর্তব্যতাকলাপ দিনরাত্রিরই অধিকারে। প্রাতঃকালীন সন্ধিবেলা—সূর্যের জন্ম ব্যাপারে (উদয়ে) অথবা সূর্য সায়াংকালীন সন্ধিবেলার জন্ম ব্যাপারে (আবির্ভাবে) দিন এবং রাত্রিকে পরিচর্যা করে বা বাঞ্ছা করে—সন্ধিঘরেরই অর্ধেকটা থাকে দিবাভাগে এবং অর্ধেকটা থাকে রাত্রিভাগে অর্থাৎ অর্ধেকটা অনুপ্রবিষ্ট হয় দিনে অর্ধেকটা অনুপ্রবিষ্ট হয় রাত্রিতে; লৌকিক ব্যবহারেও দেখা যায়—যে যাহাকে পরিচর্যা করে বা যে যাহাকে আকাঙ্ক্ষা করে সে তাহার ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়।^৩

দক্ষস্য বাদিতে জন্মনি ব্রতে কর্ম্মণি রাজানৌ মিত্রাবরুণৌ পরিচরসি; বিবাসতিঃ পরিচর্যায়াম্—‘হবিষ্যাঁ আবিবাসতি’^৪ ইতি; আশান্তেৰ্বা।। ২।।

ব্রতে = কর্ম্মণি (ব্রত শব্দের অর্থ কর্ম্ম—নিঘ ২।১); রাজানা মিত্রাবরুণা = রাজানৌ মিত্রাবরুণৌ (রাজা মিত্র ও বরুণকে); বিবাসসি = পরিচরসি (পরিচর্যা কর)—বিবাসতিঃ

১। সপ্তরশ্ময়ো যস্মিন্ রসান্ জুহতি প্রক্ষিপন্তি সঃ (ঋঃ ষাঃ)।

২। বৎসরের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সূর্য আকাশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উদিত হন।

৩। অর্ধং হি রাত্রিমনুপ্রবিষতি অর্দ্ধমহঃ; লোকেহপি হি যোহয়ং পরিচরতি স তদ্ভাবানুপ্রবেশেনৈব (ঋঃ ষাঃ)।

৪। ঋ—১।১২।৯, শুক্র-যজুঃ—৬।২৩।

পরিচর্যায়াম্ (বি + 'বাস্' ধাতুর অর্থ পরিচর্যা করা), হবিষ্মান্ আবিবাসাত ইতি (হবিযুক্ত যজমান পরিচর্যা করেন—এই বাক্যে বি + 'বাস্' ধাতু পরিচর্যার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে); আশান্তেঃ বা (অথবা, বি + 'বাস্' ধাতু আ + 'শাস্' ধাতুর অর্থ প্রকাশ করে; আ + 'শাস্' ধাতুর অর্থ—ইচ্ছা করা)।

অতূৰ্ত্তপস্থা অত্বরমাণপস্থা বছরথো অর্যমাদিত্যোহরীন্ নিযচ্ছতি সপ্তহোতা সপ্তাষ্ট্রে রশ্ময়ো বসানভিসন্মায়ন্তি সপ্তৈনম্বয়ঃ স্তবস্তীতি বা বিষমরূপেষু জন্মসু কৰ্ম্মসূদয়েষু ॥ ৩ ॥

অতূৰ্ত্তপস্থাঃ = অত্বরমাণপস্থাঃ (যাঁহার চলিবার পথ ত্বরমাণ নহে—অর্থাৎ যিনি শনৈঃ শনৈঃ পথ চলিয়া থাকেন, দ্রুতগতিতে পথ অতিক্রম করেন না), পুরুরথঃ = বছরথঃ (পুরুরথ শব্দের অর্থ বছরথ বা বছরংহণ^১ অর্থাৎ বহুগতি বা বহুগমনাগমনবিশিষ্ট—‘রংহ’ ধাতু গত্যর্থক); অর্যমা = আদিত্যঃ—অরীন্ নিযচ্ছতি (‘অর্যমন’ শব্দের অর্থ আদিত্য; আদিত্য অরিসমূহকে অর্থাৎ শত্রুভূত অঙ্ককাররাশিকে নিয়ন্ত্রিত বা বিধ্বস্ত করেন—অরি + ‘যম্’ ধাতু হইতে ‘অর্যমন’ শব্দ নিষ্পন্ন); সপ্তহোতা = সপ্ত ঐষ্ট্রে রশ্ময়ঃ রসান্ অভিসন্মায়ন্তি সপ্ত এনম্ ঋষয়ঃ স্তবস্তি ইতি বা (সপ্তসংখ্যক হোতা অর্থাৎ রসপ্রক্ষেপক যাঁহার; আদিত্য সপ্তহোতা, কারণ—সপ্তরশ্মি ইঁহার নিমিত্ত অর্থাৎ ইঁহাতে রস অভিসন্মায়িত বা প্রক্ষিপ্ত করে^২—রশ্মিসমূহ রস আহরণ করিয়া সূর্য্যে নিহিত করে, হোতা ‘হ্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; অথবা—হোতা ‘হে’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—ভরদ্বাজাদি সপ্ত ঋষি ইঁহাকে আহ্বান বা স্তব করেন), বিষমরূপেষু জন্মসু = বিষমরূপেষু জন্মসু, জন্মসু = কৰ্ম্মসু = উদয়েষু—সূর্য্যের জন্ম অর্থাৎ কৰ্ম্ম বা উদয় একরূপ নহে—বিষমরূপ; সূর্য্য বৎসরের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আকাশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উদিত হইয়া থাকেন।

পূৰ্ব্বোক্ত ব্যাখ্যা নৈরুক্তগণের; ঐতিহাসিকপক্ষে—অদিতি দেবমাতা, অদিতি হইতে দক্ষ বা আদিত্যের জন্ম; সমুদিত আদিত্যকে জগতের উপকার সাধনে প্রবৃত্ত দেখিয়া অদিতি আকাঙ্ক্ষা করেন—“আমার রাজা অর্থাৎ দীপ্যমান আর দুই পুত্র মিত্র বরুণ ও জগতের এইরূপ উপকার সাধন করুক।”

আদিত্যো দক্ষ ইত্যাহরাদিত্যমধ্যে চ স্ততঃ ॥ ৪ ॥

আদিত্যঃ দক্ষঃ ইতি আহঃ (ব্রহ্মবিদগণ^৩ বলিয়া থাকেন—অদিতির পুত্র আদিত্যও যিনি দক্ষও তিনি) আদিত্যমধ্যে চ স্ততঃ (যেহেতু^৪ আদিত্যগণ মধ্যে দক্ষ স্তত হইয়াছেন)।

১। পুরুরথঃ বছরংহণঃ (দৃঃ)।

২। সপ্তরশ্ময়ো যস্মিন্ রসান্ জুহুতি প্রক্ষিপন্তি সঃ (ঋঃ ঋঃ)।

৩। অথবা, দেবতাস্বরূপাভিজগণ (দৃঃ)।

৪। চশব্দো হেতৌ (ঋঃ ঋঃ); চশব্দো হেতুর্থঃ, যস্মাদাদিত্যমধ্যে স্ততঃ (দৃঃ)।

ঋগ্বেদ ২।২৭।১ মন্ত্রে আদিত্যগণ মধ্যে দক্ষের স্তুতি পরিদৃষ্ট হয়; কাজেই ব্রহ্মবিদগণ মনে করেন আদিত্য ও দক্ষ অভিন্ন।

অদিতিদাক্ষায়ণী; ‘অদিতেদক্ষো অজায়ত দক্ষাদদিতিঃ পরি’^১—ইতি চ। তৎ কথমুপপদ্যেত? সমানজন্মানৌ স্যাতামিতি ॥ ৫ ॥

অদিতিঃ দাক্ষায়ণী (অদিতি আবার দক্ষের কন্যা); অদিতেঃ দক্ষঃ অজায়ত (অদিতি হইতে দক্ষ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন) দক্ষাৎ অদিতিঃ পরি (দক্ষ হইতে আবার অদিতি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন)—ইতি চ (এই বৈদিক বাক্যই এতদ্বিষয়ে প্রমাণ), তৎ কথমুপপদ্যেত (তাহা কিরূপে উপপন্ন বা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে?) [ভাষ্যকার সমাধান করিতেছেন] সমানজন্মানৌ স্যাতাম্ (ইহাদের পরস্পরের জন্ম পরস্পরের জন্মের পরবর্ত্তী হইয়া থাকে)।^২

পূর্ব্ব সম্ভর্ভে দক্ষ (আদিত্য) অদিতির পুত্র বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছেন; ঋগ্বেদের ১০।৭২।৪ মন্ত্রে কিন্তু অদিতি হইতে দক্ষের এবং দক্ষ হইতে অদিতির জন্ম বর্ণিত হইয়াছে—কাজেই অদিতি আবার দাক্ষায়ণী অর্থাৎ দক্ষের কন্যা। ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ভাষ্যকার বলিতেছেন—ইহারা সমানজন্মা বা সমনস্তরজন্মা অর্থাৎ অদিতির (প্রাতঃ সন্ধিকালের) পরে উদিত হন আদিত্য (দক্ষ) এবং আদিত্য হইতে আবির্ভূত হন অদিতি (সায়ং সন্ধিকাল); এইরূপে পরস্পর পরস্পরের পরে আবির্ভূত—এই কারণে পরস্পর পরস্পর হইতে জাত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই ব্যাখ্যা নৈরুক্ত-পক্ষে।

অপি বা দেবধর্ম্মেণেতরেতর-জন্মানৌ স্যাতামিতরেতরপ্রকৃতী ॥ ৬ ॥

অপি বা (অথবা) দেবধর্ম্মেণ (দেবতাদর্শানুসারে) ইতরেতরজন্মানৌ (দেবতাগণ পরস্পর পরস্পর হইতে জন্মগ্রহণ করেন) [অতঃ] ইতরেতরপ্রকৃতী (কাজেই পরস্পর পরস্পরের প্রকৃতি হইয়া থাকেন)।

দেবতাগণ পরম ঐশ্বর্যের অধিকারী, তাহাদের মহিমা অচিন্তনীয়। তাহারা যে পরস্পর পরস্পর হইতে আবির্ভূত হন এবং পরস্পর পরস্পরের প্রকৃতি বা জনক, ইহা দেবধর্ম্ম (নির ৭।৪।১৪ দ্রষ্টব্য)। এই ব্যাখ্যা ঐতিহাসিকগণের।^৩

অগ্নিরপ্যদিতিরুচ্যতে ॥ ৭ ॥

অগ্নিঃ অপি অদিতিঃ উচ্যতে (অগ্নিও অদিতি বলিয়া অভিহিত হন)।

১। ঋ—১০।৭২।৪

২। সমনস্তরজন্মানৌ সমানজন্মানৌ (দুঃ)।

৩। ইদং তর্হি কথং যদৈতিহাসিকা আন্তঃ (স্বঃ স্বাঃ)।

অদিতি শব্দের অন্য এক অর্থ অগ্নি।

তস্যৈষা ভবতি ॥৮॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্‌টি উদ্ধৃত হইতেছে তাহা অগ্নিশব্দব্যাচ্য অদিতি সম্বন্ধে)।

অদিতি শব্দের অর্থ যে অগ্নি তাহা পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌ হইতে প্রতিপাদিত হইবে।

॥ ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

যস্মৈ ত্বং সুদ্রবিণো দদাশোহনাগাস্ত্বমদিতে সর্বতাতা।

যং ভদ্রেণ শবসা চোদয়াসি প্রজাবতা রাধসা তে স্যাম॥১॥

(ঋ—১।৯৪।১৫)

সুদ্রবিণঃ অদিতে (হে সুধন অগ্নে) সর্বতাতা (সর্বপ্রকার কর্মবিস্তৃতিতে) যস্মৈ ত্বম্ অনাগাস্ত্বং দদাশঃ (যাহাকে তুমি অনপরাধত্ব প্রদান কর) যং (যাহাকে) ভদ্রেণ শবসা (কল্যাণপ্রদ বলের দ্বারা) [চ] (এবং) প্রজাবতা রাধসা (প্রজাযুক্ত ধনের দ্বারা) চোদয়াসি (অনুগ্রহীত কর) তে [বয়ং] স্যাম (আমরা যেন তাদৃশ ব্যক্তি হই অর্থাৎ আমরাও যেন তোমার অনুগ্রাহ্য হই)।

আগ্নেয়সূক্তের এই মন্ত্রে ‘অদিতি’-সম্বোধন অগ্নিব্যতীত আর কাহার প্রতি প্রযোজ্য হইতে পারে? অদিতি = অখণ্ডনীয় বা অক্ষীণ অগ্নি।

যস্মৈ ত্বং সুদ্রবিণো দদাস্যনাগস্ত্বমনপরাধত্বমদিতে সর্বাসু কর্মততিষু॥২॥

সুদ্রবিণঃ (হে শোভনধনযুক্ত; ‘সুদ্রবিণস্’ শব্দের সম্বোধন—নিঘণ্টুতে—৩।১০ অকারান্ত দ্রবিণশব্দ ধনবাচী, এখানে শব্দটী দ্রবিণস্—সকারান্ত; ৮।১।১ সন্দর্ভে ‘দ্রবিণোদস্’ শব্দের নিবর্তন দ্রষ্টব্য)। দদাশঃ = দদাসি; অনাগাস্ত্বম্ = অনাগস্ত্বম্ = অনপরাধত্বম্—যাহাকে তুমি অনপরাধত্ব বা নির্দোষিতা প্রদান কর অর্থাৎ যাহার যজ্ঞাদি কর্মে তুমি অবৈণ্ড্য বিধান কর। সর্বতাতা = সর্বাসু কর্মততিষু (সর্বপ্রকার কর্মবিস্তারে—অর্থাৎ সর্বপ্রকার বিস্তৃত কর্মে)।

আগ আঙ্পূর্বাদ্ গমেঃ॥৩॥

আগঃ (‘আগস্’ শব্দ) আঙ্পূর্বাদ্ গমেঃ (‘আঙ’ পূর্বক ‘গম্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

‘আগস্’ শব্দ আ + ‘গম্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—আগঃ (অপরাধ) অবশ্যই ফলরূপে কর্তাকে গত বা প্রাপ্ত হইয়া থাকে; অথবা—কর্তা ইহা দ্বারা দুঃখপ্রাপ্ত হয়। বৈয়াকরণগণ ‘ই’ ধাতু হইতে ‘আগস্’ শব্দের নিষ্পত্তি করেন (উ ৬৫১)।

এন এতেঃ কিষ্ণিষং কিল্ভিদং সুকৃতকর্মণো ভয়ং কীর্তিমস্য ভিনন্তীতি বা॥৪॥

এনঃ এতেঃ (‘এনস্’ শব্দ ‘ই’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন); কিষ্ণিষং = কিল্ভিদং—
(১) সুকৃতকর্মণঃ ভয়ম্ (কিষ্ণিষ অর্থাৎ অপরাধ বা পাপ সুকৃতকর্মী ব্যক্তিকে ভীতি

প্রদান করে) (২) কীৰ্ত্তি অস্য ভিনন্তি ইতি বা (অথবা কিস্বিষ সুকৃতকৰ্ম্মা ব্যক্তির কীৰ্ত্তি বিনষ্ট করে)।

‘এনস্’ শব্দ এবং ‘কিস্বিষ’ শব্দের অর্থও পাপ বা অপরাধ—‘আগস্’ শব্দেরই সমানার্থক; কাজেই ভাষ্যকার ‘আগস্’ শব্দের প্রসঙ্গে এই দুইটি শব্দের নিব্বচন প্রদর্শন করিতেছেন। ‘এনস্’ শব্দ গত্যর্থক ‘ই’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—এনঃ (অপরাধ বা পাপ) কৰ্ত্তাকে ফলরূপে প্রাপ্ত হয়; (১) কিস্বিষ = কিল্ভিদ (কৃত + ভী + ‘দা’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—কিস্বিষ অর্থাৎ অপরাধ বা পাপ সুকৃতকৰ্ম্মা বা পুণ্যকারী ব্যক্তির ভীতিপ্রদ) (২) অথবা, কিস্বিষ = কীৰ্ত্তিভিদ (কিস্বিষ সুকৃতকারী লোকের কীৰ্ত্তিনাশ করে)।

যং ভদ্রেণ শবসা বলেন চোদয়াসি প্রজাবতা চ রাধসা ধনেন তে বয়মিহ স্যামেতি ॥ ৫ ॥

শবসা = বলেন (‘শবস্’ শব্দ বলবাচী; নিঘ ২।৯); চোদয়াসি = চোদয়াসি (অনুগৃহীত কর);^১ রাধসা = ধনেন (‘রাধস্’ শব্দ ধনবাচী; নিঘ ২।১০); তে স্যাম = তে বয়ম্ ইহ স্যাম (আমরা যেন ইহজীবনে তাহারা ইহিতে পারি অর্থাৎ আমরাও যেন তোমার অনুগ্রহভাজন ইহিতে পারি)।

১৭। সরমা।

সরমা সরণাৎ ॥ ৬ ॥

সরমা সরণাৎ (সরমা শব্দ ‘স্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

সরমা শব্দের অর্থ দেবগুণী (ঐতিহাসিক পক্ষে) এবং মাধ্যমিকা বাক্ বা মেঘগজ্জন (নৈরুক্ত পক্ষে);^২ গত্যর্থক ‘স্’ ধাতু হইতে ইহার নিষ্পত্তি—সরমা সরণশীলা বা চলনস্বভাবা।

তস্যা এষা ভবতি ॥ ৭ ॥

তস্যাঃ এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্টি সরমা সম্বন্ধে ইহিতেছে)।

॥ চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। চোদয়াসি অনুগৃহ্যসি (দৃঃ)।

২। বাঐ সরমা (মৈত্রী সং ৪।৬।৪)।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

কিমিচ্ছন্তী সরমা প্রেদমানড্ দূরে হৃদ্বা জগুরিঃ পরাচৈঃ।

কাস্মেহিতিঃ কা পরিতক্ম্যাসীৎ কথং রসায়া অতরঃ পয়াংসি।। ১।।

(ঋ—১০।১০৮।১)

কিম্ ইচ্ছন্তী সরমা ইদং প্রানট্ (কি ইচ্ছা করিয়া সরমা এই স্থান অর্থাৎ আমাদের নিবাসস্থান প্রাপ্ত হইয়াছে?)^১ দূরে হি অধ্বা (ইহা দূরের পথ), পরাচৈঃ (পরাজুখ অর্থাৎ পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিবিরহিত গমনের দ্বারা) জগুরিঃ (এই স্থানে আসিয়া বেগে উপস্থিত হইয়াছে),^২ কাস্মেহিতিঃ (কা অস্মে হিতিঃ—আমাদের নিকট হইতে তোমার কোন্ বস্তু অভিপ্রেত বা প্রাপ্তব্য হইতে পারে?)^৩ কা পরিতক্ম্যাসীৎ (রাত্রি কিরূপ গিয়াছে?) কথং (কিরূপে) রসায়াঃ পয়াংসি (যোজনশতবিন্দুগা নদীর জল)^৪ অতরঃ (পার হইলে?)।

পণিনামক অসুরগণ দেবগণের গাভী চুরি করিয়াছিল। সেই সকল গাভী উদ্ধার করিবার নিমিত্ত ইন্দ্র দেবশুনী সরমাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। পণিগণের নগরে গিয়া উপস্থিত হইলে সরমার সহিত তাহাদের যে সংবাদ বা কথোপকথন হয় তাহাই ঋগ্বেদের ১০।১০৮ সূক্তে বর্ণিত হইয়াছে। উদ্ধৃত মস্ত্রে পণিগণ সরমাকে প্রশ্ন করিতেছে।

কিমিচ্ছন্তী সরমেদং প্রানট্, দূরে হৃদ্বা, জগুরির্জন্ম্যতেঃ, পরাঞ্চনৈরচিতঃ, কা তবাস্মাস্থত্হিতিরাসীৎ, কিং পরিতকনম্; পরিতক্ম্য রাত্রিঃ পরিত এনাং তন্ম, তন্মোত্ম্যৎনাম তকত ইতি সতঃ।। ২।।

কিম্ ইচ্ছন্তী সরমা ইদং প্রানট্ (কি অভিলাষ করিয়া সরমা আমাদের এই নিবাসস্থানে সমাগত হইয়াছে? — প্রেদমানট্ = প্র + ইদম্ + আনট্ = ইদং প্রানট্); জগুরিঃ জন্ম্যতেঃ (জগুরিশব্দ যঙলুগন্ত ‘গম্’ ধাতু হইতে নিস্পন্ন); পরাচৈঃ জগুরিঃ = পরাঞ্চনৈঃ অচিতঃ (পরাজুখ অর্থাৎ পশ্চাৎ দৃষ্টিবিরহিত গমনের দ্বারা সমাগত বা প্রাপ্ত—দেবনিবাসস্থান হইতে পণিগণের নগর অতিদূরে অবস্থিত, এত দূরে যে চলিবার সময় পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আর সেখানে গিয়া উপস্থিত হওয়া সম্ভবপর হয় না; জগুরিঃ = অচিতঃ = গতঃ)^৫; পরাচৈঃ জগুরিঃ ত্বং প্রাপ্তঃ (শীঘ্রগন্তা তুমি পরাজুখ অর্থাৎ পশ্চাৎ দিকে

১। ইদম্শ্মান্নিবাসস্থানং প্রানট্ প্রাপ্তবতী (দুঃ)।

২। জগুরির্ভৃশং গন্তা (দুঃ)।

৩। কোহস্মত্তেহর্থস্তব প্রাপ্তব্যোহভিপ্রেত আসীৎ (দুঃ)।

৪। রসা নদী ভবতি যোজনশতবিন্দুগা (ঋঃ স্বাঃ)।

৫। পরাচৈঃ পরাঞ্চনৈরচিতঃ পরাঞ্চনৈর্গম্যনৈর্গম্যনৈঃ অচিতো গতঃ বিপ্রকৃষ্টো দেবনিবাসাৎ (দুঃ); গত্যর্থক ‘অঞ্চ’ ধাতুর পদ ‘অচিত’ বলিয়া মনে হয়; ঋগ্বেদীয় বালেন ‘অচিত’ পাঠ ভুল—অচিত ইতি তু প্রমাদপাঠঃ।

দৃষ্টি বিরহিত গমনের দ্বারা এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে) — এইরূপ অন্বেষণ ও করা যাইতে পারে; দুর্গাচার্য্য জগুরি শব্দের অর্থ ‘ভৃশং গস্তা’ ও করিয়াছেন। কা তব অশ্মাসু অর্থহিতিঃ আসীৎ (আমাদিগের নিকট তোমার কোন্ প্রয়োজন নিহিত ছিল অর্থাৎ আমাদের নিকট কোন্ বস্তু তোমার প্রাপ্তব্য বা অভিপ্রেত হইতে পারে যন্নিমিত্ত তুমি এত দূরের পথ অতিক্রম করিয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ?); কা পরিতক্ম্যা = কিং পরিতকনম্ (রাত্রি তোমার কিরূপ গিয়াছে—পথে রাত্রি সুখে অতিবাহিত হইয়াছে ত? পরিতক্ম্যা = পরিতকনম্ = রাত্রি)^১; পরিতক্ম্যা = রাত্রিঃ (পরিতক্ম্যা শব্দের অর্থ রাত্রি), পরিতঃ এনাং তন্ম (যেহেতু ইহার উভয়দিকে তন্ম অর্থাৎ উষ্ণতা—রাত্রির উভয় দিকেই দিন যাহা উষ্ণতাময়), তন্ম ইতি উষ্ণতাম তকতে ইতি সতঃ (তন্ম শব্দের অর্থ উষ্ণতা—গত্যর্থক ‘তক্’ ধাতু হইতে কর্তৃবাচ্যে নিষ্পন্ন^২; উষ্ণতা চতুর্দিকে গমন করে)^৩।

কথং রসায়া অতরং পয়াংসীতি রসা নদী রসতেঃ শব্দকর্ম্মণঃ ॥ ৩ ॥

কথং রসায়াঃ অতরং পয়াংসি ইতি রসা নদী (কথং রসায়াঃ ... এই বাক্যে রসা শব্দের অর্থ নদী) রসতেঃ শব্দকর্ম্মণঃ (শব্দার্থক ‘রস্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

রসা শব্দের অর্থ নদী—যে সে নদী নহে; ঋন্দস্বামীর মতে—শতযোজনবিস্তীর্ণ। এবং দুর্গাচার্য্যের মতে—অধ্যাক্ষযোজনবিস্তীর্ণ। শব্দার্থক ‘রস্’ ধাতু হইতে রসা শব্দ নিষ্পন্ন—নদী শব্দ করে।

কথং-রসানি তান্যুদকানীতি বা ॥ ৪ ॥

কথং-রসানি তানি উদকানি [যানি ত্বম্ অতরং] ইতি বা [অর্থঃ] (যে উদকরাশি তুমি পার হইয়া আসিয়াছ তাহা কিংবিধরসবিশিষ্ট, স্বাদু অথবা অস্বাদু—ইহাই বা কথং রসায়া অতরং পয়াংসি এই বাক্যের অর্থ); কথং রসায়াঃ = কথং-রসানি।

দেবশুনীন্দ্রেণ প্রহিতা পণিভিরসুরৈঃ সমুদ ইত্যাখ্যানম্ ॥ ৫ ॥

দেবশুনী (দেবশুনী সরমা) ইন্দ্রেণ প্রহিতা (ইন্দ্রকর্ত্ত্বক প্রেরিত হইয়া) পণিভিঃ অসুরৈঃ (পণিনামক অসুরগণের সহিত) সমুদে (সংবাদ বা কথোপকথন করিয়াছিল)^৪ ইতি আখ্যানম্ (এই আখ্যান প্রচলিত রহিয়াছে)।

১। অপি নাম সুখা রাত্রিঃ অনন্তরা তবাসীৎ (দুঃ)।

২। ধাতুপাঠে ‘তক্’ ধাতু পরস্মৈপদী হসনার্থক; ঋন্দস্বামীর পাঠ—তকতীতি সতঃ; সতঃ পদের সার্থকতা সম্বন্ধে নির ১।৬।৩ দ্রষ্টব্য।

৩। সর্ব্বতো হি তদ্ গতং ভবতি (দুঃ)।

৪। সমুদে সমুদিতবতী সংবাদং কৃতবতীত্যর্থঃ (ঋঃ স্বাঃ)।

প্রথম সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য। আখ্যানবিৎ অর্থাৎ ঐতিহাসিকগণের মতে ঋকৃটীর ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। নৈরুক্তগণের মতে অর্থাৎ সরমা শব্দের অর্থ মাধ্যমিকা বাক্ (মেঘগজ্জন) এই মতে ব্যাখ্যা :-

বহুকাল বৃষ্টি হয় নাই; হঠাৎ মেঘগজ্জন শ্রবণ করিয়া বিস্মিতচিত্ত মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি যেন অসূয়া প্রকাশ করিয়াই বলিতেছেন—সরমা অর্থাৎ মাধ্যমিকা বাক্ বা মেঘধ্বনি কি ইচ্ছা করিয়া এতকাল পরে আমার কর্ণে আসিয়া হঠাৎ প্রবেশ করিল (কিম্ ইচ্ছন্তী সরমা ইদং মে শ্রোত্রম্ প্রানট্ প্রাপ্তবতী)? দূরে হি অধ্বা—সরমা আমাদের নিকট হইতে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে—আমরা পরস্পর চিরবিচ্ছিন্ন হইয়া আছি; সরমা নিশ্চয়ই জগুরি অর্থাৎ অতিশয় দ্রুতগামিনী—পরাদ্বুখ অর্থাৎ পশ্চাৎ দৃষ্টিবিরহিত গমনে আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের নিকট ইহার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে তাহাও বুঝিতে পারি না। হে সরমে, আমরা তোমার কি করিয়াছি যাহার জন্য তুমি আমাদেরকে পরিত্যাগ করিয়া এতদূরে অবস্থান করিতেছিলে? কি কারণে তুমি এতদনি অন্যত্র পরিত্যক্তা অর্থাৎ পরিতকন (পরিভ্রমণ) করিতেছিলে? কি উপায়ে তুমি অন্তরিক্ষস্থ মহানদীর জলরাশি পার হইয়া আসিলে—তুমি অতিপ্রভূত জলরাশি সংশ্লেষিত করিয়া কিরূপে আত্মলাভ করিলে?²

১৮। সরস্বতী।

সরস্বতী ব্যাখ্যাত ॥ ৬ ॥

সরস্বতী ব্যাখ্যাত (সরস্বতী ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

নদীরূপা সরস্বতীর ব্যাখ্যা পূর্ব্বে করা হইয়াছে (নির্ ২।২৩ দ্রষ্টব্য); এখন ব্যাখ্যা হইবে দেবতারূপা সরস্বতীর। দেবতা সরস্বতী = মাধ্যমিকা বাক্ (মেঘধ্বনি)।

তস্যা এষা ভবতি ॥ ৭ ॥

তস্যাঃ এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋকৃটি দেবতাসরস্বতীসম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। পরিতকম্যা পরিতকনম্ অতীতে কালেহস্মান্ মুঞ্চা কান্যত্র পরিভ্রমণম্ (ঋঃ স্বাঃ)।

২। কথমতিবহুন্যদ্বানি সংশ্লেষাভ্যাস্থানং প্রতিলব্ধবত্যসি (দৃঃ)।

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ

পাবকা নঃ সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী।

যজ্ঞং বষ্টু ধিযাবসুঃ ॥ ১ ॥

(ঋ—১।৩।১০, গুরু-যজুঃ—২০।৮৪)

পাবকা (উদকক্ষরণকারিণী)^১ বাজেভিঃ (অন্ন বা বলের দ্বারা) বাজিনীবতী (অন্নবতী বা বলবতী) ধিযাবসুঃ (বৃষ্টিরূপ কর্মের দ্বারা বস্তুসমূহের আচ্ছাদনকারিণী)^২ সরস্বতী (মাধ্যমিকা বাক্) নঃ যজ্ঞং বষ্টু (আমাদের যজ্ঞ কামনা করুন—আমাদের যজ্ঞে আগমনপূর্বক যজ্ঞভাগ গ্রহণ করুন)।

বাজিনীবতী—বাজ শব্দের অর্থ অন্ন বা বল (নিঘ ২।৭ এবং ২।৯ দ্রষ্টব্য)। সরস্বতী বৃষ্টি প্রদান করিয়া অন্ন উৎপন্ন করেন—তিনি অন্নবতী; তিনি আবার বলশালিনীও।

পাবকা নঃ সরস্বত্যন্নৈরন্নবতী যজ্ঞং বষ্টু ধিযাবসুঃ কর্মবসুঃ ॥ ২ ॥

বাজেভিঃ বাজিনীবতী = অন্নেঃ অন্নবতী; ধিযাবসুঃ = কর্মবসুঃ (বর্ষণরূপ কর্মের দ্বারা পদার্থসমূহের আচ্ছাদয়িত্রী অথবা, যাগরূপ কর্ম ধন যাঁহার)।^৩

তস্যা এষা অপরা ভবতি ॥ ৩ ॥

তস্যাঃ এষা অপরা ভবতি (সেই সরস্বতীদেবতাসম্বন্ধে পরবর্তী পরিচ্ছেদে অপর একটি ঋক্ উদ্ধৃত হইতেছে)।

বর্ষণ কর্ম এবং বলবত্তা মাধ্যমিক দেবতার চিহ্ন। মন্ত্রে সরস্বতীর বিশেষরূপে ‘পাবকা’ এই পদটী রহিয়াছে; ইহার অর্থ অবশ্য করা হইয়াছে—উদকক্ষরণকারিণী। কিন্তু ইহার অর্থ ‘পবিত্রতাবিধায়িনী’ ও হইতে পারে;^৪ কাজেই সরস্বতীর মাধ্যমিক দেবতাত্ব পক্ষে মন্ত্রে খুব স্পষ্ট প্রমাণ নাই। পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে মন্ত্রটী উদ্ধৃত হইতেছে তাহাতে সরস্বতী যে মাধ্যমিক দেবতা তৎপক্ষে স্পষ্টতর প্রমাণ আছে।

॥ ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। পাবকা পবতিরত্র সামর্থ্যাৎ ক্ষরণার্থো দ্রষ্টব্যঃ — ক্ষরিত্রী উদকানাম্ (স্বঃ স্বাঃ); প্রক্ষারয়ন্ত্যদ্যদকেন (দুঃ)।

২। বসেসরাচ্ছাদনার্থস্য বসুশব্দঃ, কর্ষণ বৃষ্টিলাক্ষণেন ছাদয়িত্রী যা অর্থানাম্ (স্বঃ স্বাঃ)।

৩। ধীরিতি কর্মনাম বস্মিতি ধননাম; কর্ম যাগলক্ষণং বসু ধনং যস্যঃ (স্বঃ স্বাঃ)।

৪। পূর্বস্যাপ্য পাবকা পাবয়িত্রীত্যপি স্যাৎ (স্বঃ স্বাঃ)।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

মহো অৰ্ণঃ সরস্বতী প্র চেতয়তি কেতুনা।

ধিয়ো বিশ্বা বি রাজতি।। ১।।

(ঋ—১।৩।১২, শুক্ল-যজুঃ—২০।৮৬)

সরস্বতী (মাধ্যমিকা বাক্—মেঘধ্বনি) কেতুনা (স্বীয় কৰ্ম বা প্রজ্ঞা দ্বারা) মহঃ অৰ্ণঃ (মেঘস্থ উদক) প্রচেতয়তি (প্রজ্ঞাপিত করে) [এবং] বিশ্বাঃ ধিয়ঃ (নিখিল প্রজ্ঞান) বিরাজতি (প্রদীপিত বা প্রকাশিত করে)।

সরস্বতী (মাধ্যমিকা বাক্) স্বীয় কৰ্ম বা প্রজ্ঞা দ্বারা মেঘস্থ উদক প্রজ্ঞাপিত অর্থাৎ বৃষ্টিরূপে আবিষ্কৃত করে—অবলিষ্ঠ বা অপ্রজ্ঞান কেহই এইরূপ করিতে পারে না।^১ অথবা বলা যাইতে পারে—সরস্বতী (মাধ্যমিকা বাক্) স্বীয় কৰ্ম অর্থাৎ বর্ষণের দ্বারা প্রজ্ঞাপিত করে যে উদক মেঘে অন্তর্নিহিত আছে। সরস্বতী সর্বপ্রজ্ঞান প্রদীপিত বা প্রকাশিত করে^২, সর্বপ্রজ্ঞানের উপর ইহারই অধিকার—কারণ সরস্বতীর অধীন বর্ষণ, বর্ষণ ইহাতে হয় অন্ন এবং অন্ন ইহাতে হয় প্রজ্ঞান বা বুদ্ধি; অন্নতৃপ্ত ব্যক্তিরই প্রজ্ঞা উন্মেষিত হয়, যে সর্বদা বুদ্ধিক্ত কোন বিষয়েই সে প্রজ্ঞালাভ করিতে পারেনা।^৩

মহদর্ণঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি প্রজ্ঞাপয়তি কেতুনা কৰ্ম্মণা প্রজ্ঞয়া বেমানি চ সর্বানি প্রজ্ঞানান্যভি বিরাজতি।। ২।।

মহঃ = মহৎ (প্রভূত); প্রচেতয়তি = প্রজ্ঞাপয়তি (প্রজ্ঞাপিত করে); কেতুনা = কৰ্ম্মণা অথবা কেতুনা = প্রজ্ঞয়া; বিশ্বাঃ ধিয়ঃ বিরাজতি = সর্বানি প্রজ্ঞানানি অভিবিরাজতি (সর্বপ্রকার প্রজ্ঞান বিষয়ে বিরাজ করে অর্থাৎ সর্ববিষয়ক বুদ্ধি প্রজ্ঞাপিত বা উন্মেষিত করে)।

বাগর্থেষু বিধীয়তে তস্মান্মাধ্যমিকাং বাচং মন্যন্তে।। ৩।।

বাগর্থেষু (মাধ্যমিকা বাগ্বেদবতার সাধ্য কার্যসমূহে) [সরস্বতী] বিধীয়তে (সরস্বতী দেবতারূপে উদাহৃত হইয়া থাকে) তস্মাৎ মাধ্যমিকাং বাচং মন্যন্তে (তন্নিমিত্ত সরস্বতীকে মাধ্যমিকা বাক্ বলিয়া মনে করা হয়)।

১। প্রজ্ঞাপয়তি আবিষ্কারোতি বর্বভাবেন। কেন পুনরাবিষ্কারোতি? কেতুনা শ্বেন কৰ্ম্মণা প্রজ্ঞয়া বা—নহাপ্রজ্ঞানবত্বলিষ্ঠা বা চৈতচ্ছজ্ঞা কর্তৃম্ (দৃঃ)।

২। বি রাজতি রাজতির্দীপ্যর্থঃ সামর্থ্যাচ্চাত্ত্বাঙ্গীতগ্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। তৃপ্তস্যোন্নীলয়তি প্রজ্ঞাম্, বুদ্ধিক্তস্য ন প্রতিভাতি কিঞ্চিৎ (স্কঃ স্বাঃ); উদকাদন্নম্। অন্নং প্রজ্ঞানমিত্যেবং সর্বপ্রজ্ঞানানামসাধীষ্ট ইতি (দৃঃ)।

সরস্বতী যে মধ্যস্থানা দেবতা মাধ্যমিকা বাক্ তাহা কিরূপে অবগত হওয়া যায়? দেখা যায়—মাধ্যমিকা বাপ্‌দেবতারই নিষ্পাদনীয় বর্ষণাদি কার্য্য উল্লেখ করিয়া ঋষিগণ ‘মহো অর্ণঃ সরস্বতী’ ইত্যাদি ঋকে সরস্বতীর স্তুতি করিয়াছেন; কাজেই নৈরুক্তগণের সিদ্ধান্ত এই যে সরস্বতী = মাধ্যমিকা বাক্।

১৯। বাক্।

বাগ্ ব্যাখ্যাতা ॥ ৪ ॥

বাক্ ব্যাখ্যাতা (বাক্ ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

‘বাক্’ শব্দের নিব্বচন পূর্ব্বে করা হইয়াছে (নিরুক্ত ২।২৩ দ্রষ্টব্য); এইস্থলে বাক্ = মাধ্যমিকা বাক্।

তস্যা এষা ভবতি ॥ ৫ ॥

তস্যাঃ এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টি বাগ্ দেবতা সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

যদ্বাগ্ বদন্ত্যবিচেতনানি রাষ্ট্রী দেবানাং নিষসাদ মন্দ্রা।

চতস্র উজ্জ্বং দুদুহে পয়াংসি ক্ব স্বিদস্যাঃ পরমং জগাম॥ ১।।

(ঋ—৮।১০০।১০)

যৎ (যদা—যখন) মন্দ্রা (সর্বলোকের হর্ষদায়িনী) দেবানাং রাষ্ট্রী (মাধ্যমিক দেবগণের অধীশ্বরী বাগ্‌দেবতা) অবিচেতনানি বদন্তী সতী (অবিচেতন অর্থাৎ অজ্ঞাতার্থ শব্দ করিয়া) নিষসাদ (নিষগ্ন হন অর্থাৎ বর্ষণকার্যে নিজেকে ব্যাপ্ত করেন)^১ [তখন] চতস্রঃ (চতুর্দিকে) উজ্জ্বং পয়াংসি (অম্লের কারণভূত জলরাশি)^২ দুদুহে (ক্ষরণ করিতে থাকেন), অস্যাঃ পরমং (ইহার অর্থাৎ এই উদকরাশির শ্রেষ্ঠ বা অধিক অংশ) ক্ব স্বিদ্ জগাম (কোনও স্থানে চলিয়া যায়)।

যদ্বাগ্ বদন্ত্যবিচেতনান্যবিজ্ঞাতানি রাষ্ট্রী দেবানাং নিষসাদ, মন্দ্রা মদনা, চতস্রোহনু দিশ উজ্জ্বং দুদুহে পয়াংসি, ক্বস্বিদস্যাঃ পরমং জগামেতি যৎ পৃথিবীং গচ্ছতীতি যদাদিত্যরশ্ময়ো হরন্তীতি বা॥ ২।।

যৎ বাক্ বদন্তী অবিচেতনানি অবিজ্ঞাতানি (যখন মাধ্যমিকা বাক্ শব্দ করেন—যে শব্দ অবিচেতন অর্থাৎ অবিজ্ঞাত বা অস্পষ্টার্থ; অবিচেতনানি = অবিজ্ঞাতানি); মন্দ্রা = মদনা (আনন্দপ্রদায়িনী; চতস্রঃ = চতস্রঃ অনু দিশঃ (চারি দিকেই);^৩ ক্বস্বিৎ অস্যাঃ পরমং জগাম (ইহার শ্রেষ্ঠ বা অধিক অংশ কোথায় যায়—তাহা কেহ দেখিতে বা জানিতে পারেনা)—যৎ পৃথিবীং গচ্ছতি ইতি বা যৎ আদিত্যরশ্ময়ঃ হরন্তী ইতি বা (ইহা কি পৃথিবীতে যায় অর্থাৎ পৃথিবীর মধ্যে প্রবিষ্ট হয় অথবা ইহাকে কি আদিত্যরশ্মিসমূহ হরণ করিয়া নেয়?)।

তস্যা এষা অপরা ভবতি॥ ৩।।

তস্যাঃ এষা অপরা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে এই বাগ্‌দেবতা সম্বন্ধে অপর একটি ঋক্ উদ্ধৃত হইতেছে)।

এই মধ্যমস্থানা বাগ্‌দেবতা সর্ব প্রাণীতে অবস্থিতা এবং ধর্ম্মাধর্ম্মাদিসর্বার্থ প্রকাশিকা—এই বিভূতি প্রদর্শনের নিমিত্তই উক্ত দেবতা সম্বন্ধে আর একটি ঋকের অবতারণা করা যাইতেছে।

।। অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।।

১। নিষসাদ নিষীদতি ব্যাপ্ণোতি আত্মানং বর্ষকশ্মণি (দুঃ)।

২। কারণে চ কার্যশব্দঃ, উজ্জ্বংহস্য কারণভূতানি পয়াংসি (ঋঃ ষাঃ)।

৩। চতস্রঃ দিশঃ প্রতীতি শেষঃ অনুঃ প্রতিভা সমানার্থঃ (ঋঃ ষাঃ); দুর্গাচার্যের মতে—চতস্রঃ দিশঃ প্রতি অনুদিশ্চ (চতুর্দিকে এবং অনুদিকে অর্থাৎ কোণসমূহে)।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দেবীং বাচমজনয়ন্ত দেবাস্তাং বিশ্বরূপাঃ পশবো বদন্তি।

সা নো মল্লেশ্বমূর্জ্জং দুহানা ধেনুর্বাগস্মানুপ সুষ্টুতৈতু ॥ ১ ॥

(ঋ—৮।১০০।১১)

[যাং] দেবীং বাচং দেবাঃ অজনয়ন্ত (যে উদকদাত্রী মাধ্যমিকা বাক্কে দেবগণ সৃষ্টি করিয়াছেন) তাং (তাহাকেই—সেই বাক্কেই) বিশ্বরূপাঃ পশবঃ (সর্ববিধ পশু অর্থাৎ জন্তুগণ) বদন্তি (বলিয়া থাকে বা উচ্চারণ করে), ইষম্ উর্জ্জং দুহানা (অন্ন এবং পয়োঘৃতাদিরূপ রসের প্রক্ষরণকারিণী) মল্লা সা ধেনুঃ বাক্ (হর্ষদায়িনী সেই ধেনুস্থানীয়া বাক্)—মাধ্যমিকা (দেবতা) সুষ্টুতা (সুন্দররূপে স্তুত হইয়া) নঃ এতু (আমাদের সমীপে আগমন করুন—বর্ষণকার্যে প্রবৃত্ত হউন)।^১

দেবীং বাচমজনয়ন্ত দেবাস্তাং সর্বরূপাঃ পশবো বদন্তি ব্যক্তবাচশ্চা-
ব্যক্তবাচশ্চ, সা নো মদনান্নং চ রসং চ দুহানা ধেনুর্বাগস্মানুপৈতু সুষ্টুতা ॥ ২ ॥

বিশ্বরূপা পশবঃ বদন্তি সর্বরূপাঃ পশবঃ বদন্তি (সর্ববিধ পশু বা প্রাণিগণ বলে বা উচ্চারণ করে—যে বাণী বা শব্দ প্রাণিগণ উচ্চারণ করে তাহা মাধ্যমিকা বাক্); ‘সর্বরূপাঃ পশবঃ’ ইহার ব্যাখ্যা—ব্যক্তবাচশ্চ অব্যক্তবাচশ্চ (ব্যক্ত বা পরিস্ফুট বাক্ যাহাদের ঈদৃশ মনুষ্যাদি এবং অব্যক্ত বা অপরিস্ফুট বাক্ যাহাদের ঈদৃশ গবাদি)^২; মল্লা = মদনা (হর্ষপ্রদায়িনী); ইষম্ উর্জ্জম্ = অন্নং চ রসং চ (‘ইষ’ শব্দের অর্থ অন্ন এবং ‘উর্জ্জ’ শব্দের অর্থ রস; নিঘণ্টুতে উভয় শব্দই অন্নবাচী ২।৭); এতু = উপৈতু (আগমন করুন)।

অনুমতী রাকেতি দেবপত্ন্যাবিতি নৈরুক্তাঃ পৌর্ণমাস্যাবিতি যাজ্ঞিকাঃ, ‘যা পূর্ব্বা পৌর্ণমাসী সাহনুমতির্যোত্তরা সা রাকেতি বিজ্জায়তে ॥ ৩ ॥

অনুমতিঃ রাকা ইতি দেবপত্ন্যো ইতি নৈরুক্তাঃ (অনুতি এবং রাকা—ইহারা দেবপত্নীদ্বয়, নৈরুক্তগণের ইহাই অভিমত), পৌর্ণমাস্যো ইতি যাজ্ঞিকাঃ (ইহারা পৌর্ণমাসী বা পূর্ণিমা তিথিদ্বয়—যাজ্ঞিকগণ ইহা মনে করেন)—যা পূর্ব্বা পৌর্ণমাসী সা অনুমতিঃ (পূর্ব্বা অর্থাৎ চতুর্দশীযুক্তা যে পৌর্ণমাসী বা পূর্ণিমা তাহার নাম অনুমতি) যা উত্তরা সা রাকা (উত্তরা

১। অর্থাৎ ধেনুর ন্যায় তপয়িত্রী বা তৃপ্তিবিধায়িনী—ধেনুস্তপয়িত্রী বাক্ (দুঃ)।

২। উপৈতু উপগচ্ছতু বর্ষিতুং প্রবর্ত্তামিত্যর্থঃ (ঋঃ স্বাঃ)।

৩। ব্যক্তবাচো মনুষ্যাদয়ঃ অব্যক্তবাচো গবাদয়ঃ (দুঃ)।

অর্থাৎ প্রতিপদযুক্ত যে পৌর্ণমাসী বা পূর্ণিমা তাহার নাম রাকা) ইতি বিজ্ঞায়তে (ইহা ব্রাহ্মণগ্রন্থে ইহাতে জানা যায়)।

অনুমতি এবং রাকা—ইহারা দেবপত্নী, মধ্যস্থান দেবতা, নৈরঞ্জনগণের ইহা অভিমত। ব্রাহ্মণগ্রন্থের প্রামাণ্যে যাজ্ঞিকগণ বলেন—চতুর্দশীযুক্ত পূর্ণিমা তিথি অনুমতি এবং প্রতিপদযুক্ত পূর্ণিমা তিথি রাকা (ঐতঃ ব্রাঃ ৭।১০ দ্রষ্টব্য)। চন্দ্র সহচারিত্বনিবন্ধন অনুমতি এবং রাকা মধ্যস্থানা—ইহারা কালধিদেবতা (কালধিদেবতে চন্দ্রসহচারিণ্যাবিতি মধ্যস্থানা—দুর্গাচার্য্য)।

২০। অনুমতি।

অনুমতিরনুমননাৎ ॥ ৪ ॥

অনুমতিঃ অনুমননাৎ (অনুমতি শব্দ অনু + 'মন্' ধাতু ইহাতে নিষ্পন্ন—অনুমতি দেবগণের এবং ঋষিগণের অনুমত)।^১

তস্যা এষা ভবতি ॥ ৫ ॥

তস্যাঃ এষা ভবতি পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত মন্তব্য অনুমতি সম্বন্ধে ইহাতেছে)।

॥ উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

অম্বিদনুমতে ত্বং মন্যাসৈ শং চ নক্ষুধি।

ক্রত্বে দক্ষায় নো হিনু প্রণ আয়ুংষি তারিষঃ॥ ১॥

(তৈঃ সং—৩।৩।১১, শুক্ল-যজুঃ (৩৪।৮)

অনুমতে (হে অনুমতে) ত্বম্ ইৎ^১ অনুমন্যাসৈ (ত্বম্ অনুমন্যস্ব—তুমি আমাদের উক্তি অনুমোদন কর অর্থাৎ আমাদের উক্তির মর্ম্ম গ্রহণ কর),^২ শং চ নঃ কৃধি (এবং আমাদের মঙ্গল বা সুখ বিধান কর), ক্রত্বে (ক্রতবে—ক্রতু বা সংকল্পের নিমিত্ত)^৩ [এবং] দক্ষায় (সংকল্পসিদ্ধির নিমিত্ত)^৪ নঃ হিনু (আমাদিগকে পরিচালিত কর), নঃ আয়ুংষি (আমাদের আয়ু) প্রতারিষঃ (প্রবর্দ্ধিত কর)।

অনুমন্যস্বানুমতে ত্বম্, সুখং চ নঃ কুরু, অন্নং চ নোহপত্যায় ধেহি, প্রবর্দ্ধয় চ ন আয়ুঃ॥ ২॥

অনু ইৎ অনুমতে ত্বং মন্যাসৈ = অনুমতে অনুমন্যস্ব ত্বম্—‘ইৎ’ পদপূরণ নিপাত, ইহার কোনও অর্থ নাই। শং চ নঃ কৃধি = সুখং চ নঃ কুরু (আমাদের সুখবিধান কর—শম্ = সুখম্; কৃধি = কুরু) অন্নং চ নঃ অপত্যায় ধেহি (এবং আমাদের অপত্যকে অন্ন প্রদান কর)। এই স্থলে একটা বিষয় বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। ‘ক্রত্বে দক্ষায় নো হিনু’—এই স্থলে কাঠক সংহিতার পাঠ (১৩।১৬) হইতেছে ‘ইষং তোকায নো দধঃ’ (আমাদের তোক অর্থাৎ অপত্যের নিমিত্ত^৫ অন্ন বিধান কর); এই পাঠেরই ব্যাখ্যা—অন্নং চ নোহপত্যায় ধেহি। কাজেই কাঠকসংহিতার পাঠই যাক্ষাচার্য্যের অভিমত বলিয়া স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। স্বন্দর্য্যামী এবং দুর্গাচার্য্য উভয়েই এই পাঠেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মূলে যে তৈত্তিরীয় সংহিতার পাঠ (ক্রত্বে দক্ষায় নো হিনু) সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহা মনে হয় অনবধানতাবশতঃ। প্রণ আয়ুংষি তারিষঃ = প্রবর্দ্ধয় চ নঃ আয়ুঃ (আমাদের আয়ু প্রবর্দ্ধিত কর, প্রতারিষঃ = প্রবর্দ্ধয়)।

১। ইৎ পদপূরণঃ (স্বঃ স্বাঃ); ইদিতি নিপাতঃ পাদপূরণঃ (উবট)।

২। অনুমন্যস্বাম্বাকমুক্তং বুধ্যস্ব (মহীধর)।

৩। ক্রত্বে ক্রতবে সংকল্পায় (উবট)।

৪। দক্ষায় তৎসমৃদ্ধয়ে সংকল্পসিদ্ধয়ে চ (উবট)।

৫। তোক শব্দ অপত্যবাচী (নিঘ ২।২)।

২১। রাকা।

রাকা রাতেদানকস্ম্ৰ্ণঃ॥ ৩॥

রাকা রাতেঃ দানকস্ম্ৰ্ণঃ (রাকা শব্দ দানার্থক 'রা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

'রাকা' শব্দের নিষ্পত্তি দানার্থক 'রা' ধাতু হইতে (উ ৩২০)। রাকায় অর্থাৎ পৌর্ণমাসী
তিথিতে দেবগণকে হবির্দান করা হয়।^১

তস্যা এষা ভবতি॥ ৪॥

তস্যাঃ এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত শব্দটি রাকাসম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ ত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

রাকামহং সুহবাং সুষ্টুতী হ্বে শৃণোতু নঃ সুভগা বোধতু ঞ্জনা।
সীব্যত্বপঃ সূচ্যাচ্ছিদ্যমানয়া দদাতু বীরং শতদায়মুক্ধ্যম্॥ ১॥

(ঋ—২।৩২।৪)

অহং (আমি) সুহবাং (শোভনামাহানবিশিষ্টা অর্থাৎ সুন্দরভাবে আহ্বানযোগ্য)।^১ রাকাং (রাকা দেবীকে) সুষ্টুতী (উৎকৃষ্ট স্তুতি দ্বারা) হ্বে (আহ্বান করিতেছি), সুভগা (সুধনা রাকা দেবী) নঃ শৃণোতু (আমাদের আহ্বান শ্রবণ করুন) ঞ্জনা বোধতু (নিজেই আমাদের অভিপ্রায় অথবা স্বকর্তব্য অবগত হউন), অচ্ছিদ্যমানয়া সূচ্যা (অবিচ্ছিন্ন সূচী) অর্থাৎ (পুত্রপৌত্রাদিরূপ সন্ততি দ্বারা)।^২ অপঃ সীব্যতু (কর্ম বিস্তার করুন) অর্থাৎ প্রজনন কর্ম বা বংশবৃদ্ধি বিধান করুন), শতদায়ম্ (প্রভূত ধনপ্রদাতা) উক্ধ্যম্ (অতিপ্রশংসনীয় বা অনুপক্ষীণকীর্তি) বীরং দদাতু (পুত্র প্রদান করুন)।

রাকামহং সুহানাং সুষ্টুত্যাহুয়ে শৃণোতু নঃ সুভগা বোধত্বাঞ্জনা সীব্যত্বপঃ প্রজননকর্ম সূচ্যাচ্ছিদ্যমানয়া॥ ২॥

সুহবাং = সুহানাম্ (যাঁহাকে সুন্দররূপে আহ্বান করা যায়); সুষ্টুতী—সুষ্টুত্যা (সুন্দর স্তুতি দ্বারা); হ্বে = আহ্বায়ে (আহ্বান করিতেছি); ঞ্জনা = আঞ্জনা (নিজেই) সীব্যতু অপঃ (অপঃ অর্থাৎ প্রজনন কর্ম বিস্তার করুন অর্থাৎ বংশবৃদ্ধি বিধান করুন; অপঃ = প্রজনন কর্ম—‘অপস্’ শব্দের অর্থ কর্ম, নিঘ ২।১); সূচ্যা অচ্ছিদ্যমানয়া (অবিচ্ছিন্ন সূচী অর্থাৎ সন্ততিদ্বারা; সূচী শব্দের অর্থ পুত্রপৌত্রাদিরূপ সন্ততি)।

সূচী সীব্যতেঃ, দদাতু বীরং শতপ্রদমুক্ধ্যং বক্তব্যপ্রশংসম্॥ ৩॥

সূচী সীব্যতেঃ (সূচী শব্দ ‘সিব্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন); শতদায়ং = শতপ্রদম্ (অজস্র ধন প্রদাতা); উক্ধ্যং = বক্তব্যপ্রশংসম্ (যাঁহার প্রশংসা বক্তব্য বা বর্ণনীয় অর্থাৎ অক্ষয়কীর্তি)।

তত্ত্বসন্তানার্থক অর্থাৎ সেলাই করা অর্থে বর্তমান ‘সিব্’ ধাতু হইতে সূচী শব্দ নিষ্পন্ন (উ ৫৩৩)—সূচী দ্বারা সেলাই করা হয়।

১। সুহবাং সুহানাম্ (ঋ ঋঃ); যস্যঃ শোভনামাহানং তাম্ (দুঃ)।

২। সূচ্যা পুত্রপৌত্রাদিসন্ততিলক্ষণয়া (ঋ ঋঃ); অবিচ্ছিন্নেন প্রজাসন্তানেন (দুঃ)।

৩। সীব্যতু সন্তনোতু (ঋ ঋঃ)।

সিনীবালী কুহুরিতি দেবপত্ন্যাবিতি নৈরুক্তাঃ; অমাবাস্যে ইতি যাজ্ঞিকাঃ, যা পূর্ব্বামাবাস্যা সা সিনীবালী যোত্তরা সা কুহুরিতি বিজ্ঞায়তে।। ৪।।

সিনীবালী কুহুঃ ইতি দেবপত্ন্যো ইতি নৈরুক্তাঃ (সিনীবালী এবং কুহু—ইহারা দেবপত্নীদ্বয়, নৈরুক্তগণের ইহাই অভিমত), অমাবাস্যে ইতি যাজ্ঞিকাঃ (ইহারা অমাবাস্যা তিথিদ্বয়—যাজ্ঞিকগণ ইহা মনে করেন), যা পূর্ব্বা অমাবাস্যা সা সিনীবালী (পূর্ব্বা অর্থাৎ চতুর্দশীযুক্তা যে অমাবাস্যা তাহার নাম সিনীবালী), যা উত্তরা সা কুহুঃ (উত্তরা অর্থাৎ প্রতিপদ্যুক্তা যে অমাবাস্যা তাহার নাম কুহু) ইতি বিজ্ঞায়তে (ইহা ব্রাহ্মণগ্রন্থ ইহাতে জানা যায়)।

সিনীবালী এবং কুহু—ইহারা দেবপত্নী—মধ্যস্থান দেবতা, নৈরুক্তগণের ইহা অভিমত। ব্রাহ্মণগ্রন্থের প্রামাণ্যে যাজ্ঞিকগণ বলেন—চতুর্দশীযুক্তা অমাবাস্যা তিথি সিনীবালী এবং প্রতিপদ্যুক্তা অমাবাস্যা তিথি কুহু (ঐতঃ ব্রাঃ ১।১০ দ্রষ্টব্য)। চন্দ্রসহচারিত্বনিবন্ধন সিনীবালী এবং কুহু মধ্যস্থানা—ইহারা কালাধিদেবতা।

২২। সিনীবালী।

সিনীবালী সিনমন্ম ভবতি সিনাতি ভূতানি বালং পর্ব্ব বৃণোতেঃ, তস্মিন্মবতী, বালিনী বা বালেনেবাস্যামণ্ড্রাচ্চন্দ্রমাঃ সেবিতব্যো ভবতীতি বা।। ৫।।

সিনীবালী (সিনীবালী শব্দের নিবর্চন প্রদর্শন করিতেছেন)—সিনম্ অন্ম ভবতি সিনাতি ভূতানি (সিন শব্দের অর্থ অন্ম—অন্ম প্রাণিসমূহকে বদ্ধ করে অর্থাৎ বিনাশ ইহাতে রক্ষা করে,^১ বন্ধনার্থক 'সি' ধাতু ইহাতে নিষ্পন্ন), বালং পর্ব্ব বৃণোতেঃ (বাল শব্দের অর্থ পর্ব্ব—বরণার্থক 'বৃ' ধাতু ইহাতে বাল শব্দের নিষ্পত্তি; পর্ব্ব দেবগণ হবি বরণ করেন^২ অর্থাৎ যজ্ঞমানপ্রদত্ত হবি গ্রহণ করেন)—তস্মিন্মবতী (সিনীবালী = সেই পর্ব্ব সিনিনী বা অন্মবতী); বালিনী বা (অথবা উত্তর পদ বালিনী অর্থাৎ কেশসম্পন্না—সিনীবালী তিথিতে কেশশৃঙ্খ বপন করিতে হয় বলিয়া)^৩, বা (অথবা) অস্যাং (এই সিনীবালী তিথিতে) চন্দ্রমাঃ অণুত্বাং বালেন ইব সেবিতব্যঃ ভবতি ইতি (সূক্ষ্মত্ব নিবন্ধন চন্দ্রমা বাল বা একগাছা কেশের সহিত যেন সম্বন্ধবিশিষ্ট^৪ হয়)।

সিনীবালী শব্দের নিবর্চন তিন প্রকারে প্রদর্শিত হইতেছে। (১) বালে অর্থাৎ অমাবাস্যাত্ম পর্ব্ব সিনিনী অর্থাৎ হবিঃস্বরূপ অন্মের দ্বারা অন্মবতী—সিনীবালী শব্দ 'সিনিনী'

১। সিনাতি বধ্রাতি বিনশ্যন্তং ধারয়তীত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। বৃণন্তি হি তত্র দেবতা হবীংষি (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। তস্য্য কেশশৃঙ্খ বপনশ্রুতবীলৈস্তদ্বতী বালিনী (স্কঃ স্বাঃ)।

৪। সেবিতব্যঃ সম্বন্ধব্যঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

এবং বাল এই দুই শব্দের যোগে নিষ্পন্ন; সিনীবালী—দেবপত্নী। (২) সিনীবালী তিথি সিনিনী (অন্নবতী) এবং বালিনী (কেশসমৃদ্ধা)^১—সিনীবালীতে দেবগণকে হবিঃস্বরূপ অন্ন প্রদান করা হয় এবং কেশশ্চক্র বপন করিতে হয়; সিনিনী এবং বালিনী এই দুই শব্দের যোগে নিষ্পন্ন। (৩) সেবন এবং বাল এই দুই শব্দের মিলনে সিনীবালী শব্দ নিষ্পন্ন—সিনীবালী তিথিতে চন্দ্রমা ঈষৎ দৃশ্য; সূক্ষ্মত্ব নিবন্ধন চন্দ্রমাকে বাল বা কেশের সহিত সেবিতব্য অর্থাৎ সম্বন্ধবিশিষ্ট বা উপমিত করা হয়।

তস্যা এষা ভবতি ॥ ৬ ॥

তস্যাঃ এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্টি সিনীবালী সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ একত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। সিনিনী চ সা বালিনী চেতি সিনীবালী (দুঃ)।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সিনীবালি পৃথুষ্টুকে যা দেবানামসি স্বসা।

জুষস্ব হব্যমাহুতং প্রজাং দেবি দিদিড়্টি নঃ॥ ১ ॥

(ঋ—২।৩২।৬, শুক্ল-যজুঃ—৩৪।১০)

সিনীবালি পৃথুষ্টুকে (হে বিস্তীর্ণজঘনে সিনীবালি অর্থাৎ মধ্যস্থানদেবপত্নি বা পূর্ব্বামাবাস্যাদিদেবতে।) যা [ত্বং] দেবানাং স্বসা অসি (যে তুমি দেবগণের স্বসা বা ভগিনী হইতেছ) [সা ত্বং] (সেই তুমি) আহুতং হব্যং (আমাদিগকর্তৃক যথাবিধানে হৃত বা প্রদত্ত হবি) জুষস্ব (প্রীতিসহকারে গ্রহণ কর) দেবি (হে দেবি) নঃ প্রজাং দিদিড়্টি (আমাদিগকে সন্তানসন্ততি প্রদান কর)।

দেবানাম্ অসি স্বসা—সিনীবালী মাধ্যমিক দেবগণের স্বসা অর্থাৎ সাহচর্য্যনিবন্ধন ভগিনীস্থানীয়া।^১

সিনীবালি পৃথুজঘনে, স্তকঃ স্ত্যায়তেঃ সংঘাতঃ পৃথুকেশস্তকে পৃথুষ্টুতে বা, যা ত্বং দেবানামসি স্বসা, স্বসা সু অসা স্বেষু সীদতীতি বা, জুষস্ব হব্যমদনং প্রজাং চ দেবি দিশ নঃ॥ ২ ॥

পৃথুষ্টুকে = পৃথুজঘনে—স্তকঃ স্ত্যায়তেঃ সংঘাতঃ (স্তক শব্দ সংঘাতার্থক ‘স্ত্যে’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—ইহার অর্থ সংঘাত অর্থাৎ নিবিড় ভাবে মিলিত বা জমাট বস্তু); পৃথুকেশস্তকে পৃথুষ্টুতে বা (অথবা, পৃথুষ্টুকে—ইহার অর্থ হয় পৃথুকেশস্তকে অর্থাৎ হে পৃথুকেশকলাপে, আর না হয় পৃথুষ্টুতে অর্থাৎ হে প্রভূতস্ততিসম্পন্নে); স্তক শব্দের অর্থ জঘন—জঘনে মাংসরাশি সংহত বা জমাট থাকে, অথবা স্তক শব্দের অর্থ কেশকলাপ—কেশকলাপ সংহতবৎ প্রতীয়মান হয়; অথবা—স্তক শব্দের অর্থ স্তত (‘স্ত’ ধাতু হইতে স্তক শব্দ নিষ্পন্ন)। স্বাসা = সু + অসা (সু শব্দপূর্ব্বক ক্ষেপণার্থক ‘অস্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—পতিকূলে সূষ্ঠু ক্ষেপণযোগ্য;^২ বিদ্যমানতার্থে বর্ত্তমান ‘অস্’ ধাতু হইতে নিষ্পত্তি করিলে ব্যুৎপত্তি হইতে পারে—স্বসা (ভাগিনী) ভ্রাতৃগণের মধ্যে মর্য্যাদা সহকারে বিদ্যমান থাকে; স্বেষু সীদতি ইতি বা (অথবা, ‘স্বস্’ শব্দ ‘স্ব’ শব্দপূর্ব্বক ‘সদ্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—স্বসা স্বজনগণ মধ্যে অবস্থান করে); হব্যম্ = অদনম্ (ভোজ্য বস্তু); দিদিড়্টি = দিশ = দেহি (প্রদান কর)।

১। স্বসা সাহচর্য্যাদ্ ভগিনীস্থানীয়া (ঋঃ স্বাঃ)।

২। সূষ্ঠু পতিকূলে ক্ষেপ্তব্য (ঋঃ স্বাঃ)—উণাদি ২৫৩ দ্রষ্টব্য।

২৩। কুহুঃ।

কুহুর্গূহতেঃ; ক্কাভূদিতি বা, ক্ সতী হুয়ত ইতি বা, কাহুতং হবির্জুহোতীতি
বা।। ৩।।

কুহু শব্দের নিব্বচন প্রদর্শন করিতেছেন—(১) কুহুঃ গূহতেঃ (কুহু শব্দ সংবরণার্থক অর্থাৎ গোপনার্থক বা আচ্ছাদনার্থক ‘গুহ’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—কুহু অর্থাৎ উত্তরামাবাস্যা তিথি চন্দ্রমাকে সংবৃত্ত বা আচ্ছাদিত করিয়া রাখে, চন্দ্র ঐ তিথিতে অদৃশ্য থাকে)। (২) ক্ অভূৎ ইতি বা (অথবা—চন্দ্রমা কুহুতে অপ্রত্যক্ষ বলিয়া ‘কোথায় চন্দ্রমা ছিল’ এবম্প্রকার বিতর্কের বিষয়ীভূত হয়; ক্ শব্দ পূর্বক ‘ভূ’ ধাতু হইতে কুহু শব্দের নিষ্পত্তি)। (৩) ক্ সতী হুয়তে ইতি বা (অথবা দেবতারূপিণী কুহু অপ্রত্যক্ষ বলিয়া তৎসম্বন্ধে এইরূপ বিতর্ক হয় ‘কোথায় বর্তমান থাকিয়া হুত হয়’?; ‘ক্’ শব্দ পূর্বক ‘হ’ ধাতু হইতে কুহু শব্দের নিষ্পত্তি)। (৪) কাহুতং হবিঃ জুহোতি ইতি বা (অথবা—‘আহুত অর্থাৎ আহবনীয় হবি কোথায় প্রক্ষেপ করে’—ঈদৃশ ব্যুৎপত্তি কুহু শব্দের মূলে রহিয়াছে। ‘ক্ অহুতম্’—এইরূপ পদচ্ছেদ করিলে ব্যুৎপত্তি হইবে ‘অহুত হবি কোথায় প্রক্ষেপ করে’ ঈদৃশ বাক্য; এই ব্যুৎপত্তিতেও ক্ + হু হইতেই কুহু শব্দের নিষ্পত্তি। দ্রষ্টব্য এই যে, শেষোক্ত নিব্বচনের ব্যাখ্যা স্কন্দস্বামী কিংবা দুর্গাচার্য্য কেহই করেন নাই, ইহার ভাল অর্থও হয় না—মনে হয় এই অংশ প্রক্ষিপ্ত। লক্ষ্মণ স্বরূপ অনুবাদ করিয়াছেন—‘or where does she sacrifice the offered ablation?’

তস্যা এষা ভবতি।। ৪।।

তস্যাঃ এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্কা কুহু সম্বন্ধে হইতেছে)।

।। দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কুহুমহং সুকৃতং বিদ্বানাপসমস্মিন্ যজ্ঞে সুহবাং জোহবীমি।

সা নো দদাতু শ্রবণং পিতৃণাং তস্যৈ তে দেবি হবিষা বিধেম॥ ১॥

(মৈত্রাসং—৪।১২।৬)

অহং (আমি) সুকৃতং (শোভনকৰ্ম্মকারিণী) বিদ্বানাপসং (বিদিতকৰ্ম্মা) সুহবাং (শোভনানুশীলিতা—সুন্দর রূপে আহানযোগ্য) কুহুং (কুহু দেবীকে) অস্মিন্ যজ্ঞে জোহবীমি (এই যজ্ঞে পুনঃ পুনঃ আহান করিতেছি), সা (তিনি) নঃ (আমাদিগকে) পিতৃণাং শ্রবণং [ধনং অথবা যশঃ] (পিতৃগণের অর্থাৎ কুলোচিত ধন বা যশ) দদাতু (প্রদান করুন); দেবি (হে দেবি) তস্যৈ তে (তস্যৈ তুভ্যম্—তাদৃশ তোমাকে) হবিষা বিধেম (হবি প্রদান করিব); অথবা—তস্যৈ তে (তাং ত্বাং—তাদৃশ তোমাকে) হবিষা বিধেম (হবির দ্বারা সেবা করিব)।

কুহুমহং সুকৃতং বিদিতকৰ্ম্মাণমস্মিন্ যজ্ঞে সুহানামাহুয়ে, সা নো দদাতু শ্রবণং পিতৃণাং—পিত্র্যং ধনমিতি বা পিত্র্যং যশ ইতি বা, তস্যৈ তে দেবি হবিষা বিধেমেতি ব্যাখ্যাতম্॥ ২॥

সুকৃতম্—শোভনানাং কৰ্ম্মণাং কৰ্ত্ত্বীম্ (দুর্গাচার্য্য); ‘সুবৃতং’ এইরূপ পাঠও বহু স্থানে পরিদৃষ্ট হয়। ঋন্দস্বামী এই পাঠেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন—সুবৃতং বৰ্ত্তনং বৃৎ শোভনং বৰ্ত্তনং যস্যঃ, শোভনং বৰ্ত্ততে গচ্ছতীত্যর্থঃ শোভনং বৃণোতি তাম্ [ইতি বা] (যিনি মনোরম ভাবে গমন করেন, অথবা যিনি সুন্দর ভাবে আবরণ বা আচ্ছাদন করেন তাঁহাকে)। বিদ্বানাপসং = বিদিতকৰ্ম্মাণম্ (যাহার কৰ্ম্ম সৰ্ববিদিত বা সৰ্বপ্রত্যক্ষ—‘অপস্’ শব্দের অর্থ কৰ্ম্ম; নিঘ ২।১) জোহবীমি = আহুয়ে; পিতৃণাং শ্রবণম্ = পিত্র্যং ধনম্, অথবা পিতৃণাং শ্রবণম্ = পিত্র্যং যশঃ (‘পিতৃণাং’ এই ষষ্ঠ্যন্ত পদের সম্বন্ধ ‘শ্রবণম্’ পদের সহিত); — শ্রবণ শব্দের অর্থ ধন বা যশ; তস্যৈ তে দেবি হবিষা বিধেম ইতি ব্যাখ্যাতম্—তস্যৈ তে দেবি ইত্যাদির অর্থ সুস্পষ্ট—ইহা ব্যাখ্যাতবৎ, পাঠমাত্রেরই ইহার অর্থ প্রতীতি হয় (নির্ ১০।২৩।৬ দ্রষ্টব্য)।

২৪। যমী।

যমী ব্যাখ্যাতা॥ ৩॥

যমী ব্যাখ্যাতা (যমী শব্দের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—যম শব্দের ব্যাখ্যা দ্বারাই; নির্ ১০।১৯ দ্রষ্টব্য)।

তস্যা এষা ভবতি॥ ৪॥

তস্যাঃ এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী যমী সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

অন্যমুখু ত্বং যমন্য উ ত্বাং পরিষজাতে লিবুজেব বৃক্ষম্।

তস্য বা ত্বং মন ইচ্ছা স বা তবাধা কুণ্ঠ সংবিদং সুভদ্রাম্॥১॥

(ঋ—১০।১০।১৪)

যমি (হে যমি) অন্যম্ উ সু (অন্যম্ এব—অন্যকেই) ত্বম্ [পরিষজ্ঞ্যসে] (তুমি আলিঙ্গন করিবে) অন্যঃ উ ত্বাং পরিষজাতে (এবং অন্য পুরুষই তোমাকে আলিঙ্গন করিবে) লিবুজা ইব বৃক্ষম্ (লতা যেরূপ বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে) তস্য বা ত্বং মনঃ ইচ্ছা (এবং^১ তাহার মনে প্রবেশ করিতে তুমি অভিলাষ কর)^২ স বা তব [মনঃ] (সেও তোমার মনে প্রবেশ করুক), অধা (অথ—অতঃপর) সুভদ্রাং সংবিদং কুণ্ঠ (অতি কল্যাণপ্রদ পরিভাষা অর্থাৎ পরস্পর সন্তোষণ বা সংলাপ কর)^৩।

যমী তাহার ভ্রাতা যমকে আলিঙ্গন করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু যম সেই পাপকার্য্যে অসম্মত হইয়া ভগ্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—‘হে যমি’..... ইত্যাদি। “যম ও যমীর আদি অর্থ দিবা ও রাত্রি; দিবা ও রাত্রি বিভিন্নই থাকে, তাহাদিগের সঙ্গমন হয় না। এই প্রসিদ্ধ সূক্তের মৌলিক অর্থ আমি এইরূপ বুঝিয়াছি।” (রমেশ চন্দ্র)।

অন্যমেব হি ত্বং যমন্যস্ত্বাং পরিষজ্ঞ্যতে, লিবুজেব বৃক্ষম্, তস্য বা ত্বং মন ইচ্ছা, স বা তব, অধানেন কুরুষ সংবিদং সুভদ্রাং কল্যাণভদ্রাম্॥২॥

অন্যম্ এব হি ত্বং যমি [পরিষজ্ঞ্যসে]—উসু = এব; অন্যঃ ত্বাং পরিষজ্ঞ্যতে পরিষজাতে = পরিষজ্ঞ্যতে—লিবুজের বৃক্ষম্—ইহার সম্বন্ধ ‘অন্যমেব হি ত্বং যমি পরিষজ্ঞ্যসে’ ইহার সহিত করিলেই সুসঙ্গত হয় (তুমি অন্য পুরুষকে আলিঙ্গন করিবে, লতা যেরূপ বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে—লিবুজা শব্দ সম্বন্ধে নিরূ ৬।২৮ দ্রষ্টব্য); তস্য বা ত্বং মনঃ ইচ্ছা (তুমি তাহার মন ইচ্ছা কর অর্থাৎ তুমি তাহার মনোহরণ কর, ইচ্ছা = ইচ্ছ); অধা = অথ (তদনন্তর); অনেন কুরুষ সংবিদম্ (ইহার সহিত সংবিৎ বা সংলাপ কর); সুভদ্রাং = কল্যাণভদ্রাম্ (অত্যন্তমকল্যাণকর)।

যমী যমং চকমে, তাং প্রত্যাচক্ষ্য ইত্যাখ্যানম্॥৩॥

যমী যমং চকমে (যমী যমকে কামনা করিয়াছিল), তাং প্রত্যাচক্ষ্যে (যম যমীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন) ইতি আখ্যানম্ (ইহাই আখ্যান বা ইতিহাস)।

১। উসু পদপূরণী, এব শব্দস্যার্থে বা (ঋঃ স্বাঃ)।

২। বাশব্দস্যার্থে (ঋঃ স্বাঃ)।

৩। তস্য চ ত্বং মনঃ প্রবেষ্টমিচ্ছ (দুঃ)।

৪। সংবিদং পরিভাষাম্ (ঋঃ স্বাঃ)।

৫। প্রত্যাচক্ষ্যেত্যাখ্যানম্—বহু পুস্তকেই এইরূপ পাঠ পরিদৃষ্ট হয়।

যে ব্যাখ্যা করা হইল, তাহা আখ্যানবিদগণের মত অনুসরণ করিয়া। নৈরুক্ত পক্ষে ব্যাখ্যা হইবে—সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে যমীর (উষার) আলিঙ্গনবদ্ধ যম (সূর্য্য) যেন যমীকে স্বদেহ হইতে প্রবিভক্ত করিয়া বলিতেছেন—হে যমি, আমার সঙ্গে আলিঙ্গনকাল ব্যতীত হইয়াছে—এখন প্রভাতসময়; দ্যুস্থানকে আলিঙ্গন করিবার অভিলাষ কর, দ্যুস্থানের মনে অর্থাৎ প্রকাশে নিজেকে অনুপ্রবিষ্ট কর, দ্যুস্থান ও তোমার প্রকাশে অনুপ্রবিষ্ট হউক; পরস্পর মিলিত হইয়া জগতের উপকারার্থ সংবিৎ অর্থাৎ সংবিৎসাধন (জ্ঞাননিষ্পাদক প্রকাশ অর্থাৎ আলোকময়ত্ব সম্পাদন) কর।

॥ চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

২৫। উবশী।

উবশী ব্যাখ্যাতা॥ ৪॥

উবশী ব্যাখ্যাতা (উবশী শব্দের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—নির্ ৫।১৩ দ্রষ্টব্য)।

তস্যা এষা ভবতি॥ ৫॥

তস্যাঃ এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্টি উবশী সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত॥

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বিদ্যুন্ন যা পতন্তী দবিদ্যোত্তরন্তী মে অপ্যা কাম্যানি।

জনিষ্টো অপো নর্যঃ সুজাতঃ প্রোবশী তিরত দীর্ঘমায়ুঃ॥ ১॥

(খ—১০।৯৫।১০)

মে অপ্যা কাম্যানি (আমার প্রাপ্তব্য কাম্য উদকরাশি) ভরন্তী (হরন্তী—আহরণ করিয়া অর্থাৎ আমাকে প্রাপ্ত করাইয়া^১ বা আমাকে প্রদান করিয়া) যা [উর্বশী] (যে উর্বশী—মেঘগর্জনরূপ মাধ্যমিকা বাকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা)^২ পতন্তী বিদ্যুৎ ন (আকাশ হইতে পতিত বিদ্যুতের ন্যায়) দবিদ্যোৎ (দীপ্তি পাইয়াছেন), [ততঃ]^৩ (সেই উর্বশী হইতে) [যদা] (যখন) অপঃ (অন্তরিক্ষোপরি) সুজাতঃ (অতিশোভন) নর্যঃ (শস্যোৎপাদনদ্বারা নরলোকের হিতকর উদক) জনিষ্ট উ (সঞ্জাত হইয়া থাকে); [অথ] (অতঃপর—তখনই) উর্বশী দীর্ঘম আয়ুঃ প্রতিরতে (উর্বশী দীর্ঘ আয়ু প্রবর্দ্ধিত করেন)।

বিদ্যুদিব যা পতন্ত্যদ্যোতত, হরন্তী মে অপ্যা কাম্যান্যুদকান্যন্তরিক্ষলোকস্য, যদা নুনময়ং জায়েতাদ্যোহধ্যং ইতি; নর্যো মনুষ্যো নৃভ্যো হিতো নরাপত্যমিতি বা; সুজাতঃ সুজাততরঃ; অথোর্বশী প্রবর্দ্ধয়তে দীর্ঘমায়ুঃ॥ ২॥

বিদ্যুৎ ন = বিদ্যুৎ ইব (বিদ্যুতের ন্যায়—ন = ইব), দবিদ্যোৎ = অদ্যোতত (দীপ্তি পাইয়াছেন বা ঔজ্জ্বল্য ধারণ করিয়াছেন; ভরন্তী = হরন্তী); মে কাম্যানি উদকানি (আমার কাম্য বা অভিলষণীয় উদকরাশি), যা অন্তরিক্ষলোকস্য [অধিপত্নী] (অন্তরিক্ষলোকের অধিপত্নী বা অধীশ্বরী যে উর্বশী)^৪; যদা নুনম্ অয়ং জায়েত অদ্যঃ অধ্যাপঃ ইতি (যখন নিশ্চিতরূপে এই উদকরাশি অন্তরিক্ষ হইতে বা অন্তরিক্ষোপরি উৎপন্ন হয়); ‘অপ্’ শব্দের অর্থ অন্তরিক্ষ (নিঘ ১।৩)—অপঃ পদ অপ্ শব্দেরই পঞ্চমী বা ষষ্ঠী বিভক্তির রূপ—একবচন ছান্দস;—পঞ্চমী বিভক্তির রূপ ধরিলে অর্থ হইবে অদ্যঃ (অন্তরিক্ষ হইতে) এবং ষষ্ঠী বিভক্তির রূপ ধরিলে অর্থ হইবে অধ্যাপঃ = অপঃ অধি (অন্তরিক্ষের উপরি)—অপ ইত্যন্তরিক্ষনাম, বহুবচনস্য স্থানে ইদমেকবচনং পঞ্চম্যাঃ ষষ্ঠ্যা বা, যদা পঞ্চম্যাস্তদা অদ্যোহন্তরিক্ষাদিত্যর্থঃ, যদা ষষ্ঠ্যাস্তদা অধীতি শেষঃ অন্তরিক্ষস্যোপরীত্যার্থঃ (স্বন্দস্বামী)। নর্যঃ = মনুষ্যঃ = মনুষ্যে হিতঃ মনুষ্যঃ অপত্যং বা (মানুষের পক্ষে হিতকর—অথবা মানুষের

১। ভরন্তী হরন্তী প্রাপয়ন্তী মাং প্রতি (স্বঃ স্বাঃ)।

২। স্তনয়িত্বলক্ষণায়া বাচোহধিদেবতা (স্বঃ স্বাঃ)।

৩। যচ্ছতেস্তদধ্যাহারঃ তস্যাঃ সকাশাস্তত ইত্যর্থঃ (স্বঃ স্বাঃ)।

৪। দুর্গাচার্য্য দ্রষ্টব্য। স্বন্দস্বামী বলেন ‘অন্তরিক্ষলোকস্য’ ইহা অতিরিক্ত পদ—ইহার উপযোগিতা নাই।

অপত্য)¹—এই অর্থই প্রকাশ করা হইতেছে ‘নৃত্যঃ হিতঃ নরাপত্যং বা’—এই বাক্যের দ্বারা; নর্য শব্দ মানুষবাচক নৃ শব্দের উত্তর হিতার্থে বা অপত্যার্থে ‘যৎ’ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন; নরের অপত্য—এই ব্যুৎপত্তি ঐতিহাসিক পক্ষে—আয়ু নামক রাজা পুরুষবার ঔরসে উর্বশীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন—নর্য = ‘পুরুষবা’ নামক মানুষের পুত্র, যাহার নাম আয়ু। সুজাতঃ = সুজাততরঃ (শোভন হইতেও শোভন অর্থাৎ অতি সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট); প্রতিরতে = প্রবর্দ্ধয়তে (প্রবর্দ্ধিত করেন)।

ঐতিহাসিকগণের পক্ষে উর্বশী অঙ্গরা। ঐল (ইলাপুত্র) পুরুষবা উর্বশী হইতে বিযুক্ত হইয়া বলিতেছেন—যা উর্বশী (যে উর্বশী) বিদ্যুৎ ন পতন্তী (পতনশীল বিদ্যুতের ন্যায়) দবিদ্যোৎ (দ্যুতি বা শোভা পাইয়া থাকে)—মে অপ্যা কাম্যানি ভরন্তী (রতিকালে আমার প্রাপ্তব্য কাম্যবস্তুসমূহ প্রদান করিয়া); [ততঃ] (সেই উর্বশী হইতে) [যদা] (যখন) সুজাতঃ (সম্পূর্ণাবয়ব) অপঃ (প্রাপ্তসর্ব্বাভিষ্ট)² নর্যঃ (নরের অর্থাৎ আমার অপত্য) জনিষ্ট উ (জন্মগ্রহণ করিবে) [তদা] (তখন) উর্বশী দীর্ঘম্ আয়ুঃ প্রতিরতে (পুত্রস্নেহে তাহার দীর্ঘ আয়ু প্রবর্দ্ধিত করিবে)।

২৬। পৃথিবী।

পৃথিবী ব্যাখ্যাতা ॥ ৩ ॥

পৃথিবী ব্যাখ্যাতা (পৃথিবী ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

পৃথিবী শব্দের নিব্বচন পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে (নির্ ১।১৪ দ্রষ্টব্য); এখানে পৃথিবী মাধ্যমিকা দেবতা—বিদ্যুৎ গজ্জন প্রভৃতিরূপ মাধ্যমিকা বাকের অধিষ্ঠাত্রী।

তস্যা এষা ভবতি ॥ ৪ ॥

তস্যাঃ এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্টি পৃথিবী সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। নির্ ৩।৭ এবং ৮।৫ দ্রষ্টব্য; স্বন্দর্য্যামী বলেন ‘মনুষ্যঃ’ এই পদটি অতিরিক্ত, ইহার কোনও উপযোগিতা নাই।

২। অপঃ আশ্রোতেঃ—ছান্দসং ব্রহ্মত্বম (ঋঃ স্বাঃ)।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বলিখা পর্বতানাং খিদ্ৰং বিভষি পৃথিবি।

প্র যা ভূমিং প্রবত্বতি মহা জিনোষি মহিনি।। ১।।

(ঋ—৫।৮৪।১)

পৃথিবি (হে মাধ্যমিকদেবতে পৃথিবি) বট্ (সত্যই) ইখা (অমুত্র—ঐ অন্তরিক্ষলোকে) পর্বতানাং (মেঘসমূহের) খিদ্ৰং (খেনকর অর্থাৎ ভেদনসমর্থ বল) বিভষি (তুমি ধারণ কর); প্রবত্বতি (হে প্রবণবতি—হে গমনবতি) মহিনি (হে মহত্ত্বসম্পন্নে অথবা হে উদকবতি) যা [ত্বং] (যে তুমি) মহা (প্রভূত উদকবর্ণরূপ মাহাত্ম্যের দ্বারা)^১ ভূমিং প্রজিনোষি (ভুলোককে প্রকৃষ্টরূপে পরিতৃপ্ত করিয়া থাক)।

সত্যং ত্বং পর্বতানাং মেঘানাং খেননং ছেননং ভেদনং বলমমুত্র ধারয়সি, পৃথিবি, প্রজিষসি যা ভূমিং প্রবণবতি মহন্তেন মহতীত্ব্যদকবতীতি বা।। ২।।

বট্ + ইখা = বলিখা; ‘বট্’ শব্দের অর্থ সত্য (নিঘ ৩।১০) এবং ইখা = অমুত্র (অন্তরিক্ষলোকে)। পর্বতানাং = মেঘানাম্ (মেঘসমূহের—পর্বত শব্দের অর্থ মেঘ—নিঘ ১।১০); খিদ্ৰং = খেননং = ছেননং = ভেদনম্ (খিদ্ৰ শব্দের অর্থ খেনকর অর্থাৎ ছেদনে বা ভেদনে সমর্থ)—উহ্য ‘বলং’ পদের বিশেষণ; বিভষি = ধারয়সি (ধারণ কর); প্রজিনোষি = প্রজিষসি (তৃপ্তিবিধান করিয়া থাক); প্রবত্বতি = প্রবণবতি (হে গমনশীলে); মহা = মহন্তেন (মাহাত্ম্যের বা মহিমার দ্বারা); মহিনি = মহতি ইতি, উদকবতি ইতি বা (মহিনি—ইহার অর্থ হে মহতি, অথবা হে উদকবতি)।^২

২৭। ইন্দ্রাণী।

ইন্দ্রাণীন্দ্রস্য পত্নী।। ৩।।

ইন্দ্রাণী ইন্দ্রস্য পত্নী (ইন্দ্রাণী শব্দের অর্থ ইন্দ্রের পত্নী)।

ইন্দ্রাণী মাধ্যমিকা দেবতা—ইন্দ্রের বিভূতি; অথবা ইন্দ্রাণী = ইন্দ্রের ভার্যা (পৌরাণিকগণের মতে)।

তস্যা এষা ভবতি।। ৪।।

তস্যাঃ এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্টি ইন্দ্রাণী সম্বন্ধে হইতেছে)।

।। সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।।

১। মহা মহতা উদকেন (ঋঃ স্বাঃ)।

২। মহো মহত্ত্বমদকং বা প্রভূতং তেন তদ্বতি (ঋঃ স্বাঃ)।

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ইন্দ্রাণীমাসু নারিষু^১ সুভগামহমশ্রবম্।

ন হাস্যা অপরং চন জরসা মরতে পতিবিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ॥ ১ ॥

(ঋ—১০।৮৬।১১)

আসু নারিষু (এই সকল নারীর মধ্যে) অহম্ (আমি) ইন্দ্রাণীং সুভগাম্ অশ্রবম্ (ইন্দ্রাণীকে সৌভাগ্যবতী^২ বলিয়া শুনিয়াছি), হি (যেহেতু) অস্যাঃ পতিঃ (ইহার পতি) অপরং চন (অপর সংবৎসর প্রাপ্ত হইয়াও—বৎসরের পর বৎসর অতীত হইলেও)^৩ জরসা (জরা অর্থাৎ বার্দ্ধক্যানিবন্ধন) ন মরতে (মৃত্যুমুখে পতিত হন না)^৪, বিশ্বস্মাৎ (সকলের অপেক্ষা) ইন্দ্রঃ উত্তরঃ (ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ)।

ইন্দ্রাণীমাসু নারিষু সুভগামহমশ্রবম্, ন হাস্যা অপরামপি সমাং জরয়া শ্রিয়তে পতিঃ সর্বস্মাদ্ য ইন্দ্র উত্তরন্তমেতদ্ ব্রুমঃ॥ ২ ॥

আসু নারিষু = আসু নারীষু; অশ্রবম্ = অশ্রবম্ (শ্রবণ করিয়াছি); অপরং চ ন = অপরাম্ অপি সমাং [প্রাপ্য ইতি শেষঃ] (অপর সংবৎসর প্রাপ্ত হইয়াও অর্থাৎ বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেলেও); জরসা = জরয়া; মরতে = শ্রিয়তে। সর্বস্মাৎ যঃ ইন্দ্রঃ উত্তরঃ (সকলের অপেক্ষা যে ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ; বিশ্বস্মাৎ = সর্বস্মাৎ) তম্ এতৎ ব্রুমঃ (তঁাহাকে বিষয় করিয়াই অর্থাৎ তাঁহার বিষয়েই ইহা বলিতেছি)—ইহা ভাষ্যকারের উক্তি।^৫ ‘ন অস্যাঃ মরতে পতিঃ’ এবং ‘বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ’ এই বাক্যদ্বয়ের মধ্যে সম্বন্ধ কি? ভাষ্যকার স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতেছেন—যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র তাঁহাকেই পতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে; এই ভাবেই সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে।

তস্যা এষাপরা ভবতি॥ ৩ ॥

তস্যাঃ এষা অপরা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে এই ইন্দ্রাণীসম্বন্ধেই অপর একটি ঋক্ উদ্ধৃত হইতেছে)।

ব্রূষাকপি ঋষি বলিয়াই প্রসিদ্ধ। নৈরুক্তগণের মতে ব্রূষাকপি আদিত্য; ইহা প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই ঋক্টি উদ্ধৃত হইতেছে।

॥ অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। কোন কোন পুস্তকের পাঠ—নারীষু।

২। পক্ষে উদকরাপ ধনে ধনবতী (উদকলক্ষণেন ধনেন সুধনাম্—ঋঃ স্বাঃ)।

৩। অপরমপি সংবৎসরং প্রাপ্যেতি শেষঃ, যো যঃ সংবৎসরো বর্ততে ততন্ততঃ সংবৎসরান্তেহপীতার্থঃ (ঋঃ স্বাঃ)। চন ইত্যপ্যর্থঃ (দুঃ)।

৪। অথবা অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় ইন্দ্রকে মরিতে হয়না (অপরং চন অন্যতুতজাতমিব—সায়ণ)।

৫। তমেতমিন্দ্রমধিকৃত্যেতদব্রুমঃ ইত্যাহ ভাষ্যকারঃ (ঋঃ স্বাঃ); য ইন্দ্র উত্তরন্তমেতমিন্দ্রমধিকৃত্য ব্রুমঃ—ইত্যাচার্যো ব্রবীতি (দুঃ)।

একোনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

নাহমিদ্দাণি রারণ সখ্যুব্বাকপেখ্বাতে।

যস্যেদমপ্যং হবিঃ প্রিয়ং দেবেষু গচ্ছতি। বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ॥ ১॥

(ঋ—১০।৮৬।১২)

ইন্দ্রাণি (হে ইন্দ্রাণি) সুখ্যঃ ব্বাকপেঃ ঋতে (আমার সখা ব্বাকপি ব্যতিরেকে) না রারণ (আমি প্রীতিলাভ করি না), যস্য (যে ব্বাকপির) ইদম্ অপ্যং প্রিয়ং হবিঃ (এই উদকসংস্কৃত প্রিয় হবি) দেবেষু গচ্ছতি (দেবতাদিগের নিকট যাইতেছে)। বিশ্বস্মাৎ ইন্দ্রঃ উত্তরঃ (সকলের অপেক্ষা ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ)।

ঐতিহাসিক পক্ষে—ব্বাকপি ইন্দ্রের বন্ধু, ব্বাকপি ব্যতিরেকে ইন্দ্র প্রীতিলাভ করিতে পারিতেছেন না; ব্বাকপিপ্রদত্ত হবি দেবগণের নিকট গমন করে। যস্য হবিঃ—যাঁহার (প্রদত্ত) হবি; হবির সহিত ব্বাকপির স্বস্বামিভাব সম্বন্ধ। নৈরুক্ত পক্ষে—ইন্দ্রের সখা ব্বাকপি আদিত্যদেবতা; আদিত্যদেবতার উদ্দেশে উৎসৃষ্ট হবি অন্য দেবগণের নিকট গমন করে। যস্য হবিঃ—যাঁহার উদ্দেশে প্রদত্ত হবি।

নাহমিদ্দাণি রমে সখ্যুব্বাকপেখ্বাতে, যস্যেদমপ্যং হবিরঙ্গু শৃতমন্ডিঃ সংস্কৃতমিতি বা প্রিয়ং দেবেষু নিগচ্ছতি, সর্বস্মাদ্ য ইন্দ্র উত্তরস্তমেতদ্ ব্রূমঃ॥ ২॥

ন রারণ = ন রমে (প্রীতিলাভ করি না); অপ্যং হবিঃ—অপ্যম্ অঙ্গু শৃতমিতি বা অন্ডিঃ সংস্কৃতম্ ইতি বা (অপ্য শব্দের অর্থ জলে শৃত অর্থাৎ পক—চক পুরোডাশাদি; অথবা—জলের দ্বারা সংস্কৃত—সোমাখ্য হবি); গচ্ছতি = নিগচ্ছতি (নিতরাং গচ্ছতি বিশেষ ভাবে গমন করে)।^১ সর্বস্মাৎ যঃ ইন্দ্রঃ উত্তরঃ তম্ এতদ্ ব্রূমঃ (সকলের অপেক্ষা যে ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ তাঁহাকে বিষয় করিয়াই ইহা বলিতেছি);^২ সর্বশ্রেষ্ঠ যে ইন্দ্র, ব্বাকপি তাঁহারই বন্ধু, তিনিই ব্বাকপির বিচ্ছেদে প্রীতিবিরহিত হন—ইহাই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য। এই ভাবেই পূর্ব বাক্যের সহিত ‘বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ’ এই বাক্যের সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। দুর্গাচার্য্য ব্যাখ্যা করেন—“যে আমি ইন্দ্র এবং সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেই আমিই এইরূপ বলিতেছি।” “সোহহমেতদ্ ব্রবীমি”—দুর্গস্বীকৃত পাঠ এইরূপ বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন।

১। বিশেষতো গচ্ছতি (দৃঃ)।

২। সোহহমিন্দ্রঃ উত্তরঃ উদগততরঃ সোহপ্যহমেবং ব্রবীমিতি।

২৮। গৌরী।

গৌরী রোচতেজুলতিকস্মণঃ ॥ ৩ ॥

গৌরী জুলতিকস্মণঃ রোচতেঃ (গৌরী শব্দ দীপ্ত্যর্থক 'রুচ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

গৌরী = মেঘগজ্জ্বলনরূপ মাধ্যমিকা বা অন্তরিক্ষচারিণী বাক্ অথবা বিদ্যুৎ—দীপ্তিমতী।

অয়মপীতরো গৌরো বর্ণ এতস্মাদেব প্রশস্যো ভবতি ॥ ৪ ॥

অয়ম্ অপি ইতরঃ গৌরঃ বর্ণঃ এতস্মাৎ এব (আর এই যে অন্য গৌর শব্দ—যাহা গৌরবর্ণকে বোধ করায় তাহাও এই 'রুচ্' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন), প্রশস্যঃ ভবতি (কৃষ্ণাদি বর্ণ হইতে গৌরবর্ণ প্রশংসনীয় হয়)।

শুক্রবর্ণবাচক গৌরশব্দ ও 'রুচ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; শুক্র বা গৌরবর্ণ দীপ্তি পায় এবং দীপ্তিনিবন্ধনই প্রশংসনীয় হয়।

তস্যা এষা ভবতি ॥ ৫ ॥

তস্যাঃ এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্টি গৌরী সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ একোনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

গৌরীর্মিমায় সলিলানি তক্ষত্বেকপদী দ্বিপদী সা চতুষ্পদী।

অষ্টাপদী নবপদী বভুবুযী সহস্রাক্ষরা পরমে ব্যোমন্॥ ১।।

(ঋ—১।১৬৪।৪)

গৌরীঃ (গৌরী—মাধ্যমিকা বাক্) সলিলানি তক্ষতী (বৃষ্টিজল সৃষ্টি করিয়া) মিমায় (এই দৃশ্যমান জগৎ নির্মাণ করেন)—পরমে ব্যোমন্ (উৎকৃষ্ট অন্তরিক্ষপ্রদেশে বিদ্যমানা)^১ সা (সেই গৌরী) একপদী দ্বিপদী চতুষ্পদী অষ্টাপদী নবপদী বভুবুযী (একপদী দ্বিপদী চতুষ্পদী অষ্টাপদী এবং নবপদী হইয়া)^২ সহস্রাক্ষরা (প্রভুতজলসম্পন্ন) [ভবতি] (হন)।

গৌরী নির্মিমায় সলিলানি তক্ষতী কুবর্বতা, একপদী মধ্যমেন, দ্বিপদী মধ্যমেন চাদিত্যেন চ, চতুষ্পদী দিগ্ভিঃ, অষ্টাপদী দিগ্ভিশ্চাবাস্তুরদিগ্ভিশ্চ, নবপদী দিগ্ভিশ্চাবাস্তুরদিগ্ভিশ্চাদিত্যেন চ, সহস্রাক্ষরা বহুদকা পরমে ব্যবনে॥ ২।।

গৌরীঃ মিমায় = গৌরী নির্মিমায় (সর্বম্ ইদং নির্মীতে—পরিদৃশ্যমান সর্ব জগৎ নির্মাণ করেন; গৌরীঃ—প্রথমার একবচনের রূপ, ছান্দসত্বাৎ); সলিলানি তক্ষতী কুবর্বতা (বৃষ্টিরূপ জলরাশি সৃষ্টি করিয়া—সর্ব সৃষ্টির পুরোভাগে থাকে জল; তক্ষতী = কুবর্বতী)। একপদী মধ্যমেন—মধ্যমের দ্বারা একপদী অর্থাৎ একাশ্রয়া; বর্ষণকর্ম্ সহকারী কারণের অপেক্ষা করে—গৌরী সহকারী কারণরূপে কখন কখন একমাত্র মধ্যমকেই আশ্রয় করে বা মধ্যমের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয়;^৩ পদ শব্দের অর্থ আশ্রয় বা অবলম্বন এবং মধ্যম শব্দে অন্তরিক্ষ লোক অথবা বায়ু অথবা মেঘ বুঝাইতে পারে। দ্বিপদী মধ্যমেন চ আদিত্যেন চ—গৌরী কখন কখন দ্বিপদী হয় অর্থাৎ সহকারী কারণরূপে মধ্যমে এবং আদিত্যকে আশ্রয় করে অথবা এতদুভয়ের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয়। চতুষ্পদী দিগ্ভিঃ—গৌরী চতুষ্পদী বা চতুরাশ্রয়া হয় দিক্চতুষ্টয়ের দ্বারা; দিক্সমূহও অবকাশ প্রদান করিয়া সহকারিকারণতা প্রাপ্ত হয়।^৪ অষ্টাপদী দিগ্ভিশ্চ আবাস্তুরদিগ্ভিশ্চ—গৌরী অষ্টাপদী হয়

১। পরমে প্রকৃষ্টে ব্যোমন্ অন্তরিক্ষনাম লুক্‌সপ্তম্যাঃ ব্যোমন্যন্তরিক্ষে সপ্তমীকৃতঃ হিত্তেতি শেষঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। বভুবুযী ভবন্তী (স্কঃ স্বাঃ), ভবতি (দুঃ)।

৩। একপদী পদমাশ্রয়ো বৃত্তিকর্ম্মণি সহকারিকারণম্, একং পদমাশ্রয়ঃ সহকারিকারণমস্যাঃ সা (স্কঃ স্বাঃ); একপদী ভবতি মধ্যমেন সইকত্বমাপন্ন্য (দুঃ)।

৪। দিশোহপি হাবকাশাদানেন সহকারিকারণত্বং প্রপদ্যন্তে (স্কঃ স্বাঃ)।

প্রধান দিক্‌চতুষ্টয় এবং অবাস্তর দিক্‌ চতুষ্টয় অর্থাৎ কোণসমূহের দ্বারা। নবপদী দিগ্‌ভিষ্চ অবাস্তরদিগ্‌ভিষ্চ আদিত্যেন চ—গৌরী নবপদী হয় প্রধান দিক্‌ চতুষ্টয় অবাস্তর দিক্‌ চতুষ্টয় (কোণচতুষ্টয়) এবং আদিত্যের দ্বারা। সহস্রাক্ষরা = বহুদকা (প্রভূত জলবিশিষ্টা—অক্ষর শব্দ উদকবাচী, নিঘ ১।১২)। পরমে ব্যোমন্ = পরমে ব্যবনে (প্রকৃষ্ট অন্তরিক্ষ প্রদেশে); ব্যোমন্ = ব্যবনে—ব্যোম শব্দের নিব্বচন করিতেছেন ব্যবন শব্দের দ্বারা—ব্যোমে ব্যবন অর্থাৎ বিবিধ অবন বা গতি আছে।

“মূলে গৌরী শব্দ আছে; সাধারণ তাহার অর্থ করিয়াছেন মেঘগজ্জ্বলরূপ বাক্ বা শব্দ। কেহ বলেন গৌরী অর্থে ব্রহ্মাঙ্ক বাক্য। যখন সুদ্ধ মেঘে অধিষ্ঠান করেন তখন একপদী, যখন মেঘ ও অন্তরীক্ষে অবস্থিতি করেন তখন দ্বিপদী, যখন দিক্‌ চতুষ্টয় অধিষ্ঠান করেন তখন চতুষ্পদী, এবং যখন চতুর্দিক্‌ ও চতুষ্কোণে অবস্থিতি করেন তখন অষ্টপদী, ইহার সহিত উর্দ্ধ দিক্‌ মিলিত হইলে নবপদী।” (রমেশ চন্দ্র)।

তস্যা এষাপরা ভবতি ॥ ৩ ॥

তস্যাঃ এষা অপরা ভবতি (সেই গৌরী দেবতা সম্বন্ধেই পরবর্তী পরিচ্ছেদে অপর একটি ঋক্‌ উদ্ধৃত হইতেছে)।

গৌরী মধ্যমস্থানা দেবতা, গৌরী গৌরত্বগুণবিশিষ্টা অন্য কেহ নহেন—ইহা বুঝাইবার নিমিত্তই অপর একটি ঋকের অবতারণা করিতেছেন।^১

॥ চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

তস্যাঃ সমুদ্রা অধি বি ক্ষরন্তি তেন জীবন্তি প্রদিশশচতস্রঃ।

ততঃ ক্ষরত্যক্ষরং তদ্বিশ্বমুপজীবতি ॥ ১ ॥

(ঋ—১।১৬৪।৪২)

তস্যাঃ অধি (তাহার নিকট হইতে)^১ সমুদ্রাঃ (মেঘ সকল) বিক্ষরন্তি (বিবিধরূপে উদক বর্ষণ করে), তেন (তাহার দ্বারা) চতস্রঃ প্রদিশঃ (চতুর্দিক্ অর্থাৎ চতুর্দিকে আশ্রিত ভূতজাত) জীবন্তি (জীবিত থাকে) ততঃ অক্ষরং ক্ষরতি (সেই দেবতা হইতে জল ক্ষরিত হয়) তৎ বিশ্বম্ উপজীবতি (সর্ব জগৎ এই জল আশ্রয় করিয়া প্রাণ ধারণ করে)।

তস্যাঃ সমুদ্রাঃ অধি বিক্ষরন্তি বর্ষন্তি মেঘাঃ, তেন জীবন্তি দিগাশ্রয়াণি ভূতানি, ততঃ ক্ষরত্যক্ষরমুদকং তৎসর্বাণি ভূতানুপজীবন্তি ॥ ২ ॥

তস্যাঃ অধি (তাহার নিকট হইতে অর্থাৎ সেই গৌরী বা বিদ্যুৎ-দেবতার প্রভুত্বে); সমুদ্রাঃ = মেঘাঃ (সমুদ্র শব্দ অন্তরিক্ষবাচী—নিঘ ১।৩, কিন্তু এখানে অন্তরিক্ষস্থ মেঘকে বুঝাইতেছে)^২, বিক্ষরন্তি = বর্ষন্তি (বর্ষণ করে); চতস্রঃ প্রদিশঃ (প্রকৃষ্ট দিক্ চতুষ্টয়)—অর্থাৎ = দিগাশ্রয়াণি ভূতানি চতুর্দিকে আশ্রিত প্রাণিসমূহ; অক্ষরম্ = উদকম্ (অক্ষর শব্দ উদকবাচী—নিঘ ১।১২); বিশ্বং = সর্বাণি ভূতানি (সম্পূর্ণ প্রাণিজগৎ)।

২৯। গো।

গৌর্য্যখ্যাতা ॥ ৩ ॥

গৌঃ ব্যাখ্যাতা (গো ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

গো শব্দের নিব্বচন পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে (নির্ ২।৫ দ্রষ্টব্য)।

এখানে গো শব্দে মাধ্যমিকা বাক্ অর্থাৎ বিদ্যুৎকে বুঝাইতেছে।

তস্যা এষা ভবতি ॥ ৪ ॥

তস্যাঃ এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্টী গো দেবতা সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। তস্যাঃ গৌর্য্যঃ অধি সকাশাৎ (দৃঃ)।

২। সমুদ্র ইত্যন্তরিক্ষনাম, তাৎপ্য্যচ্চ তাচ্ছ্যম্ সমুদ্রস্থা মেঘাঃ (ঋঃ ষাঃ)।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

গৌরমীমেদনু বৎসং মিশস্তং মূর্দ্ধানং হিঙ্গুক্ণোগ্নাতবা উ।

সূক্ণাং ঘর্মমভি বাবশানা মিমাতি মাযুং পয়তে পয়োভিঃ।। ১।।

(স্বা—১।১৬৪।২৮)

গৌঃ (মধ্যস্থানা বাক্—বিদ্যুৎ বা মেঘ) মিশস্তং বৎসম্ (সর্বজগৎ নিরীক্ষণকারী)^১ বৎসকে অর্থাৎ আদিত্যকে) অমীমেদনু (অমীমেৎ—লক্ষ্য করিয়া শব্দ করিতেছে)^২ মাতবৈ উ (উদক সম্বন্ধে সর্বলোকের জ্ঞানের নিমিত্ত)^৩ মূর্দ্ধানং (আদিত্যের মস্তকভূত—মধ্যস্থানে সমাগত রশ্মিসমূহকে) [প্রাপ্য] (প্রাপ্ত হইয়া) হিঙ্গুক্ণোৎ (হিঙ্কার ধ্বনি করিতেছে), সূক্ণাং (সরণশীল অর্থাৎ অনবস্থায়ী) [এবং] ঘর্মং (রসহরণকারী) [আদিত্যম্] অভি বাবশানা (আদিত্যের অভিমুখে পুনঃ পুনঃ শব্দ করিতে অভ্যস্তা—গো দেবতা)^৪ মাযুং মিমাতি (শব্দ করিতেছে) [এবং] পয়োভিঃ (জলের দ্বারা) পয়তে (বৃষ্টিপ্রাপ্ত হইতেছে)।

গৌরমীমেদ বৎসং নিমিশস্তমনিমিশস্তমাদিত্যমিতি বা।। ২।।

গৌঃ অমীমেৎ বৎসম্ (মাধ্যমিকা বাক্ বা বিদ্যুৎ বৎসকে অর্থাৎ আদিত্যকে লক্ষ্য করিয়া শব্দ করিতেছে); মিশস্তম্ = নিমিশস্তম্ (সর্ব জগতের নিরীক্ষণকারী), অথবা—মিশস্তম্ = অনিমিশস্তম্ আদিত্যম্ (নিমেষবরহিত অর্থাৎ জগতের কল্যাণার্থ সর্বদা জাগরাক আদিত্যকে)—বৎস শব্দে আদিত্যকে বুঝাইতেছে; বৎসের ন্যায়ই আদিত্য পয়ঃ (রস) হরণ করিয়া থাকেন।

মূর্দ্ধানমস্যাভিহিঙ্গুকরোন্ননায়।। ৩।।

অস্য (এই আদিত্যের মস্তককে অর্থাৎ মধ্যস্থানে সমাগত মস্তকভূত আদিত্যরশ্মিকে) —‘প্রাপ্য’ এই উহ্য ক্রিয়ার কর্ম; হিঙ্গুক্ণোৎ = হিঙ্গুকরোৎ (হিঙ্কারধ্বনি করিতেছে), মাতবা উ = মাতবৈ = মননায় (উদক সম্বন্ধে সর্বলোকের জ্ঞানের নিমিত্ত—মেঘগর্জন শ্রবণ করিয়া সকলে মনে করে যে অবিলম্বে বৃষ্টিধারা পতিত হইবে)।

১। মিশস্তং পশ্যস্তং সর্বং জগৎ (স্বঃ স্বাঃ)।

২। মীয়তিঃ শব্দকর্মা (স্বঃ স্বাঃ)।

৩। জ্ঞানায়োদকস্যোতর্থঃ (স্বঃ স্বাঃ)।

৪। অভিবাবশানা অত্যর্থমভিশব্দয়ন্তী (স্বঃ স্বাঃ)।

সূক্ষণং সরণং ঘর্ষং হরণম্ অভিবাবশানা মিমাতি মাযুং প্রপ্যায়তে
পয়োভিঃ, মাযুমিবাদিত্যমিতি বা॥ ৪॥

সূক্ষণং = সরণম্ (সরণশীল বা চলনস্বভাব অর্থাৎ কোনও নির্দিষ্টস্থানে অনবস্থিত—
গত্যর্থক ‘স্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন) ঘর্ষং = হরণম্ (রসহরণকারী—হরণার্থক ‘হ্’ ধাতু হইতে
নিষ্পন্ন); এই দুইটি পদ ‘আদিত্যম্’ এই উহা পদের বিশেষণ। অভিবাবশানা—অভিপূর্বক
শব্দার্থক যঙন্ত ‘বাব্’ ধাতুর শানচ প্রত্যয়ের রূপ; ইহার অর্থ—অত্যর্থ (অত্যধিক)
শব্দকারিণী অথবা অত্যর্থ শব্দ করিতে অভ্যস্তা; অথবা, কাস্ত্যর্থক (ইচ্ছার্থক) বশ্ ধাতু
হইতে পদটি নিষ্পন্ন; ইহার অর্থ—অত্যর্থ কাময়মানা বা অভিলাষিণী। মিমাতি মাযুম্ (শব্দং
করোতি— শব্দ করে; পয়তে = প্রপ্যায়তে (বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয়)।^১ মাযুম্ ইব আদিত্যম্ ইতি
বা (অথবা—মাযু = মাযুম্ ইব—আদিত্যের ন্যায়, মাযু শব্দের অর্থ আদিত্য)। নিরুক্ত ২।৯
পরিচ্ছেদে গো শব্দের এবং ‘মিমাতি মাযুং মাযু মিবাদিত্যমিতি বা’ এই অংশের ব্যাখ্যা
স্পষ্টরূপে করা হইয়াছে।

বাগেষা মাধ্যমিকা॥ ৫॥

এষা (এই গো) মাধ্যমিকা বাক্ (মাধ্যমিকা বাক্—বিদ্যুৎ বা মেঘ)।

নৈরুক্তগণের মতে গো শব্দের অর্থ মাধ্যমিকা বাক্।

ঘর্ষধুগিতি যাজ্ঞিকাঃ॥ ৬॥

ঘর্ষধুক্ ইতি যাজ্ঞিকাঃ (গো শব্দের অর্থ ঘর্ষধুক্—ইহা যাজ্ঞিকগণের মত)।

সোমযাগে অধিকার লাভার্থ তৎপূর্বের তিন দিন অনুষ্ঠেয় কর্মের নাম প্রবর্গ্য কর্ম;
প্রবর্গ্য কর্মে আত্মতির জন্য মহাবীর নামক পাত্রে পক্ক দুধই—ঘর্ষ (রামেন্দ্রসুন্দর); যে
গাভী ঘর্ম্মার্থ দোহন করা হয় তাহাই গোশব্দ বাচ্য—ইহা যাজ্ঞিকগণ বলেন। ঘর্ষ শব্দের
অর্থ আবার যজ্ঞ এবং প্রবর্গ্যকর্ম উভয়ই হয়; যজ্ঞ অথবা প্রবর্গ্যকর্মের জন্য যে গাভী
দোহন করা হয় তাহাই ঘর্ষধুক্—এইরূপও বলা যাইতে পারে। যাজ্ঞিকগণের মতে উদ্ধৃত
মন্ত্রের ব্যাখ্যা হইবে—

গৌঃ (গাভী) মিশস্তং বৎসং (উন্মুখ হইয়া নিরীক্ষণকারী বৎসকে উদ্দেশ্য করিয়া)
অষমীমেৎ (হাস্তা হাস্তা রব করিতেছে) [অপি চ] (আর) মাতবৈ উ (‘মা বলিয়া আমাকে
যেন জানিতে পারে’ এই জন্য)^২ [প্রাপ্য] (ইহার নিকট উপস্থিত হইয়া) মূর্দ্ধানম্
[উপস্রায়] (মস্তক আঘাণ করিয়া) হিঙ্ঙকৃণোৎ (হিঙ্কারধ্বনি করিতেছে); [গাভী]

১। বর্দ্ধতে (দৃঃ); অথবা—বর্দ্ধিত করে; ভূতলস্থ লোক বর্দ্ধিত হয় জলের দ্বারা—প্রপ্যায়তে
প্রবর্দ্ধয়তে চ (স্বঃ স্বাঃ)।

২। কথং নামায়াং মাং জানীয়াৎ মমেয়মিতি (দৃঃ)।

সূক্ষাণং ঘর্ম্ম (অভিমুখে সরণশীল এবং পয়োহরণকারী বৎসকে) অভিবাশানা (পুনঃ পুনঃ কামনা করিয়া) মাযুং মিমাতি (শব্দ করে) [এবং] পয়োভিঃ পয়তে (দুগ্ধ দ্বারা বৎসকে অভিবর্দ্ধিত করে)।

৩০। ধেনু।

ধেনুর্ধয়তের্বা ধিনোতের্বা ॥ ৭ ॥

ধেনুঃ ধয়তের্বা ধিনোতের্বা (ধেনু শব্দ ‘ধে’ ধাতু হইতে অথবা ধিন্‌ব্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

ধেনু শব্দ গো শব্দেরই সমানার্থক। নৈরুক্তগণের মতে ইহার অর্থ মাধ্যমিকা বাক্ এবং যাজ্ঞিকগণের মতে ঘর্ম্মধুক্। ধেনু শব্দ (১) পানার্থক ‘ধে’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—মাধ্যমিকা বাক্ পীত হয় তৎপ্রদত্ত বৃষ্টিজলের মাধ্যমে’ (২) প্রীণনার্থক ‘ধিন্‌ব্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—মাধ্যমিকা বাক্ সর্ব্বজগৎকে বৃষ্টি প্রদান করিয়া প্রীতিসম্পন্ন করে। যাজ্ঞিক পক্ষে—(১) গাভী পীত হয় তৎপ্রদত্ত দুগ্ধের মাধ্যমে (২) গাভী দুগ্ধ প্রদান করিয়া সর্ব্বলোকের প্রীতি সম্পাদন করে।

তস্যা এষা ভবতি ॥ ৮ ॥

তস্যাঃ এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টি ধেনু দেবতা সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

ত্রিচত্রারিংশ পরিচ্ছেদ

উপ হুয়ে সুদুযাং ধেনুমেতাং সুহস্তো গোধুগুত দোহদেনাম্।

শ্রেষ্ঠং সবং সবিতা সাবিষনোহভীক্কো ঘর্মন্তদুসু প্রবোচম॥ ১॥

(ঋ—১।১৬৪।২৬)

সুদুযাম্ এতাং ধেনুম্ (কল্যাণকর উদকক্ষরণকারিণী এই ধেনুকে অর্থাৎ মাধ্যমিকা বাক্কে) উপহুয়ে (আমি আহ্বান করিতেছি), উত (আর সুহস্তঃ (কুশলহস্ত অর্থাৎ দোহনকুশল) গোধুক্ (গোধুক্—ইন্দ্র) এনাং দোহৎ (এই ধেনুকে—মাধ্যমিকা বাক্কে দোহন করেন) সবিতা (আদিত্য) শ্রেষ্ঠং সবং (অতি প্রশস্য ক্ষরণদ্রব্য—ক্ষরিত জল) নঃ সাবিষৎ (আমাদিগকে প্রদান করুন), [যঃ অয়ম্] অভীক্কঃ ঘর্মঃ (যিনি ঘর্ম অর্থাৎ অতিপ্রদীপ্ত বিদ্যুদাখ্য মধ্যস্থান দেবতা)^১ তৎ উ সু প্রবোচম্ (তৎ প্রব্রবীমি—তঁাহাকেই আমি জলপ্রদানার্থ উত্তমরূপে স্তব করিতেছি।)

ধেনু = মধ্যমিকা বাক্ (বিদ্যুৎ বা মেঘ অথবা মেঘধ্বনি)। মাধ্যমিকা বাক্ রূপ ধেনুর দোহনকর্ত্তা ইন্দ্র (বায়ু বা আদিত্য)—বায়ু বা আদিত্য প্রেরিত হইয়াই অন্তরিক্ষস্থ বিদ্যুৎ বা মেঘ হইতে জলবর্ষণ হয়। ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন—সবিতা (সর্বপ্রেরক আদিত্য বা বায়ু) বিদ্যুৎ অথবা মেঘের দ্বারা আমাদিগকে জল প্রদান করুন। এই বিদ্যুৎ মধ্যস্থান দেবতা। বিদ্যুৎ আবার আদিত্যরূপে দ্যুস্থানগত—রসহরণ করা ইহার কাজ। ঋষির প্রার্থনা কিন্তু এইস্থলে মধ্যস্থানস্থ (অন্তরিক্ষস্থ অতিপ্রদীপ্ত বিদ্যুৎ দেবতার নিকটেই।

“সায়ণ এই ঋকের আর এক প্রকার অর্থ করিয়াছেন, তাহাতে ধেনু শব্দের অর্থ মেঘ, গোধুক্ শব্দের অর্থ বায়ু বা আদিত্য। এই উপমা অনুসারে ইহার পরের তিন ঋকে বৎস অর্থে প্রাণিজগৎ। প্রাণিগণ দুষ্করূপ বৃষ্টি আকাজক্ষা করে।” (রমেশ চন্দ্র)।

উপহুয়ে সুদোহনাং ধেনুমেতাং, কল্যাণহস্তো গোধুক্ অপি চ দোধ্যেনাম্; শ্রেষ্ঠং সবং সবিতা সুনোতু ন ইত্যেয হি শ্রেষ্ঠঃ সর্বেষাং সবানাং যদুদকম্, যদ্বা পয়ো যজুত্বদভীক্কো ঘর্মন্তং সুপ্রব্রবীমি॥ ২॥

সুদুযাং = সুদোহনাম্ (কল্যাণকর উদক যাহা হইতে ক্ষরিত হয়—অথবা, যাহাকে সুখে দোহন করা যায়); সুহস্তঃ = কল্যাণহস্তঃ (কল্যাণকর বা কুশল হস্ত যাঁহার অর্থাৎ দোহনকার্য্যে নৈপুণ্যসম্পন্ন); উত = অপিচ (আর); দোহৎ = দোষ্কি (দোহন করে);

১। যোহয়মভীক্কো ঘর্মঃ মধ্যস্থানো বিদ্যুদাখ্যঃ (দঃ)।

সাবিষং = সুনোতু (প্রদান করুন);^১ এষঃ হি শ্রেষ্ঠঃ সর্বেষাং সবানাং যৎ উদকম্ = মূলে আছে ‘শ্রেষ্ঠং সবম্’; শ্রেষ্ঠ সব কি? আচার্য্য বলিতেছেন—সকল প্রকার সব অর্থাৎ ক্ষরিত দ্রব্যের মধ্যে উদকরূপ যে সব (ক্ষরিত দ্রব্য) তাহাই শ্রেষ্ঠ; যৎ বা পয়ঃ যজুত্বাৎ (অথবা সব শব্দের অর্থ—যজুত্বাৎ বা যজ্ঞীয়মন্ত্রসংবলিত পয়ঃ অর্থাৎ যজ্ঞমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক যে দুগ্ধ দোহন করা হয়—সবের মধ্যে ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ);^২ সব শব্দের এই অর্থ খাটিবে ঘর্ষধুক পক্ষে; ঘর্ষধুক পক্ষে ব্যাখ্যা করা যাইতেছে; তৎ উ সু প্রবোচম্ = তৎ সু প্রব্রবীমি (তঁাহাকেই সূচুঁরূপে স্তব করিতেছি—উ শব্দ পদপূরণার্থ)।

ঘর্ষধুক পক্ষে ব্যাখ্যা—হোতা বলিতেছেন, এতাং সুদুঘাং ধেনুম্ উপহুয়ে (সুখে দোহনযোগ্য এই ধেনুকে আমি প্রবর্গ্যকর্মে আহ্বান করিতেছি); উত (আর সুহস্তঃ গোধুক এনাং দোহং (দোহনকুশল গোধুক অর্থাৎ অধ্বর্য্য আমাকর্তৃক উপহৃত এই গাভীকে দোহন করেন) সবিতা (যজ্ঞমান)^৩ শ্রেষ্ঠং (অতি প্রশংসনীয়) সবং (যজ্ঞীয়মন্ত্রসংবলিত দুগ্ধ) সাবিষং (সুনোতু—অনুমোদন বা গ্রহণ করুন)^৪; অভীদ্ধঃ ঘর্ষঃ (মহাবীর পাত্র অতি সম্ভ্রান্ত হইয়াছে)^৫ তৎ উ সু বোচম্ (তম্ অধিকৃত্য প্রব্রবীমি—তাহার সম্বন্ধেই বলিতেছি)—[আহর পয়ঃ এতস্মিন আসেচনায়] (জল আনয়ন কর—ইহাতে অসেচনের অর্থাৎ প্রক্ষেপের নিমিত্ত)।

দ্রষ্টব্য—ভাষ্যকারের মতে—সাবিষং = সুনোতু (অভিষবার্থ ‘সু’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন); স্বন্দস্বামী ‘সাবিষং’ পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন ‘সুবতু’ পদের দ্বারা (প্রেরণার্থক ‘সু’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)। প্রেরণার্থক ‘সু’ ধাতুর পদ বলিয়া গণ্য করিলে ‘সবিতা সবং সাবিষং’—ইহার অর্থ হইবে সবিতা (আদিত্য) সব অর্থাৎ যজুত্বাৎ পয়ঃ প্রেরণ করুন। দুর্গাচার্য্যও বলেন ‘যাহা সবিতার দ্বারা প্রসূত (প্রেরিত)তাহা নির্দোষ হয়—যজ্ঞি সবিত্রা প্রসূতং ক্রিয়তে তদেব সাধু ভবতি।

বাগেযা মাধ্যমিকা। ঘর্ষধুগিতি যাজ্ঞিকাঃ ॥ ৩ ॥

এযা (এই ধেনু মাধ্যমিকা বাক্—ইহা নৈরুক্তগণের অভিমত); ঘর্ষধুক ইতি যাজ্ঞিকাঃ (এই ধেনু ঘর্ষধুক—যাজ্ঞিকগণ ইহা মনে করেন)।

১। সুনোতু নিত্যং দদাতু (দুঃ)।

২। প্রবর্গ্য কর্মে যখন অধ্বর্য্য ঘর্ষধুগা গাভী দোহন করেন তখন হোতাকে অভিষ্টব মন্ত্র পাঠ করিতে হয়; যজুত্বাৎ, পয়ঃ = যজ্ঞীয়মন্ত্রযুক্তং পয়ঃ (দুগ্ধ)—গোদুগ্ধ মহাবীর পাত্রে ঢালিয়া ঘর্ষ পাক করিবার সময়ও হোতার অভিষ্টব মন্ত্র পাঠের বিধান আছে।

৩। সবিতা যজ্ঞমানঃ (স্বঃ স্বাঃ)।

৪। সাবিষং সুনোতু অভ্যনুজানাতু (দুঃ)—যজ্ঞমানেরও ঘৃতাংশিষ্ট ঘর্ষ ভক্ষণের বিধি আছে।

৫। মহাবীর নামক পাত্র—যাহাতে দুগ্ধ পাক হয়, তাহার নামও ঘর্ষ এবং মহাবীর পাত্রে আখতির জন্য যে দুগ্ধ পাক হয় তাহার নামও ঘর্ষ। “খর নামক বালুকানিশ্চিত মণ্ডলের মধ্যে ঘৃতাক্ত মহাবীর স্থাপিত করিয়া নীচে উপরে জলন্ত অঙ্গার দিয়া মহাবীরকে উত্তপ্ত করিতে হয়।”

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদের পঞ্চম ও ষষ্ঠ সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য।

৩১। অঘ্ন্যা।

অঘ্ন্যাহন্তব্য ভবতি, অঘ্নীতি বা ॥ ৪ ॥

অঘ্ন্যা অহন্তব্য ভবতি (অঘ্ন্যাদেবতা অহন্তব্য হয়) অঘ্নী ইতি বা (অথবা—অঘ্ন্যা দেবতা অঘ অর্থাৎ দুর্ভিক্ষাদির হস্তী; অথবা—অঘ্ন্যাদেবতা অঘ অর্থাৎ পাপের হস্তী)।

অঘ্ন্যা শব্দের অর্থ—মাধ্যমিকা বাক্ এবং ঘর্ম্মধুক্ গাভী। (১) মাধ্যমিকা বাক্ এবং গাভী উভয়েই অহন্তব্য। মাধ্যমিকা বাক্ বৃষ্টি-প্রদায়িনী—এই দেবতাকে হিংসা করিলে রাষ্ট্রেরই হিংসা করা হয়, এইরূপ দুষ্কার্য কাহারও করা উচিত তহে; গোহত্যাও মহাপাপ বলিয়াই পরিগণিত (অঘ্ন্যেতি গবাং নাম ক এতাং হন্তুমহতি—মহাভা. শান্তি প. ২৬১।৪৮ দ্রষ্টব্য)। (২) অথবা—অঘ্ন্যা শব্দ অঘ + ‘হন্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন (উ ৫৫১)—অঘ্ন্যা (মধ্যস্থানা বাক্) বৃষ্টি প্রদান করিয়া দুর্ভিক্ষাদি পাপ বিনষ্ট করে এবং অঘ্ন্যা (গাভী) পাপ বিনষ্ট করে স্পর্শ দান করিয়া—গাভীর স্পর্শে পাপ বিনষ্ট হয়।’

তস্যা এষা ভবতি ॥ ৫ ॥

তস্যাঃ এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্টি অঘ্ন্যা দেবতা সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

সূ্যবসাদ্ভগবতী হি ভূয়া অথো বয়ং ভগবন্তঃ স্যাম।

অন্ধি তৃণমল্যে বিশ্বদানীং পিব শুদ্ধমুদকমাচরন্তী।। ১।।

(ঋ—১।১৬৪।৪০)

সূ্যবসাৎ (সূ্যবস অর্থাৎ উত্তম উদকের পানকর্ত্রী অর্থাৎ ধারণকর্ত্রী)^১ [ত্বং] ভগবতী হি ভূয়াঃ (তুমি উদকাখ্য ধনে ধনবতী হও) অথো বয়ং ভগবন্তঃ স্যাম (অতঃপর ত্বৎপ্রদত্ত ধনের দ্বারা আমরাও যেন ধনবান্ হইতে পারি), অল্যে (হে অল্যে) আচরন্তী (মধ্যস্থানে বিচরণকারিণী তুমি) তৃণং (তদনীয় মেঘ) অন্ধি (সংচূর্ণিত কর) বিশ্বদানীং (সর্বকাল ধরিয়া) শুদ্ধম্ উদকং পিব (সূর্য্যরশ্মি হইতে গৃহীত নিম্নল জল পান কর অর্থাৎ ধারণ কর)।

সূ্যবসাদিনী ভগবতী হি ভব, অথেদানাং বয়ং ভগবন্তঃ স্যাম, অন্ধি তৃণমল্যে, সর্বদা পিব চ শুদ্ধমুদকমাচরন্তী।। ২।।

সূ্যবসাৎ = সূ্যবসাদিনী (সূ্যবসের অর্থাৎ উত্তম উদকের অত্রী বা পানকর্ত্রী—মাধ্যমিকা বাক্ বশ্যুপহৃত উদকের ধারয়িত্রী); ভগবতী হি (তুমি উদকরূপে ধনে ধনবতী হও, উদকবর্ষণ কর, আমরাও উদকধনে যেন ধনবান্ হইতে পারি—ভূয়াঃ = ভব; অথো = অথ ইদানীম্) বিশ্বদানীম্ = সর্বদা (ছান্দসত্বাৎ সর্বার্থক বিশ্বশব্দের উত্তর ‘দানীম্’ প্রত্যয়ে নিম্পন্ন)।

যশ্মধুক্ পক্ষে ব্যাখ্যা—

অল্যে (হে অহননীয়া গাভী) সূ্যবসাৎ (সূ্যবস অর্থাৎ উত্তম শস্যতৃণাদি ভক্ষণ করিয়া) ভগবতী হি ভূয়াঃ (তুমি দুগ্ধবতী হও) অথো বয়ং ভগবন্তঃ স্যাম (তোমার প্রদত্ত দুগ্ধ প্রাপ্ত হইয়া আমরাও ধনবান্ হইব), আচরন্তী (বনে বনে বিচরণকারিণী তুমি) বিশ্বদানীং (সর্বদা তৃণম্ অন্ধি (তৃণ ভক্ষণ কর) পিব শুদ্ধম্ উদকম্ (এবং নিম্নল জল পান কর)।

তস্যা এষাপরা ভবতি।। ৩।।

তস্যাঃ এষা অপরা ভবতি (অল্যা দেবতা সম্বন্ধে পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে অপর একটা ঋক্ উদ্ধৃত হইতেছে)।

যে ঋক্‌টির ব্যাখ্যা করা হইল তাহাতে অল্যা গাভী বলিয়াই প্রতীত হয়—মাধ্যমিকা বাক্ দেবতার লক্ষণ খুব পরিস্ফুট ভাবে ইহাতে নাই। যে ঋক্‌টি উদ্ধৃত হইতেছে তাহাতে বসুগণের সহিত সম্বন্ধ নিবন্ধন অল্যা যে মাধ্যমিকা বাক্ তাহা স্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত হইবে।

।। চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।।

পঞ্চাচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

হিংকৃথতী বসুপত্নী বসুনাং বৎসমিচ্ছন্তী মনসাভ্যাগাৎ।

দুহামশ্চিভ্যাং পয়ো অঘ্নোয়ং সা বর্দ্ধতাং মহতে সৌভগায় ॥ ১ ॥

(ঋ—১।১৬৪।২৭)

হিংকৃথতী (হিঙ্কারশব্দকারিণী) বসুপত্নী (বৃষ্টিজলরূপ বনের অধীশ্বরী) বসুনাং বৎসং মনসা ইচ্ছন্তী (বসুগণের অর্থাৎ আদিত্যরশ্মি অথবা মরুৎসমূহের বৎসভূত সূর্য্যকে মনে মনে কামনা করিয়া)^১ [অঘ্না] অভ্যাগাৎ (অঘ্না—মাধ্যমিকা বাক্ দেবতা অন্তরিক্ষে সমাগত হন), ইয়ম্ অঘ্না (এই অঘ্না দেবতা অশ্বিভ্যাং (দ্যুলোক এবং ভুলোকের নিমিত্ত)^২ পয়ঃ দুহাম্ (জল ক্ষরিত করুন) সা বর্দ্ধতাং মহতে সৌভগায় (আমাদের মহাসৌভাগ্যলাভের নিমিত্ত সেই দেবতা উদকের দ্বারা প্রবৃদ্ধ হউন)।

ইতি সা নিগদব্যাখ্যাতা ॥ ২ ॥

ইতি সা নিগদব্যাখ্যাতা (এই মন্ত্র পাঠের দ্বারাই ব্যাখ্যাত হইল)।

মন্ত্রটী সুস্পষ্ট, পাঠ করিলেই ইহার অর্থ বোধগম্য হয়, ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না; ভাষ্যকার এই জন্যই ইহার ব্যাখ্যা করিলেন না।

ঘর্মধুক্ পক্ষে ব্যাখ্যা—বসুপত্নী (দুগ্ধরূপ ধনের অধীশ্বরী) হিংকৃথতী (হিঙ্কার শব্দ করতঃ) বসুনাং বৎসং মনসা ইচ্ছন্তী (ঋত্বিক্ যজমানগণের বৎস অর্থাৎ আত্মীয়কে মনে মনে কামনা করিয়া)^৩ [অঘ্না] অভ্যাগাৎ (ঘর্মধুক্ গাভী আগমন করিতেছেন), ইয়ম্ অঘ্না (এই অঘ্না) [প্রবর্গ্যে] (প্রবর্গ্যকর্ম্মে) অশ্বিভ্যাং পয়ঃ দুহাম্ (অশ্বিহ্রয়ের নিমিত্ত পয়ঃ প্রদান করে), সা বর্দ্ধতাং মহতে সৌভগায় (আমাদের মহাসৌভাগ্যলাভের নিমিত্ত অঘ্না দুগ্ধের দ্বারা প্রবৃদ্ধ হউক)।

৩২। পথ্যা। ৩৩। স্বস্তি।

পথ্যা স্বস্তিঃ—পস্থা অন্তরিক্ষং তন্নিবাসাৎ ॥ ৩ ॥

পস্থাঃ অন্তরিক্ষং তন্নিবাসাৎ (‘পথিন্’ শব্দের অর্থ অন্তরিক্ষ, তাহাতে নিবাস হেতু মাধ্যমিকা বাক্ দেবতার নাম পথ্যা)।

১। বসুনাং আদিত্যরশ্মীনাং মরুতাং বা (দুঃ); বৎসং রসহরণদ্বারা বৎসভূতম্ আদিত্যম্ (ঋঃ স্বাঃ)।

২। অশ্বিনাবত্র দ্যাবাপৃথিবৌ সূর্য্যচন্দ্রমসৌ বা তয়োরাশ্বিনোরর্থায়ৈতর্থঃ (ঋঃ স্বাঃ)।

৩। বসবো হবির্ভিঃ স্তুতিভির্বা দেবানামাচ্ছাদয়িতার ঋত্বিগ্য়জমানা ইহাভিমতাস্তেষাম্, যতীশ্রুতেঃ স্বভূতং বৎসমাশ্বীয়ম্ (ঋঃ স্বাঃ)।

নিঘণ্টুতে (৫।৫) পথ্যা এবং স্বস্তি এই দুই নাম পৃথক্ পৃথক্ পঠিত হইয়াছে। সোমযাগে প্রায়ণীয়া নামক ইষ্টি অনুষ্ঠেয়; এই ইষ্টি অগ্নিষ্টোমের আরম্ভসূচক। ‘পথ্যাং স্বস্তিং প্রথমাং প্রায়ণীয়ে যজতি’ (কৌ. ব্রা. ৭।৮)—এই বাক্যে পৃথক্ পৃথক্ পদ দুইটি আছে বলিয়াই নিঘণ্টুতেও পৃথক্ক্রমে সমাঙ্গান হইয়াছে। প্রায়ণীয় কর্ম্মে “ইহাদের (দেবতাদের) মধ্যে পথ্যা ও স্বস্তি নামী দেবতা দ্বারা যজমান যজ্ঞ আরম্ভ করে, পথ্যা ও স্বস্তিকে লক্ষ্য করিয়া উদ্‌যাপন (সমাপন) করে; এতদ্বারা এই কর্ম্ম স্বস্তিতেই আরম্ভ করা হয় এবং স্বস্তিতে সমাপন করা হয়।” “পথ্যার নামই স্বস্তি। প্রায়ণীয় কর্ম্মে পথ্যা বা স্বস্তি দেবতার প্রথমে যাগ করা হয়, উদয়নীয় কর্ম্মে উক্ত দেবতার শেষ যাগ করা হয়; স্বস্তি দেবতার আদ্যন্তে যাগ করায় যজমানের যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হয়” (রামেন্দ্রসুন্দর ঐত ব্রা ১।২।৫)।

যাক্ষাচার্য্য পথ্যা ও স্বস্তিকে একদেবতারূপে পরিগণিত করিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্বস্তি শব্দের নির্বাচন পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে (নিরুক্ত ৩।২১ দ্রষ্টব্য); ইহার অর্থ কল্যাণ। ‘পথ্যাস্বস্তি’র অর্থ ইহা যে অন্তরিক্ষস্থা কল্যাণসারিণী মাধ্যমিকা বাক্ দেবতা।

তস্যা এষা ভবতি ॥ ৪ ॥

তস্যাঃ এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টি পথ্যাস্বস্তি দেবতা সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

ষট্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

স্বস্তিরিদ্ধি প্রপথে শ্রেষ্ঠা রেক্ষস্বতীতি যা বামমেতি।

সা নো অমা সো অরণে নি পাতু স্বাবেশা ভবতু দেবগোপা।। ১।।

(ঋ—১০।৬৩।১৬)

স্বস্তিঃ ইৎ হি (স্বস্তি দেবতাই) প্রপথে (প্রকৃষ্ট পথ অন্তরিক্ষে)^১ শ্রেষ্ঠা (সর্বদেবতা হইতে শ্রেষ্ঠা), রেক্ষস্বতী (উদকধনে ধনবতী) যা (যে স্বস্তি দেবতা) বামম্ (বননীয় অর্থাৎ সম্ভজনীয় উদকাখ্য ধন) অভ্যোতি (সর্বদা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন), সা নঃ (তিনি আমাদিগকে) অমা (গৃহে) পাতু (রক্ষা করুন) সা উ (তিনিই) নি + অরণে (নির্গমনে অর্থাৎ গৃহবহির্দেশে)^২ [পাতু] (রক্ষা করুন), স্বাবেশা ভবতু (সুখে উপসর্গীয় বা অভিগম্য হউন)^৩ [সা] দেবগোপা (তিনি রক্ষাকর্ত্রী দেবী)।

স্বস্তিরেব হি প্রপথে শ্রেষ্ঠা রেক্ষস্বতী ধনবত্যভ্যোতি যা, বসুনি বননীয়ানি, সা নোহমা গৃহে, সা নিরমণে নির্গমনে পাতু স্বাবেশা ভবতু, দেবী গোপ্ত্রী, দেবান গোপায়িত্বিতি দেবা এনাং গোপায়িত্বিতি বা।। ২।।

স্বস্তিঃ ইৎ হি = স্বস্তিঃ এব হি (স্বস্তি দেবতাই; ইৎ এবার্থে, হি বাক্যালঙ্কারে); রেক্ষস্বতী = ধনবতী (বৃষ্টদকাখ্য ধনে ধনবতী—রেক্ষস্=ধন—নিঘ ২।১০; উ ৬৩৮ সূত্র দ্রষ্টব্য); অমা = গৃহে (অমা শব্দ গৃহবাচক—নিঘ ৩।৪) সা উ অরণে নি = সা নিরমণে নির্গমনে (উকার পদপূরণার্থ; নি + অরণ = নিরমণ—নিরমণ শব্দের অর্থ নির্গমন অর্থাৎ গৃহবহির্দেশ বা দেশান্তর); দেবগোপা = (১) দেবী গোপ্ত্রী (সেই দেবী আমাদের রক্ষাকারিণী) = অথবা (২) দেবান্ গোপায়তু ইতি (হবির্দানাদিগুণযুক্ত যজমানগণকে সেই দেবী রক্ষা করুন)^৪ (৩) দেবাং এনাং গোপায়ন্তু (দুস্থানগত রশ্মিসমূহ এই দেবীকে জলহরণ কার্যের দ্বারা রক্ষা করুন)^৫—ইহাই দেবগোপা শব্দের অর্থ।

১। প্রকৃষ্টঃ পস্থা অন্তরিক্ষম্ অগ্নিন্ প্রপথে (ঋঃ স্বাঃ)।

২। নিরমণে নির্গমনে—স্বন্দস্বামীৰ পাঠ (অন্তর্গতিকস্মরণঃ)।

৩। স্বাবেশা সুখোপসর্গা ভবতু (ঋঃ স্বাঃ)।

৪। দেবান্ দাতৃনশ্চান্ (দুঃ)।

৫। দেবাঃ মাধ্যমিকা দুস্থানা বা রশ্ময়ঃ এনাং গোপায়িত্বিতি বা (দুঃ)।

৩৪। উষা।

উষা ব্যাখ্যাতা॥ ৩॥

উষাঃ ব্যাখ্যাতা (উষা ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

উষস্ শব্দের নিব্বচন পূর্বের প্রদর্শিত হইয়াছে (নির্ ২।১৮ দ্রষ্টব্য)।

তস্যা এষা ভবতি॥ ৪॥

তস্যা এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্টি উষার সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ ষট্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

অপোষা অনসঃ সরৎ সংপিষ্টাদহ বিভূষী।

নি যৎ সীং শিশ্নথদ্ বৃষা।। ১।।

(ঋ—৪।৩০।১০)

যৎ (যখন) বৃষা (বর্ষগকর্ত্তা বায়ু) সীং (সর্বতোভাবে)^১ নি + শিশ্নথৎ (মেঘকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিল), [তৎ] (তখন) উষাঃ (উষা—মেঘোদরবস্তিনী বিদ্যুৎ) অনসঃ (বায়ু হইতে) বিভূষী (ভয় প্রাপ্ত হইয়া) সংপিষ্টাৎ অহ^২ (চূর্ণ বিচূর্ণীকৃত মেঘ হইতে) অপ + সরৎ (অপাসরৎ—দূরে চলিয়া গেল, পলায়ন করিল)।

বায়ু মেঘকে সংপিষ্ট বা বিদলিত করে; বায়ু হইতেই বৃষ্টি হয়। উষা (বিদ্যুৎ) মেঘ হইতে অপসৃত হইল—যখন মেঘ বায়ুবেগে চূর্ণ বিচূর্ণ হইল এবং তাহা হইতে বৃষ্টিধারা পতিত হইল।

অপাসরদুষা অনসঃ সংপিষ্টান্নেঘাদ বিভূষী।। ২।।

অপ উষাঃ সরৎ = অপাসরৎ উষাঃ; অনসঃ বিভূষী (বায়ু হইতে ভয় পাইয়া); সংপিষ্টাৎ = সংপিষ্টাৎ মেঘাৎ (সংচূর্ণিত মেঘ হইতে)।

অনো বায়ুরনিতঃ, অপিবোপমার্থে স্যাদনস ইব শকটাদিব, অনঃ শকটম্ আনদ্ধমস্মিন্শীচীবরম্, অনিতেৰ্বা স্যাৎজীবনকস্মর্গঃ, উপজীবন্ত্যেনং, মেঘোহপ্যান এতস্মাদেব; যন্নিরশিশ্নথদ্ বৃষা বর্ষিতা মধ্যমঃ।। ৩।।

অনঃ = বায়ু ('অনস্' শব্দের অর্থ বায়ু)—অনিতঃ (প্রাণনার্থক বা জীবনার্থক অনু ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—প্রাণিজগৎ বায়ু দ্বারা জীবিত থাকে) অপি বা উপমার্থে স্যাৎ, অনসঃ = অনসঃ ইব = শকটাৎ ইব (অথবা এই স্থলে 'অনস্' শব্দ উপমার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে; সংপিষ্টাৎ অনসঃ ইব অর্থাৎ শকটাৎ ইব মেঘাৎ বিভূষী—শকট কাহারও দ্বারা চূর্ণ বিচূর্ণিত হওয়া অবস্থায় যেরূপ তাহা হইতে শাকটিক পলায়ন করে, মেঘ হইতেও উষা বা বিদ্যুৎ সেইরূপ পলায়ন করিল); অনঃ = শকটম্ ('অনস্' শব্দের অর্থ শকট)—আনদ্ধম্ অস্মিন্ শীচীবরম্ (আ + বন্ধনার্থক 'নহ্' ধাতু হইতে অনস্ শব্দের নিষ্পত্তি—ইহাতে শীচীবর অর্থাৎ বন্ধনখণ্ড বা লৌহ সম্যক বদ্ধ থাকে);^৩ অনিতেৰ্বা স্যাৎ জীবকস্মর্গঃ (অথবা শকটবাচী 'অনস্' শব্দ জীবনার্থক 'অন্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—শকট

১। সীং সর্বতঃ (স্ফঃ স্বাঃ)।

২। 'অহ' শব্দের ব্যাখ্যা দুর্গাচার্য করেন নাই, তাঁহার মতে এই অব্যয়টি পদপূরণার্থক; স্কন্দস্বামীর মতে 'অহ' বিনিগ্রহার্থী = এব।

৩। শীচীবরশব্দঃ লোহবচন, শীচীবরং লোহমস্মিন্ সংনহ্যতে; অথবা শীচীবরং বন্ধনম্ (স্ফঃ স্বাঃ)।

উপজীবিকারূপে গৃহীত হয়); মেঘঃ অপি অনঃ এতস্মাৎ এব (মেঘবাচী ‘অনস্’ শব্দও জীবনার্থক এই ‘অন্’ ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন—মেঘ ও উপজীবিকা, মেঘজাত বৃষ্টি দ্বারাই প্রাণিজগতের জীবন নিব্বাহ হয়)। যৎ নিরশিক্ষথৎ বৃষা বর্ষিতা মধ্যমঃ—নি যৎ সীৎ^১ শিক্ষথৎ বৃষা = যৎ নিরশিক্ষথৎ বৃষা (বৃষা অর্থাৎ বায়ু যখন মেঘ বিদলিত বা বিধ্বস্ত করিল; নি + শিক্ষথৎ = নিরশিক্ষথৎ—‘শ্লথ্’ ধাতু বধার্থক, নিঘ ২।১৯); বৃষা = বর্ষিতা মধ্যমঃ (বৃষ্টি সম্পাদক মধ্যমস্থানীয় বায়ু)।

তস্যা এষাপরা ভবতি ॥ ৪ ॥

তস্যাঃ এষা অপরা ভবতি (এই উষার সম্বন্ধে পরবর্তী পরিচ্ছেদে অপর একটি ঋক উদ্ধৃত হইতেছে)।

উষা সূর্য্যসংশ্রয়া দ্যুস্থানদেবতাও; উষা যে মেঘসংশ্রয়া অন্তরিক্ষস্থানদেবতা—ইহা স্পষ্টভাবে প্রতিপাদন করার নিমিত্তই নূতন একটি ঋকের অবতারণা করিতেছেন।

॥ সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। ‘সীম্’ শব্দের অর্থ আচার্য্য করেন নাই; মনে হয় তাঁহার মতে ‘সীম্’ পদপূরণার্থ অব্যয়।

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

এতদস্যা অনঃ শয়ে সুসংপিষ্টং বিপাশ্যা।

সসার সীং পরাবতঃ॥১॥

(ঋ—৪।৩০।১১)

অস্যাঃ (উষাদেবীর) এতৎ অনঃ (আশ্রয়ভূত এই মেঘ) বিপাশি সুসংপিষ্টং (বন্ধনচ্যুত এবং সংচূর্ণিত হইয়া) আশয়ে (ভূতলে অবস্থিত রহিয়াছে), সীং (সর্বতোভাবে) পরাবতঃ (বৃষ্টিপ্রেরক মেঘখণ্ড হইতে) সসার (উষাদেবী অপসৃত হইয়াছেন)।

মেঘ সংপিষ্ট (বিশীর্ণ বা সংচূর্ণিত) হইয়া বৃষ্টিরূপে ভূতলে পতিত হয়। ভূতলে পতিত বৃষ্টির জল সংপিষ্ট মেঘখণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নহে। ভূতল প্লাবিত করিয়া অবস্থিত বৃষ্টির জল লক্ষ্য করিয়াই ঋষি বলিতেছেন—এতদস্য অনঃ ইত্যাদি। উষার (বিদ্যুতের) আশ্রয়স্থান মেঘ; বৃষ্টিরূপে পরিণম্যমান মেঘখণ্ড হইতে উষা (বিদ্যুৎ) অপসৃত হয় বা পলায়ন করে।

এতদস্যা অন আশেতে, সুসংপিষ্টমিতরদিব, বিপাশি বিমুক্তপাশি, সসারোষাঃ পরাবতঃ প্রেরিতবতঃ পরাগতাদ্বা॥২॥

অনঃ শয়ে সুসংপিষ্টং বিপাশ্যা (বিপাশি + আ) = অনঃ আশয়ে সুসংপিষ্টং বিপাশি = অনঃ আশেতে সুসংপিষ্টং বিপাশি; আশেতে (ভূতলে অবস্থিত রহিয়াছে); সুসংপিষ্টম্ ইতরৎ [অনঃ] ইব (অন্য অনঃ অর্থাৎ শকট যেরূপ সংচূর্ণিত হইয়া ভূতলে অবস্থান করে মেঘও সেইরূপ সংচূর্ণিত হইয়া উদকরূপে ভূতলে অবস্থান করিতেছে); বিপাশি = বিমুক্তপাশি (বিমুক্তবন্ধন—পাশি শব্দের অর্থ বন্ধন)। সসার উষাঃ পরাবতঃ—পরাবতঃ = প্রেরিতবতঃ, অথবা = পরাগতাৎ; প্রেরিতবতঃ [মেঘাৎ] সসার (উষা অর্থাৎ বিদ্যুৎ জলপ্রেরণকারী মেঘ হইতে অপসৃত হইল), অথবা—পরাগতাৎ [মেঘাৎ] সসার (অতিদূরবর্তী মেঘ হইতে অপসৃত হইল); ‘পরাবতঃ’ পদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে নিরু ৭।২৬।৬ দ্রষ্টব্য।

৩৫। ইলা।

ইলা ব্যাখ্যাতা॥৩॥

ইলা ব্যাখ্যাতা (ইলা ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

ইলা শব্দের নির্বচন সম্বন্ধে নিরু ৮।৭ দ্রষ্টব্য। ইলা = মাধ্যমিকা বাক্।

তস্যা এষা ভবতি ॥৪॥

তস্যাঃ এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্টি ইলাদেবতা সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

উনপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

অভি ন ইলা যুথস্য মাতা স্মদীভিরুর্বশী বা গৃণাতু।

উর্বশী বা বৃহদিবা গৃণানাভ্যুর্থানা প্রভৃথস্যাযোঃ।।

সিষক্ত ন উর্জব্যস্য পুষ্টেঃ।। ১।।

(ঋ—৫।৪১।১৯, ২০)

যুথস্য মাতা উর্বশী বা ইলা (সকলের মাতৃভূতা এবং আকাশব্যাপিনী ইলা—মাধ্যমিকা বাক্)^১ নদীভিঃ স্মৎ (গঙ্গাদি নদীসমূহের সহিত)^২ নঃ অভিগৃণাতু (আমাদের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ আমাদের আনুকূল্যবিধানার্থ গজ্জন শব্দ করুন), বা (এবং) বৃহদিবা (মহাদীপ্তিশালিনী) গৃণানা (শব্দকারিণী) উর্বশী (মধ্যমস্থানা বিদ্যুৎ)^৩ প্রভৃথস্য আযোঃ (সম্ভূত অর্থাৎ সম্যকপোষিত গতিশীল মনুষ্যের অথবা জ্যোতির অথবা জলরাশির) অভ্যুর্থানা (স্বীয় দীপ্তি দ্বারা আচ্ছাদয়িত্রী হইয়া) উর্জব্যস্য পুষ্টেঃ (যবাদি অন্নের পুষ্টি অর্থাৎ বৃদ্ধির নিমিত্ত)^৪ নঃ সিষক্তু (আমাদিগকে সেবা করুন^৫—আমাদের কার্যসাধনে প্রবৃত্ত হউন—অনুগৃহীত করুন)।

উর্বশী বৃষ্টিপ্রদায়িনী; বৃষ্টি প্রদান করিয়া তিনি আমাদের অন্নবৃদ্ধি করুন, ইহাতেই আমরা সেবিত হইব, আমরা অনুগৃহীত হইব—ইহাই বক্তব্য।

অভিগৃণাতু ন ইলা যুথস্য মাতা সর্বস্য মাতা।। ২।।

যুথস্য মাতা = সর্বস্য মাতা; ইলা বৃষ্টি প্রদান করিয়া সকলকে রক্ষা করেন—তিনি সকলেরই মাতৃস্বরূপা। যুথস্য মাতা = মেঘযুথস্য নির্মাত্রী (মেঘমালার সৃষ্টিকারিণী)—এইরূপ ব্যাখ্যাও করা যাইতে পারে।^৬ অভিগৃণাতু = অভিস্তনয়তু বা অভিশব্দয়তু (দুর্গাচার্য্য)—আমাদের আনুকূল্য বিধানার্থ শব্দ করুন; অথবা = অভিষ্টৌতু—আমাদের অর্থাৎ আমাদের যাগাদির প্রশংসা করুন—তাহা গ্রহণ করুন, এইরূপ অর্থও হইতে পারে।

স্মদভি নদীভিরুর্বশী বা গৃণাতু।। ৩।।

স্মৎ নদীভিঃ উর্বশী বা অভিগৃণাতু—‘স্মৎ’ শব্দের অর্থ সহ (স্কন্দস্বামী); ইহার অর্থ ‘উত্তম’^৭ হয়। স্মৎ নদীভিঃ—গঙ্গাদি নদীর সহিত—স্কন্দস্বামীর মতে; দুর্গাচার্য্যের মতে

- ১। বা শব্দঃ সমুচ্চয়ে, যুথস্য মাতেত্যেতদপেক্ষচ্চ সমুচ্চয়ঃ যুথস্য মাতা উর্বশীতি বা বহুকাশব্যাপিনী চেত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।
- ২। স্মচ্ছব্দঃ সহার্থে—সহ নদীভির্গঙ্গাদ্যাভিঃ (স্কঃ স্বাঃ)।
- ৩। উর্বশী মধ্যমস্থানা বিদ্যুৎ (স্কঃ স্বাঃ)—নির্ ৫।১৪ দ্রষ্টব্য।
- ৪। বহী চতুর্থার্থে পুষ্টয়েহস্মাকমন্নস্য বৃদ্ধয়ে ইত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ); উর্জব্যস্য পুষ্টেঃ যবাদেরন্নস্য পোষণায় (দৃঃ)।
- ৫। সিষক্তু সেবতাং নোহস্মান্ (দৃঃ)।
- ৬। স্কন্দস্বামী ও দুর্গাচার্য্য দ্রষ্টব্য।

ইহার অর্থ নদমানাভিঃ অঙ্টিঃ (শকাযমান বারিরাশির সহিত)। ‘উর্বশী’ শব্দ ইলার বিশেষণ (স্কন্দস্বামীর মতে) এবং ইহার অর্থ বহুপ্রদেশব্যাপিনী—উরু + ব্যাপ্ত্যর্থক ‘অশ্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; ‘বা’ শব্দ সমুচ্চয়ার্থক—যে ইলা যুথের মাতা এবং বহুপ্রদেশব্যাপিনী, তিনি নদীগণের সহিত আমাদের উদ্দেশে (আমাদের আনুকূল্যবিধানার্থ) বৃষ্টিপাতসূচক শব্দ করুন, এইরূপ অর্থ হইবে। দুর্গাচার্যের মতে—উর্বশী বা উচ্যতে ইলা বা সা গৃণাতু (যে মাধ্যমিকা দেবতা উর্বশী অথবা ইলা বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন, তিনি আমাদের উদ্দেশে শব্দ করুন)।

উর্বশী বা বৃহদিবা মহদিবা গৃণানাভূর্ণানা প্রভৃথস্য প্রভৃতস্যায়োরয়নস্য মনুষ্যস্য জ্যোতিষো বোদকস্য বা, সেবতাং নোহন্নস্য পুষ্টেঃ॥ ৪॥

উর্বশী বা বৃহদিবা—দ্বিতীয় ‘উর্বশী’ শব্দের অর্থ বিদ্যুৎ (নির্ ৫।১৪ দ্রষ্টব্য); ‘বা’ শব্দ এখানেও সমুচ্চয়ার্থক—ইলা এবং উর্বশী। বৃহদিবা = মহদিবা (মহাদীপ্তিসম্পন্না—ঋঃ স্বা);^১ দুর্গাচার্যের মতে ‘মহৎ’ শব্দ ক্রিয়া বিশেষণ—‘মহৎ গৃণাতু’ (গভীরভাবে শব্দ করুন)—দিবা (দীপ্তিযুক্ত উদকরাশির সহিত); প্রভৃথস্য = প্রভৃতস্য (প্রকৃষ্টরূপে ভূত বা পোষিত) আয়োঃ = অয়নস্য—অর্থাৎ অয়নশীলস্য মনুষ্যস্য জ্যোতিষঃ বা উদকস্য বা (গতিশীল মানুষের অথবা জ্যোতির অথবা উদকের)—কস্মৈ ষষ্ঠী—আচ্ছাদনার্থক ‘উর্গু’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ‘অভূর্ণানা’ পদের কস্ম। সিষজু = সেবতাম্।

৩৬। রোদসী।

রোদসী রুদ্রস্য পত্নী॥ ৫॥

রোদসী রুদ্রস্য পত্নী (‘রোদসী’ শব্দের অর্থ রুদ্রের পত্নী)।

‘রুদ্রের পত্নী’ ইহার অর্থ রুদ্রের বিভূতি—মাধ্যমিকা বাক্ (বায়ুসহচারিণী বিদ্যুৎ)। রুদ্র সম্বন্ধে নির্ ১০।৬ দ্রষ্টব্য।

তস্যা এষা ভবতি॥ ৬॥

তস্যাঃ এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী রোদসী-দেবতা সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ উনপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। বৃহদিতি দীপ্তির্বস্যাঃ সা মহাদীপ্তিরিত্যর্থঃ, দিবাশকোদীপ্তিবচনঃ।

পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

রথং নু মারুতং বয়ং শ্রবসুমা হ্রবামহে।

আ যস্মিন্ তস্মৌ সুরগানি বিভ্রতী সচা মরুৎসু রোদসী ॥ ১ ॥

বয়ং (আমরা) নু (ক্ষিপ্ত—তাড়াতাড়ি) মারুতং (মরুৎ-প্রেরিত) শ্রবসুং (শ্রবণীয়—যশস্বী) রথম্ (মেঘরূপী রথকে) আহ্রবামহে (আহ্বান করিতেছি), যস্মিন্ (যে মেঘে) রোদসী (রোদসী দেবী—বিদ্যুৎ) সুরগানি বিভ্রতী (সুরমণীয় বারি ধারণপূর্বক) মরুৎসু সচা (মরুদ্গণের সহিত)^১ আতস্মৌ (অবস্থান করেন)।

রথং ক্ষিপ্তং মারুতং মেঘং বয়ং শ্রবণীয়মাহ্বায়ামহে, আ যস্মিন্ তস্মৌ সুরমণীয়ান্যুদকানি বিভ্রতী সচা মরুদ্ভিঃ সহ রোদসী রোদসী ॥ ২ ॥

নু = ক্ষিপ্তম্ (অবিলম্বে, তাড়াতাড়ি) মারুতং (মরুৎসম্বন্ধী অথবা মরুৎসংযুক্ত অথবা মরুৎ অর্থাৎ বায়ুর দ্বারা প্রেরিত বা চালিত) রথং = মেঘম্ ('রথ' শব্দের অর্থ মেঘ—গত্যর্থক 'রংহ্' ধাতু হইতে 'রথ' শব্দের নিষ্পত্তি), শ্রবসুং = শ্রবণীয়ম্ (যশস্বী বা উত্তম; 'শ্রবস্' শব্দের অর্থ যশ এবং অন্ন—'অন্নপূর্ণ' অর্থ করিলেও চলিতে পারে) আহ্রবামহে = আহ্বায়ামহে (আহ্বান করিতেছি); যস্মিন্ আতস্মৌ—আতস্মৌ = আতিষ্ঠতি (অবস্থান করেন), সুরগানি = সুরমণীয়ানি (অতি রমণীয় বা সুস্বাদ) স চা মরুৎসু = মরুদ্ভিঃ সহ (মরুদ্গণের সহিত)। রোদসী রোদসী—দ্বিরুক্তি (রোদসী শব্দের দুইবার উল্লেখ) অধ্যায় পরিসমাপ্তি সূচনা করিতেছে।

॥ পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

দ্বাদশ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

অথাতো দ্যুস্থানা দেবতাঃ ॥ ১ ॥

অথ অতঃ দ্যুস্থানাঃ দেবতাঃ [ব্যাখ্যাস্যন্তে] (দ্যুস্থান দেবতাগণের অধিকারবশতঃ অতঃপর দ্যুস্থানদেবতাগণ ব্যাখ্যাত হইবে)।

পৃথিবীস্থান দেবতা ও মধ্যস্থান দেবতা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তৎপরে দ্যুস্থান দেবতার অধিকার বা প্রকরণ; দ্বাদশ অধ্যায়ে তন্মাসমূহের নিব্বচন প্রদর্শিত হইতেছে।

তাসামশ্বিনৌ প্রথমাগামিনৌ ভবতঃ ॥ ২ ॥

তাসাং (সেই দ্যুস্থান দেবতাসমূহের মধ্যে) অশ্বিনৌ প্রথমাগামিনৌ ভবতঃ (অশ্বিদ্বয় প্রথমাগামী বা প্রথম সমাগত হয়)।

নিঘণ্টুতে পঞ্চম অধ্যায়ের ষষ্ঠ খণ্ডে আছে দ্যুস্থানদেবতাসমূহের নাম এই নামসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথমেই অশ্বিদ্বয়ের নাম পরিদৃষ্ট হয়।

১। অশ্বিদ্বয়।

অশ্বিনৌ যদ্বাশ্ব্বাতে সর্বং রসেনান্যো জ্যোতিষান্যঃ। অশ্বৈরশ্বিনা বিতৌর্গবাভঃ ॥ ৩ ॥

তৎ কাবশ্বিনৌ দ্যাবাপৃথিব্যাবিত্যেকে, অহোরাত্রাবিত্যেকে,

সূর্য্যচন্দ্রমসাবিত্যেকে, রাজানৌ পুণ্যকৃতাবিত্যেতিহাসিকাঃ ॥ ৪ ॥

যৎ ব্যাশ্ব্বাতে সর্বং (যেহেতু বিশেষ করিয়া সর্বজগৎকে পরিব্যাপ্ত করেন) তৎ অশ্বিনৌ (সেই নিমিত্ত অশ্বিদ্বয়ের অশ্বিদ্ব) —রসেন অন্যঃ জ্যোতিষা অন্যঃ (অশ্বিদ্বয়ের মধ্যে একজন পরিব্যাপ্ত করেন রসের দ্বারা এবং অন্য একজন পরিব্যাপ্ত করেন জ্যোতির দ্বারা)। অশ্বৈঃ অশ্বিদ্বম্ (অশ্বনিমিত্ত অশ্বিদ্বয়ের অশ্বিদ্ব) ইতি ঔর্গবাভঃ (আচার্য্য ঔর্গবাভ ইহা মনে করেন)।

তৎ (তাহা হইলে) অশ্বিনৌ (অশ্বিদ্বয়) কোঁ (কাহার) ? কেহ কেহ বলেন ইহারা দ্যাবাপৃথিবী, কেহ কেহ বলেন ইহারা অহোরাত্র (দিন ও রাত্রি), কেহ কেহ বলেন ইহারা সূর্য্য ও চন্দ্র। রাজানৌ পুণ্যকৃতৌ ইতি ঐতিহাসিকাঃ (ইহারা পুণ্যকর্মা নৃপতিদ্বয়—ঐতিহাসিকগণের এই মত)।

অশ্বিদ্বয় = (১) দ্যাবাপৃথিবী—দ্যলোক এবং অন্তরিক্ষলোক^১ (২) অহোরাত্র (৩) সূর্য ও চন্দ্র (৪) পুণ্যকর্মা নৃপতিদ্বয়। ব্যাপ্ত্যর্থক ‘অশ্’ ধাতু ইহাতে ‘অশ্বিন্’ শব্দের নিষ্পত্তি— (১) দ্যলোক জ্যোতির দ্বারা এবং অন্তরিক্ষলোক অন্নরূপ রসের দ্বারা^২ পৃথিবীলোককে পরিব্যাপ্ত করে (২) দিবস জ্যোতির দ্বারা এবং রাত্রি অবশ্যায় রস অর্থাৎ শিশির বা হিমের দ্বারা পরিব্যাপ্ত করে (৩) সূর্য জ্যোতির দ্বারা এবং চন্দ্র আত্মাদাখ্য রসের দ্বারা পরিব্যাপ্ত করে। ব্যঙ্গুবাতে (পরিব্যাপ্ত করে)—ইহার কৰ্ম্ম ‘কৃৎস্নং জগৎ’। চতুর্থ পক্ষে ব্যুৎপত্তি ইহাবে—নৃপদ্বয় অশ্বী, যেহেতু তাঁহাদের বিশিষ্ট অশ্বসমূহ রহিয়াছে। প্রথম তিন পক্ষ নৈরুক্তগণের এবং চতুর্থ পক্ষ ঐতিহাসিকগণের।

অশ্বিদ্বয়ের মধ্যে একজন মধ্যম (মধ্যস্থান দেবতা) আর একজন উত্তম (দ্যুস্থান দেবতা)। ইহাদের স্তুতি হয় অবিযুক্তভাবে—পৃথক্ পৃথক্ স্তুতি ইহাদের নাই, স্বতন্ত্রভাবে এক এক অশ্বীর স্তুতি কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। এই জন্যই যিনি মধ্যম তাঁহার অন্তরিক্ষস্থান দেবতার মধ্যে সমান্নান (পাঠ) নাই।

অশ্বিদ্বয় অহোরাত্র—এই পক্ষই আচার্য যাক্শের অভিমত বলিয়া মনে হয়। অহোরাত্র বলিতে এখানে সারাদিন এবং সারারাত্রি নহে—কিন্তু অর্দ্ধরাত্রের পরে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত যে কাল তাহা। ইহা অন্ধকার এবং আলোকের সংমিশ্রণ—অন্ধকার অনুপ্রবিষ্ট হয় জ্যোতিতে, জ্যোতি অভিভূত হয়, অন্ধকারেরই প্রাধান্য ঘটে এবং জ্যোতি অনুপ্রবিষ্ট হয় অন্ধকারে, অন্ধকার অভিভূত হয়, জ্যোতিরই প্রাধান্য ঘটে। প্রধানীভূত অন্ধকার ভাগই মধ্যম অর্থাৎ ইহাই মধ্যমের রূপ এবং প্রধানীভূত জ্যোতির্ভাগই উত্তম বা আদিত্য অর্থাৎ ইহাই আদিত্যের রূপ।^৩ মধ্যমের রূপ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে এবং উত্তমের রূপ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে—অবশেষে দিবারাত্রির সন্ধিকালে (অতি প্রত্যুষে) মধ্যমের মধ্যমত্ব বিলীন হইয়া যায়, আদিত্যের রূপে তাহার পরিণতি ঘটে।^৪ মধ্যম এবং উত্তম (অন্ধকারভাগ এবং জ্যোতির্ভাগ)—ইহারাই অর্থাৎ ইহাদেরই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অশ্বিশব্দ বাচ্য। পরবর্তী কতিপয় সন্দর্ভ ইহাতে বিষয়টি পরিস্ফুট হইবে।

১। নিরুক্ত ১১।৩৭ দ্রষ্টব্য।

২। রসেনাম্নলক্ষণেন (স্বঃ স্বাঃ)। অন্তরিক্ষ বা মধ্যমলোক বৃষ্টিপ্রদানের দ্বারা ভুলোককে অন্নপরিব্যাপ্ত করে।

৩। তত্র যন্তমোহনুপ্রবিষ্টং জ্যোতিষি তদ্ভাগো মধ্যমঃ তন্মধ্যমস্য রূপম্, যজ্ঞোজ্যোতিস্তমসি অনুপ্রবিষ্টং তদ্ভাগ তদুপম্ আদিত্যঃ (দৃঃ)।

৪। তৎকালেন মধ্যস্থানস্য হীয়মানরূপত্বাৎ দ্যুস্থানস্য চ বর্দ্ধমানরূপত্বাৎ অতোহনন্তরং চ দ্যুস্থান-দেবতারূপান্তরসংস্থানাদিতি (দৃঃ)।

তয়োঃ কাল উর্দ্ধমর্দ্ধরাত্রাৎ প্রকাশীভাবস্যনুবিষ্টন্তমনু, তমোভাগো হি মধ্যমঃ
জ্যোতির্ভাগ আদিত্যঃ ॥ ৫ ॥

তয়োঃ কালঃ (অশ্বিনয়ের কাল) অর্দ্ধরাত্রাৎ উর্দ্ধম্ (অর্দ্ধরাত্রের পর) প্রকাশীভাবস্য
(প্রকাশীভাবের অর্থাৎ জ্যোতির) অনুবিষ্টন্তম্ অনু (অঙ্ককারে অনুপ্রবেশের পরক্ষণেই);
তমোভাগো হি মধ্যমঃ (অঙ্ককারভাগই মধ্যম) জ্যোতির্ভাগঃ আদিত্যঃ (জ্যোতির্ভাগ
আদিত্য)।

পূর্ববর্তী সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য।

তয়োরেষা ভবতি ॥ ৬ ॥

তয়োঃ এষা ভবতি (পরবর্তী উদ্ধৃত ঋক্টি অশ্বিনয় সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বসতিষু স্ম চরথোহসিতৌ পেত্ৰাবিব।

কদেদমশ্বিনা যুবমভি দেবাঁ আগচ্ছতম্॥

বসতিষু^১ (রাত্রিতে) অসিতৌ পেত্ৰৌ ইব (কৃষ্ণবর্ণ মেঘখণ্ডদ্বয়ের ন্যায়)^২ চরথঃ স্ম^৩ (বিচরণ করিয়া থাক), অশ্বিনৌ (হে অশ্বিদ্বয়), কদা (কখন) ইদং (আমাদের এই যজ্ঞ-কৰ্ম্মে)^৪ দেবান্ অভি আগচ্ছতম্ (সমাগত দেবগণের অভিমুখে তুমি সমাগত হইবে)?

ইতি সা নিগদব্যাখ্যা৷৷ ২॥

ইতি সা নিগদব্যাখ্যা৷৷—এই যে ঋক্‌টী, পাঠমাত্রেই ইহা ব্যাখ্যাত হইল।

মন্ত্রটী সহজবোধ্য—পাঠ করিলেই ইহার অর্থপ্রতীতি হয়; কাজেই ভাষ্যকার আর ইহার ব্যাখ্যা করিলেন না।

[বসতিষু স্ম চরথা বসাতয়ো রাতয়ো বসন্তে স্মা ইতরেতরা তয়োঃ। বক্তেৰ্বা বহতেৰ্বা সিতৌ পেত্ৰাবিব। অপেত্ৰা ব্ৰহ্মণং সুরাতয়োঃ।]^৫

তয়োঃ সমানকালয়োঃ সমানকৰ্ম্মণোঃ সংস্তুতপ্রায়য়োঃ অসংস্তুবেনৈষৌহর্কর্চৌ ভবতি॥ ৩॥

সমানকালয়োঃ সমানকৰ্ম্মণোঃ সংস্তুতপ্রায়য়োঃ তয়োঃ (সমানকাল সমানকৰ্ম্মা এবং প্রায়ই সহস্তুত এই অশ্বিদ্বয়ের) অসংস্তুবেন (পৃথক্ স্তুতি প্রদর্শনার্থ) এষঃ অর্কর্চঃ ভবতি (বক্ষ্যমাণ মন্ত্রাৰ্ক উদাহৃত হইতেছে)।

অশ্বিদ্বয় সমানকাল (পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদের ৪র্থ ও ৫ম সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য); ইঁহারা তুল্য-কৰ্ম্মা (হবিঃসাধন যাগকৰ্ম্ম উভয়ের পক্ষেই তুল্য^৬ এবং প্রায়ই ইঁহারা সহস্তুত—ক্ৰটিং যে ইঁহাদের পৃথক্ স্তুতি পরিদৃষ্ট হয় তাহা ব্যভিচারমাত্র। ঈদৃশ ব্যভিচার প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই একটী মন্ত্রাৰ্ক উদ্ধৃত হইতেছে। ইঁহারা যে সমানকৰ্ম্মা, সমানকাল এবং সহস্তুত—তদ্বিবয়ে চতুর্থ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১। বসন্তি প্রাণিনো যাসু তা বসাতয়ো রাত্ৰয়স্তাসু (ঋঃ স্বাঃ)।

২। মেঘের বর্ণসাদৃশ্য নিবন্ধন অদৃশ্য ইইয়া—পেত্ৰশব্দো মেঘবচনঃ, মেঘাবিব বর্ণসারাপ্যেণ কেনচিদ্ দৃশ্যমানাবতি ভাবঃ (ঋঃ স্বাঃ)।

৩। স্ম শব্দ পদপূরণার্থ—স্মশব্দঃ পূরণঃ (ঋঃ স্বাঃ)।

৪। ইদমস্মৎকৰ্ম্ম (ঋঃ স্বাঃ)।

৫। এই অংশ বহু পুস্তকেই পরিদৃষ্ট হয় না; স্বন্দস্বামী কিংবা দুর্গাচার্য ইহার ব্যাখ্যা করেন নাই। ইহার সুসঙ্গত অর্থও হয় না; ইহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই মনে হয়।

৬। হবিঃসাধনং যদ্ যাগকৰ্ম্ম তদপি সমানং যয়োঃ (ঋঃ স্বাঃ); রাত্রিতে অনুষ্ঠেয় অতিরাত্রসোম-যাগে সোম এবং দ্বিকপাল পুরোডশ উভয়ের জন্য তুল্যরূপে উদ্ভিষ্ট হয়—উভয়োরপি তয়োৰেকং কৰ্ম্ম—তিরো অহাঃ সোমঃ আশ্বিনশ্চ দ্বিকপালঃ (দুঃ)। গ্রহাখ্য সোমপান ইঁহাদের উভয়েরই তুল্যকৰ্ম্ম।

বাসাত্যোহন্য উচ্যত উষঃপুত্রস্তবান্য ইতি ॥ ৪ ॥

বাসাত্যঃ অন্য উচ্যতে (অশ্বিদ্বয়ের মধ্যে একজন বসাতির অর্থাৎ রাত্রির পুত্র বলিয়া কথিত হন) উষঃ পুত্রঃ তব অন্যঃ ইতি (উষসঃ তব পুত্রঃ অন্যঃ—এবং আর একজন কথিত হন তোমার—অর্থাৎ উষার পুত্র বলিয়া)।

রাত্রির পুত্র = মধ্যম, উষার পুত্র = উত্তম (আদিত্য)। এই মন্ত্রার্থে অশ্বিদ্বয়ের বিযুক্ত রূপ প্রদর্শিত হইয়াছে অর্থাৎ ইহাদের যে স্তুতি বা প্রকথন হইয়াছে তাহা ভিন্ন ভিন্ন রূপে, সংযুক্তরূপে নহে—অশ্বিনৌ (অশ্বিদ্বয়) বলিয়া নহে। উষার পরেই আদিত্যের জন্ম হয়—উষার পুত্র বলিতে আদিত্যকেই বুঝাইতেছে এবং তৎসমভিব্যাহারে কথিত হইয়াছে বলিয়া বসাতির বা রাত্রির পুত্র বলিতেও মধ্যমকেই বুঝাইবে। পুত্রস্তবান্যঃ—এই স্থলে ‘পুত্রস্তবান্যঃ’, ‘পুত্রস্তবান্যঃ’ এইরূপ পাঠও পরিদৃষ্ট হয়; ‘উষঃপুত্রস্তবান্যঃ’—এই পাঠ ভাল বলিয়া মনে হয়।

বসাতি জনপদবিশেষেরও নাম। ‘বসাতিষু স্ম চরথঃ’—এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা ঐতিহাসিকগণের অভিমত পক্ষ (অশ্বিদ্বয় = পুণ্যকর্মা নৃপতিদ্বয়) অবলম্বন করিয়াও করা যাইতে পারে। যথা—বসাতি দেশাধিপতি পুণ্যকর্মা কোনও নৃপতিদ্বয়কে যজ্ঞকর্মে ব্যাপ্ত দেখিয়া কেহ বলিতেছেন—“হে অশ্বিদ্বয় (অশ্বসমৃদ্ধসম্পন্ন নৃপতিদ্বয়) যে তোমরা বসাতিদেবে কৃষ্ণবর্ণ মেঘ খণ্ডদ্বয়ের ন্যায় তুল্যবেশ ধারণপূর্বক বিচরণ কর, সেই তোমরা এই দেবস্থানে বর্তমান দেবগণের অভিমুখে কখন আগমন করিলে?”

বাস্তবিকপক্ষে কিন্তু মন্ত্রার্থ দেবতাবিষয়েই প্রযোজ্য, নৃপতিবিষয়ে নহে—ইহাও ‘বাসাত্যোহন্য উচ্যত উষঃপুত্রস্তবান্যঃ’ এই মন্ত্রার্থদ্বারা প্রতিপাদিত হইল।

তয়োরেষাপরা ভবতি ॥ ৫ ॥

তয়োঃ এষা অপরা ভবতি (এই অশ্বিদ্বয়ের সম্বন্ধে অপর একটি ঋক্ উক্ত হইতেছে)।

অশ্বিদ্বয় যে মধ্যমস্থান এবং উত্তমস্থান দেবতা তাহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্তই ঋক্মন্ত্রটি উক্ত হইতেছে।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইহেহ জাতা সমবাবশীতামরেপসা তন্না নামভিঃ স্বৈঃ।

জিষুর্বামন্যঃ সুমখস্য সূরির্দিবো অন্যঃ সুভগঃ পুত্র উহে।। ১।।

(ঋ—১।১৮১।৪)

[অশ্বিদ্বয়] ইহ ইহ জাতা (এই এই স্থানে অর্থাৎ মধ্যম ও উত্তর স্থানে জন্মিয়াছেন) অরেপসা তন্না (পাপশূন্য শরীরহেতু) [এবং] স্বৈঃ নামভিঃ (অশ্বিনৌ, নাসতৌ, দদৌ— ইত্যাদি স্বীয় নামসমূহের দ্বারা) সমবাবশীতাম্ (পুনঃপুনঃ সংস্কৃত হইয়া থাকেন);^১ [হে অশ্বিদ্বয়] বাম্ অন্যঃ (তোমাদের একজন) জিষুঃ (জয়শীল) [এবং] সুমখস্য সূরিঃ (শক্রগণের প্রতি সুমহৎ বলের প্রেরক)^২, দিবঃ সুভগঃ পুত্রঃ (দ্যুলোকের সৌভাগ্যশালী বা শোভনধনবিশিষ্ট পুত্র)^৩, অন্যঃ (তোমাদের আর একজন) উহে (উহাতে—রথ অশ্ব অথবা বায়ুর দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে)।

ইহ চ ইহ চ জাতৌ।। ২।।

ইহেহ—ইহ চ ইহ চ (এই এই স্থানে অর্থাৎ মধ্যম ও উত্তম স্থানে—অন্তরিক্ষে এবং দ্যুলোকে) জাতা = জাতৌ (তোমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছ)।

সংস্কৃত্যেতে পাপেনালিপ্যমানয়া তন্না নামভিচ্চ স্বৈঃ।। ৩।।

সমবাবশীতাম্ = সংস্কৃত্যেতে (সংস্কৃত হন)—অরেপসা তন্না = পাপেন অলিপ্যমানয়া তন্না (পাপলিপ্ত অর্থাৎ পাপপরিশূন্য শরীর নিবন্ধন) নামভিচ্চ স্বৈঃ (এবং স্বীয় নামসমূহের দ্বারা)—অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি হইয়া থাকে তাঁহাদের নিষ্পাপ শরীর এবং নাসত্য দস্য প্রভৃতি নামসমূহের সমুপ্লেখপূর্বক।

জিষুর্বামন্যঃ সুমহতো বলস্যেরয়িতা মধ্যমো দিবো অন্যঃ সুভগঃ পুত্রঃ উহাত আদিত্যঃ।। ৪।।

জিষুঃ বাম্ অন্যঃ (তোমাদের মধ্যে একজন জয়শীল); [এবং] সুমখস্য সূরিঃ = সুমহতঃ বলস্য ঈরয়িতা মধ্যমঃ (শক্রর প্রতি সুমহৎ বলপ্রেরক মধ্যমস্থান দেবতা প্রচণ্ড বলশালী), দিবঃ অন্যঃ সুভগঃ পুত্রঃ আদিত্যঃ (আর একজন দ্যুলোকের পুত্র—রশ্মিরূপ ধনের অধিপতি উত্তমস্থানদেবতা আদিত্য), উহে = উহাতে (বায়ুর দ্বারা অথবা রথে

১। কাণ্ডার্থক 'বশ্' ধাতুর রূপ—সম্যগত্যর্থং পুনঃ পুনর্বাবশেতে স্তুতে ইত্যর্থঃ (ঋঃ স্বাঃ)।

২। সুমহতো বলস্যেরয়িতা শক্রশু (দুঃ)।

৩। সুভগঃ সুধনঃ (ঋঃ স্বাঃ)।

বা অশ্বে পরিচালিত হয়—‘বহ’ ধাতুর লিট্‌ আশ্বনেপদের রূপ ‘উহে’; ইহারই ব্যাখ্যা ‘উহ্যতে’।^১

তয়োরেষাপরা ভবতি ॥ ৫ ॥

তয়োঃ এষা অপরা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত অপর একটি ঋক্‌ অশ্বিদ্বয়ের সম্বন্ধেই হইতেছে)।

উক্ত হইয়াছে যে অশ্বিদ্বয় প্রায়ই সহজুত এবং তাঁহারা সমানকর্মা এবং সমানকাল; ইহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্তই অপর একটি ঋক্‌মন্ত্রের অবতারণা করা হইতেছে।

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। বহ পুস্তকে ‘উহ্যতে’ পাঠ আছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রাত্যুজা বিবোধয়াশ্বিনাবেহ গচ্ছতাম্।
অস্য সোমস্য পীতয়ে ॥ ১ ॥

(ঋ—১।২২।১)

[হে অধ্বর্য্য] প্রাত্যুজা অশ্বিনৌ (প্রাতঃকালের সহিত সংযুক্ত অর্থাৎ যাঁদের হবি এবং স্তুতি প্রাতঃকালেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে ঈদৃশ অশ্বিদ্বয়কে) বিবোধয় (যজমানের যজ্ঞে গমনার্থ বিস্পষ্ট স্তুতির দ্বারা জাগরিত কর); [তাঁহারা] অস্য সোমস্য পীতয়ে (এই সোম পান করিবার নিমিত্ত) আ + ইহ গচ্ছতাম্ (ইহ আগচ্ছতাম্—যজ্ঞগৃহে আগমন করুন)।

প্রাতর্যোগিনৌ বিবোধয়াশ্বিনাবিহাগচ্ছতামস্য সোমস্য পানায় ॥ ২ ॥

প্রাত্যুজৌ = প্রাতর্যোগিনৌ (প্রাতঃকালের সহিত যোগসম্পন্ন—মাত্র প্রাতঃকালেই যাঁহাদের উদ্দেশ্যে হবিঃ-প্রদান এবং স্তুতি করা হয়), বিবোধয় অশ্বিনৌ; আ ইহ গচ্ছতাম্ = ইহ আগচ্ছতাম্; পীতয়ে = পানায় (পানের নিমিত্ত)।

তয়োরেষাপরা ভবতি ॥ ৩ ॥

তয়োঃ এষা অপরা ভবতি (সেই অশ্বিদ্বয়ের সম্বন্ধে পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে অপর একটি ঋক্ উদ্ধৃত করা হইতেছে)।

প্রাতঃকালেই মাত্র অশ্বিদ্বয়ের উদ্দেশ্যে যাগ করা হইয়া থাকে—ইহা প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই অপর একটি ঋকের অবতারণা করা হইতেছে।

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রাতর্যজধ্বমশ্বিনা হিনোত ন সায়মস্তি দেবয়া অজুষ্টম্।

উতান্যো অস্মদ যজতে বি চাবঃ পূর্বঃ পূর্বো যজমানো বনীয়ান্ ॥ ১ ॥

(ঋ—৫।৭৭।২)

[হে ঋত্বিকগণ] অশ্বিনৌ প্রাতঃ যজধ্বম্ (প্রাতঃকালে অশ্বিন্যয়ের যাগ কর) — হিনোত (হবি এবং স্তুতি প্রেরণ কর);^১ ন সায়ম্ অস্তি দেবয়া (সায়ংকালে যজ্ঞের প্রতি অশ্বিন্যয়ের গতি হয় না^২, অথবা—সায়ংকালে অশ্বিন্যয়ের যজ্ঞ নাই) অজুষ্টম্ (যদিও বা সায়ংকালে অশ্বিন্যয়ের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করা হয়, তাহা অশ্বিন্যয় কর্তৃক সেবিত হয় না—তাহা অশ্বিন্যয়ের অপ্রিয়); উত অস্মৎ অন্যঃ যজতে (আর আমাদের ছাড়া অন্যও যাগ করে) বি চ অবঃ (এবং হবিব দ্বারা তর্পিত করে)^৩ পূর্বঃ পূর্বঃ যজমানঃ বনীয়ান্ (পূর্ব পূর্ব যাগকর্ত্তা ফলভোক্তা হয়)।^৪

প্রাতর্যজধ্বমশ্বিনৌ গ্রহিণুত ন সায়মস্তি দেবেজ্যা ॥ ২ ॥

প্রাতঃ যজধ্বম্ অশ্বিনৌ; হিনোত = গ্রহিণুত (প্রেরণ কর)—ইহার কস্ম হবিঃ এবং স্তুতি—উহা। ন সায়ম্ অস্তি দেবয়া = ন সায়মস্তি দেবেজ্যা (সায়ংকালে দেবেজ্যা অর্থাৎ অশ্বিন্যয়ের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ সম্পাদন করিতে নাই); দেবয়া = দেবযাগ = দেবেজ্যা।

অজুষ্টমেতৎ, অপ্যান্যো অস্মদ যজতে, বি চাবঃ, পূর্বঃ পূর্বো যজমানো বনীয়ান্ বনয়িতৃতমঃ ॥ ৩ ॥

অজুষ্টম্ এতৎ (সায়ংকালে যদি কেহও যজ্ঞ করে তাহা অশ্বিন্যয় কর্তৃক অজুষ্ট হয় অর্থাৎ তাহা অশ্বিন্যয় কর্তৃক গৃহীত হয় না)—এই ব্যাখ্যা স্কন্দস্বামীর মতে; অজুষ্টম্ = অজুষ্টা (অপ্রিয়)—‘দেবয়া’ পদের বিশেষণ।^৫ বি চ অবঃ = ব্যবয়তি চ (এবং হবির্দানাদি দ্বারা তর্পিত করে)—‘অব’ ধাতু এখানে তৃত্বার্থক; বনীয়ান্ = বনয়িতৃতমঃ (নিরতিশয় ফলভোক্তা—সম্ভক্ত্যর্থক ‘বন্’ ধাতু ইহাতে নিম্পন্ন)—যে যজমান পূর্বের হবিঃপ্রদান করেন, অশ্বিন্যয় তাঁহার প্রতিই সমুপ্ত হন, তাহারই হবিঃ গ্রহণ করেন এবং সেই যজমানই সর্বাপেক্ষা অধিক ফলভাগী হয়।

১। তৌ প্রতি স্তুতীহবিংষি চ গময় (দুঃ)।

২। দেবৌ অশ্বিনৌ তয়োৰ্যা যানং (ঋঃ স্বাঃ)।

৩। বি চ অবঃ ব্যবয়তি চ তর্পয়তি হবির্ভিঃ (দুঃ)।

৪। বনীয়ান্ বনয়িতৃতমঃ সংভক্তৃতমঃ (দুঃ)।

৫। যদ অজুষ্টং লিপ্যব্যত্যয়ঃ, অজুষ্টা অপ্রিয়াসাবশ্বিনোঃ।

তয়োঃ কালঃ সূর্য্যোদয়পর্য্যন্তস্তস্মিন্ন্যা দেবতা ওপ্যন্তে ॥ ৪ ॥

তয়োঃ কালঃ সূর্য্যোদয়পর্য্যন্তঃ (অশ্বিনয়ের স্তৃতিকাল সূর্য্যোদয়পর্য্যন্ত), তস্মিন্ (সেই কালে) অন্যাঃ দেবতাঃ ওপ্যন্তে (অন্য কয়েকটি দেবতার আবাপ অর্থাৎ স্তূতরূপে সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়)।^১

সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত অশ্বিনয়ের স্তৃতিকাল; সূর্য্যোদয়ের পর যাগকাল। অশ্বিনয়ের স্তৃতিকালে আশ্বিনশস্ত্রে স্তূত অন্য কয়েকটি দেবতার আবাপ হয়। এই দেবতাদের নাম —উষা, সূর্য্যা, সরণ্যু, ত্বষ্টা, সবিতা এবং ভগ।

২। উষাঃ (উষস্)।

উষা বষ্টেঃ কাস্তিকর্ম্মণ উচ্ছতেরিতরা মাধ্যমিকা ॥ ৫ ॥

উষাঃ ('উষস্' শব্দ) কাস্তিকর্ম্মণঃ বষ্টে (কাস্ত্যর্থক অর্থাৎ ইচ্ছার্থে বর্ত্তমান 'বশ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন), ইতরা মাধ্যমিকা (মধ্যমস্থানদেবতা অন্য উষা) উচ্ছতেঃ (বিবাসনার্থক 'উচ্ছ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

দুস্থানা উষা কাস্ত্যর্থক 'বশ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—উষা কাস্তা অর্থাৎ কমলীয়া বা অভীপ্সিতা; মধ্যমস্থানা উষা = বিদ্যুৎ—বিবাসনার্থক উচ্ছ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; বিদ্যুৎ মেঘ হইতে জল বিবাসিত (নিষ্কাশিত) করে অথবা মেঘ হইতে ইন্দ্র কর্ত্তক বিবাসিত বা নিষ্কাশিত হয়। নিরু ২।১৮ দ্রষ্টব্য।

তস্যা এষা ভবতি ॥ ৬ ॥

তস্যাঃ এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টি উষার সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। ওপ্যন্তে = আ + উপ্যন্তে—আবাপবিশিষ্ট করা হয়; আবাপ শব্দের অর্থ—অনুষ্ঠের সম্বন্ধন অর্থাৎ যাহারা অনুষ্ঠদেবতা তাঁহাদিগকে স্তূতরূপে সম্বন্ধ বিশিষ্ট করা। ওপ্যন্তে = স্তূতাত্মন সম্বন্ধান্তে স্তূয়ন্তে ইত্যর্থঃ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

উষস্তুচ্চিত্রমা ভরাস্মভ্যং বাজিনীবতি।

যেন তোকং চ তনয়ং চ ধামহে॥১॥

(ঋ—১।৯২।১৩; শুক্ল-যদুঃ—৩৪।৩৩)

বাজিনীবতি উষঃ (হে অন্নবতি অথবা ধনসম্পন্নে উষা দেবি!) অস্মভ্যং (আমাদিগকে) চিত্রম্ আভর (বিচিত্র ধন প্রদান কর), যেন (যে ধনের দ্বারা) তোকং চ তনয়ং চ (পুত্র পৌত্রকে) ধামহে (পালন করিতে পারি)।

উষস্তুচ্চিত্রং চায়নীয়ং মংহনীয়ং ধনমাহরাস্মভ্যমন্নবতি যেন পুত্রাংশ্চ পৌত্রাংশ্চ দধীমহি॥২॥

চিত্রং = চায়নীয় (বিচিত্র বা আশ্চর্য্যকারী)¹, মংহনীয় (আদরণীয়—পূজনীয়), বাজিনীবতি = অন্নবতি (অন্নসমৃদ্ধিসম্পন্নে), তোকং চ তনয়ং চ = পুত্রাংশ্চ পৌত্রাংশ্চ (পুত্র পৌত্রগণকে)², ধামহে = দধীমহি (যেন পালন বা পোষণ করিতে পারি)।

তস্যা এষাপরা ভবতি॥৩॥

তস্যাঃ এষা অপরা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে অপর একটি ঋক্ উষার সম্বন্ধে উদ্ধৃত হইতেছে)।

যে ঋক্টি ব্যাখ্যা করা হইল তাহাতে উষা যে দ্যুস্থানা তদ্বিশয়ে স্পষ্ট কোনও প্রমাণ নাই। পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্টির ব্যাখ্যা করা হইতেছে, তাহাতে উষার দ্যুস্থানত্ব পরিস্ফুটরূপে প্রতিপাদিত হইবে।

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। চিত্রং চায়নীয়মাস্চর্য্যকারি (মহীধর)।

২। তোক শব্দ এবং তনয় শব্দ উভয়েই অপত্যবাচী; কিন্তু এখানে তোক শব্দে পুত্রকে এবং তনয় শব্দে পৌত্রকে বুঝাইতেছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

এতা উ ত্যা উষসঃ কেতুমক্রত পূর্বে অর্দ্ধে রজসো ভানুমঞ্জতে ।
নিষ্কৃথানা আয়ুধানীব ধৃষঃবঃ প্রতি গাবোহরুযীযন্তি মাতরঃ ॥ ১ ॥

(ঋ—১।৯২।১)

এতাঃ উ ত্যাঃ উষসঃ (এই সেই বছপরিচিতি উষা দেবী) কেতুম্ অক্রত (সর্বলোকের প্রজ্ঞান উৎপন্ন করেন), রজসঃ পূর্বে অর্দ্ধে (অন্তরিক্ষলোকের পূর্বার্দ্ধে) ভানুং (ভানুনা—স্বীয় প্রকাশ বা দীপ্তিদ্বারা)^১ অঞ্জতে (সর্বপদার্থ সুব্যক্ত করেন)—ধৃষঃবঃ আয়ুধানি নিষ্কৃথানাঃ ইব (শত্রুর অভিভবকারী যোদ্ধগণ যেরূপ খড়্গাদি আয়ুধসমূহ কোশ হইতে সমাকর্ষণ করিয়া ব্যক্ত করিয়া থাকেন);^২ গাবঃ (গতিস্বভাবা) অরুযীঃ (দীপ্তিমতী) মাতরঃ (প্রকাশ বা জ্যোতির জনয়িত্রী) [উষসঃ] (উষা দেবী) প্রতিযন্তি (আদিত্যের প্রতি গমন করেন)।

ধৃষঃবঃ আয়ুধানি নিষ্কৃথানা ইব—যোদ্ধগণ যেরূপ আয়ুধসমূহের সংস্কার সাধন করেন অর্থাৎ মাজিয়া ঘষিয়া তাহা উজ্জ্বল করেন, উষাও সেইরূপ স্বীয় দীপ্তির দ্বারা জগতের ঐজ্জ্বল্য বিধান করেন; এই ব্যাখ্যা ভাষ্যকারসম্মত (৫ম সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য)।

এতাস্তা উষসঃ কেতুমক্ষত প্রজ্ঞানম্ ॥ ২ ॥

এতা উ ত্যাঃ উষসঃ = এতাঃ তাঃ উষসঃ (এই সেই উষা যাহার সহিত আমরা প্রতিদিন পরিচিত; ত্যাঃ = তাঃ, উকার পদপূরণার্থ); কেতুম্ অক্রত = কেতুম্ অক্ষত (প্রজ্ঞান উৎপন্ন করেন; উষার প্রকাশে সর্ব পদার্থ প্রকাশিত হয়—সর্ববিষয়ক জ্ঞান উষার আলোকের উপরই নির্ভর করে; অক্ষত = কুব্ধন্তি)। কেতুম্ = প্রজ্ঞানম্।

একস্যা এব পূজনার্থে বহুবচনং স্যাৎ ॥ ৩ ॥

একস্যাঃ এব (এক উষারই পূজনার্থে বহুবচন হইতে পারে)।

উষা বস্তুগত্যা এক হইলেও তাহার বহুবচনান্ত প্রয়োগ (উষসঃ) উপপন্ন হইতে পারে পূজ্যত্বনিবন্ধন—যেমন ‘ভবন্তো মে গুরবঃ’ ইত্যাদি প্রয়োগ।

পূর্বে অর্দ্ধে অন্তরিক্ষলোকস্য সমঞ্জতে ভানুনা ॥ ৪ ॥

রজসঃ = অন্তরিক্ষলোকস্য; ভানুম্ অঞ্জতে = ভানুনা সমঞ্জতে (দীপ্তিদ্বারা সম্যক্ ব্যক্ত করেন; ভানুং = ভানুনা—তৃতীয়ার্থে দ্বিতীয়া; অঞ্জতে = সমঞ্জতে—‘অঞ্জ’ খাতু ব্যক্ত্যর্থক)।

১। ভানুমিতি দ্বিতীয়া তৃতীয়ার্থে—ভানুনা ব্যঞ্জয়ন্তি স্বয়া ভাসা বৎ ব্যক্তীকুব্ধন্তীত্যর্থঃ (ঋঃ স্বাঃ)।

২। কৃণোতিরত্র সামর্থ্যাৎ কর্ণার্থঃ। ধৃষঃবো ধ্বয়িতারো যোদ্ধারঃ কোশেভ্যঃ খড়্গাদীনি কর্ণন্তো ব্যক্তীকুব্ধন্তি তদ্বদিত্যর্থঃ (ঋঃ স্বাঃ)।

নিষ্কৃথানা আয়ুধানীব ধ্বংসঃ, নিরিত্যেষ সমিত্যেতস্য স্থানে।। ৫।।

নিষ্কৃথানাঃ ‘নির্’ ইত্যেষঃ ‘সম্’ ইত্যেতস্য স্থানে (নিষ্কৃথানাঃ—এই ‘পদে নির্, এই উপসর্গটি ‘সম্’ এই উপসর্গের স্থানে প্রযুক্ত হইয়াছে)।

নিষ্কৃথানাঃ = সংস্কর্তারঃ—যোদ্ধগণ স্ব স্ব আয়ুধের সংস্কার সাধন করেন, ঘষিয়া মাজিয়া উজ্জ্বল করেন; উষাও স্থায়ী দীপ্তির দ্বারা সর্ব জগতের ঔজ্জ্বল্য বিধান করেন।

‘এমীদেষাং নিষ্কৃতং জারিণীব’ (ঋ—১০।৩৪।৫) ইত্যপি নিগমো ভবতি।। ৬।।

এষাং নিষ্কৃতং (এই অক্ষসমূহের সংস্কৃত প্রদেশে অর্থাৎ দ্যুতস্থানে) এমি ইৎ (যাইবই) জারিণী ইব (দুশ্চরিত্রা ব্যভিচারিণী নারী যেরূপ সংকেতস্থানে গমন করে) ইত্যপি নিগমঃ ভবতি (এই বৈদিক বাক্যও আছে)।

উদ্ধৃত মন্ত্রাংশে নিষ্কৃত শব্দের অর্থ সংস্কৃত। নির্ = সম্—এতৎপ্রামাণ্যে বৈদিক বাক্যও উদ্ধৃত হইল।

প্রতি যন্তি গাবো গমনাৎ, অরুশীরারোচনাৎ, মাতরো বাসো নির্মাত্র্যঃ।। ৭।।

প্রতি যন্তি (প্রতিগমন করে)—উষার উদ্ভব সূর্য্য হইতে, সূর্য্য হইতেই উষার আগমন; সূর্য্যের দিকেই উষার প্রতিগমন হয়, সূর্য্যেই উষার বিলয় সাধিত হয়।^১ গাবঃ গমনাৎ—গো শব্দ গমনার্থক ‘গম্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; গাবঃ = গমনস্বভাবা। অরুশীঃ আরোচনাৎ—অরুশী শব্দ আ + দীপ্যর্থক ‘রুচ্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; অরুশীঃ = প্রকাশমানা উষা। মাতরঃ—নির্মাণার্থক ‘মা’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; মাতরঃ = ভাসঃ নির্মাত্র্যঃ (প্রকাশ বা জ্যোতির নির্মাণকারিণী বা জনয়িত্রী)।

৩। সূর্য্য।

সূর্য্য সূর্য্যস্য পত্নী। ঐষৈবাভিসৃষ্টকালতমা।। ৮।।

সূর্য্য সূর্য্যস্য পত্নী (সূর্য্য শব্দের অর্থ সূর্য্যের পত্নী)। এষা এব অভিসৃষ্টকালতমা (এই উষাই কাল গত হইলে সূর্য্যোদয়কালের অতি নিকটবর্ত্তিনী হইয়া সূর্য্যরূপে পরিণত হন)।^২

১। যত আগতাস্তত্রৈব প্রতিগচ্ছন্তি। যত আদিত্যাদুৎপন্নাস্তত্রৈব প্রলীয়ন্তে (ঋঃ স্বাঃ)।

২। যথা সূর্য্যোদয়কালং প্রতি অভিসৃষ্টতমা ভবতি তথা তথা সৈষা উষাঃ সূর্য্য সম্পদ্যতে (দুঃ); আদিত্যোদয়কালং প্রত্যভিসৃষ্টকালতমা (ঋঃ স্বাঃ)।

উদয়প্রাক্ষণবর্তী আদিত্যের নাম সূর্য্য—তৎসহচারিণী উষঃ-প্রভা সূর্য্য। কাজেই
আচার্য্য বলিতেছেন—উষাই কালাতিক্রমে সূর্য্যোদয়ের অতিনিকটবর্ত্তিনী হইয়া সূর্য্য নামে
অভিহিতা হন। মোটের উপর অরুণোদয় পূর্ব্ববর্ত্তিনী অধিকতর প্রকাশসম্পন্ন উষাই সূর্য্য।

তস্যা এষা ভবতি।। ৯।।

তস্যাঃ এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্টি সূর্য্যাসম্বন্ধে হইতেছে)।

।। সপ্তম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সুকিংশুকং শল্মলিং বিশ্বরূপং হিরণ্যবর্ণং সুবৃত্তং সুচক্রম্।

আ রোহ সূর্যো অমৃতস্য লোকং স্যোনং পত্যে বহতুং কৃণুষ ॥ ১ ॥

(ঋ—১০।৮৫।২০)

সূর্যো (হে সূর্যো) সুকিংশুকং (ত্রিলোকাবভাসক) শল্মলিং (নির্মল) বিশ্বরূপং (সর্বরূপসম্পন্ন) হিরণ্যবর্ণং (হিরণ্যোপমবর্ণ অথবা হিরণ্যবৎ বরণীয়) সুবৃত্তং (শোভনগতি অথবা শোভনরশ্মিপরিবৃত)^১ সুচক্রম্ (সুদীপ্ত)^২ অমৃতস্য লোকম্ আরোহ (আদিত্যমণ্ডলে আরোহণ কর)^৩, স্যোনং পত্যে বহতুং কৃণুষ (পতিভূত আদিত্যের নিমিত্ত সুখকে বহতু বা মাস্তলিক দ্রব্য^৪ কর; অথবা—সুখে সর্বপালক আদিত্যে অনুপ্রবেশ কর—বহতু = বহন = অনুপ্রবেশ—একাদশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য, পত্যে সপ্তম্যর্থ্যে চতুর্থী)।

সূর্যপ্রভাকে সূর্য্যমণ্ডল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ঋষি বলিতেছেন। বাস্তবিক পক্ষে সূর্য্যপ্রভা ও সূর্য্যমণ্ডলের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ—সূর্য্যমণ্ডলে সূর্য্যপ্রভার অনুপ্রবেশ কল্পনামাত্র। নৈরুক্তগণের মতে মন্তব্য বিবৃত হইল।

সুকাশনং শল্মলং সর্বরূপম্, অপি বোপমার্থে স্যাৎ—সুকিংশুকমিব শল্মলিমিতি; কিংশুকং ত্রংশতেঃ প্রকাশয়তিকর্মণঃ ॥ ২ ॥

সুকিংশুকং = সুকাশনম্ (উত্তমরূপে প্রকাশসম্পাদক); শল্মলিং = শল্মলম্ (মল-নির্মুক্ত বা নির্মল—বিশরণার্থক ‘শদ’ ধাতু হইতে শল্মশব্দ নিষ্পন্ন; শল্ম + মল = শল্মলি); বিশ্বরূপং = সর্বরূপম্ (সর্বরূপসম্পন্ন)। অপি বা উপমার্থে স্যাৎ (অথবা ‘সুকিংশুকং শল্মলিম্’ উপমার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে বলা যাইতে পারে), সুকিংশুকং শল্মলিম্ = সুকিংশুকম্ ইব শল্মলিম্ (উত্তমবর্ণ পলাশপুষ্পের ন্যায় সুদৃশ্য শল্মলিবিকার রথে অর্থাৎ বিচিত্রবর্ণ-রঞ্জিত শল্মলিকাষ্ঠনির্মিত রথে—শল্মলিশব্দঃ শল্মলিবিকারভূতে রথে বর্ত্ততে, বিচিত্রবর্ণাকরণং

১। সুবৃত্তং সুবর্তনং বৃদগমনং সুগমনং শোভনগমনমিত্যর্থঃ (ঋঃ ষাঃ); শোভনৈব্যা রশ্মিভিবৃত্তম্ (দুঃ)।

২। সুচক্রং সুচকনং সুদীপ্তম্ (দুঃ)।

৩। অমৃতস্য লোকমাদিত্যম্ (ঋঃ ষাঃ); আরোহ অনুপ্রবেশেত্যর্থঃ (ঋঃ ষাঃ)।

৪। বহতু = বিবাহে মাস্তল্য দ্রব্য—বিবাহে মাস্তল্যার্থ বরের সম্মুখে যে হরিদ্রাণ্ডগাদি মঙ্গলদ্রব্য স্থাপিত হয়, তাহার নাম বহতু। প্রজাপতি সূর্য্যকে সোমের উদ্দেশে সম্প্রদানার্থ উদ্যত হইয়া ঋক্ সঙ্ঘকে সেই কন্য়ার ‘বহতু’ করিয়াছিলেন (ঐত ব্রা ৪।১৭।১—রামেন্দ্রসুন্দর)। পত্যে পতিভূতাত্মাদিত্যম্ (ঋঃ ষাঃ)। স্যোনং = সুখ (নিঘ ৩।৬)। সুখকে আদিত্যের বহতু বা মাস্তলিক দ্রব্য কর—সূর্য্যোদয়ে জগতের যে সুখ বা আনন্দ তাহাই সূর্য্যের মাস্তলিক দ্রব্য হউক, ইহাই বোধ হয় তাৎপর্য্য।

শল্মলিবিকারভূতং রথম্—স্কন্দস্বামী; এই ব্যাখ্যা অনৈরুক্তপক্ষে);^১ কিংশুকং ক্রংশতেঃ প্রকাশয়তিকর্ণাং (কিংশুক শব্দ প্রকাশকরা অর্থে বর্তমান ‘ক্রংশ’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; কিংশুক = প্রকাশক)।

শল্মলিঃ সুশরো ভবতি, শরবান্ বা ॥ ৩ ॥

শল্মলিঃ সুশরঃ ভবতি (শল্মলি অতিহিংস্র হয়—মৃদু বলিয়া সকলেই ইহাকে অতিশয় হিংসা করে); শরবান্ বা (অথবা, শল্মলি হিংস্রবান্ বা হিংস্রাকারী—কণ্টকের দ্বারা সকলকে হিংসা করে); হিংসার্থক ‘শৃ’ ধাতু হইতে শল্মলি শব্দ নিষ্পন্ন।

আরোহ সূর্য্যে অমৃতস্য লোকমুদকস্য; সুখং পত্যে বহতুং কুরুষ ॥ ৪ ॥

অমৃতস্য লোকম্ = উদকস্য লোকম্ (উদকের স্থানে অর্থাৎ আদিত্যে—স্কন্দস্বামী) আরোহ (আরোহণ কর বা অনুপ্রবিষ্ট হও)। সোমং পত্যে বহতুং কৃণু = সুখং পত্যে বহতুং কুরুষ (উষাকালে জগতের যে সুখ বা আনন্দ তাহাকেই তোমার পতিভূত আদিত্যের নিমিত্ত বহতু বা মাস্তুলিক দ্রব্য কর, সোমশব্দ সুখবাচক—নিঘ ৩।৬ এবং কৃণু = কুরুষ)। বহতুশব্দের অর্থ স্কন্দস্বামী একাদশ পরিচ্ছেদে করিয়াছেন—বহন বা অনুপ্রবেশ।

“সবিতা সূর্য্যং প্রায়চ্ছং সোমায় রাজ্ঞে প্রজাপত্যে বা” ইতি চ ব্রাহ্মণম্ ॥ ৫ ॥

সবিতা ... প্রজাপত্যে বা (সবিতা রাজা সোম অথবা প্রজাপতির হস্তে সূর্য্যাকে প্রদান করিয়াছিলেন) ইতি চ ব্রাহ্মণম্ (এই ব্রাহ্মণবাক্যও আছে)। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৪।১৭।১) দেখিতে পাই—‘একদা প্রজাপতি সাবিত্রী সূর্য্যানামী দুহিতাকে রাজা সোমের উদ্দেশে সম্প্রদানার্থ উদ্যত হইয়াছিলেন।’ সায়ণ বলেন—সাবিত্রী সবিতার কন্যা হইলেও প্রজাপতি স্নেহবশতঃ তাহাকে আপন দুহিতা মনে করিতেন (রামেন্দ্রসুন্দর—ঐত. ব্রা. দ্রষ্টব্য)। নিরুক্তপক্ষে ব্রাহ্মণবাক্যের অর্থ হইবে—সবিতা (সুষুম্নাখ্য সূর্য্যরশ্মি) সূর্য্যং (তৎকৃত দুহিতৃভূত জ্যোৎস্নাকে) সোমায় রাজ্ঞে প্রায়চ্ছং (রাজা সোমের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন); বা (অথবা) সবিতা (সূর্য্য) সূর্য্যং (উষাকে) প্রজাপত্যে প্রায়চ্ছং (মধ্যমস্থান প্রজাপতিকে দান করিয়াছিলেন)।

অনৈরুক্তপক্ষে উদ্ধৃত মন্ত্রের অর্থ—

সূর্য্যে (হে সূর্য্যে) সুকিংশুকং শল্মলিং (উত্তম পলাশপুষ্পের ন্যায় অরুণবর্ণ শল্মলি-কাষ্ঠ নিষ্প্রিত) বিশ্বরূপং (চিত্রবিচিত্রমূর্ত্তিসমলঙ্কৃত) হিরণ্যবর্ণং (স্বর্ণখচিত বলিয়া স্বর্ণবর্ণ) সুবৃতং (ক্ষিপ্রগামী) সুচক্রম্ (শোভনচক্রবিশিষ্ট) অমৃতস্য লোকম্ (মরণধর্ম্মবজ্জিত সূর্য্যের

রথাখ্য স্থানে)^১ আরোহ (আরোহণ কর), স্যোনং পত্যে বহতুং কৃণুষ (তোমার পতির নিমিত্ত সুখকর বহতু বা উপটৌকন লইয়া যাও;^২ অথবা ভর্তৃভূত আদিত্যকে সুখে বিবাহ কর)।

এই পক্ষে সূর্য্য উদ্বোধা (বিবাহকর্ত্তা) এবং সূর্য্যা কন্যা। ব্রাহ্মণবাক্যের সহিত পার্থক্য লক্ষ্য করিবার বিষয়।

৪। বৃষাকপায়ী।

বৃষাকপায়ী বৃষাকপেঃ পত্নী, ঐষৈবাভিসৃষ্টকালতমা ॥ ৬ ॥

বৃষাকপায়ী বৃষাকপেঃ পত্নী (বৃষাকপায়ী বৃষাকপির অর্থাৎ আদিত্যের পত্নী)। এষা এব অভিসৃষ্টকালতমা (এই সূর্য্যাই কালগত হইলে বৃষাকপায়ী বলিয়া অভিহিতা হন)।

বৃষাকপায়ী বৃষাকপির (আদিত্যের) পত্নী অর্থাৎ বিভূতি সূর্য্যসহচারিণী উষঃপ্রভা। সূর্য্যবিভূতি অবশ্যায় (হিম, শিশির বা কুজ্জাটিকা) বর্ষণ করে এবং তাহা কম্পিত করে অথবা নিশাচর প্রাণিবর্গকে ভয়ে কম্পিত করে—ইহাই বৃষাকপায়ী নামের ব্যুৎপত্তি। সূর্য্যার অবস্থা অতিক্রম করিলেই উষার নাম হয় বৃষাকপায়ী; বৃষাকপায়ী উষার ঠিক অরুণোদয় অবস্থা।

তস্যা এষা ভবতি ॥ ৭ ॥

তস্যাঃ এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী বৃষাকপায়ী সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ অষ্টম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। স্কন্দস্মারীর মতে—সোমস্য রাজ্ঞঃ প্রজাপতেৰ্বা রথাখ্যং স্থানম্। দৃষ্টব্য এই যে যাক্ষমতে সূর্য্যা = সূর্য্যপত্নী।

২। রমেশচন্দ্র দৃষ্টব্য।

নবম পরিচ্ছেদ

ব্ধাকপায়ি রেবতি সুপুত্র আদু সুনুষে।

ঘসত্ত ইন্দ্র উক্ষণঃ প্রিয়ং কাচিৎকরং হবিবিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ॥ ১॥

(ঋ—১০।৮৬।১৩)

ব্ধাকপায়ি (হে ব্ধাকপায়ি) রেবতি (হে ধনবতি) সুপুত্রে (হে সুপুত্রে) আৎ উ সুনুষে (হে সুন্দর পুত্রবধূসম্বন্ধিতে) ইন্দ্রঃ তে উক্ষণঃ ঘসৎ (ইন্দ্র অর্থাৎ আদিত্য^১ তোমার বৃষ্ট হিমকণাসমূহকে ভক্ষণ করন—বিশোধিত করন), প্রিয়ং কাচিৎকরং হবিঃ [কুরুষ্ব] (ইন্দ্রের নিমিত্ত প্রিয় এবং অতি সুখকর হিমকণারূপ উদক হবি নিষ্পন্ন কর)^২, বিশ্বস্মাৎ ইন্দ্রঃ উত্তরঃ (ইন্দ্র সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ)^৩।^৪

ব্ধাকপায়ি রেবতি সুপুত্রে মধ্যমেন, সুনুষে মাধ্যমিকয়া বাচা॥ ২॥

ব্ধাকপায়ি রেবতি (হে ব্ধাকপায়ি, হে রেবতি। রেবতী শব্দের অর্থ রয়িমতী অর্থাৎ ধনবতী; উষাকে বাজিনীবতী অর্থাৎ ধনবতী বা অন্নবতী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে—যষ্ঠ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। সুপুত্রে মধ্যমেন (ব্ধাকপায়ীকে সুপুত্রা বলা হইয়াছে—মধ্যম অর্থাৎ ইন্দ্রের দ্বারা); মধ্যম বা ইন্দ্রই ব্ধাকপায়ীর পুত্র; স্কন্দস্বামী এবং দুর্গাচার্য্য উভয়েই বলেন—রসহরণ ধর্ম ইন্দ্রের আছে। পুত্র যেরূপ মাতার রসহরণ (দুগ্ধ পান) করে, মধ্যমও সেইরূপ ব্ধাকপায়ীর রস (শিশির কণা বা ওস) হরণ করে—বিশোধিত করে; এবং এতদুভয়ের সহস্থানতা বা সাহচর্য্যও আছে; কাজেই ইহাদের মধ্যে মাতা পুত্র সম্বন্ধ কল্পনা করা যাইতে পারে।^৫ সুনুষে মাধ্যমিকয়া বাচা (ব্ধাকপায়ীকে সুনুষা বা শোভন পুত্রবধূবিশিষ্টা বলা হইয়াছে মাধ্যমিকা বাকের দ্বারা); মাধ্যমিকা বাক ইন্দ্রের পত্নী, উভয়ের মধ্যে মিথুন সাধর্ম্য আছে বলিয়া;^৬ কাজেই মাধ্যমিকা বাক ব্ধাকপায়ীর পুত্রবধূ (দশম পরিচ্ছেদ ১ম সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য)।

সুযা সাধুসাদিনীতি বা, সাধুসানিনীতি বা, স্বপত্যং তৎ সনোতীতি বা॥ ৩॥

১। এষ ইন্দ্র আদিত্যঃ স হি তান্ অবশ্যারসংস্তায়ান্ উদান্ পিবতি (দৃঃ)।

২। হবিঃ উদকনামৈতৎ, উদকমবশ্যায়াক্ষ্যং দ্বিতীয়াশ্রুতেঃ কুরুষ্বতি শেষঃ (ঋঃ স্বাঃ); হবিরুদকং তৎ কুরুষ্বাবশ্যায়লক্ষণং হবিঃ (দৃঃ)।

৩। ইন্দ্র শব্দের অর্থ আদিত্য—ইন্দ্রঃ আদিত্যঃ (দৃঃ)।

৪। মধ্যমমস্যঃ পুত্রমাহ সাহচর্য্যাদ্রসহরণাদ্বা (ঋঃ স্বাঃ); মধ্যমেনেন্দ্রেণ রসহরণসামান্যং সহস্থান-সামান্যং (দৃঃ)।

৫। মিথুনসামান্যং (দৃঃ)—দশম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

‘মুযা’ শব্দের নির্বচন প্রদর্শন করিতেছেন। (১) সাধু + ‘সদ’ ধাতু হইতে মুযা শব্দ নিষ্পন্ন—মুযা সাধুসাদিনী (শ্বশুরের বংশবিস্তার অথবা পরিচর্য্যারূপ মনোজ্ঞ ব্যাপারে স্নহা অবস্থিত বা ব্যাপ্ত থাকে)। (২) সাধু + দানার্থক ‘সন্’ ধাতু হইতে মুযা শব্দ নিষ্পন্ন—মুযা সাধুসানিনী (মুযা শ্বশুরকে উত্তম সম্ভতি প্রদান করে)। (৩) অথবা—‘সু’ অপত্য তৎ সনোতি ইতি ‘সু’ শব্দের অর্থ অপত্য (সু = প্রসূত, এই ব্যুৎপত্তিতে), মুযা তাহা শ্বশুরকে দান করে (সু + দানার্থক ‘সন্’ ধাতু হইতে মুযা শব্দ নিষ্পন্ন)।

প্রাপ্নাতু ত ইন্দ্র উক্ষণ এতান্ মাধ্যমিকান্ সংস্তায়ান্ ॥ ৪ ॥

ঘসৎ তে ইন্দ্রঃ উক্ষণঃ = প্রাপ্নাতু তে ইন্দ্রঃ উক্ষণঃ (ইন্দ্র তোমার উক্ষসমূহকে ভক্ষণ করুন; ঘসৎ = প্রাপ্নাতু), উক্ষণঃ (উক্ষন্ শব্দের দ্বিতীয়া-বহুবচন)^১ = এতান্ মাধ্যমিকান্ সংস্তায়ান্ (এই মাধ্যমিক অবশ্যয়াখ্য উদকসঙ্ঘাত অর্থাৎ যে শিশিরকণাসমূহ প্রত্যুবে পতিত হয়)।^২

উক্ষণ উক্ষতেবৃদ্ধিকক্ষ্মণঃ, উক্ষন্ত্যদকেনেতি বা ॥ ৫ ॥

উক্ষণঃ উক্ষতেঃ বৃদ্ধিকক্ষ্মণঃ (‘উক্ষন্’ শব্দ বৃদ্ধ্যর্থক ‘উক্ষ্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—অবশ্যায় অর্থাৎ শিশিরকণা ধান্য কদলী প্রভৃতি ওষধিসমূহকে বর্দ্ধিত করে), উক্ষন্তি উদকেন ইতি বা (অথবা—অবশ্যায় উদকের দ্বারা পৃথিবীতল সিক্ত করে—সেচনার্থক ‘উক্ষ্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

প্রিয়ং কুরুষ সুখাচয়করং হবিঃ সুখকরং হবিঃ, সর্বস্বাদ্ য ইন্দ্র উত্তরন্তমেতদ্ ব্রূম আদিত্যম্ ॥ ৬ ॥

কাচিৎকরং হবিঃ = সুখাচয়করং হবিঃ = সুখকরং হবিঃ; ‘কুরুষ’ এই উহা ক্রিয়াপদের কক্ষ্ম। কাচিৎকরং—কক্ষ্মের অর্থ সুখ, তাহার আচিৎ অর্থাৎ আচয় বা সঞ্চয়; কাচিৎ = সুখাচিৎ বা সুখাচয়, কাচিৎকর = সুখাচয়কর অর্থাৎ প্রভূত সুখের উৎপাদক; ঋষি বলিতেছেন—হে ব্রাহ্মণপায়, তুমি প্রীতিকর এবং অতিসুখকর শিশিরকণারূপ হবি (উদক) নিষ্পাদন কর।^৩ সর্বস্বাৎ যঃ ইন্দ্রঃ উত্তরঃ (সকলের অপেক্ষায় যে ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ) তম্ এতদ্ ব্রূমঃ আদিত্যম্ (সেই আদিত্যরূপী ইন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়াই ইহা বলিতেছি); শিশিরকণারূপ উদকহবি নিষ্পাদিত হইবে কাহার উদ্দেশে? আচার্য্য বলিতেছেন—যে আদিত্যরূপী ইন্দ্রকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে তাঁহার নিমিত্তই উক্তরূপ হবি নিষ্পাদিত হউক—তিনি উদিত হইয়া উহা গ্রহণ করিবেন।^৪

১। উক্ষণঃ ছান্দসদ্বাদম্রোপাভাবঃ উক্ষঃ (ক্ষঃ স্বাঃ)।

২। মাধ্যমিকান্দকসঙ্ঘাতানবশ্যয়াখ্যান, যে তু তৎকালেবশ্যায়কণাঃ পতন্তি তানিত্যর্থঃ (ক্ষঃ স্বাঃ)।

৩। হবিঃ উদকং তৎ কুরুষাবশ্যায়লক্ষণং হবিঃ (দুঃ)।

৪। কিমর্থম্—বিবখান্ য এষ ইন্দ্র আদিত্য উত্তরঃ তদর্থমিতি (দুঃ)।

৫। সরণ্যঃ।

সরণ্যঃ সরণাৎ।। ৭।।

সরণ্যঃ সরণাৎ (সরণ্য শব্দ গত্যর্থক 'স্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

উষঃপ্রভা যখন সূর্য্যের প্রতি নিজেকে পরিচালিত করিয়া সূর্য্যের সহিত অবিভক্ত ভাবে প্রতীত হয় তখনই তাহার নাম হয় সরণ্য। সরণ্য সূর্য্যসহচারিণী উষঃপ্রভা, বৃষাকপায়ীর পরবর্ত্তিনী; অরুণোদয়োত্তরকালীন উষাই সরণ্য।

তস্যা এষা ভবতি।। ৮।।

তস্যাঃ এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্টি সরণ্যসম্বন্ধে হইতেছে)।

।। নবম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।।

দশম পরিচ্ছেদ

অপাগূহনমৃতাং মৰ্ত্যোভ্যঃ কৃত্বী সৰ্বণামদদুৰ্বিবস্বতে ।

উতশ্বিনাবভরদ্ যন্তদাসীদজহাদু দ্বা মিথুনা সরণ্যঃ ॥ ১ ॥

(ঋ—১০।১৭।২)

[রশ্ময়ঃ] (সূর্যরশ্মিসমূহ) অমৃতাং (মৃত্যুরহিত বৃষাকপায়ীকে অর্থাৎ অরুণোদয়-কালীন উষঃপ্রভাকে) মৰ্ত্যোভ্যঃ (মনুষ্যগণের দৃষ্টিপথ হইতে) অপাগূহন (অন্তর্হিত করিল), সৰ্বণাং কৃত্বী (তাহার তুল্যাকৃতি সরণ্যকে অর্থাৎ অরুণোদয়োত্তরকালীন উষঃপ্রভাকে সৃষ্টি করিয়া)^১ বিবস্বতে অদদুঃ (উদীয়মান আদিত্যকে প্রদান করিল অর্থাৎ তাহার সম্বন্ধে করিল)^২, উত (আর) সরণ্যঃ (সরণ্য) অশ্বিনৌ অভরৎ (অশ্বিদ্বয়কে অর্থাৎ তমোভাগ এবং জ্যোতির্ভাগকে নিজের মধ্যে ধারণ করিল)^৩, যৎ তদা আসীৎ (তখন বৃষাকপায়ীর নিজের যে রক্ত রূপ তাহা)^৪ [এবং] দ্বৌ মিথুনৌ (মিথুনদ্বয়কে—মিথুনীভূত যুগলকে মধ্যম বা তমোভাগ এবং তদন্তর্গত মাধ্যমিকা বাক্ অর্থাৎ নিস্তব্ধতাকে অজহাৎ (পরিত্যাগ করিল)।

অরুণোদয়কালীন উষা বৃষাকপায়ী এবং অরুণোদয়োত্তরকালীন উষা সরণ্য। উষার এই অবস্থাদ্বয় মন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। সূর্যরশ্মিসমূহের দ্বারা বৃষাকপায়ী উষা মনুষ্যের দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইল, আবির্ভাব হইল সরণ্য উষার—সরণ্য উষা আদিত্যের সমিহিতা হইল। সরণ্যতে অন্তর্নিহিত হইল অশ্বিদ্বয়—তমোভাগ এবং জ্যোতির্ভাগ (প্রথম পরিচ্ছেদের চতুর্থ সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য) এবং এই সময়েই মাত্র প্রাতঃকালসম্পাদ্য অশ্বিদ্বয়ের যাগও নিষ্পন্ন হইল। সরণ্য এবার বৃষাকপায়ীর রক্ত রূপ এবং মিথুনীভূত অর্থাৎ মধ্যম বা তমোভাগ এবং তদন্তর্গত মাধ্যমিকা বাক্কে পরিত্যাগ করিল। যখন সরণ্য আদিত্যমণ্ডলে অনুপ্রবিষ্ট হয়—আদিত্য যখন পূর্ণভাবে উদিত হন, তখন মধ্যম এবং তদন্তবর্তী মাধ্যমিকা বাকের কাল বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়—ইহাই সরণ্যকর্তৃক মিথুন পরিত্যাগ।^৫

১। কৃত্বা চান্যাং তৎসৰ্বণাং সরণ্যান্নীমুদিতৈরুণে (ঋঃ স্বাঃ); তৎসৰ্বণামেতাং কৃত্বা সরণ্যম্ (দুঃ)।

২। আদিত্যস্য সম্বন্ধিতরাং কুব্জীত্যর্থঃ (ঋঃ স্বাঃ)।

৩। অশ্বিনাবাশ্বানি ধারয়তি তমোভাগং জ্যোতির্ভাগং চেত্যর্থঃ (ঋঃ স্বাঃ)।

৪। যন্তদাসীদ্ বৃষাকপায়া রক্তং রূপং তচ্চ (ঋঃ স্বাঃ)।

৫। যদা হি সরণ্যঃ আদিত্যস্য সকাশং মণ্ডলমনুপ্রবিষ্টা ভবতবিভাগেন, তদাদিতে আদিত্যে বিচ্ছিন্নতে মধ্যমস্য মাধ্যমিকায়ান্চ বাচঃ কাল ইতি, এষ তয়োস্ত্যাগঃ (দুঃ)।

অপ্যগূহনমৃতাং মৰ্ত্যোভ্যঃ কৃত্বী সৰ্বণামদুৰ্বিবস্বতেহপ্যশ্বিনাবভরদ্
যন্তদাসীদজহাদ্ দ্বৌ মিথুনৌ সরণ্যঃ মধ্যমঞ্চ মাধ্যমিকাঞ্চ বাচমিতি
নৈরুক্তাঃ ॥ ২ ॥

অপ্যগূহন (আর, গুপ্ত বা লোকচক্ষুর অন্তরাল করিল—বহুপুস্তকে ‘অপাগূহন’ পাঠ
পরিদৃষ্ট হয়); অমৃতাং = মরণধৰ্মবজ্জিতাং বৃষাকপায়ীম্ (মৃত্যুরহিত বা অবিনাশী বৃষাক-
পায়ীকে ‘অগূহন’ ক্রিয়ার কর্ম); সৰ্বণাং = সৰ্বণাং সরণ্যম্ (তুল্যবর্ণবিশিষ্টা সরণ্যকে) কৃত্বী
= কৃত্বা (সৃষ্ট করিয়া) বিবস্বতে অদদুঃ (বিবস্বান্ অর্থাৎ আদিত্যকে প্রদান করিল—আদিত্যের
সম্নিকৃষ্ট করিল); অপি অশ্বিনৌ অভরৎ (আর অশ্বিদ্বয়কে নিজের মধ্যে ধারণ করিল, উত
= অপি) যৎ তদা আসীৎ (সেই সময় যাহা ছিল অর্থাৎ বৃষাকপায়ীর বা নিজের যে রক্তরূপ
ছিল) [তৎ] (তাহা) অজহাৎ দ্বৌ মিথুনৌ সরণ্যঃ মধ্যমঞ্চ মাধ্যমিকাঞ্চ বাচম্ (এবং
মিথুনদ্বয়কে অর্থাৎ মধ্যম এবং মাধ্যমিকা বাক্যকে সরণ্য পরিত্যাগ করিল) ইতি নৈরুক্তাঃ
(ইহা নৈরুক্তগণের ব্যাখ্যা)।

যমঞ্চ যমী চৈতিহাসিকাঃ ॥ ৩ ॥

যমং চ যমী চ ইতি ঐতিহাসিকাঃ (মিথুনদ্বয় = যম ও যমী—ঐতিহাসিকগণের ইহাই
অভিমত)।

তত্রৈতিহাসমাচক্ষতে—ত্বাষ্ট্রী সরণ্যাবিবস্বত আদিত্যাদ্ যমৌ মিথুনৌ
জনয়াঞ্চকার, সা সৰ্বণামন্যাং প্রতিনিধায়াশ্চ রূপং কৃত্বা প্রদুদ্রাব, স বিবস্বান্
আদিত্য আশ্বমেব রূপং কৃত্বা তামনুসৃত্য সম্ভূব, ততোহশ্বিনৌ জজ্ঞাতে, সৰ্বণায়াং
মনুঃ ॥ ৪ ॥

তত্র ইতিহাসম্ আচক্ষতে (এই বিষয়ে ঐতিহাসিকগণ ঈদৃশ ইতিহাস বর্ণনা করেন)
—ত্বাষ্ট্রী সরণ্যঃ বিবস্বতঃ আদিত্যাং যমৌ মিথুনৌ জনয়াঞ্চকার (ত্বষ্টার কন্যা সরণ্য
আদিত্য হইতে যমজ মিথুন অর্থাৎ পুত্র ও কন্যা যমযমীকে প্রসব করিলেন), সা সৰ্বণাম্
অন্যাং প্রতিনিধায় আশ্বং রূপং কৃত্বা প্রদুদ্রাব (তিনি স্বসদৃশী অন্য একটা নারীকে
প্রতিনিধিরূপে স্থাপন করিয়া অশ্বরূপ ধারণপূর্বক পলায়ন করিলেন) স বিবস্বান্ আদিত্যঃ
আশ্বম্ এব রূপং কৃত্বা তাম্ অনুসৃত্য সম্ভূব (সেই তেজস্বান্ আদিত্যও অশ্বেরই রূপ
ধারণ করিয়া তাহাকে অনুসরণ করত তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন), ততঃ অশ্বিনৌ
জজ্ঞাতে (সরণ্য হইতে অশ্বিদ্বয় জন্মগ্রহণ করিলেন) সৰ্বণায়াং মনুঃ (তৎসৰ্বণা নারীতে
জন্মগ্রহণ করিলেন মনু)।

ঐতিহাসিকগণের মতে উদ্ধৃত শ্লোকের অর্থ হইবে—

অপাগূহন অমৃতাং মৰ্ত্যোভ্যঃ (দেবতাভাবপ্রাপ্ত রক্ষিসমূহ সরণ্য হইতে অশ্বিদ্বয়ের
ভবিষ্যৎ জন্ম দর্শন করিয়া সেই অমরণধর্মিণীকে লোকহিত কামনায় মনুষ্যগণের দৃষ্টিপথ

হইতে অন্তর্হিত করিল—তাহাকে উত্তরকুরুপ্রদেশে লইয়া গেল) কৃত্তী সর্বণাম্ অদদুঃ বিবস্বতে (তৎসদৃশী অন্য একটা নারীকে সৃষ্টি করিয়া আদিত্যকে প্রদান করিল), উত অশ্বিনৌ অভরৎ যৎ তদা আসীৎ (আর, সেই সময়ে সরণ্যর যে অশ্বীরূপ ছিল সেইরূপে তিনি অশ্বিদ্বয়কে প্রসব করিলেন)^১ অজহাৎ দ্বা মিথুনা সরণ্যঃ (তৎপরে সরণ্য আদিত্য হইতে লব্ধ যমজ দুইটা সন্তানকে—যম ও যমীকে ত্যাগ করিলেন অর্থাৎ যম ও যমীকে প্রসব করিয়া অন্তর্হিত হইলেন)।

Maxmuller-এর মতে—‘বিবস্বান্ অর্থে আকাশ, সরণ্য অর্থে উষা, অশ্বিদ্বয় অর্থে উভয়সন্ধ্যা অর্থাৎ প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যা, যম ও যমীর আদি অর্থ দিবা ও রাত্রি’ (রমেশচন্দ্র দ্রষ্টব্য)।

তদভিবাদিন্যেযগ্ভবতি ॥ ৫ ॥

তদভিবাদিনী এষা ঋক্ ভবতি (তদর্থপ্রকাশক এই ঋক্‌টী হইতেছে)।

পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্‌টী উদ্ধৃত হইতেছে তাহাতে সরণ্যর ঐতিহাসিকপক্ষে ব্যাখ্যা সমর্থিত হইবে।^২ ঐতিহাসিকপক্ষে সরণ্য ত্বষ্টার দুহিতা।

॥ দশম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। যৎ আশ্বং তদা রূপমাসীৎ তেন সা সরণ্যরশ্বিনৌ অভরৎ অজনয়ৎ (দুঃ)।

২। ইতিহাসদর্শনাভিবাদিনী এষা ঋক্ ভবতি (ঋঃ স্বাঃ)।

একাদশ পরিচ্ছেদ

৬। তৃপ্তা।

তৃপ্তা দুহিত্রে বহতুং কৃণোতীতীদং বিশ্বং ভুবনং সমেতি।

যমস্য মাতা পর্যুহ্যমানা মহো জায়া বিবস্বতো ননাশ।। ১।।

(ঋ—১০।১৭।১)

তৃপ্তা (তৃপ্তা—যাঁহাকে পুরাণবিদগণ বিশ্বকর্মা বলিয়া জানেন) দুহিত্রে বহতুং কৃণোতি (দুহিতার বিবাহ নিষ্পন্ন করেন), ইতি (এই নিমিত্ত) ইদং বিশ্বং ভুবনং সমেতি (এই বিশ্ব সংসার আসিয়া সমবেত হইল), যমস্য মাতা মহঃ বিবস্বতঃ জায়া (যমের মাতা এবং মহান্ আদিত্যের জায়া) পর্যুহ্যমানা (বিবাহিতা হইয়া) ননাশ (অন্তর্ধান করিলেন)।

তৃপ্তা কন্যা সরণ্যকে সূর্য্যের সহিত বিবাহ দিলেন; নিখিল বিশ্ব সমবেত হইয়া এই বিবাহ দর্শন করিল। যমজননী সূর্য্যপত্নী সরণ্য যম ও যমীকে প্রসব করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

তৃপ্তা দুহিতুবহনং করোতি, ইদং বিশ্বং ভুবনং সমেতীমানি চ সর্ব্বাণি ভূতান্যভিসমাগচ্ছন্তি, যমস্য মাতা পর্যুহ্যমানা মহতো জায়া বিবস্বতো ননাশ।। ২।।

তৃপ্তা দুহিতুঃ বহনং করোতি (তৃপ্তা দুহিতার বিবাহ নিষ্পন্ন করিতেছেন—দুহিত্রে = দুহিতুঃ, কৃণোতি = করোতি); ইদং বিশ্বং ভুবনং সমেতি = ইমানি চ সর্ব্বাণি ভূতানি অভিসমাগচ্ছন্তি (আর, বিবাহ দর্শন বাসনায় এই নিখিল ভূতনিচয় আসিয়া সমুপস্থিত হইল); যমস্য মাতা—যমের ভবিষ্যজ্জন্ম লক্ষ্য করিয়া সরণ্যকে যমমাতা বলা হইয়াছে; মহঃ = মহতঃ।

রাত্রিরাদিত্যস্যাদিত্যোদয়েহন্তর্ধীয়তে।। ৩।।

রাত্রিঃ আদিত্যস্য, আদিত্যোদয়ে অন্তর্ধীয়তে (রাত্রি অর্থাৎ রাত্রির একদেশ বা অংশ উষাই আদিত্যের পত্নী, আদিত্যের উদয়ে উষা অন্তর্হিত হয়)।^১

নৈরুক্তপক্ষে—সরণ্য শব্দের অর্থ রাত্রির একাংশ উষা; উষাই আদিত্য-পত্নী—আদিত্যোদয়ে বিলীন হইয়া যায়। নৈরুক্তপক্ষে উদ্ধৃত ঋকের ব্যাখ্যা হইবে—

১। রাত্রিরাদিত্যস্যেতি চ রাত্রিশব্দেন রাত্রেরেকদেশত্বাদুযা এবোচ্যতে সম্বন্ধত্বাৎ (ঋঃ ষাঃ); রাত্রিরাদিত্য উষা জায়া (দুঃ)।

তৃপ্তা (মধ্যম—তমোভাগ) দুহিত্রে বহতুং কৃণোতি (দুহিতার অর্থাৎ দূরে স্থিত উষার বহতু বা বহন অর্থাৎ আদিত্যে অনুপ্রবেশ নিষ্পন্ন করে)^১ ইতি ইদং বিশ্বং ভুবনং সমেতি (প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া নিখিল প্রাণিবর্গ স্ব স্ব কর্তব্য কার্য্যে সম্মত বা সংবদ্ধ হয়) যমস্য মাতা (আদিত্যের মাতা)^২ [এবং] মহঃ বিবস্বতঃ জায়া (মহান্ আদিত্যেরই জায়া) [উষা] পর্য্যুহ্যমানা (সমুৎসারিত হইয়া) ননাশ (অন্তর্হিত হয়)।

রাত্রির অন্ধকার বিদূরিত হইবার পর উষার উদয় হয় এবং উষা ক্রমে আদিত্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়। প্রভাত সময় সমুপস্থিত দেখিয়া সর্ব্বপ্রাণী স্ব স্ব কর্তব্যে অবহিত হয়। উষা আদিত্যের মাতৃভূতা—সহস্থানতানিবন্ধন উষা আদিত্যের সহচারিণী এবং উষার রসহরণ করেন আদিত্য, সন্তান যেরূপ মাতার স্তন্য হরণ করে; উষা আবার আদিত্যের জায়া—জায়াতে যেরূপ পতি অভিগত হয়, উষাতেও আদিত্য সেইরূপ অভিগত হইয়া থাকেন।^৩ আদিত্যের প্রকাশে উষা প্রোৎসারিত হয় এবং তাহার অন্তর্ধান ঘটে।

॥ একাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। দুহিতুর্দূরে হিতায়াঃ (দুঃ); উষার জন্ম তৃপ্তা অর্থাৎ মধ্যম বা তমোভাগ হইতে—উষা মধ্যমের দুহিতা। বহতু বহনং প্রাপণমনুপ্রবেশ আদিত্যে (ঋঃ স্বাঃ)।

২। যম আদিত্যস্তস্য মাতা (ঋঃ স্বাঃ)।

৩। মাতা সাহচর্যাৎ রসহরণাদ্বা; অভিগমনসামান্যাজ্জায়াভূতা (ঋঃ স্বাঃ)।

द्वादश परिच्छेद

१। सविता।

सविता व्याख्यातः॥ १॥

सविता व्याख्यातः (सविता व्याख्यात हईयाछे)।

सवितृ शब्देर निर्वर्चन पूर्वर्ष प्रदर्शित हईयाछे—निर् १०।७१ द्रष्टव्य। सवितृ शब्द
एहिह्राने आदित्यवाचक।

तस्य कालो यदा द्यौरपहततमस्का कीर्णरश्मिर्भवति॥ २॥

तस्य कालः (सवितार काल) यदा द्यौः अपहततमस्का कीर्णरश्मिः भवति (यखन अस्तुरिष्क
अस्कारविनिर्मुक्त एवं आदित्यकिरणे परिव्याप्तु হয়)।

यखन पृथिवीते अस्कार थाके किन्तु अस्तुरिष्कलोक तमःपरिशून्य एवं सूर्यालोक
उद्भासित হয় तখনই सवितार काल—सेइ कालेই आदित्य सविता बलिয়া कथित हन।
सायणेर मते उदयर पूर्वर्ष आदित्येर ये मूर्ति ताहई सविता, उदय हईते अस्तुगमन
पर्याप्त ये मूर्ति ताहा सूर्य।

तस्यैषा भवति॥ ३॥

तस्य एषा भवति (परवर्ती परिच्छेदे उद्धृत शब्द 'सविता' सम्बन्धे हईतेछे)।

॥ द्वादश परिच्छेद समाप्त॥

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বিশ্বা রূপাণি প্রতি মুঞ্চতে কবিঃ প্রাসাবীদ্রুং দ্বিপদে চতুষ্পদে।
বি নাকমখ্যং সবিতা বরেণ্যোহনুপ্রয়াণমুষসো বিরাজতি॥ ১॥

(ঋ—৫।৮।১।২, শুরু-যজুঃ ১২।৩)

কবিঃ (ক্রান্তদর্শন বা অবিশ্রান্তগতি^১ সবিতা) বিশ্বা রূপাণি (সর্বপ্রকার রূপ) প্রতিমুঞ্চতে (রূপবান্ দ্রব্যে প্রতিবদ্ধ করিতেছেন অর্থাৎ সর্বদ্রব্য অন্ধকারনির্মুক্ত করিয়া সুপ্রকাশিত করিতেছেন)^২, দ্বিপদে চতুষ্পদে (দ্বিপদ ও চতুষ্পদগণের নিমিত্ত) ভদ্রাণি (সর্বপ্রকার কল্যাণ) প্রাসাবীং (প্রসূত বা প্রেরিত অর্থাৎ উৎপন্ন করিতেছেন), বরেণ্যঃ সবিতা (পূজনীয় সবিতা) নাকং (দ্যুলোককে) বি + অখ্যং (ব্যখ্যং—উদ্ভাসিত করিতেছেন)^৩, উষসঃ অনুপ্রয়াণং (প্রয়াণম্ অনু—উষার প্রয়াণের পরে অর্থাৎ উষা অপগত হওয়ার পরে) বিরাজতি (দীপ্তি পাইতেছেন)।

সর্ব্বাণি প্রজ্ঞানানি প্রতিমুঞ্জতে, মেধাবী কবিঃ ক্রান্তদর্শনো ভবতি, কবতের্বা॥ ২॥

বিশ্বা = বিশ্বানি = সর্ব্বাণি; রূপাণি = [রূপবিষয়ক] প্রজ্ঞানানি; প্রতিমুঞ্চতে—আবদ্ধ বা প্রতিবদ্ধ করেন; ঘটপটাদি যে সকল দ্রব্য রূপবান্, তাহাদের রূপ প্রকট হয় আদিত্যোদয়ে—আদিত্যোদয়েই রূপবিষয়ক প্রজ্ঞান দ্রব্যসমূহে প্রতিবদ্ধ করে অর্থাৎ নৈশ অন্ধকার দূরীভূত করিয়া দ্রব্যের রূপবিষয়ক জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে।^৪ কবিঃ = মেধাবী অর্থাৎ জ্ঞানী—প্রকাশরূপজ্ঞানবিশিষ্ট; কবিঃ ক্রান্তদর্শনঃ ভবতি—আদিত্য কবি, কারণ তিনি ক্রান্তদর্শন অর্থাৎ তাঁহার দর্শন বা প্রকাশরূপ জ্ঞান দূরপ্রসারী;^৫ কবতের্বা অথবা গত্যর্থক ‘কু’ ধাতু হইতে কবিশব্দ নিষ্পন্ন—আদিত্য সর্ব্বদা গতিস্বভাব।

প্রসুবতি ভদ্রং দ্বিপাদ্যশ্চ চতুষ্পাদ্যশ্চ ব্যচিখ্যপন্মাকং সবিতা বরণীয়ঃ, প্রয়াণমনুষসো বিরাজতি॥ ৩॥

-
- ১। কবিঃ ক্রান্তদর্শনঃ অথবা কবতের্ধাতোগত্যর্থস্য কবিঃ কবতি গচ্ছত্যসৌ নিত্যম্ (দুঃ)।
 - ২। বিশ্বানি রূপাণি প্রতিমুঞ্চতে দ্রব্যেষু প্রতিবদ্ধাতি রাত্রিতমোহপহত্য রূপাণি প্রকাশয়তীত্যর্থঃ (মহীধর); যঃ বিশ্বানি সর্ব্বাণি রূপাণি প্রতিমুঞ্চতে প্রতিবদ্ধাতি দ্রবেষপহত্য শার্বরং তমঃ প্রকাশয়তীত্যর্থঃ (উবট)।
 - ৩। ব্যখ্যং বিখ্যাপয়তি প্রকাশয়তীত্যর্থঃ (স্বঃ স্বাঃ)।
 - ৪। সর্ব্বাণি প্রজ্ঞানানীতি ঘটপটাদিরূপাবিষ্কৃতেষুদ্বিষয়াণি প্রজ্ঞানানি (স্বঃ স্বাঃ)।
 - ৫। ক্রান্তং দূরং গতং দর্শনং প্রকাশরূপং বিজ্ঞানমস্য (স্বঃ স্বাঃ)।

প্রাসাবীৎ ভদ্রং দ্বিপদে চতুষ্পদে = প্রসুবতি ভদ্রং দ্বিপাদ্যশ্চ চতুষ্পাদ্যশ্চ (দ্বিপদ এবং চতুষ্পদ প্রাণিবর্গের নিমিত্ত ভদ্র অর্থাৎ কল্যাণনিবহ প্রসব বা প্রেরণ করেন—সবিতার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সর্ববিধ প্রাণী স্ব স্ব কল্যাণকর কার্যসমূহে ব্যাপ্ত হয়); প্রাসাবীৎ = প্রসুবতি = জনয়তি—প্রেরণার্থক ‘সু’ ধাতুর রূপ; দ্বিপদে = দ্বিপাদ্যঃ, চতুষ্পদে = চতুষ্পাদ্যঃ। বিনাকমখ্যৎ = নাকং ব্যখ্যৎ; ব্যখ্যৎ = ব্যচিখ্যপৎ = বিখ্যাপয়তি (প্রকট বা উদ্ভাসিত করেন); বরেণ্যঃ = বরণীয়ঃ (শ্রেষ্ঠ বা পূজনীয়)। অনুপ্রয়াণম্ উষসঃ বিরাজতি = উষসঃ প্রয়াণম্ অনু বিরাজতি (উষার প্রয়াণের পরে অর্থাৎ উষার অপগমে সবিতা বিশেষভাবে দীপ্তি পাইয়া থাকেন)।

অধোরামঃ সাবিত্র ইতি পশুসমাম্নায়ে বিজ্ঞায়তে, কস্মাৎ সামান্যাদিত্য-
ধস্তান্তদ্বেলায়াং তমো ভবত্যেতস্মাৎ সামান্যং, অধস্তাদ্রামোহস্তাৎ কৃষ্ণঃ, কস্মাৎ
সামান্যাদিত্যাগ্নিঃ চিত্বা ন রামামুপেয়াৎ, রামা রমণায়োপেয়তে ন ধর্ম্মায়
কৃষ্ণজাতীয়েতস্মাৎ সামান্যং ॥ ৪ ॥

অধোরামঃ সাবিত্রঃ (নিম্নপ্রদেশে কৃষ্ণবর্ণ ছাগপশু সবিতৃদেবতার জন্য বিহিত)^১ ইতি
পশুসমাম্নায়ে বিজ্ঞায়তে (ইহা পশুসমাম্নায়ে অর্থাৎ কোন্ দেবতার জন্য কোন্ পশু বিহিত
ইহা যেখানে অভিহিত হইয়াছে তথায় পরিজ্ঞাত হওয়া যায়)^২, কস্মাৎ সামান্যং ইতি (ইহা
কোন্ সমানতাবশতঃ?), [উত্তর] অধস্তাৎ তদ্বেলায়াং তমঃ ভবতি এতস্মাৎ সামান্যং
(সবিতার আবির্ভাবকালে নিম্নদেশে অর্থাৎ পৃথিবীতে অন্ধকার থাকে—পৃথিবী কৃষ্ণবর্ণে
আবৃত থাকে, এই সমানতা নিবন্ধন), অধস্তাৎ রামঃ = অধস্তাৎ কৃষ্ণঃ (অধোদেশে
কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট), কস্মাৎ সামান্যং ইতি (রামশব্দের অর্থ যে কৃষ্ণবর্ণ—ইহা কোন সমানতা
নিবন্ধন?) [উত্তর] অগ্নিঃ চিত্বা ন রামামুপেয়াৎ (অগ্নি চয়ন করিয়া রামাতে অর্থাৎ
শূদ্রা স্ত্রীতে উপগত হইবে না) রামা রমণায় উপেয়তে ন ধর্ম্মায় (শূদ্রা স্ত্রী উপগতা হয়
রমণের নিমিত্ত, ধর্ম্মের নিমিত্ত নহে), কৃষ্ণজাতীয়া এতস্মাৎ সামান্যং (শূদ্রা স্ত্রী কৃষ্ণ-
জাতীয়া—এই সমানতা নিবন্ধন)।

‘অধোরামঃ সাবিত্রঃ’ (সবিতৃদেবতার জন্য অধোদেশে কৃষ্ণবর্ণ ছাগপশু বিহিত)—
এই বিধান পরিদৃষ্ট হয় পশুসমাম্নায়ে অর্থাৎ কোন্ দেবতার উদ্দেশে কোন্ পশু বিহিত,
ইহা যেখানে উক্ত হইয়াছে তথায়—শুক্র-যজুর্বেদ ২৯।৫৮-৫৯ দ্রষ্টব্য। এই বিধানের
পশ্চাতে কোন সমানতা বা সৌসাদৃশ্য (analogy) আছে কিনা? উত্তর প্রদান করিতেছেন—
সবিতার কালে অধঃ প্রদেশ (পৃথিবী লোক) থাকে তমসাস্ত্রন হইয়া, কৃষ্ণবর্ণে আবৃত
হইয়া (দ্বাদশ পরিচ্ছেদ—২য় সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য); কাজেই সবিতৃদেবতার উদ্দিষ্ট পশুও

১। শুক্রযজুঃ ২৪।১ (উবট ও মহীধর দ্রষ্টব্য); রামঃ কৃষ্ণে বর্ণঃ (ঋঃ স্বাঃ)।

২। পশুবিধানার্থঃ সমাম্নায়াঃ পশুসমাম্নায়াঃ (ঋঃ স্বাঃ)।

হইবে অধোদেশে কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট। রাম শব্দের অর্থ কৃষ্ণবর্ণ। কেন? এখানে সমানতা বা সৌসাদৃশ্য কোথায়? রাম শব্দের সহিত কৃষ্ণবর্ণের সম্বন্ধ কোথায়? ভাষ্যকার বলিতেছেন—অগ্নিং চিত্রা ন রামাম্ উপেয়াৎ (প্রথম অগ্নি চয়ন করিয়া রামাতে অর্থাৎ শূদ্রায় শূদ্রজাতীয়া স্ত্রীতে^১ উপগত হইবে না), ঈদৃশ বিধি পরিদৃষ্ট হয় (কাঠসং ২২।৭, বশিষ্ঠ ধর্মশাস্ত্র ১৮।১৭ দ্রষ্টব্য); [যতঃ] রামা রমণায় উপেয়তে ন ধর্মায় (যেহেতু শূদ্রা স্ত্রী রমণের নিমিত্ত, ধর্মের নিমিত্ত নহে)। রামা = শূদ্রা স্ত্রী; শূদ্রা স্ত্রী আবার কৃষ্ণ-জাতীয়া বা কৃষ্ণবর্ণা—এই সমানতানিবন্ধন রামশব্দের অর্থ কৃষ্ণবর্ণ।

কৃকবাকুঃ সাবিত্র ইতি পশুসমাম্নায়ে বিজ্জায়তে, কস্মাৎ সামান্যাদিতি কালানুবাদং পরীত্য; কৃকবাকোঃ পূর্ব্বং শব্দানুকরণং বচেরত্তরম্॥ ৫॥

কৃকবাকুঃ সাবিত্রঃ ইতি পশুসমাম্নায়ে বিজ্জায়তে (কৃকবাকু অর্থাৎ কুক্কট সবিতৃ-দেবতার জন্য বিহিত) ইতি পশুসমাম্নায়ে বিজ্জায়তে (ইহা পশুসমাম্নায়ে পরিজ্জাত হওয়া যায়) কস্মাৎ সামান্যৎ ইতি (ইহা কোন্ সমানতাবশতঃ?) [উত্তর] কালানুবাদং পরীত্য (সবিতার কাল ঘোষণা করে ইহা জানিয়া); কৃকবাকোঃ পূর্ব্বং শব্দানুকরণং (কৃকবাকু-শব্দের পূর্ব্বভাগ অর্থাৎ কৃক শব্দ শব্দানুকরণ নিমিত্ত) বচঃ উত্তরম্ (পরবর্ত্তী ভাগ অর্থাৎ বাকু শব্দ ‘বচ্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

সবিতার জন্য কৃকবাকুও বিহিত (শুক্র-যজুঃ ২৪।৩৫ দ্রষ্টব্য)। কোন্ সমানতা নিবন্ধন? সবিতার সহিত কৃকবাকুর সম্বন্ধ কি? ভাষ্যকার বলিতেছেন—কৃকবাকু (কুক্কট) সবিতার কাল ঘোষণা করে, কৃকবাকুর ডাক শুনিলেই বুঝা যায় সবিতার কাল সমাগত হইয়াছে। ইহাই সবিতার সহিত কৃকবাকুর সম্বন্ধ—এই নিমিত্তই কৃকবাকু সবিতৃদেবতার উদ্দিষ্ট পশু। কৃকবাকু শব্দে ‘কৃক’ এবং ‘বাকু’ এই দুইটি শব্দ রহিয়াছে। তন্মধ্যে কৃক শব্দ শব্দানুকরণনিমিত্ত অর্থাৎ কৃকবাকু পক্ষীর উচ্চারিত ‘কৃক’ ‘কৃক’ শব্দই কৃক শব্দ নিষ্পন্ন করিয়াছে—ইহার আর কোন ব্যুৎপত্তি নাই; বাকু শব্দ ‘বচ্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ‘কৃক’ ‘কৃক’ এইরূপ শব্দ যে পক্ষী বলে বা উচ্চারণ করে সেই পক্ষীর নাম কৃকবাকু (উগাদি ষষ্ঠসূত্র দ্রষ্টব্য)।

৮। ভগ।

ভগো ব্যাখ্যাতঃ॥ ৬॥

ভগঃ ব্যাখ্যাতঃ (ভগ ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

ভগ শব্দের নিব্বচন পূর্ব্ব প্রদর্শিত হইয়াছে (নির্ ৩।১৬ দ্রষ্টব্য)।

তস্য কালঃ প্রাপ্তংসর্পণাৎ॥ ৭॥

তস্য কালঃ প্রাক্ উৎসর্পণাৎ (ভগদেবতার কাল উদয়ের পূর্বে)।

সবিতার পরবর্তী এবং উদিত সূর্যের পূর্ববর্তী অনাবিভূতমণ্ডল জ্যোতির্বিশেষ বা আদিত্যই ভগশব্দবাচ্য।^১

তস্যৈষা ভবতি॥ ৮॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্টি ভগদেবতা সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। সাবিত্রাৎ কালাদনন্তরবর্তী জ্যোতির্বিশেষো ভগাখ্যঃ অনাবিভূতমণ্ডলঃ (স্বঃ স্বাঃ)।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

প্রাতর্জিতং ভগমুগ্রং হুবেম বয়ং পুত্রমদিতের্যো বিধত্তা।

আধ্রশ্চিদ্যং মন্যমানস্তুরশ্চিদ্রাজাচিদ্যং ভগং ভক্ষীত্যাহ।। ১।।

(ঋ—৭।৪১।২)

বয়ং (আমরা) প্রাতর্জিতং (প্রাতঃকালে তমোবিজয়ী) অদিতোঃ পুত্রম্ (অদিতির অর্থাৎ প্রাতঃসন্ধ্যার পুত্র) উগ্রং ভগং হুবেম (উদগর্গ অর্থাৎ উদয়ার্থ সমুদ্যত^১ বা উদিতপ্রায় ভগকে আহ্বান করিতেছি), যঃ বিধত্তা (যিনি সর্বজগতের ধারণকর্তা) আধ্রশ্চিৎ তুরশ্চিৎ রাজাচিৎ (ধনস্পৃহাযুক্ত দরিদ্র, তুর্গগতি যম এবং রাজা) যঃ ভগং মন্যমানঃ (যে ভগকে কামনা করিয়া) ভক্ষি ইতি আহ (উদয় ভজনা কর অর্থাৎ উদিত হও—ইহা বলিয়া থাকেন)।

প্রাতর্জিতং ভগমুগ্রং হুয়েম বয়ং পুত্রমদিতের্যো বিধারয়িতা সর্বস্য।। ২।।

প্রাতর্জিতম্ ('প্রাতর্জিৎ' শব্দের দ্বিতীয়ার একবচন)—প্রাতঃকালে অন্ধকার ধ্বংসকারী;^২ হুবেম = হুয়েম (আহ্বান করিতেছি)। অদিতোঃ পুত্রম্—অদিতি শব্দের অর্থ প্রাতঃসন্ধ্যা;^৩ ভগ অদিতির পুত্র—প্রাতঃসন্ধ্যা হইতেই ভগের আবির্ভাব। যঃ বিধত্তা = যঃ সর্বস্য বিধারয়িতা (যিনি নিজ অনুগ্রহে সর্বজগতের ধারণকর্তা)।

আধ্রশ্চিদ্ যং মন্যমান আঢ্যালুদরিদ্রস্তুরশ্চিৎ তুর ইতি যম নাম তরতের্বা ত্বরতের্বা, ত্বরয়া তুর্গগতির্যমো রাজাচিদ্ যং ভগং ভক্ষীত্যাহ।। ৩।।

আধ্রশ্চিৎ তুরশ্চিৎ রাজাচিৎ = আধ্রশ্চ তুরশ্চ রাজা চ (আধ্র, তুর এবং রাজা—তিন স্থলেই 'চিৎ' শব্দ চকারার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে)।^৪ যং মন্যমানঃ—যাঁহাকে কামনা করিয়া ('মন্' ধাতুর অর্থ এখানে কাম্ভি বা কামনা)।^৫ আধ্রঃ = আঢ্যালুঃ দরিদ্রঃ (সমৃদ্ধিকাম দরিদ্র); তুরশ্চিৎ—তুরঃ ইতি যম নাম (তুর শব্দের অর্থ যম) তরতের্বা ত্বরতের্বা ত্বরয়া তুর্গগতিঃ যমঃ (যম শব্দ তরণার্থক 'ত' ধাতু হইতে^৬ অথবা সন্ত্রম বা শীঘ্রচলনার্থক 'ত্বন্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—লোকসংক্ষয়ে প্রবৃত্ত যম ত্বরাবশতঃ শীঘ্রগতি হইয়া থাকেন); রাজাচিৎ

১। উদগর্গম্ভূদ্যতমুদরায় (দুঃ)।

২। প্রাতস্তমাংসি যো জয়তি স ভবতি প্রাতর্জিৎ তং প্রাতর্জিতম্ (দুঃ)।

৩। অদিতোঃ প্রাতঃসন্ধ্যায়াঃ (ঋঃ স্বাঃ)।

৪। চিচ্চার্থে (ঋঃ স্বাঃ)।

৫। মন্যতিঃ কাম্তিকর্ম্মা যঃ কাময়মানঃ (ঋঃ স্বাঃ)।

৬। যম ইহলোক হইতে সকলের তরণকর্তা।

যং ভগং ভক্ষি ইতি আহ—আঢ়ত্বকাম দরিদ্র, যম এবং রাজা তিনই ভগকে বলিয়া থাকেন ‘তুমি উদয় ভজনা কর—অর্থাৎ উদিত হও’। ভগোদয়ে দরিদ্র ব্যক্তি অন্নার্থ এবং ধনার্থ পর্য্যটন করিতে পারেন; ভগোদয়ে কাল অতিক্রান্ত হইলে যম জীবক্ষয় করিতে পারেন; রাজাও ভগোদয়ে অধিবৃন্দের কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারেন। ভগোদয় বলিতে ভগের সূর্য্যরূপতাপ্রাপ্তি বুঝিতে হইবে।

অন্ধো ভগ ইত্যাহরনুৎসৃণ্তো ন দৃশ্যতে ॥ ৪ ॥

অন্ধঃ ভগঃ ইত্যাহঃ (ভগ অন্ধ ইহা বলা হইয়া থাকে) অনুৎসৃণ্তঃ ন দৃশ্যতে (সূর্য্যভাব প্রাপ্ত না হইলে দৃষ্টিগোচর হন না)।

ভগ অন্ধ বলিয়া বর্ণিত হন। ইহার অর্থ এই নহে যে তিনি নিজেই দৃষ্টিহীন; ইহার অর্থ এই যে—লোক ইহাকে মণ্ডলাকারে দেখিতে পায় না যতক্ষণ না ইনি সূর্য্যরূপে প্রকট হন; অনুৎসৃণ্তঃ = সূর্য্যভাবম্ অনাগতঃ (ক্ষঃ স্বাঃ)। এই ব্যাখ্যা নৈরুক্তপক্ষে।

প্রাশিত্রমস্যাক্ষিণী নির্জঘানেতি চ ব্রাহ্মণম্ ॥ ৫ ॥

প্রাশিত্রম্ অস্য অক্ষিণী নির্জঘান ইতি চ ব্রাহ্মণম্ (প্রাশিত্র ইহার চক্ষুর্দয় বিনষ্ট করিয়াছিল—এই ব্রাহ্মণবাক্যও আছে)।

ঐতিহাসিকপক্ষে ভগের অন্ধত্ব সিদ্ধ—প্রাশিত্র এই অন্ধত্ব ঘটাইয়াছিল (শত. প. ব্রা. ১।৭।৪।৬, তৈঃ সং. ২।৬।৮, কৌষী ব্রা. ৬।১৩ এবং গোপথ ব্রা. ২।১।২ দ্রষ্টব্য)। প্রাশিত্র = যজ্ঞে ব্রাহ্মার গ্রাহ্য হবির্ভাগ—“the portion of *havis* eaten by the Brahman at a sacrifice.” প্রাশিত্র ভগের জন্য আহৃত হইয়াছিল, ভগ তাহা অবক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহাতে ভগ অন্ধ হইয়া পড়েন—শতপথ ব্রাহ্মণে এই আখ্যানই আছে। দুর্গাচার্য্য বলেন—প্রাশিত্রভাগ দর্শন করিবে না, এতৎপক্ষে ইহা একটী অর্থবাদ মাত্র।^১

জনং ভগো গচ্ছতীতি বা বিজ্জায়তে, জনং গচ্ছত্যাদিত্য উদয়েন ॥ ৬ ॥

জনং ভগঃ গচ্ছতি ইতি বা বিজ্জায়তে (ভগ মনুষ্যকে প্রাপ্ত হয়—ইহাও বা বিজ্জাত হইয়া থাকে); [ইহার অর্থ]—জনং গচ্ছতি আদিত্যঃ উদয়েন (আদিত্য উদিত হইয়া মনুষ্যকে প্রাপ্ত হয়)।

ভগ শব্দের অর্থ অনুদিত আদিত্য, কিন্তু ‘জনং ভগো গচ্ছতি’ এই বাক্যে (মৈত্রা. সং. ১।৬।১২) ভগ শব্দে অনুদিত আদিত্যকে বুঝাইতেছে না—বুঝাইতেছে সূর্য্যরূপতাপন্ন ভগকে অর্থাৎ উদয়াবস্থ আদিত্যকে।

৯। সূর্য্য।

১। প্রাশিত্রভাগস্যানবীক্ষণস্ত্যর্থম্ ঐতিহাসিকপক্ষাভিপ্রায়েহয়মর্থবাদঃ।

সূর্য্যঃ সর্ভেৰ্বা, সুবতেৰ্বা স্বীর্য্যতেৰ্বা ॥ ৭ ॥

সূর্য্যঃ, সর্ভেৰ্বা, সুবতেৰ্বা স্বীর্য্যতেৰ্বা (সূর্য্যশব্দ ‘স্’ ধাতু হইতে, অথবা—‘সূ’ ধাতু হইতে
‘সু’ + ‘ঈর্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

সূর্য্যশব্দ (১) গমনার্থ ‘স্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—ভগবান হইতে সূত (অপসূত বা
প্রাপগত) হইয়াই আদিত্য সূর্য্যরূপতা প্রাপ্ত হন (২) প্রেরণার্থক ‘সূ’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—
সূর্য্যই সর্ব্বজগৎকে কশ্মে প্রেরণ করেন (৩) সু + গত্যর্থক ‘ঈর্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—
সূর্য্য বায়ু দ্বারা সূঁঠু প্রেরিত বা চালিত হন।

তসৌষা ভবতি ॥ ৮ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উক্ত ঋক্টি সূর্য্য সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ চতুর্দশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

উদু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ।

দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যম্॥ ১॥

(ঋ—১।৫০।১)

কেতবঃ (রশ্মিসমূহ অথবা অশ্বসমূহ) ত্যং (তং—সেই) জাতবেদসং (প্রাণিমাত্রেরই জ্ঞাতা অথবা জাতপ্রজ্ঞান) দেবং (দানাদিগুণযুক্ত বা দীপ্তিমান) সূর্য্যং (সূর্য্যকে) বিশ্বায় দৃশে (বিশ্বস্য দর্শনায়—সর্ব্বজগতের অর্থাৎ ভূতনিবহের দর্শনের নিমিত্ত)^১ উৎ উ বহনি (উদ্বহন্তি—উর্দ্ধে বহন করিতেছে)।

উদ্বহন্তি তং জাতবেদসং রশ্ময়ঃ কেতবঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং দর্শনায় সূর্য্যমিতি॥ ২॥

উৎ উ বহন্তি = উদ্বহন্তি; ত্যং = তম্; কেতবঃ = রশ্ময়ঃ (রশ্মিসমূহ; কেতুশব্দের অর্থ অশ্বও হইতে পারে—ঋগ্বেদে অনেকস্থলে কিরণসমূহকে অশ্বের সহিত তুলনা করা হইয়াছে); দৃশে বিশ্বায় = সর্ব্বেষাং ভূতানাং দর্শনায় (সর্ব্বভূতের দর্শনের নিমিত্ত—সর্ব্ব-প্রাণী যাহাতে পদার্থ দর্শন করিতে পারে তন্নিমিত্ত; সূর্য্যোদয়েই সর্ব্বপ্রাণীর পক্ষে বস্তুদর্শন সম্ভবপর হয়)।

কমন্যমাদিত্যাদেবমবক্ষ্যৎ॥ ৩॥

কম্ অন্যম্ আদিত্যাৎ এবম্ অবক্ষ্যৎ (আদিত্যব্যতিরেকে অন্য কাহাকে এইরূপ বলা যাইতে পারে)?

মন্ত্রে ‘জাতবেদস’ শব্দ রহিয়াছে; ‘জাতবেদস্’ শব্দের অর্থ অগ্নিও হইতে পারে। সূর্য্যশব্দের অর্থ সরণশীল করিয়া—সূর্য্যং জাতবেদসম্ = সরণশীলম্ অগ্নিম্ এইরূপ ব্যাখ্যা করতঃ সম্পূর্ণমন্ত্রটী অগ্নিপর, এইরূপ আশঙ্কা করা অসম্ভব নহে। ভাষ্যকার বলিতেছেন—এই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য সূর্য্য ব্যতিরেকে আর কোন দেবতাই হইতে পারেন না; সর্ব্বপ্রাণীর যুগপৎ পদার্থ দর্শনানুকূল্যবিধান সূর্য্যের দ্বারাই সম্ভব হইতে পারে, অন্যের দ্বারা নহে।

১। বিশ্বায় ষষ্ঠ্যর্থের চতুর্থী। সর্ব্বস্য ভূতজাতস্য। উদিতো হি সূর্য্যো সর্ব্বং ভূতজাতং দ্রষ্টুং সমর্থং ভবতি নানুদিতো (ঋঃ স্বাঃ)।

তস্মৈষাপরা ভবতি ॥ ৪ ॥

তস্য এষা অপরা ভবতি (সূর্য্য সম্বন্ধে অপর একটি ঋক্ পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত হইতেছে)।

‘উদু ত্যং জাতবেদসম্’—এই মন্ত্রটিতে সূর্য্য দেবতা কিনা তৎসম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকিলেও যে মন্ত্রটি উদ্ধৃত হইতেছে তাহার দেবতা যে সূর্য্য, ইহা নিঃসন্দেহে প্রতিপাদিত হইবে।

॥ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ।

আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতন্তুযশ্চ ॥ ১ ॥

(ঋ—১।১১৫।১)

চিত্রং দেবানাম্ অনীকং (পূজনীয় রশ্মিদিগের সমূহ অর্থাৎ পূজনীয়রশ্মিসমষ্টিরূপ সূর্য্য) উদগাৎ (উদিত হইয়াছেন) [এতস্মিন্] (এই সূর্য্যে), মিত্রস্য বরুণস্য অগ্নেঃ (মিত্র বরুণ এবং অগ্নির) চক্ষুঃ (খ্যান বা জ্ঞান হইয়া থাকে), [সূর্য্যঃ] (সূর্য্য) দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষম্ (দ্যুলোক ভুলোক এবং অন্তরিক্ষ) আপ্রাঃ (স্বীয় মহত্বে পূর্ণ করিয়াছেন), সূর্য্যঃ জগতঃ তন্তুযশ্চ আত্মা (সূর্য্য জগম ও স্থাবর সকলের আত্মা)।

চায়নীয়ং দেবানামুদগাদনীকম্ ॥ ২ ॥

চিত্রং = চায়নীয়ম্ (পূজনীয়) দেবানাম্ অনীকম্ (রশ্মিদিগের সমষ্টি অর্থাৎ রশ্মিসমূহরূপ সূর্য্য) উদগাৎ = উদগমৎ (উদগত বা উদিত হইয়াছেন)।

খ্যানং মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ ॥ ৩ ॥

[এতস্মিন্ সূর্য্যে] (এই সূর্য্যে) মিত্রস্য বরুণস্য অগ্নেঃ (মিত্র বরুণ এবং অগ্নির) চক্ষুঃ = খ্যানম্ (খ্যান বা জ্ঞান হইয়া থাকে)।

‘চক্ষুস্’ শব্দের অর্থ খ্যান বা জ্ঞান; মিত্র বরুণ এবং অগ্নি শব্দ সর্বদেবতা সর্ব-মনুষ্য এবং অন্যান্য সর্ববিধ প্রাণীর বোধ করাইতেছে।^১ সূর্য্যই একমাত্র সত্য; মিত্র বরুণাদিদেবতা এবং মনুষ্যাদি প্রাণী কিংবা অন্যান্য যাবতীয় পদার্থ—ইহাদের সম্বন্ধে যে জ্ঞান তাহা সূর্য্যই হইয়া থাকে, তাহা বস্তুতঃ সূর্য্যেরই জ্ঞান। তাৎপর্য এই যে, সূর্য্যের সহিত মিত্রবরুণাদি অভিন্ন; কাজেই মিত্রবরুণাদিকে যিনি সূর্য্যস্বরূপে দর্শন করেন, মিত্র-বরুণাদিকে সূর্য্য হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করেন না—তিনিই যথার্থ দ্রষ্টা, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী।^২

ভেদপক্ষে ব্যাখ্যা হইবে—সূর্য্য মিত্রবরুণাদিদেবতা এবং মনুষ্যাদিপ্রাণিসকলের চক্ষুঃ-স্বরূপ; সূর্য্যই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের কারণীভূত।^৩

১। মিত্রাদিগ্রহণঞ্চ প্রদর্শনার্থং দেবানাং মনুষ্যাণামন্যেযাঞ্চ প্রাণিনামিত্যর্থঃ (ঋঃ স্বাঃ)।

২। এতস্মিন্ মিত্রবরুণাভ্যাঙ্গাদীনাং দেবতানাং খ্যানম্, অনেন সূর্য্যাস্তানা য এতান্ মিত্রপ্রভৃতীন্ পশ্যতি স সাধু পশ্যতীত্যভিপ্রায়ঃ (দৃঃ)।

৩। ভেদপক্ষে তু মিত্রপ্রভৃতীনাং মেতচ্চক্ষুরিতি ... চক্ষুশ্চ তে পশ্যন্তীতি (দৃঃ)।

আপূপুরদ্ দ্যাবাপৃথিবৌ চান্তরিক্ষং চ মহত্তেন ॥ ৪ ॥

আত্মাঃ = আপূপুরং (পরিপূর্ণ করিয়াছেন) দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং = দ্যাবাপৃথিব্যো
চ অন্তরিক্ষং চ (দ্যলোক ভুলোক এবং অন্তরিক্ষলোকে); লোকত্রয় পরিপূর্ণ করিয়াছেন—
মহত্তেন (স্বীয় মহত্ত্বের দ্বারা)।

তেন সূর্য্য আত্মা জঙ্গমস্য চ স্থাবরস্য চ ॥ ৫ ॥

[যেহেতু তিনি লোকত্রয় পূর্ণ করিয়াছেন—সর্ববস্তুতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন] তেন
(সেই কারণে) সূর্য্যঃ জঙ্গমস্য স্থাবরস্য চ আত্মা (সূর্য্য জঙ্গম এবং স্থাবর পদার্থনিচয়ের
আত্মস্বরূপ)। বহুপুস্তকে ‘তেন’ এই পদটি নাই।

১০। পূষা।

অথ যদ্রশ্মিপোষং পুষ্যতি তৎ পূষা ভবতি ॥ ৬ ॥

অথ (অতঃপর) যৎ (যখন) [সূর্য্য] (সূর্য্য) রশ্মিপোষং পুষ্যতি (রশ্মিসমূহের দ্বারা
পরিপুষ্ট হন) তৎ (তখন) পূষা ভবতি (তঁহার নাম হয় পূষা)।

রশ্মিপোষং পুষ্যতি = রশ্মিভিঃ পুষ্যতি। যদা রশ্মিভিঃ পরিপুষ্টো ভবতি তদা পূষা (যখন
রশ্মিসমূহের দ্বারা পরিপুষ্ট হন, তখনই সূর্য্য হন পূষা)—দেবরাজযজ্ঞাও এই ব্যুৎপত্তিই
প্রদর্শন করিয়াছেন; উ ১৫৭ দ্রষ্টব্য।

তসৈষা ভবতি ॥ ৭ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্টি পুষার সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ ষোড়শ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

শুক্লং ত অন্যদ্যজতং তে অন্যদ্ বিষুরূপে অহনী দ্যৌরিবাসি।
বিশ্বা হি মায়া অবসি স্বধাবো ভদ্রা তে পৃথগ্নিহ রাতিরম্ভ ॥ ১ ॥

(ঋ—৬।৫৮।১)

[হে পৃথগ্ন] শুক্লং তে অন্যৎ (লোহিত তোমার অন্যরূপ), যজতং তে অন্যৎ (যজ্ঞিয় অর্থাৎ যজ্ঞার্থ বা যষ্টব্য তোমার অন্যরূপ), বিষুরূপে অহনী (বিভিন্নরূপে অহর্দয় অর্থাৎ দিন ও রাত্রি তোমার কর্ম), দ্যৌঃ ইব অসি (অন্তরিক্ষের ন্যায় তুমি সর্বব্যাপী হইতেছ), স্বধাবঃ (হে অন্নবন) বিশ্বাঃ হি মায়াঃ অবসি (আর, তুমি সর্বপ্রকার প্রজ্ঞান রক্ষা করিতেছ), পৃথগ্ন (হে পৃথগ্ন) ইহ (এই যজ্ঞকর্মের) ভদ্রা তে রাতিঃ অম্ভ (নানাবিধভাজনসম্বলিত দান তৎকর্তৃক প্রদত্ত হউক)।

পৃথার দুইরূপ—একরূপ লোহিতবর্ণমণ্ডল, অন্যরূপ যজ্ঞার্থ মণ্ডলাধিষ্ঠায়কদেবতা।^১ মায়া শব্দের অর্থ প্রজ্ঞান; সর্বপ্রজ্ঞানহেতুতুতপ্রকাশদায়ক বলিয়া পৃথা সর্ববিধ প্রজ্ঞানের পালয়িতা।^২ বিশ্বা হি মায়াঃ—এখানে ‘হি’ শব্দ চার্ঘ্যে।^৩

শুক্লং তে অন্যদ্যোহিতং তে অন্যৎ, যজতং তে অন্যৎ যজ্ঞিয়ং
তে অন্যৎ ॥ ২ ॥

শুক্লং তে অন্যৎ = লোহিতং তে অন্যৎ—পৃথার একরূপ লোহিতবর্ণ মণ্ডল; যজতং তে অন্যৎ = যজ্ঞিয়ং তে অন্যৎ—পৃথার অন্যরূপ মণ্ডলাধিষ্ঠাত্রী যষ্টব্য দেবতা।

বিষমরূপে তে অহনী কর্ম ॥ ৩ ॥

বিষমরূপে অহনী তে কর্ম (বিষমরূপ অর্থাৎ শুক্ল ও কৃষ্ণ অহর্দয় অর্থাৎ দিন ও রাত্রি তোমার কর্ম)—উদয়ের দ্বারা শুক্ল দিবাভাগ এবং অস্তগমনের দ্বারা কৃষ্ণ রাত্রি তুমি নিষ্পাদন কর।^৪

দ্যৌবির চাসি ॥ ৪ ॥

দ্যৌঃ ইব চ অসি (আর তুমি দ্যুলোক অর্থাৎ অন্তরিক্ষের ন্যায় হইতেছ—দ্যুলোক বা অন্তরিক্ষ যেরূপ সর্বাবরক বা সর্বব্যাপী তুমিও সেইরূপ)।

১। তবৈকং রূপং মণ্ডলাখ্যম্, যজতং যষ্টব্যমন্যমণ্ডলস্যাধিষ্ঠায়কম্ (ঋঃ ষাঃ)।

২। প্রজ্ঞানহেতুপ্রকাশদানেন ত্বং পালয়সি (ঋঃ ষাঃ)।

৩। হিরত্র চার্ঘ্যে সর্বান্ধ মায়াঃ (ঋঃ ষাঃ)।

৪। বিষুরূপে ভবতঃ এতে শুক্লকৃষ্ণে রূপে, অহনী অহোরাত্রৌ, কর্মণা—উদয়েন শুক্লমহঃ করোষি, অস্তময়েন কৃষ্ণম্ (দুঃ)।

সর্বানি প্রজ্ঞানান্যবস্মবন্ ॥ ৫ ॥

বিশ্বা হি মায়াঃ = সর্বানি প্রজ্ঞানানি; অবসি (পালন বা রক্ষা করিয়া থাক); স্বধাবঃ = অন্নবন্ (হে অন্নসমৃদ্ধিবিশিষ্ট)—পুষার উদ্দেশে হবি প্রদত্ত হইয়া থাকে, হবিঃস্বরূপ অন্নের দ্বারা পুষা অন্নবান্।

ভাজনবতী তে পুষমিহ দত্তিরস্তু ॥ ৬ ॥

ভদ্রা = ভাজনবতী (নানাবিধপাত্রসম্বলিত); রাতিঃ = দত্তিঃ (দান)—হে পুষন, আমরা যজ্ঞ সম্পাদন করিতেছি, তুমি সন্তুষ্ট হইয়া এই যজ্ঞকর্মে আমাদের দান কর—দেয় বস্তুর মধ্যে যেন নানাবিধ ভাজন বা পাত্র থাকে। ‘ভদ্রা’ শব্দের অর্থ স্তুত্ব অথবা কল্যাণদায়িনীও হইতে পারে।

তস্মৈষাপরা ভবতি ॥ ৭ ॥

তস্য এষা অপরা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে পুষার সম্বন্ধে অপর একটি ঋক্ উদ্ধৃত হইতেছে)।

পুষা পথের অধিপতি, পথে রক্ষা করিবার অধিকার পুষার—ইহা প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই ঋক্টির অবতারণা করা হইতেছে।^১

॥ সপ্তদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

পথস্পথঃ পরিপতিং বচস্যা কামেন কৃতো অভ্যানডকর্ম্।

স নো রাসচ্চুরুধশ্চন্দ্রাগা ধিয়ং ধিয়ং সীষধাতি প্র পূষা ॥ ১ ॥

(ঋ—৬।৪৯।৮; শুক্ল-যজুঃ—৩৪।৪২)

কামেন কৃতঃ (কামনাশ্রিত) [স্তোতা] পথস্পথঃ (সর্বপথের) পরিপতিম্ অর্কং (অধিপতি পূষাকে)^১ বচস্যা (স্তুতিরূপ বচনের দ্বারা) অভ্যানট্ (অভিব্যাপ্তি—অভিব্যাপ্ত করেন), সং (সেই পূষা) নঃ (আমাদিককে) চন্দ্রাগাঃ (অভিপূজিতাগম অর্থাৎ ধর্মসঙ্গত উপায়ে অর্জুনীয়) গুরুধঃ (ধনসমূহ) রাসং (প্রদান করুন), পূষা (পূষা) ধিয়ং ধিয়ং (আমাদের সকল প্রকার কর্ম) প্রসীষধাতি (প্রকৃষ্টরূপে সাধিত করুন)।

পথস্পথোহধিপতিং বচনেন কামেন কৃতোহভ্যানডকর্ম্, অভ্যাপনোহর্কমিতি বা ॥ ২ ॥

পথস্পথঃ = মার্গস্য মার্গস্য সর্বেষাং মার্গাণাম্ (মহীধর)—মার্গসমূহের; পরিপতিম্ = অধিপতিম্; বচস্যা = বচনেন (স্তুতিরূপ বচনের দ্বারা); কামেন কৃতঃ (কামনার দ্বারা প্রেরিত বা প্রবর্তিত—‘কৃ’ ধাতু এখানে প্রেরণার্থক);^২ [স্তোতা] অভ্যানট্ অর্কম্ (স্তোতা অর্ককে অর্থাৎ পূষাকে অভিব্যাপ্ত করেন—পূষার সম্যক স্তুতি সম্পাদন করেন); অভ্যাপনঃ অর্কম্ ইতি বা (অথবা, ‘অভ্যানট্ অর্কম্’ ইহার অর্থ অভ্যাপনঃ অর্কম্—অর্ককে অর্থাৎ পূষাকে প্রাপ্ত হন)।

স নো দদাতু চায়নীয়াগ্রাণি ধনানি ॥ ৩ ॥

রাসং = দদাতু (প্রদান করুন—‘রাস’ ধাতু দানার্থক, নিঘ ৩।২০)। চন্দ্রাগাণি = চায়নীয়াগ্রাণি (চায়নীয় অর্থাৎ পূজনীয় অগ্র আগম বা অর্জন যাহার—যাহার অর্জন ধর্মসঙ্গত উপায়ে হইতে পারে);^৩ গুরুধঃ = ধনানি (‘গুরুধ্’ শব্দের অর্থ ধন—অভাবজনিত শুক্ অর্থাৎ মনোদুঃখ রোধ করে, এই ব্যুৎপত্তিতে)।

কর্ম কর্ম চ নঃ প্রসাধয়তু পূষোত ॥ ৪ ॥

ধিয়ং ধিয়ং = কর্ম কর্ম (সকল প্রকার কর্ম); সীষধাতি প্রপূষা = প্রসাধয়তুঃপূষা। ইষ্টি পশু সোম প্রভৃতির সংগ্রহরূপ কর্ম যজ্ঞের নিমিত্ত নির্বিঘ্নে সাধিত করুন—ইহাই অর্থ।

১। অর্কং দেবং পূষণম্ (ঋঃ স্বাঃ)।

২। কামেন কৃতঃ করোতিঃ ক্রিয়াসামান্যবচনঃ সামর্থ্যাদিহ প্রেরণে বর্ততে (ঋঃ স্বাঃ)।

৩। অভিপূজিতাগমানি ধর্ম্য আগমো যেষাম্ (দুঃ); স্কন্দস্বামীর মতে—চন্দ্র শব্দের অর্থ কমনীয় বা প্রিয় (চন্দতেঃ কান্তিকর্মণঃ)—কমনীয় অগ্র বা উত্তরকাল অর্থাৎ ভবিষ্যৎ যাহার, তাহাই চন্দ্রাগ্র।

১১। বিষ্ণু।

অথ যদিষিতো ভবতি তদ্বিষ্ণুভবতি, বিষ্ণুর্বিশতের্বা ব্যাশ্নোতের্বা ॥ ৫ ॥

অথ (অতঃপর) যৎ (যখন) বিষিতঃ ভবতি (আদিত্য রশ্মিসমূহে পরিব্যাপ্ত হন) তৎ বিষ্ণুঃ ভবতি (তখন তাঁহার নাম হয় বিষ্ণু); বিষ্ণুঃ বিশতের্বা ব্যাশ্নোতের্বা (বিষ্ণু শব্দ ‘বিশ্’ ধাতু হইতে, অথবা বি + ‘অশ্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

পূর্ষাবস্থা অতিক্রম করিয়া আদিত্য বিষ্ণু হন—রশ্মিসমূহে পরিব্যাপ্ত আদিত্যই বিষ্ণু। বিষ্ণু শব্দ প্রবেশনার্থক ‘বিশ্’ ধাতু হইতে অথবা বিপূর্বক ব্যাপ্ত্যর্থক ‘অশ্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—(১) বিষ্ণু তীত্র রশ্মিসমূহের দ্বারা সর্বত্র প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন (২) রশ্মিসমূহের দ্বারা সর্ব পদার্থ ব্যাপ্ত করেন, অথবা = রশ্মিসমূহের দ্বারা নিজেই অত্যধিক পরিব্যাপ্ত হন।

তস্মৈষা ভবতি ॥ ৬ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উক্ত ঋক্টি বিষ্ণুসম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেখা নি দধে পদম্।

সমূল্হমস্য পাংসুরে ॥ ১ ॥

(ঋ—১।২২।১৭)

বিষ্ণুঃ (বিষ্ণু) ইদং (এই জগৎ) বিচক্রমে (পরিক্রমণ করেন) ত্রেখা পদং নিদধে (তিন প্রকারে পদ নিহিত বা স্থাপিত করেন); পাংসুরে (অন্তরিক্ষে) অস্য [পদং] (ইহার পদ) সমূল্হম্ (নিগুঢ় বা অন্তর্হিত অর্থাৎ অনিত্যদর্শন)^১—৪র্থ সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য।

যদিদং কিঞ্চ তদ্বিক্রমতে বিষ্ণুস্ত্রিধা নিধন্তে পদং ত্রেখা ভাবায় পৃথিব্যাম-
ন্তরিক্ষে দিবীতি শাকপুণিঃ ॥ ২ ॥

যদিদং কিঞ্চ (এই সমস্ত যাহা কিছু আছে) তৎ (তাহা) বিক্রমতে বিষ্ণুঃ (বিষ্ণু প্রতিদিন পরিক্রমণ করেন); ইদং = যদিদং কিঞ্চ, বিচক্রমে = বিক্রমতে। ত্রেখা নিদধে পদং = ত্রিধা নিধন্তে পদম্ (তিন প্রকারে পদন্যাস বা পদস্থাপন করেন)। পদন্যাসের যে প্রকার ভেদ তাহা স্থানভেদের বিবেচনায় অর্থাৎ তিনস্থানে পদন্যাস করেন বলিয়া পদন্যাসের ত্রিপ্রকারত্ব উক্ত হইয়াছে; ভাষ্যকার ইহাই পরিস্ফুট করিয়া বলিতেছেন—ত্রেখা ভাবায় পৃথিব্যাম্ অন্তরিক্ষে দিবি (তিনপ্রকার ভাবের নিমিত্ত অর্থাৎ ত্রিপ্রকার সম্ভা বা অস্তিত্বলাভের উদ্দেশ্যে—‘for threefold existence’—বিষ্ণু পদন্যাস করেন পৃথিবীতে, অন্তরিক্ষে এবং দ্যুলোকে)। একই জ্যোতি পৃথিবীতে অগ্নিরূপে, অন্তরিক্ষে বিদ্যুৎ-রূপে এবং দ্যুলোকে আদিত্যরূপে নিজেকে বিভক্ত করিয়া যাবতীয় পদার্থের অধিষ্ঠাতৃত্ব করেন—ইহাই তাৎপর্য; ইতি শাকপুণিঃ (ইহা শাকপুণির ব্যাখ্যা)।

সমারোহণে বিষ্ণুপদে গয়শিরসীতৌর্ণনাভঃ ॥ ৩ ॥

সমারোহণে (উদয়াচলে) বিষ্ণুপদে (অন্তরিক্ষে) গয়শিরসি (অস্তাচলে) ইতি ঔর্ণনাভঃ (ইহা আচার্য্য ঔর্ণনাভের মত)।

বিষ্ণু যে তিন স্থানে পদন্যাস করেন, ঔর্ণনাভের মতে সেই তিন স্থান ইহাতেছে—উদয়াচল, অন্তরিক্ষ এবং অস্তাচল। প্রাতঃকালে উদয়াচলে বিষ্ণু (আদিত্য) উদিত হন, মধ্যাহ্নে অন্তরিক্ষে প্রদীপ্ত হন এবং সায়াহ্নে অস্তাচলে অন্তগত হন—ইহাই বিষ্ণুর ত্রিধা পদন্যাস।

১। সমূল্হম্ অন্তর্হিতং ন নিত্যং দৃশ্যতে (দুঃ)।

সমূল্হমস্য পাংসুরে—প্যায়নেহস্তরিক্ষে পদং ন দৃশ্যতে ॥ ৪ ॥

সমূল্হম্ অস্য পাংসুরে = প্যায়নে অন্তরিক্ষে পদং ন দৃশ্যতে (সর্বপদার্থের বুদ্ধিজনক অন্তরিক্ষে বিদ্যুরূপ পদ সমূল্হ বা অন্তর্হিত থাকে—সর্বদা দৃষ্টিগোচর হয় না); পাংসুর শব্দের অর্থ অন্তরিক্ষ, বুদ্ধ্যর্থক ‘প্যায়’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—অন্তরিক্ষ বৃষ্টি দ্বারা সর্বভূতের বৃদ্ধির হেতুভূত;^১ বিদ্যুৎ অন্তরিক্ষস—কিন্তু অগ্নি ও আদিত্যের ন্যায় সর্বদা দৃশ্য নহে।

অপি বোপমার্থে স্যাৎ সমূল্হমস্য পাংসুল ইব পদং ন দৃশ্যত ইতি ॥ ৫ ॥

অপি বা উপমার্থে স্যাৎ (অথবা বাক্যটি উপমার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে বলা যাইতে পারে); বাক্যটির অর্থ হইবে—সমূল্হম্ অস্য পদং পাংসুলে ইব ন দৃশ্যতে ইতি (ধূলিপূর্ণ প্রদেশে ন্যস্ত পদের ন্যায় ইঁহার বিদ্যুৎস্বরূপ পদ দৃষ্ট হয় না অর্থাৎ ধূলিসমাকীর্ণ প্রদেশে যেরূপ পদ ন্যস্ত করিয়া উৎক্ষেপণ করিবামাত্রই দেখা যায় যে পদচিহ্ন নাই, ধূলির দ্বারাই তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে—সেইরূপ বিষুণের বিদ্যুৎস্বরূপ পদ ও আবির্ভূত হইয়াই বিনষ্ট হয়, মুহূর্ত্তকালও অবস্থিতি করে না, সহসাই দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া যায়। পাংসুর = পাংসুল।

পাংসবঃ পাদৈঃ সূয়ন্ত ইতি বা, পন্নাঃ শেরত ইতি বা, পিংশনীয়া ভবন্তীতি বা ॥ ৬ ॥

পাংসুর শব্দ ‘পাংসু’ শব্দের উত্তর মত্বার্থে ‘র’ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। পাংসু শব্দের ব্যুৎপত্তি কি তাহাই প্রসঙ্গতঃ প্রদর্শন করিতেছেন। (১) পাংসবঃ পাদৈঃ সূয়ন্তে (পাদসমূহের দ্বারা ভূমি আহত হইলে পাংসু প্রসূত বা উৎপন্ন হয়)—পাদ + প্রসবার্থক ‘সু’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; পাদসু = পাংসু (২) পন্নাঃ শেরতে ইতি বা (অথবা—পন্ন অর্থাৎ দলিত হইয়া পতিত থাকে)—পন্ন (পদ্ + জ্ঞ) = শয়নার্থক ‘শী’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; পন্নশু = পাংসু (৩) পিংশনীয়া ভবন্তীতি বা (অথবা—পিংশনীয়া অর্থাৎ ধবংসনীয়া^২ হয়—সকলেই ধূলি নাশ করিতে চায়)—‘পিন্শ’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; ‘পিন্শ’ ধাতুর অর্থ কিন্তু নাশ করা নহে। অনেক পুস্তকে পাঠ আছে ‘পংসনীয়া ভবন্তীতি’; এই পাঠই ভাল—‘পংস’ ধাতুর অর্থ নাশ করা।

॥ উনবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। প্যায়নে এতস্মিন্ অন্তরিক্ষে সর্বভূতবৃদ্ধিহেতৌ (দৃঃ)।

২। পিংশনীয়া ধবংসনীয়া ধবংসনার্থঃ (দৃঃ)।

বিংশ পরিচ্ছেদ

১২। বিশ্বানর।

বিশ্বানরো ব্যাখ্যাতঃ॥ ১ ॥

বিশ্বানরঃ ব্যাখ্যাতঃ (বিশ্বানর ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

বিশ্বানর শব্দের নিব্বচন পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে (নির্ ৭।২১ দ্রষ্টব্য)।

এই স্থলে বিশ্বানর দুসান দেবতা—প্রথরকিরণশালী মধ্যাহ্নোত্তরকালীন আদিত্য।

তস্মৈষ নিপাতো ভবতৈন্দ্ৰ্যামৃচি ॥ ২ ॥

তস্য এষ নিপাতঃ ভবতি ঐন্দ্ৰ্যামৃ ঋচি (ইন্দ্ৰ দেবতাকে মন্ত্রে তাঁহার এই নিপাত বা নিপতন হইতেছে)।

যে ঋক্‌টী পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত হইতেছে তাহার দেবতা ইন্দ্ৰ। ইন্দ্ৰের সঙ্গে বিশ্বানরেরও স্তুতি হইতেছে—গৌণ বা আনুষঙ্গিক ভাবে।

॥ বিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

একবিংশ পরিচ্ছেদ

বিশ্বানরস্য বস্পতিমানানতস্য শবসঃ।

এবৈশ্চ চৰ্ঘণীনামুতী হ্বে রথানাম্॥ ১॥

(ঋ—৮।৬৮।৪)

[মরুতঃ] (হে মরুদ্গণ) বঃ বিশ্বানরস্য অনানতস্য শবসঃ পতিং (তোমাদিগের, বিশ্বানরের অর্থাৎ আদিভ্যের এবং দুর্দমনীয় সেনালক্ষণ^১ বলের অর্থাৎ সর্ব্বজগতের পতি বা অধিপতি) [ইন্দ্রং] (ইন্দ্রকে), চৰ্ঘণীনাম্ এবৈঃ (জনগনের কামনা অর্থাৎ কাম্য বস্তুর লাভ অথবা তৎকর্তৃক রক্ষণের নিমিত্ত) রথানাম্ উতী (রশ্মিসমূহের পথে) হ্বে (আহ্বান করিতেছি)।

ইন্দ্র সকলেরই পতি। বৃষ্টি প্রদানের দ্বারা যাগ নিব্বাহের সহায়তা করিয়া ইন্দ্র সকলের স্থিতিহেতু—কাজেই তিনি পতি বা পালক। বিশ্বানরাদির পতি বলিতে এখানে সর্ব্বজগতের পতি বুঝিতে হইবে।

বিশ্বানরস্যাদিত্যস্যানানতস্য শবসো মহতো বলস্য ॥ ২॥

বিশ্বানরস্য = আদিত্যস্য; অনানতস্য শবসঃ=মহতঃ বলস্য (অতিপ্রভূত বলের) — ‘শবস্’ শব্দ বললাটী (নিঘ ২।৯); অনানত শব্দের অর্থ যাহা আনত হয় না, দুর্দমনীয়।

এবৈশ্চ কামৈরয়নৈরবনৈর্বা, চৰ্ঘণীনাং মনুষ্যাণাম্, উত্যা চ পথা রথানাম্
ইন্দ্রমস্বিন্ যজ্ঞে হব্যামি॥ ৩॥

এবৈশ্চ কামৈঃ অয়নৈঃ অবনৈর্বা চৰ্ঘণীনাং মনুষ্যাণাম্—চৰ্ঘণীনাং = মনুষ্যাণাম্ (চৰ্ঘণি শব্দের অর্থ মনুষ্য—নিঘ ২।৩); এবৈশ্চ কামৈঃ অয়নৈঃ অবনৈর্বা (‘এব’ শব্দের অর্থ কাম, অয়ন অর্থাৎ গমন, অথবা অবন অর্থাৎ রক্ষণ)— মনুষ্যাগণ (যজমানগণ) যাহাতে তাহাদের কাম্য বস্তু পাইতে পারে, যাহাতে তাহারা ইন্দ্রের প্রতি গমন করিতে পারে অর্থাৎ তাহারা সান্নিধ্য লাভ করিতে পারে, অথবা যাহাতে তাহারা ইন্দ্রের দ্বারা রক্ষিত হইতে পারে তন্নিমিত্ত;^২ উত্যা চ পথা রথানাম্—রশ্মিসমূহের পথে (উতী=উত্যা=পথা; উতি শব্দের অর্থ পথ; রথ শব্দের অর্থ রশ্মি) ইন্দ্রম্ অস্বিন্ যজ্ঞে হব্যামি (ইন্দ্রকে এই যজ্ঞে আহ্বান করিতেছি=হ্বে=হব্যামি)।

১। শবসঃ সেনালক্ষণস্য বলস্য (ঋঃ ষাঃ)।

২। অবতোঃ কাস্তিকর্ম্মণো রক্ষণকর্ম্মণো বা গতিকর্ম্মণো বা; এবাঃ কাম্যানি পালনানি গমনানি বা তৈরেতেনিমিত্তভূতৈঃ (ঋঃ ষাঃ); গমনৈঃ তং প্রতি নিমিত্তভূতৈঃ (দুঃ)।

১৩। বরুণ

বরুণো ব্যাখ্যাতঃ ॥৪॥

বরুণঃ ব্যাখ্যাতঃ (বরুণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

বরুণ শব্দের নিব্বচন পূর্বের প্রদর্শিত হইয়াছে (নির্ ১০।৩ দ্রষ্টব্য)। এখানে বরুণ
দুস্থান—রশ্মিজালসমাবৃত আদিত্য।

তস্যৈষা ভবতি ॥৫॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উক্ত ঋক্টি বরুণ সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ একবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

যেনা পাবক চক্ষসা ভুরণ্যন্তং জনা অনু।

ত্বাং বরুণ পশ্যসি॥ ১॥

(ঋ—১।৫০।৬)

বরুণ (হে বরুণ), পাবক (হে পবিত্রতাবিধায়ক) ত্বং (তুমি) যেনা চক্ষসা (যে অনুগ্রহদৃষ্টিতে) জনান্ অনু (জনগণমধ্যে অবস্থিত)^১ ভুরণ্যন্তং [যজমানং] (পুণ্যানুষ্ঠাতা-দিগের মার্গে ক্ষিপ্ত গমনকারী অথবা ক্ষিপ্ত স্তৃতিকারী যজমানকে) পশ্যসি (দর্শন করিয়া থাক), [তোমার সেই দৃষ্টির স্তুতি আমরা করিতেছি]।

ভুরণ্যুরিতি ক্ষিপ্তনাম, ভুরণ্যঃ শকুনির্ভূরিমধ্বানং নয়তি, স্বর্গস্য লোকস্যাভিবোল্হা, তৎসম্পাতী ভুরণ্যঃ ॥ ২॥

ভুরণ্যঃ ইতি ক্ষিপ্তনাম (ভুরণ্য শব্দ ক্ষিপ্তবাচী—নিঘ ২।১৫); ভুরণ্যঃ শকুনিঃ (ভুরণ্য শব্দ শকুনিকেও বোধ করাইয়া থাকে)। ভূরিম্ অধ্বানং নয়তি (প্রভূত পথ চলিয়া থাকে—ভূরি+নী ধাতু হইতে নিষ্পন্ন); স্বর্গস্য লোকস্য অভিবোল্হা অবিবোঢ়া বা (স্বর্গ লোকে বহনকারী অথবা গস্তা)—শকুনি শব্দের অর্থ স্বর্গকাম যজমানের জন্য যজ্ঞে যে সুপর্ণ-নামক অগ্নি চয়ন করা হয় সেই অগ্নি; এই অগ্নি যজমানকে স্বর্গে লইয়া যায়—কাজেই শকুনি স্বর্গলোকে অভিবোল্হা বা অভিবাহক।^২ অথবা—ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৩।১৩।১-২) পরিদৃষ্ট হয় যে রাজা সোম পুরাকালে স্বর্গলোকে ছিলেন; গায়ত্রীচ্ছন্দ সুপর্ণরূপ ধারণ করিয়া স্বর্গে গিয়া তথা হইতে সোম আহরণ করেন; কাজেই শকুনি (সুপর্ণ) স্বর্গলোকে অভিবোল্হা বা গস্তা।^৩ তৎসম্পাতী ভুরণ্যঃ (সেই যজ্ঞাগ্নিসমম্বিত যজমানও ভুরণ্য বলিয়া কথিত হন;^৪ অথবা যে যজমান সেই সুপর্ণের ন্যায় স্বর্গগমনেচ্ছু তিনিও ভুরণ্য)^৫—ভুরণ্য শব্দে যজমানকে বুঝাইয়া থাকে, কারণ যজমান যজ্ঞাগ্নিসমম্বিত অথবা সুপর্ণের ন্যায় স্বর্গগমনাভিলাষী। তৎসম্পাতী=তেন যজ্ঞাগ্নিনা সম্পাতী যুক্তঃ অথবা স ইব সুপর্ণ ইব সম্পাতী সম্পতনশীলঃ;

১। জনানন্ মনুষ্যান্ প্রতি বর্তমানমিতি শেষঃ, মনুষ্যাণাং মধ্যে স্থিতমিত্যর্থঃ (ঋঃ স্বাঃ)।

২। যোহয়ং স্বর্গকামস্য সুপর্ণনামাগ্নিস্টীয়তে সোহত্র শকুনিশব্দেনোচ্যতে। স হি স্বর্গকামস্য বিধানাৎ ক্ষিপ্তং যজমানং স্বর্গলোকমভিবহতি, অতঃ স্বর্গলোকস্যাভিবোঢ়া ইত্যুচ্যতে (ঋঃ স্বাঃ)।

৩। ‘অমুতো লোকাৎ গায়ত্রী সুপর্ণো ভূত্বা সোমমাহরণঃ’ ইতি ঋতঃ স্বর্গস্য লোকস্য গস্তা (ঋঃ স্বাঃ); শত. পথ. ব্রা ১।৮।২।১০ দ্রষ্টব্য।

৪। তেন যজ্ঞোহগ্নিচিৎ (দৃঃ)।

৫। স্বর্গং লোকং প্রতি তথৈব শীঘ্রং যঃ পততি গন্তুমিচ্ছতি (দৃঃ)।

সম্পতন শব্দের অর্থ গমন। মস্ত্রে ‘ভুরণ্যস্তম্’ পদ আছে—শীঘ্রকরণার্থক ‘ভুরণ্য’ ধাতুর শত্ প্রত্যয়ের রূপ ভুরণ্যৎ (২য়ার একবচনে ‘ভুরণ্যস্তম্’)। ‘ভুরণ্যৎ’ শব্দের অর্থ শীঘ্রকারী—সন্মার্গে শীঘ্রগমনকারী অথবা শীঘ্রস্তুতিকারী।^১ ‘ভুরণ্য’ শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে ‘ভুরণ্যৎ’ শব্দের প্রসঙ্গেই। বস্তুগত্যা উভয় শব্দ একার্থক বলিয়াও দোষ হয় না।

অনেন পাবক খ্যানেন ‘ভুরণ্যস্তম্ জনান্ অনু। ত্বং বরুণ পশ্যসি’ তন্তে বয়ং স্তম ইতি বাক্যশেষঃ ॥ ৩ ॥

হে পাবক [যেন] অনেন খ্যানেন (যে এই দৃষ্টির দ্বারা) ভুরণ্যস্তম্ জনান্ অনু.....; তৎ তে বয়ং স্তমঃ (আমরা তোমার সেই দৃষ্টির স্তব করিতেছি) ইতি বাক্যশেষঃ (এইরূপে বাক্য পরিসমাপ্তি করিতে হইবে)। চক্ষসা=খ্যানেন (দৃষ্টির দ্বারা)।

মস্ত্রে ‘যেন’—এই যৎ-শব্দের প্রয়োগ থাকায় আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করিতে হইবে অর্থাৎ পূর্ণ অর্থের প্রতীতি করিতে হইবে তৎ-শব্দের কোনও পদের প্রয়োগ দ্বারা।^২ ভাষ্যকার বলিতেছেন—‘যেন চক্ষসা পশ্যসি তৎ [চক্ষঃ] বয়ং স্তমঃ’ এইরূপ অম্বয় করিয়া বাক্য সমাপ্তি করিলেই আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হইতে পারে।

অপি বোত্তরস্যাম্ ॥ ৪ ॥

অপি বা উত্তরস্যাম্ (অথবা পরবর্তী স্বকে ইহার অম্বয় সাধন করিতে হইবে)।

যে স্বক্টি আলোচিত হইল তৎপরবর্তী স্বকের (স্ব ১।৫০।৭) সহিত অম্বয় করিলেও আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি অর্থাৎ পূর্ণ অর্থের প্রতীতি হইতে পারে। পরবর্তী স্বক্টি উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইতেছে।

॥ দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। ক্ষিপ্রং যানং স্ততীশ্চ কুবন্তম্ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। যেনেতি যচ্ছ তেঃ সাকাঙ্ক্ষত্বাৎ তন্তে বয়ং স্তম ইতি বাক্যশেষঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

যেনা পাবক চক্ষসা ভুরণ্যন্তং জনী অনু।

ত্বং বরুণ পশ্যসি ॥১॥

(ঋ—১।৫০।৬)

বিদ্যামেষি রজস্পৃথুহা মিমানো অঙ্কুভিঃ।

পশ্যঞ্জন্মানি সূর্য্য ॥২॥

(ঋ—১।৫০।৭)

যেনা পাবক চক্ষসা.....পশ্যসি (হে পাবক, যে অনুগ্রহ দৃষ্টিতে তুমি.....দর্শন করিয়া থাক) [সেই অনুগ্রহ দৃষ্টি নিয়াই] সূর্য্য (হে সূর্য্য) অঙ্কুভিঃ অহা মিমানঃ (রাত্রির সহিত দিবসকে সৃষ্টি করিয়া) [এবং] জন্মানি পশ্যন্ (জাত প্রাণিসমূহকে অবলোকন করিয়া) দ্যাম্ (দু্যলোক) [এবং] পৃথু রজঃ (মহান্ অন্তরিক্ষ লোক) বি+এষি (ব্যেষি—বিবিধরূপে পরিভ্রমণ কর)।

ব্যেষি দ্যাং রজস্চ পৃথু মহান্তং লোকম্, অহানি চ মিমানো অঙ্কুভী রাত্রিভিঃ সহ, পশ্যঞ্জন্মানি জাতানি সূর্য্য ॥৩॥

বি দ্যাম্ এষি=ব্যেষি দ্যাম্; রজঃ পৃথু=মহান্তং লোকম্ (মহান্ লোক অর্থাৎ অন্তরিক্ষ; 'রজস্' শব্দের অর্থ লোক); অহা=অহানি (দিবস সমূহকে) অঙ্কুভিঃ=রাত্রিভিঃ সহ (রাত্রিসমূহের সহিত) মিমানঃ (নির্মাণ বা সৃষ্টি করতঃ); জন্মানি=জাতানি (জাত প্রাণি-বর্গকে)।

অপি বা পূর্বস্যাম্ ॥৪॥

অপি বা পূর্বস্যাম্ (অথবা পূর্ববর্তী ঋকে উহার অম্বয় করিতে হইবে)।

‘যেনা পাবকা চক্ষসা’..... এই ঋকের অম্বয় এতৎ পূর্ববর্তী ঋকের (ঋ—১।৫০।৫) সহিত করিয়াও একবাক্যতা সম্পাদন করা যাইতে পারে—পূর্ণ অর্থের প্রতীতি হইতে পারে।

॥ ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

যেনা পাবক চক্ষুসা ভুরণ্যস্তং জনী অনু।

ত্বং বরুণ পশ্যসি ॥ ১ ॥

(ঋ—১।৫০।৫)

প্রত্যঙ্ দেবানাং বিশঃ প্রত্যঙ্উদেবি মানুষান্।

প্রত্যঙ্ বিশ্বং স্বর্দশে ॥ ২ ॥

(ঋ—১।৫০।৫)

যেনা পাবক চক্ষুসা.....পশ্যসি (হে পাবক, যে অনুগ্রহদৃষ্টিতে তুমি.....দর্শন করিয়া থাক) [সেই অনুগ্রহ দৃষ্টি সম্পন্ন হইয়াই] স্বঃ (হে সূর্য্য) দেবানাং বিশঃ দূশে (দেবগণের স্বভূত প্রজাবন্দকে দেখিবার নিমিত্ত)^১ প্রত্যঙ্ উদেবি (পশ্চিমমুখ হইয়া উদিত হও)^২ মানুষান্ [দূশে] (মানুষ দিগকে দর্শন করিবার নিমিত্ত) প্রত্যঙ্ উদেবি (পূর্বদিকে পশ্চিম মুখ হইয়া উদিত হও) বিশ্বং [দূশে] প্রত্যঙ্ উদেবি (সর্ব জগৎকে দর্শন করিবার নিমিত্ত পশ্চিমমুখ হইয়া উদিত হও)।

প্রত্যঙ্ উদেবি—পূর্বদিকে উদিত হও—পশ্চিমমুখ হইয়া। দেববিট্ (দেবগণের স্বীয় প্রজাবন্দ) মানুষ এবং সর্বজগৎকে সম্মুখে রাখিয়া সূর্য্য পশ্চিমমুখ হইয়া উদিত হন—যাহাতে তিনি সকলকেই দেখিতে পান, সকলের প্রতিই অনুগ্রহ করিতে পারেন তজ্জন্য।

প্রত্যঙ্উদং সর্বমুদেবি, প্রত্যঙ্উদং জ্যোতিরুচ্যতে,^৩

প্রত্যঙ্উদং সর্বমভিবিপশ্যসীতি ॥ ৩ ॥

প্রত্যঙ্ ইদং সর্বং [পুরস্তাৎ কৃত্বা]^৪ উদেবি (এই সকলকে অর্থাৎ দেববিট্ মানুষ এবং সর্বজগৎকে সম্মুখে রাখিয়া তুমি পশ্চিমমুখ হইয়া উদিত হও)। প্রত্যঙ্ ইদং জ্যোতিঃ উচ্যতে (এই জ্যোতি অর্থাৎ আদিত্য পশ্চিমমুখ বলিয়া অভিহিত হন) প্রত্যঙ্ ইদং সর্বম্ অভিবিপশ্যসি ইতি (পশ্চিমমুখ হইয়া এই সকলকে অর্থাৎ সর্বজগৎকে দর্শন করিয়া থাক)। প্রত্যঙ্—পুংলিঙ্গ, সূর্য্যের বিশেষণ—ক্রিয়াবিশেষণ নহে।

১। দেবানাং স্বভূতা যা বিশস্তা দ্রষ্টুম্, দূশেক্ষত দ্রষ্টুমিত্যস্যার্থে বর্ততে (ঋঃ স্বাঃ)—পাঃ ৩।৪।১১ দ্রষ্টব্য।

২। প্রাচ্যাং দিশি প্রত্যঙ্মুখঃ স্থিতা ত্বমুদেবীত্যর্থঃ (ঋঃ স্বাঃ)।

৩। 'প্রত্যঙ্ ইদং জ্যোতিরুচ্যতে'—এই অংশ বহু পুস্তকে নাই।

৪। দুর্গাচার্য্য দ্রষ্টব্য।

অপি বৈতস্যামেব ॥ ৪ ॥

অপি বা এতস্যাম্ এব (অথবা এই ঋকের মধ্যেই ইহার পূর্ণ অঙ্ক প্রদর্শিত হইতে পারে)।

অথবা—‘যেনা পাবক চক্ষুসা.....’ এই ঋকের অঙ্ক অন্য কোনও ঋকের সাহায্যে করিতে হইবে না; কতিপয় পদ অধ্যাহার করিয়া ঋকের সহিত যোজনা করিলেই পূর্ণ অঙ্ক সাধিত হইতে পারে—একবাক্যতা বা পূর্ণার্থতা প্রকট হইতে পারে।

॥ চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

যেনা পাবক চক্ষুসা ভুরণ্যস্তং জনা অনু।

ত্বং বরণ পশ্যসি ॥ ১ ॥

(ঋ—১।৫০।৬)

তেন নো জনানভিবিপশ্যসি ॥ ২ ॥

যেনা পাবক চক্ষুসা.....পশ্যসি (হে পাবক, যে অনুগ্রহদৃষ্টিতে তুমি.....দর্শন করিয়া থাক) [তেন নঃ জনান্ অভিবিপশ্যসি] (সেই অনুগ্রহ দৃষ্টি নিয়াই তুমি আমাদের স্বজনবর্গকে দর্শন কর)।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে ঋকটির যে অম্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার সহিত পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে প্রদর্শিত অম্বয়ের প্রকার ভেদ না থাকিলেও অর্থতঃ ভেদ আছে—পূর্বত্র বাক্যসমাপ্তি ঘটিয়াছে স্ত্রুতিতে, এই স্থলে বাক্য সমাপ্তি ঘটিয়াছে অশীর্বাদভিক্ষায়। ইহা দুর্গাচার্যের কথা। মনে হয় দুর্গাচার্যস্বীকৃত পাঠ ‘অভিবিপশ্য’। দুর্গাচার্যটিকায় বহু পুস্তকে এই পাঠই পরিদৃষ্ট হয়।

১৪। কেশী

কেশী কেশা রশ্ময়স্তৈস্তদ্বান্ ভবতি, কাশনাদ্বা প্রকাশনাদ্বা ॥ ৩ ॥

‘কেশিন্’ শব্দের প্রথমার একবচনে কেশী; কেশাঃ রশ্ময়ঃ (কেশ শব্দ রশ্মিবোধক) তৈঃ তদ্বান্ ভবতি (কেশসমূহের দ্বারা কেশী কেশবিশিষ্ট হয়—‘কেশিন্’ এই নাম কেশসমূহ আছে বলিয়াই); কাশনাং বা প্রকাশনাং বা (অথবা—আদিত্য = কেশী, দীপ্তিকারক বা প্রকাশকারক বলিয়া)।^২

কেশী = নভোমণ্ডল মধ্যবর্তী প্রদীপ্ত আদিত্য। কেশ অর্থাৎ কেশস্থানীয় রশ্মিসমূহ আছে বলিয়াই আদিত্যের নাম কেশী। অথবা—‘কেশিন্’ নাম হইয়াছে আদিত্য দীপ্তিকারক বা প্রকাশকারক বলিয়া। কাশ শব্দ দীপ্ত্যর্থক ‘কাশ্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—কাশ অর্থাৎ দীপ্তি যাঁহার আছে তিনি কাশী; কাশী=কেশী—আদিত্য দীপ্তিসম্পন্ন, এইরূপ ব্যুৎপত্তিও হইতে পারে। রশ্মিব্যঞ্জক কেশ শব্দও দীপ্ত্যর্থক ‘কাশ্’ ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন।^৩

তস্যৈষা ভবতি ॥ ৪ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋকটি কেশী দেবতা সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। বহুপুস্তকে ‘প্রকাশনাদ্বা’ এই অংশ নাই।

২। কাশনাদ্বা প্রকাশনাদিত্যর্থঃ (দুঃ)।

৩। রশ্মিবোধপি কেশাঃ কাশনাদেব (দুঃ)।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

কেশ্যগ্নিং কেশী বিষং কেশী বিভর্তি রোদসী।

কেশী বিশ্বং স্বর্দশে কেশীদং জ্যোতিরুচ্যতে।। ১।।

(ঋ—১০।১৩৬।১)

কেশী অগ্নিং কেশী বিষং কেশী রোদসী বিভর্তি (কেশী অগ্নিকে কেশী জলকে এবং কেশীই দ্যুলোককে ও ভুলোককে ধারণ করেন), কেশী বিশ্বং স্বঃ দশে (কেশী সর্ব জগৎকে^১ অনুগ্রহবুদ্ধিতে দর্শন করেন), ইদং জ্যোতিঃ কেশী উচ্যতে (পরিদৃশ্যমান আদিত্য্য জ্যোতি কেশী বলিয়া অভিহিত হন)।

আদিত্য অগ্নির ধারক ও পোষক—আদিত্য হইতে হয় বৃষ্টি। বৃষ্টি হইতে হয় শস্যাদির নিষ্পত্তি, তাহা হইতে হয় যাগানুষ্ঠান, যাগে প্রদান করা হয় আহুতি—আহুতির দ্বারা হয় অগ্নি পুষ্ট; এইভাবে আদিত্যই অগ্নিপুষ্টির মুখ্য কারণ।^২ আদিত্য জলের ধারক—আদিত্য-রশ্মিদ্বারাই জল ভুলোক হইতে আহৃত হয়।^৩ আদিত্য দ্যুলোক ও ভুলোকের ধারক—আদিত্যের অনুগ্রহেই তত্রস্থ ভূতনিবহ প্রাণধারণ করে।

কেশ্যগ্নিং চ বিষং চ বিষমিত্যুদকনাম বিষগতের্বিপূর্বস্য স্নাতেঃ শুদ্ধ্যর্থস্য, বি-পূর্বস্য বা সচেতঃ।। ২।।

কেশী অগ্নিং কেশী বিষম্ = কেশী অগ্নিং চ বিষং চ—কেশী অগ্নিকে ও জলকে [ধারণ করেন]; বিষম্ ইতি উদকনাম (বিষ শব্দ উদকবাচী)—বিষগতেঃ = বিপূর্বস্য স্নাতেঃ শুদ্ধ্যর্থস্য (বিষগ অর্থাৎ বিপূর্বক শুদ্ধ্যর্থক বা শৌচার্থক ‘স্না’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন); বিপূর্বস্য বা সচেতঃ (অথবা—বিপূর্বক ‘সচ্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

বিষ—বি+শৌচার্থক ‘স্না’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন (জলের দ্বারা শারীরিক শুদ্ধি সাধিত হয়); অথবা বি+সেবানর্থক ‘সচ্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন (স্নানপানার্থী জনকর্তৃক জল বিশেষভাবে সেবিত হয়)।^৪

দ্যাবাপৃথিবৌ চ ধারয়তি, কেশীদং সর্বমিদম্ভিবিপশ্যতি, কেশীদং জ্যোতিরুচ্যত ইত্যাদিত্যমাহ।। ৩।।

বিভর্তি রোদসী = দ্যাবাপৃথিবৌ চ ধারয়তি (এবং দ্যুলোক ও ভুলোককে ধারণ করেন); কেশী বিশ্বং স্বর্দশে = কেশী ইদং [বিশ্বং] সর্বম্ ইদম্ ভিবিপশ্যতি

১। স্বঃ শব্দ সর্বপর্যায়ঃ কেশ্যেব সর্বং জগৎ (স্বঃ স্বাঃ)।

২। বর্ষেপোদকেনৌষধীরভিনিষ্পাদয়মাহুতিদ্বারেণ (দুঃ)।

৩। রশ্মিভিরাহতং সৎ (স্বঃ স্বাঃ)।

৪। তদ্বি স্নানপানাবগাহার্থিভিঃ সেব্যতে (স্বঃ স্বাঃ)।

(কেশী এই বিশ্বকে অর্থাৎ এই সর্ব জগৎকে অনুগ্রহবুদ্ধিতে দর্শন করেন—দৃশে = অভিবিপশ্যতি)। ‘স্বঃ’ শব্দের অর্থ দুর্গাচার্যের মতে আদিত্য—স্বঃ কেশী = আদিত্য কেশী; স্কন্দস্বামী বলেন—এখানে স্বঃ = সর্ব। স্কন্দস্বামী আরও বলেন ‘সর্বমভিভদ্রষ্টুমিতি পাঠঃ, সর্বমভিবিপশ্যতীত্যপাঠঃ’; তাঁহার মতে দৃশে = অভিভদ্রষ্টুম্; কেশী ইদং সর্বং বিশ্বম্ অভিভদ্রষ্টুং [বিভর্তি] (কেশী সর্বজগৎকে দর্শন অর্থাৎ অনুগ্রহ করিতে ধারণ করেন)। ‘কেশী ইদং জ্যোতিরুচ্যতে’ ইতি আদিত্যম্ আহ—‘ইদং জ্যোতিঃ’ বলিতে এখানে আদিত্যকে বুঝাইতেছে (এই পরিদৃশ্যমান জ্যোতি অর্থাৎ আদিত্য কেশী নামে আখ্যাত হন)।

অথাপ্যেতে ইতরে জ্যোতিষী কেশিনী উচ্যেতে, ধূমেনাগ্নী রজসা চ মধ্যমঃ ॥ ৪ ॥

অথাপি (আর) এতে ইতরে জ্যোতিষী (এই অন্য জ্যোতির্দ্বয়) কেশিনী উচ্যেতে (কেশী বলিয়া আখ্যাত হয়), ধূমেন অগ্নিঃ রজসা চ মধ্যমঃ [প্রকাশ্যেতে] (ধূমের দ্বারা পার্থিব্যাগ্নি এবং রজের দ্বারা মধ্যম অর্থাৎ বায়ু প্রকাশিত হয়)।

ইতরে জ্যোতিষী (অপর জ্যোতির্দ্বয়) বলিতে পার্থিব্যাগ্নি এবং বায়ু বুঝিতে হইবে। আদিত্যের কেশ যেরূপ রশ্মি, পার্থিব্যাগ্নির কেশ (প্রকাশক) সেইরূপ ধূম এবং বায়ুর কেশ (প্রকাশক) সেইরূপ রজঃ। অগ্নি নিগূঢ় থাকিলেও ধূমই তাহার প্রকাশ বা অস্তিত্ব নির্ধারণ করিয়া দেয়।^১ বায়ু অদৃশ্য কিন্তু রজঃকণা উখিত হইলেই বুঝা যায় বায়ু আসিতেছে—রজঃকণা বায়ুর প্রকাশক বা অস্তিত্বের জ্ঞাপক; নিগূঢ় বৈদ্যুতিক যে বায়ু তাহারও প্রকাশক রজঃ অর্থাৎ বৃষ্টিরূপ উদক—বৃষ্টি দ্বারাই বৈদ্যুতিক বায়ুর অস্তিত্ব বুদ্ধিগোচর হয়।^২

১৫। কেশিনঃ।

তেষামেষা সাধারণা ভবতি ॥ ৫ ॥

তেষাম্ এষা সাধারণা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্টি ইহাদের অর্থাৎ কেশিত্রয়ের পক্ষে সাধারণ)।

পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্টি উদ্ধৃত হইতেছে তাহাতে কেশিত্রয়ের—আদিত্যের, অগ্নির এবং বায়ুর স্ততি তুল্যভাবে আছে।

॥ ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। ধূমেন কেশস্থানীয়েন পার্থিবোহগ্নিঃ। তেনৈব হ্যসৌ প্রকাশ্যতে (স্বঃ স্বাঃ)।

২। রজসা চ মধ্যমঃ অসাবপ্যমূর্তত্বাৎ অপ্রকাশঃ সন্ রজসোদ্ধূতেন প্রকাশ্যতে অসৌ বায়ুরাগচ্ছতীতি — উদকেন চ বৈদ্যুতঃ (দুঃ)।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

ত্রয়ঃ কেশিন ঋতুথা বিচক্ষতে সংবৎসরে বপত এক এষাম্।

বিশ্বমেকো অভিচষ্টে শচীভির্ধ্বাজিরেকস্য দদৃশে ন রূপম্॥ ১॥

(ঋ—১।১৬৪।৪৪)

ত্রয়ঃ কেশিনঃ (তিন কেশী) ঋতুথা (ঋতুতে ঋতুতে—নিজ নিজ সময়ে) বিচক্ষতে (এই জগৎকে অনুগ্রহ বুদ্ধিতে দর্শন করেন), এষাম্ একঃ (ইহাদের একজন—অগ্নি) সংবৎসরে (বৎসরের মধ্যে গ্রীষ্মকালে)^১ বপতে (পৃথিবীর রোমস্থানীয় তৃণসমূহ দক্ষ করেন) একঃ (একজন—আদিত্য) শচীভিঃ (প্রকাশ-বৃষ্টিদানাদি কর্মের দ্বারা)^২ বিশ্বম্ অভিচষ্টে (জগৎকে অনুগ্রহীত করেন),^৩ একস্য (একজনের—বায়ুর) ধ্বাজিঃ (গতি) দদৃশে (দৃষ্ট বা উপলব্ধ হয়) ন রূপম্ (রূপ দৃষ্ট হয় না)।

ত্রয়ঃ কেশিন ঋতুথা বিচক্ষতে কালে কালেহভিবিপশ্যতি॥ ২॥

ঋতুথা=ঋতৌ ঋতৌ=কালে কালে—যথাকালে অর্থাৎ নিজ নিজ কর্ম করিবার সময় উপস্থিত হইলে; বিচক্ষতে=অভিবিপশ্যতি (অনুগ্রহ দৃষ্টিতে দর্শন করেন—অনুগ্রহীত করেন)।

সংবৎসরে বপত এক এষামিত্যগ্নিঃ পৃথিবীং দহতি॥ ৩॥

এষাম্ একঃ সংবৎসরে বপতে ইতি (ইহার অর্থ)—অগ্নিঃ পৃথিবীং দহতি (অগ্নি পৃথিবীকে অর্থাৎ পৃথিবীস্থ তৃণসমূহকে দক্ষ করেন)।

তৃণসমূহ দক্ষ হইলে পৃথিবীর শস্যোৎপাদনশক্তি বৃদ্ধি পায়—লোকের মঙ্গল সাধিত হয়।

সর্বমেকোহভিবিপশ্যতি কস্মভিরাদিত্যঃ॥ ৪॥

বিশ্বম্ একঃ অভিচষ্টে শচীভিঃ=সর্বম্ একঃ অভিবিপশ্যতি কস্মভিঃ—একঃ=আদিত্যঃ (আর একজন অর্থাৎ আদিত্য প্রকাশনাদি কর্মের দ্বারা নিখিল জগৎ অনুগ্রহীত করেন) — বিশ্বম্=সর্বম্; অভিচষ্টে=অভিবিপশ্যতি; শচীভিঃ=কস্মভিঃ (শচী শব্দ কর্মবাচক—নিঘ ২।১)।

১। সংবৎসরে গ্রীষ্মকালে (ঋঃ ঋঃ)

২। প্রকাশনরসাদানাদিভিঃ কস্মভিরিত্যর্থঃ (ঋঃ ঋঃ)।

৩। অভিচষ্টে অভিবিপশ্যত্যানুগ্হাতি (ঋঃ ঋঃ)।

গতিরেকস্য দৃশ্যতে ন রূপং মধ্যমস্য ॥ ৫ ॥

ধ্রাজিঃ একস্য দদৃশে ন রূপম্ = গতিঃ একস্য দৃশ্যতে ন রূপম্—একস্য = মধ্যমস্য (একজনের অর্থাৎ মধ্যমের বা বায়ুর গতি দৃষ্ট বা উপলব্ধ হয়—রূপ দৃষ্ট হয় না); ধ্রাজিঃ = গতিঃ; দদৃশে = দৃশ্যতে।

১৬। বৃষাকপি।

অথ যদ্রশ্মিভিরভিপ্রকম্পয়ন্তে তদ্বৃষাকপিভবতি বৃষাকম্পনঃ ॥ ৬ ॥

অথ (অতঃপর) যৎ (যখন) রশ্মিভিঃ (রশ্মিসমূহসম্বলিত হইয়া) অভিপ্রকম্পয়ন্ (দিবাচারী ভূতনিবহকে বিকম্পিত করিয়া) এতি (সূর্য্য অস্তাচলে গমন করেন) তৎ (তখন) বৃষাকপিঃ ভবতি (তিনি হন বৃষাকপি), বৃষাকম্পনঃ (বৃষাকপি—অবশ্যায় অর্থাৎ ওসের বর্ষণ কর্ত্তা এবং ভূতসমূহের কম্পকারক)।

অন্তগমনোন্মুখ সূর্য্যই বৃষাকপি—বৃষভিঃ রশ্মিভিঃ [উপলক্ষিতঃ] অভিপ্রকম্পয়ন্ এতি অস্তাচলং গচ্ছতি (উপসংহতপ্রায়রশ্মিসমূহসম্বিত হইয়া প্রাণিবর্গের কম্প উৎপাদন পূর্ব্বক সূর্য্য অস্তাচলে গমন করেন)—সূর্য্যাস্ত হইতেছে দেখিয়া দিবাচারী প্রাণিসমূহ ভয়ে প্রকম্পিত হয়। অথবা—বৃষা শব্দের অর্থ বর্ষণকারী এবং কপি শব্দের অর্থ কম্পনকারক—অস্তাচলগামী সূর্য্য অবশ্যায় (ওস বা হিমকণা) বর্ষণ করেন এবং রাত্রিভীত প্রাণিবর্গকে বিকম্পিত করেন।

তস্মৈষা ভবতি ॥ ৭ ॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্টি বৃষাকপি সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

পুনরেহি ব্ৰাকপে সুবিতা কল্পয়াবহৈ।

য এষ স্বপ্ননংশনোহস্তমেষি পথা পুনর্বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ॥ ১॥

(ঋ—১০।৮৬।২১)

ব্ৰাকপে (হে ব্ৰাকপে) পুনঃ এহি (পুনরায় আগমন করিও—উদিত হইও), সুবিতা (সুবিতানি—বিহিত যাগাদি কর্ম) কল্পয়াবহৈ (তুমি এবং আমি সম্পন্ন করিব); যঃ এষঃ [ত্বং] স্বপ্ননংশনঃ (যে তুমি স্বপ্ননাশন অর্থাৎ উদয়ের দ্বারা নিদ্রাবিঘাতক) স [ত্বং] পুনঃ পথা অন্তম্ এষি (সেই তুমি নিয়ত পথে পুনরায় অন্ত গমন করিতেছ), [যঃ] ইন্দ্রঃ বিশ্বস্মাৎ উত্তরঃ (যে ইন্দ্র অর্থাৎ আদিত্য সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ) [তম্ এতদ্ ব্রুমঃ] (তঁাহাকেই ইহা বলিতেছি)।

যজ্ঞ অর্কসমাপ্ত হইয়াছে—এই অবস্থায় অন্তগমনোদ্যত সূর্য্যকে উদ্দেশ্য করিয়া ঋষি উক্তরূপ বলিতেছেন।

পুনরেহি ব্ৰাকপে সুপ্রসূতানি বঃ কস্মাণি কল্পয়াবহৈ॥ ২॥

সুবিতানি = সুপ্রসূতানি কস্মাণি—সুপ্রবৃত্ত (সাধু উদ্দেশ্যে সমারদ্ধ) অথবা অভ্যনুজ্ঞাত অর্থাৎ বিহিত যাগাদিক্রিয়া সমূহ।^১ বঃ কল্পয়াবহৈ = আবাহ্য কল্পয়াবহৈ (তুমি এবং আমি সুসম্পন্ন করিব—তুমি করিবে উদয়ের দ্বারা, আমি করিব অনুষ্ঠানের দ্বারা)।^২

য এষ স্বপ্ননংশনঃ স্বপ্নান্নাশয়ত্যাতিত্য উদয়েন সোহস্তমেষি পথা পুনঃ॥ ৩॥

যঃ এষঃ স্বপ্ননংশনঃ = যঃ এষঃ [ত্বং] স্বপ্ননাশনঃ (যে তুমি স্বপ্ননাশয়িতা)—স্বপ্নান্নাশয়তি আদিত্যঃ উদয়েন (আদিত্যকে স্বপ্ননাশন বলা হয় এই জন্য যে আদিত্য স্বীয় উদয়ের দ্বারা প্রাণিবর্গের স্বপ্ন বা নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া থাকেন); সঃ অন্তম্ এষি পথা পুনঃ (সেই তুমি আবার অন্তগমন করিতেছ তোমার নিয়ত পথে)।

সর্বস্মাদ্য ইন্দ্র উত্তরস্তমেতদ্ ব্রুম আদিত্যম্॥ ৪॥

বিশ্বস্মাৎ = সর্বস্মাৎ; যঃ ইন্দ্রঃ (যে ইন্দ্র অর্থাৎ আদিত্য) সর্বস্মাৎ উত্তরঃ (সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ), তম্ এতদ্ ব্রুমঃ আদিত্যম্ (সেই আদিত্যকে লক্ষ্য করিয়াই ইহা বলিতেছি)।

১। সুবিতানি সুপ্রসূতান্যভ্যনুজ্ঞাতানি বিহিতানীত্যর্থঃ (ঋঃ ঋঃ); সুপ্রবৃত্তানি (দৃঃ)।

২। ত্বমুদয়েনানুষ্ঠানেনেতি (দৃঃ)।

১৭। যম।

যমো ব্যাখ্যাতঃ॥ ৫॥

যমঃ ব্যাখ্যাতঃ (যম ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

যম শব্দের নিব্বচন পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে (নির্ ১০।১৯ দ্রষ্টব্য। এই স্থলে যম শব্দে অন্তগমনাবস্থ সূর্য্যকে বুঝাইতেছে)।

তস্মৈষা ভবতি॥ ৬॥

তস্য এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্টি যমের সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

যস্মিন্ বৃক্ষে সুপলাশে দৈবৈঃ সংপিবতে যমঃ।

অত্রা নো বিশ্‌পতিঃ পিতা পুরাণাননুবেনতি।। ১।।

(ঋ—১০।১৩৫।১)

যস্মিন্ সুপলাশে বৃক্ষে (যে সুদীপ্ত আদিত্যমণ্ডলে) যমঃ (আদিত্য) দৈবৈঃ সংপিবতে (রশ্মিসমূহের সহিত সঙ্গত বা সম্পিণ্ডিত হয়) অত্র (তত্র—সেই আদিত্যমণ্ডলে) বিশ্‌পতিঃ পিতা (সর্ব্বরক্ষক বা সর্ব্বপালক পিতৃস্থানীয় আদিত্য) পুরাণান্ নঃ (জীর্ণ বিষয়বিতৃষ্ণা আমাদিগকে) অনুবেনতি (কামনা করুন)।

যস্মিন্ বৃক্ষে সুপলাশে, স্থানে বৃতক্ষয়ে বা, অপিবোপমার্থে স্যাৎ বৃক্ষ ইব সুপলাশ ইতি, বৃক্ষো ব্রশ্চনাৎ, পলাশং পলাশনাৎ, দৈবৈঃ সঙ্গচ্ছতে যমো রশ্মিভিরাদিত্যস্তত্র নঃ সর্ব্বস্য পাতা বা, পালয়িতা বা, পুরাণাননুকাময়েত।। ২।।

যস্মিন্ বৃক্ষে সুপলাশে, স্থানে বৃতক্ষয়ে বা, অপি বা উপমার্থে স্যাৎ বৃক্ষে ইব সুপলাশে ইতি—‘যস্মিন্ বৃক্ষে সুপলাশে’ ইহার অর্থ—বৃতক্ষয়ে স্থানে (পুণ্যাত্মা জনগণ যেখানে ক্ষয় বা নিবাস বরণ করেন সেই স্থানে—আদিত্যমণ্ডলাখ্য স্থানে)^১ অপি বা উপমার্থে স্যাৎ (অথবা—ইহা উপমার্থ বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে) বৃক্ষ ইব সুপলাশে (শোভন পত্র বিশিষ্ট বৃক্ষে যেরূপ এক শকুনি অন্য শকুনির সঙ্গে মিলিত হয়, সেইরূপ আদিত্যমণ্ডলাখ্য স্থানে যম বা আদিত্য রশ্মিসমূহের সহিত মিলিত বা সংপিণ্ডিত হন)। ‘বৃতক্ষয়’ শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ বৃক্ষ; বৃক্ষ শব্দের অর্থ আদিত্যমণ্ডল—আদিত্যমণ্ডলবিনাস পুণ্যাত্মা জনগণের বৃত বা অভীক্ষিত; উপমার্থ ধরিলে বলিতে হইবে—বৃক্ষঃ ব্রশ্চনাৎ (বৃক্ষ শব্দ ছেদনার্থক ‘ব্রশ্চ’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—বৃক্ষ ছেদন করা হয়); ‘ব্রশ্চ’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন বৃক্ষ শব্দ ও আদিত্যমণ্ডলকে বুঝাইতে পারে—আদিত্যমণ্ডল স্বগতিতে অর্থাৎ উদয়াস্তময়ের দ্বারা কাল অতিক্রম করিয়া সর্ব্বভূতের আয়ুর্শ্ছেদন করেন। পলাশং পলাশনাৎ (পলাশ শব্দ চ্যুতার্থক ‘পলাশ্’ ধাতু^২ হইতে নিষ্পন্ন—পলাশ বা পত্র চ্যুত হয়); আদিত্যমণ্ডলার্থক বৃক্ষ শব্দের বিশেষণ বলিয়া ধরিলে পলাশ শব্দ পরা + শদ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করিতে হইবে—শদ্ ধাতুর অর্থ শাতন বা বিশরণ; পলাশ শব্দের অর্থ হইবে—পরানীর্ণমল (পরানীর্ণ বা অপগত হইয়াছে মল বা মলিনতা যাহা হইতে—সমুজ্জ্বল বা প্রদীপ্ত)। দৈবৈঃ সংপিবতে

১। পুণ্যকৃষ্টিবৃত্তিনিবাসে (দুঃ)।

২। নৈরুক্ত ধাতু।

যমঃ = রশ্মিভিঃ আদিত্যঃ সঙ্গচ্ছতে (আদিত্য আদিত্যমণ্ডলে রশ্মিসমূহের সহিত সঙ্গত বা সম্পিণ্ডিত হন—যমঃ = আদিত্যঃ, দেবৈঃ = রশ্মিভিঃ, সংপিবতে = সঙ্গচ্ছতে)। বিশ্‌পতিঃ = সর্বস্য পাতা বা পালয়িতা বা (সকলের রক্ষক অথবা পালনকর্তা); অত্র = তত্র (সেই আদিত্যমণ্ডলে) নঃ পুরাণান্ অনুবেনতি = নঃ পুরাণান্ অনুকাময়েত (পুরাণ অর্থাৎ জীর্ণ বা বিগততৃষ্ণা আমাদিগকে কামনা করুন অর্থাৎ আদিত্যমণ্ডলে নিবাস প্রদান করিয়া আমাদিগকে সস্ত্রীত করুন;¹ অনুবেনতি = অনুকাময়েত—‘বেন’ ধাতু কাস্ত্যর্থক)।

১৮। অজ একপাৎ।

অজ একপাদজন একঃ পাদঃ।

একেন পাদেন পাতীতি বা।

একেন পাদেন পিবতীতি বা।

একোহস্য পাদ ইতি বা।

‘একং পাদং নোৎখিদতী’ত্‌য়পি² নিগমো ভবতি॥ ৩॥

অজঃ একপাৎ = অন্তর্মিত আদিত্য।

(ক) অজঃ একপাৎ = অজনঃ একঃ পাদঃ (আদিত্য অজন অর্থাৎ চলনশীল এবং ব্রহ্মের এক পাদ; চতুষ্পাদ ব্রহ্মের এক পাদ অগ্নি, একপাদ বায়ু, এক পাদ আদিত্য এবং আর এক পাদ দিক্‌সমূহ—হাস্তো ৩।১৮।২); গত্যর্থক ‘অজ্’ ধাতু হইতে ‘অজ’ শব্দ নিষ্পন্ন।

(খ) একেন পাদেন পাতীতি বা (অথবা—এক পাদের দ্বারা রক্ষা করেন—ইহাই ‘একপাৎ’ শব্দের ব্যুৎপত্তি—এক + পা + ক্‌রিপ্; সূর্য একপাদে অর্থাৎ একাংশে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সর্ব জগৎ রক্ষা করেন। অজঃ = অজনঃ (গতিশীল বা চলনবিশিষ্ট)।

(গ) একেন পাদেন পিবতীতি বা (অথবা—এক পাদের দ্বারা পান করেন—ইহাই ‘একপাৎ’ শব্দের ব্যুৎপত্তি—এক + পা + ক্‌রিপ্; সূর্য একপাদে অর্থাৎ একাংশে সর্ব জগতের উদক পান করেন। অজঃ = অজনঃ (গতিশীল বা চলনবিশিষ্ট)।

(ঘ) অজঃ (অজনঃ) + একপাৎ; একপাৎ = একঃ অস্য পাদঃ ইতি বা (অথবা—সূর্যের পাদসংখ্যা এক)—জীবত্বত একপাদ (একাংশ) সর্বজগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে। আদিত্যের (ব্রহ্মের) যে একই পাদ এবং তাহা যে জীব, তৎপ্রদর্শনার্থ নিগম অর্থাৎ বৈদিক

১। কাময়েত কাময়ত্ব সম্প্রাণয়িত্বার্থঃ (দুঃ)।

২। মূল অনবগত—অথর্ববেদ ১১।৪।২১ দ্রষ্টব্য।

বাক্য উদ্ধৃত করিতেছেন—‘একং পাদং নোৎখিদতি’। ইহা একটি মস্তকের অংশ (অথর্বববেদ ১১।৪।২১ দ্রষ্টব্য)। সম্পূর্ণ মন্ত্রটি এই—

একং পাদং নোৎখিদতি সলিলাদ্ধংস উচ্চরন্।

স চেষ্টমুদ্ধরেদঙ্গ ন মৃত্যুর্নামৃতং ভবেৎ।

“একং পাদং নোৎখিদতি সলিলাদ্ধংস উচ্চরন্। যদঙ্গ স তমুৎখিদেৎ নৈবাদ্য ন শ্বঃ স্যান্ন রাত্রী নাহঃ স্যান্ন ব্যুচ্ছেৎ কদাচন।।”

উচ্চরন্ (প্রতিদিন উদয়শীল) হংসঃ (তমোহস্তা আদিত্য) সলিলাৎ (এই জগৎ হইতে)^১ একং পাদং (তাহার জীবভূত একই পাদ) ন উৎখিদতি (উদ্ধৃত করেন না), স চেৎ তম্ উৎখিদেৎ (যদি তিনি সেই এক পাদ উদ্ধৃত করেন) [তাহা হইলে] অঙ্গ (ক্ষিপ্ত—তৎক্ষণাৎ)^২ ন মৃত্যুঃ ন অমৃতং ভবেৎ (মৃত্যু এবং অমৃত্যু সংসার হইতে লোপ পাইত)। এই জগৎ হইত তাহার জীবভূত একাংশ যদি উদ্ধৃত করিতেন, জগৎ যদি জীবশূন্য হইত, তাহা হইলে জীবের অভাবে মৃত্যু বা অমৃত্যু বলিয়া কোন পদার্থ থাকিতে পারিত না—সর্ব পদার্থ অবর্ণনীয় হইতে; যৎ অঙ্গ স তমুৎখিদেৎ (তিনি জীবভূত পাদ উঠাইয়া নিলে অর্থাৎ সংসারকে জীবচ্যুত করিলে অদ্য কল্য দিবা রাত্রি উষা প্রভৃতি বলিয়া কোন কথা থাকিত না)—আদিত্যের একই পাদ, সেই পাদ জীবনিবহঃ; জগৎ হইতে জীবই যদি অন্তর্হিত হয় তাহা হইলে মৃত্যু বা অমৃত্যু হইবে কাহার? অদ্য কল্য দিন রাত্রি উষা রূপে কাল বিভাগ করিবে কে? মন্ত্রে আদিত্যের এক পাদেরই উল্লেখ আছে—আদিত্য এক পাদবিশিষ্ট বলিয়াই প্রতীত হন।

তস্যৈষ নিপাতো ভবতি বৈশ্বেদেব্যামৃচি।। ৪।।

তস্য এষঃ নিপাতঃ ভবতি বৈশ্বেদেব্যামৃ ঋচি (তাহার এই নিপাত বা সহস্তুতি হইতেছে বিশ্বেদেব-দেবতাক ঋকে)।

পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্টি উদ্ধৃত হইতেছে তাহার দেবতা বিশ্বেদেবগণ; এই ঋকে ‘অজ একপাৎ’ দেবতার স্তুতি আছে—বিশ্বেদেব দেবতার সঙ্গে সাধারণ্যে অর্থাৎ তুল্যভাবে (নির্ ৭।১৩।৮ দ্রষ্টব্য)।

।। উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।।

১। সলিলাৎ সম্মাত্রে ব্রহ্মণি লীনাদেব তস্মাদ্ জগতঃ (দুঃ)।

২। অঙ্গ ক্ষিপ্তম্ (দুঃ)।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পাবীরবী তন্যতুরেকপাদজো দিবো ধর্তা সিদ্ধুরাপঃ সমুদ্রিয়ঃ।

বিশ্বে দেবাসঃ শৃণবন্ বচাংসি মে সরস্বতী সহ ধীভিঃ পুরন্ধ্যা।। ১।।

(ঋ—১০।৬৫।১৩)

তন্যতুঃ (বিস্তারকারিণী) পাবীরবী (দৈবী বাণী বা মাধ্যমিকা বাক্) দিবঃ ধর্তা (দ্যুলোকের ধারণকর্তা) একপাৎ অজঃ (একপাৎ অজ) সিদ্ধুঃ (স্বর্গঙ্গাদি নদী) সমুদ্রিয়ঃ আপঃ (অন্তরিক্ষস্থ জলরাশি) বিশ্বেদেবাসঃ (এবং বিশ্বেদেবগণ) ধীভিঃ সহ মে বচাংসি (যাগাদিকর্মসংবলিত আমার স্তুতিবাক্যসমূহ) শৃণবন্ (শৃণ্বন্ = শৃণু—শ্রবণ করুন), পুরন্ধ্যা সহ সরস্বতী [অপি শৃণোতু] (পুরন্ধ্যি অর্থাৎ উষার সহিত সরস্বতীও আমাদের স্তুতি শ্রবণ করুন)।

পবিঃ শল্যো ভবতি যদ্বিপুনাতি কায়ং তদ্বৎপবীরমায়ুধং তদ্বানিদ্ৰঃ পবীরবান্।
'অতিতস্ট্রৌ পবীরবান্' ইত্যপি নিগমো ভবতি; তদেবতা বাক্ পাবীরবী, পাবীরবী চ চিব্যা বাক্।। ২।।

'পাবীরবী' শব্দের অর্থ প্রদর্শন করিতেছেন। পবিঃ শল্যঃ ভবতি—'পবি' শব্দের অর্থ শল্য; যৎ বিপুনাতি কায়ম্—যে হেতু শরীরকে বিপাটিত বা বিদীর্ণ করে—বিপাটনার্থক 'পু' ধাতু ইহাতে নিষ্পন্ন (নির্ ৫।৫ দ্রষ্টব্য); তদ্বৎ পবীরম্ আয়ুধম্—পবীর = পবীয়ুক্ত (মত্বর্থাযর প্রত্যয়, ইকারের দীর্ঘত্ব)—পবীয়ুক্ত অর্থাৎ শল্যসমন্বিত আয়ুধের নাম পবীর; তদ্বান্ ইন্দ্রঃ পবীরবান্—ইন্দ্রকেই পবীরবান্ বলা হয়, কারণ, তিনি সেই পবীরায়ুধসমন্বিত। 'অতিতস্ট্রৌ পবীরবান্' ইত্যপি নিগমঃ ভবতি—ইন্দ্র যে পবীরবান্ তৎপক্ষে অতিতস্ট্রৌ পবীরবান্ (ইন্দ্র অসুরগণকে বলে অতিক্রম করেন) এই নিগম বা বৈদিকবাক্যও (ঋ—১০।৬০।৩) আছে। তদেবতা বাক্ পাবীরবী—যে বাক্যের দেবতা ইন্দ্র, তাহার নাম পাবীরবী; পাবীরবী চ দিব্যা বাক্—পাবীরবী = দিব্যা বাক্ (দৈবী বাণী বা স্তনয়িত্ব অর্থাৎ মেঘগজ্জর্জন)।

তন্যতুস্তনিত্রী বাচোহন্যস্যো, অজশ্চৈকপাদ্দিবো ধারয়িতা চ, সিদ্ধুশ্চাপশ্চ সমুদ্রিয়াশ্চ, সর্বে চ দেবাঃ সরস্বতী চ সহ পুরন্ধ্যা, স্তুত্যা প্রযুক্তানি ধীভিঃ কন্মভির্যুক্তানি শৃণু বচনানীমানীতি।। ৩।।

তন্যতুঃ = তনিত্রী অন্যস্যো বাচঃ ('তন্যতু' শব্দের অর্থ তনিত্রী অর্থাৎ অন্যান্য বাক্যের বা শব্দের বিস্তারয়িত্রী)—মনুষ্য, পশু প্রভৃতি যে সকল শব্দ উচ্চারণ করে তাহা মাধ্যমিকা

বাক্যেরই বিস্তার (নির্ ১১।২৯ দ্রষ্টব্য)।^১ অজ্ঞশ্চ একপাৎ দিবঃ ধাবয়িতা চ (এবং অজ্ঞ একপাৎ—যিনি দু্যলোকের ধারয়িতা; ধর্তা = ধারয়িতা, অজ্ঞ একপাৎ যে দু্যস্থানদেবতা তাহা বলা হইল), সিন্ধুরাপঃ সমুদ্রিয়ঃ = সিন্ধুশ্চ আপশ্চ সমুদ্রিয়াশ্চ (গঙ্গাদি স্বর্ণদী এবং সমুদ্রস্থ অর্থাৎ অন্তরিক্ষে স্থিত বারিরাশি); বিশ্বদেবাসঃ = সর্বের চ দেবাঃ (এবং সর্ব দেবগণ) সরস্বতী চ সহ পুরন্দ্রা (এবং সরস্বতী দেবী পুরন্ধি বা উষার সহিত);^২ স্তুত্যা প্রযুক্তানি ধীভিঃ কন্মভিঃ যুক্তানি শৃণ্বন্ত বচনানি ইমানি ইতি (স্তুত্যাৰ্থ প্রযুক্ত এবং যাগাদিকন্মসম্বলিত এই বচনসমূহ শ্রবণ করুন)—বচাংসি = স্তুত্যা প্রযুক্তানি বচনানি; সহ ধীভিঃ = কন্মভিঃ যুক্তানি—মাত্র শুদ্ধ বচনই নহে, যাগাদিকন্মসহকৃত বচন—‘ধী’ শব্দ কন্মবাচী (নিঘ ২।১); শৃণ্বন্ = শৃণ্বন্ত।

১৯। পৃথিবী।

পৃথিবী ব্যাখ্যাতা ॥ ৪ ॥

পৃথিবী ব্যাখ্যাতা (পৃথিবী ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

‘পৃথিবী’ শব্দের নির্বচন পূর্বের প্রদর্শিত হইয়াছে (নির্ ১।১৩-১৪, ৯।৩১, ১১।৩৬ দ্রষ্টব্য)। এখানে ‘পৃথিবী’ শব্দের অর্থ—দ্যুলোক।

তস্য এষ নিপাতো ভবতৈন্দ্রাগ্ন্যামৃচি ॥ ৫ ॥

তস্য এষ নিপাতঃ ভবতি এন্দ্রাগ্ন্যামৃচি (তাহার এই নিপাত ইন্দ্রাগ্নিদেবতাক ঋকে হইতেছে)।

পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে ঋকৃটি উদ্ধৃত হইতেছে, তাহার দেবতা ইন্দ্র এবং অগ্নি। এই ঋকে পৃথিবীর নিপাত বা সহকথন হইয়াছে স্তূত্যাৰূপে নহে, কিন্তু নৈঘণ্টুক বা আনুষঙ্গিক ভাবে।^৩

॥ ত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। অথবা লৌকিক বাক্যের বা শব্দের বিস্তারয়িত্রী—বর্ষণের দ্বারা (ঋঃ স্বাঃ)।

২। বহুপ্রজ্ঞয়োষসা (ঋঃ স্বাঃ)।

৩। ন স্তুত্যাংন কিং তহি নৈঘণ্টুকংন কেবলম্ (দৃঃ)।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

যদিহ্মাগ্নী পরমস্যাং পৃথিব্যাং মধ্যমস্যামবমস্যামুত স্থঃ।

অতঃ পার বৃষণাবা হি যাতমথা সোমস্য পিবতং সূতস্যা॥ ১॥

(ঋ—১।১০৮।১০)

ইন্দ্রাগ্নী (হে ইন্দ্র এবং অগ্নি) বৃষণৌ (কাম্যবস্তুপ্রদাতা তোমরা)^১ যৎ (যদি) পরমস্যাং পৃথিব্যাং (উর্দ্ধস্থান পৃথিবীতে অর্থাৎ দু্যলোকে) উত (অথবা) মধ্যমস্যাং পৃথিব্যাং (মধ্যম পৃথিবীতে অর্থাৎ অন্তরিক্ষে [উত] (অথবা) অবমস্যাং পৃথিব্যাং (নিম্ন পৃথিবীতে অর্থাৎ ভূলোকে) স্থঃ (অবস্থান করিয়া থাক) অতঃ (সেই সকল স্থান হইতে) পরি আযাতং হি (তোমরা আমাদের যজ্ঞে চলিয়া আইস) অথা (অথ—অতঃপর) সূতস্য সোমস্য পিবতম্ (অভিষুত সোমের স্ব স্ব ভাগ পান কর)।^২

ইন্দ্রাগ্নি দু্যলোকে ধনঞ্জয় বায়ু ও আদিত্যাগ্নিরূপে, অন্তরিক্ষে বায়ু ও বিদ্যুদগ্নিরূপে এবং ভূলোকে বায়ু ও পার্থিব্যাগ্নিরূপে অবস্থান করেন। ঋষি সকল স্থান হইতেই তাঁহাদিগকে যজ্ঞে আহ্বান করিতেছেন।

ইতি সা নিগদব্যাখ্যাতা॥ ২॥

ইতি সা নিগদব্যাখ্যাতা (এই যে ঋক্টি, ইহা পাঠমাত্রেই ব্যাখ্যাত হইল)।

উদ্ধৃত ঋক্টি সহজ—পাঠমাত্রেই ইহার অর্থপ্রতীতি হয়; কাজেই ভাষ্যকার ইহার ব্যাখ্যা করিলেন না।

২০। সমুদ্র।

সমুদ্রো ব্যাখ্যাতঃ॥ ৩॥

সমুদ্রঃ ব্যাখ্যাতঃ (সমুদ্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

সমুদ্র শব্দের নিব্বচন পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে (নির্ ২।১০ দ্রষ্টব্য)। এখানে ইহার অর্থ আদিত্য—সমুদ্রবস্তি অস্মাদ্ রশ্ময়ঃ (ইহা হইতে রশ্মিসমূহ সমুদ্রগত হয়, এই ব্যুৎপত্তিতে)।

১। বৃষণৌ কামান্যং বর্ষিতারৌ (ঋঃ ষাঃ)।

২। সোমস্য পিবতং সূতস্য দ্বিতীয়ার্থে ষষ্ঠী সোমং পিবতং সূতম্। ষষ্ঠীকৃতৈবৈকদেশমিতি শেষঃ।
সোমস্য সূতস্যাবিস্তৃত্যৈকদেশং স্বাংশলক্ষণমিত্যর্থঃ (ঋঃ ষাঃ)।

তসৌষ নিপাতো ভবতি পাবমান্যাম্‌চি।। ৪।।

তস্য এষ নিপাতঃ ভবতি পাবমান্যাম্‌ ঋচি (তাঁহার এই নিপাত হইতেছে; পাবমানী ঋকে)।

পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্‌টি উদ্ধৃত হইতেছে তাহা একটা পাবমানী ঋক্‌ (পবমান সোম এই ঋকের দেবতা)—নির্ ১১।২।৮ দ্রষ্টব্য। এই ঋকে সমুদ্রের নিপাত বা সহকথন হইয়াছে—স্তব্যরূপে নহে, কিন্তু নৈঘণ্টুক বা আনুষঙ্গিকভাবে।

।। একত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পবিত্রবস্তুঃ পরি বাচ্যমাসতে পিতৈষাং প্রভো অভিরক্ষতি ব্রতম্।

মহঃ সমুদ্রং বরুণস্তিরোদধে ধীরা ইচ্ছেকুর্ধরুণেশ্বারভম্॥ ১ ॥

(ঋ—৯।৭৩।৩)

পবিত্রবস্তুঃ (রশ্মিসমম্বিত মাধ্যমিক দেবগণ) বাচং পরি আসতে (স্তনয়িতু অর্থাৎ বিদ্যুৎ বা মেঘধ্বনিকে পরিবৃত্ত করিয়া বর্তমান আছেন), এষাং প্রভুঃ পিতা (মরুৎপ্রভৃতি দেবগণের পুরাতন সংরক্ষক বরুণ) ব্রতম্ অভিরক্ষতি (বৃষ্টিদানরূপ কর্ম রক্ষা করিতেছেন), [যদা] (যখন) মহঃ বরুণঃ (মহান্ বরুণ) সমুদ্রং তিরোদধে (আদিত্যমণ্ডলকে মেঘ-জালে সমাচ্ছাদিত করেন) [তদা] ইৎ (তখনই) ধরুণেষু (জলবর্ষিত হইতে থাকিলে) ধীরাঃ আরভং শেকুঃ (ধীরগণ কৃষ্যাদি কর্ম অথবা বেদবিহিত যাগাদি কর্ম আরম্ভ করিতে সমর্থ হন)।

পবিত্রবস্তো রশ্মিবস্তো মাধ্যমিকা দেবগণাঃ ॥ ২ ॥

পবিত্রবস্তুঃ = রশ্মিবস্তুঃ মাধ্যমিকাঃ দেবগণাঃ (রশ্মিসংযুক্ত মাধ্যমিক দেবগণ)।
পবিত্রবস্তুঃ—পবিত্র শব্দের অর্থ রশ্মি; প্রসূত সূর্য্যরশ্মি মাধ্যমিক দেবগণের সহিত সংযুক্ত হয়—সূর্য্যরশ্মিতে তাঁহারা রশ্মিবান্।

পর্য্যাসতে মাধ্যমিকাং বাচম্ ॥ ৩ ॥

পরি বাচম্ আসতে = পর্য্যাসতে মাধ্যমিকাং বাচম্ (মাধ্যমিক বাক্ অর্থাৎ বিদ্যুৎ বা মেঘধ্বনিকে পরিবৃত্ত করিয়া তাঁহারা উপবিষ্ট আছেন বা অবস্থান করেন)।

মধ্যমঃ পিতৈষাং প্রভুঃ পুরাণোহভিরক্ষতি ব্রতং কর্ম ॥ ৪ ॥

এষাং পিতা (এই মরুৎপ্রভৃতি মাধ্যমিক দেবগণের সংরক্ষক) প্রভুঃ = পুরাণঃ (পুরাতন) মধ্যমঃ (মধ্যমস্থানদেবতা বরুণ) ব্রতং কর্ম অভিরক্ষতি (ব্রত অর্থাৎ বৃষ্টিপাত রূপ কর্ম রক্ষা করেন—বৃষ্টিদানকর্ম অব্যাহত রাখিয়া থাকেন; ব্রতং = কর্ম)।

মহঃ সমুদ্রং বরুণস্তিরোহস্তদধাতি, অথ ধীরাঃ শকুবন্তি ধরুণেষুদকেষু কর্মণ আরভমারক্ণম্ ॥ ৫ ॥

মহঃ বরুণঃ (মহান্ বরুণ) সমুদ্রং (আদিত্যকে) তিরোদধে = তিরঃ অন্তর্দধাতি (তিরোহিত অর্থাৎ মেঘজালে অন্তর্দধিত করেন) অথ ধীরাঃ শকুবন্তি ধরুণেষু উদকেষু

কৰ্মণঃ আরভন্ আরব্ধু—অতঃপর ধীরগণ ধরুণ অর্থাৎ উদক বর্ষিত হইতে থাকিলে
কৃষ্যাদি কৰ্ম্ম অথবা যাগাদি কৰ্ম্ম আরম্ভ করিতে সমর্থ হন; শেকুঃ = শকুবন্তি; ধরুণেষু
= উদকেষু (ধরুণশব্দ উদকবাচী—নিঘ ১।১২); কৰ্ম্মণঃ আরভন্ আরব্ধু = কৰ্ম্মণঃ প্রারম্ভং
কৰ্ত্ত্বম্।

অজ একপাদ্ব্যাখ্যাতঃ, পৃথিবী ব্যাখ্যাতা, সমুদ্রো ব্যাখ্যাতঃ; তেষামেষ নিপাতো
ভবত্বপরস্যাং বহুদেবতায়াম্‌চি।। ৬।।

অজঃ একপাৎ ব্যাখ্যাতঃ, পৃথিবী ব্যাখ্যাতা, সমুদ্রঃ ব্যাখ্যাতঃ (অজ একপাৎ, পৃথিবী
এবং সমুদ্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে)। তেষাম্‌ এষঃ নিপাতঃ ভবতি অপরস্যাং বহুদেবতায়াম্‌ ঋচি
(ঠাহাদের এই নিপাত হইতেছে অপর একটী ঋকে যাহার দেবতা বহু)।

যে ঋকটী পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত হইতেছে তাহার দেবতা বহু; এই ঋকে অন্যান্য
দেবতার সহিত অজ একপাৎ, পৃথিবী এবং সমুদ্র—ইহাদেরও স্তুতি আছে সাধারণ্যে অর্থাৎ
তুল্যাভাবে।

।। দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

উত নোহির্বুধ্যাঃ শৃণোত্বজ একপাৎ পৃথিবী সমুদ্রঃ।

বিশ্বেদেবা ঋতাব্ধো হবানাঃ স্ততা মন্ত্রাঃ কবিশস্তা অবন্ত ॥ ১ ॥

(ঋ—৬।৫০।১৪, গুরু-যজুঃ—৩৪।৫৩)

উত অহির্বুধ্যাঃ নঃ শৃণোতু (আর অহির্বুধ্যা আমাদের স্তুতি শ্রবণ করুন); অজ একপাৎ পৃথিবী সমুদ্রঃ বিশ্বেদেবাঃ (অজ একপাৎ, পৃথিবী অর্থাৎ দ্যুলোক, সমুদ্র অর্থাৎ আদিত্য এবং বিশ্বেদেবগণ)—ঋতাব্ধো [এতে দেবাঃ] (সত্যবিবর্ধক অথবা যজ্ঞের সমৃদ্ধি বিধায়ক এই সকল দেবতা) হবানাঃ স্ততাঃ (আহুয়মান এবং স্তত হইয়া) অবন্ত (আমাদিগকে রক্ষা করুন), কবিশস্তাঃ মন্ত্রাশ্চ (মেধাবিগণ-কর্তৃক সমুচ্চারিত মন্ত্র-সমূহও) [অবন্ত] (আমাদিগকে রক্ষা করুক)।

অপি চ নোহির্বুধ্যাঃ শৃণোতু; অজশ্চেকপাৎ পৃথিবী চ সমুদ্রশ্চ সর্বের চ দেবাঃ সত্যব্ধো বা যজ্ঞব্ধো বা হুয়মানা, মন্ত্রেঃ স্ততাঃ; মন্ত্রাঃ কবিশস্তা অবন্ত মেধাবিশস্তাঃ ॥ ২ ॥

উত = অপিচ (আরও); অহির্বুধ্যাঃ নঃ শৃণোতু = অহির্বুধ্যাঃ অস্মাকং স্তুতীঃ শৃণোতু (অহির্বুধ্যা আমাদের স্তুতি শ্রবণ করুন); অজশ্চ একপাৎ সর্বের চ দেবাঃ (অজ একপাৎ, পৃথিবী, সমুদ্র ও বিশ্বেদেবগণ^১) অবন্ত (আমাদিগকে রক্ষা করুন)—এই সকল দেবতার বিশেষণ ঋতাব্ধো; ঋতাব্ধো = সত্যব্ধো বা যজ্ঞব্ধো বা (সত্যধর্মের অথবা যজ্ঞের বিবৃদ্ধি-কারক); হবানাঃ = হুয়মানাঃ (যজুর্মন্ত্রের দ্বারা আহুয়মান হইয়া), স্ততাঃ = মন্ত্রেঃ স্ততাঃ (সাম মন্ত্রের দ্বারা স্তত হইয়া)। কবিশস্তাঃ মন্ত্রাঃ = মেধাবিশস্তাঃ মন্ত্রাঃ (মেধাবী অর্থাৎ জ্ঞানীদিগের মুখে সম্যক্ উচ্চারিত মন্ত্র-সমূহ) [অবন্ত] (আমাদিগকে রক্ষা করুক)।

(২১) দধ্যাঙ (২২) অর্থবা (২৩) মনু।

দধ্যাঙ প্রত্যক্তো ধ্যানমিতি বা, প্রত্যক্তমস্মিন্ ধ্যানমিতি বা ॥ ৩ ॥

অর্থবা ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৪ ॥

মনুর্মননাৎ ॥ ৫ ॥

দধ্যাঙ অর্থবা এবং মনু—ইহারা ত্রিৎ পক্ষে (দেবতার সংখ্যা তিন—এই মতানুসারে) তিনের অন্যতম আদিত্য অর্থাৎ ইহারা আদিত্যেরই অবস্থাবিশেষ; দ্যুস্থানে ইহাদের সমান্নান বা পাঠ আছে। পৃথক্ পক্ষে ইহারা আদিত্য সহচারী তিন জন দ্যুস্থান ঋষি।^২

১। ভাষ্যের 'সর্বের চ দেবাঃ'—'বিশ্বে দেবাঃ' পদের অর্থ (নির্ম ১২।৩৯ দ্রষ্টব্য)।

২। ত্রিৎপক্ষে আদিত্য এবৈতে ... দ্যুস্থানে সমান্নানাৎ, পৃথক্ পক্ষে পুনর্দ্যুস্থানাৎ তৎসহচারিণ এতে ঋষয়ঃ (দুঃ)।

দধ্যাঙ্ (‘দধ্যাচ্’ শব্দের প্রথমার একবচন)—ধ্যান + ‘অধ্’ (গত্যর্থক) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—কর্তৃবাচ্যে অথবা অধিকরণ বাচ্যে; ধ্যানং প্রত্যয়ঃ—লোকপালত্বনিবন্ধন লোকের কৃত্যাকৃত্য বিষয়ে আদিত্য ধ্যানগত অর্থাৎ লব্ধজ্ঞান;^১ প্রত্যয়ত্বম্ অস্মিন্ ধ্যানম্ ইতি বা—অথবা, আদিত্যে উক্তপ্রকার ধ্যান (জ্ঞান) প্রতিগত বা সুলব্ধ। স্বাধিত্বপক্ষে—দধ্যাঙ্ ধ্যানগত বা ধ্যানরত, বিষয়ব্যাবৃত্ত; অথবা—ধ্যান তাঁহাতে প্রতিগত বা সুলব্ধ।

অথর্বা ব্যাখ্যাতে: (‘অথর্বন’ শব্দের ব্যাখ্যা পূর্বের করা হইয়াছে—নির্ ১১।১৮ দ্রষ্টব্য)। ন+চরণার্থক (গমনার্থক) ‘থর্ব’ ধাতু হইতে শব্দটি নিষ্পন্ন—আদিত্য রসাদানাদি স্বীয় কর্ম হইতে কখনও বিচলিত হন না।^২ স্বাধিত্বপক্ষে—অথর্বা শীতোষ্ণ সুখ-দুঃখাদিতে অবিচলিত প্রকৃতি।

মনূর্মননাৎ—মনুশব্দ মননার্থক বা অর্চনার্থক ‘মন্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; আদিত্য স্বাধিকারাদি মনন (চিন্তা) করেন অথবা অর্চিত হন।^৩ স্বাধিত্বপক্ষে—মনু মননশীল।

তেষামেষ নিপাতো ভবতৈন্দ্র্যামৃচি।। ৬।।

তেষাম্ এষঃ নিপাতঃ ভবতি ঐন্দ্র্যাম্ ঋচি (তাঁহাদের এই নিপাত হইতেছে ইন্দ্র-দেবতাক ঋকে)।

পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে যে ঋকৃটি উদ্ধৃত হইতেছে, তাহার দেবতা ইন্দ্র; এই ঋকে দধ্যাঙ্ অথর্বা এবং মনুর স্তুতি আছে—ইন্দ্রের সহিত তুল্যভাবে।^৪

।। ত্রয়স্বিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।।

১। ধ্যানং জ্ঞানং লোককৃত্যাকৃত্যবিষয়ং লোকপালত্বাৎ (দেবরাজ)।

২। ন হয়ৎ স্বাধিকারং ব্যভিচরতি রসাদানাদিকং নিত্যমনুভিষ্ঠতীত্যর্থঃ (স্বঃ স্বাঃ)।

৩। মননাৎ স্বাধিকারাদেঃ, অর্চ্যত ইতি বা মনুরাদিত্যঃ (দেবরাজ)।

৪। তেষাং দধ্যাঙ্গাদীনামেব স্তুতিসাধারণেন নিপাত ঐন্দ্র্যামৃচি (স্বঃ স্বাঃ)।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

যামথর্বা মনুষ্টিতা দধ্যাঙ্ক ধিয়মত্তত।

তস্মিন্ ব্রহ্মাণি পূর্বথেন্দ্র উক্থা সমগ্ভতাচর্চন্নু স্বরাজ্যম্॥ ১॥

(ঋ—১।৮০।১৬)

অথর্বা মনুঃ পিতা দধ্যাঙ্ক (অথর্বা, অপত্যভূত মানববৃন্দের পালয়িতা মনু এবং দধ্যাঙ্ক—
আদিভ্যের এই ত্রিরূপ) যাং ধিয়ম্ অত্তত (দিবসনিষ্পাদনরূপ যে কর্ম করিয়া থাকেন)^১
তস্মিন্ [সতি]^২ (তাহা হইয়া গেল অর্থাৎ দিবস নিষ্পন্ন হইলে) ইন্দ্রে (ইন্দ্রে) পূর্বথা
(পূর্ব-পূর্ব দিনের ন্যায়) ব্রহ্মাণি (হবির্দান কর্ম) উক্থা (উক্থানি চ—এবং স্তোত্রসমূহ)
সমগ্ভতা (সংগত সমাগত হউক), যঃ (যিনি) স্বরাজ্যম্ (স্বরাজ্যম্—স্বীয় আধিপত্যকে)
অচর্চন্ (অর্চনা করতঃ) [তৎ] (তাহা) অনু = অনু + উপাস্তে (যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠান বা সেবা
করেন)।

যামথর্বা চ মনুশ্চ পিতা মানবানাং দধ্যাঙ্ক চ ধিয়মতনিষত, তস্মিন্ ব্রহ্মাণি
কর্ম্মাণি পূর্বথেন্দ্র উক্থানি চ সংগচ্ছন্তাম্, অচর্চন্ যোহনুপাস্তে স্বরাজ্যম্॥ ২॥

অথর্বা চ মনুশ্চ পিতা মানবানাং দধ্যাঙ্ক চ যাং ধিয়ম্ অতনিষত (অথর্বা, মানববৃন্দের
পিতা মনু এবং দধ্যাঙ্ক উদয় ও অস্তগমনের দ্বারা দিবস নিষ্পত্তিরূপ যে কর্মের বিস্তার
করেন অর্থাৎ যে কর্ম করিয়া থাকেন; অত্তত = অতনিষত—বিস্তারার্থক ‘তন্’ ধাতুর
রূপ); তস্মিন্ [সতি] (তাহা অর্থাৎ দিবসনিষ্পত্তি হইয়া গেলে), ব্রহ্মাণি কর্ম্মাণি পূর্বথা
ইন্দ্রে উক্থানি চ সংগচ্ছন্তাম্ (ব্রহ্মা অর্থাৎ হবির্দানরূপ কর্ম এবং উক্থ অর্থাৎ স্তোত্রসমূহ
পূর্ব-পূর্ব দিনের ন্যায় ইন্দ্রে সঙ্গত বা সমাগত হউক—ইন্দ্রের উদ্দেশে যজ্ঞে অর্পিত হউক;
ব্রহ্মাণি = কর্ম্মাণি; সমগ্ভত = সংগচ্ছন্তাম্)। অচর্চন্ যঃ অনুপাস্তে স্বরাজ্যম্—যে ইন্দ্রে
অর্চনা পূর্বক যথাশাস্ত্র স্বরাজ্যের অর্থাৎ আধিপত্যের অনুষ্ঠান বা সেবা করেন; আশ্রিতের
উপকার সাধন করাই স্বরাজ্যের বা আধিপত্যের পূজা^৩—যে আশ্রিত জনের উপকার করে
না তাহার আধিপত্য অপূজিত—বৃথা, সে আশ্রিতরি মাত্র; অনু = অনু + উপাস্তে = অনুপাস্তে
(অনুষ্ঠান বা সেবা করেন); স্বরাজ্যম্ = স্বরাজ্যম্।

পৃথক্ বা ভেদ পক্ষে ব্যাখ্যা হইবে :—অথর্বা মনু এবং দধ্যাঙ্ক—আদিত্য সহচারী
এই ঋষিভ্রম—যাং ধিয়ং অত্তত (যে যাগাখ্য কর্ম সম্পাদন করেন) সেই কর্মে ব্রহ্ম (অন্ন)
এবং উক্থ ইন্দ্রে সংগত বা সমাগত হয়, ইত্যাদি।

॥ চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। যজ্ঞকর্ম্মাহোনির্বৃত্তাদিলক্ষণং তনোতি (দুঃ)।

২। তস্মিন্ সতি (দুঃ)।

৩। কা পুনরাধিপত্যস্য পূজা? যাস্তিতোপকারক্রিয়া (ঋঃ স্বাঃ)।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

অথাতো দুস্থানা দেবগণাঃ ॥ ১ ॥

অথ অতঃ দুস্থানাঃ দেবগণাঃ (দুস্থান দেবগণের অধিকারবশতঃ অতঃপর দুস্থান দেবগণ ব্যাখ্যাত হইবেন)।

দ্বাদশাধ্যায়ে দুস্থান দেবতার ব্যাখ্যা চলিতেছে। এই পর্য্যন্ত যে সকল দুস্থান দেবতার ব্যাখ্যা হইয়াছে অশ্বিনয় ব্যতীত তাহারা সকলেই একক; এক্ষণে যাঁহাদের কথা বলা হইবে তাঁহারা দেবগণ বা দেবসমষ্টি—আদিত্যগণ সপ্তর্ষিগণ ইত্যাদি।

তেষামাদিত্যাঃ প্রথমাগামিনো ভবন্তি ॥ ২ ॥

তেষাম্ আদিত্যাঃ প্রথমাগামিনঃ ভবন্তি (এই সমস্ত দেবগণ বা দেবসমুদায়ের মধ্যে আদিত্যগণ প্রথম সমাগত হন)।

নিঘণ্টুর পঞ্চম অধ্যায়ের ষষ্ঠ খণ্ডে যে সমস্ত দেবগণের বা দেবসমুদায়ের নাম আছে তাহার মধ্যে আদিত্যগণই প্রথম।

২৪। আদিত্যগণ।

আদিত্যাঃ ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ৩ ॥

আদিত্যাঃ ব্যাখ্যাতাঃ—আদিত্য শব্দের নির্বচন পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে (নির্ ২।১৩)। এখানে শব্দটী বহুবচনান্ত—এইমাত্র বিশেষ।

তেষামেষা ভবতি ॥ ৪ ॥

তেষাম্ এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী আদিত্যগণ সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ইমা গির আদিত্যোভ্যো য়তনুঃ সনাদ্রাজভ্যো জুহা জুহোমি
শৃণোতু মিত্রো অর্যমা ভগো নস্ত্রবিজাতো বরুণো দক্ষো অংশঃ ॥ ১ ॥

(ঋ—২।২৭।১, শুক্ল-যজুঃ—৩৪।৫৪)

সনাৎ রাজভ্যঃ আদিত্যোভ্যঃ (চিরপ্রদীপ্ত আদিত্যগণের উদ্দেশ্যে) য়তনুঃ [আহুতীঃ]
(যতস্রাবী আহুতীসমূহ) জুহা (জুহু দ্বারা) জুহোমি (অর্পণ করিতেছি), মিত্রঃ অর্যমা, ভগঃ,
তুবিজাতঃ বরুণঃ, দক্ষঃ, অংশঃ (মিত্র, অর্যমা, ভগ, বহুপ্রজা ধাতা, বরুণ, দক্ষ এবং অংশ)
নঃ ইমাঃ গিরঃ শৃণোতু (আমাদের এই স্তুতি শ্রবণ করুন)।

য়তনুঃ য়তপ্রস্রাবিন্যঃ, য়তপ্রস্রাবিন্যঃ, য়তসারিণ্যঃ, য়তসানিন্য ইতি বা ॥ ২ ॥

য়তনুঃ—‘য়তনু’ শব্দের দ্বিতীয়ার বহুবচন—‘আহুতীঃ’ এই উহা কর্মপদের বিশেষণ;
প্রথমান্ত পদের দ্বারা ভাষ্যকার অর্থ প্রদর্শন করিতেছেন—(১) য়তপ্রস্রাবিন্যঃ—য়ত + প্র
+ প্রস্রবণার্থক ‘নু’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—য়তপ্রস্রবণকারিণী অর্থাৎ দেবতাগণের উদ্দেশ্যে
যাহা য়ত প্রক্ষরণ করে (২) য়তপ্রস্রাবিন্যঃ—য় + প্র + গতার্থক ‘নু’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—
য়ত চালনাকারিণী অর্থাৎ দেবতাগণের উদ্দেশ্যে যাহা য়ত চালিত করে (৩) য়তসারিণ্যঃ—
য়ত + গতার্থক ‘স্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—য়তপ্রাপ্তি-সাধিকা অর্থাৎ যাহা দেবতাগণের সমীপে
য়ত লইয়া যায় (৪) য়তসানিন্যঃ—য়ত + সম্ভজনার্থক ‘সন’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—
য়তসম্ভজনকারিণী অর্থাৎ যাহা দেবতাদিগের মধ্যে য়ত বিভাগ করিয়া দেয়।

আহুতীরাদিত্যোভ্যশ্চিরং জুহা জুহোমি চিরং জীবনায় চিরং রাজভ্য ইতি
বা ॥ ৩ ॥

য়তনুঃ আহুতীঃ আদিত্যোভ্যঃ চিরং জুহা জুহোমি (য়তনু আহুতীসমূহ আদিত্যগণের
উদ্দেশ্যে দীর্ঘজীবনলাভের নিমিত্ত জুহু দ্বারা অর্পণ করিতেছি)—সনাৎ = চিরং = চিরং
জীবনায় (দীর্ঘ জীবনলাভের নিমিত্ত); চিরং রাজভ্যঃ ইতি বা (অথবা—‘সনাৎ’ শব্দের সম্বন্ধ
‘রাজভ্যঃ’ পদের সহিত—সনাৎ রাজভ্যঃ = চিরং রাজভ্যঃ (চিরকাল ধরিয়া প্রদীপ্ত)—
রাজভ্যঃ—‘আদিত্যোভ্যঃ’ পদের বিশেষণ।

শৃণোতু ন ইমা গিরো মিত্রশ্চার্য্যমা ভগশ্চ বহুজাতশ্চ ধাতা দক্ষো
বরুণোহংশশ্চ ॥ ৪ ॥

মিত্রশ্চ অর্য্যমা চ ভগশ্চ (মিত্র অর্য্যমা এবং ভগ) বহুজাতশ্চ ধাতা (এবং বহুপ্রজা ধাতা)
দক্ষঃ বরুণঃ অংশশ্চ (এবং দক্ষ বরুণ ও অংশ) নঃ ইমাঃ গিরঃ শৃণোতু (আমাদের

এই সকল স্তুতিবাক্য শ্রবণ করুন); তুবিজাতঃ = বহুজাতঃ = বহুপ্রজঃ ধাতা (প্রভুতং জাতং যস্য)—তুবি শব্দ বহুবাচী (নিয় ৩।১)—বিধাতা সৰ্ব্বশ্রষ্টা, কাজেই বহুপ্রজ।

অংশোহংশুনা ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৫ ॥

অংশঃ অংশুনা ব্যাখ্যাতঃ (অংশ শব্দ অংশু শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

অংশ = আদিত্য; অংশ শব্দের নিব্বচন অংশুশব্দবৎ—নির্ ২।৫ দ্রষ্টব্য।

মন্ত্রোক্ত মিত্র প্রভৃতি দেবতা সকলেই দ্যুস্থান—গ্রহবিজ্ঞতি ভয়েই দ্যুস্থান দেবতারূপে ইহাদের পৃথক্ পৃথক্ সমান্নান হয় নাই।

২৫। সপ্ত ঋষি।

সপ্ত ঋষয়ো ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৬ ॥

সপ্ত ঋষয়ঃ ব্যাখ্যাতাঃ (সপ্ত ঋষি ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

সপ্তশব্দের নিব্বচন সম্বন্ধে নির্ ৪।২৬ এবং ঋষি শব্দের নিব্বচন সম্বন্ধে নির্ ২।১১ দ্রষ্টব্য। এখানে সপ্ত ঋষি = সপ্তসংখ্যক সূর্য্যরশ্মি অথবা—ষড়্ভিষ্ময় এবং বুদ্ধি।

তেষামেবা ভবতি ॥ ৭ ॥

তেষাম্ এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্টি ‘সপ্তঋষি’ সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সপ্ত ঋষয়ঃ প্রতিহিতাঃ শরীরে সপ্ত রক্ষন্তি সদমপ্রমাদম্।

সপ্তাপঃ স্বপতো লোকমীযুস্তত্র জাগৃতো অস্বপ্নজৌ সত্রসদৌ চ দেবৌ ॥ ১ ॥

(শুক্ল-যজুঃ—৩৫।৫৫)

সপ্ত ঋষয়ঃ শরীরে প্রতিহিতাঃ (সপ্ত সংখ্যক রশ্মি তমোবিনাশক আদিত্য মণ্ডলে^১ প্রতিনিহিত বা ব্যবস্থিত^২), সপ্ত (এই সাত রশ্মি) সদম্ (সদা)^৩ অপ্রমাদং (প্রমাদরহিত হইয়া) রক্ষন্তি [সংবৎসরম্] (সংবৎসরষষ্ঠা মণ্ডলান্তর্বর্ত্তী পুরুষকে রক্ষা করিতেছে)^৪; সপ্ত আপঃ (ব্যাপনশীল এই সপ্ত রশ্মি) স্বপতঃ (অন্তগত আদিত্যের) লোকম্ (লোককে অর্থাৎ মণ্ডলকে) ঈয়ুঃ (প্রাপ্ত হয়), তত্র (সেই মণ্ডলে) অস্বপ্নজৌ (স্বপ্নজন্মরহিত)^৫ সত্রসদৌ চ দেবৌ (এবং জীবদ্রাণে অবস্থিত অর্থাৎ জীবনদাতা দেবদ্বয়—বায়ু ও আদিত্য)^৬ জাগৃতাঃ (জাগরুক রহিয়াছেন অর্থাৎ স্ব স্ব ব্যাপারে নিযুক্ত আছেন)।^৭

সপ্ত ঋষয়ঃ প্রতিহিতাঃ শরীরে রশ্ময় আদিত্যে, সপ্ত রক্ষন্তি সদম্ অপ্রমাদং সংবৎসরমপ্রমাদ্যন্তঃ, সপ্তাপনাস্ত্র এব স্বপতো লোকমস্তমিতমাদিত্যং যন্ত্যত্র জাগৃতো অস্বপ্নজৌ স্বপ্নসদৌ চ দেবৌ বায়াদিত্যৌ—ইত্যর্থিদেবতম্ ॥ ২ ॥

সপ্ত ঋষয়ঃ প্রতিহিতাঃ শরীরে—ঋষয়ঃ = রশ্ময়ঃ (রশ্মিসমূহ), শরীরে = আদিত্যে—সপ্তসংখ্যক রশ্মি আদিত্যে প্রতিহিত অর্থাৎ নিহিত বা স্থাপিত। সপ্ত রক্ষন্তি সদম্ অপ্রমাদম্—রক্ষন্তি অপ্রমাদম্ = রক্ষন্তি সংবৎসরম্ অপ্রমাদ্যন্তঃ (সংবৎসর অর্থাৎ সংবৎসরের ঐষ্টা আদিত্যকে প্রমাদরহিত হইয়া—স্বকর্ম্ম কোনও সময় পরিত্যাগ না করিয়া—রক্ষা করে)। সপ্তাপনাঃ তে এব স্বপতঃ লোকম্ আদিত্যং যন্তি—সপ্ত আপঃ = সপ্ত আপনাঃ, তে এব স্বপতঃ লোকম্ = আদিত্যম্, ঈয়ুঃ = যন্তি (সপ্ত ব্যাপনশীল সেই রশ্মি সমূহই অন্তগত আদিত্য-মণ্ডলকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তাহাতে গিয়া অনুপ্রবিষ্ট বা লীন হয়)। অত্র জাগৃতাঃ অস্বপ্নজৌ

১। 'শু' হিংসায়ামিত্যস্য রূপম্; হিংসিতারং তমসামাদিত্যমণ্ডলমিত্যর্থঃ (স্বঃ স্বাঃ)।

২। প্রতিহিতাঃ প্রতিনিহিতাঃ (স্বঃ স্বাঃ); প্রতিহিতা ব্যবস্থিতাঃ (মহীধর)।

৩। সদং সৈদেব (স্বঃ স্বাঃ) সদাকালম্ (উবট)।

৪। 'রক্ষন্তি' ক্রিয়ার কর্ম্ম 'সংবৎসরম্'—সংবৎসর = সংবৎসরষষ্ঠা আদিত্য; কিং রক্ষন্তি ভাষ্যকার আহ সংবৎসরমিতি সংবৎসরকারিণমাদিত্যমিত্যভিপ্রায়ঃ (স্বঃ স্বাঃ)।

৫। অস্বপ্নজৌ = অস্বপ্ন + অজ; অবিদ্যমানঃ স্বপ্নো জন্ম চ যয়োস্তৌ স্বপ্নজন্মরহিতৌ (স্বঃ স্বাঃ)।

৬। সত্রে সতাং দ্রাণে কৃতাবস্থানৌ দেবৌ জীবনদাতারৌ (উবট); সতাং জীবনাং দ্রাণং রক্ষণং সত্রং তত্র সীদতস্তৌ সত্রসদৌ, জীবনদাতারাবিত্যর্থঃ (মহীধর)।

৭। স্বব্যাপারমনুতিষ্ঠতঃ (স্বঃ স্বাঃ)।

সত্রসদৌ চ দেবৌ বায়াদিতৌ (এই আদিত্যমণ্ডলে জাগরুক রহিয়াছেন স্বপ্ন ও জন্মরহিত জীবনরক্ষক দেবদ্বয় অর্থাৎ বায়ু ও আদিত্য)। ইতি অধিদৈবতম্—এই ব্যাখ্যা দেবতাধিকারে বা দেবতাবিশয়ে অর্থাৎ সপ্ত ঋষিকে দুস্থান দেবতা গণ্য করিয়া।

অথাধ্যাত্মম্—

সপ্ত ঋষয়ঃ প্রতিহিতাঃ শরীরে ষড়্‌ইন্দ্রিয়াণি বিদ্যা সপ্তম্যাত্মনি, সপ্ত রক্ষন্তি সদমপ্রমাদং শরীরমপ্রমাদ্যন্তি, সপ্তাপনানীমান্যেব স্বপতো লোকমন্তমিতমাত্মানং যন্ত্যত্র জাগৃতো অস্বপ্নজৌ সত্রসদৌ চ দেবৌ প্রাজ্ঞশ্চাত্মা তৈজসশ্চৈত্যা-
গতিমাচষ্টে।। ৩।।

অথ অধ্যাত্মম্—অতঃপর অধ্যাত্ম; মস্ত্রের এখন যে ব্যাখ্যা করা হইবে তাহা আত্মাধিকারে অর্থাৎ সপ্ত ঋষিকে আত্মপক্ষে যোজনা করিয়া।

সপ্ত ঋষয়ঃ প্রতিহিতাঃ শরীরে ষট্‌ ইন্দ্রিয়াণি বিদ্যা সপ্তমী আত্মনি—সপ্ত ঋষয়ঃ = ষট্‌ ইন্দ্রিয়াণি + বিদ্যা সপ্তমী (ত্বক্ চক্ষুঃ শ্রোত্র স্রাণ রসনা ও মন—এই ছয় ইন্দ্রিয় এবং সপ্তম—বিদ্যা অর্থাৎ বুদ্ধি)^১—ইহারা শরীরে অর্থাৎ জীবাত্মায় প্রতিহিত অর্থাৎ ব্যবস্থিত আছে; শরীরে = আত্মনি—শরীর শব্দের অর্থ আত্মা (জীবাত্মা); সপ্ত রক্ষন্তি সদম্‌ অপ্রমাদম্‌ শরীরম্‌ অপ্রমাদ্যন্তি—সদম্‌ = শরীরম্‌ (আত্মাকে)—জীবাত্মাকে এই সপ্ত ঋষি (ষড়্‌ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি) অপ্রমাদে অর্থাৎ সর্বপ্রকার প্রমাদ বর্জিত হইয়া রক্ষা করে, স্ববিষয়প্রকাশনের দ্বারা। সপ্ত আপনানি ইমানি এব স্বপতঃ লোকম্‌ অন্তমিতম্‌ আত্মানং যন্তি—স্ব স্ব বিষয়ে ব্যাপনশীল এই সপ্ত ঋষিই সপ্ত বা অন্তমিত লোককে—নিদ্রিত জীবাত্মাকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ষড়্‌ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি স্ব স্ব বিষয় হইতে উপরত হইয়া নিদ্রাবস্থ জীবাত্মায় অনুপ্রবিষ্ট বা লীন হয়; স্বপতঃ লোকম্‌ = অন্তমিতম্‌ আত্মানম্‌ (নিদ্রাবস্থাপন্ন জীবাত্মাকে)। অত্র জাগৃতাঃ অস্বপ্নজৌ সত্রসদৌ চ দেবৌ প্রাজ্ঞশ্চ আত্মা তৈজসশ্চ—অত্র = এই জীবাত্মায়^২ অস্বপ্নজ (স্বপ্ন জন্ম রহিত) চ (এবং) সত্রসদৌ (সদাবস্থিত) দেবৌ (দেবদ্বয়) [অর্থাৎ] প্রাজ্ঞশ্চ আত্মা তৈজসশ্চ জাগৃতাঃ (প্রাজ্ঞ এবং তৈজস আত্মা জগারিত থাকেন)—প্রাজ্ঞ = পরমাত্মা—চিদ্রূপে যিনি শরীর ব্যাপ্ত করিয়া বর্তমান থাকেন; তৈজস আত্মা = প্রাণ (তেজোবায়ু-বৃষ্টি)—অন্নপানাদির পচনকর্তা। ইতি আত্মগতিম্‌ আচষ্টে (এইভাবে জীবাত্মার গতি বলিতেছেন)—জীবাত্মার গতি বর্ণিত হইল, ষড়্‌ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির সহিত তাহার সম্বন্ধ

১। ইন্দ্রিয় পক্ষে ঋষি শব্দের বুৎপত্তি হইবে—অর্থগানি স্ব স্ব বিষয়ং প্রতিগত্বুণি; বিদ্যা বিজ্ঞানং তৎসপ্তমানি (ঋঃ স্বাঃ)।

২। তত্র জাগৃতাঃ ইতি শরীরাত্মনা সম্বধ্যতে (ঋঃ স্বাঃ)।

নির্ণয় করিয়া। আত্মগতি শব্দের অর্থ স্বন্দস্বামী করিয়াছেন আত্মাবগমন (৩৮ পরিচ্ছেদ টীকা দ্রষ্টব্য)।

তেষামেযা অপরা ভবতি ॥ ৪ ॥

তেষাম্ এযা অপরা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে অপর একটি ঋক্ সপ্তঋষিসম্বন্ধে উদাহৃত হইতেছে)।

যে ঋক্টি উদ্ধৃত হইতেছে তাহা হইতে আরও স্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত হইবে যে—
সপ্তঋষি = সপ্তরশ্মি।

॥ সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

তির্য্যাঙ্ঘিলশ্চমস উর্দ্ধবুধো যস্মিন্ যশো নিহিতং বিশ্বরূপম্।

অত্রাসত ঋষয়ঃ সপ্ত সাকং যে অস্য গোপা মহতো বভূবুঃ॥ ১॥

(অথর্ব—১০।২৬।৯)

তির্য্যাঙ্ঘিলঃ (পার্শ্বদেশে রশ্মিরূপ ছিদ্রবিশিষ্ট) উর্দ্ধবুধঃ (উর্দ্ধবন্ধন) চমসঃ (উদক-বর্ষা আদিত্যমণ্ডল) [রহিয়াছে], যস্মিন্ (যাহাতে) বিশ্বরূপং যশঃ (সর্বপ্রকার ভৌম-রসরূপ উদক) নিহিতং (নিহিত), অত্র সপ্ত ঋষয়ঃ সাকম্ আসতে (এইস্থানে সপ্তসংখ্যক রশ্মি একীভূত হইয়া অবস্থান করে), যে অস্য মহতঃ (যে রশ্মিসমূহ এই বিশাল জগতের) গোপাঃ বভূবুঃ^১ (রক্ষকরূপে বর্তমান আছে)।

তির্য্যাঙ্ঘিলশ্চমস উর্দ্ধবন্ধন উর্দ্ধবোধনো বা, যস্মিন্ যশো নিহিতং সর্বরূপম্॥ ২॥

তির্য্যাঙ্ঘিলঃ—তির্য্যাঙ্ঘি অস্য মণ্ডলস্য রশ্মিচ্ছিদ্রাণি (আদিত্যমণ্ডলের রশ্মিরূপ ছিদ্রসমূহ তিরস্চীন অর্থাৎ নোয়ান বা আড়ভাবে স্থিত; তির্য্যক্শব্দে পার্শ্বদেশও বুঝাইতে পারে—having its opening on the side—Monier Williams. চমসঃ = আদিত্যমণ্ডল—চমন + দানার্থক ‘সন্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; আদিত্যমণ্ডল চমন বা উদক দান করে। উর্দ্ধবুধ = উর্দ্ধবন্ধনঃ (উর্দ্ধে অর্থাৎ দুলোকে বন্ধ—চিরকাল দুলোকেই অবস্থিত, কোন কালেই ইহার পতন নাই; অথবা—উর্দ্ধে বন্ধন যাহার অর্থাৎ উর্দ্ধে অবস্থিত থাকিয়াই সর্বদা জগৎপালনরূপ স্বীয় কৰ্ম্ম যে নিষ্পন্ন করে);^২ উর্দ্ধবোধনো বা (অথবা উর্দ্ধবুধ = উর্দ্ধবোধন—উর্দ্ধে উত্তিত হইয়া জগৎকে প্রবোধিত বা জাগরিত করে)।^৩ যস্মিন্ যশঃ নিহিতং বিশ্বরূপম্ (বিশ্বরূপং = সর্বরূপম্—যাহাতে অর্থাৎ যে আদিত্যমণ্ডলে সর্বপ্রকার উদক অবস্থাপিত হয়; ‘যশস্’ শব্দ উদকবাচী—নিঘ ১।১২)।

অত্রাসত ঋষয়ঃ সপ্ত সহাদিত্যরশ্ময়ো যে অস্য গোপা মহতো বভূবুরিত্যধিদৈবতম্॥ ৩॥

অত্র আসতে ঋষয়ঃ সপ্ত সহ আদিত্যরশ্ময়ঃ (সাকং = সহ; ঋষয়ঃ = আদিত্যরশ্ময়ঃ; এই মণ্ডলে সপ্তসংখ্যক আদিত্যরশ্মি একসঙ্গে অবস্থান করে); যে অস্য গোপাঃ মহতঃ [জগতঃ] বভূবুঃ (যে রশ্মিসমূহ এই বিশাল জগতের সংরক্ষকরূপে বর্তমান আছে)।

১। বভূবুঃ ভবন্তি (দুঃ)।

২। উর্দ্ধং দিবি বুধং বন্ধনং স্বাধিকারলক্ষণং কৰ্ম্ম যস্য (ঋঃ স্বাঃ)।

৩। উর্দ্ধং বোধিতো বোধয়তি স্পৃষ্টানি (ঋঃ স্বাঃ)।

ইতি অধিদেবতম্—এই ব্যাখ্যা দেবতাধিকারে (সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ দ্বিতীয় সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য)।

অথাধ্যাত্মম্—তির্য্যগ্‌বিলম্‌চমস উর্দ্ধবন্ধন উর্দ্ধবোধনো বা যস্মিন্‌ যশো নিহিতং সর্বরূপম্‌, অত্রাসত ঋষয়ঃ সপ্ত সহৈন্দ্রিয়াণি, যান্যস্য গোপ্তৃণি মহতো বভূবুরিত্যাঙ্গগতিমাচষ্টে ॥ ৪ ॥

অথ অধ্যাত্মম্—অতঃপর অধ্যাত্ম; মন্ত্রের এখন যে ব্যাখ্যা করা হইবে তাহা আত্মাধিকারে অর্থাৎ সপ্ত ঋষিকে আত্মপক্ষে যোজনা করিয়া।

তির্য্যগ্‌বিলঃ চমসঃ উর্দ্ধবন্ধনঃ উর্দ্ধবোধনো বা—তির্য্যগ্‌বিলঃ—তিরস্চীন হইয়াছে বিলসমূহ অর্থাৎ চক্ষুঃপ্রভৃতি ছিদ্র যাহাতে (শিরোবোধক চমস শব্দের বিশেষণ); চমসঃ = শিরঃ; শির ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞানের চমন বা গ্রহণ করে,^১ চমসঃ (শিরঃ) উর্দ্ধবুধঃ অর্থাৎ উর্দ্ধবন্ধনঃ—শরীরের উর্দ্ধস্থ বন্ধন শির, শিরোবিয়োগে শরীরপাত অবশ্যজ্ঞাবী; উর্দ্ধবোধনো বা—অথবা উর্দ্ধবুধঃ = উর্দ্ধবোধনঃ—শির উর্দ্ধস্থ বোধক অর্থাৎ জ্ঞানসম্পাদক চক্ষুরাদি দ্বারা সমৃদ্ধ (উর্দ্ধং চ বোধকং চক্ষুরাদি যস্মিন্—ঋঃ স্বাঃ)। যস্মিন্‌ যশঃ নিহিতং সর্বরূপম্—যাহাতে সর্বপ্রকার যশ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জন্য বিজ্ঞান নিহিত আছে। অত্র আসতে ঋষয়ঃ সপ্ত সহ ইন্দ্রিয়াণি—এই শিরোদেশে সপ্তসংখ্যক ঋষি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ একত্রে অবস্থিত আছে—সপ্ত ঋষয়ঃ = ইন্দ্রিয়াণি। যানি অস্য গোপ্তৃণি মহতঃ বভূবুঃ (ভবন্তি)—যে ইন্দ্রিয়সমূহ এই মহৎ শরীরের রক্ষাকারী হইয়া থাকে। ইতি আঙ্গগতিম্‌ আচষ্টে—এইভাবে জীবাঙ্গার গতি বলিতেছেন; আঙ্গগতি শব্দের অর্থ আঙ্গাবগমন।^২ চমস অথবা শির বলিতে বস্তুগত্যা জীবাঙ্গাকেই বুঝাইতেছে; এই জীবাঙ্গার গতি বর্ণিত হইল—ইহার সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া।

২৬। দেবগণ।

দেবা ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ৫ ॥

দেবাঃ ব্যাখ্যাতাঃ—দেবশব্দের নির্বচন পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে (নিরু ৭।১৫ দ্রষ্টব্য); এই স্থলে বহুবচনের দ্বারা দেবশব্দ রক্ষির বোধক।

তেষামেষা ভবতি ॥ ৬ ॥

তেষাম্‌ এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী দেবগণ সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। তির্য্যক্‌ছিদ্রমিদমেব শিরশ্চমসঃ চক্ষুস্তে হানেন রসা ইতি (দুঃ)।

২। আঙ্গগতিমাঙ্গাবগমনম্‌ (ঋঃ স্বাঃ)।

উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

দেবানাং ভদ্রা সুমতিঃ স্বজুয়তাং দেবানাং রাতিরভি নো নিবর্ত্ততাম্।

দেবানাং সখ্যমুপসেদিমা বয়ং দেবা ন আয়ুঃ প্রতিরস্তু জীবসে।। ১।।

(ঋ—১।৮৯।২, শুক্ল-যজুঃ—২৫।১৫)

স্বজুয়তাং দেবানাং (স্বজুগামী দেবগণের) ভদ্রা সুমতিঃ (ভদ্রায়াং সুমতৌ—কল্যাণদায়িনী সুমতিতে) [বয়ং স্যাম্] (আমরা যেন বর্ত্তমান থাকি), দেবানাং রাতিঃ অভি নঃ নিবর্ত্ততাম্ (দেবগণের দান আমাদের অভিমুখে নিয়ত প্রবর্ত্তিত হউক),^১ দেবানাং সখ্যং বয়ম্ উপসেদিম (আমরা যেন দেবগণের বন্ধুত্ব লাভ করি), দেবা নঃ আয়ুঃ প্রতিরস্তু জীবসে (আমরা যাহাতে দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারি তন্নিমিত্ত দেবগণ আমাদের আয়ু প্রবৰ্দ্ধিত করুন)।

দেবানাং বয়ং সুমতৌ কল্যাণ্যাং মতাব্জুগামিনামৃত্যুগামিনামিভি বা।। ২।।

দেবানাং বয়ং সুমতৌ = কল্যাণ্যাং মতৌ স্যাম (দেবগণের কল্যাণকর অনুগ্রহবুদ্ধিতে যেন আমরা বর্ত্তমান থাকি); ‘দেবনাম্’ পদের বিশেষণ স্বজুয়তাম্ = স্বজুগামিনাম্ (স্বজুগামী দেবগণের—অন্তরিক্ষ আবরণ শূন্য বলিয়া রশ্মিসমূহ আদিত্যমণ্ডল হইতে স্বজুভাবেই সর্বত্র গমন করিতে পারে)^২, অথবা—স্বজুয়তাম্ = স্বতুগামিনাম্ (স্বতুগামী দেবগণের—রশ্মিসমূহ আদিত্যমণ্ডল হইতে প্রত্যেক ঋতুতে যথাকালে গমন করে)।^৩

দেবানাং দানমভি নো নিবর্ত্ততাম্, দেবানাং সখ্যমুপসীদেম বয়ম্, দেবা ন আয়ুঃ প্রবৰ্দ্ধয়ন্তু চিরঞ্জীবনায়।। ৩।।

দেবানাং দানম্ অভি নঃ নিবর্ত্ততাম্ (রাতিঃ = দানম্; দেবগণের দান আমাদের প্রতি নিয়তরূপে প্রবর্ত্তিত হউক বা আগমন করুক—নিবর্ত্ততাং = নিয়মেন বর্ত্ততাম্)। দেবানাং সখ্যম্ উপসীদেম বয়ম্ (আমরা যেন দেবগণের সখ্য প্রাপ্ত হই; উপসেদিমা = উপসীদেম)। দেবাঃ নঃ আয়ুঃ প্রবৰ্দ্ধয়ন্তু চিরঞ্জীবনায় (দীর্ঘজীবন লাভ যাহাতে করিতে পারি তন্নিমিত্ত দেবগণ আমাদের আয়ু প্রবৰ্দ্ধিত করুন—জীবসে = জীবনায়—চিরঞ্জীবনায়; প্রতিরস্তু = প্রবৰ্দ্ধয়ন্তু)।^৪

১। নিবর্ত্ততাং নিয়মেন বর্ত্ততাম্ (দুঃ)।

২। নিত্যং স্বজ্বেব মণ্ডলাদনাবরণত্বাদন্তরিক্ষস্য সর্বতো যাতি (দুঃ)।

৩। স্বতাবৃতৌ যথাকালমস্মান্মণ্ডলাদ্ গচ্ছতাম্ (দুঃ)।

৪। তিরতিবৃদ্ধার্থঃ (স্বঃ স্বাঃ)।

২৭। বিশ্বদেবগণ।

বিশ্বদেবাঃ সৰ্বৈ দেবাঃ ॥ ৪ ॥

বিশ্বে দেবাঃ সৰ্বৈ দেবাঃ—বিশ্বদেবাঃ = সৰ্বৈ দেবাঃ (সৰ্ব দেবগণ)।

রশ্মিসমূহই ‘বিশ্ব’ বিশেষণে বিশেষিত হইয়া ‘বিশ্বদেবাঃ’ বলিয়া কথিত হন।

তেষামেবা ভবতি ॥ ৫ ॥

তেষাম্ এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্‌টী ‘বিশ্বদেবগণ’ সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

ওমাসচৰ্ষণীধৃতো বিশ্বদেবাস আ গত।

দাম্বাংসো দাম্বশঃ সূতম্॥ ১।

(ঋ—১।৩।৭; শুরু-যজুঃ—৭।৩৩)

[হে] ওমাসঃ (সর্বসংরক্ষক) চৰ্ষণীধৃতঃ (মনুষ্যগণের স্থিতিবিধায়ক)^১ দাম্বাংসঃ (ধনাদিপ্রদাতা) বিশ্বদেবাসঃ (বিশ্বদেবগণ) দাম্বশঃ (হবিঃপ্রদানকারী যজ্ঞমানের) সূতং অভিযুত সোম) [পাতুম্] (পান করিতে) আগত (আগমন কর)।

অবিতারো অবনীয়া বা, মনুষ্যধৃতঃ সৰ্বে চ দেবা ইহাগচ্ছত, দত্তবন্তো দত্তবতঃ সূতমিতি ॥ ২ ॥

‘ওমাসঃ চৰ্ষণীধৃতঃ’ এবং ‘দাম্বাংসঃ’—ইহারা সম্বোধনান্ত ‘বিশ্বদেবাসঃ’ পদের বিশেষণ। ওমাসঃ অবিতারো বা অবনীয়াঃ বা—ওমাসঃ (ওম শব্দের বহুবচন) = অবিতারঃ (রক্ষাকর্ত্তা—রক্ষণার্থক ‘অব্’ ধাতু ইহিতে কৰ্ত্ত্বাচ্যে নিষ্পন্ন) বা (অথবা) = অবনীয়াঃ (তপণীয়া—তৃপ্ত্যর্থক ‘অব’ ধাতু ইহিতে কৰ্ম্মবাচ্যে নিষ্পন্ন)। মনুষ্যধৃতঃ সৰ্বে চ দেবাঃ^২ ইহ আগচ্ছত দত্তবন্তঃ দত্তবতঃ সূতম্ ইতি—চৰ্ষণীধৃতঃ বিশ্বদেবাসঃ = মনুষ্যধৃতঃ সৰ্বে দেবাঃ, দাম্বাংসঃ = দত্তবন্তঃ (হে মনুষ্যবিধায়ক অর্থাৎ মনুষ্যগণের স্থিতিবিধায়ক সর্বদেবগণ—যে তোমরা যজ্ঞমানদিকে প্রভূত পরিমাণে ধনাদি দান করিয়া থাক বা দান করিয়াছ; বিশ্বদেবাসঃ = সৰ্বে দেবাঃ, চৰ্ষণি শব্দের অর্থ মনুষ্য—নিঘ ২।৩) [সেই তোমরা] দত্তবতঃ [যজ্ঞমানস্য] সূতং [সোমং প্রতি] ইহ আগচ্ছত—এই যজ্ঞে হবিঃপ্রদাতা যজ্ঞমানের অভিযুত সোমের অভিমুখে আগমন কর অর্থাৎ যজ্ঞে আসিয়া যজ্ঞমানপ্রদত্ত সোম পান কর; দাম্বশঃ = দত্তবতঃ, আ গত = আগচ্ছত।

তদেতদেকমেব বৈশ্বদৈবং গায়ত্রং তৃচং দশতরীষু বিদ্যতে, যন্ত কিঞ্চিদ্বহুদৈবতং তদ বৈশ্বদৈবানাং স্থানে যুজ্যতে ॥ ৩ ॥

তৎ এতৎ একম্ এব বৈশ্বদৈবং গায়ত্রং তৃচং দশতরীষু বিদ্যতে—অতঃপর, গায়ত্রীছন্দো-বিশিষ্ট এই একটি তৃচই (ঋক্বেদ সমষ্টি) সমগ্র ঋগ্বেদে আছে যাহা বৈশ্বদৈব অর্থাৎ যাহার দেবতা বিশ্বদেবগণ। যত্ন কিঞ্চিৎ বহুদৈবতং (কিন্তু যে কোন মন্ত্রজাত বহুদেবতাক)

১। চৰ্ষণীনাং মনুষ্যাণাং ধৃতঃ ধারয়িতারশ্চ স্থিতিকর্ত্তারঃ (দুঃ); চৰ্ষণি শব্দ নিঘন্টুতে ব্রূহাস্ত।

২। মনুষ্যধৃতঃ সৰ্বে চ দেবাঃ = মনুষ্যধৃতশ্চ সৰ্বে দেবাঃ।

তৎ বৈশ্বদেবানাং স্থানে যুজ্যতে (তাহা বিশ্বেদেবদেবতাক মন্ত্রসমূহের স্থানে যোজনা করিতে হইবে)।

সমগ্র ঋগ্বেদে গায়ত্রীচ্ছন্দের মাত্র তিনটি ঋক্ আছে যাহার দেবতা 'বিশ্বেদেবাঃ'; এই তিনটি ঋক্ হইতেছে ১।৩ সূক্তের সপ্তম অষ্টম ও নবম ঋক্। অথচ যজ্ঞে গায়ত্রী-চ্ছন্দোযুক্ত বহু 'বিশ্বেদেব' দেবতাক মন্ত্রের প্রয়োজন হয়। যাস্ক বলিতেছেন—এইরূপ স্থলে গায়ত্রীচ্ছন্দের যে কোন বহুদেবতাক মন্ত্র প্রয়োগ করিতে হইবে। স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে যাস্কের মতে 'বিশ্বেদেবাঃ' কোনও বিশেষ শ্রেণীর দেবগণ নহেন; কিন্তু সামান্যতঃ বহু দেবতার বোধক মাত্র। তাহা না হইলে বৈশ্বদেব মন্ত্রের স্থলে বহুদেবতাক মন্ত্রের প্রয়োগ অভিপ্রেত হইত না। বহুদেবতাক মন্ত্রই বৈশ্বদেব মন্ত্র—ইহাই যাস্কমতের তাৎপর্য।

যাদেব বিশ্বলিঙ্গমিতি শাকপুণিঃ॥ ৪॥

যৎ এব বিশ্বলিঙ্গম্ (যে মন্ত্র 'বিশ্ব' শব্দোপেত মাত্র সেই মন্ত্রই প্রয়োগ করিতে হইবে) ইতি শাকপুণিঃ (আচার্য্য শাকপুণি ইহা মনে করেন)।

শাকপুণির মতে বিশ্বশব্দবিশিষ্ট মন্ত্রজাত (মন্ত্রসমূহ) বৈশ্বদেব (বিশ্বেদেবদেবতাক) মন্ত্রের স্থানে প্রয়োগ করিতে হইবে, মাত্র বহুদেবতাক মন্ত্রের প্রয়োগে চলিবে না। শাকপুণির অভিপ্রায় এই যে, যে মন্ত্রের যে দেবতা, সেই মন্ত্রে সেই দেবতার নাম থাকা চাই; কাজেই বিশ্বশব্দশূন্য মন্ত্র বৈশ্বদেব বলিয়া পরিগণিত হইবে না।

অনত্যন্তগতস্তেষা উদ্দেশো ভবতি, বভুরেক ইতি দশ দ্বিপদা অলিঙ্গাঃ, ভূতাংশঃ কাশ্যপ আশ্বিনমেকলিঙ্গম্, অভিতপ্তীয়ং সূক্তমেকলিঙ্গম্॥ ৫॥

অনত্যন্তগতস্তেষা উদ্দেশঃ ভবতি (এই উদ্দেশ অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা অনৈকান্তিক বা ব্যভিচারদোষদুষ্টি), বভুরেক ইতি ('বভুরেকঃ' ইত্যাদি) দশ দ্বিপদাঃ অলিঙ্গাঃ (দশটি দ্বিপদ বিশিষ্ট ঋক্ অলিঙ্গ অর্থাৎ দেবতানামশূন্য); ভূতাংশঃ কাশ্যপঃ আশ্বিনম্ একলিঙ্গম্ (কাশ্যপ-পুত্র ভূতাংশ আশ্বিনসূক্ত দর্শন করেন—যে আশ্বিনসূক্ত একলিঙ্গ অর্থাৎ যে সূক্তে একটি মাত্র মন্ত্র দেবতানামযুক্ত); অভিতপ্তীয়ং সূক্তম্ একলিঙ্গম্ (অভিতপ্তীয় সূক্ত একলিঙ্গ—ইহার একটি মাত্র মন্ত্র দেবতানামযুক্ত)।

শাকপুণির মত ব্যভিচারদুষ্টি—সকল ক্ষেত্রে খাটে না। দেখা যায় বহু মন্ত্র দেবতা-নামপরিশূন্য = যেমন,

(১) 'বভুরেকঃ' ইত্যাদি দশটি ঋকের (ঋগ্বেদ—৮।২৯ সূক্ত) দেবতা বিশ্বেদেবগণ = ইহার কোনও ঋকে দেবতার নাম নাই।

(২) ঋগ্বেদ—১০।১০৬ সূক্তের দ্রষ্টা কাশ্যপ পুত্র ভূতাংশ ঋষি; এই—সূক্তে এগারটি ঋক্ আছে এবং ইহার দেবতা অশ্বিদ্বয়। মাত্র একটি ঋকে (একাদশ ঋকে) দেবতার নাম আছে, অন্য কোন ঋকে নাই।

(৩) ঋগ্বেদের ৩।৩৮ সূক্ত অভিতল্লীয় সূক্ত—কারণ ইহার আরম্ভ হইয়াছে ‘অভিতল্লেব দীধয়া’—এইরূপে। ইহার দেবতা ইন্দ্র; ইহাতে দশটি ঋক্ আছে। মাত্র একটি ঋকেই (দশম ঋকে) ইন্দ্রের নাম আছে—অন্যকোন ঋকে ইন্দ্রের নাম পরিদৃষ্ট হয় না।

২৮। সাধ্যগম।

সাধ্যা দেবাঃ সাধনাৎ॥ ৬॥

সাধ্যাঃ = দেবাঃ (রশ্মিসমূহ)—সাধনাৎ (সংসিদ্ধ্যর্থক ‘সাধ্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—অন্যের অসাধ্য কৰ্ম্মসমূহ সাধন করেন—কর্ত্তরি কৃত্য প্রত্যয়)। ঐতিহাসিক পক্ষে—সাধ্যগণ ঋষি; তাঁহারা বিশ্বস্রষ্টা—সহস্র সংবৎসরে এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

তেষামেষা ভবতি॥ ৭॥

তেষাম্ এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্টি সাধ্যগণ সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

একচত্রারিংশ পরিচ্ছেদ

যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধৰ্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্।

তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূৰ্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ॥ ১॥

(ঋ—১১৬৪।৫০; শুক্ল-যজুঃ—৩১।১৬)

দেবাঃ (হবির্দাতা যজ্ঞমানগণ)^১ যজ্ঞেন (পশুরূপ অগ্নির দ্বারা) যজ্ঞম্ অযজন্ত (অগ্নিদেবতার যজ্ঞ করিয়াছিলেন), তানি ধৰ্ম্মাণি (ঈদৃশ যজ্ঞকৰ্ম্মসমূহ)^২ প্রথমানি আসন্ (চিরন্তন বা মুখ্য ছিল),^৩ মহিমানঃ তে হ (আর, মহত্ত্বশালী তাঁহারা)^৪ নাকং সচন্ত (দুলোক ভজনা করিয়াছিলেন) যত্র পূৰ্বে সাধ্যাঃ দেবাঃ সন্তি (যেখানে পূৰ্বতন সাধ্যদেবগণ— অর্থাৎ প্রদীপ্ত সূর্য্যরশ্মিসমূহ বর্তমান রহিয়াছে)।

যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাঃ, অগ্নিনাগ্নিমযজন্ত দেবাঃ, ‘অগ্নঃ পশুরাসীত্তমালভন্ত, তেনাযজন্ত’ ইতি চ ব্রাহ্মণম্॥ ২॥

যজ্ঞেন যজ্ঞম্ অযজন্ত দেবাঃ = অগ্নিনা অগ্নিম্ অযজন্ত দেবাঃ (দেবগণ অর্থাৎ যজ্ঞমানগণ অগ্নিদ্বারা অগ্নির যজ্ঞ করিয়াছিলেন—যজ্ঞ শব্দের অর্থ অগ্নি), অগ্নিদ্বারা = পশুরূপ অগ্নির দ্বারা; অগ্নি শব্দ যে পশু বুঝাইতে পারে তৎপক্ষে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—অগ্নিঃ পশুঃ আসীৎ তন্ম্ অলভন্ত, তেন অযজন্ত (অগ্নি পশুরূপী হইয়াছিলেন, তাহাকে অর্থাৎ অগ্নিরূপী পশুকে বধ করা হইয়াছিল, তাহা দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন করা হইয়াছিল) ইতি চ ব্রাহ্মণম্ (এই ব্রাহ্মণবাক্যও আছে)।

তানি ধৰ্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্, তে হ নাকং মহিমানঃ সমসেবন্ত যত্র পূৰ্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ সাধনাঃ—দ্যুস্থানো দেবগণ ইতি নৈরুক্তা পূৰ্বং দেবযুগম্ ইত্যুখ্যানম্॥ ৩॥

তানি ধৰ্ম্মাণি প্রথমানি আসন্—এই যজ্ঞকৰ্ম্মসমূহ চিরন্তন বা চিরপ্রচলিত ছিল—ইহা কাহারও দ্বারা প্রবর্তিত হয় নাই; অথবা—প্রথম শব্দের অর্থ মুখ্য অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বা অবশ্যকরণীয়। তে হ নাকং মহিমানঃ সমসেবন্ত—আর, মাহাত্ম্যবিশিষ্ট তাঁহারা নাক (দুলোক অথবা আদিত্যলোক)^৫ ভজনা করিয়াছিলেন অর্থাৎ পূণ্যবলে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন;^৬

১। দাতারো হবিষাং যজ্ঞমানাঃ (ঋঃ স্বাঃ)।

২। ধৰ্ম্মাণি কৰ্ম্মাণি (ঋঃ স্বাঃ)।

৩। প্রথমানি চিরন্তনান্যেবাসন্, ন কেনচিদিদানীমেব প্রবর্তিতানি (ঋঃ স্বাঃ; মুখ্যানি (দুঃ)।

৪। ‘হ’শব্দশ্চার্থে তে চ; মহিমানঃ মহিমা মহত্ত্বং, লুপ্তমত্বর্থশ্চায়ম্, মহত্ত্ববন্তো মহান্ত ইত্যর্থঃ (ঋঃ স্বাঃ)।

৫। নাকং দিবমাদিত্যং বেত্যর্থঃ (ঋঃ স্বাঃ)।

৬। সচন্ত সেবিতবন্তঃ প্রাপ্তবন্ত ইত্যর্থঃ (ঋঃ স্বাঃ)।

সচস্ত = সমসেবস্ত। যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ সাধনাঃ—যে নাকে পূর্বতন বা পুরাকালীন অর্থাৎ চিরপুরাতন সাধ্যদেবগণ (দীপ্তিশালী রশ্মিসমূহ) বৃষ্টিদানাদিরূপ স্বকার্যসাধন করতঃ বর্তমান আছেন। দ্যুস্থানঃ দেবগণঃ ইতি নৈরুক্তাঃ—সাধ্যাঃ = দ্যুস্থান দেবগণ অর্থাৎ সূর্য্যরশ্মি-সমূহ, ইহা নৈরুক্তগণের অভিমত। পূর্বং দেবযুগম্ ইতি আখ্যানম্—পূর্বে সাধ্যাঃ = পূর্ব (পুরাকালীন) দেবযুগ বা দেবসমূহ,^১ ইহাই আখ্যান; আখ্যানবিৎ বা ঐতিহাসিকগণের মত এই যে, পূর্ব পূর্বকালে সাধ্যানামক যে সকল বিশ্বস্রষ্টা ঋষি যজ্ঞাদি সম্পাদন করিয়া দেবত্বলাভপূর্বক স্বর্গলোকে উন্নীত হইয়াছেন, তাহারাই ‘সাধ্যা দেবাঃ’।

২৯। বসুগণ।

বসবো যদ্বিবসতে সর্বমগ্নিবসুভির্বাসব ইতি সমাখ্যা, তস্মাৎ, পৃথিবীস্থানাঃ। ইন্দ্রো বসুভির্বাসব ইতি সমাখ্যা, তস্মান্মধ্যস্থানাঃ। বসব আদিত্যরশ্ময়ো বিবাসনান্তস্মাদ্যুস্থানাঃ॥ ৪॥

বসবঃ যৎ বিবসতে সর্বম্ (‘বসু’ নামের ব্যুৎপত্তি এই যে—বিভক্তরূপে অবস্থিত সর্ববস্তু আচ্ছাদিত করে); অগ্নিঃ বসুভিঃ বাসবঃ ইতি সমাখ্যা (বসুগণের সহিত সম্বন্ধবশতঃ অগ্নি বাসব—এই সমাখ্যা বা প্রসিদ্ধি আছে), তস্মাৎ পৃথিবীস্থানাঃ (এই নিমিত্ত বসুগণ পৃথিবীস্থান); ইন্দ্রঃ বসুভিঃ বাসবঃ ইতি সমাখ্যা (বসুগণের সহিত সম্বন্ধবশতঃ ইন্দ্র বাসব—এই সমাখ্যা বা প্রসিদ্ধি আছে), তস্মাৎ মধ্যস্থানাঃ (এই নিমিত্ত বসুগণ অন্তরিক্ষস্থান); বসবঃ আদিত্যরশ্ময়ঃ (বসু শব্দে আদিত্যরশ্মিসমূহকে বোধ করায়) বিবাসনাৎ (অন্ধকার দূরীভূত করে বলিয়া), তস্মাৎ দ্যুস্থানাঃ (এই নিমিত্ত বসুগণ দ্যুস্থান)।

আচ্ছাদনার্থক ‘বসু’ ধাতু হইতে বসু শব্দের নিষ্পত্তি (উ ১০ দ্রষ্টব্য)—বসু সর্বাচ্ছাদক। অগ্নি ও ইন্দ্র উভয়েই বাসব বলিয়া অভিহিত হন—বসুগণের সহিত সম্বন্ধ নিবন্ধন। অগ্নি পৃথিবীস্থান, কাজেই অগ্নির সহিত সম্বন্ধ বসুগণ পৃথিবীস্থান হইবেন এবং ইন্দ্র অন্তরিক্ষস্থান, কাজেই ইন্দ্রের সহিত সম্বন্ধ বসুগণ অন্তরিক্ষস্থান হইবেন। যে সকল পদার্থ অগ্নিভক্তি (অগ্নির ভাগ) তাহারাই পৃথিবীস্থান বসু এবং যে সকল পদার্থ ইন্দ্রভক্তি (ইন্দ্রের ভাগ) তাহারাই অন্তরিক্ষস্থান বসু।^২ অন্ধকারের বিবাসন বা তিরোভাব ঘটায় বলিয়া সূর্য্যরশ্মি-সমূহও বসুনামে অভিহিত হয়; কাজেই বসুগণ দ্যুস্থান দেবতা বলিয়াও পরিগণিত।

তেষামেবা ভবতি॥ ৫॥

তেষাম্ এষা ভবতি (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ঋক্টি দ্যুস্থান বসুগণ সম্বন্ধে হইতেছে)।

॥ একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত॥

- ১। দেবযুগমিতি পূর্বোক্তদেবসমূহঃ; ঐতিহাসিকানাং তু কস্মাভিরাগ্ননঃ সাধনাং পূর্বো দেবসমূহঃ; তে চ কিল বিশ্বস্রজো নাম ঋষয়ঃ সহস্রসংবৎসরেণেদং বিশ্বমস্রজন্তু (ঋঃ ষাঃ)।
- ২। নিরু ৭।৮, নিরু ৭।১০ দ্রষ্টব্য; অগ্নি এবং ইন্দ্রের সহিত সম্পৃক্ত বলিয়া সকল বসুরই বৃষ্টি দ্বারা পৃথিবীর আচ্ছাদকত্ব ধর্ম্ম কল্পনা করা যায়।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

সুগা বো দেবাঃ সুপথা অকস্ম য আজগ্মুঃ সবনমিদং জুযাণাঃ।

জক্ষিবাংসঃ পপিবাংসশ্চ বিশ্বে অস্মৈ ধন্ত বসবো বসূনি॥ ১॥

(শুক্ল-যজুঃ—৮।১৮-১৯, তৈ সং—১।৪।৪৪, মৈ সং—১।৩।৩৮ দ্রষ্টব্য)

দেবাঃ (হে দেবগণ) বঃ (তোমাদের) সুগাঃ (সুখে আগমনযোগ্য) সুপথা (সুপথানি—সুন্দর পথসমূহ) অকস্ম (আমরা নিৰ্ম্মাণ করিয়াছি)^১; যে [যুয়ম্] (যে তোমরা) জুযাণাঃ (আমাদের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন হইয়া)^২ সবনম্ ইদম্ আজগ্মুঃ (আমাদের এই যজ্ঞে আগমন করিয়াছ);^৩ তে বিশ্বে যুয়ং বসবঃ (সেই তোমরা সকলে, হে বসুগণ!) জক্ষিবাংসঃ (হবির্ভক্ষণ করিয়া) পপিবাংসশ্চ (এবং সোমপান করিয়া) অস্মৈ বসূনি ধন্ত (আমাদিগেতে ধনসমূহ স্থাপন কর অর্থাৎ আমাদিগকে ধনসমূহ প্রদান কর)।^৪

স্বাগমনানি বো দেবাঃ সুপথান্যকস্ম॥ ২॥

সুগাঃ = স্বাগমনানি (সুখে আগমন করা যায় যাহা দিয়া) [ঈদৃশানি] সুপথানি বঃ অকস্ম (ঈদৃশ সুপথসমূহ তোমাদের নিমিত্ত আমরা নিৰ্ম্মাণ করিয়াছি)।

য আগচ্ছত সবনানীমানি জুযাণাঃ॥ ৩॥

যে আগচ্ছত সবনানি ইমানি জুযাণাঃ (যে তোমরা আমাদের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন হইয়া এই সকল যজ্ঞে আগমন করিয়াছ; আজগ্মুঃ = আগচ্ছত—লঙ্ মধ্যমপুরুষের বহুবচন; সবনম্ ইদম্ = ইমানি সবনানি—সবনশব্দের অর্থ যজ্ঞ)।

খাদিতবন্তঃ পীতবন্তশ্চ সর্ববহস্মাসু ধন্ত বসবো বসূনি॥ ৪॥

জক্ষিবাংসঃ = খাদিতবন্তঃ, পপিবাংসশ্চ = পীতবন্তশ্চ, বিশ্বে = সর্বের, অস্মৈ = অস্মাসু; হে বসবঃ) তে সর্বের যুয়ম্ ... বসূনি ধন্ত (হে বসুগণ, সেই তোমরা সকলে হবির্ভক্ষণ এবং সোমপান সমাপন করত আমাদিগকে ধনরাশি প্রদান কর)।

১। অকস্ম কৃতবন্তো বয়ম্ (উবট), অকস্ম অকস্ম কৃতবন্তঃ (মহীধর)।

২। জুযাণাঃ প্রীয়মাণাঃ (দুঃ)।

৩। য আজগ্মুর্থে যুয়মাগতবন্তঃ হু (ক্ষঃ স্বাঃ)।

৪। অস্মাসু ধন্ত অস্মভ্যং দত্তেত্যর্থঃ (ক্ষঃ স্বাঃ)।

এই মন্ত্ৰের বিনিয়োগ তৃতীয় সবনে—যাহার দেবতা ‘বিশ্বে দেবাঃ’—দ্যুস্থান; তৃতীয় সবনও আদিত্যভক্তি বলিয়া নিজেই দ্যুস্থান (নির্ ৭।১১ দ্রষ্টব্য)। কাজেই এখানে বসুগণকে দ্যুস্থান বলিয়াই বুঝিতে হইবে।^১ বিশ্বে দেবগণ এবং বসুগণ, ইহারা সকলেই সূর্য্যারশ্মি—পরস্পর অভিন্ন।

তেষামেষাপরা ভবতি।। ৫।।

তেষাম্ এষা অপরা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে অপর একটি ঋক্ বসুগণ সম্বন্ধে উদ্ধৃত হইতেছে)।

যে ঋক্টি উদ্ধৃত হইতেছে তাহাতে বসুগণের পৃথিবীস্থানত্ব এবং অন্তরিক্ষস্থানত্বও প্রতিপাদিত হইবে।

।। দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।।

১। সমিষ্টযজুঃবু তৃতীয়সবনে বিনিয়োগাদেব দ্যুস্থানা বসবঃ (দুঃ)।

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

জুয়া অত্র বসবো রন্ত দেবা উরাবন্তরিক্ষে মর্জয়ন্ত শুভ্রাঃ।

অর্বাচ্ পথঃ উরুজ্জয়ঃ কৃণুধ্বং শ্রোতা দূতস্য জগ্মুষো নো অস্য ॥ ১ ॥

(ঋ—৭।৩।৩)

জুয়াঃ বসবঃ দেবা (পৃথিবীভব বসুদেবগণ) অত্র রন্ত (এই পৃথিবীতে রমণ করিয়াছেনঃ উরৌ অন্তরিক্ষে (বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষে) [অবস্থিতাঃ] (অবস্থিত) শুভ্রাঃ [বসবঃ] (শোভমান বসুগণ) মর্জয়ন্ত (বৃষ্টি প্রেরণ করিতেছেন)^১ উরুজ্জয়ঃ (হে প্রভূতবেগসম্পন্ন ত্রিহীনস্থিত বসুগণ)^২ পথঃ (তোমাদের আগমনপথসমূহ) অর্বাচ্ কৃণুধ্বম্ (আমাদের অভিমুখ কর), জগ্মুষঃ অস্য নঃ দূতস্য (তোমাদের অভিমুখে প্রস্থিত আমাদের এই দূতের অর্থাৎ অগ্নির) [বাক্যং] শ্রোতা (বাক্য শ্রবণ কর)।

জুয়া অত্র বসবোহরমন্ত দেবাঃ, জুা পৃথিবী তস্যাং ভবাঃ; উরৌ চান্তরিক্ষে মর্জয়ন্ত গময়ন্ত শুভ্রাঃ শোভমানাঃ; অর্বাচ্ এনান্ পথো বহুজবাঃ কুরুধ্বম্, শৃণুত দূতস্য জগ্মুষো নোহস্যাগ্নেঃ ॥ ২ ॥

জুয়াঃ অত্র বসবঃ অরমন্ত দেবাঃ—জুা = পৃথিবী (নিঘ—১।১), তস্যাং পৃথিব্যাং ভবাঃ = জুয়াঃ (পৃথিবীস্থানোদ্ভব); রন্ত = অরমন্ত (রমণ করিয়াছিলেন)। উরৌ চান্তরিক্ষে [স্থিতাঃ] মর্জয়ন্ত গময়ন্ত শুভ্রাঃ শোভমানাঃ—মর্জয়ন্ত = গময়ন্ত (গময়ন্তি)—‘মৃজ’ ধাতু গত্যর্থক (নিঘ—২।১৪)—বসুগণ অন্তরিক্ষে অবস্থিত থাকিয়া বৃষ্ট্যদক গমিত বা প্রেরিত করেন; শুভ্রাঃ = শোভমানাঃ। উরুজ্জয়ঃ অর্বাচ্ পথঃ কৃণুধ্বম্ = বহুজবাঃ এনান্ পথঃ অর্বাচ্ কুরুধ্বম্ (হে প্রভূতবেগ বসুগণ! এই পথসমূহ অর্থাৎ তোমাদের আগমনপথসমূহ আমাদের অভিমুখ কর, আমাদের অভিমুখে তোমরা আগমন কর)—উরুজ্জয়াঃ = বহুজবাঃ—সম্বোধনান্ত পদ; অর্বাচ্ = অর্বাচ্—অভিমুখ (‘পথঃ’ পদের বিশেষণ), কৃণুধ্বং = কুরুধ্বম্। শ্রোতা = শৃণুত; দূতস্য নঃ অস্য অগ্নেঃ (আমাদের দূত যে এই অগ্নি তাহার—অগ্নির মাধ্যমেই যজমানগণ দেবতার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করেন); অগ্নি-দেবতার বক্তব্য শ্রবণ করিয়া তোমরা আমাদের অভিমুখে আগমন কর—ইহাই তাৎপর্য (দুর্গাচার্য্য দ্রষ্টব্য)।

১। মর্জয়ন্ত মাপ্তীতি গতিকর্মা—বৃষ্টিলক্ষণা অপো গময়ন্তি (ঋঃ স্বাঃ)।

২। এবমনয়োঃ স্থানয়োর্বসূন্ বিভজ্যান্থনা দ্যুস্থানাংস্তান্ কৃভ্বা ব্রীতি (দুঃ)।

বাজিনো ব্যাখ্যাতাঃ, তেষামেষা ভবতি ॥ ৩ ॥

বাজিনঃ ব্যাখ্যাতাঃ (বাজিগণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে), তেষাম্ এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত স্বাক্ষরটি বাজিগণসম্বন্ধে হইতেছে)।

‘বাজিন্’ শব্দের নির্বচন পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে—নির্ ২।২৮ দ্রষ্টব্য; সেইস্থানে শব্দটি একবচনান্ত, এইস্থানে বহুবচনান্ত—এইমাত্র বিশেষ। বাজিনঃ = রশ্মিসমূহ অথবা দেবাস্বগণ।

॥ ত্রিচত্বারিংশে পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

শং নো ভবন্ত বাজিনো হবেষু দেবতাতা মিতদ্রবঃ স্বর্কাঃ।

জন্তয়ন্তোহিং বৃকং রক্ষাংসি সন্যেমাংস্ যুববন্মীবাঃ॥ ১।

(ঋ—৭।৩৮।৭, শুক্ল-যজু—৯।১৬, ২১।১০)

বাজিনঃ (রশ্মিসমূহ অথবা দেবাস্থগণ) শং নঃ ভবন্ত (আমাদের পক্ষে সুখকরস হউন); দেবতাতা (যজ্ঞে) হবেষু (আমরা আহ্বান করিলে) মিতদ্রবঃ (পরিমিতগামী) স্বর্কাঃ (সুস্তত) [বাজিনঃ] (বাজিগণ) সন্যেমা (ক্ষিপ্ত) অহিং বৃকং রক্ষাংসি (সর্প বৃকং অর্থাৎ তস্কর^১ এবং রাক্ষসসমূহকে) জন্তয়ন্তঃ (বিনাশ করিয়া) অস্মৎ (আমাদের নিকট হইতে) অমীবাঃ (রোগসকল) যুববন্ (পৃথক করুন—অপনীত করুন)।

সুখা নো ভবন্ত বাজিনো হানেষু দেবতাতা যজ্ঞে মিতদ্রবঃ সমিতদ্রবঃ, স্বর্কাঃ স্বধ্বনা ইতি বা স্বর্চনা ইতি বা স্বর্চিষ ইতি বা, জন্তয়ন্তো অহিং চ বৃকং চ রক্ষাংসি চ, ক্ষিপ্তমস্মদ্ যাবয়ন্তুমীবাঃ; দেবাস্থা ইতি বা॥ ২।

শং নঃ ভবন্ত বাজিনঃ = সুখা নঃ ভবন্ত বাজিনঃ (বাজিগণ আমাদের সুখজনক হউন; শং = সুখাঃ—সুখকর, সুখপ্রাপক বা সুখজনক); হানেষু দেবতাতা যজ্ঞে মিতদ্রবঃ সমিতদ্রবঃ—হবেষু = হানেষু (আমরা আহ্বান করিলে), দেবতাতা = যজ্ঞে (‘দেবতাতি’ শব্দের সপ্তমীর রূপ), মিতদ্রবঃ = সমিতদ্রবঃ (পরিমিতগামী—‘দ্র’ ধাতুর অর্থ গমন, মিতং পরিমিতং যে দ্রবন্তি); (ক) স্বর্কাঃ = স্বধ্বনাঃ—শোভনগতি (সু = গমনার্থক ‘অধ’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন); (খ) স্বর্কাঃ = স্বর্চনাঃ—সু-অর্চিত বা সুস্তত (সু+পূজার্থক ‘অর্চ’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন); অথবা (গ) স্বর্কাঃ = স্বর্চিষঃ—সুদীপ্তি (শোভনানি অর্চীংষি যেযাম); জন্তয়ন্তঃ অহিং বৃকং রক্ষাংসি = জন্তয়ন্তঃ অহিং চ বৃকং চ রক্ষাংসি চ (অহি বৃক অর্থাৎ তস্কর এবং রাক্ষসদিগকে হিংসিত বা বিনাশিত করিয়া—‘জন্ত’ ধাতু হিংসার্থক^২); ক্ষিপ্তম্ অস্মৎ যাবয়ন্তুমীবাঃ—সন্যেমা = ক্ষিপ্তম্ (‘সন্যেমা’ শব্দ ক্ষিপ্তবাচী), অস্মৎ (পঞ্চমীর বহুবচন—আমাদের নিকট হইতে) যুববন্ যাবয়ন্ত = অপযাবয়ন্ত (অপমিশ্রিত অর্থাৎ পৃথগ্ভূত করুন—অন্তর্গতগ্যর্থ মিশ্রণার্থক ‘যু’ ধাতুর রূপ);^৩ অমীবাঃ (রোগজাতি^৪ বা নানাবিধ

১। যশ বৃকন্তস্করো মুষ্ণতি (দুঃ)।

২। হিংসাকর্মা বা জন্তয়ন্তো হিংসন্তো বিনাশয়ন্তঃ (ঋঃ স্বাঃ)।

৩। সামর্থ্যাৎ অপেত্যধ্যাহৃত্য অপযাবয়ন্ত অপমিশ্রয়ন্তিত্যর্থঃ (দুঃ); পৃথগ্ভাবয়ন্ত, অস্মৎসকাশাদপন যন্ত্বিত্যর্থঃ (ঋঃ স্বাঃ)।

৪। স্ত্রীলিঙ্গনির্দেশে জাত্যভিপ্রায়ঃ রোগজাতীশ্চ (ঋঃ স্বাঃ)।

রোগ; ‘অমীবা’ শব্দের অর্থ রোগ)। দেবান্ধাঃ ইতি বা (‘বাজিনঃ’ পদে দেবান্ধগণকেও বা বুঝাইতে পারে। ‘রশ্মি’-পক্ষেই অর্থ প্রদর্শিত হইয়াছে; ‘দেবান্ধ’-পক্ষেও ঋকের অর্থ করা যাইতে পারে—উপরি উক্ত অর্থই ‘দেবান্ধ’-পক্ষেও খাটিবে)।

৩১। দেবপত্নীগণ।

দেবপত্ন্যা দেবানাং পত্ন্যাঃ ॥ ৩ ॥

দেবপত্ন্যা = দেবানাং পত্ন্যাঃ (দেবগণের পালয়িত্রী অথবা দেবগণের পালনীয় স্ত্রীদেবতাগণ)।

দেবপত্নীগণ বস্তুগত্যা দেবগণের বিভূতি।

তাসামেবা ভবতি ॥ ৪ ॥

তাসাম্ এষা ভবতি (পরবর্তী পরিচ্ছেদে উক্ত ঋক্টি দেবপত্নীগণ সম্বন্ধে হইতেছে)।

পত্নীসংবাজ নামক যাগের^১ দেবতা দেবপত্নীগণ। দেবপত্নীগণ আদিত্যভক্তি (নির্ ৭।১১ দ্রষ্টব্য)—কাজেই দ্যুস্থান।

॥ চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। দধিভক্ষণ ও বেদীতে আরোহণের পর যজমানপত্নীয় অনুষ্ঠেয় যাগচতুষ্টয়ের নাম পত্নীসংবাজ; দেবপত্নীগণের উদ্দেশে গার্হপত্য অগ্নিতে এই যাগ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে (রামেন্দ্রসুন্দর—ঐত. ব্রা. দ্রষ্টব্য)।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

দেবানাং পত্নীকুশলীরবস্ত্র নঃ প্রাবস্ত্র নস্তজয়ে বাজসাতয়ে।

যাঃ পার্থিবাসো যা অপামপি ব্রতে তা নো দেবীঃ সুহবাঃ শর্ম্ম যচ্ছত ॥ ১ ॥

(ঋ—৫।৪৬।৭)

দেবানাং পত্নীঃ (দেবপত্নীগণ) উশতীঃ (হবি ও স্তুতি কামনা করিয়া) নঃ অবস্ত্র (আমাদের যজ্ঞে আগমন করুন); তুজয়ে (অপত্যজন্মের নিমিত্ত) [এবং] বাজসাতয়ে (অন্নসম্ভোগের নিমিত্ত) নঃ প্রাবস্ত্র (আমাদিগকে প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা করুন); যাঃ পার্থিবাসঃ (পৃথিবীস্থানোদ্ভব যাঁহারা) যাঃ অপাম্ অপি ব্রতে (এবং যাঁহারা জলবর্ষণ কার্য্যে ব্যাপ্ত আছেন) তাঃ দেবীঃ (সেই দেবীগণ) সুহবাঃ (উত্তমরূপে আহুত হইয়া) নঃ শর্ম্ম যচ্ছত (আমাদিগকে শরণ অর্থাৎ গৃহ—অথবা সুখ প্রদান করুন)।

দেবানাং পত্ন্য উশতোহবস্ত্র নঃ, প্রাবস্ত্র নস্তজয়েহপত্যজননায় চান্না-
সংসননায় চ, যাঃ পার্থিবাসো যা অপামপি কস্মণি ব্রতে তা নো দেব্যঃ সুহবাঃ
শর্ম্ম যচ্ছস্ত্র শরণম্ ॥ ২ ॥

দেবানাং পত্নীঃ = দেবানাং পত্ন্যঃ, উশতীঃ = উশত্যঃ (হবি এবং স্তুতির অভিলାষিনী হইয়া)—প্রথমার্থে দ্বিতীয়া; অবস্ত্র নঃ (আমাদের অভিমুখে—আমাদের যজ্ঞে আগমন করুন—‘অব্’ ধাতু গতার্থক)।^১ প্রাবস্ত্র নঃ তুজয়ে অপত্যলাভায় চ অন্নসংসননায় চ—প্রাবস্ত্র নঃ (আমাদিগকে প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা করুন—‘অব্’ ধাতু রক্ষণার্থক) তুজয়ে—অপত্যলাভায় (অপত্যলাভের নিমিত্ত—অপত্যবাচক ‘তুক্’ শব্দ এবং ‘জন্’ ধাতুর যোগে তুজি শব্দের নিষ্পত্তি^২—যাহাতে আমাদের অপত্য জন্মগ্রহণ করে, যাহাতে আমরা অপত্য-লাভ করিতে পারি তন্নিমিত্ত); বাজসাতয়ে = অন্নসংসননায় (অন্নসম্ভোগের নিমিত্ত—যাহাতে আমরা অন্নের সম্ভোগ করিতে পারি তন্নিমিত্ত; সম্ভজনার্থক ‘সন্’ ধাতু হইতে সাতি এবং সনন শব্দ নিষ্পন্ন)। যাঃ পার্থিবাসঃ যাঃ অপাম্ অপি ব্রতে কস্মণি [স্থিতাঃ] (যাঁহারা পার্থিব অর্থাৎ পৃথিবীস্থানোদ্ভব এবং যাঁহারা জলবর্ষণ কার্য্যে অন্তরিক্ষে ব্যাপ্ত আছেন; ব্রতে = কস্মণি)^৩, তা নো দেব্যঃ সুহবাঃ শর্ম্ম যচ্ছস্ত্র শরণম্ (সেই দেবীগণ

১। অবতিগতিকস্মা (ঋঃ স্বাঃ)।

২। ‘তুক্’ শব্দস্যাপত্যনাম্নো জনৈশ্চ রূপমিদম্ (ঋঃ স্বাঃ)।

৩। এই উক্তির দ্বারা প্রতীত হয় যে দেবপত্নীগণ ত্রিহানদেবতা; পার্থিবাসঃ পৃথিব্যাং ভবাঃ (ঋন্দস্বামী এবং দুর্গাচার্য্য)।

সুন্দররূপে আবৃত হইয়া আমাদেরকে শর্ম্ম অর্থাৎ শরণ বা গৃহ প্রদান করুন; দেবীঃ = দেব্যঃ—প্রথমার্থে দ্বিতীয়া, শর্ম্ম = শরণ—গৃহ, যচ্ছত = যচ্ছন্ত)।

তাসামেষাপরা ভবতি ॥ ৩ ॥

তাসাম্ এষা অপরা ভবতি (সেই দেবপত্নীগণ সম্বন্ধে পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে অপর একটি ঋক্ উদ্ধৃত হইতেছে)।

ব্যাখ্যাত ঋকে দেবপত্নীগণের সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সামান্যভাবে; পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে যে ঋক্টি উদ্ধৃত হইতেছে, তাহাতে ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলা হইবে।^১

॥ পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

যত্‌চত্‌হারিংশ পরিচ্ছেদ

উত গ্না ব্যস্ত দেবপত্নীরিদ্দাগ্যগ্নায্যশ্বিনীরীট্‌।

আ রোদসী বরুণানী শৃণোতু ব্যস্ত দেবীয খাতুজনীনাম্‌॥১॥

(ঋ—৫।৪৬।৮)

উত (আর) গ্নাঃ দেবপত্নীঃ (স্ত্রীদেবতাগণ—দেবপত্নীগণ) ব্যস্ত (হবি কামনা করুন)—ইন্দ্রাণী, অগ্নায়ী, অশ্বিনীরীট্‌, রোদসী, বরুণানী দেবীঃ আশৃণোতু ব্যস্ত (ইন্দ্রাণী অগ্নায়ী দীপ্তিমতী অশ্বিনী রোদসী বরুণানী—এই সকল দেবী আমাদের স্তোত্র সম্যকরূপে শ্রবণ করুন এবং হবি কামনা করুন)—যঃ খাতুঃ জনীনাম্‌ (দেবপত্নীগণের যোগ্য যে কাল, তৎকালে দীযমান হবি)।

অপি চ গ্না ব্যস্ত দেবপত্ন্যঃ॥২॥

অপি চ গ্নাঃ ব্যস্ত দেবপত্ন্যঃ (আর, অগ্ন্যাদি দেবগণের হবির্ভোজনের পর স্ত্রীদেবতাগণ অর্থাৎ দেবপত্নীগণ হবি কামনা করুন; ‘গ্না’ শব্দ সাধারণ স্ত্রীবচীঃ—‘ব্যস্ত’ ক্রিয়া পদের কর্ম ‘হবিঃ’—উহা)।^২

ইন্দ্রাণীন্দ্রস্য পত্ন্যগ্নাযাগ্নেঃ পত্ন্যশ্বিন্যশ্বিনোঃ পত্নী, রাড্‌ রাজতেঃ, রোদসী রুদ্রস্য পত্নী, বরুণানী চ বরুণস্য পত্নী, ব্যস্ত দেব্যঃ কাময়াস্তাম্‌, য খাতুঃ কালো জাযানাং য খাতুঃ কালো জাযানাম্‌॥৩॥

দেবপত্নীগণ কাহারা? [উত্তর। ইন্দ্রাণী ইন্দ্রস্য পত্নী (ইন্দ্রাণী—ইন্দ্রের পত্নী) অগ্নায়ী অগ্নেঃ পত্নী (অগ্নায়ী—অগ্নির পত্নী) অশ্বিনী অশ্বিনোঃ পত্নী রাট্‌ রাজতেঃ (অশ্বিনী, যিনি দীপ্তিমতী—অশ্বিনয়ের পত্নী; ‘রাট্‌’ শব্দ দীপ্তার্থক ‘রাজ্‌’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন), রোদসী রুদ্রস্য পত্নী (রোদসী—রুদ্রের পত্নী)^৩, বরুণানী চ বরুণস্য পত্নী (এবং বরুণানী—বরুণের

১। পূর্ববৈঃ গীতম্‌ অগ্নাদিভিঃ, উত অপি (দুঃ); গ্নাশব্দঃ স্ত্রীবচনঃ (ঋঃ স্বাঃ)।

২। ব্যস্ত কাময়াস্তাম্‌, কিম্‌? সামর্থ্যাঙ্কবিঃ (ঋঃ স্বাঃ)।

৩। অথর্বকসংহিতার ‘রোদসী’ একবচনান্ত—দ্বিবচনান্ত নহে; ইহা দেখিয়াই ভাষ্যকার একবচনান্তরূপে পদটির ব্যবহার করিয়াছেন। ঋদ্রস্যামী বলেন—‘রোদসী’ এখানে আদ্যুদান্ত; আদ্যুদান্ত ‘রোদসী’ পদের অর্থ সর্বত্রই দ্যাবাপৃথিবী; রুদ্রপত্নী অর্থে পদটি অস্তোদান্ত (ঋ—১।১৬৭।৫, ৬।৫০।৫ দ্রষ্টব্য); ভাষ্যকার প্রকরণরূপেই এখানে ‘রোদসী’ = রুদ্রস্য পত্নী বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

পত্নী)—ব্যস্ত দেব্যঃ কাময়ন্তাম্ (দেবীঃ = দেব্যঃ, ব্যস্ত = কাময়ন্তাম্—এই সকল দেবী হবি কামনা করুন), যঃ ঋতুঃ কালঃ জায়ানাম্ [তত্র কালে দীয়মানং হবিঃ কাময়ন্তাম্] (ঋতুঃ—কালঃ, জনীনাং = জায়ানাম্ দেবপত্নীগণের পক্ষে হবির্ভোজনের যোগ্য যে কাল, সেই কালে দীয়মান হবি তাঁহারা কামনা করুন)।^১ ‘যঃ ঋতুঃ কালো জায়ানাম্’—এই অংশের দ্বিরুক্তি হইয়াছে অধ্যায়পরিসমাপ্তিসূচনার্থ।

॥ ষট্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

॥ দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

॥ নিরুক্ত সম্পূর্ণ ॥

১। পুরুষদেবতাগণের হবির্ভোজনের পর স্ত্রীদেবতাগণের হবির্ভোজনকাল উপস্থিত হয়—যঃ কালো ভোজন-কালো জায়ানাম্, তস্মিন্ কালে দীয়মানম্। কশ্যাসৌ—ভুক্তবৎসু পুরুষেস্থিতি (দুঃ)।

নিঘণ্টুকোশ

প্রথম অধ্যায়

গৌঃ । গ্মা । জ্জা । ক্ষ্মা । ক্ষা । ক্ষেমা । ক্ষোণিঃ । ক্ষিতিঃ ।
অবনিঃ । উৰ্বী । পৃথ্বী । মহী । রিপঃ । অদিতিঃ । ইলা । নিখতিঃ ।
ভূঃ । ভূমিঃ । পূষা । গাতুঃ । গোত্রা—ইত্যেকবিংশতিঃ পৃথিবী-
নামধেয়ানি ॥ ১ ॥

হেম । চন্দ্রম্ । রুক্মম্ । অয়ঃ । হিরণ্যম্ । পেশঃ । ক্শনম্ ।
লোহম্ । কনকম্ । কাঞ্চনম্ । ভস্ম । অমৃতম্ । মরুৎ । দ্রুম্ ।
জাতরূপমিতি পঞ্চদশ হিরণ্যনামানি ॥ ২ ॥

অম্বরম্ । বিয়ৎ । ব্যোম । বহিঃ । ধ্ব । অন্তরিক্ষম্ । আকাশম্ ।
আপঃ । পৃথিবী । ভূঃ । স্বয়ম্ভুঃ । অধ্বা । পুষ্করম্ । সগরঃ । সমুদ্রঃ ।
অধ্বরম্—ইতি ষোড়শান্তরিক্ষনামানি ॥ ৩ ॥

ষঃ । পৃশ্নিঃ । নাকঃ । গৌঃ । বিষ্টপ্ । নভঃ—ইতি ষট্
সাধারণানি ॥ ৪ ॥

খেদয়ঃ । কিরণাঃ । গাবঃ । রশ্ময়ঃ । অভীশবঃ । দীপিতয়ঃ ।
গভস্তয়ঃ । বনম্ । উষাঃ । বসবঃ । মরীচিপাঃ । ময়ুখাঃ ।
সপ্তঋষয়ঃ । সাধ্যাঃ । সুপর্ণাঃ—ইতি পঞ্চদশ রশ্মিনামানি ॥ ৫ ॥

আতাঃ । আশাঃ । উপরাঃ । আষ্ঠাঃ । কাষ্ঠাঃ । ব্যোম ।
ককুভঃ । হরিতঃ—ইত্যষ্টৌ দিঙ্‌নামানি ॥ ৬ ॥

শ্যাবী । ক্ষপা । শবরী । অক্লুঃ । উর্ম্যা । রাম্যা । যম্যা ।
নম্যা । দোষা । নক্তা । তমঃ । রজঃ । অসিক্লী । পয়স্বতী ।
তমস্বতী । মৃত্যচী । শিরিণা । মোকী । শোকী । উধঃ । পয়ঃ ।
হিমা । বহ্নী—ইতি ত্রয়োবিংশতী রাত্রিনামানি ॥ ৭ ॥

বিভাবরী । সুনরী । ভাস্বতী । ওদতী । চিত্রামঘা । অজুনী ।
বাজিনী । বাজিনীবতী । সুম্নাবরী । অহনা । দ্যোতনা । শ্বেত্যা ।
অরুষী । সূনতা । সূনতাবতী । সূনতাবরী—ইতি ষোড়শোষোনামানি ॥ ৮ ॥

বস্তোঃ । দ্যুঃ । ভানুঃ । বাসরম্ । স্বসরাণি । ঘ্রংসঃ । ঘর্মঃ ।
ঘৃণঃ । দিনম্ । দিবা । দিবেদিবে । দ্যবিদ্যবি—ইতি দ্বাদশাহর্নামানি ॥ ৯ ॥

আদ্রিঃ । গ্রাবা । গোত্রঃ । বলঃ । অশ্লঃ । পুরুভোজাঃ ।
বলিশানঃ । অশ্বা । পর্বতঃ । গিরিঃ । ব্রজঃ । চরুঃ । বরাহঃ । শম্বরঃ ।
রৌহিণঃ । রৈবতঃ । ফলিগঃ । উপরঃ । উপলঃ । চমসঃ । অহিঃ ।
অভ্রম্ । বলাহকঃ । মেঘঃ । দৃতিঃ । ওদনঃ । বৃষ্টিঃ । বৃত্রঃ ।
অসুরঃ । কোশঃ—ইতি ত্রিংশন্মেঘনামানি ॥ ১০ ॥

শ্লোকঃ । ধারা । ইলা । গৌঃ । গৌরী । গান্ধর্বী । গভীরা ।
গভীরা । মদ্রা । মদ্রাজনী । বাশী । বাণী । বাণীচী । বাণঃ । পবিঃ ।
ভারতী । ধমনিঃ । নালীঃ । মেলিঃ । মেনা । সূর্যা । সরস্বতী ।
নিবিং । স্বাহা । বগ্নুঃ । উপদ্বিঃ । মায়ুঃ । কাকুৎ । জিহ্বা । ঘোষঃ ।
স্বরঃ । শব্দঃ । স্বনঃ । ঝক্ । হোত্রা । গীঃ । গাথা । গণঃ ।
ধেনা । গ্নাঃ । বিপা । ননা । কশা । ধিষণা । নৌঃ । অক্ষরম্ ।
মহী । অদিতিঃ । শচী । বাক্ । অনুষ্টুপ্ । ধেনুঃ । বজ্জুঃ । গল্দা ।
সরঃ । সুপর্ণী । বেকুরা—ইতি সপ্তপঞ্চাশদ্ বাঙনামানি ॥ ১১ ॥

অর্ণঃ । ক্ষোদঃ । ক্ষদ্বা । নভঃ । অন্তঃ । কবন্ধম্ । সলিলম্ ।
বাঃ । বনম্ । ঘটম্ । মধু । পুরীষম্ । পিপ্ললম্ । ক্ষীরম্ । বিষম্ ।
রেতঃ । কশঃ । জন্ম । বৃকম্ । বসুম্ । তুগ্রা । ববুর্নম্ । সুক্ষেম ।
ধরুণম্ । সিরা । অররিন্দানি । ধস্মন্বৎ । জামি । আয়ুধানি । ক্ষপঃ ।
অহিঃ । অক্ষরম্ । স্রোতঃ । তৃপ্তিঃ । রসঃ । উদকম্ । প্রয়ঃ । সরঃ ।
ভেবজম্ । সহঃ । শবঃ । যহঃ । ওজঃ । সুখম্ । ক্ষত্রম্ । আবয়াঃ ।
শুভম্ । যাদুঃ । ভূতম্ । ভুবনম্ । ভবিষ্যৎ । মহৎ । আপঃ । ব্যোম ।
যশঃ । মহঃ । সর্গীকম্ । স্বতীকম্ । সতীনম্ । গহনম্ । গভীরম্ ।

গম্ভরম্ । ঈম্ । অন্নম্ । হবিঃ । সন্ম । সদনম্ । ঋতম্ । যোনিঃ ।
 ঋতস্যোনিঃ । সত্যম্ । নীরম্ । রয়িঃ । সৎ । পূর্ণম্ । সর্বম্ ।
 অক্ষিতম্ । বহিঃ । নাম । সর্পিঃ । অপঃ । পবিত্রম্ । অমৃতম্ । ইন্দুঃ ।
 হেম । স্বঃ । সর্গাঃ । শম্বরম্ । অভ্রম্ । বপুঃ । অশ্বু । তোয়ম্ ।
 তুয়ম্ । কৃপীটম্ । শুক্রম্ । তেজঃ । স্বধা । বারি । জলম্ । জলাষম্ ।
 ইদম্ — ইত্যেকশতমুদকনামানি ॥ ১২ ॥

অবনয়ঃ । যব্যঃ । খাঃ । সীরাঃ । শ্রোত্যাঃ । অন্যঃ । ধুনয়ঃ ।
 রুজানাঃ । বক্ষণাঃ । খাদো অর্গাঃ । রোধচক্রাঃ । হরিতঃ । সরিতঃ ।
 অগ্রুবঃ । নভস্বঃ । বধ্বঃ । হিরণ্যবর্ণাঃ । রোহিতঃ । সপ্ততঃ । অর্গাঃ ।
 সিন্ধবঃ । কুল্যাঃ । বর্যঃ । উর্ব্যঃ । ইরাবত্যাঃ । পার্বত্যাঃ । সব্রত্যাঃ ।
 উর্জস্বত্যাঃ । পয়স্বত্যাঃ । সরস্বত্যাঃ । তরস্বত্যাঃ । হরস্বত্যাঃ । রোধস্বত্যাঃ ।
 ভাস্বত্যাঃ । অজিরাঃ । মাতরঃ । নদ্যাঃ—ইতি সপ্তত্রিংশদীনামানি ॥ ১৩ ॥

অত্যঃ । হয়ঃ । অর্বাঃ । বাজী । সপ্তিঃ । বহিঃ । দধিক্রাঃ ।
 দধিক্রাবা । এতস্বঃ । এতশঃ । পৈদ্বঃ । দৌর্গহঃ । ঔচৈশ্রবসঃ ।
 তাক্ষ্যঃ । আশুঃ । ব্রধ্বঃ । অরুস্বঃ । মাংশ্চত্বঃ । অব্যথয়ঃ । শ্যেনাসঃ ।
 সুপর্ণাঃ । পতঙ্গাঃ । নরঃ । হব্যার্ণাণাম্ । হংসাসঃ । অশ্বাঃ—ইতি
 ষড়্বিংশতিরশ্বনামানি ॥ ১৪ ॥

হরী ইন্দ্রস্য । রোহিতোহগ্নেঃ । হরিত আদিত্যস্য । রাসভাবশ্বিনোঃ ।
 অজাঃ পৃষঃ । পৃষতো মরুতাম্ । অরুণ্যো গাব উষসাম্ । শ্যাবাঃ
 সবিতুঃ । বিশ্বরূপা বৃহস্পতেঃ । নিযুতো বায়োঃ—ইতি দশাহদিষ্টোপয়ো-
 জনানি ॥ ১৫ ॥

ভ্রাজতে । ভ্রাশতে । ভ্রাশ্যতি । দীদয়তি । শোচতি । মন্দতে ।
 ভন্দতে । রোচতে । দ্যোততে । জ্যোততে । দু্যমৎ—ইত্যেকাদশ
 জুলতিকর্মাণঃ ॥ ১৬ ॥

জমৎ । কন্মলীকিনম্ । জঞ্জণাভবন্ । মন্মলাভবন্ । অর্চিঃ ।
 শোচিঃ । তপঃ । তেজঃ । হরঃ । ঘৃণিঃ । শৃঙ্গাণি । শৃঙ্গাণি—ইত্যেকাদশ
 জুলতো নামধেয়ানি ॥ ১৭ ॥

গৌ হেমান্বরং স্বঃ খেদয় আতাঃ শ্যাবী বিভাবরী বস্তো রদ্রিঃ শ্লোকোহর্গেহ-
বনয়োহত্যো হরীইন্দ্রস্য ব্রাজতে জমদিতি সপ্তদশ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অপঃ । অপ্নঃ । দংসঃ । বেপঃ । বেষঃ । বিষ্টী । ব্রতম্ ।
কর্বরম্ । শক্স । ক্রতুঃ । করুণম্ । করণানি । করাংসি । করন্তী ।
করিক্রৎ । চক্রৎ । কর্ত্ত্বম্ । কর্ত্তোঃ । কর্ত্তবে । কৃহী । ধীঃ । শচী ।
শমী । শিমী । শক্তিঃ । শিল্পম্—ইতি ষড়্বিংশতিঃ কর্মনামানি ॥১॥

তুক্ । তোকম্ । তনয়ঃ । তোক্স । তক্স । শেষঃ । অপ্নঃ ।
গয়ঃ । জাঃ । অপত্যম্ । যহঃ । সুনুঃ । নপাৎ । প্রজা । বীজম্—
ইতি পঞ্চদশাপত্যনামানি ॥২॥

মনুষ্যাঃ । নরঃ । ধবাঃ । জন্তবঃ । বিশঃ । ক্ষিতয়ঃ । কৃষ্টয়ঃ ।
চর্ষণয়ঃ । নহ্বঃ । হরয়ঃ । মর্যাঃ । মর্ত্যাঃ । মর্ত্তাঃ । ব্রাতাঃ । তুর্বশাঃ ।
দ্রহ্যবঃ । আয়বঃ । যদবঃ । অনবঃ । পূরবঃ । জগতঃ । তপ্তুষঃ ।
পঞ্চজনাঃ । বিবস্বন্তঃ । প্তনাঃ—ইতি পঞ্চবিংশতির্মনুস্যনামানি ॥৩॥

আয়তী । চ্যবানা । অভীশূ । অপ্নবানা । বিনঙ্গসৌ । গভন্তী ।
করন্নৌ । বাহু । ভুরিজৌ । ক্ষিপন্তী । শক্করী । ভরিত্রে—ইতি
দ্বাদশ বাহনামানি ॥৪॥

অগ্রবঃ । অগ্ন্যঃ । ব্রিশঃ । ক্ষিপঃ । শর্যাঃ । রশনাঃ । ধীতয়ঃ ।
অথর্যঃ । বিপঃ । কক্ষ্যাঃ । অবনয়ঃ । হরিতঃ । স্বসারঃ । জাময়ঃ ।
সনাভয়ঃ । যোক্ত্রাণি । যোজনানি । ধুরঃ । শাখাঃ । অভীশবঃ ।
দীধিতয়ঃ । গভন্তয়ঃ—ইতি দ্বাবিংশতিরঙ্গুলিনামানি ॥৫॥

বশ্মি । উশ্মসি । বেতি । বেনতি । বেসতি । বাঙ্কতি । বস্টি ।
বনোতি । জুষতে । হর্ষতি । আচকে । উশিক্ । মন্যতে । হ্নৎসৎ ।
চাকনৎ । চকমানঃ । কনতি । কানিষৎ—ইত্যষ্টাদশ কাস্তিকর্মণঃ ॥৬॥

অন্ধঃ । বাজঃ । পয়ঃ । প্রয়ঃ । পৃক্ষঃ । পিতুঃ । সুতঃ । সিনম্ ।
অবঃ । ক্ষু । ধাসিঃ । ইরা । ইলা । ইষম্ । উর্ক্ । রসঃ । স্বধা ।
অর্কঃ । ক্ষদ্রা । নেমঃ । সসম্ । নমঃ । আয়ুঃ । সূন্থা । ব্রহ্ম ।
বর্চঃ । কীলালম্ । যশঃ—ইত্যষ্টাবিংশতিরন্ননামানি ॥ ৭ ॥

আবয়তি । ভবতি । বভস্তি । বেতি । বেবেষ্টি । অবিষ্যন্ ।
বম্পতি । ভসথঃ । বব্ধাম্ । হ্বরতি—ইতি দশাষ্টিকর্মণঃ ॥ ৮ ॥

ওজঃ । পাজঃ । শবঃ । তরঃ । তবঃ । ত্বক্ষঃ । শর্দ্বঃ । বাধঃ ।
নৃম্ণম্ । তবিষী । শুশ্রুম্ । শুষম্ । শূষম্ । দক্ষঃ । বীলুঃ । চৌতুম্ ।
সহঃ । যহঃ । বধঃ । বর্গঃ । ব্জজনম্ । বৃক্ । মজ্জনা । পৌংস্যানি ।
ধর্গসিঃ । দ্রবিণম্ । স্যাদ্রাসঃ । শম্বরম্—ইত্যষ্টাবিংশতির্বলনামানি ॥ ৯ ॥

মঘম্ । রেক্ণঃ । রিক্ণম্ । বেদঃ । বরিবঃ । স্বাদ্রম্ । রত্নম্ ।
রয়িঃ । ক্ষদ্রম্ । ভগঃ । মীটুম্ । গয়ঃ । নৃম্ণম্ । দ্যুল্লম্ । তনা ।
বন্ধুঃ । ইন্দ্রিয়ম্ । বসু । রায়ঃ । রাধঃ । ভোজনম্ । মেধা । যশঃ ।
ব্রহ্ম । দ্রবিণম্ । শ্রবঃ । ব্দ্ৰম্ । বৃত্তম্—ইত্যষ্টাবিংশতিরেব ধননামানি ॥ ১০ ॥

অঘ্যা । উশ্বা । উষিয়া । অহী । মহী । অদিতিঃ । ইলা ।
জগতী । শক্লরী—ইতি নব গোনামানি ॥ ১১ ॥

রেলতে । হেলতে । ভামতে । ভূগীয়তে । ব্রীণাতি । ভ্রেষতি ।
দোধতি । বনুষ্যতি । কম্পতে । ভোজতে—ইতি দশ ব্রুদ্বতিকর্মণঃ ॥ ১২ ॥

হেলঃ । হরঃ । হৃণিঃ । ত্যজঃ । ভামঃ । এহঃ । হ্বরঃ ।
তপুযী । জুর্গিঃ । মন্যুঃ । ব্যথিঃ—ইত্যেকাদশ ক্রোধনামানি ॥ ১৩ ॥

বর্ন্ততে । অয়তে । লোটতে । লোঠতে । স্যন্দতে । কসতি ।
সপতি । স্যমতি । স্রবতি । স্রংসতি । অবতি । শ্চেততি । ধ্বংসতি ।
বেনতি । মার্শ্চি । ভুরণ্যতি । শবতি । কালয়তি । পেলয়তি । কণ্ঠতি ।
পিস্যতি । বিস্যতি । মিস্যতি । প্রবতে । প্লবতে । চ্যবতে । কবতে ।

গবতে । নবতে । ক্ষোদতি । নক্ষতি । সক্ষতি । ম্যক্ষতি । সচতি ।
 ঋচ্ছতি । তুরীয়তি । চততি । অততি । গাতি । ইয়ক্ষতি । সশ্চতি ।
 ৎসরতি । রংহতি । যততে । ভ্রমতি । প্রজতি । রজতি । লজতি ।
 ক্ষিয়তি । ধমতি । মিনাতি । ঋথতি । ঋণোতি । স্বরতি । সিস্তি ।
 বিধিস্তি । যোষিস্তি । রিণাতি । রীয়তে । রেজতি । দধ্যতি । দভ্লেতি ।
 যুধ্যতি । ধথতি । অরুযতি । আর্যতি । সীয়তে । তকতি । দীয়তি ।
 ঈষতি । ফণতি । হনতি । অদতি । মদতি । সর্সুতে । নসতে ।
 হযতি । হয়তি । ঈর্ষে । ঈর্ষতে । জ্রয়তি । শ্বাত্রতি । গস্তি ।
 আগনীগস্তি । জঙ্গতি । জিষতি । জসতি । গমতি । প্রতি । ধ্রতি ।
 ধ্রয়তি । বহতে । রথযতি । জেহতে । ষংকতি । ক্ষুম্পতি । ণ্ণাতি ।
 বাতি । যাতি । ইষতি । দ্রাতি । দ্রলতি । এজতি । জমতি ।
 জবতি । বঞ্চতি । অনিতি । পবতে । হস্তি । সেধতি । অগন্ ।
 অজগন্ । জিগাতি । পততি । ইধতি । দ্রমতি । দ্রবতি । বেতি ।
 হয়স্তাৎ । এতি । জগায়াৎ । অযথুঃ—ইতি দ্বাবিংশতৎ গতিকর্মাণঃ ॥১৪॥

নু । মক্ষু । দ্রবৎ । ওষম্ । জীরাঃ । জুর্গিঃ । শূর্ভাঃ । শূঘনাসঃ ।
 শোভম্ । তুষু । তুষম্ । তুর্গিঃ । অজিরম্ । ভুরণ্যুঃ । শু । আশু ।
 প্রাশুঃ । তুতুজিঃ । তুতুজানঃ । তুজ্যমানাসঃ । অজ্জাঃ । সাচিবিৎ ।
 দ্যুগৎ । তাজৎ । তরগিঃ । বাতরংহাঃ—ইতি ষড়্বিংশতিঃ ক্ষিপ্ৰনামানি ॥১৫॥

তলিৎ । আসাৎ । অশ্বরম্ । তুর্বশে । অন্তমীকে । আকে ।
 উপাকে । অর্বাণে । অন্তমানাম্ । অবমে । উপমে—ইত্যেকাদশান্তিক-
 নামানি ॥১৬॥

রণঃ । বিবাক্ । বিখাদঃ । নদনুঃ । ভরে । আক্রন্দে । আহবে ।
 আজৌ । প্তনাজ্যম্ । অভীকে । সমীকে । মমসত্যম্ । নেমধিতা ।
 সঙ্কাঃ । সমিতিঃ । সমনম্ । মীল্হে । প্তনাঃ । স্পৃধঃ । মৃধঃ ।
 প্তংসু । সমৎসু । সমর্ষে । সমরণে । সমোহে । সমিথে । সঙ্ঘ্যে ।
 সঙ্গ্বে । সংযুগে । সঙ্গথে । সঙ্গমে । ব্রততুর্ষে । পৃক্ষে । আগৌ ।
 শূরসাতৌ । বাজসাতৌ । সমনীকে । খলে । খজে । পৌংসে ।

মহাধনে । বাজে । অজু । সম্র । সংযৎ । সম্বতঃ—ইতি ষট্চত্বারিংশৎ
সংগ্রামনামানি ॥ ১৭ ॥

ইষতি । নক্ষতি । আক্ষাণঃ । আনট্ । আষ্ট । আপানঃ ।
অশৎ । নশৎ । আনশে । অশ্বতে—ইতি দশ ব্যাপ্তিকর্মাণঃ ॥ ১৮ ॥

দভ্ভোতি । শ্লথতি । ধবরতি । ধূবতি । বৃণক্তি । বৃশ্চতি । কৃথতি ।
কৃভ্ভতি । শ্বসিতি । নভতে । অর্দয়তি । জুগাতি । স্নেহয়তি । যাতয়তি ।
স্ফুরতি । স্ফুলতি । নিবপস্ত । অবতিরতি । বিষাতঃ । আতিরৎ ।
তলিং । আখণ্ডল । দ্রুগাতি । রন্নাতি । শৃগাতি । শন্নাতি । তুণেটি ।
তাটি । নিতোশতে । নিবর্হয়তি । মিনাতি । মিনোতি । ধমতি—ইতি
ত্রয়স্ত্রিংশদ্বধকর্মাণঃ ॥ ১৯ ॥

দিদ্যৎ । নেমিঃ । হেতিঃ । নমঃ । পবিঃ । স্ককঃ । বৃকঃ ।
বধঃ । বজ্রঃ । অর্কঃ । কুৎসঃ । কুলিশঃ । তুজঃ । তিগ্মম্ । মেনিঃ ।
ঋধিতিঃ । সায়কঃ । পরশুঃ—ইত্যষ্টাদশ বজ্রনামানি ॥ ২০ ॥

ইরজ্যতি । পত্যতে । ক্ষয়তি । রাজতি । ইতি চত্বার ঐশ্বর্যকর্মাণঃ ॥ ২১ ॥

রাষ্ট্রী । অর্যঃ । নিযুত্বান্ । ইনঃ । ইনঃ—ইতি চত্বারীশ্বরনামানি ॥ ২২ ॥

অপস্তম্বম্‌নুয্যা আয়ত্যাগ্রবো বশ্যাক্‌ আবয়তো জো মঘমঘ্যা রেলতে হেলো
বর্ভতে নু তলিদ্‌ রণ ইষতি দভ্ভোতি দিদ্যদ্‌ ইরজ্যতি রাষ্ট্রী—ইতি দ্বাবিংশতিঃ ।

তৃতীয় অধ্যায়

উরু । তুবি । পুরু । ভুরি । শশ্বৎ । বিশ্বম্ । পরীণসা ।
ব্যানশিঃ । শতম্ । সহস্রম্ । সলিলম্ । কুবিৎ—ইতি দ্বাদশ
বহ্ননামানি ॥ ১ ॥

ঝাহন্ । হ্রস্বঃ । নিঘৃষ্ণঃ । মায়ুকঃ । প্রতিষ্ঠা । কৃধু । বস্ককঃ ।
দদ্রম্ । অর্ভকঃ । ক্ষুল্লকঃ । অল্লঃ—ইত্যেকাদশ হ্রস্বনামানি ॥ ২ ॥

॥ ०९ ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः

হিকম্ । নুকম্ । সুকম্ । আহিকম্ । আকীম্ । নকিঃ । মাকিঃ ।
নকীম্ । আকৃতম্—ইতি নবোত্তরাণি পদানি সর্বপদসমামানায় ॥১২॥

ইদমিব । ইদংযথা । অগ্নির্ন যে । চতুরশ্চিদদমানাৎ । ব্রাহ্মণা
ব্রতচারিণঃ । বৃক্ষস্য নু তে পুরুতুত বয়াঃ । জার আ ভগম্ । মেঘো
ভূতোহভিয়ন্নয়ঃ । তদ্রূপঃ । তদ্বর্ণঃ । তদ্বৎ । তথা—ইত্যুপমাঃ ॥১৩॥

২. অর্চতি । গায়তি । রেভতি । স্তোভতি । গৃহ্নয়তি । গৃণাতি ।
জরতে । হবয়তে । নদতি । পৃচ্ছতি । রিহতি । ধমতি । কৃপায়তি ।
কৃপণ্যতি । পনস্যতি । পনায়তে । বঙ্লুয়তি । মন্দতে । ভন্দতে ।
হন্দতি । ছদয়তে । শশমানঃ । রঞ্জয়তি । রজয়তি । শংসতি ।
স্তৌতি । যৌতি । রৌতি । নৌতি । ভনতি । পণায়তি । পণতে ।
সপতি । পপৃক্ষাঃ । মহয়তি । বাজয়তি । পূজয়তি । মন্যতে । মদতি ।
রসতি । স্বরতি । বেনতি । মন্দ্রয়তে । জল্পতি—ইতি চতুশ্চত্বাবিংশদর্চতি-
কর্মণঃ ॥১৪॥

বিপ্রঃ । বিগ্রঃ । গৃৎসঃ । ধীরঃ । বেনঃ । বেধাঃ । কণ্ঠঃ ।
ঋভুঃ । নবেদাঃ । কবিঃ । মনীষী । মন্ধাতা । বিধাতা । বিপঃ ।
মনশ্চিৎ । বিপশ্চিৎ । বিপন্যবঃ । আকেনিপঃ । উশিজঃ । কীস্তাসঃ ।
অন্ধাতয়ঃ । মতয়ঃ । মতুথাঃ । বাঘতঃ—ইতি চতুবিংশতির্মেধাবিনামানি ॥১৫॥

রেভঃ । জরিতা । কারুঃ । নদঃ । স্তামুঃ । কীরিঃ । গৌঃ ।
সুরিঃ । নাদঃ । হন্দঃ । স্তম্প্ । রুদ্রঃ । কৃপণ্যঃ—ইতি ত্রয়োদশ
স্তোত্ৰনামানি ॥১৬॥

যজ্ঞঃ । বেনঃ । অধ্ববঃ । মেঘঃ । বিদথঃ । নার্যঃ । সবনম্ ।
হোত্রা । ইষ্টিঃ । দেবতাতা । মখঃ । বিষ্ণুঃ । ইন্দুঃ । প্রজাপতিঃ ।
ঘর্ম—ইতি পঞ্চদশ যজ্ঞনামানি ॥১৭॥

ভরতাঃ । কুরবঃ । বাঘতঃ । বৃদ্ধবর্হিষঃ । যতশ্চুচঃ । মরুতঃ ।
সবাধঃ । দেবয়বঃ—ইত্যষ্টাবৃদ্ধিঙনামানি ॥১৮॥

ঈমহে । যামি । মন্মহে । দন্ধি । শঙ্খি । পুঙ্খি । মিমিট্টি ।
মিমীহি । রিরিট্টি । রিরীহি । পীপরৎ । যন্তারঃ । যন্ধি । ইষুধ্যতি ।
মদেমহি । মনামহে । মায়তে—ইতি সপ্তদশ যাঙ্কাকর্মাণঃ ॥ ১৯ ॥

দাতি । দাশতি । দাসতি । রাতি । রাসতি । পৃণক্ষি । পৃণাতি ।
শিক্ষতি । তুঞ্জতি । মংহতে—ইতি দশ দানকর্মাণঃ ॥ ২০ ॥

পরিষ্রব । পবস্ব । অভ্যর্ষ । আশিষঃ—ইতি চত্বারোহধ্যোষণ-
কর্মাণঃ ॥ ২১ ॥

স্বপিতি । সন্তি—ইতি দ্বৌ স্বপিতিকর্মাণৌ ॥ ২২ ॥

কূপঃ । কাতুঃ । কর্ত্তঃ । বব্রঃ । কাটঃ । খাতঃ । অবতঃ ।
ক্রিবিঃ । সূদঃ । উৎসঃ । ঋশ্যদাৎ । কারোতরাৎ । কুশয়ঃ । কেবটঃ—
ইতি চতুর্দশ কূপনামানি ॥ ২৩ ॥

তৃপুঃ । তক্কা । রিভা । রিপুঃ । রিক্কা । রিহায়াঃ । তায়ুঃ ।
তস্করঃ । বনশ্ৰুঃ । হ্রশ্চিৎ । মুষীবান্ । মলিম্মুচঃ । অঘশাংসঃ । বৃকঃ—
ইতি চতুর্দশৈব স্তেননামানি ॥ ২৪ ॥

নিণ্যম্ । সম্বঃ । সনুতঃ । হিরুক্ । প্রতীচ্যম্ । অপীচ্যম্—ইতি
ষণ্ নির্ণীতান্তর্হিতনামধেয়ানি ॥ ২৫ ॥

আকে । পরাকে । পরাচৈঃ । আরে । পরাবতঃ—ইতি পঞ্চ
দূরনামানি ॥ ২৬ ॥

প্রভ্রম্ । প্রদিবঃ । প্রবয়াঃ । সনেমি । পূর্বম্ । অহ্নয়—ইতি
ষট্ পুরাণনামানি ॥ ২৭ ॥

নবম্ । নূত্ৰম্ । নূতনম্ । নব্যম্ । ইদা । ইদানীম্—ইতি ষড়্বে
নবনামানি ॥ ২৮ ॥

প্রপিহে । অভীকে । দভ্রম্ । অর্ভকম্ । তিরঃ । সতঃ । ত্বঃ ।
নেমঃ । ঋক্ষাঃ । স্তুভিঃ । বশীভিঃ । উপজিহিবকা । উর্দরম্ । কৃদরম্ ।

রঙঃ । পিনাকম্ । মেনা । গ্নাঃ । শেপঃ । বৈতসঃ । অয়া । এনা ।
সিষত্ৰু । সচতে । ভ্যসতে । রেজতে—ইতি ষড়্বিংশতিদ্বিশ উত্তরাণি
নামানি ॥ ২৯ ॥

স্বধে । পুরন্ধী । ধিষণে । রোদসী । ক্ষোণী । অন্তসী । নভসী ।
রজসী । সদসী । সন্ননী । ঘৃতবতী । বহ্নলে । গভীরে । গন্তীরে ।
ওণ্যো । চন্মো । পার্শ্বো । মহী । উৰ্বী । পৃথ্বী । অদিতী । অহী ।
দূরে অস্তে । অপারে । অপারে—ইতি চতুর্বিংশতিদ্যাবাপৃথিবীনাং ধ্যেয়ানি ॥ ৩০ ॥

উর্বাংহন্ মহদগয় ইরজ্যতি শিস্বাতা নির্গিগ্‌অশ্রেমা কেতুর্বট্ চিক্যদ্বিকম্
ইদমিবার্চতি বিপ্রোরেভো যজ্ঞো ভরতা ঈমহে দাতি পরিশ্রব স্বপিতি কৃপন্তু-
পুর্নিগ্যম্ আকে প্রত্নন্নবম্ প্রপিত্তে স্বধে—ত্রিংশৎ ।

চতুর্থ অধ্যায়

জহা । নিধা । শিতাম । মেহনা । দমুনাঃ । মুষঃ । ইষিরেণ ।
কুরুতন । জঠরে । তিতউ । শিপ্রে । মধ্যা । মন্দ্ । ইর্মাষ্টাসঃ ।
কায়মানঃ । লোধম্ । শীরম্ । বিদ্রধে । দ্রুপদে । তুথনি । নংসস্তে ।
নসন্ত । আহনসঃ । অদ্বসৎ । ইন্নিগঃ । বাহঃ । পরিতন্ম্যা । সুবিতে ।
দয়তে । নুচিৎ । নুচ । দাবনে । অকুপারস্য । শিশীতে । সুতুকঃ ।
সুপ্রায়ণাঃ । অপ্রায়ুবঃ । চ্যবনঃ । রজঃ । হরঃ । জুহুরে । ব্যস্তঃ ।
ক্রাণাঃ । বাশী । বিষুণঃ । জামি । পিতা । শংযোঃ । অদিতিঃ ।
এরিরে । জসুরিঃ । জরতে । মন্দিনে । গৌঃ । গাতুঃ । দংসয়ঃ ।
তূতাব । চয়সে । বিষুতে । ঋধক্ । অস্যাঃ । অস্য—ইতি দ্বিষষ্টিঃ
পদানি ॥ ১ ॥

সন্নিম্ । বাহিষ্টঃ । দূতঃ । বাবশানঃ । বার্যম্ । অন্ধঃ ।
অসশ্চস্তী । বনুষ্যতি । তরুষ্যতি । ভন্দনাঃ । আহনঃ । নদঃ । সোমো ।

অক্ষাঃ । স্বাত্ৰম্ । উতিঃ । হাসমানে । পড্ভিঃ । সসম্ । দ্বিতা ।
 ব্রাঃ । বরাহঃ । স্বসরাণি । শর্যাঃ । অর্কঃ । পবিঃ । বক্ষঃ । ধন্ব ।
 সিনম্ । ইথা । সচা । চিৎ । আ । দ্যুম্নম্ । পবিত্রম্ । তোদঃ ।
 স্বধাঃ । শিপিবিস্তঃ । বিষ্ণুঃ । আঘ্ণিঃ । পৃথুজয়াঃ । অথর্যুম্ ।
 কাণুকা । অগ্নিগুঃ । আগ্নুষঃ । আপান্তমন্যুঃ । শ্মাশা । উবশী । বয়ুনম্ ।
 বাজপন্ত্যম্ । বাজগন্ত্যম্ । গধ্যম্ । গধিতা । কৌরয়াণঃ । তৌরয়াণঃ ।
 অহ্রয়াণঃ । হরয়াণঃ । আরিতঃ । ব্রন্দী । নিষ্বপী । তূর্ণাশম্ । ক্ষুম্পম্ ।
 নিচুম্পুণঃ । পদিম্ । পাদুঃ । বৃকঃ । জোষবাকম্ । কৃষ্ণিঃ । শ্বয়ী ।
 সমস্য । কুটস্য । চৰ্ব্বিণিঃ । শম্বঃ । কেপয়ঃ । তৃতুমাৰ্ঘ্যে । অসংত্রম্ ।
 কাকুদম্ । বীরিটে । অচ্ছ । পরি । ঈম্ । সীম্ । এনম্ । এনাম্ ।
 স্গিঃ—ইতি চতুরন্তরমশীতিঃ পদানি ॥২॥

অশুশুক্ণিঃ । আশাভাঃ । কাশিঃ । কুণারুম্ । অলাতৃণঃ ।
 সললুকম্ । কংপয়ম্ । বিস্রুহঃ । বীরুধঃ । নক্ষদাভম্ । অস্কৃধোয়ুঃ ।
 নিশৃভাঃ । বৃদুক্‌থম্ । ঋদূদরঃ । ঋদূপে । পলুকামঃ । অসিষতী ।
 কপনা । ভাষজীকঃ । রুজানাঃ । জুর্গিঃ । ওমনা । উপলপ্রক্ষিণী ।
 উপসি । প্রকলবিৎ । অভ্যর্থযজ্ঞা । ঈক্ষে । ক্ষোণস্য । অশ্মে । পাথঃ ।
 সবীমনি । সপ্রথাঃ । বিদথানি । শ্রায়ন্তুঃ । আশীঃ । অজীগঃ ।
 অমূরঃ । শশমানঃ । দেবো দেবাচ্যা কৃপা । বিজামাতুঃ । ওমাসঃ ।
 সোমানম্ । অনবায়ম্ । কিমীদিনে । অমবান্ । অমীবা । দুরিতম্ ।
 অপা । অমতিঃ । শ্রুষ্টিঃ । পুরষ্কিঃ । রুশৎ । রিশাদসঃ । সুদত্রঃ ।
 সুবিদত্রঃ । আনুষক্ । তুব্বিণিঃ । গির্বণঃ । অসূর্ভে সূর্ভে । অম্যক্ ।
 যাদৃশিন্ । জারয়ায়ি । অগ্রিয়া । চনঃ । পচতা । শুরুধঃ । অমিনঃ ।
 জজ্ব্বতীঃ । অপ্রতিস্কৃতঃ । শাশদানঃ । স্পঃ । সুশিপ্রঃ । রংসু ।
 দ্বিবর্হাঃ । অত্রঃ । উরাণঃ । স্তিয়ানাম্ । স্তিপাঃ । জবারু । জরুথম্ ।
 কুলিশঃ । তুঞ্জঃ । বর্হণা । ততনুষ্টিম্ । ইলীবিশঃ । কিয়েধাঃ । ভূমিঃ ।
 বিপ্পিতঃ । তুরীপম্ । রাষ্পিনঃ । ঋজ্জতিঃ । ঋজুনীতী । প্রতদ্বস্ ।
 হিনোত । চোঙ্ক্ষয়মাণঃ । চোঙ্ক্ষয়তে । সুমৎ । দিবিস্টিবু । দূতঃ ।
 জিহ্বতি । অমত্রঃ । ঋচীষমঃ । অনর্শরাতিম্ । অনর্বা । অসামি ।

গল্দয়া । জল্হবঃ । বকুরঃ । বেকনাটান্ । অভিধেতন । অংহুরঃ ।
বতঃ । বাতাপ্যম্ । চাকন্ । রথযতি । অসক্রাম্ । আধবঃ । অনবব্রবঃ ।
সদাষে । শিরিস্ঠিঃ । পরাশরঃ । ক্রিবিদতী । করালতী । দনঃ ।
শরারুঃ । ইদংযুঃ । কীকটেষু । বৃন্দঃ । বৃন্দম্ । কিঃ । উল্লম্ ।
ঋবীসম্ । ঋবীসম্—ইতি দ্বাত্রিংশচ্ছতং পদানি ॥৩॥

জহা সমিমাশুশুক্ষণি ত্রীণি ।

পঞ্চম অধ্যায়

অগ্নিঃ । জাতবেদাঃ । বৈশ্বানরঃ—ইতি ত্রীণি পদানি ॥১॥

দ্রবিণোদাঃ । ইধুঃ । তনুনপাৎ । নরাশংসঃ । ইলঃ । বহিঃ ।
দ্বারঃ । উষাসানন্তা । দৈব্যাহোতারা । তিস্রোদেবীঃ । ত্বষ্টা । বনস্পতিঃ ।
স্বাহাকৃতয়ঃ—ইতি ত্রয়োদশ পদানি ॥২॥

অশ্বঃ । শকুনিঃ । মণ্ডুকাঃ । অক্ষাঃ । গ্রাবাণঃ । নারাশংসঃ ।
রথঃ । দুন্দুভিঃ । ইষুধিঃ । হস্তয়ুঃ । অভীশবঃ । ধনুঃ । জ্যা । ইষুঃ ।
অশ্বাজনী । উলুখলম্ । বৃষভঃ । দ্রুঘণঃ । পিতুঃ । নদ্যঃ । আপঃ ।
ওষধয়ঃ । রাত্রিঃ । অরণ্যানী । শ্রদ্ধা । পৃথিবী । অপা । অগ্নায়ী ।
উলুখলমুসলে । হবির্ধানে । দ্যাবাপৃথিবী । বিপাটছুতুদ্রী । আত্মী ।
শুনাসীরৌ । দেবীজোত্বী । দেবীউর্জাভতী—ইতি ষট্‌ত্রিংশৎ পদানি ॥৩॥

বায়ুঃ । বরুণঃ । রুদ্রঃ । ইন্দ্রঃ । পর্জন্যঃ । বৃহস্পতিঃ ।
ব্রহ্মণস্পতিঃ । ক্ষেত্রস্যপতিঃ । বাস্তোষ্পতিঃ । বাচস্পতিঃ । অপাংনপাৎ ।
যমঃ । মিত্রঃ । কঃ । সরস্বান্ । বিশ্বকর্মা । তাক্ষ্যঃ । মন্যুঃ ।
দধিক্রাঃ । সবিতা । ত্বষ্টা । বাতঃ । অগ্নিঃ । বেনঃ । অসুনীতিঃ ।
ঋতঃ । ইন্দুঃ । প্রজাপতিঃ । অহিঃ । অহির্বৃদ্ধ্যঃ । সুপর্ণঃ । পুরুরবাঃ—
ইতি দ্বাত্রিংশৎ পদানি ॥৪॥

শ্যেনঃ । সোমঃ । চন্দ্রমাঃ । মৃত্যুঃ । বিশ্বানরঃ । ধাতা । বিধাতা ।
 মরুতঃ । রুদ্রাঃ । ঋভবঃ । অঙ্গিরসঃ । পিতরঃ । অথর্বাণঃ । ভৃগবঃ ।
 আপুত্যাঃ । অদিতিঃ । সরমা । সরস্বতী । বাক্ । অনুমতিঃ । রাক্ষা ।
 সিনীবালী । কুহুঃ । যমী । উর্বশী । পৃথিবী । ইন্দ্রাণী । গৌরী ।
 গৌঃ । ধেনুঃ । অঘ্যা । পথ্যা । স্বস্তিঃ । উষাঃ । ইলা । রোদসী—
 ইতি ষট্‌ত্রিংশৎ পদানি ॥ ৫ ॥

অশ্বিনৌ । উষাঃ । সূর্যা । বৃষাকপায়ী । সরণ্যুঃ । ত্বষ্টা ।
 সবিতা । ভগঃ । সূর্যঃ । পুষা । বিষ্ণুঃ । বিশ্বানরঃ । বরুণঃ । কেশী ।
 কেশিনঃ । বৃষাকপিঃ । যমঃ । অজ একপাৎ । পৃথিবী । সমুদ্রঃ ।
 দধ্যাঙ্ । অথর্বা । মনুঃ । আদিত্যাঃ । সপ্তঋষয়ঃ । দেবাঃ । বিশ্বদেবাঃ ।
 সাধ্যাঃ । বসবঃ । বাজিনঃ । দেবপত্ন্যঃ । দেবপত্ন্যঃ—ইত্যেকত্রিংশৎ
 পদানি ॥ ৬ ॥

অগ্নির্দ্রবিণোদা অশ্বো বায়ুঃ শ্যেনোহশ্বিনৌ ষট্ ॥

নিরুক্তকোশ

(শব্দসূচী)

(প্রত্যেক শব্দের পার্শ্বে পৃষ্ঠা সংখ্যা সূচিত হইয়াছে)

অ

অংশঃ, ১৩৩২, ১৩৩৩
অংশস্যা, ২৬২
অংশুঃ, ২১৮
অংশুনা, ১৩৩৩
অংশুম্, ২১৭, ৬২৮, ১১৪৪, ১১৪৫
অংসত্রকোশম্, ৬৭৯, ৬৮১
অংসত্রম্, ৬৭৮
অংসত্রানি, ৬৮১
অংহঃ/অংহস্, ৫৫৮
অংহতিঃ, ৫৫৭, ৫৫৮, ৬৭১
অংহসঃ, ৬৭৮
অংহসান্, ৭৯৪
অংহঃ, ৫৫৮
অংহরঃ, ৭৯৩
অংহুরণম্, ৭৯৩
অংহুরণাৎ, ৭৯৩
অংহোমূঢ়ে, ৮৮৩
অকম্, ২৬৯
অকরোৎ, ৫৯৩, ৬৯৮, ৯৭৫
অকর্ম্, ১৩৪৬
অকারম্, ৮৮৭
অকাষীৎ, ৪৭
অকুপরণস্য, ৫২৪
অকুর্বত, ৬৭৬
অকুর্বন্, ৯৩২
অকুপারঃ, ৫২৫, ৫২৬
অকুপারস্য, ৫২৪
অকুগোৎ, ৫৯২, ৬৯৭, ৬৯৮
অকৃৎ, ৬৭৬
অকৃৎ, ৯৩২
অকৃৎবাযুঃ, ৭০২
অকৃৎ, ৪৫০
অকৃৎ, ৪৯৩, ১২৭২

অক্কাৎ, ৮৮৭
অক্কাঃ, ৬৮৬
অক্কাপনঃ, ৮৮৭
অক্কাঃ, ৭৫৪, ৭৫৫
অক্কাৎ, ৪৯২, ১২৭২
অক্কাৎ, ৫৬৪
অক্কাৎ, ১৯৭
অক্কাৎ, ৯৬
অক্কাৎ, ৫৮২
অক্কাপরিদ্যনস্য, ১০০৬
অক্কাৎ, ৮৫৫
অক্কাৎ, ২৪৭
অক্কাৎ, ১২৪৩
অক্কাৎ, ১৮৪
অক্কাৎ, ৮৩৭
অক্কাৎ, ৫৯০, ৫৯১, ১০০৩
অক্কাৎ, ৪১৭
অক্কাৎ, ৯৭
অক্কাৎ, ১২৯২
অক্কাৎ, ৬২৮
অক্কাৎ, ১১৮৮
অক্কাৎ, ৬২৮
অক্কাৎ, ৮৩৩
অক্কাৎ, ৯৬
অক্কাৎ, ৩৫৩
অগমঃ, ৫০৬
অগম্যঃ, ৬৩
অগারীঃ, ৭২১
অগ্হনীয়াঃ, ১১৯৮
অগ্হন্য, ৯২৭
অগ্হন্য, ৯২৭
অগোহ্যঃ, ১১৯৮
অগোহ্যস্য, ১১৯৮
অগ্নয়ঃ, ৪১৪, ৭৭৯, ৯১৮
অগ্নয়ে, ১৪৬, ৮২২

অগ্নায়ী, ৮৫৯, ১০৫৬, ১৩৫৪

অগ্নায়ীম্, ১০৫৭

অগ্নিঃ, ৪১, ১৬২, ২৯৬, ২৯৭, ৪১৬, ৪২১,

৫২৮, ৫৬৮, ৫৯২, ৫৯৩, ৬১১, ৬২৪,

৬২৯, ৮২৩, ৮৪৬, ৮৫৫, ৮৬৩, ৮৬৪,

৮৬৬, ৮৮৬, ৮৯২, ৮৯৭, ৯০০, ৯০৪,

৯০৫, ৯০৯, ৯১০, ৯১২, ৯১৩, ৯২০,

৯৩০, ৯৩৬, ৯৪০, ৯৪৫, ৯৪৬, ৯৫৫,

৯৫৬, ৯৫৮, ৯৬৬, ৯৭৫, ৯৮০, ৯৮২,

৯৮৮, ১০৫২, ১০৮৭, ১১১৬, ১১১৯,

১১৪৮, ১২১১, ১৩১৪, ১৩১৫, ১৩৪৪,

১৩৪৫

অগ্নিকর্ম, ৮৬০

অগ্নিকর্মণঃ, ১১৩৮

অগ্নিকর্মণা, ৯১৭

অগ্নিজন্ম, ১২০০

অগ্নিনা, ৮৫০, ৮৬৬, ১৩৪৪

অগ্নিতত্ত্বিনি, ৮৫৯

অগ্নিম্‌৪৫২, ৬২৪, ৮২২, ৮৮৯, ৮৯৪, ৮৯৫,

৮৯৯, ৯০২, ৯১১, ৯২০, ৯২৫, ৯২৭,

৯৩২, ৯৩৯, ৯৪৩, ৯৪৫, ৯৪৬, ১২৮৮,

১৩১৩, ১৩৪৪

অগ্নিমহুনৌ, ৪০৮

অগ্নিরিব, ১৬২, ৪১৬

অগ্নিরূপাঃ, ১১৩৮

অগ্নিবান্, ৭২৮

অগ্নী, ৮৯২

অগ্নীকৃতা, ৯৩৩, ৯৩৫

অগ্নে, ৩৩৩, ৩৩৫, ৪৫২, ৪৫৪, ৪৭৬, ৪৭৭,

৫০৬, ৬১৩, ৬৯১, ৬৯২, ৭১৭, ৭২১,

৭২২, ৭৩৬, ৭৪০, ৭৪৮, ৯৬১, ৯৮৯,

১১৪৯, ১১৫০

অগ্নেঃ, ৯২৮, ৯৩৯, ৯৮৯, ১০৫৬, ১২০০,

১২৯৬, ১৩৪৮, ১৩৫৪

অগ্নৌ, ৬১৪, ৯২৫

অগ্রকারিণ্যঃ, ৩৭৩

অগ্রগমনেন, ৭৪৬

অগ্রগামিন্যঃ, ৩৭৩

অগ্রগালিন্যঃ, ৩৭৩

অগ্রণীঃ, ৮৮৬

অগ্রভীষ্টাম্, ৭৪৮

অগ্রম্, ৬৯৯, ৭০০, ৭৪৭, ৮৮৬, ১১৮০

অগ্রসম্পাদিনঃ, ৭৪৬

অগ্রসরণেন, ৭৪৬

অগ্রসারিণ্যঃ, ৩৭৩

অগ্রিয়া, ৭৪৬

অগ্রবঃ, ৪৪৬

অগ্নে, ৭৫৭, ৮৩৫, ৯৬৩, ১১২৩, ১১২৪

অঘয়ী, ১২৪৯

অঘম্, ৭২৮

অঘশংসঃ, ১১৫৯

অঘশংসম্, ৭২৮

অঘস্য, ৭২৮

অঘা, ১০৬৮

অঘানি, ১০৬৮

অঘায়তঃ, ৬৭২

অঘ্যা, ১২৪৯, ১২৫১

অয়ো, ১২৫০

অঙ্কঃ, ৩২৮

অঙ্কনাঃ, ৩৭৩, ৪২৬

অঙ্কাংসি, ৩২৬, ৩২৮

অঙ্কিতম্, ৬৫২

অঙ্কুশঃ, ৬৮৮, ৬৮৯

অঙ্কুশাৎ, ৬৮৯

অঙ্কুশাদায়াৎ, ৬৮৯

অঙ্গ, ৬৫২, ৭২১, ১৩২১

অঙ্গম্, ৪৬৭, ৬৮৩, ৮৮৬, ৯৬৬

অঙ্গনাৎ, ৪৬৭

অঙ্গলম্, ৯৯৮

অঙ্গবৎ, ৯৯৮

অঙ্গাৎ, ৩৪৩, ৩৪৫

অঙ্গাৎ অঙ্গাৎ, ৩৪৩, ৩৪৫

অঙ্গানি, ১০৫৫

অঙ্গারাঃ, ৪২৬

অঙ্গারেযু, ৪২৬

অঙ্গিরসঃ, ৫৯৯, ১৯৯৯, ১২০০, ১২০২, ১২০৩

অঙ্গিরস্বৎ, ৪২৫

অঙ্গিরাঃ, ৪২৬

অঙ্গিরোগণ, ১১৯৯
 অঙ্গুলয়ঃ, ৩৭২, ৩৭৬, ৬০১, ৬২৪
 অঙ্গুলিনামানি, ৩৭২
 অঙ্গুঃ, ৪৬৭, ৮৫৩, ৮৫৬
 অচচ্ছদে, ১০০৬
 অচিতঃ, ১২১৫
 অচেতনানি, ৮৫৫
 অচেতনেষু, ৮৫৬
 অচেতয়মানস্য, ৩৩৫
 অচেতনস্য, ৩৩৩
 অচ্ছ, ৩১৪, ৫৫৩, ৬৮৮, ১০৭৬
 অচ্ছা, ৩১৪, ৫৫০, ৭৪৬
 অচ্ছান, ১০০৪
 অচ্ছিদ্যমানয়া, ১২২৬
 অজ, ১৩২৮
 অজঃ, ১৩২০, ১৩২২, ১৩২৭
 অজগন, ৫০৬
 অজনঃ, ১৩২০
 অজনয়ন, ৯৩২
 অজনয়ন্ত, ৩৬৩, ১২২২
 অজনাঃ, ৫৬৪
 অজনাৎ, ১০৩৬
 অজনিম, ৫০৫
 অজনিষ্ট, ২৮৭, ২৮৮
 অজয়ৎ, ১৪৫
 অজরঃ, ৭০৩
 অজরম, ৫৭০, ৫৭৩, ৯২৫
 অজরেভ্যঃ, ৩৭৫
 অজহাৎ, ১১৭১, ১১৭২, ১২৮১, ১২৮২
 অজাঃ, ৫৬৪, ৭০৪
 অজামি, ৫৩৯, ১১০৭
 অজামিকর্মাণি, ৫৩৯
 অজায়ত, ১২১১
 অজায়ি, ৭৪৫
 অজাশ্ব, ৫৬৩, ৫৬৪
 অজীগ, ৭২০
 অজীগঃ, ৭২০
 অজীজনন, ৯৩২
 অজুষ্টম, ১২৬৯

অজ্ঞেত, ১১৫৯
 অজোহবীৎ, ৬৬৩
 অজ্ঞাননিন্দা, ১৬৩
 অজ্ঞাম, ৫০২, ৫০৫
 অক্ষতেঃ, ৩২৮, ৬৮৯
 অক্ষনঃ, ৬১৫
 অক্ষনাঃ, ৪২৬
 অক্ষনাৎ, ৪৬৭
 অক্ষিতম, ৬৫২, ৬৭৮
 অজ্ঞেত, ১২৭২
 অজ্ঞন, ৪৪৮
 অজ্ঞনাঃ, ৩৭৪
 অজ্ঞান্তি, ৯৮২
 অণীয়ঃ, ২০৩
 অণীয়স্থাৎ, ১৭
 অণুঃ, ৭৭৭
 অণুত্বাৎ, ১২২৭
 অণুভাবকর্ষণঃ, ৮০২
 অণুভাবাৎ, ১০২৮
 অতঃ, ২৯, ২১৪, ৪০৬, ৪৫৭, ৮২৫, ৮৮৬,
 ৯৫২, ৯৯১, ৯৯৩, ১০৫৮, ১০৭৩, ১১৯১,
 ১২০৮, ১২৬১, ১৩২৪, ১৩৩১
 অতৎ, ৪০৬
 অততেঃ, ৪১৫, ৫৫৯
 অতনম, ৫৯২
 অতনবস্তম, ৬২৫
 অতনাঃ, ৫০৪
 অতনিষত, ১৩৩০
 অতষত, ৪৫১
 অতরঃ, ১২১৫, ১২১৬
 অতব্যান, ৬২১, ৬২২
 অতসা, ৬৩১
 অতসানি, ৬৩৫
 অতি, ৩৫, ৫৮৫, ৬০৬
 অতিক্রমমাণাঃ, ৭৩৪
 অতিক্রান্তম, ৭৪৩
 অতিক্রমন্তঃ, ৭৩৪
 অতিচ্ছন্দাঃ, ৮৭১
 অতিতহৌ, ১৩২২

অতিথিঃ, ৪৭৬, ৪৭৭
 অতিথিদেবতাম্, ৮৪০
 অতিথে, ৬৫৭
 অতিদংহীঃ, ৭৭
 অতিধক্, ৭০
 অতিবৃহতি, ১০৩৩
 অতিরিচ্যতে, ৬৩৩
 অতিরেকনাম, ৫৪০
 অতিরোচতে, ৬০৬
 অতিরোচসে, ৩৯৩
 অতিষ্ঠন, ২৮১, ২৮২, ৩০০, ৩০১
 অতিষ্ঠনীনাম্, ২৭৬
 অতিসর্গাঃ, ৩৪৭
 অতিসর্পতি, ৪৪৬
 অতিহায়, ৭৭
 অতীতঃ, ৭৯৫
 অতূর্ণঃ, ১০১১
 অতূর্ণে, ১১৪২
 অতূর্ণঃ, ১০১০, ১০১১
 অতূর্ণে, ১১৪২
 অতূর্ণপস্থাঃ, ১২০৯, ১২১০
 অন্তঃ, ৭০৬
 অস্তি, ৪৪৬
 অস্তিকর্মা, ৬৩৪, ১০৩৪
 অস্তিকর্মাণঃ, ৩৭৮
 অস্তেঃ, ৩৭৮, ৪৭৪, ১০২৩
 অত্নত, ১৩৩০
 অত্যক্রামৎ, ১০৯৭
 অত্যন্তকুসীদিকুলীনঃ, ৮১২
 অত্যন্তম্, ১৪০
 অত্যাঃ, ৫০২, ৫০৪
 অত্বরমাণঃ, ১০১১
 অত্বরমাণপস্থাঃ, ১২১০
 অত্বরমাণে, ১১৪২
 অত্র, ১৬১, ৩৯৪, ৩৯৬, ৪১৮, ৫৪২, ৫৬৭,
 ৬১৮, ৬২৭, ৭৮৫, ৮০৯, ৯১১, ৯৪৬,
 ৯৫৫, ৯৫৬, ১০৪৬, ১৩৩৫, ১৩৩৭,
 ১৩৩৮, ১৩৪৮
 অত্র হ, ৫৫৫

অত্রা, ৪৯২, ৫৪২, ১১৭১, ১৩১৯
 অত্রাসত, ১৩৩৭, ১৩৩৮
 অত্রা হ, ২২৬, ২২৭, ৫৫৫
 অত্রিঃ, ৪২৬
 অত্রিম্, ৮২২
 অত্রিবৎ, ৪২৫
 অথ, ৩৯, ৪৭, ৫৩, ৫৫, ৫৬, ৫৮, ৬০, ৬৯,
 ১০৫, ১২১, ১২৭, ১৩৫, ১৭৮, ১৮২,
 ১৮৩, ১৯৬, ২১৪, ২২০, ২৬৮, ২৬৯,
 ২৭০, ২৭১, ২৯২, ৩০৪, ৩১৩, ৩২৫,
 ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৬০, ৩৯৮, ৪০৬, ৪১৪,
 ৪১৮, ৪২৮, ৪৫৭, ৪৯৪, ৫৬৫, ৫৮০,
 ৫৯১, ৬৩৩, ৬৬৬, ৬৭৩, ৮২৯, ৮৩১,
 ৯১৪, ৯১৬, ৯২০, ৯২৯, ৯৩৩, ৯৩৫,
 ৯৪১, ৯৫২, ৯৮৮, ৯৯৩, ১০৩৯, ১০৫৮,
 ১০৭৩, ১০৮২, ১১২৪, ১১২৯, ১১৭৪,
 ১১৭৫, ১১৭৬, ১১৯১, ১২০৫, ১২০৮,
 ১২৫০, ১২৬১, ১২৯৭, ১৩০১, ১৩১৬,
 ১৩২৬, ১৩৩১, ১৩৩৫, ১৩৩৮
 অথঃ, ৮৯৯
 অথ চেৎ, ১২১, ১৭৮, ২২০
 অথনবস্তুঃ, ১২০২
 অথর্যুম্, ৬২৪
 অথর্বগণ, ১২০২
 অথর্বী, ১৩২৮, ১৩৩০
 অথর্বীণঃ, ১২০২, ১২০৩
 অথা, ২৬৪, ৫৪৪, ৭২৩, ৮১৯, ১৩২৪
 অথাতঃ, ২১৪, ৪০৬, ৮২৫, ৮৮৬, ৯৫২, ১০৫৮,
 ১০৭৩, ১১৯১, ১২০৮, ১২৬১, ১৩৩১
 অথাপি, ৫৩, ৫৬, ৫৮, ৬০, ৯৫, ১০৪, ১১১,
 ১১৪, ১২২, ১২৪, ১২৫, ১২৮, ১৩৬,
 ১৪০, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭,
 ১৫৭, ১৬০, ১৬৩, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯,
 ১৯০, ১৯২, ১৯৩, ২১৫, ২১৯, ২২০,
 ২২৩, ২২৫, ২৬৩, ২৬৪, ৪০৭, ৪৪৫,
 ৬০৯, ৮০৯, ৮৩০, ৮৩৩, ৮৩৪, ৮৩৫,
 ৮৩৬, ৮৫৩, ৮৫৪, ৮৬১, ৮৬৬, ৮৯৭,
 ৯১১, ৯১২, ৯১৫, ৯২০, ৯২৫, ৯৪৩,
 ৯৪৪, ৯৪৫, ১২০৪, ১৩১৪

অঐতৎ, ৩০৪, ৩১৪, ৩২৫
 অথো, ১২৫০
 অদঃ, ১১, ২২৪
 অদতে, ৭২৯
 অদদন্ত, ৬৪০
 অদদুঃ, ১২৮১, ১২৮২
 অদধুঃ, ৯৩৪
 অদনম্, ১২২৯
 অদনায়, ২২৩
 অদন্তকঃ, ৮০৭
 অদন্তি, ৫৮১
 অদন্ত, ৯৮৮
 অদর্দঃ, ১০৯২
 অদর্শি, ৫১৪, ৭৩৮
 অদাৎ, ৫১১
 অদানকর্ম্মাণঃ, ৩৯২
 অদানম্, ৪৪৬
 অদানপ্রজ্ঞা, ৩৯২
 অদানান, ১১৭২
 অদাভ্যা, ৪৪১
 অদায়াদা, ৩৪৬
 অদায়িনি, ৮০২
 অদিতয়ে, ৯৬৩, ৯৬৪
 অদিতিঃ, ১৪৬, ১৫৪, ৫৪৬, ৫৪৭, ১২০৮,
 ১২১১
 অদিতে, ১২০৯, ১২১৩
 অদিতোঃ, ২৬০, ২৬১, ৫৪৮, ৯৩৪, ১২১১,
 ১২৯১
 অদিদ্যুতৎ, ৭৩৫
 অদীদেৎ, ৯২২
 অদীধেৎ, ২৫৭
 অদীনা, ৫৪৬
 অদীনানি, ৫৪৮
 অদুঃখম্, ২১১
 অদুঃহৎ, ১১৪২
 অদৃশাঃ, ১০৯২
 অদেবঃ, ১১৭৬
 অদেবতাঃ, ৮৪১
 অদ্ধি, ৭৪৭, ৮৫৪, ১২৫০

অঙ্টিঃ, ৬৫৪, ১১২৮, ১২৩৯
 অঙ্কুতম্, ৬৪, ৬৭, ৭৬৯
 অঙ্ক্যঃ, ৬৯১, ৮৯৭, ১২৩৫
 অঙ্ক, ৫১৬
 অঙ্কসৎ, ৫১৪, ৫১৬
 অঙ্কসাদিনী, ৫১৬
 অঙ্কসানিনী, ৫১৬
 অদ্য, ৬৫, ৩৬৭, ৫২৩, ৬২১, ৮৩৫, ৯৫৪,
 ৯৭৫, ১০৬০, ১০৬১, ১১৮৯, ১১৯৮,
 ১৩২১
 অদ্যতনম্, ৬৫
 অদ্যম্, ৮৫৭
 অদ্যা, ৫২৩, ৮৩৪
 অদ্যোতত, ১২৩৫
 অদ্রয়ঃ, ৫৯০, ১০০৮
 অদ্রিঃ, ৪৭৩
 অদ্রিবন, ৪৭৩
 অদ্রিভিঃ, ৬১০
 অদ্রিম্, ৫৯৭, ৬০৫
 অদ্রিবঃ, ৪৭২
 অদ্রহাঃ, ১০৬০
 অদ্রোক্ষব্যে, ১০৬০
 অদ্রেষসঃ, ৭২৯
 অধঃ, ২৫৬
 অধস্তম্, ৮২২
 অধনাঃ, ৭৮৬
 অধরঃ, ২৫৬
 অধরম্, ২৫২, ২৫৬
 অধর্ম্মঃ, ২৪৯
 অধস্তাৎ, ১২৮৮
 অধা, ৩৩৭, ৮৩৪, ১২৩২
 অধাতাম্, ১০৭১, ১০৭২
 অধায়ি, ৭৪৪, ৭৭৬
 অধারয়ন্ত, ৬৪১
 অধি, ৩৮, ২১৭, ২৭০, ৫১১, ৬০৯, ৬১৪,
 ৬৫০, ৮২৯, ১০৮৬, ১২৪৩
 অধিআসতে, ২১৭
 অধিকাক্ষরা, ৮৮০
 অধিকৃত্বাৎ, ৬২৮

অধিক্ষিতঃ, ১০১০
 অধিজিজিরে, ১২০০
 অধিজাতঃ, ৬৪০
 অধিজাতস্য, ৩৪৩
 অধিজায়সে, ৩৪৫
 অধিতন্তুঃ, ৫৭০
 অধিদধানে, ৯৬৯
 অধিদৈবকম্, ১১২৯
 অধিদৈবতম্, ৩৯৮, ১১৭৫, ১৩৩৪, ১৩৩৭
 অধিধনুবি, ১০২৫
 অধিধম্বন, ১০০৫
 অধিনিবসতঃ, ১০১১
 অধিপতিম্, ১৩০০
 অধিবাচি, ৪৯২, ৪৯৩
 অধিভূম্যাম্, ১৪৫
 অধিযন্তম্, ১১৭৫
 অধিরাজঃ, ৯৪৬
 অধি বি ক্ষরন্তি, ১২৪৩
 অধিশ্রিতা, ২৪০, ২৪২
 অধিষবণ, ৫১৯
 অধিষবণচন্দ্রাণঃ, ২১৭
 অধিষ্ঠানপ্রবচনানি, ৫১০
 অধিষ্ঠানেষু, ৫১১
 অধীত্য, ১৬৪
 অধীয়ানে, ৯১
 অধীষ্টঃ, ৯৬১
 অধুক্ষৎ, ১১৪২
 অধুনোৎ, ৯০৯
 অধৃতগমন, ৬২৯
 অধৃতগমনকর্মবন্, ৬২৯
 অধৃষিতাঃ, ১১৩৮
 অধেষা, ১৭০, ১৭২
 অধোরঃ, ২৫৬
 অধোরামঃ, ১২৮৮
 অধ্যাপঃ, ১২৩৫
 অধ্যয়নম্, ৭৮৬
 অধ্যর্থ, ৬০৯
 অধ্যাত্মম্, ২৯৪, ৩৯৮, ১১২৯, ১৩৩৫, ১৩৩৮
 অধ্যাপিতা, ২১২

অধ্যায়ি, ৭৭৬
 অধ্যাসতে, ২১৭
 অধ্যুঢ়ম্, ৫১৪
 অধ্যেষণকর্মা, ৮৮৯
 অধ্যেষণা, ৭১১
 অধ্যেষণাকর্মাণঃ, ৪৩৫
 অগ্রিগবে, ৬৩০
 অগ্রিণঃ, ৬২৮, ৬২৯, ৬৩০
 অগ্রিগো, ৬২৯
 অধ্বরঃ, ৯২
 অধ্বরম্, ৯০, ৯১, ৭৭৩, ৯৫৭, ১১৪৯
 অধ্বরয়ুঃ, ৯০
 অধ্বরয়স্য, ৯০
 অধ্বরে, ৭৩৬, ৯৪২, ৯৮২
 অধ্বরেষু, ১১১৩
 অধ্বর্যুঃ, ৯০, ৮৪৭
 অধ্বর্যো, ৫১৮
 অধ্বা, ১২১৫
 অধ্বানম্, ১২১, ৩২৪, ৩২৬, ৫০৪, ১৩০৭
 অনঃ, ১২৫৫, ১২৫৭
 অনজি, ৯৬৭
 অনজ্জঃ, ৯৮, ৮৮৭
 অনগ্নিঃ, ৯৩৯
 অনগ্নিবৈশ্বানরীয়, ৯৩৯
 অনগ্নৌ, ১৬৪
 অনত্যন্তগতঃ, ১৩৪২
 অননন্তরায়ঃ, ৯৫৫
 অননায়, ২১৮
 অনন্তরা, ১৯০
 অনন্তরাস্ত্রাস্ত্রাভ্যু, ১৯০
 অনন্তিতে, ১২৭, ১৩৭, ১৮৩
 অনপরাধঃ, ১০৯৭
 অনপরাধত্বম্, ১২১৩
 অনপ্লসঃ, ৩১, ৩৯২
 অনমিত্রঃ, ১৫২
 অনমিত্রাঃ, ১২০১
 অনয়ৎ, ৩১৯, ৩২০
 অনয়া, ১৬৭, ৬৩৮
 অনর্থকঃ, ১৯৯, ২০৫, ১০৭৩

অনর্থকম্, ৮২, ১৪২, ৭৪৭
 অনর্থকাঃ, ১০৫, ১৪২, ৪৮৬
 অনর্থান্, ৯৯৮, ১১২৩, ১১৪৭
 অনর্বম্, ৫৭০, ৫৭৩
 অনর্বা, ৭৮১
 অনর্বাণম্, ৭৮২
 অনল্লান্, ১০১০
 অনবক্ষিপ্তবচনঃ, ৭৯৯
 অনবগতসংস্কারঃ, ৫৮৪
 অনবগতসংস্কারান্, ৪৫৭
 অনবদ্বম্, ১১৪৬
 অনবব্রবঃ, ৭৯৯, ৮০০
 অনবয়বম্, ৭২৯
 অনবায়ম্, ৭২৮, ৭২৯
 অনর্শরাতিম্, ৭৮১
 অনল্লীলদানম্, ৭৮১
 অনষ্টপশুঃ, ৮৬৩
 অনসঃ, ১২৫৫
 অনসা, ৩২২, ৩২৩
 অনাগস্তম্, ১২১৩
 অনাগাঃ, ১০৯৭
 অনাগাঙ্গম্, ১২১৩
 অনাদিষ্টদেবতাঃ, ৮৩৮
 অনানতস্য, ১৩০৫
 অনাবৃৎ, ৮৩৫
 অনারম্ভণে, ১১৪২
 অনারাম্যস্তম্, ৬৫২
 অনার্যনিবাসঃ, ৮১১
 অনিতি, ৯২৮
 অনিতেঃ, ১২৫৫
 অনিত্যদর্শনং, ৫৯৫
 অনিদংবিদে, ২০৮
 অনিধুঃ, ১১১৩
 অনিল্লাঃ, ৩৮২, ৩৮৭
 অনিভূতং, ১০৭৯
 অনিভূতত্বে, ১০৭৯
 অনিমিষন্, ১১২১
 অনিমিষস্তঃ, ৩৯৭, ৩৯৯
 অনিমিষস্তম্, ১২৪৪

অনিমিষা, ১২২১
 অনিমেষম্, ৩৯৬
 অনিশ্চিতং, ৫৮১
 অনিবর্চনং, ৯২১
 অনিবর্হাঃ, ৩৫১
 অনিবেশনানাম্, ২৭৪
 অনীকম্, ১২৯৬
 অনীয়ত্বাৎ, ১৭
 অনু, ৩৭, ৩২৬, ৬৮৪, ৭২০, ৭৩১, ৭৭৭,
 ১১১৫, ১২২১, ১২৬৩, ১৩৩০
 অনু অমীমেৎ, ১২৪৪
 অনু আপৎ, ৭২১
 অনু কণতি, ৮০২
 অনুকল্পয়ীত, ৮৬৯
 অনুকাময়েত, ১৩১৯
 অনুকৃতিম্, ৯১০
 অনুক্রমিষ্যামঃ, ২১৪, ৪৫৭, ৮৮৬, ৯৯৩
 অনুক্রান্তাঃ, ৮৮১, ৯৮৮
 অনুক্রান্তানি, ১১৭, ২৩২, ১১৬১
 অনুক্রোশস্তি, ৫৫০, ৫৫২
 অনুক্ষরস্তি, ৬৮৪
 অনুগচ্ছথ, ১১৯৮
 অনুগাঃ, ৭১০
 অনুগৃণাতি, ৪৪৩
 অনুতস্থি, ৭১০
 অনুত্তরা, ৫৩৯
 অনুদাস্তঃ, ৬০৭
 অনুদাস্তপ্রকৃতি, ৯৩, ৬৭২
 অনুদাস্তম্, ৮৪, ৫৬১, ৫৬২, ৫৬৫, ৬৭০
 অনুধ্যায়াম্, ৭১৯
 অনুপক্ষীণাৎ, ১১৮৮
 অনুপপদ্যমানায়াম্, ১৯১
 অনুপপন্নার্থাঃ, ১৪৪, ১৫১
 অনুপরেহি, ১১৮৩
 অনুপসন্নায়া, ২০৮
 অনুপস্পশানাম্, ১১১৫
 অনুপস্পাশয়মানম্, ১১১৫
 অনুপাস্তঃ, ৯১৪
 অনুপালস্তঃ, ১৩০

অনুপূর্বস্য, ৭৪০
 অনুপৃষ্ঠে, ৪৬, ৫৭, ৫৮, ৬১, ১১৪
 অনুপ্রবদন্তি, ১১১৬
 অনুপ্রয়াণম্, ১২৮৭
 অনুপ্রসিত্যা, ৭৩২
 অনুপ্রাপ্তাঃ, ১৫৪
 অনুবপত্তি, ৩০২
 অনুবিস্তৃতম্, ১২৬৩
 অনুবেনতি, ১৩১৯
 অনুব্রূহি, ১৪৬
 অনুমতিঃ, ১২২২, ১২২৩
 অনুমতে, ১২২৪
 অনুমত্যাঃ, ১১৮৯
 অনুমননাৎ, ১২২৩
 অনুমন্যস্ব, ১২২৪
 অনুমন্যা সৈ, ১২২৪
 অনুমোদমানান্, ১০০২
 অনুযচ্ছত্তি, ১০২১
 অনুযযুঃ, ৩১২
 অনুযাজাঃ, ৯৮৯, ৯৯০
 অনুযাজান্, ৯৮৯
 অনুলেপনম্, ৮৮৫
 অনুশায়িনম্, ৫০৭
 অনুশেতে, ৫০৩
 অনুযুক্তং, ৭৪০
 অনুষ্টপ্, ৮৭০, ৮৭৭
 অনুষ্টোভতি, ৮৭৭
 অনুষ্টোভনাৎ, ৮৭৭
 অনুষ্ঠয়া, ৬৪৬
 অনুষ্ণধম্, ৪৮৮
 অনুসঞ্চরতে, ৯৩১
 অনুসন্তবীত্বৎ, ৩২৬, ৩২৭
 অনুসৃত্য, ১২৮২
 অনুসৃষ্টঃ, ১২৯২
 অনুচী, ২৯০, ২৯২
 অনুচৌ, ২৯২
 অনুপঃ, ৩০২
 অনুপাঃ, ৩০১, ৩০২
 অনুপাশ্বে, ১৩৩০

অনুপে, ৫৯১
 অনুপ্যতে, ৩০২
 অনুযত, ৫৩৫
 অনুক্ষরা, ১০৫৩
 অনুজবে, ২১১
 অনুতোদ্যম্, ৭৯৪
 অনেককর্মা, ৪৩, ৪৬, ৫৬, ৫২০, ৫৩৩
 অনেকপর্বসু, ১৯৬
 অনেকশব্দং, ৪৫৭
 অনেকশব্দানি, ৪৫৭
 অনেকস্যা, ২৭৪
 অনেকার্থানি, ৪৫৭
 অনেক, ১১১, ৩৩১, ৩৯৫, ৪৪৯, ৪৭৪, ৬৩০,
 ৯৪১, ১২৩২, ১৩০৮
 অনেনৈব, ২৭
 অন্তঃ, ২০২, ২৩৪, ২৪৭, ৫৪২, ৫৪৩, ৫৫৯,
 ৯৪৩, ১১১৩
 অন্তকরণম্, ১২৭
 অন্ততঃ, ৩২০, ১১৩১
 অন্তব্যাপত্তিঃ, ১৮৯
 অন্তরপুরুষম্, ২০২
 অন্তরা, ২৪৭, ৮২৩
 অন্তরিক্ষনামানি, ২৪৬
 অন্তরিক্ষম্, ১৪৬, ২৩৭, ২৪৭, ৩০১, ৫৪৭,
 ৫৯০, ৬০৫, ৬৪১, ৬৮৫, ৬৮৬, ৭১৫,
 ৮০৩, ১০৭৯, ১০৮০, ১১৪২, ১১৬৩,
 ১১৬৪, ১২৫১, ১২৯৬, ১২৯৭
 অন্তরিক্ষলোকঃ, ৮৬৫
 অন্তরিক্ষলোকস্যা, ১২৩৫, ১২৭২
 অন্তরিক্ষলোকে, ৯২৭
 অন্তরিক্ষস্থানঃ, ৮৪৬
 অন্তরিক্ষায়তনানি, ৮৭১
 অন্তরিক্ষে, ২৬৯, ২৮২, ৬৬৭, ৬৯৭, ৯২৮,
 ৯৩২, ৯৫৬, ১০৬৫, ১১৩৩, ১১৪২,
 ১৩০২, ১৩০৩, ১৩৪৮
 অন্তরিত্য, ২৪৯
 অন্তরেণ, ১৪০, ১৫৭
 অন্তর্দধাতি, ১৩২৬
 অন্তর্ধাতু, ১৯০

অস্তুরীয়তে, ১২৮৪
 অস্তুরিতম্, ৫৫৬
 অস্তুরিতভাসম্, ৮২০
 অস্তুরোপঃ, ১৮৭
 অস্তুরা, ১১০
 অস্তুরোপলিঙ্গী, ১১০৯
 অস্তিকং, ৩৮০
 অস্তিকতমম্, ৬৮৯
 অস্তিকনাম, ৩৯৩
 অস্তিকনামানি, ৩৮০
 অস্তিকবধয়োঃ, ৩৮৯
 অস্তিকে, ৩৯২, ৩৯৩
 অস্তিতঃ, ১১৬৬
 অস্তে, ৫৫৯
 অঙ্কঃ, ১৫৪, ৫৮১, ৫৮২, ১২৯২
 অঙ্কম্, ৫৮২, ৬৬৫
 অঙ্কসঃ, ১১৮৫
 অঙ্কাসি, ১০৫৯
 অঙ্কন, ১০৫৫
 অন্নম্, ১০১, ২৬৫, ৩৭৮, ৫১৬, ৬০২, ৬০৬,
 ৬০৯, ৬৬৭, ৭০৮, ৭১৬, ৭৮৯, ৮১৯,
 ৯৮০, ১০৭১, ১০৭৬, ১২২২, ১২২৪,
 ১২২৭
 অন্ননাম, ৩৬৯, ৫৮১, ৭৪৭, ১০৩৭, ১০৭৭
 অন্ননামানি, ৩৭৮
 অন্নবতি, ১২৭১
 অন্নবতী, ১২৮১, ১২২৭
 অন্নবতীং, ৮২২
 অন্নবতে, ১০৮৪
 অন্নবন, ১২৯৯
 অন্নবন্তং, ১১৩৪
 অন্নবান্, ১১৫৯
 অন্নসৎ, ৫১৬
 অন্নসৎসননায়, ১৩৫২
 অন্নস্য, ১১৮৫, ১২৫৯
 অন্নাদাঃ, ৩৬৯
 অন্নানাম্, ১০৫৯
 অন্নানি, ১০৫৯
 অন্নায়, ১০৪৪

অন্নৈ, ১১৪৫
 অন্নেন, ৬৫৭, ৯২৫, ১১৩০, ১১৯২
 অন্নৈঃ, ১২১৮
 অন্নধায়ৎ, ২৫৮
 অন্নধায়ম্, ৪০, ৪১, ৬২
 অন্নমীমেৎ, ১২৪৪
 অন্নবমোদন্ত, ১০০২
 অন্নাদেশঃ, ৭৩৭, ৮০৭, ৮৬৩
 অন্নাদেশে, ৫৬১
 অন্নাপ্, ৩০২
 অন্নাপৎ, ৭২১
 অন্নাপনীকণৎ, ৩২৬
 অন্নাস্থিতাঃ, ৭১১
 অন্নিতৌ, ১১৮, ১৩০, ১৮২
 অন্নীয়ুঃ, ১২০১
 অন্নৈতবে, ১২০৫
 অন্নৈতি, ৭১৫
 অন্ন্য, ১২৬৫
 অন্ন্যঃ, ৩৬১, ৯১৫, ১১৬২, ১২৩২, ১২৬১,
 ১২৬৫, ১২৬৬, ১২৬৯
 অন্ন্যকে, ৬৭৩, ১০৮১, ১০৮২
 অন্ন্যজাতম্, ৩৩৩, ৩৩৫
 অন্ন্যৎ, ৮৩০, ১২৯৮
 অন্ন্যতরঃ, ৩৬৩
 অন্ন্যত্র, ৮৩৯
 অন্ন্যদেবত্যাঃ, ৬১৪
 অন্ন্যদৈবতে, ১৭৭
 অন্ন্যম্, ৫৩৯, ৫৪০, ১০৭৪, ১১৩৪, ১১৪৩,
 ১১৪৯, ১১৮৬, ১২৩২, ১২৯৪
 অন্ন্যরূপঃ, ৬১৭, ৬১৯
 অন্ন্যস্য, ৬৪, ৬৮
 অন্ন্যস্যাঃ, ১৩২২
 অন্ন্যস্মিন্, ৫৭৩, ৭৮১, ৭৮২
 অন্ন্যা, ৭৯৫, ১০৬৮, ১০৭১
 অন্ন্যাঃ, ১২৭০
 অন্ন্যান্, ৪০১
 অন্ন্যানি, ৯৯১
 অন্ন্যাম্, ১২৮২
 অন্ন্যাসাং, ২৬২

অন্যে, ২৯, ৩৬২, ৭২৯, ৮৪২, ১১৩২
 অন্যান্য, ৫৮৭, ৫৮৮, ৯১৫, ১২০৫
 অন্যান্যম্, ২৩১, ৪৭৭
 অনৈঃ, ১৩৫, ৬৭৬, ১০৮৪
 অন্যোদ্যায়ঃ, ৩৩৭, ৩৩৮
 অন্যান্যং, ৭৯২, ৯৩৪, ৯৩৫
 অন্যান্যস্য, ২৯৪
 অপ্, ১০৪৩
 অপঃ, ২৫২, ৫০৬, ৫২৩, ৬০৯, ৯১০, ৯১৯,
 ৯৩০, ৯৩১, ১১১৩, ১১৩৬, ১১৪০,
 ১২২৬, ১২৩৬
 অপ্, ৩৬
 অপ উর্গাহি, ৪৬৪, ৪৬৫
 অপ উহতি, ৭৬২, ৭৬৩
 অপকামম্, ১০২৩
 অপকালয়িতব্যঃ, ৪২৯
 অপক্ষীয়তে, ২৩, ২৭
 অপগতম্, ৫৫৬
 অপগতভাসম্, ৮২০
 অপগূর্ণঃ, ৩৫৫
 অপগূহ, ৬১৭, ৬১৯
 অপচিতম্, ৫৫৬
 অপততঃ, ৪৪২
 অপততম্, ৩৩১
 অপতিকা, ৩৫৩
 অপত্যজ্ঞনায়, ১৩৫২
 অপত্যনাম, ৩৩৫
 অপত্যনামানি, ৩৩১
 অপত্যম্, ৩৩১, ৩৬২, ৩৬৫, ৭২৪, ৮১২,
 ১২৭৮
 অপত্যায়, ১২২৪
 অপব্রণককর্মণঃ, ৪৫০
 অপনীতঃ, ৪৪২
 অপপ্রথস্ত, ৯২৫
 অপঃ, ২৮৫
 অপরাভাঃ, ১০০৫
 অপরাপক্ষস্য, ৬২৭
 অপরাপক্ষাস্তম্, ১১৮০
 অপরাপক্ষে, ৬২৭

অপরাভাবম্, ২৩
 অপরাভাবস্য, ২৭
 অপরাভা, ১৯৬, ২০৩, ৩৪৯, ৬৩৫, ৭৩৭, ৮০৭,
 ৮৫৫, ৮৬৩, ৯৯০, ১০৭৭, ১১০৭,
 ১২৩৮
 অপরাভাৎ, ১২৮, ১৩৮
 অপরাভাস্যম্, ১৩২৭
 অপরা, ২৮৯, ৪৫৫, ৯৭৬, ৯৮১, ৯৮৩, ৯৮৫,
 ১০৭৪, ১০৮০, ১০৮৫, ১০৯৩, ১১০৫,
 ১১৩৫, ১১৪৯, ১১৭৪, ১১৭৬, ১১৮৬,
 ১২১৮, ১২২১, ১২৩১, ১২৪২, ১২৫০,
 ১২৫৬, ১২৬৫, ১২৬৭, ১২৭১, ১২৯৫,
 ১২৯৯, ১৩৩৬, ১৩৪৭, ১৩৫৩
 অপরাধঃ, ১৫৪,
 অপরাধম্, ১২৩৮
 অপরে, ১০০
 অপবর্ণপর্যাস্তম্, ৮
 অপববার, ২৮১, ২৮৩
 অপবিখ্যাতাম্, ১০৬৪
 অপবীয়তে, ৭৩৪
 অপশ্যম্, ৫৬৭, ৫৬৯, ১১৬৬
 অপসঃ, ৪৫১
 অপসরৎ, ১২৫৫
 অপসেধ, ১০১৫
 অপস্যায়া, ৭৪৪
 অপহততমস্কাবীর্ণরশ্মিঃ, ১২৮৬
 অপহতভাসম্, ৮২০
 অপাগূহন, ১২৮১
 অপাম্, ২৭৮, ২৮১, ২৮৩, ৪২১, ৪৮৮, ৬৫৪,
 ৬৭৪, ৭৬৬, ৭৬৭, ৯০৯, ৯২৭, ৯৮৯,
 ১০৮১, ১১১১, ১১৫২, ১১৫৩, ১৩৫২
 অপাংনপাৎ, ১১১৩
 অপাপকম্, ৪৬২
 অপার্জিতম্, ৬৩৩
 অপার্ণঃ, ৩৩৪
 অপার্ণম্, ১০০৫, ১০৪৮
 অপারে, ৬৯৫
 অপারিয়মাণঃ, ১০১৭
 অপাসরৎ, ১২৫৫

অপাহন, ৩১৯, ৩২০

অপি, ৩৭, ৩৯, ৪৭, ৫৩, ৫৫, ৫৮, ৬০, ৬৭,
৬৮, ৬৯, ১১০, ১১৩, ১২৪, ১৩৩, ১৩৫,
১৪৯, ১৫২, ১৫৪, ১৬৩, ১৬৭, ১৭০,
১৭১, ১৭২, ১৭৮, ১৭৯, ১৮৪, ১৯২,
২২৪, ২২৫, ২২৬, ২৩১, ২৩৮, ২৬২,
২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৭৪, ২৮২, ৩০২,
৩১৩, ৩২৬, ৩২৭, ৩৩৮, ৩৪৮, ৩৫৫,
৩৫৬, ৩৫৭, ৩৬৮, ৩৯৪, ৪১৮, ৪৭৪,
৪৯০, ৫০৩, ৫১৪, ৫২৫, ৫২৭, ৫৩৬,
৫৫১, ৫৭১, ৫৮০, ৬৩৩, ৬৫০, ৬৪২,
৬৬৭, ৬৭৩, ৬৮১, ৬৮৫, ৬৯৩, ৭৫২,
৭৫৭, ৭৫৮, ৭৬১, ৮১৯, ৮৪১, ৮৪৬,
৮৪৭, ৮৪৮, ৮৫৫, ৮৫৬, ৮৫৭, ৮৮৩,
৮৮৪, ৮৯২, ৯০৪, ৯১০, ৯১৭, ৯৩৫,
৯৪৬, ৯৪৭, ৯৮৪, ১০৭৯, ১০৮৭, ১০৯৫,
১০৯৭, ১১০৯, ১১১৬, ১১১৮, ১১১৯,
১১৩১, ১১৩৬, ১১৪৩, ১১৫৬, ১১৫৭,
১১৬৯, ১১৭৯, ১১৯৪, ১১৯৮, ১২০৩,
১২১১, ১২৩৮, ১২৪০, ১২৫৬,
১২৬৯, ১২৭৩, ১২৮২, ১৩২০, ১৩২২,
১৩৫২

অপিংশৎ, ৯৭৫

অপিকক্ষে, ৩২৬

অপিণ্ডঃ, ৫৩৭, ৫৩৮

অপিতু, ৩৯৩, ৪১৯, ৭২৭, ৮৫৫

অপিনদ্ধম্, ১০৯৯

অপিবৎ, ৬২৬

অপি বা, ৪, ৭৩, ৮২, ৯১, ২৭১, ২৭৩, ২৯৩,
৩০২, ৪১৩, ৪৮২, ৪৯৮, ৫০০, ৫০৩,
৬১৮, ৬২৯, ৬৮৭, ৭১৮, ৭৪৭, ৭৪৮,
৮০৩, ৮০৫, ৮৩৯, ৮৪৭, ৮৫৭, ৯০৩,
৯০৬, ৯৬৭, ১০০১, ১১৪৬, ১২১১,
১২৫৫, ১২৭৫, ১৩০৩, ১৩০৮, ১৩০৯,
১৩১১, ১৩১৯

অপিহি, ৮৪১

অপিহিতম্, ২৮১, ২৮৩, ৫৫৬

অপীচ্যম্, ৫৫৫, ৫৫৬

অপূত্রা, ৩৫৩

অপুরুষবিধম্, ৮৫৫

অপুরুষবিধাঃ, ৮৫৫

অপুঙ্গা, ১৭২

অপুঙ্গাম্, ১৭০, ১৭২

অপেতম্, ৭৬৩

অপেয়ানাম্, ৫৮৫

অপোগৃহি, ৪৬৪, ৪৬৫

অপোহতি, ৭৬২, ৭৬৩

অপ্লঃ, ৩৯২

অপ্যগৃহন, ১২৮২

অপ্যম্, ১২৩৯

অপ্যা, ১২৩৫

অপ্রখ্যাতম্, ৬১৮

অপ্রখ্যাপনীয়ম্, ৬১৮

অপ্রচ্যবমানস্যা, ২৫

অপ্রজ্ঞানম্, ৬৪৩

অপ্রতিপন্নরশ্মিঃ, ৬১৮

অপ্রতিয়তঃ, ১৪০

অপ্রতিকৃতঃ, ৭৫০

অপ্রতিকৃতঃ, ৭৫০

অপ্রতিস্থলিতঃ, ৭৫০

অপ্রস্তায়াঃ, ৩৫৯

অপ্রত্যুত, ৭৮১

অপ্রত্যুতম্, ৫৭৩, ৭৮২

অপ্রথয়িয়াৎ, ১২৫, ১৩৫

অপ্রথিতা, ১৩৫

অপ্রমত্তম্, ২১৩

অপ্রমাদম্, ১৩৩৪, ১৩৩৫

অপ্রমাদান্তঃ, ৫৩০, ১৩৩৪

অপ্রমাদ্যস্তি, ১৩৩৫

অপ্রাদেশিকে, ১২৭, ১৮৩

অপ্রাপ্য, ৬৩৫

অপ্রায়ুবঃ, ৫৩০

অপ্ণা, ৭৩৪, ১০৫৪

অপ্ণে, ৭৩৫, ১০৫৫

অপ্লঃ, ৩৫২, ৬৩৭, ৬৩৮

অপ্লরাঃ, ৬৩৭

অপ্লাতঃ, ৬৩৭

অপ্লানীয়ম্, ৬৩৭

অঙ্গারিণী, ৬৩৭
 অঙ্গ, ৮২৩, ১১১৩, ১২৩৯
 অঙ্গুজম্, ১১৬৩
 অফলা, ১৭২
 অফলাম্, ১৭০, ১৭২
 অবলাম্, ৮০৯
 অবালিশান্, ১০১০
 অবিতীতাম্, ১০৯৫
 অবিত্যুযা, ৫০০
 অববুধৎ, ৫২১
 অজ্জাম্, ১১৬৩
 অব্রবীৎ, ৩৪৬, ৪৬০, ১০৩০
 অব্রব্রাচর্য্যাঃ, ৫৩৭
 অব্রবাণাঃ, ১০০১
 অভক্ষয়ম্, ১১৮৯
 অভক্ষস্, ৬৩৮
 অভয়ম্, ৬৯৩
 অভরৎ, ১১৭১, ১২৮১, ১২৮২
 অভবঃ, ৫০৬
 অভবৎ, ৮০৫, ৯৮৮, ১০৩০
 অভবত্, ৭৪৬
 অভবন্, ২৫৪
 অভবিষ্যৎ, ৭৯৭
 অভবিষ্যন্, ৯১৬
 অভি, ৩৪, ২৫২, ৭৯০, ১০৭৬, ১১৫০
 অভি অতৃণৎ, ১১০১
 অভি অসাম, ৩৬৭
 অভি অসৃজৎ, ২৫২
 অভি অস্মি, ৩৮২
 অভি আগচ্ছতম্, ১২৬৪
 অভি এতি, ১২৫৩
 অভি ক্রন্দতি, ৮৫৬
 অভিষ্কণম্, ৩১৬
 অভিগচ্ছন্, ৭৯৪
 অভি গাৎ, ৭৯৩
 অভি গূর্য, ৯৪৯
 অভি গূর্যা, ৯৪৯
 অভি গৃণাতু, ১২৫৮
 অভি গ্রস্তা, ৬৬৩

অভিচষ্টে, ১১২১, ১৩১৫
 অভিজিঘাৎসতি, ৫৮৫
 অভিজিহীতে, ৬৬২
 অভিতঃ, ৪৭৯, ১১৩২
 অভিতষ্টীয়ম্, ১৩৪২
 অভিদ্রবণীয়ম্, ৪৯৪
 অভিদ্রবন্তি, ৯৪১
 অভিধমস্তা, ৭৮৭
 অভিধমজ্জৌ, ৭৮৯
 অভিধানম্, ১৭৬
 অভিধানস্য, ৮৮৫
 অভিধানানি, ৮৪৮, ৮৫৩
 অভিধানৈঃ, ৮৮৩
 অভিধাবত্, ৭৯২
 অভিধেতন, ৭৯২
 অভিধেয়েন, ৯৪০
 অভি নঃ, ১৩৩৯
 অভিনৎ, ৯১০
 অভিনমস্ত, ৮৯৫
 অভিনিন্দিতারম্, ১১৫৯
 অভিপশ্যতি, ১১২১
 অভিপিত্তম্, ৪১১
 অভিপূজিতঃ, ৪৫৪
 অভিপূজিতার্থে, ৩৫
 অভিপ্রকম্পয়ন্, ১৩১৬
 অভিপ্রগায়ত্, ৮৩০
 অভিপ্রযক্তি, ৩৯৭, ৩৯৯
 অভিপ্রযস্ত, ১১৩৮
 অভিপ্রবস্ত, ৮৯৪, ৯০৪
 অভিপ্রবৃত্তা, ২৪১
 অভিপ্রসুবন্তি, ১০৪২
 অভিপ্রসূতঃ, ১১৮৯
 অভিপ্রাপ্তিম্, ৪১২
 অভিপ্রায়ৈঃ, ৮৩৭
 অভিপ্রোতঃ, ৪১০, ৪১৯, ৭২৪, ৭২৭
 অভিপ্রোতম্, ৬৮, ৩৯৩, ৪৮২, ৬১৮, ৬২৯
 অভিপ্রোতানি, ১০৪৬
 অভিপ্রোতা, ৭৩, ২০২, ২৯২, ১০১৭, ১০২৭,
 ১১৭১, ১১৭৭, ১১৮০, ১১৮১

অভিপ্রোহি, ১০৫৫
 অভিবলায়মানম্, ১০৭৬
 অভিভবতি, ৭৯০
 অভিভবামি, ৩৮২, ৩৮৩
 অভিভবেম, ৩৬৭
 অভিভা, ৯৯৭
 অভিভাষন্তে, ১৯৭, ৫৮২
 অভিভূতিঃ, ৯৯৮
 অভিযন্তঃ, ২১৬
 অভিমন্যতে, ৮০৮, ৮০৯
 অভিযুখী, ৩৫৩
 অভিযন্, ৪২০
 অভিযুজঃ, ৪৭৬, ৪৭৭
 অভিযুতঃ, ২৮৯
 অভিযুক্তি, ১৩২৬
 অভিযদতি, ১৪৮
 অভিযবাম্, ৯৯৮
 অভিযবতি, ৮১৯
 অভিযবন, ৫১৯
 অভিযহেয়ুঃ, ১০৭৬
 অভিবাদয়তে, ১৫৩
 অভিবাদিনী, ২৭৮, ৬৩৯, ৯৯৮, ১০০২, ১০৩৫,
 ১১৩১, ১১৪৩, ১২৮৩
 অভিবাৰশানা, ১২৪৪, ১২৪৫
 অভিবিচারয়ন্তি, ১২৫, ১৩৫
 অভিবিপশ্যতি, ৯০৭, ১১৬৬, ১৩১৩, ১৩১৫
 অভিবিপশ্যন্তি, ১৩১৫
 অভিবিপশ্যসি, ১৩১০, ১৩১২
 অভিবিবাজতি, ১২১৯
 অভিবেল্হা, ১৩০৭
 অভিবোঢ়া, ১৩০৭
 অভিব্যাহরে, ১২৫, ১৩৫
 অভিষয়ণীয়ঃ, ৯০৭
 অভিষীঃ, ৯০৭
 অভিষবণপ্রবাদাম্, ৫১৯
 অভিষবায়, ১১১৩
 অভিষহমাণঃ, ৩৩৯
 অভিষুন্তি, ১১৭২
 অভিষেচয়াক্ষক্রে, ২৪৯

অভিষেচিতম্, ২৪৯
 অভিষঙ্করেন্যম্, ৬৪, ৬৮
 অভিষঙ্কারি, ৬৮
 অভিসন্তি, ৩৯১
 অভিসন্তিষ্ঠন্তে, ৫৭৩
 অভিসন্মায়ন্তি, ৫৭১, ১২১০
 অভিসন্মায়াম্, ৫৭১
 অভিসমাগচ্ছন্তি, ১২৮৪
 অভিসপন্তি, ৯০২
 অভিসৃজামি, ১১৫০
 অভিসৃষ্টকালতমা, ১২৭৩, ১২৭৭
 অভিস্বরন্তি, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৯
 অভিহন্তি, ৯১৪
 অভিহিঙ্গকরোৎ, ১২৪৪
 অভিহতঃ, ৯২৩
 অভিহতম্, ৯২৫
 অভিহুতৌ, ৬৮৭
 অভিহুয়ামি, ৬১৩
 অভি, ৩৮২
 অভিহে, ৪৩৯
 অভিহ্মম্, ৩১৬
 অভিহ্ম, ৩৮২
 অভিহ্মঃ, ১২৪৭
 অভিহ্মতা, ২৪০
 অভিহ্মবঃ, ৩৭৭, ১০২০
 অভিহ্ম, ১০২০
 অভিহ্মভাঃ, ৩৭৫
 অভিহ্মনাম্, ১০২১
 অভিহ্মাট, ৩৩৭
 অভিহ্ম, ১৬৪, ১২৩০
 অভিহ্ম, ৭৪৬
 অভিহ্ম, ৬৭
 অভিহ্ম, ৯৩৪
 অভিহ্ম, ৬৮৮
 অভিহ্ম, ৭৪৪
 অভিহ্ম, ৪৩৯
 অভিহ্ম, ৭২৮
 অভিহ্মনাৎ, ৩৭৪
 অভিহ্মতিতঃ, ৪৭৭

অভ্যুত্থাৎ, ১১০১
 অভ্যুত্থাতাম্, ৪০৯
 অভ্যুত্থীতাম্, ৪০৮, ৪০৯
 অভ্যুত্থরম্, ১১১৩
 অভ্যমনবান্, ৭৩২
 অভ্যমনহা, ১১০৯
 অভ্যমনেন, ৭৩৩
 অভ্যমিতঃ, ৭৪৯, ৭৮০
 অভ্যর্কযজ্ঞা, ৭১২
 অভ্যর্কয়ন্, ৭১২
 অভ্যাশনাৎ, ২৭৩, ৬৯৪
 অভ্যাশনেন, ৭০২
 অভ্যশ্ববতে, ৩৭৭, ১০০৩
 অভ্যসেতাম্, ৪৫৪, ১০৯৪
 অভ্যস্তঃ, ২৫৯, ৫৪৮, ৫৬৪
 অভ্যস্তম্, ৩৮৫
 অভ্যস্তাৎ, ৭০০
 অভ্যাগাৎ, ১২৫১
 অভ্যাদধাতি, ৭৭৫
 অভ্যানট্, ১৩০০
 অভ্যানবৎ, ২৫৪
 অভ্যাপন্নঃ, ১৩০০
 অভ্যাপাদম্, ৯২৯
 অভ্যাপ্নায়ে, ২৬১
 অভ্যাসঃ, ১৯৯, ২০৫
 অভ্যাসে, ১১৬০
 অভ্যাসেন, ৬৩৪
 অভ্যুক্তম্, ৩৪৫
 অভ্যুখিতম্, ৯৯৮
 অভ্যুখ্যনা, ১২৫৮, ১২৫৯
 অভ্যুহিতব্যঃ, ২৯
 অভ্যুতি, ৪৭৭, ১২৫৩
 অভ্রাণি, ২৯৮
 অভ্রাতরঃ, ৩৪৯
 অভ্রাতা, ৩৫২
 অভ্রাতৃকাঃ, ৩৫০, ৩৫২
 অভ্রাতৃকামাঃ, ৩৫১, ৩৫৮
 অভ্রাতৃমতীবাদঃ, ৩৪৯
 অভ্রাত্ৰীম্, ৩৫৮

অশ্বে, ৬০৯
 অমস্বেত, ৪১
 অমতিঃ, ৭৩৫
 অমত্রম্, ৫৮১
 অমত্রঃ, ৭৮০
 অমত্রোতিঃ, ৫৮১
 অমত্রোঃ, ৫৮১
 অমন্দান্, ১০১০
 অমম্বত, ২২৬, ৫৫৫
 অমম্, ১১১৭
 অমরণধর্ম্মানৌ, ২৯২
 অমর্জম্, ৭৭১
 অমবান্, ৭৩১
 অমা, ১২৫৩
 অমাঃ, ৫৮১
 অমাক্তা, ৭৪৪
 অমাত্যবান্, ৭৩২
 অমাত্রঃ, ৭৮০
 অমাময়ী, ৭৩৫
 অমাবাস্যা, ১২২৭
 অমাবাস্যে, ১২২৭
 অমিতমাত্রঃ, ৭৪৯
 অমিতাক্ষরেষু, ১০৫
 অমিত্রঃ, ৬১৪
 অমিত্রাঃ, ১০৫৫
 অমিত্রান্, ৭৯, ১০৬৪, ১০৬৫, ১১৭২
 অমিষিতঃ, ৪৬০
 অমিনঃ, ৭৪৯, ৭৫৪
 অমিনাৎ, ৬২৩
 অমিমীত, ১০১০
 অমিশ্রীভাবগতিঃ, ৩১১
 অমী, ৪৪৫
 অমীমেদনু, ১২৪৪
 অমীবহা, ১১০৯
 অমীবা, ৭৩৩
 অমীবাঃ, ১৩৫০
 অমীষাম্, ১০৫৫
 অমুঞ্চতম্, ৬৬৩
 অমুতঃ, ৯১৫, ৯১৯

অমুত্র, ৫৫৬, ১২৩৭
 অমুখা, ৪২৩, ৬০৭
 অমুম্, ২৬৯
 অমুপ্পাৎ, ৪২৩
 অমুশ্য, ৯১৫
 অম্ঃ, ৩৪৯
 অম্ৰ, ৭২১
 অম্ৰঃ, ১১৭১, ১১৭২
 অমুটঃ, ৭২২
 অমৃতম্, ২১১, ৮৩৫, ১০৭৬, ১১৮৭, ১৩২১
 অমৃতত্বম্, ১১৯৬, ১১৯৭
 অমৃতস্য, ৩৯৬, ৩৯৯, ১২৭৫, ১২৭৬
 অমৃতাম্, ১২৮১, ১২৮২
 অমৃতে, ২৯০, ২৯২
 অমৃতেষু, ৯৮৬
 অমেনান্, ৪৫০
 অমেহয়ন্, ১০৩৪
 অম্বা, ১০১০
 অম্ব, ৩৮৫
 অম্বদঃ, ৩৮৫
 অম্বম্, ৩৮৬
 অম্যক্, ১৪৭, ৭৪৩
 অম্যৎসত, ৮২৯
 অয়ঃ, ৪২০
 অয়চ্ছৎ, ২৫৭, ২৫৯
 অয়জ্জু, ১৩৪৪
 অয়জ্জা, ১১৭৫
 অয়জ্জানম্, ৭৬৩
 অয়তায়, ২১১
 অয়নঃ, ৯৯৫
 অয়নস্য, ১১৫৭, ১২৫৯
 অয়নাঃ, ২২৯
 অয়নাৎ, ২৮২
 অয়নায়, ৬৮৭
 অয়নৈঃ, ৩১৫, ১৩০৫
 অয়ম্, ৫৫, ১১০, ১৫২, ১৬৪, ১৭৮, ২৩৮,
 ২৪০, ২৪১, ২৮২, ৩০২, ৩৩৮, ৪১৯,
 ৪২৩, ৫২১, ৫২৭, ৫৩৬, ৫৬৮, ৫৮২,
 ৫৯৮, ৬৬৬, ৬৮১, ৬৯৩, ৭২৭, ৮০৮,

৮০৯, ৮১৩, ৮২৩, ৮৫৯, ৮৯২, ৯০০,
 ৯০৪, ৯০৫, ৯১৩, ৯১৪, ৯৩৬, ৯৪০,
 ৯৪৫, ৯৪৬, ৯৭০, ৯৮৯, ১১৫২, ১২৩৫,
 ১২৪০
 অয়ম্ অহ, ৫৫
 অয়ম ইদম্, ৫৫
 অয়মহেদং, ৫৫
 অয়মানম্, ৫৫২
 অয়া, ৪৫২
 অযাঃ, ৫৬০
 অযাক্ষীঃ, ৫৬০
 অযাসঃ, ২২৭, ২২৯
 অযুক্ত, ৪৯৬, ৪৯৭
 অযুগপৎ, ১৪
 অযুতম্, ৩৮৫, ১১৭১
 অয়োঃ, ৪৫৫
 অয়োদ্যুস্তান্, ৬০০
 অরভুকৃতাঃ, ১০৭৪
 অরণঃ, ২২৬, ৩৩৪, ৩৩৬, ৩৩৯
 অরণম্, ৩৮৫
 অরণস্থঃ, ১৬৫
 অরণস্য, ৩৩৩, ৩৩৪
 অরণাৎ, ৮১৪
 অরণী, ৬২৪, ৯৭৮
 অরণে, ১২৫৩
 অরণ্যম্, ১০৪৮
 অরণ্যাস্য, ১০৪৮
 অরণ্যানি, ১০৫০
 অরণ্যানী, ১০৪৮
 অরণ্যোঃ, ৬২৪
 অরণ্যো, ১০৬৩
 অরদৎ, ৩১৯
 অরপঃ, ৫৪৪
 অরমণম্, ১০৮৪
 অরমন্ত, ১৩৮৪
 অরময়ৎ, ১১৪২
 অরম্নাঃ, ১০৯২
 অরম্নাৎ, ১১৪২
 অরাঃ, ৫৭৫

অরাতয়ঃ, ৩৯১, ৩৯২
 অরাজীঃ, ৪৮৭, ১১৭১
 অরাধসম্, ৬৫২
 অরায়াসঃ, ৭৮৬
 অরায়ি, ৮০১
 অরিঃ, ৬১৩, ৬১৪
 অরিচৎ, ২৮৮, ২৯১
 অরিভা, ৯৯৭
 অরিস্তনেমিম্, ১১৩৪
 অরিষ্যন্, ৯৪৯
 অরিষ্যন্, ৯৪৯
 অরীন্, ১২১০
 অরুজৎ, ৩০৬
 অরুণঃ, ৬৬১
 অরুদৎ, ১০৮২
 অরুঘীঃ, ১২৭২, ১২৭৩
 অরেন্, ৭৪১
 অরেনপসা, ১২৬৬
 অরোচত, ৯১৩
 অরোদীৎ, ১০৮২
 অর্কঃ, ৬০২
 অর্কম্, ৬০২, ৬০৩, ১৩০০
 অর্কিণঃ, ৬০৩
 অর্কৈঃ, ৭৮২
 অর্চত, ৩৭৫, ৫৫৪
 অর্চতি, ৬০২
 অর্চতিকস্মাণঃ, ৪৩২
 অর্চন, ১১৪৩, ১১৪৪, ১১৪৫, ১৩৩০
 অর্চনী, ৮৭
 অর্চনায়ম্, ৯২৭
 অর্চনীয়েঃ, ৭৮২
 অর্চন্তি, ৬০২, ৬০৩
 অর্চিমঃ, ৯১৫
 অর্চিষি, ৪২৬
 অর্জুনম্, ২৯৬
 অর্গঃ, ১২১৯
 অর্গবান্, ১০৯২
 অর্গস্বতঃ, ১৫৯২
 অর্গাৎসি, ৭৬৬, ৭৬৭

অর্গুনৌ, ১০৬৩
 অর্গেঃ, ১৬৫, ৩১৬
 অর্থ, ৫৫
 অর্থঃ, ১৬৫, ৭৮৫, ৭৯৭, ৮০৯, ৯৮৪
 অর্থজ্ঞঃ, ১৬৪
 অর্থজ্ঞপ্রশংসা, ১৬৮
 অর্থনিত্যঃ, ১৮৩
 অর্থপৃথকত্বং, ৫০
 অর্থপ্রত্যয়ঃ, ১৪০
 অর্থম্, ১৪০, ১৬৪, ১৭৩, ৯৮৪, ৯৯৮, ১১৩৩,
 ১১৬০
 অর্থবস্তুঃ, ১৪৮
 অর্থবিকরণম্, ৩৩
 অর্থস্য, ১৬৭
 অর্থহিতিঃ, ১২১৫
 অর্থ্যাঃ, ১১৪৭
 অর্থান্, ৩০, ৩৮, ৪৪, ৮৪১, ১০২৮
 অর্থানাম্, ২৬, ১৭৬, ৩১৮
 অর্থীয়ে, ৩৩১
 অর্থৈ, ৩৪, ৫২, ৫৫, ১০৫, ১২৭, ১৩৭, ১৮৩,
 ৮০৯
 অর্থেষু, ৩৯, ১১৫, ১২১৯
 অর্থোপমানি, ৪২৮
 অর্দনপাতিনৌ, ৮১৬
 অর্দনবেধিনৌ, ৮১৭
 অর্দ্ধঃ, ৪৪২
 অর্দ্ধনাম, ৮৪
 অর্দ্ধম্, ১৬৭, ৪৪২
 অর্দ্ধমাসপর্ব, ১৭৯
 অর্দ্ধমাসানাম্, ৬৬১
 অর্দ্ধমাসে, ৮২০
 অর্দ্ধমাসেজ্যাম্, ১১৮১
 অর্দ্ধরাত্রাৎ, ১২৬৩
 অর্দ্ধর্কঃ, ৫৭২, ১২৬৪
 অর্দ্ধস্য, ৪৪২
 অর্ধে, ১২৭২
 অর্ধমিত্রা, ৩৬৩
 অর্পিতম্, ৫৭৫
 অর্পিতাঃ, ৫৭৬

অর্বুদম্, ৩৮৬
 অর্ভকম্, ৪৪০
 অর্ভকে, ৫০৯, ৫১১
 অর্ভকেভ্যঃ, ৪৪০
 অর্যঃ, ৫৩৭, ৬২১
 অর্যমা, ৮০৭, ৯৯৫, ১২০৯, ১২১০, ১৩৩২
 অর্যমণঃ, ২৬২
 অর্যয়া, ৪৪১
 অর্বা, ১১৪০
 অর্বাঙ্ক/অর্বাণ্ড, ৩৪, ৬৩১, ৬৩৫, ১৩৪৮
 অর্বাচঃ, ১৩৪৮
 অর্বাঞ্চঃ, ৯১৯
 অর্হতি, ৮৯, ১৯৬
 অলক্ষ্মীঃ, ৮০৩
 অলঙ্করিষুঃ, ৭৬৩
 অলঙ্কৃতা, ১০৭৪
 অলম্, ২০৯, ৬৯৭, ১০১০
 অলমাতর্দনঃ, ৬৯৭
 অলাতৃণঃ, ৬৯৭
 অলিঙ্গাঃ, ১৩৪২
 অলিপ্যমানয়া, ১২৬৬
 অল্পনিষ্পত্তয়ঃ, ১৯২
 অল্পপ্রয়োগম্, ২৬১
 অল্পপ্রয়োগাঃ, ১৩৩
 অল্পম্, ১১৩
 অল্পশঃ, ৮৩৩
 অল্পস্য, ৪৪০
 অল্পীয়োহর্থতরম্, ৫৬২
 অব, ৩৫, ৬৩৬, ৯১৮
 অবকুৎসিতে, ৪৫
 অবক্ষাৎ, ৮০৫, ৯১৫, ১০৭৪, ১১৩৪, ১১৪৩,
 ১১৪৯, ১১৮৬, ১২৯৪
 অবগতা, ১০১৭
 অবগৃহুস্তি, ১৫৭
 অব চ, ৯১৮
 অবতঃ, ৬৮০
 অবততধ্বা, ৪৪৯, ৬৬৮
 অবতম্, ৬৭৯, ১১০১
 অবতরম্, ১১৫৯

অবতস্থে, ১৪৫
 অবতাড়য়তি, ৩৯৩
 অবতিঃ, ১১১৫
 অবতেঃ, ১৫৭
 অবন্তম্, ১৮৬
 অবধারণম্, ২৪
 অবনয়ঃ, ৩৭৬
 অবনাৎ, ৫৯৩
 অবনায়, ৩০৮, ৩১৭, ৭০৮, ১১৪৫
 অবনিভাঃ, ৩৭৫
 অবনীতম্, ৮২২
 অবনীয়াঃ, ১৩৪১
 অবনৈঃ, ৩১৫, ১৩০৫
 অবন্তি, ৩৭৬
 অবন্ত, ১২০১, ১৩২৮, ১৩৫২
 অবভাতি, ২২৭, ২২৯
 অবভূথ, ৬৫৫
 অবভূথঃ, ৬৫৫
 অবভেৎ, ৯০৯
 অব মস্যাম্, ১৩২৪
 অবয়বঃ, ২৩৭
 অবয়বতী, ১০৬৮
 অবয়ুনম্, ৬৪৩
 অবয়ুবতী, ৪৯৭
 অবরঃ, ৯৩৬, ৯৩৮, ৯৩৯
 অবরম্, ৩০৮
 অব রুধৎ, ৬৩৬
 অবরে, ১৭৪, ১২০১
 অবরেভ্যঃ, ১৭৪
 অবর্তত, ২৮৩
 অবর্দ্ধত, ২৮৩
 অবর্দ্ধন, ১১৬৮
 অবর্দ্ধয়ন, ১১৬৮, ১১৬৯
 অবশ্য্যায়াঃ, ২৮৫
 অবশ্য্যায়েন, ৯৬৭
 অবসম্, ১৫৭
 অবসায়, ১৫৭
 অবসি, ১২৯৮, ১২৯৯
 অবসৃষ্টা, ১০৮৬

অবসে, ৩০৬, ১১৪৪
 অবশ্যুরিয়্যতি, ৬৫২
 অবস্যস্তি, ৯৬৪
 অবস্যঃ, ৩১৪
 অবশ্যবেৎ, ১১৫৯
 অবহন, ১০৯২, ১০৯৩
 অবহিতম্, ৪৮১
 অবহাতম্, ৪৪০
 অবহিম্, ৩৬৩
 অবাজ্জ, ৫৮৫, ৭৪০
 অবাতিতঃ, ৬৮০
 অবাতিতম্, ১১০১
 অবাতিরৎ, ২৯৬
 অবাদুনোৎ, ৯০৯, ৯১০
 অবাস্তরদিগ্ভিঃ, ১২৪১
 অবাপ্তা, ৩৮৪
 অবারম্, ৩০৮
 অবারয়েথাম্, ৮২২
 অবারুথৎ, ৬৩৬
 অবাহন, ২৯৭
 অবিচেতনানি, ১২২১
 অবিজ্ঞাতনামধেয়ম্, ৬৬৫
 অবিজ্ঞাতম্, ১৬৪
 অবিজ্ঞাতানি, ১২২১
 অবিজ্ঞাতুঃ, ২০৯
 অবিতথেন, ২১১
 অবিতা, ১১২৬
 অবিতারঃ, ১৩৪১
 অবিদক্ষা, ১০৪১
 অবিদৎ, ৫৯৪, ৫৯৫, ৭৪৪
 অবিদাম, ৭৯৫
 অবিদ্যামানে, ১৮৪
 অবিদ্বাংসম্, ১৬৭
 অবিনাশিনাম্, ৪৫৪
 অবিন্দৎ, ৫৭৮
 অবিন্দত, ৯০২
 অবিপর্যয়ঃ, ৬৮৩
 অবিপর্যয়েণ, ৬৯৫
 অবিশিষ্টা, ৩৭১

অবিশেষেণ, ৩৪৪, ৩৪৬
 অবিস্পষ্টার্থাঃ, ১৪৭, ১৫৪
 অবীরাম্, ৮০৮
 অব্কাঃ, ১২০১
 অব্গোৎ, ২৮৩
 অব্ধে, ৫১১
 অবৈয়াকরণায়, ২০৭
 অবোচৎ, ৭৮৬
 অব্যক্তবর্ণা, ৯৬৭
 অব্যক্তবাচঃ, ১২২২
 অব্যুদসন্তৌ, ৫৮৪
 অব্রদন্ত, ৬৪৯
 অশকৎ, ৮৮
 অশকুবন, ৬৭৬, ৬৭৭
 অশক্ৰঃ, ১৪৫
 অশনঃ, ৫৬৮
 অশনচক্রম্, ৬৮০
 অশনপবনম্, ৭২৫
 অশনবতা, ১০৯৯
 অশনবন্তম্, ১১০১
 অশমিষ্ঠাঃ, ৫৬০
 অশুল্লা, ১০৪১
 অশ্ণবম্, ১২৩৮
 অশ্নঃ, ৫৬৭
 অশ্না, ১০৯৯
 অশ্নাপিনদ্ধম্, ১০৯৯
 অশ্নাতি, ১১৭৫, ১১৭৬
 অশ্নীতম্, ৫৩৪
 অশ্নীথঃ, ৬৬৬
 অশ্নুতে, ১৬৪, ৩২৪, ৩২৬, ৬৩৬, ৬৩৭, ৬৫০,
 ৯৩৭
 অশ্নুবতে, ১০০৩
 অশ্নুবানদাতম্, ৭০২
 অশ্নুবীত, ১২১
 অশ্নোতি, ৫৫৭
 অশ্নোতেঃ, ৩৮৪, ৫৯০, ১১৩০
 অশ্না, ১১০১
 অশ্নাচক্রম্, ৬৭৯, ৬৮০
 অশ্নন, ৫৩৬

অশ্মনঃ, ৬৯১
 অশ্মনোঃ, ৯৪৩
 অশ্মময়ীভিঃ, ৫৩৬
 অশ্মময়ীভিঃ, ৫৩৬
 অশ্মাস্যাম্, ১১০১
 অশ্ম্যাম্, ৬৪৪
 অশ্রবম্, ৭২৩, ১২৩৮
 অশ্রিমৎ, ৭৮১
 অশ্রোৎ, ১১৮৭
 অশ্রৌষম্, ৭২৩
 অশ্লাঘাকর্ষণঃ, ৪৯৪
 অশ্লীলম্, ৭৮১
 অশ্বঃ, ১২, ১১৮, ১২১, ৩২৪, ৫০৫, ৫৭০,
 ৫৭১, ৮৪৫, ৯৯৩, ৯৯৪
 অশ্বকশায়াঃ, ১০২৮
 অশ্বনামানি, ৩২৩
 অশ্বপতনৈঃ, ১১৯২
 অশ্বপর্ণৈঃ, ১১৯২
 অশ্বপ্রভৃতীনি, ৮৪১
 অশ্বভরণাৎ, ১০৩৭
 অশ্বম্, ১২৪, ১৭৮, ৫০৫, ৯০৩, ১১০৪,
 ১১৪২
 অশ্বয়ুঃ, ৮১০
 অশ্বয়োঃ, ৫১১
 অশ্বরশ্মিভিঃ, ২৭৩
 অশ্ববৎ, ৩২৫
 অশ্বস্য, ১৯৮, ২০১, ৫০৫
 অশ্বাঃ, ৫০২, ৫০৫, ৬৮৭, ১০৩৭, ১০৭৬
 অশ্বাজনি, ১০২৯, ১০৩০
 অশ্বাজনীম্, ১০২৮
 অশ্বান্, ১৫৭, ৪৯৭, ৬২৯, ১০২৯, ১০৩০
 অশ্বায়, ১০২৮
 অশ্বিত্বম্, ১২৬১
 অশ্বিত্বয়, ১২৬১
 অশ্বিনঃ, ৮২৩
 অশ্বিনম্, ৮৫৬
 অশ্বিনা, ৫২১, ৬৬৩, ৭১৩, ৭৮৭, ৮২২
 অশ্বিনী, ১৩৫৪

অশ্বিনীরাট্, ১৩৫৪
 অশ্বিনোঃ, ১৩৫৪
 অশ্বিনৌ, ৬৬৩, ৭৩৬, ৭৮৮, ১২৬১, ১২৬৪,
 ১২৬৮, ১২৬৯, ১২৮১, ১২৮২
 অশ্বিত্যাম্, ১২৫১
 অশ্নে, ১০৬২
 অশ্নেঃ, ৫২৮
 অষাড় হ্রস্ব, ১০৮৪
 অষাঢ়ায়, ১০৮৪
 অষ্টমাত্রঃ, ২১৮
 অষ্টা, ১২৪, ৪০৫
 অষ্টাদশ, ৩৭৮, ৩৯৩
 অষ্টাপদী, ১২৪১
 অষ্টাবিংশতিঃ, ৩৭৮, ৩৭৯
 অষ্টি, ৭৩৫
 অষ্টৌ, ২৭৩, ৩২৪, ৩৮৪, ৮৪১, ১০৫৮
 অসংক্রমণীম্, ৭৯৯
 অসংক্রাম্, ৭৯৯
 অসংখ্যাতা, ১৪৫
 অসংখ্যাদষ্টৌ, ৭০৫
 অসংস্তুবেন, ১২৬৪
 অসংস্পর্শয়ন, ৯১৪
 অসজ্যমানে, ৫৮৪
 অসৎ, ৬৫৭
 অসন্, ৫৩০
 অসনচক্রম্, ৬৮০
 অসনাম্, ১১৮৪
 অসপত্নঃ, ১৫২
 অসভ্যভাষণাৎ, ৫৮৮
 অসমাঃ, ৯৬, ১০০
 অসমান-স্রাতীয়াস, ৫৪০
 অসশক্তি, ৫৮৪
 অসন্তনা, ১১৯৮
 অসাক্ষাৎকৃতধর্মভ্যাঃ, ১৭৪
 অসানি, ২৪৯
 অসামি, ৭৮২, ৭৮৩
 অসি, ২১৯, ৩৪৫, ৪৮৮, ৫৭৯, ৬০৮, ৬২১,
 ৬৪০, ৬৮৪, ৭২২, ৭৩১, ৭৩৩, ৭৬৭,
 ৭৯৫, ৯৫৪, ৯৬১, ১০১৩, ১২২৯, ১২৯৮

অসিক্রী, ১০৪১
 অসিক্র্যা, ১০৩৯
 অসিতম্, ১০৪১
 অসিতা, ৭৩৩, ১০৪১
 অসিতৌ, ১২৬৪
 অসিষতী, ৭০৫, ৭০৬
 অসুঃ, ৩৬৮, ১১৪৭
 অসুখম্, ২৬৯
 অসুনীতিঃ, ১১৫৩, ১১৬১
 অসুনীতে, ১১৫৫
 অসুষতঃ, ৭৭৫
 অসুম্, ১২০১
 অসুরঃ, ২৭৮
 অসুরতাঃ, ৩৬৮
 অসুরত্বম্, ৩৬৮, ১১৪৬, ১১৪৭
 অসুরাঃ, ৩৬৮, ৩৭০, ৪৪৩
 অসুরাণাম্, ৩৬৮
 অসুরান্, ৩৬৭, ৩৬৮
 অসুরৈঃ, ১২১৬
 অসুসমাণ্ডঃ, ৭২৪, ৭৯৭
 অসুসমাণ্ডম্, ৭৮৩
 অসুসমাণ্ডাৎ, ৭২৩
 অসুসমীৱিতাঃ, ৭৪৩
 অসুন্, ১১৫৩
 অসুয়কায়, ২১১
 অসূয়া, ২০৯
 অসূয়ান্নাম্, ৫৭
 অসূৰ্ভে, ৭৪২
 অসূক্, ৫৩১, ৫৩২
 অসূগহনী, ৫৩১, ৫৩২
 অসূজৎ, ৮০, ২৫২, ৮৮০
 অসূজত, ৩৬৮
 অসঃ, ১৫৭
 অসোঃ, ৩৬৮
 অসোমম্, ১১৭৫, ১১৭৬
 অসৌ, ৪২৩, ৪৯৭, ৮৬৮, ৯০৪, ৯১০, ৯১২,
 ৯২০, ৯৩২, ৯৩৬, ৯৭০, ১০৫০
 অস্কুন্তনে, ১১৪২
 অস্কুধোয়ুঃ, ৭০২

অস্কুধোয়ুঃ, ৭০৩
 অস্তঃ, ৩৬৮
 অস্ততরঃ, ৪২৩
 অস্তম্, ৯১৬, ১১১৭, ১১১৯, ১৩১৭
 অস্তমিতম্, ১৩৩৫
 অস্তমেষি, ১৩১৭
 অস্তা, ৫৯৭, ৭৩১
 অস্তাঃ, ৩৬৮, ১১৪৭
 অস্তি, ২৩, ২৪, ৬৪, ৬৫, ১১৩, ২০৩, ২০৫,
 ৩৩৩, ৩৩৫, ৪৫৪, ৪৭২, ৫০৫, ৫৬৭,
 ৫৬৮, ৬৬৯, ৭৩৯, ৭৮৬, ৮১৩, ৯২১,
 ৯৩৮, ১২৬৯
 অস্তিঃ, ৪৫৪
 অস্ত, ৭৭, ২৫৭, ৬৭৯, ৯৮৯, ৯৯৫, ১১৩২,
 ১১৬২, ১২৯৮, ১২৯৯
 অস্তঃ, ১১১৭, ১১৮৪
 অস্তেঃ, ১২৭, ১৮৭
 অস্তোভৎ, ৮৭৯
 অস্তোষত, ৫৩৫
 অস্তোষান্, ৯১৬
 অস্থাবরাণাম্, ২৭৬
 অস্থৎ, ৪৬০, ৪৬২, ৬১৭, ৬১৯, ৭১৪, ১১৫৯,
 ১১৯৪, ১২৬৯, ১৩৫০
 অস্থৎসখা, ১০১৩
 অস্থদানিদঃ, ১১৫৯
 অস্থভ্যম্, ৭১৪, ৭৫০, ৭৭৩, ৭৭৪, ১০২৭,
 ১২৭১
 অস্থয়ুঃ, ৭৬৯
 অস্থ্যা, ৭০৪, ৭৬৩, ৭৬৬, ৮২২
 অস্থ্যাকম্, ৭১৫, ১১৩২
 অস্থ্যাৎ, ১৭৮, ২৪৮, ৪২৩, ৫২৭, ৬০৫, ৬৯৩,
 ৭২৮, ১০০৫, ১০২২, ১০৯৭, ১১৩৭
 অস্থ্যান্, ৭৭, ৩১৯, ৪৬৪, ৪৬৬, ৭১৪, ৭৬৯,
 ১২২২
 অস্থ্যভিঃ, ৭১৪, ৮৯২
 অস্থ্যাসু, ৬০৯, ৭১৫, ৭৮৬, ১১০৬, ১১৫৫,
 ১২১৫, ১৩৪৬
 অস্থি, ২১১, ৩৮২, ৩৮৭, ৬১৭, ৬১৮, ৬২১,
 ৭১০, ৮৩৪, ৮৩৬

অগ্নি, ৬৫, ১১৩, ১৭৯, ১৯৯, ২০৫, ২৩৭,
২৪৮, ২৯৪, ২৯৮, ৪৩৬, ৪৭১, ৪৮৭,
৫২৮, ৫৫১, ৫৭২, ৫৮১, ৫৮২, ৬৫৫,
৬৭৭, ৬৮২, ৬৮৫, ৭৬২, ৯০৯, ৯১৭,
৯৩০, ৯৪৭, ৯৫৮, ১০১২, ১০২৯, ১০৩৫,
১০৭৯, ১০৯৯, ১১৪৪, ১১৪৫, ১১৬৩,
১১৬৮, ১১৮৯, ১২৩১, ১২৫৫, ১৩০৫,
১৩২৮
অশ্বৈ, ৬০৯, ৭১৪, ৭১৫, ১২১৫, ১৩৪৬
অশ্বৈ, ১৬৭, ১৭২, ২৩৯, ২৫৭, ২৫৯, ৫৭১,
৬৫৭, ৭৬২, ৭৬৭, ১০১০, ১১৪৬
অস্মা, ৩৪, ১৬৩, ১৭৬, ১৯৪, ১৯৮, ২০৬,
২২৫, ২৩৪, ২৩৬, ২৬০, ২৬১, ২৭৮,
৩৫৮, ৩৯৪, ৪১৯, ৪২১, ৪২৫, ৪৭৯,
৪৮১, ৫৬১, ৫৬৬, ৫৬৭, ৫৬৮, ৬২১,
৬২২, ৬৩৩, ৬৬১, ৬৬২, ৬৬৩, ৬৮৭,
৬৮৮, ৬৯৯, ৭০১, ৭৬০, ৭৬৮, ৭৭১,
৭৭৮, ৮৬০, ৮৬৬, ৮৬৯, ৯১৫, ৯২২,
৯২৮, ৯৩২, ৯৩৯, ৯৪৮, ৯৮৮, ৯৯৭,
১০১৭, ১০৩৭, ১০৭৭, ১০৯২, ১০৯৩,
১১০৯, ১১২৩, ১১৩৬, ১১৪৪, ১১৪৬,
১১৫২, ১১৬১, ১১৬৫, ১১৭৩, ১১৭৭,
১১৭৮, ১১৭৯, ১২১৩, ১২৪৪, ১২৬৮,
১২৯২, ১৩০২, ১৩০৩, ১৩২০, ১৩৩৭,
১৩৩৮, ১৩৪৮
অস্মতি, ১১৪৭
অস্মতেঃ, ১০১, ৮৭৪
অস্মন্দনম্, ৭০৯
অস্মাঃ, ২৯০, ২৯১, ৫৬১, ৫৬৩, ৫৬৫, ৫৬৬,
৬৩৭, ৬৮৮, ৯৬৩, ৯৮২, ১০২৭, ১১২৪,
১২২১, ১২৩৮, ১২৫৭
অস্মাম্, ২১৪, ২১৫, ২৭০, ২৮৫, ৩৬২, ৫৩৫,
৫৬৬, ৯৫৫, ১০৪২, ১১৪৭, ১২২৭
অস্মৈ, ৫৬৪, ৬৩৮
অস্মপথ, ১১৯৮
অস্মপজৌ, ১৩৩৪, ১৩৩৫
অস্মপ্পৃষ্টে, ৬১
অহ, ৫০, ৫৪, ৫৫, ৭৬২, ৭৬৩, ১২৫৫

অহঃ, ২৯৪, ২৯৬, ৪৯৭, ৭০৮, ৭৭৫, ৮২২,
১৩২১
অহঃস্, ৪৯০
অহঃ, (অহম্ দৃষ্টব্য)
অহনি, ৫৩০, ৭৬৩
অহনি অহনি, ৫৩০
অহনী, ৪৫৫, ১২৯৮
অহন্তব্য, ১২৪৯
অহভিঃ, ৯১৮
অহম্, ৫২, ৫৩, ২১১, ৩৮৭, ৬২১, ৭১০, ৭৮৪,
৮৩১, ৮৩৩, ১০৪৬, ১১৪৫, ১১৮৯,
১২২৬, ১২৩১, ১২৩৮, ১২৩৯
অহরৎ, ১১৭১
অহরহঃ, ৮১৯, ৮২০
অহর্দৃশঃ, ৭৯০
অহর্নাম্, ৭৬২
অহর্নামানি, ২৯৪
অহবির্ভাজি, ১১৬১
অহস্তম্, ৬৯৬
অহস্থান, ৭৯৩
অহ হ, ৫৪
অহা, ১৩০৯
অহানি, ৪৮৪, ৪৮৫, ৬০০, ৭৯০, ১৩০৯
অহিঃ, ২৮২, ৭৫৮, ১০১৯, ১১৬২, ১১৬৪,
১১৬৫, ১৩২৮
অহিঃসা, ১৫১
অহিচ্ছত্রকম্, ৬৫১
অহিগোপাঃ, ২৮১, ২৮২
অহিনা, ২৮২
অহিবৎ, ২৭৮
অহিম্, ১১৬৩, ১৩৫০
অহির্বৃদ্ধাঃ, ১১৬৪, ১১৬৫, ১৩২৮
অহেলমানঃ, ৫৬৩, ৫৬৪
অহো, ১১৬০
অহোভিঃ, ৬৯২
অহোরাত্রকর্ম্মা, ৪০৯
অরোরাত্রাঃ, ৫৭৭, ৬২৭
অহোরাত্রো, ৪৫৫, ৯৭৮, ১০৬৬, ১০৬৯
অহোরাত্রো, ১২৬১

অহুঃ, ৬৫, ৪৫১
অহাম্, ৯৬৩, ১১৮০
অহুয়াণঃ, ৬৪৬
অহীতযানঃ, ৬৪৬
অহাঃ, ৫৫৭
অহুে, ৩১৪

আ

আ, ৩৪, ৫২, ১০৮, ২৯৭, ৩৩৭, ৪১৮, ৫৩৬,
৫৯৩, ৬০৮, ৬০৯, ৬১৩, ৬১৪, ৬৯২,
৯১২, ১১০৪
আ অপ্রাণি, ১০৪৬
আ অভরৎ, ৯২৭
আ ইদং, ৯৭৩
আ ইয়াতে, ৬৮৬
আ ইহ, ১২৬৮
আ ঋঞ্জসে, ৭৭০
আ এতু, ৯৭৩
আকর্ষত, ১৯৮
আঃকারান্তম্, ১৫৯
আকারঃ, ৫২, ৪১৮
আকারচিহ্ননম্, ৮৫২
আকারী, ৩২৪
আ ক্রিয়তঃ, ৭০০
আকীর্ণরশ্মিঃ, ১২৮৬
আ কীবতঃ, ৬৯৯
আ কুচিতঃ, ৬৮৯
আকুরুতে, ৪১৪
আকৃশুতে, ৪১১
আকৃতিঃ, ১১৭৭, ১১৭৮
আকৃষে, ৬৭৭
আক্রমণাৎ, ৭৫৪
আক্রোশকর্মা, ৪৬১
আক্ষাণঃ, ৩৮৮
আক্ষিষুঃ, ৫০২, ৫০৫
আখণ্ডয়িতঃ, ৩৮৯
আখণ্ডল, ৩৮৯
আখ্যাতজানি, ১১৭, ১২১, ১২২

আখ্যাতম্, ৭, ৭৯৭
আখ্যাতস্য, ৮২৭
আখ্যাতেন, ৮
আখ্যাতেভ্যঃ, ৮৮৭
আখ্যানম্, ৬৬৩, ১২০৪, ১২১৬, ১২৩২, ১৩৪৪
আখ্যানসংযুক্তা, ১০৯৫, ১১৬৬
আখ্যানসময়ঃ, ৮৫৮
আগঃ, ১২১৩
আগচ্ছ, ১১৪৯, ১১৫০
আগচ্ছত, ১১৯৪, ১৩৪১, ১৩৪৬
আগচ্ছতাম্, ১২৬৮
আগচ্ছতি, ৯১১, ১০২৫
আগচ্ছতু, ৬৮৯
আগচ্ছন, ৯৩৯
আগচ্ছন্তি, ১০৫
আগচ্ছন্ত, ১২০১
আগচ্ছান, ৫৩৯
আগত, ১৩৪১
আগতঃ, ৩৩৮
আগতম্, ৭০০
আগতহণিঃ, ৬২২
আগতহণে, ৬২২
আগধিতা, ৬৪৫
আগন, ৫৮৮
আগনীগন্তি, ১০২৫
আ গন্তন, ১১৯৪
আগন্তুন, ৮৪১
আগমৎ, ২৮৮, ৫৮৯
আগমাৎ, ৫০
আগমিষ্যতি, ৮১২
আগমিষ্যন্তি, ৫৩৯
আগলদাঃ, ৭৮৫
আগলনাঃ, ৭৮৫
আগহি, ৪৩৯, ৬৬৮, ১১৪৯, ১১৫০
আগাৎ, ২৮৭, ২৯০, ২৯১, ৫১৪, ৫১৬
আগামিনীনাম্, ৫১৬
আগামিন্যাঃ, ৬২৭
আগ্নালৌক্যম্, ৮৬১
আগ্নাবৈক্যম্, ৮৬১

আগ্নিমাৰুতে, ৯১০

আগ্নেয়ঃ, ৯১০

আগ্নেয়ম্, ৯০৪

আগ্নেয়াঃ, ৯৮৮, ৯৮৯, ৯৯০

আগ্নেয়ে, ১৬২

আগ্নেয়েষু, ৯১৭, ৯৪৫

আগ্রয়ণঃ, ১০৯০

আগ্রায়ণঃ, ৯৮, ৯৯, ৭৩৬

আঘ্ণিঃ, ৬২২

আঘ্ণে, ৬২২

আবোষঃ, ৬৩০

আঘ্ণজি, ৩৫৩, ১০২৯

আদ্বিরসঃ, ১১৪৪, ১১৪৫

আদ্বিরসস্য, ১১৯৭

আঙ্গুৰঃ, ৬৩০

আঙ্গুৰেণ, ৬৩০

আঙ্গুপূৰ্বাৎ, ১২১৩

আচকতে, ২, ১৮০, ২৪৯, ৩১০, ৩২৯, ৪২৮,

৪৫৮, ৫৪৩, ৬৮১, ৭২৩, ৮২৫, ১০৩০,

১০৩৫, ১১৩১, ১২৮২

আচকীরন্, ১২১, ১২৪, ১৩১, ১৩৩

আচক্, ১৫৯

আচর, ৬৬৮

আচরন্তী, ১০৬৪, ১২৫০

আচরন্তৌ, ১০৬৪

আচষ্টে, ৮, ২৩, ২৭, ৮৫, ৪০০, ৪৫৫, ৫৪৮,

৭১৬, ১১৩০, ১৩৩৫, ১৩৩৮

আচারঃ, ৮৪০

আচারম্, ৪৪

আচার্য্যঃ, ৪৪

আচার্য্যঃ, ৯০৮

আচিৰ্যাসা, ৮৩৫

আচিতমাৰুঃ, ৬৮১

আচিনোতি, ৪৪

আঙ্গগাম, ১৫৯, ২১১

আঙ্গশ্চুঃ, ১৩৪৬

আঙ্গজ্জব্জি, ১০২৯

আঙ্গয়নস্য, ১০৩৪

আঙ্গবনস্য, ১০৩৪

আঙ্গহানঃ, ৬১৫

আঙ্গাসঃ, ৭০৪

আঙ্গিম্, ৫০৫, ১০২৩, ১০৩৫

আঙ্গহানঃ, ৯৬১

আজ্জঃ, ১০৩৪

আজ্জন্তুঃ, ২৭৪

আজ্জম্, ৯৫৫

আট্টিগারঃ, ১৩৩

আঢ্যালুঃ, ১২৯১

আণিঃ, ৮১৪

আণী, ৮১৩

আণৌ, ৮১৩

আৎ, ৪৯৬, ৭২০, ৯১৯, ৯৩৪, ১১২৮, ১২৭৮

আ ততান, ১১৪০

আতনোতি, ১১৪০

আতর্দনঃ, ৬৯৭

আতহৌ, ১২৬০

আতৃগতি, ২১১, ১১৫৭

আন্তম্, ৬৩৮

আন্তগতিম্, ৪০০, ১১৩০, ১৩৩৫, ১৩৩৮

আন্তজঃ, ৩৬৩

আন্তজন্মানঃ, ৮৪৪

আন্তদেবতাঃ, ৯৯০

আন্তনঃ, ৮৪২

আন্তনা, ৪৫৫, ৭৬৯, ৯১৫, ৯৮০, ১২২৬

আন্তনি, ১৩৩৫

আন্তময়ী, ৭৩৫

আন্তবশাঃ, ৯৭৭

আন্তা, ৩৪৫, ৩৯৯, ৪১৫, ৮৪২, ৮৪৫, ৯১৫,

৯৯০, ১১৩০, ১২৯৬, ১২৯৭, ১৩৩৫

আন্তানম্, ১৬৭, ৩৫৯, ৬১০, ৮৯৯, ৯৮০,

৯৯৫, ১১৩১, ১১৫৬, ১৩৩৫

আন্ত্রয়ম্, ৯৯১

আদ্বাসঃ, ৯৬

আদ্বন্তে, ২৪৩, ২৬০, ৬৩৪, ৮৮৭

আদদীত, ৮২, ৭৪৭

আদদীমহি, ৩৯১

আদবাতি, ৯১৫

আদবগাৎ, ৮০৭

আদরণীয়াঃ, ১০০৮
 আদরয়িতা, ১০৯১
 আদর্শনীয়ম্, ৬৩৭
 আদর্ষতে, ১২০৭
 আদায়, ১১৭১
 আদিতঃ, ২৭৩
 আদিত্যেয়ম্, ২৬১, ৯৩৪
 আদিত্য, ২৬৩, ২৬৪
 আদিত্যঃ, ৮০, ৮১, ২২৪, ২২৫, ২৬০, ২৬৬,
 ২৬৭, ২৬৮, ২৬৯, ২৭০, ২৭১, ২৭৪,
 ২৯৭, ৩০২, ৩৯৭, ৩৯৮, ৪১৮, ৫০৩,
 ৫১৪, ৫২৫, ৫৭১, ৬০০, ৬৫৮, ৬৬২,
 ৬৭৪, ৮৫৫, ৮৬৩, ৯০৪, ৯১০, ৯১২,
 ৯২০, ৯৩২, ৯৩৪, ৯৭৩, ১০৬৫, ১১২৯,
 ১১৪৩, ১১৯৮, ১২১০, ১২৬৬, ১২৮২,
 ১২৯২, ১৩১৫, ১৩১৭, ১৩১৯
 আদিত্যকর্ম, ৮৬৯
 আদিত্যকর্মণা, ৯১৬
 আদিত্যগণ, ১৩৩১
 আদিত্যতঃ, ২২৫
 আদিত্যদৈবতঃ, ১১৮১
 আদিত্যপ্রবাদাঃ, ২৬২
 আদিত্যভক্তীনি, ৮৬৮
 আদিত্যম্, ২৪২, ৮৯৬, ১২৪৪, ১২৪৫, ১২৭৯,
 ১৩১৩, ১৩১৭, ১৩৩৪
 আদিত্যমধ্যে, ১২১০
 আদিত্যরক্ষয়ঃ, ৮২, ৩৯৬, ৪৬৫, ৫৫৫, ৫৬৯,
 ৯১৯, ১১৯৮, ১২২১, ১৩৩৭, ১৩৪৫
 আদিত্যরক্ষীন্, ৪৯৭
 আদিত্যস্য, ২৬০, ২৮৮, ৬৪৮, ৯১৯, ১২৮৪,
 ১৩০৫
 আদিত্যস্তুতিঃ, ৫০৫
 আদিত্যা, ২৬৩
 আদিত্যাঃ, ৭৯২, ১৩৩১
 আদিত্যাৎ, ৫০৫, ৯১৪, ৯১৯, ৯২৮, ১২৮২,
 ১২৯৪
 আদিত্যাসঃ, ৭৯২
 আদিত্যীকৃত্য, ৯৩৩
 আদিতো, ৯১৪, ১৩৩৪

আদিত্যেন, ৬৬৩, ১২৪১
 আদিত্যোভ্যঃ, ১৩৩২
 আদিত্যোদয়ে, ১২৮৪
 আদিত্যোপহিতম্, ২৩৬
 আদিত্যদেশ, ২৩৯
 আদিত্যনা, ৬৩৪
 আদিত্য, ২৩, ২৭
 আদিত্যপুত্রম্, ১১৪৭
 আদিত্যলোপঃ, ১৮৭
 আদিত্যবিপর্যয়ঃ, ১৮৮
 আদিত্যোপযোজনানি, ৩২৯
 আদিত্যঃ, ২৬০
 আদিত্যতে, ৪৬১
 আদুরিঃ, ৮০৭
 আদুরে, ৮০৭
 আদ্যুতি, ৪৭৩, ১২০৭
 আদ্যন্তবিপর্যয়ঃ, ১৮৯
 আদ্যন্তবিপরীতস্য, ১০৯৫
 আদ্রিয়ন্তে, ২১২
 আদ্রিয়েত, ১৮৪, ৯১০
 আধবঃ, ৭৯৯
 আধবনাৎ, ৭৯৯
 আধবম্, ৭৯৯
 আধাৎ, ৫৪২
 আধারঃ, ১২৫, ১৩৫
 আধারয়ৎ, ৮১৮
 আধীতম্, ৬৪, ৬৮
 আধাঃ, ৪৭৯, ৪৮০
 আধ্যাতম্, ৬৮
 আধ্যাত্মিকং, ৫৯৫
 আধ্যাত্মিকঃ, ৮৩৩
 আধ্যাত্মিক্যঃ, ৮২৬, ৮৩১
 আধ্যানীয়ম্, ৫৮১
 আধঃ, ১২৯১
 আধ্বর্ষবে, ৮৩৪
 আধ্বন্তম্, ৪৬৫
 আনট্, ৭২০
 আনতম্, ৩৭৮
 আনন্ম, ১২৫৫

আনশিরে, ১১৯৭

আনশুঃ, ১১৯৬

আনিধাতোঃ, ৪১৭

আনি সদতাম্, ৯৬৯

আনীতম্, ৩৮০, ৪৩৮

আনীয়তে, ৫০৯

আনুষক্, ৭৪০

আপঃ, ২৪৮, ২৭৪, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮, ২৮১,

২৮২, ২৯৮, ৫১৫, ৫৬৬, ৬০৫, ৬১১,

৬২৭, ৬৯৮, ৭০১, ৭২৮, ৭৪৯, ৭৫৫,

৭৭৩, ৭৭৪, ৯৫৬, ১০৪৩, ১০৪৪, ১১৫২,

১১৬৩, ১১৬৮, ১৩২২, ১৩৩৪

আপণীফণৎ, ৩২৬, ৩২৮

আপতত, ১১৯২

আপদ্যতে, ২৩৬, ২৩৮

আপন, ৫০৫

আপনাঃ, ১৩৩৪

আপনানি, ১৩৩৫

আপন্নানাম্, ৭৯২

আপপ্ততা, ১১৯২

আপাতিতমন্যুঃ, ৬৩২

আপানঃ, ৩৮৮

আপান্তমন্যুঃ, ৬৩১

আপিছে, ৪৩৯

আপ্পূরঃ, ১০৪৮

আপ্পূরৎ, ১২৯৭

আপ্তঃ, ৪১৫

আপ্তব্যম্, ১২০৭

আপ্তব্যানাম্, ১২০৭

আপ্তম্, ৬৮৮

আপ্তেঃ, ৪১৫

আপ্ত্যগণ, ১২০৫

আপ্ত্যম্, ১২০৭

আপ্ত্যা, ২৫৫

আপ্ত্যাঃ, ১২০৫

আপ্ত্যানাম্, ১২০৭

আপ্ত্যম্, ১১১৯

আপ্ত্যবন্তি, ১৭১, ১১১৯

আপ্ত্যবানঃ, ৩৮৮

আপ্পোতি, ৩৯২

আপ্পোতিকর্মা, ৮৯৬, ১২০৭

আপ্পোতেঃ, ৭৩৯, ৯৫২, ১০৪৩, ১২০৫

আপ্প্যম্, ৭৩৯

আপ্প্যয়য়তি, ৭৯৬

আপ্প্যয়য়ন্তি, ৬২৮

আপ্প্যয়সে, ১১৭৭

আপ্পাঃ, ১২৯৬

আপ্পিয়ঃ, ৯৫২

আপ্পীণাতি, ৯৫২

আপ্পীদেবতাঃ, ৯৮৮

আপ্পীতিঃ, ৯৫২

আপ্পীসূতানি, ৯৯১

আভর, ৪৭২, ৪৭৭, ৮১১, ১২৭১

আভরা, ৪৭৬

আভাতি, ৯১২

আভাসয়তি, ৯১২

আভিঃ, ৮৮, ৯৬৬

আভিমুখ্যম্, ৩৪

আভ্যাম্, ৩৭২

আমব্রেভিঃ, ৫৮১

আমব্রয়তে, ১০৫০

আমিনানে, ২৯০, ২৯৪

আমিষানে, ২৯৪

আমিষাণি, ৪০৫

আন্নাতঃ, ৯১০

আন্নায়বচনাৎ, ১৫১, ৯২১

আযজন্ত, ৭৪৩

আযজী, ১০৫৯

আয়ন, ৯৩৮, ১১৮০, ১১৮১

আয়ন্তম্, ৬৫৭

আয়ন্তি, ৫১২

আযম্যমানম্, ২৪৫

আযযৌ, ৩১২

আযষ্টব্যো, ১০৫৯

আযাৎ, ৬৮৯

আযাত, ১১৯২

আযাহি, ৮৫৪, ৯৬১, ১০৭৪

আয়ু, ৬২৩, ৯৮৯, ৯৯৫, ১১৪৮, ১১৫৫,
 ১১৮০, ১১৮১, ১২২৪, ১২৩৫, ১৩৩৯
 আয়ুধম, ৮৪৫, ১০৮৪, ১৩২২
 আয়ুধাঃ, ১১৩৮
 আয়ুধানি, ১১৩৮, ১২৭২, ১২৭৩
 আয়ুংবি, ৪৮৪, ৪৮৫, ১১৪৮, ১২২৪
 আয়ুয়, আয়ুয়া, ৯৪৯
 আয়োঃ, ৭৭০, ১১৫৭, ১২৫৮, ১২৫৯
 আয়োধনাৎ, ১০৮৪
 আরকুম, ১৩২৬
 আরভন্ত, ৪৪৮
 আরভম, ১৩২৬
 আরভামহে, ৪৪৯
 আররন্ত, ৪৪৯
 আরাচ্চিৎ, ৭১৪
 আরতিঃ, ৬৪৭
 আরিষণ্যো, ১০৬৩
 আরুজন্তঃ, ১১৩৮
 আরুপিতম, ৭৫৭
 আরুখীঃ, ৫৮০
 আরুহম, ৬৭৬
 আরুহ্য, ১১৩৮
 আরৈক্, ২৮৭, ২৯০, ৩৬১
 আরোচনঃ, ৬৬১
 আরোচনাৎ, ১২৭৩
 আরোচম, ৬৭৬, ৬৭৭
 আরোহ, ১২৭৫, ১২৭৬
 আরোহতি, ৩৫৩
 আরোহণঃ, ৩৫৭
 আর্চাভ্যাস্নায়ে, ২৬১
 আর্জীকীয়াম্, ১০৪১
 আর্জীকীয়ে, ১০৩৯
 আর্হনী, ১০৬৩, ১০৬৪
 আর্হন্যো, ১০৬৪
 আর্ধপত্যম্, ৮২৬
 আর্ধ্যঃ, ৭৮৯
 আর্ধ্যায়, ৭৮৭
 আর্ধ্যোষু, ১৯৪
 আর্ধনিঃ, ৫১৭

আর্ষম, ৭৯২, ১০০৬
 আর্ষিষেণঃ, ২৪৯, ২৫২, ২৫৩
 আলভন্ত, ১৩৪৪
 আ ব ঋগ্বেদে, ৭৭০
 আবক্ষৎ, ১০৬৮, ১০৭১
 আবদ, ১০০৩
 আবধীৎ, ৬৭১
 আবপতি, ৭২৪
 আবপনস্য, ৪৪৭
 আবর্জ্যতে, ১০৪৮
 আববুজ্জন্, ৯১৯
 আবহ, ৬৮০, ৯৫৪
 আবহতি, ১০৬৮, ১০৭১
 আবহতু, ৮৯২
 আবহনাৎ, ৬৮০
 আবহন্ত, ৭০৪
 আবাতু, ১১৪৮
 আবাপিকানি, ৯৫৯
 আবাহনম্, ৮৬০
 আবিঃ, ৬৫৮, ৯৭৭
 আবিঃ আবেদনাৎ, ৯৭৭
 আবিঃ কৃণুতে, ৬৫৮
 আবিরকৃত, ৫১৪
 আবিবাসতি, ১২০৯
 আবিবাসেম, ৩০৬
 আবিবেশ, ২৩৪, ৩৯৬, ১১৬৬
 আবিষতি, ১১৬৬
 আবিশন, ১১০৯
 আবিশন্ত, ৭৮৫
 আবিষ্কৃত্যে, ৫১৬, ৬৫৮
 আবিষ্কৃত্যৎ, ৩৫৬
 আবিষ্টঃ, ২৭০, ৬১৮
 আবিষ্টা, ২৭১
 আবিষ্ট্যঃ, ৯৭৭
 আবৃঙ্কতে, ৬৬২
 আবৃণীমহে, ৫৪৫
 আবৃণোতি, ২৬৫
 আবেদনাৎ, ৯৭৭
 আবেদয়ামঃ, ১০৫২

আশকুবজি, ৯৩৬
 আশত, ৮৫৭
 আশয়, ২৭৬, ২৭৮
 আশয়ে, ৭৩৩, ১২৫৭
 আশবঃ, ১০০৮
 আশাঃ, ৬৯৪
 আশাভ্যঃ, ৬৯৩
 আশান্তে৭২০
 আশান্তেঃ, ১২০৯
 আশিনম্, ৫০৭
 আশিরম্, ৭২০, ৮১১, ৮১২
 আ শিশিহি, ৬৭২
 আশীঃ, ৭২০, ৮৩৩, ১১৬২
 আশীর্নামকঃ, ৬৬৯
 আশীর্বাদঃ, ৮৩৩
 আশু, ৫৯২, ৬৯২, ৭৩৫, ৯২৮, ১০৪০
 আশুম্, ১১৩৪
 আশুশ্রুগিঃ, ৬৯১, ৬৯২
 আশুশ্রবঃ, ৩২০
 আশূণবাম্, ৩২৩
 আশূণবামা, ৩২২
 আশূণহি, ১০৩৯
 আশূণোত্, ১৩৫৪
 আশেকুঃ, ৯৩৬
 আশেতে, ১২৫৭
 আশেতেঃ, ২৭৮
 আশ্চর্য্যম্, ৩১০, ১১৭৩
 আশ্রুবানঃ, ৩৮৮
 আশ্রপণা, ৭২০
 আশ্রয়ণা, ৭২০
 আশ্রিতম্, ৬৬৮
 আ শ্রৎকর্ণ, ৮৫৪
 আ শ্রুধী, ৮৫৪
 আশ্রেষকর্ষণঃ, ৪৯৪
 আশ্বম্, ১২৮২
 আশ্বমেধিকঃ, ৭৭৬
 আশ্বিনম্, ১০৪, ১৩৪২
 আসক্তঃ, ১০২৯
 আসত, ১১৬৮

আসতে, ২১৭, ১১৬৮, ১৩৩৭, ১৩৩৮
 আসদনাৎ, ২৭৩, ৬৯৪
 আসদন্ত, ৯৭৩
 আসদে, ৯০৩
 আসন্, ১৩৪৪
 আসনি, ৩২৬, ৩২৭
 আসন্নঃ, ৭২৪
 আসন্নস্য, ৪৩৯
 আসভিঃ, ৮৫৬
 আসসুবারং, ১০৭৬
 আসস্বাণাঃ, ১০৭৬
 আসাম্, ৩১০, ৪০৬, ৭১৬
 আসিষ্, ৪৮৮, ৪৮৯, ৫৩৬
 আসিষত, ৫৮১
 আসিষতা, ৫৮১
 আসীৎ, ২৫৯, ২৮১, ২৮৩, ৮২০, ৮৩৫,
 ১০৪২, ১১২৩, ১২১৫, ১২৮১, ১২৮২,
 ১৩৪৪
 আসীদতাম্, ৯৬৯
 আসীদতু, ৯০৪
 আসীদন্ত, ৯৭৩, ১০৬০
 আসীনঃ, ৭১১
 আসীনাঃ, ৯২৭, ৯৫৮
 আসু, ৫৭৩, ৭৮৫, ৯৭৭, ১২৩৮
 আ সৃজত, ১০৮
 আ সৃজতা, ১০৮
 আসেবধম্, ১০৩৯
 আক্লম্, ৭৫৮
 আস্তে, ১৩, ৮৫, ৮৬
 আস্থৎ, ১৯০
 আস্থতা, ১০১৩
 আন্নঃ, ৬৬৩
 আন্নাতানি, ৪৮০
 আস্যদগ্নাঃ, ১০০
 আস্যন্দতে, ১০১
 আস্যন্দনবন্তম্, ১১০১
 আস্যম্, ১০১, ১১০১
 আস্যে, ৯৮৮

আহ, ১৪৬, ১৬৭, ১৭৩, ২৯১, ৪১৯, ৫১১,
 ৫৬৪, ৬৮৫, ৯১৫, ৯২৫, ৯২৮, ৯৩৯,
 ৯৪৩, ৯৪৫, ৯৪৬, ৯৫০, ৯৮৬, ১০৮২,
 ১১৭৫, ১১৭৬, ১১৭৭, ১২৯০, ১৩১৩
 আহংসি, ৫৮৮
 আহনঃ, ৫৮৭, ৫৮৮
 আহননবন্তঃ, ৫১৩
 আহননাৎ, ৪
 আহনসঃ, ৫১৩
 আহনা, ৫৮৮
 আহন্তি, ২৮২, ৭২৮
 আহর, ৪৫, ৪৭৪, ৪৭৭, ৮১২, ১১০৪, ১২৭১
 আহরৎ, ৯২৮
 আহর্ষারম্, ৯২৮
 আহরম্, ৫৯৭
 আহাবীঃ, ৫৯৭
 আহাবঃ, ৬৮০
 আহঃ, ৯৪, ১২৫, ১২৮, ১৩৫, ১৭০, ১৭১,
 ৫৪৩, ৫৭৫, ৮৪২, ৮৯৯, ৯৭৫, ১০৪০,
 ১০৪১, ১১২৮, ১২০১, ১২১০, ১২৯২
 আহুতঃ, ৯২৩
 আহুতম্, ৬৯৮, ৯২৫, ১২২৯, ১২৩০
 আহুতয়ঃ, ৬১৪
 আহুতীঃ, ১৩৩২
 আহবামহে, ১২৬০
 আহু, ১৭১
 আহুয়মানঃ, ৯৬১
 আহুয়ৎ, ৬৬৩
 আহুয়ন্ত, ৬৭৬
 আহুয়ামহে, ১২৬০
 আহুয়ে, ১২২৬, ১২৩১
 আহুনাৎ, ৬৮০

ই

ইচ্ছ, ১২৩২
 ইচ্ছতি, ৯৯৪
 ইচ্ছন, ৮২৬
 ইচ্ছন্তী, ১২১৫, ১২৫১

ইচ্ছমানঃ, ১০১০, ১০১১
 ইচ্ছয়, ৫৩৯, ৫৪০
 ইচ্ছা, ১২৩২
 ইৎ, ১০৫, ১০৭, ১০৯, ১১১, ১১৪, ১৬৪,
 ২৩৪, ৩৩৭, ৪৯৬, ৫২১, ৫৩০, ৫৫৮,
 ৬১৭, ৬৪৩, ৬৭৯, ৬৮৯, ৭১৮, ৭২০,
 ৭৪৭, ৭৯৩, ৮২৮, ৮৫৩, ৯১৯, ৯৩৪,
 ৯৩৬, ১০২৫, ১১৮৪, ১২০০, ১২২৪,
 ১২৫৩, ১২৭৩, ১৩২৬
 ইৎ উ, ৭৬৬
 ইতঃ, ১১২, ৮৬৩, ৯০৭, ৯১৫, ৯২০
 ইতরঃ, ২৩৮, ৩৮৭, ৫২৭, ৫৩৬, ৫৮২, ৫৯৮,
 ৬৮১, ৬৯৩, ১১৮৩, ১২৪০
 ইতরৎ, ৬৭, ১৭৯, ২৬৪, ২৮২, ৩০২, ৪৯০,
 ৫০৩, ৫১৪, ৫৭১, ৬৪১, ৭৫২, ৭৫৮,
 ৯৯১, ১১৬৩, ১২৫৭
 ইতরয়া, ১৯১
 ইতরস্য, ৮৫০
 ইতরা, ২৩২, ৩৭৭, ৬৬৭, ৭২০, ১২৭০
 ইতরাণি, ২৩০, ২৮৫, ৯৫৯
 ইতরে, ৩১২, ১৩১৪
 ইতরেতরজ্ঞানঃ, ৮৪৩
 ইতরেতরজ্ঞানৌ, ১২১১
 ইতরেতরপ্রকৃত্যঃ, ৮৪৩
 ইতরেতরপ্রকৃতী, ১২১১
 ইতরেতরম্, ২৭৪, ২৯২
 ইতরেতরোপদেশঃ, ১৪
 ইতরেবীকা, ১০০৬
 ইতা, ৩৮৩
 ইতাৎ, ৮৮৭
 ইতি, ১১৭, ২৪৯, ৩২৯, ১২৮৪
 ইতি চ, ৮১
 ইতি বা, ১১৫২
 ইতি হ, ৯৮
 ইতিহাসম্, ২৪৯, ৩১০, ১০৩৫, ১১৩১, ১২৮২
 ইতিহাসমিশ্রম্, ৪৮১
 ইথ্য, ৫৫৫, ৬০৭, ৭০১, ১১৮৪, ১২৩৭
 ইত্যেন, ১১১
 ইতাপি, ২০৩, ২২৫

ইত্যাকারঃ, ৬৯২
 ইত্যাক্ষঃ, ১০২৮
 ইত্যেকং, ৮৬৩
 ইত্যেতৎ, ৩৯৫
 ইত্যেতেন, ১১৪
 ইত্যোপরম্, ৮৬৩
 ইত্যোবং, ১৩০
 ইত্যোব, ১১১, ১১৪, ৮৬৩
 ইত্যোষঃ, ১২৭৩
 ইত্যোষ হি, ৮৬৩
 ইত্বরম্, ৫৯২, ৫৯৩
 ইদম্, ৪৪, ৪৬, ৫৫, ৫৬, ৬৭, ১৪০, ১৪১,
 ১৫৭, ১৫৯, ১৭৬, ১৭৭, ২০৩, ২৬৪,
 ২৮৭, ২৮৮, ৩৮২, ৩৯৩, ৪২৯, ৪৯০,
 ৫০৩, ৫১১, ৫১৪, ৫৭১, ৬৪১, ৭২৯,
 ৭৫২, ৭৫৮, ৮০৯, ৮৩৬, ৯০৩, ৯০৪,
 ৯০৭, ৯৩৬, ৯৭৩, ৯৯১, ১০৯০, ১১৪৩,
 ১১৬৩, ১১৬৬, ১১৯৮, ১২১৫, ১২৩৯,
 ১২৬৪, ১২৮৪, ১৩০২, ১৩১০, ১৩১৩,
 ১৩৪৬
 ইদম্ উ, ৫৬
 ইদম্ ন, ৫৫
 ইদম্ হ, ৫৫
 ইদং যুঃ, ৮০৯
 ইদং হি, ৫৬
 ইদম্, ৫৬
 ইদানীম্, ৭২৯, ১২৫০
 ইদৃ, ৭৬৬
 ইদ্ধম্, ১১১৭, ১১১৯
 ইধ্বঃ, ৯৫৩
 ইনঃ, ৩৯৫, ৩৯৬
 ইনতমম্, ১২০৭
 ইন্দতেঃ, ১০৯১
 ইন্দন, ১০৯১
 ইন্দবঃ, ৫২১, ৭৮৫
 ইন্দবে, ১০৮৯, ১১৫৯
 ইন্দুঃ, ১১৫৮, ১১৬১
 ইন্দো, ৭১০, ৭১১, ৯৯৪
 ইন্দৌ, ১০৯০

ইন্দ্র, ৭০, ১৪৫, ৪৭২, ৪৮৮, ৫৩৫, ৬২৬, ৬৪৬,
 ৬৬৭, ৬৯৫, ৬৯৬, ৬৯৭, ৬৯৯, ৭৪৩,
 ৭৪৭, ৭৭৪, ৭৭৫, ৮০০, ৮২৯, ৮৫৩,
 ৮৫৪, ৮৬৬, ১০৯২, ১০৯৩
 ইন্দ্রঃ, ৬৩, ১৪৫, ২৭৮, ৩১৯, ৩৮৭, ৩৯৪,
 ৫৯৮, ৬১১, ৬২৬, ৬৩০, ৬৩২, ৬৫২,
 ৬৫৭, ৬৯৩, ৭০৯, ৭৩৭, ৭৬৪, ৭৭৫,
 ৭৯০, ৮০৪, ৮০৫, ৮০৮, ৮০৯, ৮১৮,
 ৮২৮, ৮৩১, ৮৪৬, ৮৬০, ৯৪৩, ৯৯৫,
 ১০৩৮, ১০৮৯, ১০৯৪, ১০৯৫, ১১১৩,
 ১২৩৮, ১২৩৯, ১২৭৮, ১২৭৯, ১৩১৭,
 ১৩২২, ১৩৪৫
 ইন্দ্রঃ ইব, ৪১
 ইন্দ্রকর্ম, ৮৬৬
 ইন্দ্রত্বম্, ১০৯০
 ইন্দ্রপানম্, ৯৪৪, ৯৪৭
 ইন্দ্রপ্রধানাভ্যুৎ, ১০৭৭
 ইন্দ্রভক্তীনি, ৮৬৫
 ইন্দ্রম্, ৪১, ১৬২, ৩৮৭, ৪৬৪, ৪৬৫, ৫১৩,
 ৫৯৪, ৬৩১, ৬৩৫, ৭১৮, ৮২৮, ৮৯৯,
 ১০৭৬, ১১৭২, ১৩০৫
 ইন্দ্রলিঙ্গম্, ১৬২
 ইন্দ্রবজ্রঃ, ৬৩০, ১১৯৪
 ইন্দ্রশব্দঃ, ২৭৬, ২৭৮, ৭০৭
 ইন্দ্রস্য, ৭১৮, ৭১৯, ৭৬০, ৮২৯, ৮৩৩, ১১৮৫,
 ১১৮৬, ১২৩৭, ১৩৫৪
 ইন্দ্রাণী, ১৪৯, ৬৬৬, ৭২৩, ৭২৫, ১৩২৪
 ইন্দ্রাণি, ১২৩৯
 ইন্দ্রাণী, ১২৩৭, ১৩৫৪
 ইন্দ্রাণীম্, ১০৫৭, ১২৩৮
 ইন্দ্রাৎ, ৮২৮
 ইন্দ্রায়, ৬৩, ৬৩০, ৭১০, ৭১১, ৭২০, ৮২৮,
 ৮৮৩, ৯৯৪, ১০০৮, ১১৭৪
 ইন্দ্রাবিক্র, ১১৮৪
 ইন্দ্রসোমা, ৭২৮
 ইন্দ্রসোমৌ, ৭২৮
 ইন্দ্রিয়নিত্যম্, ১৩
 ইন্দ্রিয়গাম্, ৩৯৯, ১১২৯
 ইন্দ্রিয়াণি, ৩৯৮, ৫০৩, ১১৩০, ১৩৩৫, ১৩৩৮

ইল্লে, ৮২৯, ১৩৩০
 ইল্লেণ, ৫০০, ৫৮৬, ৮২৮, ১০১৫, ১১১৮,
 ১১৯৪, ১২১৬
 ইক্কতেঃ, ৯৬০
 ইক্কানঃ, ৫৫৩
 ইক্কে, ১০৯০
 ইক্কেঃ, ১১৫৮
 ইভেন, ৭৩১
 ইম, ১১৬৮
 ইমঃ, ৪২৩
 ইমথা, ৪২২
 ইমম, ২, ১৭৪, ৪৭৬, ৪৭৭, ৮৯৯, ৯১৫, ৯২৫,
 ৯৩৯, ১০৩৬, ১০৩৯, ১০৬১, ১১৫২,
 ১১৫৩
 ইমা, ৪৭৯, ৫৭০, ৭৪৭, ৯৮৮, ১০৮৪, ১১৪০,
 ১১৪৬
 ইমাঃ, ৩১০, ৮৮১, ১৩৩২
 ইমানি, ৫, ১১৭, ২৩২, ৪৪৪, ৫৭৩, ৭৪২,
 ৭৪৭, ৭৯০, ৯৯১, ১১৩০, ১১৪০, ১১৪৬,
 ১১৬১, ১১৬৬, ১২১৯, ১২৮৪, ১৩২২,
 ১৩৩৫, ১৩৪৬
 ইমাম, ৫৩, ৭৩৭, ১০৬৬, ১১২৩
 ইমে, ৩, ২৭, ৩৩, ৫৫, ৫২১, ৬৫৪, ৬৯৫, ৯৭৫,
 ১০৬৪, ১০৭৪
 ইয়ম, ৩০৬, ৩৭৭, ৫০৯, ৬৬৭, ৭২০, ১০০৬,
 ১০২৫, ১১৯৪, ১২৫১
 ইয়র্ডি, ৯৯৭
 ইয়াতে, ৬৮৬
 ইরাভুতা, ৭৩২
 ইরাম, ১০৮৯
 ইরাবতীম, ১০৪০
 ইরিগম, ১০০৫
 ইরিগে, ১০০৪, ১০০৫
 ইলা, ৮৫৯, ৯৭৩, ১২৫৭, ১২৫৮
 ইলাবিলশয়স্য, ৭৬৪
 ইলীবিশস্য, ৭৬৪

ইব, ৪০, ৪১, ৪৮, ৬৭, ৯৬, ৯৮, ১০৩, ১০৪,
 ১০৭, ১১০, ১৬৪, ১৬৬, ১৬৮, ১৭৮,
 ২০৩, ২০৬, ২৪২, ২৮১, ২৮২, ২৯৭,
 ৩০৬, ৩১০, ৩১৬, ৩২২, ৩২৩, ৩৩৪,
 ৩৪৯, ৩৫০, ৩৫৭, ৪১১, ৪১৮, ৪২১,
 ৪৭৯, ৪৮০, ৬৫৭, ৬৬১, ৬৮৬, ৬৮৭,
 ৭১০, ৭১১, ৭২৮, ৭৩১, ৭৩২, ৭৪৪,
 ৭৪৫, ৮১৩, ৮৯৪, ৮৯৫, ৯২৭, ৯৬৬,
 ৯৯৭, ১০০১, ১০০৪, ১০০৫, ১০১৭,
 ১০১৯, ১০২৫, ১০৩২, ১০৪০, ১০৫০,
 ১০৫৯, ১০৬২, ১০৬৩, ১০৬৪, ১০৮০,
 ১১০৪, ১১০৬, ১১০৭, ১১১৭, ১১৩৬,
 ১১৪০, ১১৪২, ১১৪৪, ১১৪৫, ১১৫৩,
 ১১৫৯, ১১৭৩, ১১৯২, ১১৯৪, ১২০৫,
 ১২২৭, ১২৩২, ১২৩৫, ১২৪৫, ১২৫৫,
 ১২৫৭, ১২৬৪, ১২৭২, ১২৭৩, ১২৯৮,
 ১৩০৩, ১৩১৯
 ইবঃ, ১১০, ১০৫০
 ইবতেঃ, ১০০৬
 ইবম, ৭৮৭, ৭৯৯, ১০৭১, ১২২২
 ইববঃ, ৬০১, ৮৪৫, ১০২২, ১০২৭, ১১৩৭
 ইববান, ১১৫৯
 ইবা, ১১২৮, ১১৯২
 ইবিতঃ, ৯৬১, ৯৭৫
 ইবিতসেনস্য, ২৫৩
 ইবিরেণ, ৪৮৪
 ইবীক্সা, ১০০৫
 ইবীকা, ১০০৬
 ইবুঃ, ৮১৫, ১০২৬
 ইবুযিঃ, ১০১৫, ১০১৭
 ইবুনাং, ২২৩
 ইবুম, ১০২৫, ১১৩৬
 ইবুস্তৌ, ২২০
 ইবুণাম, ১০১৫
 ইবুন, ২২০, ১০১৭, ১০২৩
 ইষ্টানি, ১১২৮, ১১৩০
 ইম্মিগঃ, ৫১৭
 ইয়ান, ৭৬৬, ৭৬৭

ইহ, ৫৩, ১৮১, ২১৫, ২২৩, ৪৭২, ৫০৬, ৬০৭,
৬৭৭, ৮৯২, ৯৭৩, ৯৭৫, ৯৮২, ১০৩২,
১০৫৭, ১০৬০, ১১১৮, ১১৩২, ১১৩৪,
১১৯৮, ১২১৪, ১২৬৬, ১২৯৮, ১২৯৯,
১৩৪১

ইহ বা, ৫৩

ইহস্থানম্, ৯১১

ইহা, ১১৩৪

ঈ

ঈক্ষে, ৭১২, ৭১৩

ঈষ্টেঃ, ৯৬০

ঈড্যঃ, ৮৯২, ৯৬১

ঈডিতব্যঃ, ৮৯২

ঈদৃশে, ১১০৪

ঈম্, ১০৫, ১০৮, ২৩৪, ২৩৬, ৫৩৬, ৬৮৮

ঈয়সে, ৭৫৫, ৯৪৯

ঈয়ুঃ, ১২০১, ১৩৩৪

ঈরঃ, ২১৭

ঈরণঃ, ২৬৬, ৪৩৪

ঈরণবান্, ১১৪০

ঈরতেঃ, ৬৮৫

ঈরস্তি, ৬৮৫

ঈরয়তি, ৯৯৭

ঈরয়িতা, ৯৯৭, ১২৬৬

ঈর্কিঃ, ৫৪৮

ঈর্ম, ৬৭৬, ৬৭৭

ঈর্মাঙ্কঃ, ৫০২

ঈর্মাঙ্কাসঃ, ৫০২

ঈড়তে, ১১১৩

ঈড়ির্, ৮৮৯

ঈড়়ে, ৮৮৯

ঈলঃ, ৯৬০

ঈলতে, ৯৪২, ৯৪৩

ঈলিতব্যঃ, ৯৬১

ঈশানঃ, ৭৬৬, ৭৬৭

ঈশানম্, ৭৮৪

ঈশিষে, ৭১২

ঈশে, ৮২৮

ঈশ্বরঃ, ৩৯৭, ৩৯৯, ৬১৪, ৬২১

ঈশ্বরভমম্, ১২০৭

ঈশ্বরনামানি, ৩৯৫

ঈশ্বরপুত্রঃ, ৭৮৯

ঈষণিনঃ, ৫১৭

ঈষণেন, ৪৮৪

ঈষতে, ৪৬০, ১০৯৭

ঈষতেঃ, ১০০৬, ১০২৬

ঈষৎপিঙ্গলঃ, ৪৩০

ঈষয়া, ৩১৭, ১০১১

উ

উ, ৫৫, ৫৬, ৬৪, ৬৫, ৯৬, ১০৫, ১১০, ১৩০,

১৩১, ১৩৩, ১৩৫, ১৩৭, ১৩৮, ১৪৯,

১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ২৯০,

৩৩৭, ৪৩৯, ৮১৯, ১১৬৬, ১১৮৭, ১১৮৯,

১২৩২, ১২৪৪, ১২৪৭, ১২৫৩, ১২৭২,

১২৭৮, ১২৯৪

উকারঃ, ৫৫

উক্তম্, ৪৫৭, ৮৫৯, ৮৯৬

উক্খপাত্তানি, ৬২৭

উক্খম্, ৭০৪

উক্খা, ১৩৩০

উক্খানি, ১৩৩০

উক্খৈঃ, ১১৬৩

উক্খ্যম্, ১২২৬

উক্খাঃ, ১২৭৮, ১২৭৯

উক্খতেঃ, ১২৭৯

উক্খস্তি, ১২৭৯

উগ্রঃ, ৬৭৫

উগ্রম্, ১২৯১

উচ্চরন্, ১৩২১

উচ্চা, ৪৪৫, ১০৫৯

উচ্চাবচাঃ, ৩১

উচ্চাবচান্, ৩৮

উচ্চাবচেষু, ৩৯, ১১৫

উচ্চাবচৈঃ, ৮৩৭

উচ্চিতম্, ৫৫২

উচ্চতম্, ২১৯

উচ্চৈঃ, ৫৫২, ১০৫৯

উচ্ছৃতি, ২৮৫

উচ্ছ্বতঃ, ১২৭০

উচ্ছ্বিতঃ, ৯৭৭

উচ্যতে, ২২০, ২২৪, ২২৫, ২৬৫, ৩৩৮, ৩৫৫,

৩৫৭, ৪১২, ৪১৮, ৫১৫, ৫২৫, ৫৩১,

৫৩২, ৫৪৫, ৬১০, ৭৬৩, ৮০৪, ৯৪১,

৯৫৫, ৯৯১, ১০৭৯, ১০৮৭, ১১১৬,

১১৪৩, ১২১১, ১২৬৫, ১৩১০, ১৩১৩

উচ্যন্তে, ৩, ২২৬, ২৭৪, ৫১, ৫৩১, ৫৩২,

৫৯৯, ৬১০, ৬১১, ৬১৮, ৬২৭, ৯৪৬,

৯৫৬, ১১৯৮

উচ্যেতে, ৫৩১, ৫৩২, ৮৯২, ৯০৪, ১৩১৪

উজ্জ্বলিতঃ, ৬৬১

উত, ৬৪, ৬৮, ৮৫, ৯৪, ১১২, ১৬৬, ১৭০,

২২৪, ৩২৬, ৩৬৭, ৩৬৯, ৫৫০, ৫৬০,

৬০৫, ৬৪০, ৬৭২, ৭২৩, ৭২৪, ৭৪৬,

৭৪৭, ৭৫৪, ৭৫৬, ৭৬২, ৭৯০, ৮৮৩,

৮৮৪, ৮৯২, ৯৪৩, ৯৫৭, ১০১৫, ১০৯৭,

১১২১, ১১২৩, ১১২৮, ১১৩২, ১১৬৮,

১১৮৩, ১২৪৭, ১২৬৯, ১২৮১, ১৩২৪,

১৩২৮, ১৩৫৪

উতো, ৯৪

উৎ, ৩৬, ৯১৮, ১১৮৭, ১২০১, ১২৯৪

উৎ অশ্রুৎ, ১১৮৭

উৎ উ, ১২৯

উৎখিতঃ, ১৩২০, ১৩২১

উৎখিতঃ, ১৩২১

উত্তানঃ, ৫৪৩

উত্তমপুরুষযোগাঃ, ৮৩১

উত্তমম্, ৯৩৯

উত্তময়া, ১৬৮

উত্তমে, ৫৯৫, ৭৫৪, ৮৬৮

উত্তরঃ, ১৩২, ২৫৬, ৫৭২, ৫৯১, ৬৯২, ১২৩৮,

১২৩৯, ১২৭৮, ১২৭৯, ১৩১৭

উত্তরতঃ, ৯৯৯

উত্তরম্, ৬৮৫, ১২৮৯

উত্তরস্মাৎ, ২৫২, ২৫৬

উত্তরস্যাম্, ১৩০৮

উত্তরা, ১৬৯, ২৫৬, ৩৩৬, ৩৫১, ৫৩৯, ৬১৯,

৮৯৭, ৯৩১, ৯৩৭, ১১৩১, ১২২২,

১২২৭

উত্তরাণি, ২৪৫, ২৪৬, ২৬০, ২৭৩, ২৮৫, ২৯৪,

২৯৭, ৩০৪, ৩০৯, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৯,

৩৩০, ৩৩১, ৩৬৫, ৩৭২, ৩৭৮, ৩৭৯,

৩৮০, ৩৯৩, ৩৯৫, ৪০১, ৪০৩, ৪০৪,

৪০৫, ৫৩৯

উত্তরাভিঃ, ১০০৬

উত্তরে, ৩২৯, ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮০, ৩৮৮, ৩৯৫,

৪০৩, ৭৬০, ৮৯২, ৯০০, ৯০৪, ৯০৫,

৯১৩, ৯৪০

উত্তরোণ, ৫৫

উত্তানঃ, ৫৪৩

উত্তানয়োঃ, ৫৪২, ৫৪৩

উৎপত্তি, ৯১৯

উৎপন্নস্য, ২৪

উৎপন্নানাম্, ১৪

উৎস, ১০৯২

উৎসদনাৎ, ১০৯২

উৎসম্, ১০৯২, ১১০১

উৎসরণাৎ, ১০৯২

উৎসর্পণাৎ, ১২৯০

উৎসহতাম্, ৫৩৭

উৎসাঃ, ১১৯৪

উৎসাহকর্মণঃ, ৭৫, ১০৮৪

উৎস্নাতা, ৮৭৬

উৎসিনাতি, ৬৫৭

উৎসান্দনাৎ, ১০৯২

উৎসোবিণঃ, ৫৩৫

উদকচরঃ, ৫১৫

উদকদানম্, ৮১৮

উদকানাম্, ৩০৩, ৩১৫, ৬৫৮, ৯২০, ১০৪০,

১৩১৩

উদকনামানি, ৩০৯

উদকম্, ৩০১, ৩০৩, ৩০৯, ৫২৭, ৫৩১, ৫৩২,

৬৪১, ৬৫০, ৬৫৯, ৬৯৮, ৭১৫, ৭৯৬,

৯১৮, ১০৭৯, ১১০৬, ১২৪৩, ১২৪৭,

১২৫০

উদকবতি, ১২৩৭
 উদকবতৌ, ৫৮৪
 উদকবস্ত্র, ১১০১
 উদকস্য, ৩৯৬, ৮৯৫, ৯১৯, ১১৫৭, ১২৫৯,
 ১২৭৬
 উদকাৎ, ১১০৭
 উদকানি, ১১৪৬, ১২১৬, ১২৩৫
 উদকে, ৭৯২, ১০৯৯
 উদকেন, ৩০২, ৭৮৯, ৮২২, ৯২০, ১১৪০,
 ১২৭৯
 উদকেক্ষনঃ, ৯১৪
 উদকেষু, ১১৬৩, ১৩২৬
 উদকৈঃ, ৮০৩
 উদকোপশমনঃ, ৯১৪
 উদগস্তাম্, ৯৯
 উদগমৎ, ১২৯৬
 উদগাৎ, ১২৯৬
 উদধিঃ, ৭০৯
 উদনি, ১০৯৯
 উদন্যতেঃ, ১১৯৪
 উদন্যবে, ১১৯৪
 উদন্যুঃ, ১১৯৪
 উদপতৎ, ৮৭৫
 উদয়েন, ১২৯২, ১৩১৭
 উদয়েষু, ১২১০
 উদরম্, ৪৮৭
 উদরেষু, ৭০৫
 উদশিশ্রিয়ৎ, ১১৮৭
 উদশ্রেৎ, ১১৮৭
 উদাষ্টঃ, ৬০৭
 উদাষ্টম্, ৫৬১, ৫৬২, ৭৯৭
 উদায়ন, ৩০০
 উদারৎ, ৮৯৬
 উদাহরন্তি, ৩৩৯, ৩৬০, ৬৮৫, ৮৬২
 উদাহরিষ্যামঃ, ৩৩১, ১১৭৩
 উদিতঃ, ৬২২
 উদিতানুবাদঃ, ১৫০
 উদীয়ন্তি, ৫৮৭
 উদীচি, ৯১৪

উদীচ্যেযু, ১৯৫
 উদীরতাম্, ১২০১
 উদীর্ণানি, ৪৪৪
 উদ্র, ১২৯৪
 উদ্রত্যং, ৯০৪, ১২৯৪
 উদেতি, ৮৯৭
 উদেষি, ৯১৬, ১৩১০
 উদগততমঃ, ১০৫৩
 উদগততরঃ, ২৫৬
 উদগতম্, ২২৮
 উদগাতা, ৮৭, ৮৪৭
 উদীর্ণম্, ৪৪৭
 উদ্দেশঃ, ১৩৪২
 উদ্ধততরম্, ৭৬৩
 উদ্ধর, ৬৯৯
 উদ্ধরেৎ, ১৩২১
 উদ্ধৃতং, ৪৪২
 উদ্যান, ২৯৭, ৯৩০, ৯৩১
 উদ্যন্তি, ৮২৩
 উদযেমিরে, ৬০৩
 উদ্রিগম্, ১১০১
 উদ্বতঃ, ১১১৫
 উদ্বহ, ৬৯৯
 উদ্বহন্তি, ১২৯৪
 উনন্তি, ৩০৯
 উনষ্টে, ১০৯২, ১১৫৮
 উন্নিন্যথুঃ, ৮২২, ৮২৩
 উন্নৈতুম্, ৯৯৫
 উপ, ৩৭, ৫১৪, ১০০৩, ১২২২
 উপ আয়ন, ৯৩৮
 উপ উ আদর্শি, ৫১৪
 উপ এতু, ১২২২
 উপকক্ষদগ্নাঃ, ১০০
 উপকক্ষাসঃ, ৯৬
 উপক্রমপ্রভৃতি, ৮
 উপক্রান্ত, ৯৬৯
 উপপ্লতি, ১০২৯
 উপচারঃ, ৪২
 উপজনঃ, ৫৪০

উপজনম্, ৩৭
 উপজনাঃ, ৪৮৬
 উপজিয়তে, ১০২৯
 উপজিয়তাম্, ৬৩৪
 উপজিহ্মাঃ, ৪৪৫
 উপজিহ্বিকা, ৪৪৬
 উপজিহ্বিকাঃ, ৪৪৫
 উপজীবতি, ১২৪৩
 উপজীবন্তি, ১২৪৩, ১২৫৫
 উপতস্থঃ, ৯২৭
 উপতিষ্ঠন্তে, ৭১৮
 উপদধাতি, ৯৩৮, ৯৩৯
 উপদয়াকর্মা, ৫২১, ১১০৪, ১১০৬
 উপদস্যন্তি, ৯০৯
 উপদাসয়তি, ২৮১, ৯০৯
 উপদিশঃ, ২৭৪, ৬৯৪
 উপদেশঃ, ১১, ১২
 উপদেশস্য, ৪৫২
 উপদেশায়, ১৭৪
 উপদেশেন, ১৭৪
 উপধাম্, ৬৩৪
 উপধালোপঃ, ১৮৭
 উপধাবিকারঃ, ১৮৭
 উপধেহি, ৫৪০
 উপনিষদ্বর্ণঃ, ৩৯৮
 উপপদ্যতে, ১৪, ১২৮, ১৩৮, ৯১৭, ৯৪৭
 উপপদ্যেত, ১২১১
 উপপর্চনঃ, ৭৫৮
 উপপিপাদয়িষেৎ, ১৯১
 উপ পৃক্, ৭৫৮
 উপ প্রবদ, ১০০৩
 উপ প্রাগাৎ, ৭৭৬
 উপ শ্রেত, ৮৩০
 উপ শ্রৈতু, ৭৭৬
 উপবন্ধঃ, ৯১
 উপবন্ধম্, ৮২, ৭৪৭
 উপববৃহি, ৫৩৯
 উপভব, ৫৬৪
 উপভূবঃ, ৫৬৩

উপমক্ষিণঃ, ৯৯৪
 উপমা, ১৬৮
 উপমাঃ, ৩৫৮, ৪০৬
 উপমানস্য, ৯৩৮
 উপমাধীযিঃ, ৪২
 উপমার্ধে, ৩৯, ৪০, ৪৫, ৪৭, ৪১৮, ৪৯৮, ৬৬৭,
 ৬৮৭, ৭১৮, ৯০৩, ৯৮৪, ১০০১, ১২৫৫,
 ১২৭৫, ১৩০৩, ১৩১৯
 উপমার্ধেন, ২৭৮
 উপমিমীতে, ৪২, ৪০৭, ৪০৮, ৬৮১
 উপমোক্তময়া, ১৬৮
 উপযচ্ছেত, ৩৫৮
 উপয়ন্তুঃ, ১০৩৪
 উপযমনপ্রতিবেশঃ, ৩৫৮
 উপযাহি, ৪৭৬, ৪৭৭, ৬৪৬
 উপযোজনানি, ৩২৯
 উপরঃ, ২৯৭, ২৯৮
 উপরতাঃ, ২৯৮
 উপরমধ্বম্, ৩১৪, ৩১৫
 উপরমন্তে, ২৯৮
 উপরময়তি, ২৮৫
 উপরস্য, ৩৫৬
 উপরাঃ, ৩০০
 উপরিভাবম্, ৩৮
 উপরিষ্টাৎ, ৪২, ১৪৬, ১৮১, ২২৬, ২৬০, ৩০৪,
 ৩১৩, ৩২৫, ৪৯৫, ৫১৩, ৫১৯, ৫৯৩,
 ৭০৫, ৭২৫, ৮৬৩, ৯০৪
 উপলঃ, ২৯৭, ২৯৮
 উপলপ্রক্ষিণী, ৭০৯, ৭১০
 উপলপ্রক্ষেপিনী, ৭০৯
 উপলিঙ্গী, ১১০৯
 উপলেষু, ৭০৯
 উপ বক্ষি, ৭১৬
 উপব্যাখ্যাতম্, ২৫৯
 উপশাম্যন, ৫০৬
 উপশ্বাসয়, ১০১৫
 উপসন্নায, ২০৯
 উপসর্গঃ, ৪১৮, ৬০৮, ৬৯২, ৭৭৭
 উপসর্গনিপাতাঃ, ৫, ১১৭

উপসর্গাঃ, ৩০
 উপসর্গব্যম্, ৩৩৪
 উপসর্গে, ৫৯৪
 উপসি, ৭১১
 উপসিদ্ধতম্, ১০৬৬
 উপসীদেম্, ১৩৩৯
 উপসৃষ্টঃ, ১৫৭, ৫৪৮
 উপসেদিম্, ১৩৩৯
 উপসেদিমা, ১৩৩৯
 উপসেদুঃ, ৪৬৪, ৪৬৫
 উপস্তুতৌ, ১১৮৯
 উপস্তুমঃ, ৯৫৯
 উপস্তুহি, ৭৮১
 উপস্তুবাম্, ৯৫৯
 উপস্তুম্, ১০৬০
 উপস্থাহ্, ১০৬২
 উপস্থানম্, ১০৬০
 উপস্থানাৎ, ১০৬২
 উপস্থানে, ৯২৭, ৯৭৭, ৯৮২, ১০৬৪
 উপস্থিতান্, ৭৫৬
 উপস্থে, ৫৩৬, ৭১১, ৯২৭, ৯৭৭, ৯৮২, ১০৬৪
 উপস্থিতেন, ৬৩৪
 উপস্থয়ে, ১০৫৭, ১২৪৭
 উপাকুরুষে, ৬৭৭
 উপাকে, ৯৬৯
 উপাগমৎ, ৩৪৩
 উপাদর্শি, ৫১৫
 উপাদীয়মানঃ, ৯১৪
 উপালভ্যন্তে, ১৩৬
 উপাবস্জ, ৯৮০
 উপাশংসনীয়ঃ, ৬৭
 উপাহরন্তি, ২৯৪
 উপেক্ষিতব্যম্, ১৪২, ১৬১, ২২৫, ৮৪৮
 উপেক্ষিতব্যঃ, ৩৮, ১১৫
 উপেয়তে, ১২৮৮
 উপেয়াৎ, ১২৮৮
 উপৈতু, ১২২২
 উপো, ৫১৪
 উপো অদর্শি, ৫১৪

উপোদয়ে, ১০৮১
 উপোনদ্ধম্, ৭৬৩
 উপোপ, ৪৪০
 উজ্জতেঃ, ৭১৯, ৮৭৬
 উভয়প্রথানা, ৬৩৫, ১০৭৭
 উভয়ম্, ৪১, ৬২
 উভয়লিঙ্গা, ২৩৯
 উভয়বন্তি, ৯৯১
 উভয়বিধাঃ, ৮৫৭
 উভয়স্য, ৭১৩, ৭৭৫
 উভয়ানি, ৯৫৯
 উভয়াহন্তি, ৪৭২
 উভা, ৮১৬
 উভাত্যাম্, ৫১, ৪৭৪
 উভে, ৮, ৯৭৭, ৯৭৮
 উভৌ, ৪৭৫, ৮১৬
 উরণঃ, ৬৬৪
 উরণমথিঃ, ৬৬৪
 উরাণঃ, ৭৫৫
 উরামথিঃ, ৬৬৩
 উরু, ১৪৩, ৭৫৫, ৭৮৭, ৭৯৩, ১০৩০, ১১৯৫
 উরুঃ, ৬৩৭
 উরুকরম্, ১০৩০
 উরুক্করণঃ, ৯৯৫
 উরুগায়স্য, ২২৭, ২২৯
 উরুঞ্জিরা, ১০৪২
 উরুঙ্কয়ঃ, ১৩৪৮
 উরুতরম্, ৯৬৪
 উরুত্বেন, ৯৬৬
 উরুভূতম্, ১২০৭
 উরুভ্যাম্, ৬৩৭
 উরুভ্যাতি, ১১৮৪
 উরুভ্যাতিঃ, ৬৭২
 উরুভ্যাথঃ, ১১৮৪
 উরুভ্যাণঃ, ৬৭২
 উরৌ, ১৩৪৮
 উর্বভাস্তুতে, ৬৩৭
 উর্বশী, ৬৩৭, ১২৩৪, ১২৩৫, ১২৫৮, ১২৫৯

উর্বশ্যাঃ, ৬৪০
 উর্বিয়া, ৯৬৬
 উর্বীঃ, ৩১৯, ৩২০
 উর্ব্যঃ, ৩২০
 উলুখল, ১০৩০
 উলুখলক, ১০৩২
 উলুখলম, ১০৩০, ১০৫৮
 উলুখলমুসলে, ১০৫৮
 উষ্ম, ৮২০
 উবাচ, ২৪৯
 উশতঃ, ৭৩৬
 উশতী, ১৬৬, ৩৫২, ১০৬২
 উশতীঃ, ১৩৫২
 উশত্যাঃ, ১৩৫২
 উশতোয়া, ১০৬২
 উশস্তঃ, ৪৫১, ৬৫৪
 উশিজ্, ৭২৬
 উশিজঃ, ৭২৬
 উশীরম্, ২১৭
 উশ্মসি, ২২৭
 উষঃ, ১২৬৫, ১২৭১
 উষস্, ১২৭০
 উষসঃ, ৫৫৬, ৬৮৬, ৯৩৮, ১২৭২, ১২৮৭
 উষসম্, ৪১৯
 উষসাম্, ১১৮০
 উষসে, ২৮৭, ২৮৮
 উষাঃ, ২৮৫, ৯৬৭, ১২৫৪, ১২৫৫, ১২৭০
 উষাসানক্, ৯৬৭
 উষাসানক্কা, ৯৬৭, ৯৬৯
 উষোনামানি, ২৮৫
 উষোনাম, ১২১৫
 উষম্, ১৯৩
 উষবর্ষেঃ, ৩০২
 উষিষ্ক্, ৮৭৬
 উষীসম্, ৮৭৬
 উষীবিণী, ৮৭৬
 উষঃ, ৭৪৪, ৭৪৫
 উষা, ৫৩৫
 উষাঃ, ৬০০

উষিয়া, ৫৩৫
 উষিয়ায়াঃ, ৫৩৪

উ

উ, ১০৮১
 উচুঃ, ২৪৯, ৪২৬
 উতয়ে, ৫২১, ৫৯৩, ৭৫২
 উতিঃ, ১৯২, ৫৯৩
 উতী, ১৩০৫
 উতু, ৯৩০
 উত্যা, ১৩০৫
 উথঃ, ৭৬৩, ৭৭৩
 উথনি, ৭৬২
 উনাঙ্করা, ৮৮০
 উনু, ৭৩৭
 উরা, ৯৬৬
 উর্ক্, ৩৬৯
 উর্করম্, ১০৩০
 উর্ক্, ৩৬৯
 উর্জম্, ৮২২, ১০৭১, ১০৭২, ১২২১, ১২২২
 উর্জয়তি, ৩৬৯
 উর্জয়মানে, ১০৭১, ১০৭২
 উর্জব্যসা, ১২৫৮
 উর্জবস্তঃ, ৯৮৯
 উর্জবস্তম্, ৯৮৯
 উর্জাদঃ, ৩৬৭, ৩৬৯
 উর্জাম্, ৭৭০
 উর্জাহতী, ১০৬৯, ১০৭১, ১০৭২
 উর্জাহানৌ, ১০৬৯, ১০৭১
 উর্জে, ৪৪৭, ১০৪৪
 উর্জেদীর্গম্, ৪৪৭
 উর্গা, ৬৬৪
 উর্গাবান্, ৬৬৪
 উর্গোতেঃ, ৩২০, ৬৬৪, ৬৭১, ৮২০
 উর্দরম্, ৪৪৭, ৪৪৮
 উর্দ্ধঃ, ৯৭৭, ৯৮২
 উর্দ্ধম্, ১০৩০
 উর্দ্ধগতিঃ, ২৫৬

উদ্ধৃতানঃ, ৫৪৩
উদ্ধবন্ধনঃ, ১৩৩৭, ১৩৩৮
উদ্ধবৃদ্ধঃ, ১৩৩৭
উদ্ধবোধনঃ, ১৩৩৭, ১৩৩৮
উদ্ধম্, ১২৬৩
উদ্ধা, ৭৩৫
উদ্ধাম্, ৭১১
উদ্ভয়ঃ, ১১২৬
উদ্ভিঃ, ৬৭১, ৮৯৬
উদ্ভিভিঃ, ৩০৬, ৩০৮
উদ্ভিম্, ৪৮৮, ৪৮৯, ১১০৬
উর্বাঃ, ৭১৫
উষতুঃ, ৪১১
উষ্ণঃ, ৫৬৩
উহে, ৮১৯, ১২৬৬
উহ্যতে, ১২৬৬

ঋ

ঋক্, ৮৭, ১৪৮, ২৭৮, ৩৪৫, ৬৩৯, ৮৬১,
৯৯৮, ১০০২, ১০৩৫, ১১৩১, ১১৪৩,
১২৮৩
ঋক্ষরঃ, ১০৫৩
ঋক্ষাঃ, ৪৪৩, ৪৪৪, ৪৪৫
ঋগ্ভাজঃ, ৮৮২
ঋগ্ভক্তম্, ৯২৭
ঋগ্ভিম্, ৯২৭
ঋগ্ভ্যস্তা, ৪৩৫
ঋগ্ভিমিশ্রম্, ৪৮১
ঋচঃ, ৮৭, ৮২৬, ১১১৬
ঋচম্, ২৩৯, ৮৬২
ঋচা, ৩৩১, ৭৮০, ৮৭৪
ঋচাম্, ৮৫, ৮৬
ঋচাসমঃ, ৭৮১
ঋচাসমং, ৮৭৪
ঋচি, ২৯৫, ৬৮৫, ১১০৬, ১১৮৮, ১২০৫,
১৩০৪, ১৩২১, ১৩২৩, ১৩২৫, ১৩২৭,
১৩২৯
ঋচীষমঃ, ৭৮০

ঋচৌ, ৩৩১
ঋচ্ছত, ৪২৬
ঋচ্ছতি, ৫২৬, ৯৯৪
ঋচ্ছতেঃ, ৯৯, ২৩২, ৬১৪, ১০৫৩
ঋচ্ছন্তি, ৯৯
ঋচ্ছন্তীব, ৯৯
ঋজীকপ্রভবা, ১০৪১
ঋজীষম্, ৬৩৩, ৬৩৪
ঋজীষিন্, ৭১৪
ঋজীষী, ৬৩১, ৬৩৩
ঋজুঃ, ৭৭১
ঋজুগামিনঃ, ১০৭৬
ঋজুগামিনাম্, ১৩৩৯
ঋজুগামিনী, ১০৪১
ঋজুতমৈঃ, ৯৮৪
ঋজুনীতী, ৭৭১
ঋজুয়তাম্, ১৩৩৯
ঋজ্যন্তঃ, ১০৭৬
ঋজ্জা, ৬৪৫
ঋজ্জাধম্, ৬৬৫
ঋজ্জতিঃ, ৭৭০
ঋজ্জন, ৩৪১
ঋজ্জসে, ৭৭০, ৭৭১
ঋণাতেঃ, ১০০৫
ঋণে, ৬৭৭
ঋতঃ, ১১৫৬, ১১৬১
ঋতস্তাঃ, ১২০১
ঋতপর্ণঃ, ৯৮৪
ঋতম্, ৩১৫, ৫৩৭, ৫৩৮
ঋতবঃ, ৮৬০, ৯৯০
ঋতবতাঃ, ৩১৫
ঋতস্য, ৩৪১, ৩৪৩, ৭৪৯, ৭৭৩, ৯১৯, ৯৫৭,
৯৮৪, ৯৮৮, ১১০৬, ১১৫৭
ঋতাবরীঃ, ৩১৪, ৩১৫
ঋতাবৃত্তৌ, ৯৮০
ঋতাবৃধঃ, ১৩২৮
ঋতাবৃধা, ৬৬৬
ঋতায়োঃ, ১১৬৫
ঋতুঃ, ৩১৫, ৩১৬, ১৩৫৪

স্বতঃ কালঃ, ১৩৫৪
 স্বতুকালেযু, ১৬৮, ৩৫৭
 স্বতুগামিনাম্, ১৩৩৯
 স্বতুহুদঃ স্তোমপৃষ্ঠস্য, ৮৬৯
 স্বতুধা, ৯৮০, ১৩১৫
 স্বতুদেবতাঃ, ৯৯০
 স্বতুন, ৯০২
 স্বতুভিঃ, ৯৪৯, ৯৫০
 স্বতুযাজী, ৪৩৫
 স্বতুযাজ্যেযু, ৯৪৪
 স্বতে, ৮২৮, ১২৩৯
 স্বতেন, ১১৯৫
 স্বত্বিক্, ৪৩৪
 স্বত্বিক্কক্সণাম্, ৮৫
 স্বত্বিভুনামানি, ৪৩৪
 স্বত্বিজ্জঃ, ৯৩৬, ৯৪৬
 স্বত্বিজ্জম্, ৮৮৯
 স্বদুদরঃ, ৭০৫
 স্বদুদরেন, ৭০৫
 স্বদুপে, ৭০৫, ৮১৬
 স্বদুব্ধা, ৮১৬
 স্বদুতমঃ, ৪৪২
 স্বধক্, ৫৫৯, ৫৬০
 স্বধুবন, ৫৬০
 স্বধ্বোত্যর্থে, ৫৬০
 স্বধ্বোতোঃ, ৪৪২
 স্বধ্বন, ৩৬১, ৯৫৭
 স্ববীসম্, ৮২০
 স্ববীসে, ৮২২, ৮২৩
 স্বভবঃ, ১১৯৫, ১১৯৬, ১১৯৭, ১১৯৮
 স্বভুঃ, ১১৯৭
 স্বভুক্ষাঃ, ৯৯৫
 স্বভূগাম্, ৯৯৫
 স্বভোঃ, ১১৯৭
 স্বভূম্, ১২০৭
 স্ববশেন, ৪৮৪
 স্ববয়ঃ, ১৭৪, ২৫৪, ৫৭১, ৮৪২, ১২০০,
 ১২০৪, ১২১০, ১৩৩৩, ১৩৩৪, ১৩৩৫,
 ১৩৩৭, ১৩৩৮

স্ববিঃ, ২৫২, ২৫৪, ৩১০, ৩৯৪, ৫১১, ৫১৫,
 ৫৩০, ৫৮৮, ৭২৬, ৮২৫, ৮৮৪, ১০৩৫,
 ১০৮১, ১১৪৩, ১১৬১
 স্ববিক্, ৭৬৭
 স্ববিত্তম্, ২৫৪
 স্ববিশুদ্র্যঃ, ৫৮৯
 স্ববিভিঃ, ৮৯২
 স্ববিশ্, ৫০৭
 স্ববীণাম্, ২৫৪, ৪২৫, ৮৩৭, ৯৪৬
 স্ববীণানি, ১১২৯, ১১৩০
 স্ববীন, ৭০৯
 স্ববেঃ, ১০০৬, ১০৯৫, ১১৬৬
 স্বষ্টিঃ, ৭৪৩
 স্বষ্টিমষ্টিঃ, ১১৯১
 স্বষ্টিবেশস্য, ২৫৩
 স্বাষা, ৮৫৩

এ

একঃ, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৯০, ১৪৫, ১৬৭, ২০৩,
 ২২৫, ৩৮২, ৩৮৩, ৫২১, ৫৭০, ৫৭১,
 ৭০৯, ৮৪২, ১১২৩, ১১২৪, ১১৬৬,
 ১৩১৫, ১৩২০
 এককপালঃ, ৯২১
 একচক্রম্, ৫৭০
 একচারিণম্, ৫৭০
 একতঃ, ৪৮২
 একদেবতানি, ৬২৭
 একপদনিকৃষ্টম্, ১০৩৯
 একপদানি, ১৯৫, ২০৭
 একপদিকা, ১৩৩
 একপদী, ১২৪১
 একপদ্বিসু, ১৯৬
 একপাৎ, ১৩২০, ১৩২১, ১৩২৭, ১৩২৮
 একম্, ১৭১, ৩৮২, ৫৭৬, ৭৩৭, ৮০৭, ৮৫২,
 ৮৬৩, ৮৯৯, ৯০৪, ১১০৬, ১১২৮,
 ১১২৯, ১১৩০, ১১৪৬, ১৩২০, ১৩২১,
 ১৩৪১
 একয়া, ৬২৬

একলিঙ্গম্, ১৩৪২
 একবচনানি, ৫১০
 একবচনার্থঃ, ৭৪৮
 একবিংশতিঃ, ২৩২
 একবিংশস্তোমঃ, ৮৭০
 একশতম্, ৩০৯
 একশবানি, ৪৫৭
 একস্মিন্, ৬২৭
 একস্মৈ, ১৬৭
 একস্য, ২৬৩, ২৬৪, ৮৪২, ৮৪৭, ১৩১৫,
 ১৩১৬
 একস্যাঃ, ১২৭২
 একাদশ, ৩২৯, ৩৮০, ৪০১, ৪০৪, ৯৯১
 একাম্, ৭৯৩, ৭৯৪
 একাম্ অপি, ৭৯৩, ৭৯৪
 একাম্ ইৎ, ৭৯৩, ৭৯৪
 একার্থম্, ৪৫৭
 একীভাবম্, ৩৬
 একে, ৮৪, ৯৩, ১০৩, ১১২, ১১৮, ১৯২, ৩৩৯,
 ৩৪৬, ৩৪৮, ৩৬০, ৩৭০, ৫৯০, ৫৯১,
 ৬৩৫, ৮৮৩, ৮৮৪, ৯৮৮, ১০৭৭, ১১৮১,
 ১২৬১
 একেন, ৪৫৭, ৬২৬, ৬২৭, ১৩২০
 একেষাম্, ১৩১, ১৩৮
 একেষু, ১৯৩
 একৈকস্যাঃ, ৮৪৬
 একোপসর্গাৎ, ৮৬৪
 একজতি, ৪১৪
 এতৎ, ৬, ৪৭, ৮২, ১২৮, ১৩০, ১৩১, ১৩৩,
 ১৩৫, ১৩৭, ১৩৮, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০,
 ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৯২, ২৪৮,
 ২৪৯, ২৬১, ২৬২, ২৭৪, ৩০৪, ৩১৩,
 ৩২৪, ৩২৫, ৩৪৫, ৩৮৮, ৩৯৪, ৩৯৫,
 ৪৫৭, ৪৮১, ৫০৩, ৫১২, ৫৯৫, ৬১৪,
 ৬১৭, ৬১৮, ৬১৯, ৬২৭, ৭৪৭, ৭৯২,
 ৭৯৬, ৮৩১, ৮৩৪, ৮৪১, ৮৪৮, ৮৫১,
 ৮৫৫, ৮৫৬, ৮৫৭, ৯০৪, ৯১৭, ৯১৮,
 ৯২১, ৯২২, ৯২৩, ৯৪৫, ৯৪৬, ৯৪৭,
 ৯৪৮, ৯৬৪, ৯৮৬, ১০০২, ১০০৬, ১০৩০,

১১৯৭, ১২৩৮, ১২৩৯, ১২৫৭, ১২৬৯,
 ১২৭৯, ১৩১৭, ১৩৪১
 এতত্তরঃ, ৪২৩
 এতম্, ৯৩৯
 এতয়া, ৯৩৩, ৯৩৫
 এতয়োঃ, ৩৫, ৩৬
 এতস্মাৎ, ১৭৮, ১৭৯, ২১৫, ২২৩, ২৩৮, ২৬৪,
 ২৮২, ৩০২, ৩৭৭, ৩৮৭, ৪৭৮, ৪৯০,
 ৫০৩, ৫১৪, ৫২৭, ৫৩৬, ৫৪৩, ৫৭১,
 ৫৮২, ৫৮৮, ৫৯৮, ৬১৪, ৬৪১, ৬৬৭,
 ৬৮১, ৬৯৩, ৭৫২, ৭৫৮, ৯৩৫,
 ৯৪৩, ১০০৬, ১১৬৩, ১২৪০, ১২৫৫,
 ১২৮৮
 এতস্মিন্, ৫২, ৫৫, ৮৩৩, ১১২৯, ১১৩০
 এতস্য, ৩৫, ৩৬, ৩০৪, ৩৬৬, ১১৭৪, ১১৭৬,
 ১২৭৩
 এতস্য্যাঃ, ৬৯৮
 এতস্য্যাম্, ৬৮৫, ১৩১১
 এতা, ৬৭৭
 এতাঃ, ৪৮৭, ৬২৭, ৯৩৯, ১১১৬, ১২৭২
 এতান্, ১০০৩, ১০৯২, ১২৭৯
 এতানি, ৫, ৬৭৭, ৮৫৯, ৮৬৫, ৮৬৮, ৯১৬,
 ১১২৯, ১১৬১, ১১৬২
 এতাভিঃ, ১১৮৯
 এতাভ্যাম্, ৫৮, ২৯৭, ৯১৪, ৯২৯
 এতাম্, ২৩৯, ৩৬০, ৮৬২, ৯৩০, ৯৩১, ১২৪৭
 এতাবতাম্, ১৭৬
 এতাবন্তঃ, ১৭৬
 এতাবন্তি, ১৭৬
 এতি, ১৬৪, ২৮২, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৫২, ৩৫৩,
 ৪৪১, ৯১৮, ৯৬৬, ১০৬৫, ১১৮০,
 ১৩১৬
 এতু, ৩৩৭, ৩৩৯, ৯৭৩, ১২২২
 এতে, ৪০, ৯৮, ৮২৮, ৮৫৭, ৮৯২, ৯০০, ৯০৪,
 ৯০৫, ৯৪০, ৯৮০, ১০০৮, ১৩১৩
 এতেঃ, ১২৭, ৮৮৭, ১০৭৩, ১২১৩
 এতেন, ১৩২, ১৪২, ১৬১, ২২৫, ২৬৭, ২৭২,
 ৪৭৩, ৫০০, ৫০১, ৫৬৬, ৬০৭, ৬৮৮,
 ৭৫২, ৮২৯, ৮৩১, ৯০০, ৯০৫, ৯৪০

এতেভ্যঃ, ৮৬৩, ৯২৫

এতেবাম্, ২৯, ৪২৫

এতেবু, ৮৬৯

এত্য, ৬৩

এদং, ৯৭৩

এধমান্বিট্, ৭৭৫

এধমানান্, ৭৭৫

এধি, ১১০৯

এনং, ১০১, ৯৪১, ১২৫৫

এনম্, ১০৮, ১৪৪, ১৫৪, ১৭০, ২৪৮, ২৫৮,

২৬৭, ৪৩৪, ৪৪৮, ৫৫০, ৫৫১, ৫৫৩,

৫৫৭, ৫৭১, ৬০২, ৬৩৫, ৬৮৮, ৭৪১,

৯০১, ৯০৬, ৯০৮, ৯১৬, ৯১৭, ৯২৯,

৯৩৩, ৯৩৪, ৯৩৫, ৯৪৩, ৯৪৪, ৯৪৬,

৯৪৭, ৯৫০, ১০৩৪, ১০৮২, ১০৯০,

১০৯৩, ১১০১, ১১৬৯, ১১৭২, ১২১০

এনম্মা, ৭৩৪

এনম্মোঃ, ৪৫৫

এনঃ, ১২১৩

এনস্, ১২১৩

এনা, ৪৫২, ৬৩০, ১০৪৬

এনাঃ, ৪৫০, ১০৪১, ১০৪৪

এনান্, ২৫৪, ৯৬১, ১০০৬, ১৩৪৮

এনানি, ১২৪, ১৩৩, ৫৪৮, ৬০০

এনাম্, ১২৫, ১৩৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ২৮৯,

৩৩৯, ৩৬৩, ৬৮৮, ১০৪২, ১০৫০, ১১৩৬,

১২১৫, ১২৪৭, ১২৫৩

এনে, ২৯২, ৪৫৫, ৬২৪

এনেন, ২১৬

এভিঃ, ১০০৩

এভ্যঃ, ১১৩০

এমি, ১২৭৩

এম্বম্, ৫৯৮

এমেনং, ১০৮

এম্মাৎ, ৬৮৯

এম্মাতে, ৫৪৮

এম্মীণাম্, ৫১৪, ৫১৬

এরিরে, ৫৪৮

এব, ৩, ৪, ২৯, ৫২, ৫৫, ৫৬, ৬৫, ১৩২, ১৪৫,

১৬৪, ১৭৮, ১৭৯, ১৮৪, ১৮৬, ১৯৩,

২১৩, ২১৫, ২২৩, ২৩৬, ২৩৮, ২৬৪,

২৬৯, ২৭১, ২৮২, ২৯৩, ৩০২, ৩০০,

৩৩৮, ৩৩৯, ৩৭৭, ৩৮৭, ৪১৭, ৪১৮,

৪১৯, ৪৭৮, ৪৮২, ৪৯০, ৫০৩, ৫১০,

৫১৪, ৫১৯, ৫২৭, ৫৩৬, ৫৪৩, ৫৭১,

৫৮২, ৫৮৫, ৬৪১, ৬৭৬, ৬৭৭, ৬৮১,

৬৯৩, ৭২৭, ৭৫২, ৭৫৮, ৮১৩, ৮৩৩,

৮৪৫, ৮৪৬, ৮৪৮, ৮৫৬, ৮৫৭, ৮৫৯,

৮৬০, ৮৬৬, ৮৬৯, ৮৯২, ৮৯৯, ৯০৪,

৯০৫, ৯০৬, ৯১১, ৯১৪, ৯১৫, ৯২২,

৯৩১, ৯৩৫, ৯৩৯, ৯৪০, ৯৪৫, ১০০৬,

১০৮২, ১০৯৪, ১১০১, ১১০৭, ১১১১,

১১১৮, ১১২১, ১১৬৩, ১২৩২, ১২৪০,

১২৫৩, ১২৫৬, ১২৭২, ১২৭৩, ১২৭৭,

১২৮২, ১৩১১, ১৩২১, ১৩৩৪, ১৩৩৫,

১৩৪১, ১৩৪২

এবম্, ৩৮, ৫৮, ৬০, ১১৫, ১২২, ১৩০, ১৩৬,

১৯৫, ২০৭, ২৩১, ২৬২, ২৮৮, ৩৩১,

৪১৭, ৪২৫, ৫১১, ৫১৬, ৬৮৫, ৭৯৭,

৮০৫, ৮৩৭, ৮৫৫, ৯১৫, ১০৭৪, ১১৩৪,

১১৪৩, ১১৪৫, ১১৮৬, ১২৯৪

এবংকর্মা, ৫৮৬

এবংশশ্বৎ, ৬১

এবং সতি, ১৩০

এব হি, ৯১৭

এবা, ২৮৭, ১১৪৪

এবৈঃ, ৩১৪, ৩১৫, ১৩০৫

এষ, ১১১, ১৭০, ৯৪৩, ৯৫৬, ১০৬৬, ১০৭০,

১০৮২, ১১৮৮, ১২০৫, ১২৪৭, ১৩০৪,

১৩২৩, ১৩২৫

এষঃ, ৪৩, ৪৬, ১৩০, ১৫৪, ১৭২, ২৯৫, ৫৩৩,

৭৯৮, ৮৫৮, ৮৯৭, ৯২২, ৯৪৩, ৯৪৬,

৯৫৬, ১২৬৪, ১৩১৭, ১৩২১, ১৩২৭,

১৩২৯, ১৩৪২

এষশিনঃ, ৫১৭

এষণেন, ৪৮৪

এষণেব্, ৭৭৬

এষ হি, ৯১২, ৯৫০

এষা, ১৩৭, ২৩৩, ২৩৯, ২৪২, ২৪৯, ২৭৮,
২৮৫, ২৮৯, ২৯৯, ৩৭৪, ৬৩৯, ৮২৬,
৮৮৮, ৮৯১, ৯০২, ৯০৬, ৯৪১, ৯৫৩,
৯৫৬, ৯৫৮, ৯৬০, ৯৬২, ৯৬৮, ৯৭০,
৯৭২, ৯৭৩, ৯৭৬, ৯৭৯, ৯৮১, ৯৮৩,
৯৮৫, ৯৮৭, ৯৯৩, ৯৯৪, ৯৯৬, ৯৯৮,
১০০০, ১০০২, ১০০৩, ১০০৭, ১০০৯,
১০১২, ১০১৪, ১০১৬, ১০১৮, ১০২০,
১০২২, ১০২৪, ১০২৬, ১০২৮, ১০৩১,
১০৩৩, ১০৩৫, ১০৩৭, ১০৩৮, ১০৪৩,
১০৪৫, ১০৪৭, ১০৪৯, ১০৫১, ১০৫২,
১০৫৪, ১০৫৬, ১০৫৮, ১০৫৯, ১০৬০,
১০৬১, ১০৬৩, ১০৬৫, ১০৭৩, ১০৭৪,
১০৭৮, ১০৮০, ১০৮৩, ১০৮৫, ১০৮৭,
১০৯১, ১০৯৩, ১০৯৬, ১০৯৮, ১১০০,
১১০৩, ১১০৫, ১১০৮, ১১১০, ১১১২,
১১১৪, ১১২০, ১১২২, ১১২৫, ১১৩১,
১১৩৩, ১১৩৫, ১১৩৭, ১১৩৯, ১১৪১,
১১৪৩, ১১৪৫, ১১৪৭, ১১৪৮, ১১৪৯,
১১৫১, ১১৫৪, ১১৫৬, ১১৫৮, ১১৬১,
১১৬২, ১১৬৪, ১১৬৫, ১১৬৭, ১১৭০,
১১৭৪, ১১৭৬, ১১৭৯, ১১৮২, ১১৮৩,
১১৮৪, ১১৮৬, ১১৮৭, ১১৯১, ১১৯৩,
১১৯৫, ১১৯৯, ১২০০, ১২০২, ১২০৮,
১২১২, ১২১৪, ১২১৭, ১২১৮, ১২২০,
১২২১, ১২২৩, ১২২৫, ১২২৮, ১২৩০,
১২৩১, ১২৩৪, ১২৩৬, ১২৩৭, ১২৩৮,
১২৪২, ১২৪৩, ১২৪৫, ১২৪৬, ১২৪৯,
১২৫০, ১২৫২, ১২৫৪, ১২৫৬, ১২৫৭,
১২৫৯, ১২৬৩, ১২৬৫, ১২৬৭, ১২৭০,
১২৭১, ১২৭৩, ১২৭৪, ১২৭৭, ১২৮০,
১২৮৩, ১২৮৬, ১২৯০, ১২৯৩, ১২৯৫,
১২৯৭, ১২৯৯, ১৩০১, ১৩০৬, ১৩১২,
১৩১৪, ১৩১৬, ১৩১৮, ১৩৩১, ১৩৩৩,
১৩৩৬, ১৩৩৮, ১৩৪০, ১৩৪৩, ১৩৪৫,
১৩৪৭, ১৩৪৯, ১৩৫১, ১৩৫৩
এষাম্, ১২৪, ৩০০, ৪৯২, ৪৯৩, ৫০৩, ৬৮৬,
৮৪৫, ৯১০, ৯৫৯, ৯৯৯, ১০২৯, ১০৫৫,

১১৩০, ১২০৩, ১২০৫, ১২৭৩, ১৩১৫,

১৩২৬

এষি, ৯১৬, ১৩১৭

এষু, ৩৩

এষ্য, ৯৭২

এই, ৮৯২

এই বক্ষতি, ৮৯২

এহি, ১১১১, ১৩১৭

ঐ

ঐকপদিকম্, ৪৫৮

ঐকারান্তম্, ১৫৯

ঐতিহাসিকাঃ, ২৭৮, ১২৬১, ১২৮২

ঐচ্ছাঃ, ৬৩৩

ঐচ্ছাম্, ১৩২৩

ঐন্দ্রী, ৫১৯

ঐন্দ্রে, ১১৭২

ঐন্দ্র্যাম্, ১২০৫, ১৩০৪, ১৩২৯

ঐশ্বর্যকর্মণঃ, ১০৯১

ঐশ্বর্যকর্মণঃ, ৩৯৫

ঐশ্বর্যম্, ৩৮, ৩৯৫, ৯৪৫

ঐশ্বর্যোণ, ৩৯৫

ঔ

ঔকঃ, ৩৩৭, ৩৩৮, ৯৯৯

ঔকারঃ, ২১৫

ঔষঃ, ১৯০

ঔজঃ, ৭১৯, ৭৮৩

ঔজতেঃ, ৭১৯

ঔজসঃ, ৯৪৩, ৯৪৬

ঔজসা, ৬০৫, ৭১৮, ৭১৯, ৯৪৬, ১০৩৮,

১১০১

ঔদনম্, ৮১৮, ৮৮৫

ঔপ্যন্তে, ১২৭০

ঔমনা, ৭০৮

ঔমাসঃ, ৭২৫, ১৩৪১

ঔষৎ, ১০৪৪

ওষতি, ১০৪৪
 ওষদ্বয়জী, ১০৪৪
 ওষদ্বয়জী, ১০৪৪
 ওষধয়ঃ, ৫৬৬, ৭০১, ৮২৩, ১০০৫, ১০৪৪,
 ১০৪৬
 ওষধি, ১০৪৪
 ওষধিঃ, ১১৭২, ১১৭৮
 ওষধিপৰ্য্যন্তানি, ৮৪১, ৮৫৫
 ওষধি বনস্পত্যঃ, ৯৫৬
 ওষধি বনস্পতিভ্যঃ, ৯৫৬
 ওষধি বনস্পতিষু, ৮২৩
 ওষধিম্, ১৭৭৫, ১১৭৬
 ওষধীঃ, ৩০২, ৭২০, ৭২১, ৯৩২, ১০৪৬
 ওষধীনাম্, ৯৮৯
 ওষধীভ্যঃ, ৬৯১
 ওষধে, ১৪৪
 ওহম, ৬৩০

ঐ

ঔত্মিকানি, ৯১৬
 ঔদুম্বরায়ণঃ, ১৩
 ঔদ্দেশিকমিব, ৫০
 ঔপন্যাসঃ, ৩, ১৯৭, ২২৪, ২৫৪, ৩৭০, ৩৯৪,
 ৪২৯, ৪৩৪, ৬১৬, ৮০২, ১০৯০
 ঔপমিকঃ, ৩৫১
 ঔপমিকম্, ৪৯০, ৮৭৬, ৮৮১, ৮৯৫
 ঔর্ণনাভঃ, ৩২০, ৭৩৬, ১৩০২
 ঔর্ণবাভঃ, ৮৯০, ১২৬১
 ঔশিজঃ, ৭২৬
 ঔষধম্, ৬৮৯
 ঔষধাহৃত্যা, ১১১৯

ক

কতপঃ, ১০৫৩
 কংসম্, ৯১৪
 কঃ, ৬৪, ৬৭, ১২১, ১২৫, ১৩১, ১৩৫, ২৭৮,
 ৪১১, ৪১২, ৪৫৫, ৪৬০, ৪৬২, ৭৩৭,
 ৭৮৪, ৮০৭, ৯০৮, ৯৩৬, ৯৪৩, ১১২২

ককুণ্, ৮৭৬
 ককুভিনী, ৮৭৬
 কক্ষঃ, ১৯৯
 কক্ষম্, ১৯৮
 কক্ষীবন্তম্, ৭২৬
 কক্ষীবান্, ৭২৬
 কক্ষে, ৩২৬, ৩২৭
 কক্ষ্যা, ১৯৮, ৭৯৫
 কক্ষ্যাঃ, ৩৭৬
 কক্ষ্যাবান্, ৭২৬
 কচ্ছঃ, ৫২৬
 কচ্ছপঃ, ৫২৬
 কচ্ছম্, ৫২৬
 কচ্ছেন, ৫২৬
 কক্ষিৎ, ৮০৫
 কটুকিন্না, ৬০২
 কণঃ, ৮০২
 কণতিঃ, ৮০২
 কণতেঃ, ৮০২
 কণেঘাতঃ, ৬২৬
 কণেহতঃ, ৬২৬
 কণ্টকঃ, ১০৫৩
 কণ্টকোঃ, ১০৫৩
 কক্ষপ্রভবঃ, ৪২৫
 কক্ষস্য, ৪২৫
 কক্ষাঃ, ৮৩০
 কক্ষায়, ৭১৩
 কতমচ্চনাই, ২১১, ২১৩
 কতরঃ, ৯৩৬
 কতরা, ৪৫৫
 কংপয়ম্, ৭০১
 কং হ, ৭৯২
 কথম্, ৪৬, ৫৭, ৯৩, ৪৫৫, ৬৭২, ৯১৪, ১০৫০,
 ১২১১, ১২১৫, ১২১৬
 কথং হি, ৫৭
 কথ্য, ৪৫৫, ১০৫০
 কথিতম্, ১১৮৩
 কদা, ৬৫২, ১২৬৪
 কদাচন, ১৩২১

কদাচিৎ, ৪১৭
 কঙ্ক, ৭৯২
 কদ্দাতি, ২০৫
 কনতেঃ, ৫০৯
 কনিত্রদৎ, ৯৯৭
 কনীনকে, ৫০৯
 কনীনাম, ১১১৭, ১১১৮
 কনীয়াসা, ৪০৭
 কনীয়ান, ২৪৯
 কনীয়াৎসম্, ৪০৭
 কণ্ডপঃ, ১০৫৩
 কন্যকে, ৫০৯
 কন্যমোঃ, ৫১০
 কন্যা, ৩২২, ৩২৩, ৫০৯
 কন্যানাম, ১১১৮
 কপনা, ৭০৬
 কপনাঃ, ৭০৬
 কপালানি, ৯২১
 কপিঃ, ৪৩০
 কপিঞ্জল, ৯৯৯
 কপিঞ্জলঃ, ৪৩০, ৯৯৮
 কপূয়ম্, ৬৭৫
 কপূয়াঃ, ৬৭৫, ৭৬৩
 কবন্ধম্, ১০৭৯
 কম, ১০৫, ১০৭, ২৬৯, ৫২৭, ৮১৯, ৯০৭,
 ৯২৫, ৯৩২, ১০৭৪, ১০৭৯, ১১৩৪,
 ১১৪৩, ১১৪৯, ১১৮৬, ১১৯৬
 কমনঃ, ১১২২
 কমনীয়াঃ, ১৯৪
 কমনীয়াদেবঃ, ৬৮৪
 কমনীয়াভোজাঃ, ১৯৪
 কমনীয়ম্, ২০৬, ৪৩০
 কমনীয়া, ৫০৯
 কমনেন, ৫০৯
 কমুদকম্, ৫২৭
 কম্পনাঃ, ৭০৬
 কঙ্কলঃ, ১৯৪
 কঙ্কলভোজাঃ, ১৯৪
 কঙ্কোজাঃ, ১৯৪

কঙ্কোজেষু, ১৯৩
 করণাৎ, ১০৯০
 করৎ, ৬৯৩
 করতঃ, ৪১১
 করন্তি, ৩৮২
 করন্তৌ, ৭৫২
 করিষ্যতি, ৪৬, ৫৫, ৫৬, ৫৭
 করিষ্যন্তি, ৫৩৯
 করালতী, ৮০৫, ৮০৭
 করোতি, ২২৩, ২৩৬, ২৪১, ১০২৫, ১২৮৪
 করোতিকর্মণঃ, ৯৭৩
 করোতিকর্মী, ৫৩১
 করোতিকিরতী, ২৩৬
 করোতু, ৫৫
 কর্ণঃ, ৫৮
 কর্ণম্, ১০২৫
 কর্ণবন্তঃ, ৯৬, ৯৭
 কর্ণা, ১১৫৭
 কর্ণাভ্যাম্, ৮৩৩
 কর্ণৌ, ২১১, ১১৫৭
 কর্তন, ৪৮৬
 কর্তা, ৩৬১, ৩৯৪, ৬৬১, ৭১০, ৮১৯, ১১২৭
 কর্তারৌ, ৯৭১
 কর্ত্তোঃ, ৪৯৬
 কর্ম, ১২১, ১৪৮, ১৭৮, ৩২৭, ৩৩১, ৪০৬,
 ৪৩৩, ৪৫৫, ৫২৩, ৮৬০, ৮৬৬, ৮৬৯,
 ৯১১, ৯৩১, ১২৯৮, ১৩২৬
 কর্ম, কর্ম, ১৩০০
 কর্মজ্ঞানঃ, ৮৪৪
 কর্মণঃ, ৬৭৪, ৭৯৪, ১৩২৬
 কর্মণা, ২১২, ৩০২, ৭৯০, ১০৯৪, ১২১৯
 কর্মণাং, ৪৯৬, ৭৫২
 কর্মণি, ৬৪৭, ১২০৯, ১৩৫২
 কর্মণে, ১১৯৪
 কর্মতত্ত্ব, ১২১৩
 কর্মনাম, ২৬৪, ৬৩৩
 কর্মনামানি, ৩৩১
 কর্মপৃথক্কাৎ, ৮৪৭, ৮৪৮

কৰ্মভিঃ, ৩০৮, ৮০৩, ৮৫৪, ৮৫৭, ৮৮৪, ৯০৩,
 ৯৩২, ১১৯৭, ১৩১৫, ১৩২২
 কৰ্মভ্যঃ, ৯২৫
 কৰ্মবন, ৬২৯
 কৰ্মবজ্জঃ, ১১২১
 কৰ্মবসুঃ, ১২১৮
 কৰ্মসম্পত্তিঃ, ২০
 কৰ্মসু, ৫৭৯, ৬২৪, ১২১০
 কৰ্ম্মাণি, ২৮১, ২৯৪, ৩৬৫, ৩৭২, ৩৭৬, ৫৩১,
 ৫৩৯, ৫৫৭, ৬০১, ৮৪৮, ৯০৯, ১১৯৭,
 ১৩১৭, ১৩৩০
 কৰ্ম্মাশ্বানঃ, ৮৫৭
 কৰ্ম্মোপমা, ৪১৪
 কৰ্ম্মোপসংগ্রহঃ, ৫০
 কৰ্ম্মোপসংগ্রহার্থে, ৩৯
 কৰ্ম্মোপসংযোগঃ, ৩১
 কৰ্ম্মোপসংযোগদ্যোতকাঃ, ৩১
 কহিচিৎ, ১৬৪
 কলশঃ, ১১৮৯
 কলশান, ১১৮৯
 কলাঃ, ৭১১, ১১৮৯, ১১৯০
 কলিঃ, ১১৯০
 কল্পতেঃ, ৭২২
 কল্পয়াবহে, ১৩১৭
 কল্যাণকৰ্ম্মাণঃ, ১১৯২
 কল্যাণচক্রে, ১০৭৬
 কল্যাণজিহ্ব, ৯৫৭
 কল্যাণদানঃ, ৩১১, ৭৩৯
 কল্যাণদানাঃ, ৭৮৩
 কল্যাণদেবঃ, ৬৮৪
 কল্যাণনাম, ৯৯৪
 কল্যাণপাণিঃ, ৩২০
 কল্যাণপ্রজ্ঞাঃ, ১১৯২
 কল্যাণভদ্রাম্, ১২৩২
 কল্যাণম্, ২০৬, ৯৯৪
 কল্যাণমঙ্গলঃ, ৯৯৭
 কল্যাণবর্ণরূপঃ, ২০৬
 কল্যাণবর্ণস্য, ২০৬
 কল্যাণবাসাঃ, ১৬৮

কল্যাণবিদ্যাঃ, ৭৪০
 কল্যাণবীরঃ, ১০১৩
 কল্যাণবীরঃ, ৭৯
 কল্যাণসারথিঃ, ১০২১
 কল্যাণহস্তঃ, ১২৪৭
 কল্যাণীঃ, ৮৫৪
 কল্যাণীম্, ২৫৫, ১১৮৮
 কল্যাণে, ১২০৩
 কল্যাণোন্মিঃ, ৬৮৪
 কল্যাণাঃ, ৮৯৪, ৮৯৫
 কল্যাণ্যাম্, ৯০৭, ১২০৩, ১৩৩৯
 কবচম্, ৬৭৮
 কবচিনঃ, ১১৩৮
 কবতেঃ, ১২৮৭
 কবনম্, ১০৭৯
 কবয়ঃ, ৪৫৫, ৭৯৩, ৭৯৪
 কবাসথঃ, ৭৬২, ৭৬৩
 কবিঃ, ৫৮৭, ৯৫৪, ১২৮৭
 কবিতমস্য, ৭৩৭
 কবিশস্তাঃ, ১৩২৮
 কশা, ১০২৮
 কশ্চন, ১২১, ১১৭৫, ১১৭৬
 কমতেঃ, ২০০
 কসতেঃ, ৪৯৩
 কস্মাচ্চিৎ, ৮৩৫
 কস্মাৎ, ৩, ২৪৫, ২৪৭, ২৪৮, ২৬০, ২৭৩,
 ২৮৫, ২৯৪, ২৯৭, ৩০৪, ৩০৯, ৩১০,
 ৩২৪, ৩৩১, ৩৬৫, ৩৭১, ৩৭২, ৩৭৮,
 ৩৭৯, ৩৯৪, ৪০১, ৪০৩, ৪০৪, ৪১২,
 ৮৮৬, ৯০১, ৯০৬, ৯৩৪, ৯৪১, ৯৫২,
 ১০৯৯, ১১৮৯, ১২৮৮, ১২৮৯
 কস্মৈ, ১১২৩, ১১২৪
 কস্ম্যচিৎ, ৮৩৫
 কা, ৮৭৮, ১২১৫
 কাকঃ, ৪২৮, ৪২৯
 কাকুদম্, ৬৮১, ৬৮৪
 কাচিৎ, ৯৯৭, ৯৯৮
 কাচিৎকরম্, ১২৭৮
 কাঞ্চিতম্, ৬৭৮

কাঠকম্, ১০৮২	কারো, ৩২২, ৩২৩
কাণঃ, ৮০২	কার্ৎমাৎ, ১৪১
কাণুকা, ১৪৭, ৬২৬	কার্মনামিকঃ, ১২৪
কাণে, ৮০১, ৮০২	কার্ষীঃ, ৫৯
কাখক্যঃ, ৯৫৫, ৯৫৮, ৯৬৬, ৯৮১, ১০৬৬, ১০৬৯	কালঃ, ৬৭, ২৮৫, ৩১৬, ৩১৭, ১২৬৩, ১২৭০, ১২৮৬, ১২৯০, ১৩৫৪
কাস্তুঃ, ৬২৬	কালকর্ণোগোপেতঃ, ৮০৩
কাস্তুকানি, ৬২৬	কালয়তেঃ, ৩১৭
কাস্তানি, ১১২৮, ১১৩০	কালানুবাদম্, ১২৮৯
কাস্তিঃ, ৬৪২	কালে, ৬২৭
কাস্তিকৰ্ম্মণঃ, ৫০৯, ৭২৬, ৮৭৬, ১১৫১, ১১৭৯, ১২৭০	কালে কালে, ৯৮০, ১৩১৫
কাস্তিকৰ্ম্মাণঃ, ৩৭৮	কালৈঃ, ৯৫০
কাস্তিহতঃ, ৬২৬	কাশনাৎ, ১৩১২
কামঃ, ৫৮৮, ৫৮৯, ৭১৫	কাশিঃ, ৬৯৪, ৬৯৫, ৮৫৩
কামদেবতা, ৮৩৯	কাশিৎ, ৮৮২
কাময়তে, ৯১, ৭৯৭, ১০২১, ১১০৯	কাশ্যপঃ, ১৩৪২
কাময়ন্তাম্, ১৩৫৪	কাষ্ঠা, ২৭৪
কাময়ন্তে, ৭৮৯	কাষ্ঠাঃ, ২৭৪, ৯০৯, ৯১০
কাময়মানঃ, ৫০৬, ৭৬৯, ৭৯৭, ৮০৯	কাষ্ঠানাম্, ২৭৬
কাময়মানা, ১৬৮, ৩৫৭	কাষ্ঠায়্যাঃ, ১০৩৬
কাময়মানাঃ, ৬৫৪, ৯৮২	কিংদেবতাঃ, ৯৮৮
কাময়মানান্, ৭৩৬	কিংসুকম্, ১২৭৫
কাময়মানে, ১০৬২	কিঃ, ৮১৯
কাময়ামহে, ২২৭	কিঞ্চ, ১৩০২
কাময়েতাম্, ১০৬৯, ১০৭২	কিঞ্চন, ২৬৯, ৮২৮
কামবান্, ১১৫৯	কিঞ্চিৎ, ১২১, ২০৩, ৮৬০, ৮৬৯, ৯০৪, ১৩৪১
কামাঃ, ৪৮০, ৮২৯	কিঞ্চিৎ পুষ্পফলা, ১৭২
কামান্, ৭৬, ১৭২, ৫১৬	কিতবঃ, ৬৬৮, ৬৬৯
কামেন, ১৩০০	কিতবাৎ, ৪১৭
কামৈঃ, ১৩০৫	কিম্, ১২৫, ১৩৫, ১৯৯, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৭, ৬১৭, ৬১৮, ৬৬৯, ৭২৯, ৮১১, ৮১২, ১২১৫
কাম্যানি, ১২৩৫	কিংকৃতাঃ, ৮১২
কায়ঃ, ১০২৯	কিমর্থম্, ৯৯১
কায়ম্, ১৩২২	কিমীদিনে, ৭২৮, ৭২৯
কায়মানঃ, ৫০৬	কিম্, ৩৮২
কায়ৈ, ৫১৪, ৬৭৮, ৭৫৮	কিয়দ্ধাঃ, ৭৬৭
কারিতম্, ১২৭	কিয়েধাঃ, ৭৬৬, ৭৬৭
কারুঃ, ৭১০	কিরতী, ২৩৬
কারু, ৯৭১	

কিরতেঃ, ১০১৮, ১১৯০
 কিলঃ, ৫৭, ৫৮, ১৬৪, ৭৯৫
 কিষ্মিম্, ১২১৩
 কিলভিদম্, ১২১৩
 কীকটাঃ, ৮১১, ৮১২
 কীকটেব্, ৮১১
 কীর্তিম্, ১২১৩
 কীলঙ্কো, ১৪৮
 কু অক্ষিতম্, ৬৭৮
 কুচরঃ, ১৭৮
 কুজতেঃ, ৮৭৬
 কুটতেঃ, ৮০২
 কুটস্য, ৬৭৪
 কুটিলগামিনী, ১০৪০
 কুটিলানি, ৩২৮
 কুণাকম্, ১৯২, ৬৯৬
 কুৎসঃ, ৩৯৪, ৮৬৬
 কুৎসায়, ৫৫৭
 কুৎসায়াম্, ৪২৮
 কুৎসিতম্, ১৭৮, ৬৭৫
 কুৎসিতার্থীয়ম্, ৬১৬
 কুপানম্, ৪৩৬
 কুপ্যতেঃ, ৪৩৬
 কুজঃ, ৮৭৭
 কুমারঃ, ৬৫৭
 কুন্ড, ৭২৬, ৭২৭, ৮০৮, ১০৩০, ১০৮৮, ১২২৪
 কুন্ডঃ, ৭৭৮
 কুন্ডগমনাৎ, ৭৭৮
 কুন্ডজঃ, ৭৭৮
 কুন্ডঙ্গস্য, ৭৭৭
 কুন্ডতন, ৪৮৬
 কুন্ডতনা, ৪৮৭
 কুন্ডথঃ, ৪১২
 কুন্ডধ্বম্, ৬৮০, ১০৪৮
 কুন্ডষ, ৭৩১, ১২৩৪, ১২৭৬, ১২৭৯
 কুর্য়্যাৎ, ১২১, ১৩১
 কুর্য়্যাঃ, ৮৪৮
 কুর্বতী, ১২৪১
 কুর্বন, ২১১, ১১২১

কুর্বন্তি, ৩৮৩, ৭৪৩, ৮১১
 কুর্বাণঃ, ৭৫৫
 কুর্বাণাঃ, ৫৩৫
 কুর্বাণে, ২৯৪
 কুলগমনাৎ, ৭৭৮
 কুলম্, ৭৭৮
 কুলিশঃ, ৭৫৭
 কুলিশেনা, ৭৫৮
 কুলেব্, ৪৫
 কুম্মাবাঃ, ৪৫
 কুম্মাবান্, ৪৫
 কুবিৎ, ৫১২
 কুশিকঃ, ৩১৮
 কুশিকস্য, ৩১৪, ৩১৮
 কুশিকাঃ, ৮৩০
 কুষ্মতেঃ, ৬৮১, ৭৭৮
 কুসীদিনঃ, ৭৮৯
 কুসীদী, ৮১২
 কুহ, ৪১০
 কুহুঃ, ১২২৭, ১২৩০
 কুহুম্, ১২৩১
 কুপঃ, ৪৩৬
 কুপকর্ষণা, ৬৮১
 কুপনামানি, ৪৩৬
 কুপপর্শবঃ, ৪৭৯
 কুপম্, ৫২৬
 কুপে, ৪৮১
 কুলম্, ৬৯৫
 কুলশাতনঃ, ৭৫৭
 কুলানি, ৭০৭
 কুন্ডবাকুঃ, ১২৮৯
 কুন্ডবাকোঃ, ১২৮৯
 কুচ্ছম্, ২৩৬
 কুচ্ছাপত্তিঃ, ২৩২
 কৃণবন, ৫৫৬
 কৃণবাব, ৫১৮
 কৃণুতে, ৬৫৮
 কৃণুধ্বম্, ৬৭৯, ১০৪৮
 কৃণুষ, ৪৩১, ১২৩২, ১২৭৫

কৃশি, ৬৪৬, ৭২৬, ৯৫৭
 কৃশোতি, ১০২৩, ১২৮৪
 কৃশন, ৫৩৯, ৭৯৩
 কৃশতি, ৮১১
 কৃতঃ, ১৩৩, ১৯২, ৭৬১, ৯৮২, ১৩০০
 কৃতকানি, ৬২৬
 কৃতদরম, ৪৪৮
 কৃতম, ৫৯, ৬৬৯
 কৃতযানঃ, ৬৪৫
 কৃতবান্, ৬৬৯
 কৃত্যঃ, ৮১২
 কৃৎসবৎ, ২১৫
 কৃৎসবম্মিগমাঃ, ২১৫
 কৃতস্য, ৬৭৪
 কৃত্তদত্তী, ৮০৫
 কৃত্তদত্তম্, ৮০৫
 কৃষ্টিঃ, ৬৬৭
 কৃষ্টিম্, ৬৬৮
 কৃষ্টিবাসাঃ, ৪৪৯, ৬৬৮
 কৃত্যতে, ৪৭০
 কৃষ্ণা, ৫৯, ৬৯৬, ১১৯৭, ১২৮২
 কৃষ্ণী, ১২৮১, ১২৮২
 কৃদরম্, ৪৪৭, ৪৪৮
 কৃষি, ১২২৪
 কৃষ্ম, ৭০২
 কৃষ্ণতেঃ, ৯৮, ৩৯৪, ৬৬৭, ৭৭৮, ১০৫৩
 কৃষ্ণব্রম্, ৩০১
 কৃষ্ণব্রাৎ, ৩০০
 কৃপ্, ৭২২
 কৃপতেঃ, ৭২২
 কৃপয়ন্, ২৫৭
 কৃপা, ৭২২
 কৃপায়মাণঃ, ২৫৮
 কৃশানোঃ, ১১৮৪
 কৃশ্যতেঃ, ১০২৮
 কৃষিপ্রশংসা, ৮৩৭
 কৃষ্টিয়ঃ, ১১২১
 কৃষ্টিঃ, ১১২১, ১১৩৬, ১১৪০
 কৃষ্ণঃ, ১২৮৮

কৃষ্ণজাতীয়া, ১২৮৮
 কৃষ্ণম্, ২৯১, ২৯৬, ৯১৯
 কৃষ্ণবর্ণা, ২৯১
 কৃষ্ণা, ২৯০, ২৯১
 কৃষ্ণ্যতেঃ, ২৯২
 কৃতবঃ, ১২৯৪
 কৃতুঃ, ১১৮০
 কৃতুনা, ১২১৯
 কৃতুম্, ১২৭২
 ক্রেন, ৭০৯
 ক্রেনচিৎ, ১৮৩
 ক্রপয়ঃ, ৬৭৫, ৬৭৬
 ক্রবলঃ, ৯৮৯
 ক্রবলাঘঃ, ৮৩৬
 ক্রবলাদী, ৮৩৬
 ক্রবলান্, ৯৮৯
 ক্রশাঃ, ১৩১২
 ক্রশিনঃ, ১৩১৪, ১৩১৫
 ক্রশিনী, ১৩১৪
 ক্রশী, ১৩১২, ১৩১৩
 ক্রাকুবা, ৬৮২
 ক্রাকৃয়তেঃ, ৬৮২
 ক্রাকৃয়মানা, ৬৮২
 ক্রাশঃ, ৬৮১
 ক্রাশস্থানীয়ানি, ৬৮১
 ক্রৌ, ১২৬১
 ক্রৌৎসঃ, ১৪২
 ক্রৌরবাণঃ, ৬৪৫
 ক্রৌরবৌ, ২৪৯
 ক্রোপয়তি, ৮৮৭
 ক্রৎসতেঃ, ৩১৮, ১২৭৫
 ক্রতুনা, ১০৯৪
 ক্রতুম্, ৩২৬, ৩২৭
 ক্রত্বা, ৭৯০
 ক্রত্বে, ১২২৪
 ক্রন্দতি, ৩২৪
 ক্রব্যাদে, ৭২৮, ৭২৯
 ক্রমণঃ, ১১২২
 ক্রমতেঃ, ৭৩৩

ক্রমমাণধাঃ, ৭৬৭
 ক্রব্যম্, ৭২৯
 ক্রবো, ৭৩৩
 ক্রাণাঃ, ৫৩৫
 ক্রান্তকানি, ৬২৬
 ক্রান্তদর্শনঃ, ১২৮৭
 ক্রান্তানি, ১১২৮, ১১৩০
 ক্রান্তা, ২৭৪
 ক্রামতি, ৩২৪
 ক্রামতেঃ, ৫৭১, ৭৩৩
 ক্রিময়ঃ, ৭০৬
 ক্রিমিঃ, ৭৩৩
 ক্রিয়তে, ৩৩১
 ক্রিন্যমাণম্, ১৪৮
 ক্রিন্যমাণানাম্, ৪৯৬
 ক্রিয়াভিঃ, ৮১২
 ক্রিবিদতী, ৮০৫
 ক্রীতাপতিম্, ৭২৩
 ক্রীড়ন্তো, ১৪৮
 ক্রুধ্যতিকর্ম্মাণঃ, ৩৭৯
 ক্রুরম্, ৭৭৮
 ক্রোধকর্ম্মণঃ, ১১৩৭
 ক্রোধনামানি, ৩৮০
 ক্রোশতেঃ, ৩১৮, ১০২৮
 ক্রৌষ্টিকিঃ, ৯৪৩
 ক্, ১৭৮, ৪১১, ৪১২, ৫০৯, ৭৯২, ১২২১,
 ১২৩০
 কৃগন্তি, ৬৫৫
 ক্‌সঃ, ১৯৯
 কৃণঃ, ৩১৬
 কৃণিঃ, ৬৯২
 কৃণোতি, ৫২৭, ৬৯২
 কৃণোতেঃ, ৩১৬, ৬৯২
 কৃত্রাণি, ৪৪৪
 কৃয়ঃ, ৯৮২
 কৃয়ণস্য, ৭১৩
 কৃয়ন্তুম্, ৬২১
 কৃয়ার্থাৎ, ৯০৯
 কৃরতি, ৫৯১, ১১৩৩, ১২৪৩

কৃরতিনিগমঃ, ৫৯১
 কৃরতেঃ, ২১৭
 ক্কা, ২২৩
 ক্কান্তম্, ২৪৭
 ক্কাম্, ২২২
 ক্কাণিতি, ৭১১
 ক্কিতয়ঃ, ৫৫০, ৫৫২
 ক্কিপণিম্, ৩২৬
 ক্কিপ্তা, ৭০৮
 ক্কিপ্তকারিণঃ, ১০০৮
 ক্কিপ্তত্বেন, ১১৯৭
 ক্কিপ্তদ্রাবিণী, ১০৪০
 ক্কিপ্তানাম, ৫৯২, ৬৫২, ৭৩২, ৭৩৫, ১৩০৭
 ক্কিপ্তানামনী, ৬৯২
 ক্কিপ্তনামানি, ৩৮০
 ক্কিপ্তপ্রহারী, ৬৩২
 ক্কিপ্তম্, ৩৮০, ৫৮৮, ৫৯৩, ৯৭৩, ১২৬০, ১৩৫০
 ক্কিপ্তেষবে, ১০৮৪
 ক্কিয়তি, ৫৯১, ১১৩৩
 ক্কিয়তিনিগমঃ, ৫৯১
 ক্কিয়তিনিগমাঃ, ৫৯১
 ক্কিয়তেঃ, ২২৩, ১১০৩
 ক্কিয়ন্তুম্, ১০৯৯
 ক্কীরম্, ২১৭
 ক্কুদ্রম্, ১১৫৯
 ক্কুভ্যতে, ৬৫১
 ক্কুম্পম্, ৬৫১, ৬৫২
 ক্কুরপবিনা, ৬০৫
 ক্ক্‌এম্, ১১০৩
 ক্ক্‌এসাধা, ১৯২
 ক্ক্‌এস্য, ১১০৩, ১১০৪, ১১০৬
 ক্ক্‌পণম্, ৩২৬
 ক্ক্‌পণস্য, ৭১৩
 ক্ক্‌ম্মা, ১০৮৬, ১০৮৭
 ক্ক্‌ম্মা, ১০৮৭

খ

খচ্ছঃ, ৫২৬
 খচ্ছদঃ, ৫২৬

খণ্ডম্, ৩৮৯
 খণ্ডয়তেঃ, ৩৮৯
 খনতিকর্মা, ৩১৯
 খনতেঃ, ৪০৩
 খম্, ৪০৪
 খলঃ, ৩৮১, ৩৮৬, ৩৮৭
 খলতেঃ, ৩৮৭
 খলু, ৫৯, ৬০, ১৫৫, ২৭৮, ৭৮৯, ৮৮৬, ৯২০
 খলে, ৩৮২, ৩৮৬
 খশয়া, ১০২৮
 খশয়াঃ, ৪৯
 খাদতিকর্মা, ৫৩৪
 খাদিতবস্ত্, ১৩৪৬
 খানি, ১০৯২
 খিঙ্গম্, ১২৩৭
 খে, ৯৯
 খেদনম্, ১২৩৭
 খেদানুকম্পয়োঃ, ৭৯৫
 খেভ্যঃ, ৪০৩
 খ্যাতেঃ, ১৯৯, ৪৬৫
 খ্যানম্, ১৯৯, ১২৯৬
 খ্যানেন, ১৩০৮
 খ্যায়ন্তে, ৪৪৪

গ

গকারম্, ৮৮৭
 গঙ্গা, ১০৩৯
 গঙ্গে, ১০৩৯
 গচ্ছ, ৫৮৮, ৮০১, ৮০৩
 গচ্ছতঃ, ৪৬৭
 গচ্ছতাম্, ১২৬৮
 গচ্ছতি, ২৬৯, ১০৩৯, ১২২১, ১২৩৯, ১২৯২
 গচ্ছতু, ৯৯৮
 গচ্ছন্তি, ২১৪, ২৬৯, ২৭০, ৪৫০
 গণঃ, ৮২৩
 গণনাৎ, ৮২৩
 গণশ্রিভিঃ, ৯৪৮
 গণে, ৬৮৭

গণেন, ৫০০, ৭৩২
 গততমম্, ৮৮০
 গতবতে, ২৬৯
 গতভয়েন, ৭৩২
 গতভাসম্, ৮২০
 গতম্, ১৮৭
 গত্, ২১৪, ২৭০
 গতানি, ১১২৮, ১১৩০
 গতিঃ, ১১৩৪, ১১৩৬, ১৩১৬
 গতিকর্ম্মণঃ, ৮০, ১৭৮, ২২৩, ৩১৬, ৩১৭,
 ৩৬২, ৪৩০, ৪৪৪, ৫০৪, ৮৮১, ১০০৬,
 ১০১২, ১০২২, ১০২৬, ১০৫৩, ১০৭৩
 গতিকর্মা, ১৯৩, ৬৯৮, ১১১৫
 গতিকর্ম্মণঃ, ৩৮০
 গতিকুৎসনা, ২০৫
 গতিচলাকর্ম্মণঃ, ৪৬৭
 গতার্থস্য, ১৫৭
 গত্, ১৮৭
 গধ্যতিঃ, ৬৪৫
 গধ্যত্য়ান্তরপদম্, ৬৪৪
 গধ্যম্, ৬৪৫
 গনীগতি, ১০২৫
 গস্তা, ৬৫৪
 গন্তঃ, ৬৫৬
 গন্ধর্ব্বঃ, ২২৫
 গন্ধর্বাঃ, ৩৭০
 গভস্তিপূতঃ, ৬১০
 গভস্ত্যোঃ, ৬০২
 গভীরঃ, ১২০৫
 গমথ্যে, ২২৭
 গমনপাতিনৌ, ৮১৬
 গমনম্, ১১৩, ৫৪৫
 গমনবেধিনৌ, ৮১৬
 গমনাৎ, ১০৩৯, ১১৬৮, ১২৭৩
 গমনানি, ৪৮৫
 গমনায়, ২২৭
 গময়, ৯৫৭
 গময়তি, ২২০, ২৬৯
 গময়ন্ত, ১৩৪৮

গমেঃ, ১২১৩
 গম্ভীরকৰ্ম্মাণঃ, ১২০০
 গম্ভীরপ্রজ্ঞাঃ, ১২০০
 গম্ভীরবেপসঃ, ১২০০
 গম্যতি, ৯৯৪
 গম্মশিরসি, ১৩০২
 গরণবান্, ৮৯৯
 গরমাণরোহি, ৭৫৬
 গরিতা, ৭১
 গরুষ্কন্ডম্, ৮৯৯
 গরুস্থান্, ৮৯৯
 গরুধম্, ৭৫৭
 গর্তঃ, ৩৫৩, ৩৫৫, ৩৫৭
 গর্তম্, ৩৫৭
 গর্তারুক্ষ, ৩৫২
 গর্তারোহিণী, ৩৫৩
 গর্তেষ্ঠাঃ, ৩৫৬
 গর্তঃ, ২৮৯, ১১২৩, ১১২৪, ১১৫৩
 গর্তনিধানীম্, ৩৬৩
 গর্তম্, ৫৪২, ৫৪৩, ৭৩৩
 গর্তস্য, ১১৫২
 গর্তাঃ, ৫৪৩
 গহ্ন্যাম্, ১৯৮
 গহ্ন্যঃ, ১৩৭
 গল্দয়া, ৭৮৪
 গল্দাঃ, ৭৮৫
 গলনম্, ৭৮৫
 গবাম্, ৬৯৮, ১০৩৪, ১০৩৬
 গবি, ২১৭, ২২৪, ৬২৮
 গব্যা, ২২০
 গব্যুঃ, ৮১০
 গাঃ, ৫৩৫, ৬৯৭, ৬৯৮, ৭১০, ১০২৩
 গাৎ, ৩৪১
 গাতুঃ, ৫৫৬
 গাতুম্, ৫৪৫, ৫৫৬
 গাতেঃ, ২১৫
 গাথামিশ্রম্, ৪৮১
 গাথিনঃ, ৮২৮
 গাথঃ, ১৯০

গাথাঃ, ৩১২
 গাম্, ১১০৪
 গায়ত, ৮২৮
 গায়তঃ, ৮৭৫
 গায়তি, ৮৫, ৮৭
 গায়তেঃ, ৮৭, ৮৭৫
 গায়ত্রম্, ৮৫, ৮৭, ৯০৪, ১৩৪১
 গায়ত্রিণঃ, ৬০৩
 গায়ত্রী, ৮৫৯, ৮৭৫
 গায়ত্রীম্, ৮৭৭
 গায়ন্তি, ৬০৩
 গার্গ্যঃ, ৩১, ১১৮, ৪০৬
 গার্হস্মদম্, ৯৯১
 গালনেন, ৭৮৪
 গালবঃ, ৪৭০
 গাবঃ, ১৫৭, ২২৬, ২২৭, ২৮১, ২৮২, ৭০৯,
 ৭১১, ৭২০, ৮১১, ১১১৭, ১১১৯, ১২৭২,
 ১২৭৩
 গাবা, ১০৬২
 গাবৌ, ১০৬৩
 গাহতেঃ, ১৯৯
 গিরঃ, ১০৯, ৬৫২, ১০৮৪, ১৩৩২
 গিরতি, ৯৯৮, ১১২৩
 গিরতিকৰ্ম্মা, ৭২১
 গিরতেঃ, ৩২৭, ৯৯৮
 গিরা, ৭৭১, ৭৮৪, ১০৮১
 গিরিঃ, ১৭৮, ১৭৯
 গিরিভ্যাঃ, ৮১৮
 গিরিম্, ৮০১, ৮০৩
 গিরিষ্ঠাঃ, ১৭৮
 গিরিশ্রায়ী, ১৭৮
 গিরীণাম্, ৩০৬
 গিরেঃ, ৬৫০
 গিৰ্বশসে, ৭৪১
 গিৰ্বশাঃ, ৭৪১
 গিলতি, ১০৩৬
 গীত্যা, ৭৮৪, ১০৮১
 গীর্ভিঃ, ৭৪১
 গুণঃ, ৪১০, ৮২৩

শুণাঃ, ১১২৪
 শুগান, ১১২৪
 শুগেন, ১১৮, ১৩০, ১৮২, ৪০৭
 শুপ্তাঃ, ২৮২
 শুরতেঃ, ৩৫৫
 শুক্রম্, ২১২
 শুরোঃ, ২১২
 শুর্বাষ্মা, ৮৯৯
 গুঢ়ম্, ৮৩৫
 গৃহতে, ৬৫৮
 গৃহতেঃ, ১২৩০
 গৃগতি, ৫৫৩
 গৃগতিকর্মা, ৭২১
 গৃগাত্ত, ১২৫৮
 গৃগাতেঃ, ১০৯, ৩২৭, ৩৫৩, ৩৫৭, ৭৫৭, ৯৯৯,
 ১০০৬
 গৃগাত্যর্থ, ৯৯৮, ১১২৩
 গৃগানা, ১২৫৮, ১২৫৯
 গৃগামি, ৬২১
 গৃগীষে, ১১৬৩
 গৃৎস, ৯৯৯
 গৃৎসমদঃ, ৯৯৯
 গৃৎসমদনঃ, ৯৯৯
 গৃৎসমদম্, ৯৯৮
 গৃভেঃ, ১১২৩
 গৃহদ্বারঃ, ৯৬৬
 গৃহনাম, ৪৭৫, ৪৭৭
 গৃহনামানি, ৪০৩
 গৃহপতিম্, ৬২৪, ৬২৫
 গৃহাঃ, ৪০৩
 গৃহাণ, ১০৫৫
 গৃহান্, ৪৭৭
 গৃহীতম্, ১৬৪, ৯৯১
 গৃহীত্বা, ৩১২
 গৃহে, ৫৫৫, ৫৫৬, ৮৫৪, ৯৫৪, ১১৯৮, ১২৫৩
 গৃহে গৃহে, ১০৩২
 গৃহেযু, ১০০৯
 গৃহুস্তি, ৪০৩
 গৃহুতি, ১১২৪

গৃহুতিকর্মা, ৭২১
 গৃহুতেঃ, ৩২৭, ৬৪৫, ১০০৬
 গৃহুস্তে, ১১২৪
 গো, ১২৪৩
 গোঃ, ২২৬, ৫৫৫, ৬৯৭, ৬৯৮, ৭৬৩, ৭৬৬,
 ৭৬৭
 গোধুক্, ১২৪৭
 গোনাম, ৫৩৫
 গোনামানি, ৩৭৯
 গোপয়তম্, ৫৮০
 গোপাঃ, ৩৯৬, ৮৬৩, ১৩৩৭
 গোপায়, ২১১
 গোপায়তু, ১২৫৩
 গোপায়ন্ত, ১২৫৩
 গোপায়িতব্যম্, ৫৮১
 গোপায়িতা, ৩৯৭, ৩৯৯, ৮৬৩
 গোপায়িতারঃ, ৫৮১
 গোপিতা, ৭৪৫
 গোপীথায়, ১১৪৯
 গোপুণি, ১৩৩৮
 গোপ্তী, ১২৫৩
 গোভিঃ, ২১৫, ২১৯, ২২০, ৫৩৫, ৫৯১,
 ১০১৩, ১০২৭
 গোমতি, ৭৫২
 গোমান্, ৫৯১
 গৌঃ, ১২, ১১৮, ২১৪, ২২০, ২২২, ২২৩,
 ২২৪, ২২৫, ২৪০, ২৪১, ২৬৯, ৫৫৪,
 ৯৫৫, ১২৪৩, ১২৪৪
 গৌরঃ, ১২৪০
 গৌরী, ১২৪০
 গৌরীঃ, ১২৪১
 গ্নাঃ, ৪৫০, ১১৬৮, ১৩৫৪
 গ্রহম্, ১৭৪
 গ্রহেযু, ১০৫
 গ্রভায়, ৩৩৭
 গ্রসিত্ততমঃ, ৭২১
 গ্রসিষ্ঠঃ, ৭২০
 গ্রস্যস্তে, ৫৭৩, ৭৬২
 গ্রহীতব্যঃ, ৩৩৮

গ্রামম্, ১০৫০
গ্রামাৎ, ১০৪৮
গ্রামৌ, ৩৮১
গ্রাবন্, ১০০৬
গ্রাবভ্যঃ, ১০০৮
গ্রাবস্তুতিঃ, ৮৫৭
গ্রাবহস্তাসঃ, ৯৪২
গ্রাবাণঃ, ১০০৬
গ্রাহয়তি, ৪৪
গ্রীবা, ৩২৭
গ্রীবায়াম্, ৩২৬, ৩২৭
গ্রীষ্মঃ, ৫৭২, ৫৭৩, ৮৬৫
গ্রীষ্মান্তে, ৮২২
গ্রায়ন্তঃ, ১৭৪

ঘ

ঘনঃ, ১৮৮, ১০৩৫
ঘন্মঃ, ১২৪৭
ঘন্মধুক্, ১২৪৫, ১২৪৮
ঘন্মন্, ৮১১, ৮১২, ১২৪৪, ১২৪৫
ঘসৎ, ১২৭৮
ঘসেঃ, ২১৭
ঘা, ৫৩৯, ৭২৩, ৭২৪
ঘুষ্যতেঃ, ১০০৮
ঘৃতপৃষ্ঠঃ, ৫৬৭, ৫৬৮, ৬১৫
ঘৃতপ্রসাবিন্যঃ, ১৩৩২
ঘৃতপ্রসাবিন্যঃ, ১৩৩২
ঘৃতস্, ১৯৩, ৯২০, ৯৮৯, ১১০৬
ঘৃতবৎ, ১১২১, ১১২২
ঘৃতশ্চ্যতঃ, ১১২৬
ঘৃতসানিন্যঃ, ১৩৩২
ঘৃতসারিন্যঃ, ১৩৩২
ঘৃতস্নঃ, ১৩৩২
ঘৃতস্য, ৮৯৪, ৮৯৫
ঘৃতেন, ৯১৯, ৯২০, ৯৮০, ৯৮২, ১১৫৫, ১১৫৬
ঘোরখ্যানায়, ৭২৯
ঘোরক্ষসে, ৭২৮, ৭২৯

ঘোষঃ, ১০০৮
ঘোষম্, ১০০৮, ১০১৫
ঘ্রংসঃ, ৭৬২
ঘ্রংসম্, ৭০৮, ৮২২
ঘ্রংসে, ৭৬২
ঘ্রন্, ৯১০
ঘ্রজি, ৫০৪

চ

চ, ৫, ১৪, ১৭, ৪০, ৪৭, ৫১, ৫২, ৫৪, ৫৯,
৬২, ১০৪, ১১৪, ১১৭, ১১৮, ১২১, ১২২,
১২৪, ১২৫, ১২৭, ১৩১, ১৩৩, ১৩৫,
১৪১, ১৪৮, ১৬২, ১৬৩, ১৬৭, ১৭৪,
১৯৬, ২১১, ২১৪, ২১৯, ২২০, ২৪৯,
২৫৫, ২৬০, ২৬৮, ২৭০, ২৭৮, ২৯৬,
৩০৪, ৩১৬, ৩২৩, ৩২৫, ৩৪৬, ৩৬৩,
৪২২, ৫০৩, ৫৭৭, ৮১২, ৮৫৪, ৮৫৯,
৯১৫, ৯৩৪, ৯৩৬, ৯৪৬, ৯৫২, ৯৫৪,
৯৫৭, ৯৫৯, ৯৬১, ৯৬৪, ৯৬৭, ৯৭০,
৯৭৩, ৯৭৫, ৯৮০, ৯৮২, ৯৮৬, ৯৮৯,
৯৯০, ৯৯৭, ৯৯৮, ১০১৫, ১০২৭, ১০২৯,
১০৩০, ১০৩৫, ১০৩৯, ১০৪৪, ১০৪৬,
১০৬৬, ১০৬৯, ১০৭১, ১০৭২, ১০৭৬,
১০৭৭, ১০৭৯, ১০৮০, ১০৮১, ১০৯৭,
১১০৪, ১১০৭, ১১২১, ১১২৪, ১১২৮,
১১২৯, ১১৪৬, ১১৪৮, ১১৫৩, ১১৫৫,
১১৫৯, ১১৬৫, ১১৬৯, ১১৭১, ১১৭২,
১১৮৫, ১১৮৬, ১১৯২, ১১৯৭, ১২০৩,
১২১০, ১২১১, ১২১৪, ১২১৯, ১২২২,
১২২৪, ১২২৯, ১২৪১, ১২৫০, ১২৬৬,
১২৬৯, ১২৭১, ১২৭৬, ১২৮২, ১২৮৪,
১২৯২, ১২৯৬, ১২৯৭, ১২৯৮, ১৩০০,
১৩০৫, ১৩০৯, ১৩১৩, ১৩১৪, ১৩২২,
১৩২৮, ১৩৩০, ১৩৩২, ১৩৩৪, ১৩৩৫,
১৩৪১, ১৩৪৪, ১৩৪৬, ১৩৫০, ১৩৫২,
১৩৫৪

চকতেঃ, ৫৭১
চক্ধঃ, ২০৪
চক্ধাতি, ২০৫

চকমে, ১২৩২

চকর্থ, ৪৫০, ৬৯৯

চকার, ২৩৪, ২৩৬, ২৪০, ৩৬১, ৩৬৩, ৬৪৩,
৬৬৫, ৭৯৭

চক্রধ্বং, ৭৮৭, ১০৬৬

চক্রম্, ৫৭১, ৫৭৬

চক্রযুক্তে, ৪৫৫

চক্রিয়া, ৪৫৫

চক্রুঃ, ৭৯৪

চক্রো, ৫৭৪

চক্রৎ, ৬৬৫

চক্রদানম, ৬৬৫

চক্রসা, ১৩০৭, ১৩০৯, ১৩১০, ১৩১২

চক্রসে, ১০৪৪

চক্রুঃ, ৪৬৪, ৪৬৫, ১২৯৬

চক্রুত্বে, ১১৮৩

চত্বঃ, ৩৫৮, ৯৮৯, ১২২১, ১২৪৩

চতুরঃ, ৪১৭, ১০০৩

চতুর্থেন, ৮৭৭

চতুর্থার্থশ্রেণী, ১৫৯

চতুর্থ্যাম্, ৯৪

চতুর্দশ, ৪৩৬

চতুর্বিংশতিঃ, ৪৩২

চতুশ্চছারিংশৎ, ৪৩২

চতুষ্টম, ১৪

চতুষ্পদী, ১২৪১

চতুষ্পদে, ১২৮৭

চতুষ্পাদভাঃ, ১২৮৭

চত্বারঃ, ৪০, ৩৭০, ৩৮৩, ৩৯৫

চত্বারি, ৫, ১১৭, ৩৯৫

চন, ৬৬৬, ১২৩৮

চনঃ, ৭৪৭

চন্দতেঃ, ১১৭৯

চন্দনম্, ১১৭৯

চন্দ্রঃ, ১১৭৮, ১১৭৯

চন্দ্রমসঃ, ৫৫৫, ৫৫৬, ১১৭৪, ১১৭৬

চন্দ্রমসম্, ২২৫, ১১৭৬

চন্দ্রমসা, ৮৬৯

চন্দ্রমাঃ, ২২৫, ৬৬০, ৬৬১, ৬৬২, ৮৫৫,
১১৭৮, ১১৮০, ১১৮১, ১২২৭

চন্দ্রাগ্রাঃ, ১৩০০

চমস্তি, ১০৯৯

চমসঃ, ১০৯৯, ১৩৩৭, ১৩৩৮

চমসম্, ১০৯৯

চমসস্য, ১১৯৭

চমেঃ, ১১৭৯

চম্বোঃ, ৫৪২, ৫৪৩

চয়সে, ৫৫৮

চরণায়, ৫৩০, ৭৬৭

চরণে, ৫৭৮

চরতঃ, ২৯০, ২৯৩

চরতি, ১৭০, ১৭২, ১৭৮, ৯৩০, ৯৩১, ১০৮৬,
১০৮৭

চরতিকর্মা, ১২০২

চরতে, ৭২৯

চরতেঃ, ২১৯, ৫৭১, ৭২৮, ৯৭৭

চরথঃ, ১২৬৪

চরথায়, ৫৩০

চরথ্যে, ৭৬৬

চরন্ত্যা, ১১১৯

চরাথা, ১১১৭, ১১১৯

চরতিঃ, ২৪৯

চরিস্কৃ, ৯৩৪

চরুঃ, ৭২৮

চর্করীতবৃত্তম্, ৩২৮, ৭৭৫

চর্ম, ২১৯

চর্মশিরাঃ, ৪১৩

চর্বাণিঃ, ৬৭৪

চর্বাণীধৃতঃ, ১৩৪১

চর্বাণীনাম্, ১৩০৫

চলতি, ৪৬৭

চলাচলাসঃ, ৫৭৬

চলিততমা, ৩৮৩

চষ্টেঃ, ৯৭, ৪৬৫

চঙ্কন্দ, ৬৩৯

চাকন, ৭৯৬

চাতয়তিঃ, ৮০৪

চাতয়সি, ৫৫৮
 চাতয়ামঃ, ৮০৩
 চাতয়ামসি, ৮০১
 চাক্ষম্, ১১৭৮
 চাক্ষমস্য, ৩২৭
 চায়তিপ্রকৃतीনি, ৪০৫
 চায়তিপ্রভৃतीনি, ৪০৫
 চায়ন, ৭৯৭, ১১৭৮
 চায়নীয়ম্, ৪৭২, ১২৭১, ১২৯৬
 চায়নীয়াগ্রাণি, ১৩০০
 চায়মানঃ, ৫০৬
 চায়িতা, ৬৭৪
 চারু, ১১৭৯
 চারুঃ, ৯৭৭
 চারুম্, ১১৪৯
 চিকিতে, ৭৫৪
 চিকিৎসঃ, ৭২১
 চিকিৎসান্, ২৫২, ২৫৬, ৯৫৪
 চিকীৰ্ষিতঃ, ৯১০, ৯২১
 চিকীৰ্ষিতজঃ, ৬৯২
 চিৎ, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ১০৭, ৩৩৭, ৪১৭, ৪৩৯,
 ৪৪১, ৪৫১, ৬০৭, ৬০৮, ৬৪৮, ৬৬৩,
 ৭০১, ৮১৬, ৮৩০, ৮৫৭, ১০৩২, ১১৩৬,
 ১২৯১
 চিতাঃ, ৬০৮
 চিস্তম্, ৬৪, ৬৮, ১০৫৫
 চিস্তানি, ১০৫৫
 চিস্তিভিঃ, ২৪০, ২৪২
 চিত্র, ৪৭২
 চিত্রঃ, ২৮৭
 চিত্রম্, ২৮৮, ৪৭২, ১২৭১, ১২৯৬
 চিত্রা, ৫৩২
 চিত্রেশ, ৭৫৪
 চিত্রা, ১২৮৮
 চিরম্, ১১৫৫, ১১৭৯, ১৩৩২
 চিরঞ্জীবনায়, ১৩৩৯
 চিরলব্ধঃ, ১১৫৩
 চিশ্চাক্ণোতি, ১০১৭
 চীবরম্, ১২৫৫

চুক্রধম্, ৭৮৪
 চেৎ, ১২১, ১২২, ১৩৫, ১৬১, ১৭৮, ২২০,
 ২৩১, ১৩২১
 চেততেঃ, ৬৮
 চেতনাবদ্ধৎ, ৮৫২, ৮৫৫
 চেতনাবান্, ২৫৬, ৯৫৪
 চেতয়ধ্বম্, ৮৩০
 চেতয়জী, ৯৭৩
 চেতয়মানা, ৯৭৩
 চেতয়সে, ৬০৮
 চোদয়, ৫১৩, ১০২৯, ১০৩০
 চোদয়ৎ, ১১৫২
 চোদয়তি, ৮৮৩
 চোদয়সি, ১২১৪
 চোদয়সি, ১২১৩
 চোক্ষুয়তে, ৭৭৫
 চোক্ষুয়মাণঃ, ৭৭৪, ৭৭৫
 চ্যবনঃ, ৫৩০
 চ্যবনম্, ৫৩০
 চ্যবানম্, ৫৩০
 চ্যাবয়তি, ১১৮২
 চ্যাবয়তে, , ১১৮৩
 চ্যাবয়িতা, ৫৩০

ছ

ছন্দঃ, ৮৭৮, ৮৮০
 ছন্দাংসি, ৮৭৩, ৯৯০
 ছন্দোদেবতাঃ, ৯৯০
 ছন্দোভ্যঃ, ৩
 ছাদনাৎ, ৮৭৩
 ছাদ্যতে, ৫২৭
 ছান্দোমিকম্, ৯১২, ৯২৩
 ছেদনম্, ১২৩৭

জ

জক্ষিবাংসঃ, ১৩৪৬
 জগৎ, ৫৯২, ১০১৫
 জগতঃ, ১২৯৬

জগতী, ৮৬৮, ৮৮০

জগাম, ১২২১

জগুরিঃ, ১২১৫

জগ্ম, ৪৮৭

জগ্মুঃ, ১৮৭

জগ্মিঃ, ৬৫৪

জগ্মুঃ, ১৮৭

জগ্মুষঃ, ১৩৪৮

জগ্মুষে, ২৬৯

জঘনম্, ১০২৯

জঘনান্, ১০২৯

জঘনানি, ১০২৯

জঘন্ধান্, ২৮১, ৯০৯

জঘান, ৩৯৪, ৪৫৯

জঘিবান্, ২৮৩

জঙ্গমম্, ৫৯৩, ১০১৫

জঙ্গমস্য, ১২৯৭

জঙ্গম্যতেঃ, ১২১৫

জঙ্ঘন্যতে, ১০২৯

জঙ্ঘাতীঃ, ৭৪৯, ৭৫০

জঙ্ঘাতে, ১২৮২

জঙ্ঘে, ২৩৯, ৮০৪

জঙ্ঘিষে, ১৪৫

জঠরম্, ৪৮৭

জনম্, ২৪৫, ১২৯২

জনমান, ৭১৮

জনয়ঃ, ৯৬৬

জনয়তি, ১১৪৬

জনয়ন্ত, ৩৬১, ৩২৪, ৬২৫

জনয়ন্তি, ৩৬২, ৯৪৬

জনয়াক্কার, ১২৮২

জনয়ামি, ৭২৩, ৭২৫

জনয়িতা, ৫৪২, ১০৯৬

জনয়িতুঃ, ৩৩১

জনয়িত্র্যো, ৯৭৫

জনশ্রিয়ম্, ৭০৪

জনাঃ, ১১৩২

জনী অনু, ১৩০৭, ১৩০৮, ১৩০৯, ১৩১০,

১৩১২

জনাৎ, ২৪৫

জনান্, ১১২১, ১৩১২

জনানাম্, ১১১৫, ১১১৬

জনায়, ৫৫৬

জনাঃ, ১০৯৪, ১০৯৫, ১১৩২

জনিতা, ৫৪২

জনিত্রী, ৯৭৫

জনিত্বম্, ৫৪৭, ১১১৭

জনিবতঃ, ৪৫০

জনিস্ট উ, ১২৩৫

জনিস্টো, ১২৩৫

জনিব্যমাণঃ, ১১১৮

জনিব্যমাণে, ৭১৯

জনীনাম্, ১১১৭, ১১১৮, ১৩৫৪

জনুষম্, ৯৯৭

জন্তোঃ, ৫৩৭

জন্ম, ৯৯৭

জন্মনি, ১২০৯

জন্মসু, ১২০৯, ১২১০

জন্মানি, ১০৪৬, ১৩০৯

জন্মঃ, ১০৯৫

জবাক্, ৭৫৬, ৭৫৭

জমতেঃ, ৩৬২

জমদগ্নয়ঃ, ৯২৩

জমদগ্নিভিঃ, ৯২৩

জন্তয়, ৩৯২

জন্তয়া, ৩৯১

জন্তরন্তঃ, ১৩৫০

জয়তাম্, ১০৩২

জয়তি, ১০১৭, ১০১৮

জয়তু, ১০১৩

জয়তেঃ, ১০২৩

জয়থ, ৬৭৯

জয়নম্, ৬৭৯

জয়নাৎ, ১০৩৬

জয়াথ, ৬৭৯

জয়ামঃ, ১১০৪

জয়ামসি, ১১০৪

জয়েম, ৫৮৫, ১০২৩

জরতে, ৫৫৩
 জরতেঃ, ১০৮৮
 জরমাণরোহি, ৭৫৬
 জরসা, ১২৩৮
 জরয়া, ১১৫২, ১২৩৮
 জরয়িতা, ৪১৮, ৬৭৪, ১১১৮
 জরা, ১০৮৮
 জরাবোধ, ১০৮৮
 জরায়, ৫৭৬
 জরায়ুঃ, ১১৫২
 জরায়ুস্থানীয়ম্, ১১৫২
 জরিতা, ৭১
 জরিত্রে, ৭০, ৭১
 জরুথম্, ৭৫৭
 জলচরগতিঃ, ৮৮০
 জলচরম্, ৭৯৩
 জলেভবম্, ৭৯৩
 জলেশয়ম্, ৭৯৩
 জঙ্ঘল্যমানঃ, ৮৮০
 জল্হবঃ, ৭৮৬
 জবতে, ৪৩০
 জবতেঃ, ৫৭৯, ৭০৭
 জবমানরোহি, ৭৫৬, ৯৬৪
 জসুরিম্, ৫৫০
 জস্তম্, ৫৫২
 জহা, ৪৫৯, ৪৬০
 জহতি, ৪০১
 জা, ৭২৪
 জাগর, ১১৪৪
 জাগরণাৎ, ১০০৬
 জাগরুকঃ, ১৩৩
 জাগর্মি, ১১৪৫
 জাগৃতঃ, ১৩৩৪, ১৩৩৫
 জাগৃবিঃ, ১০০৪, ১০০৬
 জাজ্জল্যমানম্, ৫৯৫
 জাট্যঃ, ১৩৩
 জাতঃ, ৯০২, ৯০৭, ৯৮৮, ১০০৫, ১০৯৪,
 ১১১৭, ১১১৮, ১১২৩, ১১২৪
 জাতধনঃ, ৯০১

জাতপ্রজ্ঞানঃ, ৯০১
 জাতম্, ৫৪৭, ৯৪৩, ৯৪৬
 জাতবিশ্তঃ, ৯০১
 জাতবিদ্যঃ, ৯০১
 জাতবিদ্যাম্, ৮৫
 জাতবেদঃ, ৪২৫, ৯৫৪
 জাতবেদসঃ, ৯০২
 জাতবেদসম্, ৯০৩, ৯০৪, ১২৯৪
 জাতবেদসানাম্, ৯০৪
 জাতবেদসী, ৯০৪
 জাতবেদস্যম্, ৯০৪
 জাতবেদস্তম্, ৯০২
 জাতবেদাঃ, ৫৯২, ৫৯৩, ৮৯৪, ৮৯৬, ৯০১,
 ৯০৫
 জাতশ্রিয়ম্, ৭০৪
 জাতস্য, ৯৯৫
 জাতা, ১২৬৬
 জাতাঃ, ১০৪৬
 জাতানি, ৯০১, ১১৬২, ১৩০৯
 জাতাম্, ৩৪৬
 জাতে, ৮৮, ৪৫৫, ৭১৮, ৭১৯
 জাতৌ, ১২৬৬
 জানতে, ১৫৩, ৪৯২
 জানস্তম্, ১৪৬, ১৫৩
 জানপদীষু, ১৫৫
 জানামি, ২৩৯
 জানীতম্, ৪৮১, ৬৬২
 জাম্, ৩৬২
 জাময়ঃ, ৩৪৯, ৫৩৯
 জাময়ে, ৩৬০, ৩৬২
 জামাতা, ৭২৪
 জামাতুঃ, ৭২৩
 জামি, ৫৪০, ১১০৬, ১১০৭
 জামিঃ, ৩৬২, ৩৬৩
 জায়তে, ২৩, ২৭৮, ৩০১, ৬২৫, ৭২৯, ৮১৯,
 ৮২০, ৮৮৭, ৯১৩, ৯১৪, ৯৩০, ৯৩১,
 ৯৪৬, ৯৫৫, ৯৫৬
 জায়ন্তে, ৫৪৩, ৯৫৬

জায়মানঃ, ২৯৬, ২৯৭, ৫০৬, ৯৮৮, ১০৯৪,
 ১১৮০
 জায়মানাৎ, ৯৭৭, ৯৭৮
 জায়মানে, ১১৬৮
 জায়সে, ৬৯১
 জায়া, ১৬৬, ১৬৮, ৩৫২, ৩৫৭, ৮৫৪, ৯৬৬,
 ১২৮৪
 জায়াঃ, ৯৬৬
 জায়ানাম্, ১১১৮, ১৩৫৫
 জায়েত, ১২৩৫
 জারঃ, ৪১৮, ৪১৯, ৬৭৪, ১১১৭, ১১১৮
 জারয়ামি, ১৪৭, ৭৪৪
 জারিণী, ১২৭৩
 জালম্, ৭০৯, ৭৩১, ৭৯২, ৭৯৩
 জিগর্জিঃ, ৭২১
 জিগায়, ১০৩৪, ১০৩৫, ১০৩৬
 জিঘর্স্তে, ৯২০
 জিঘাংসন্তে, ৪৮৭
 জিন্যতেঃ, ১০২৩
 জিহতিঃ, ৭৭৯
 জিহতি, ৭৭৯, ৯১৮
 জিহ্বাঃ, ৪৪৯
 জিহ্বাঃ, ১২৬৬
 জিহ্বীতেঃ, ৯৭৭
 জিহ্বাম্, ৯৭৭
 জিহ্বানাম্, ৯৭৭
 জিহ্বায়ন্ত্যঃ, ১১২
 জিহ্বা, ৬৮২
 জীর্ণঃ, ৪৩০
 জীর্ণাঃ, ৪৪৯
 জীব, ৩৪৫
 জীবগৃভঃ, ৪১৫
 জীবতঃ, ৭৯২
 জীবতি, ৭০৯
 জীবতু, ৫৬৬
 জীবনঃ, ১৩১
 জীবনকর্মণঃ, ১২৫৫
 জীবনায়, ১০৭, ১০৮, ১১৫৫, ১৩৩২
 জীবন্তি, ১২৪৩

জীবসে, ১৩৩৯
 জীবাতিবে, ১১৫৫
 জীবাতি, ৫৬৫
 জীবাভূম্, ১১৮৮
 জীবাৎ, ৭৯২
 জীবিকাম্, ১১৮৮
 জুজুয়াণাসঃ, ৭৪৬
 জুষধম্, ৩৬৭, ৩৭০
 জুষষ, ১২২৯
 জুষাণঃ, ৮৯৪, ৮৯৬
 জুষাণাঃ, ১৩৪৬
 জুষেধাম্, ১০৬৬
 জুষ্টঃ, ৪৭৬
 জুষ্টম্, ৫১৮, ৭৪১, ৯২৫
 জুহবাক্ষকার, ১১৩১
 জুহমঃ, ১১৬২
 জুহরে, ৫৩৩
 জুহোত, ১১২১, ১১২২
 জুহোতি, ৯৮৬
 জুহোতিঃ, ১১২২, ১২৩০
 জুহোতেঃ, ৮৯০
 জুহোমি, ১৩৩২
 জুহুৎ, ১১৩১
 জুহা, ১৩৩২
 জুহিরে, ৫৩৩
 জুহে, ১১৪৪, ১১৪৫
 জুতিঃ, ১১৩৪
 জুর্নিঃ, ৭০৭, ৭০৮
 জ্জৈতব্যানি, ১০১৩
 জ্জৈতা, ১১৯৬
 জ্জৈতানি, ১০১৩
 জ্জৈত্রায়, ৪৮৯
 জ্জোষাঃ, ১১৯৪
 জ্জোষয়মাণাঃ, ৭৪৬
 জ্জোষয়িতব্যম্, ৬৬৫
 জ্জোষয়িত্রৌ, ১০৬৬, ১০৬৮
 জ্জোষয়েতে, ৯৭৭
 জ্জোষবাকম্, ৬৬৫, ৬৬৬
 জ্জোপ্তী, ১০৬৬, ১০৬৮

জোহবীমি, ১২৩১

জোহবা, ৬৮২

জ্যোতিঃ, ৫৪৩

জ্যোতীন, ৫৪৩

জ্ঞান প্রশংসা, ১৬৩

জ্ঞানম্, ১৬৭

জ্ঞানবিধূতপাপ্ণা, ১৬৫

জ্ঞানস্য, ৩৯৯

জ্জা, ১৩৪৮

জ্জা, ১৩৪৮

জ্জা, ২২০, ১০২৩, ১০২৫

জ্যায়ঃ, ২০৩

জ্যায়সা, ৪০৭

জ্যায়ঃ, ১০১৯

জ্যায়ান্, ৪১০

জ্যায়ান্‌সম্, ৪০৭

জ্যেষ্ঠম্, ২৪৯, ৩৬০

জ্যেষ্ঠম্, ১০২৫

জ্যোতিঃ, ১৮৮, ২৮৭, ২৮৮, ৫৩১, ৫৩২, ৫৯৫,
৭৮৭, ৯৩৯, ৯৭১, ১১৫২, ১২০৫, ১৩১০,
১৩১৩

জ্যোতির্জরায়ুঃ, ১১৫২

জ্যোতির্ভাগঃ, ১২৬৩

জ্যোতির্ভিঃ, ২৬৮, ২৭১

জ্যোতিবঃ, ২৭৮, ১১৫৭, ১২৫৯

জ্যোতিবা, ২৯৬, ২৯৭, ৭৮৯, ১১৩৬, ১১৪০,
১২৬১

জ্যোতিবাম্, ২৬০, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮, ২৭০,
২৭১, ২৮৭, ২৮৮, ২৯৭

জ্যোতিবী, ৮৯২, ৯০০, ৯০৪, ৯০৫, ৯১৩,
৯৪০, ১৩১৪

জ্যোতী, ৫৩১

জ্যোতীংঘি, ২৭০, ১১২৯

জ্বলতঃ, ৩৩০

জ্বলতি, ১৬৪

জ্বলতিকর্মণঃ, ২৯০, ৬৯৩, ৭৩৮, ৯৭০, ১২৪০

জ্বলতিকর্মাণঃ, ৩২৯

জ্বলনেন, ৭৮৬

জ্বলিতঃ, ১৬৩

ড

ডয়মান, ৫২১

ত

তকতি, ৭৭৪

তকতে, ১২১৫

তকিতুম্, ৯৯৫

তন্ম, ১২১৫

তক্ষত, ৫৩৬

তক্ষতিঃ, ৫৩১

তক্ষতী, ১২৪১

তক্ষথুঃ, ৫৩০

তক্ষা, ১৩১

তক্ষুবন, ৬৬২

তড়িৎ, ৩৮৯

তৎ, ৫, ৮, ৩৩, ৫৬, ৬০, ৬৪, ৬৭, ৮৮, ৯৩,

১১৮, ১২১, ১২৮, ১৩০, ১৩১, ১৪১,

১৪২, ১৪৬, ১৬১, ১৬৪, ১৭৭, ১৮০,

১৮২, ১৯০, ১৯২, ২০০, ২০৫, ২১২,

২২৫, ২২৭, ২২৯, ২৩০, ২৪৩, ২৫৪,

২৬২, ২৬৯, ২৭৮, ২৮১, ২৮৩, ৩০৪,

৩২৫, ৩৩১, ৩৩৫, ৩৩৮, ৩৪৫, ৩৫৮,

৩৬৭, ৩৬৮, ৪১৩, ৪১৭, ৪২৮, ৪৫৮,

৪৭২, ৪৭৪, ৪৯৬, ৫০৬, ৫১১, ৫৭৬,

৫৮০, ৫৯৩, ৬২১, ৬২৭, ৬৩৩, ৬৩৮,

৬৩৯, ৬৫৯, ৬৭২, ৬৮৫, ৭৩৭, ৭৪৮,

৭৬৯, ৮০৭, ৮১২, ৮১৪, ৮২০, ৮২৩,

৮২৫, ৮৩৪, ৮৩৮, ৮৫৫, ৮৬০, ৮৬৬,

৮৬৯, ৮৭৯, ৮৮৪, ৮৮৫, ৯০২, ৯০৪,

৯০৮, ৯০৯, ৯১৪, ৯৩২, ৯৩৩, ৯৩৬,

৯৪৩, ৯৪৭, ৯৪৮, ৯৬৩, ৯৮১, ৯৯৮,

১০৩০, ১০৩৫, ১০৪৬, ১০৭৯, ১০৮২,

১০৮৮, ১০৯০, ১১০৬, ১১০৭, ১১০৯,

১১৩১, ১১৪৩, ১১৫৯, ১১৬০, ১১৬২,

১১৬৪, ১১৭১, ১১৯৭, ১১৯৮, ১২১১,

১২৪৩, ১২৪৭, ১২৫১, ১২৬১, ১২৭৮,

১২৮৩, ১২৮৮, ১২৯৭, ১৩০১, ১৩০২,

১৩০৮, ১৩১৬, ১৩৪১, ১৩৪২

ততঃ, ২২২, ২২৩, ২৪৯, ২৫৩, ৭১০, ৮৯৩,
৯০৪, ৯১১, ৯৩০, ৯৩১, ১১৫৯, ১১৭৭,
১২৪৩, ১২৮২
ততক্ষণঃ, ৫৩০
ততক্ষুঃ, ৭৯৩
ততনুষ্টিম্, ৭৬২
ততস্বৎ, ৬৪৩
ততবৎ, ৪৯১
ততর্দ, ১১৫৭
ততাঃ, ৯৫৫, ৯৫৬
ততান, ১১৩৬
ততিঃ, ৬৮৬
ততুরিম্, ৭০২
তৎকরঃ, ৪০৯
তৎকরোতি, ৪০৯
তৎকর্ম, ১৩১
তত্বাঃ, ৯৭৭
তত্বা, ১৮৮
তত্বাৎ, ২৫
তৎ প্রকৃতি, ১৭৯
তৎপ্রতিষেধঃ, ৯২, ১০৪১, ১২০২
তৎপ্রধানাঃ, ১১১৮
তৎপ্রতিবিদ্ধা, ২৬৯
তৎপ্রেক্ষুঃ, ৭৯৭
তত্র, ৬, ১৪, ১১৭, ১২১, ১৯১, ১৯২, ২২৯,
২৩২, ২৪৮, ২৪৯, ২৬৯, ২৭৪, ২৭৮,
৩০৪, ৩১০, ৩২৪, ৩৫৩, ৩৬৬, ৩৮৮,
৩৯৫, ৪১০, ৪৮১, ৪৯৩, ৫৪৩, ৫৬৯,
৬২৭, ৮২৭, ৮৪৮, ৮৫০, ৮৬২, ১০২৭,
১০৩৫, ১১৩১, ১১৭১, ১১৭২, ১১৯৮,
১২৮২, ১৩১৯, ১৩৩৪
তৎসংখ্যঃ, ৩৯৪
তৎসম্পাতী, ১৩০৭
তৎসদৃশম্, ৪০৬
তৎসামান্যৎ, ২০০
তৎস্থম্, ৮১৩
তথা, ১২১, ১২৪, ১৩১, ১৩৩, ১৬২, ১৮২,
২১১, ৪২০, ৬৫০, ৮৪৮, ৮৫৩, ৯৯৭,
১১১৯

তথাচ, ১১৪৩
তথাপি, ৪৯৯, ৬২৮
তথাহি, ৬৯২
তথৈব, ২১২
তদভিবাদিনী, ২৭৮, ৬০৯, ৯৯৮, ১০০২,
১০৩৫, ১১৩১, ১১৪৩, ১২৮৩
তদা, ১২৮১, ১২৮২
তদ্, ৫৬
তদঃ, ৩৮৫
তদেবতা, ১৩২২
তদেবতাঃ, ৮৩৮
তদৈবতঃ, ৮২৬
তদ্বিতসমাসান্, ২০৭
তদ্বিতসমাসেব, ১৯৬
তদ্রা, ৬৩৮
তদ্বৎ, ৮০৯, ১৩২২
তদ্বতী, ১০৪০
তদ্বস্তঃ, ৩৬৮
তদ্বা, ১০৩৪
তদ্বান্, ৪৩২, ৪৮৮, ১৩১২, ১৩২২
তদনাৎ, ৬৫৮, ৭৯৬
তদনয়ম্, ১০৮৭, ১২৭১
তদনয়ম্, ১০৮৬
তদিত্তী, ১৩২২
তদনুতে, ৪৯৬, ৪৯৭, ৪৯৮
তদনুত্যাগা, ৪০৮
তদনুঃ, ৯৫৫
তদনুত্যাগ্, ৪০৮
তদনুত্যাগা, ৪০৮
তদনুপাৎ, ৯৫৫, ৯৫৭
তদনুপাত্তি, ৯৯১
তদনুপাত্তা, ১১১১
তদনুপাঃ, ৭৫৬
তদনুশ্রম্, ৭৬২, ৭৬৩
তদনুশোভয়িতারম্, ৭৬৩
তদনো, ২৫৭
তদনোতি, ১১৩৬
তদনোতেঃ, ২৭৭, ৩২৭, ৪০৯, ১০৮৭
তদ্বস্তঃ, ৭৩১

তন্নিধানাৎ, ২৩০
 তন্নিশ্চীতা, ৭২৪
 তন্মনাঃ, ৪৭৫
 তন্যত্বঃ, ১৩২২
 তন্মঃ, ৯৫৬
 তন্ম, ৯৪, ১৬৬, ১৬৭, ৪৫২, ১১১১, ১১৫৫,
 ১১৫৬
 তন্মা, ২৫৭, ১২৬৬
 তন্মৈ, ২৫৭
 তপঃ, ২৪৯, ৭৮৬
 তপতেঃ, ৭০০, ৭২৮
 তপস্তি, ৩০০, ৩০১, ৮১১, ৮১২
 তপসা, ১১৯৬
 তপস্যমানান্, ২৫৪
 তপস্বিনে, ২০৯
 তপস্বিষ্ঠঃ, ৭৩১, ৭৩৩
 তপুঃ, ৭২৮
 তপুষিঃ, ৭০০
 তপুষিম্, ৬৯৯
 তপ্ততমৈঃ, ৭৩৩
 তম্, ২, ৩৩, ১০৯, ২১১, ২৪৯, ৪২২, ৪৪৭,
 ৫৭৪, ৫৮৫, ৬০৫, ৬২১, ৬২২, ৬২৮,
 ৬৪৩, ৬৬৫, ৭১৯, ৭২৭, ৭৩৭, ৭৪৪,
 ৭৪৮, ৮২৩, ৮৮৬, ৯১০, ৯৩২, ৯৪২,
 ৯৭৫, ১০০২, ১০৩৪, ১০৩৬, ১০৩৮,
 ১০৮১, ১১০১, ১১১৬, ১১১৭, ১১১৯,
 ১১৩৪, ১১৪৯, ১১৬৬, ১২৩৮, ১২৩৯,
 ১২৪৭, ১২৭৯, ১২৯৪, ১৩১৭, ১৩২১,
 ১৩৪৪
 তমঃ, ২৭৬, ২৭৭, ৫৮২, ৬৪৩, ৮৩৫, ১০৪৮,
 ১২৬৩, ১২৮৮
 তমসা, ৮৩৫, ১০৫৫
 তমাৎসি, ২৯৬, ২৯৭
 তমোভাগঃ, ১২৬৩
 তয়া, ২৯৩, ১০৮৭, ১০৮৮
 তয়োঃ, ২৩২, ২৪৯, ৯১৫, ৯৬৮, ৯৭০, ১০৫৮,
 ১০৫৯, ১০৬০, ১০৬১, ১০৬৩, ১০৬৫,
 ১০৬৬, ১০৭০, ১২৬৩, ১২৬৪, ১২৬৫,
 ১২৬৭, ১২৭০

তরণাৎ, ৪২৯
 তরণিভ্বেন, ১১৯৬
 তরতেঃ, ৬৮৩, ৭৩২, ১২৯১
 তরুতারম্, ১১৩৪
 তরুযেম, ৫৮৬
 তরুয্যতিঃ, ৫৮৬
 তরুঃ, ১৮৯
 তর্দনম্, ১২৪
 তর্পয়ন্তঃ, ৭৪৩
 তর্পয়িতা, ১০৯৫
 তর্হি, ৮৩৫
 তর্ডিৎ, ৩৯৩
 তর্ডিতঃ, ৩৯১, ৩৯২
 তলম্, ৬৮৩
 তল্লারোহণম্, ৭৯৪
 তব, ২৬৪, ৬১৯, ৬৬৯, ৯৮৯, ১১৮৯, ১২১৫,
 ১২৩২, ১২৬৫
 তবতেঃ, ১০৩৮
 তবসঃ, ৬২২
 তবসম্, ৬২১, ৬২২
 তবিশী, ১০৩৮
 তবিশীম্, ১০৩৮
 তবিশেভিঃ, ৩০৬
 তষ্টা, ৬৬১
 তঙ্করঃ, ৪০৯
 তঙ্করা, ৪০৮
 তঙ্করাভ্যাম্, ৪০৮
 তস্থিম, ৭১০
 তস্থুঃ, ৫৭৭
 তস্থুয়ঃ, ১২৯৬
 তস্মাৎ, ৯৮, ১৫৭, ২৩৪, ২৪৯, ২৭৮, ৩৪৬,
 ৪২৬, ৫১০, ৯০২, ৯৪২, ৯৪৬, ১০৪২,
 ১১৭২, ১২০১, ১২১৯, ১৩৪৫
 তস্মিন্, ২৭৮, ৫৭৬, ১২২৭, ১২৭০, ১৩৩০
 তস্মৈ, ৯৪, ২১১, ২১৩, ২৩৯
 তস্য, ৪২, ১৬৯, ২৫৬, ২৯৫, ৩০২, ৩১৯,
 ৩২০, ৩২৫, ৩৩৬, ৩৫১, ৫২৪, ৫৬৮,
 ৬১৯, ৬৬৬, ৭৩৭, ৮০৩, ৮০৭, ৮৬৩,
 ৮৭৯, ৮৮৫, ৮৮৮, ৮৯১, ৮৯৭, ৯০২,

৯০৬, ৯০৭, ৯২৫, ৯৩১, ৯৩৭, ৯৪১,
 ৯৪৩, ৯৫৩, ৯৫৬, ৯৫৮, ৯৬০, ৯৬২,
 ৯৭৩, ৯৭৬, ৯৭৯, ৯৮১, ৯৮৩, ৯৮৫,
 ৯৯৩, ৯৯৪, ৯৯৬, ১০০৯, ১০১২, ১০১৪,
 ১০১৫, ১০১৮, ১০২২, ১০২৬, ১০৩১,
 ১০৩৩, ১০৩৭, ১০৭৩, ১০৭৪, ১০৭৮,
 ১০৮০, ১০৮২, ১০৮৫, ১০৮৭, ১০৯১,
 ১০৯৩, ১০৯৬, ১০৯৮, ১১০০, ১১০৩,
 ১১০৫, ১১১০, ১১১২, ১১১৪, ১১২০,
 ১১২২, ১১২৫, ১১৩১, ১১৩৩, ১১৩৫,
 ১১৩৭, ১১৩৯, ১১৪১, ১১৪৫, ১১৪৭,
 ১১৪৮, ১১৪৯, ১১৫১, ১১৫৪, ১১৫৬,
 ১১৫৮, ১১৬১, ১১৬২, ১১৬৪, ১১৬৫,
 ১১৬৭, ১১৭০, ১১৭৩, ১১৭৫, ১১৭৬,
 ১১৭৯, ১১৮২, ১১৮৪, ১১৮৬, ১১৮৭,
 ১১৮৮, ১১৯৮, ১২১২, ১২৩২, ১২৮৬,
 ১২৯০, ১২৯৩, ১২৯৫, ১২৯৭, ১২৯৯,
 ১৩০১, ১৩০৪, ১৩০৬, ১৩১২, ১৩১৬,
 ১৩১৮, ১৩২১, ১৩২৩, ১৩২৫
 তস্যতেঃ, ৫৫১
 তস্য্যঃ, ২৩৩, ২৮৫, ২৮৯, ৬৩৯, ৯৫৫, ১০২৪,
 ১০৪৭, ১০৪৯, ১০৫১, ১০৫২, ১০৫৪,
 ১০৫৬, ১২০৮, ১২১৪, ১২১৭, ১২১৮,
 ১২২০, ১২২১, ১২২৩, ১২২৫, ১২২৮,
 ১২৩০, ১২৩১, ১২৩৪, ১২৩৬, ১২৩৭,
 ১২৩৮, ১২৪০, ১২৪২, ১২৪৩, ১২৪৬,
 ১২৪৯, ১২৫০, ১২৫২, ১২৫৪, ১২৫৬,
 ১২৫৭, ১২৫৯, ১২৭০, ১২৭১, ১২৭৪,
 ১২৭৭, ১২৮০
 তস্য্যাম্, ১০৮৭, ১৩৪৮
 তসৈ, ১২৩১
 তা, ২২৭, ৪৮৭, ৫৩৯, ১০৫৯, ১১৬২
 তাঃ, ৩৯১, ৩৯২, ৬২৭, ৮২৬, ৮৯৪, ৮৯৬,
 ১০৪৪, ১২৭২, ১৩৫২
 তাড়য়তি, ৩৮৯
 তাদুরি, ১০০৩
 তাদৃশম্, ৮৫৬, ৮৫৭
 তাক্তিতম্, ২২০
 তাক্তিতেন, ২১৫

তান্, ২১২, ৫২১, ৭৩৬
 তানি, ৫, ১১৮, ১৮২, ২২৭, ২৩১, ২৬০, ৪৫৭,
 ৫৩৯, ৬২৭, ৬৩৫, ৬৮৪, ৮৮৩, ৮৮৪,
 ৯৯৩, ১১২৯, ১১৩০, ১১৬২, ১২১৬,
 ১৩৪৪
 তান্মাণি, ৯৫৯
 তান্যবঃ, ৫৩২
 তাৰঃ, ৩৬১, ৩৬৩
 তাভ্যঃ, ৩৫৬
 তাভ্যাম্, ৯১৩
 তাম্, ২৩৯, ৩৫৩, ৬৬৩, ৯১০, ৯৯১, ১০৭১,
 ১০৭২, ১০৮৮, ১২২২, ১২৩২, ১২৮২
 তায়তে, ৪০৪
 তায়ুঃ, ৫৫১
 তায়ুম্, ৫৫০
 তারয়তারম্, ১১৩৪
 তাক্ষ্যঃ, ১১৩২
 তাক্ষ্যম্, ১১৩৪
 তালু, ৬৮১, ৬৮৩
 তাবৎ, ৯১৪, ৯৩৮, ৯৩৯, ১১৯৮
 তাবন্তি, ৩৩০
 তাবন্ত্যঃ, ১২২
 তাসাম্, ৩৭৪, ৭৯৩, ৭৯৪, ৮৪৬, ৮৫৯, ৯৫৩,
 ৯৬৫, ৯৭২, ৯৮৭, ১০৩৮, ১০৪৩,
 ১০৪৫, ১০৭৩, ১২০৮, ১২৬১, ১৩৫১,
 ১৩৫৩
 তিথ্যম্, ১০৮৪
 তিথ্যায়ুধায়, ১০৮৪
 তিথ্যেববঃ, ১১৩৮
 তিতউ, ৪৯১
 তিতউনা, ৪৯২
 তিতনিষুম্, ৭৬৩
 তিতিরিঃ, ৪২৯
 তিথিবু, ৪৭৭
 তিরঃ, ৪৪১, ৫৯৭, ৬০৬, ১৩২৬
 তিরশ্চা, ৭৬৬
 তিরোদধে, ১৩২৬
 তিথ্যাম্বিলঃ, ১৩৩৭, ১৩৩৮
 তিলমাত্রচিহ্নঃ, ৪২৯

তিলমাত্রতুম্, ৪৯১
 তিষ্ঠতি, ১৩, ২০৩, ২২২, ৫০৩, ১০১২
 তিষ্ঠতেঃ, ১৬৫
 তিষ্ঠন, ১০২১
 তিষ্ঠন্তি, ৩৪৯, ৩৫০
 তিষ্ঠাঃ, ৯৮২
 তিফঃ, ৮৪৬, ৮৫৯, ৯৭২, ৯৭৩
 তীর্ণতমঃ, ৪৮২
 তীর্ণতম্, ৬৮৩, ৮৭৮
 তীর্ণতমা, ৩৮৩
 তীর্ণম্, ৪৪১
 তীর্ণানি, ৪৪৪
 তীর্ণে, ১১৩৩
 তীর্ণম্, ৫১২
 তীক্ষ্ণাঃ, ১০২৩
 তীক্ষ্ণার্থতরম্, ৫৬২
 তু, ১৬, ৩১, ৫০, ৯৩, ১৫৫, ১৮৪, ২০৯, ২৬০,
 ২৬১, ২৭৮, ৫১৯, ৫৩৬, ৬৭২, ৭২২,
 ৭৯৭, ৮৬১, ৮৭৮, ৮৮৩, ৮৮৪, ৮৮৫,
 ৯০০, ৯০৪, ৯০৫, ৯৩১, ৯৩৯, ৯৪০,
 ৯৯০, ১০৪১, ১০৪২
 তুষ্, ৫১২
 তুধনি, ৫১১
 তুজয়ে, ১৩৫২
 তুঞ্জঃ, ৭৫৯
 তুঞ্জতেঃ, ৭৫৯
 তুঞ্জ তুঞ্জ, ৭৬০
 তুদস্য, ৬১৪
 তুদ্যতেঃ, ৬১১, ১০৮৭
 তুমবৎ, ৪৯১
 তুমা, ১০৪০
 তুভ্যম্, ৬২৯, ৯৮৯
 তুরঃ, ৪৫৩, ১২৯১
 তুরগ্যতি, ৩২৬
 তুরীপম্, ৭৬৯
 তুর্বাণিঃ, ৭৪১
 তুর্বিষ্কম্, ৮১৬
 তুর্বিজাতঃ, ১৩৩২
 তুষ্টাব, ৩১২, ১০০২

তুভাব, ৫৫৭
 তুভাব, ৫৫৭
 তুতুজানঃ, ৭৬৬
 তুতুম্, ৬৭৭
 তুতুমাক্ষে, ৬৭৭
 তুবম্, ৪৩৯, ৫৮৭, ৯৭৩
 তুর্গতিঃ, ১২৯১
 তুর্গম্, ৩২৬, ৫১২, ৬৫০, ৬৭৭, ৭৬৭, ৯৭৩,
 ১১৩৩
 তুর্গমানঃ, ৬৪৬
 তুর্গবনিঃ, ৭৪১
 তুর্গাপি, ৭৬৯
 তুর্গাশম্, ৬৫০
 তুর্গিঃ, ৯৩০
 তুচঃ, ১৮৮
 তুচম্, ৯০৪, ১৩৪১
 তুণম্, ১২১, ১২৪, ১২৫০
 তৃতীয়ঃ, ৫৬৭, ৫৬৮, ৮৬৩, ৮৬৮, ১১১৯
 তৃতীয়ম্, ৪২৬, ৯৩২
 তৃতীয়সবনম্, ৮৬৮
 তুৎসবঃ, ৮২৮
 তুদ্য্যৎ, ১২১
 তুপলপ্রভর্মা, ৬৩১
 তুপেঃ, ১০৯৫
 তুপ্ততমৈঃ, ৭৩৩
 তুস্তিকর্মণঃ, ২১৬, ৯৯৯
 তুস্তপ্রহারী, ৬৩২
 তুৎক, ১১৯৪
 তুৎক্কে, ১১৯৪
 তুদ্যতে, ১১৯৪
 তুদী, ৭৩২
 তুদীম্, ৭৩১
 তুদ্যা, ৭৩২
 তে, ৩, ২৯, ৩৮, ৪৮, ৫৫, ৭০, ৭১, ১০৫,
 ১১০, ১১৫, ১৬১, ১৭৪, ২১২, ২১৩,
 ২৪৯, ২৫৪, ২৬৩, ২৯৩, ৩২২, ৩২৩,
 ৪৭৪, ৪৭৯, ৪৮০, ৪৮৪, ৫০৬, ৫১১,
 ৫১৩, ৫১৭, ৫২৪, ৬০৩, ৬১৭, ৬১৮,
 ৬২১, ৬৩৪, ৬৭৬, ৬৭৭, ৬৮৪, ৬৯৫,

৭০৪, ৭১৪, ৭২০, ৭২১, ৭৩৩, ৭৪৩,
৭৮৫, ৭৯৫, ৮০৭, ৮১১, ৮১৬, ৮৫৩,
৮৫৪, ৯১৯, ৯৪৯, ৯৮২, ৯৮৪, ১০১৩,
১০১৫, ১০৫৯, ১০৬৪, ১০৮৬, ১০৮৭,
১১১৯, ১১২৬, ১১৬২, ১১৮৩, ১২০০,
১২০১, ১২১৩, ১২১৪, ১২৩১, ১২৭৮,
১২৭৯, ১২৯৮, ১২৯৯, ১৩০৮, ১৩৩৪,
১৩৪৪
তেজতেঃ, ১০৮৪
তেন, ১৩৭, ২০৩, ৩৬৮, ৫০০, ৫২৭, ৬৩৩,
৬৭৫, ৮২৩, ১০৩৪, ১০৬৬, ১০৭৯,
১০৮০, ১১৮৩, ১২৪৩, ১২৯৭, ১৩১২,
১৩৪৪
তেভিঃ, ৫১৩, ৮০১, ১১২৬
তেভ্যঃ, ১১২৯
তেবাম, ২০, ৪০, ২৭৩, ২৯৯, ৩২৪, ৭০৯,
৯৩৬, ৯৪৪, ৯৪৭, ৯৯১, ৯৯৩, ১০০০,
১০০৩, ১০০৭, ১০১২, ১০২০, ১০৭৪,
১১২৮, ১১৬১, ১১৮৩, ১১৯১, ১১৯৩,
১১৯৫, ১১৯৭, ১১৯৯, ১২০০, ১২০২,
১২০৩, ১২০৫, ১৩১৪, ১৩২৭, ১৩২৯,
১৩৩১, ১৩৩৩, ১৩৩৬, ১৩৩৮, ১৩৪০,
১৩৪৩, ১৩৪৫, ১৩৪৭, ১৩৪৯
তেবু, ৬৬৬, ৮৩৮, ৯১৬, ১০৪৬
তৈঃ, ৪৪৯, ৫১৩, ৬১৮, ৭৬০, ৮০৩, ৯২৩,
১৩১২
তৈজসঃ, ১৩৩৫
তৈটীকিঃ, ৪৬৯, ৬৮৫
তৈলম্, ৭৫২
তোকম্, ৩৫৮, ১০৮৭, ১২৭১
তোকেষু, ১০৮৬
তোদঃ, ৬১১
তোদস্য, ৬১৩, ৬১৪
তৌ, ৮২৩
তৌরয়াণঃ, ৬৪৬
ত্বনা, ৪৫৫, ১২২৬
ত্বন্যা, ৯৮০
ত্বম্, ৭০১, ১১৩৪, ১১৪৯, ১২৯৪
ত্ব্যাঃ, ১২৭২

ত্রয়ঃ, ৩০০, ৩০১, ৩৮২, ৩৮৩, ৪২৬, ৪৮২,
৯৮০, ১১৯৭, ১৩১৫
ত্রয়ত্রিংশৎ, ৩৮৮
ত্রয়ত্রিংশস্তোমঃ, ৮৭১
ত্রয়ানি, ১০৪৬
ত্রয়োদশ, ৯৪১
ত্রয়োবিংশতিঃ, ২৮৫
ত্রাণম্, ৬৭৮
ত্রায়তে, ২৫৩, ১১১৯
ত্রায়ম্, ১৪৪
ত্রিংশৎ, ২৯৭, ৬২৭
ত্রিংশতম, ৬২৬
ত্রিঃ, ৪৫১, ৮৭৯
ত্রিগমনা, ৮৭৫
ত্রিণবস্তোমঃ, ৮৭১
ত্রিতঃ, ৪৮২, ১০৩৮
ত্রিতম্, ৪৮১
ত্রিতা, ৮৭৮
ত্রিধা, ১৩০২
ত্রিনাভি, ৫৭০
ত্রিনাভিচক্রম্, ৫৭০, ৫৭২
ত্রিপদাম্, ৮৭৭
ত্রিভাঃ, ৮৮৭
ত্রিযুগম্, ১০৪৬
ত্রিবিধাঃ, ৮২৬
ত্রিবৃৎ, ৮৭৯
ত্রিবৃৎস্তোমঃ, ৮৫৯
ত্রিশতাঃ, ৫৭৬
ত্রিষ্টুপ্, ৮৬৫, ৮৭৮
ত্রিষ্টুপত্বম্, ৮৭৯
ত্রিষ্টুভঃ, ৮৭৯
ত্রিষ্টানঃ, ১০৩৮
ত্রীণি, ৪৭২, ৫৭৭, ১০৪৬
ত্রৈধা, ৯৩২, ১৩০২
ত্রৈখানাবায়, ১৩০২
ত্র্যভুঃ, ৫৭২
ত্ব, ৮৪, ৮৫, ৯৩
ত্বঃ, ৮৪, ৮৫, ৯৩, ১৬৬, ৪৪২, ৪৪৩
ত্বক্ষতেঃ, ৯৭৩

ত্রু, ১০৪, ১১৬২
 ত্রুম্, ৫২, ৯৪, ১৭০, ৪৭৪, ৪৮৮, ৪৯০, ৫০৬,
 ৬২১, ৬৮৪, ৬৯০, ৭১৭, ৭২১, ৭২২,
 ৮২৯, ৯৪৯, ৯৫৪, ৯৬১, ৯৯৫,
 ১০৩২, ১০৪৮, ১০৮৭, ১০৯২, ১১৫২,
 ১১৫৬, ১২১৩, ১২২৪, ১২২৯, ১২৩২,
 ১২৩৭, ১৩০৭, ১৩০৮, ১৩০৯, ১৩১০,
 ১৩১২
 ত্রুয়া, ২৪৯, ৩৯১, ৪৭২, ১১৩৮
 ত্রুয়ি, ৬০৮
 ত্রুরতেঃ, ৭৩২, ১২৯১
 ত্রুরমাণঃ, ৭৬৭, ৯৩১
 ত্রুরয়া, ১২৯১
 ত্রুট্টা, ৭৪০, ৭৬৯, ৯৭৩, ৯৭৫, ১১৪৫, ১১৪৬,
 ১২৮৪
 ত্রুট্টারম্, ৯৭৫
 ত্রুট্টুঃ, ৫৫৫, ৯৭৭, ৯৭৮
 ত্রুট্টা, ১১৩২
 ত্রুয়ে, ১৬৬
 ত্রা, ৫৩, ১৬২, ১৭৮, ২৩৯, ২৪৯, ৪৪৯, ৪৫০,
 ৫৯৩, ৬০৩, ৬১৩, ৬২১, ৬২২, ৬৪০,
 ৬৪১, ৬৫৭, ৭৮৪, ৭৮৫, ৮০১, ৮০৩,
 ৮৬৩, ৯৩৯, ৯৯৭, ৯৯৮, ১০৫০,
 ১১৪৪, ১১৪৫, ১১৫০, ১১৬৮, ১১৬৯,
 ১১৭৭
 ত্রাদাতম্, ৪৭২
 ত্রাম্, ৫৩৫, ৬১৩, ৭৮৪, ৭৯৫, ৯৮২, ১২৩২
 ত্রাষ্ট্রিঃ, ২৭৮
 ত্রাষ্ট্রী, ১২৮২
 ত্রিবিঃ, ১৬৩
 ত্রিষিতঃ, ১৬২, ১৬৩
 ত্রিষেঃ, ৯৭৩
 ত্রে, ৯৬
 ত্রেষপ্রতীকা, ১১১৭
 ত্রেষম্, ১০৪৮, ১১৮৪

থ

থকারঃ, ৯৩৪
 থবতিঃ, ১২০২

থা, ৪২২
 থু, ৯৩৪

দ

দংশঃ, ১৭৮
 দংশবারণার্থাঃ, ১৭৮
 দংশয়ঃ, ৫৫৭
 দংশয়ন্তে, ৫৫৭
 দক্ষঃ, ১২১০, ১২১১, ১৩৩২
 দক্ষতেঃ, ৭২, ৭৫
 দক্ষস্য, ২৬২, ১২০৯
 দক্ষাৎ, ১২১১
 দক্ষায়, ১২২৪
 দক্ষিণঃ, ৭৫
 দক্ষিণতঃ, ৯৯৯
 দক্ষিণা, ৭০, ৭২
 দক্ষিণাঃ, ১১৭১
 দক্ষিণাভিঃ, ১১২
 দক্ষাৎ, ৮৮৭
 দয়ম্, ১০২
 দব্যতেঃ, ১০২
 দণ্ডঃ, ১৯৭
 দণ্ডপুরুষঃ, ১৯৬
 দণ্ডম্, ১৯৬, ১৯৮, ৪৪৯
 দণ্ডস্য, ৪৪৮
 দণ্ডী, ১৮৭
 দণ্ডেন, ১৯৬
 দণ্ড্যঃ, ১৯৬
 দন্ত, ৯৮৯
 দন্তম্, ৬৩৮
 দন্তবতঃ, ১৩৪১
 দন্তবতে, ১১৮৮
 দন্তবন্তঃ, ১৩৪১
 দন্তিঃ, ১২৯৯
 দদৎ, ৭৭৫
 দদতে, ১৯৭
 দদতেঃ, ১৯৭
 দদমানাৎ, ৪১৭
 দদর্শ, ১৬৬, ২৩৪, ২৩৬, ২৫৪, ৬৬১

দদাতি, ৮১২, ১০৮৯
 দদাতু, ৮০৭, ১১৮৮, ১২২৬, ১২৩১, ১৩০০
 দদাতেঃ, ৮৬৪
 দদাশঃ, ১২১৬
 দদাসি, ১২১৩
 দদীমহি, ৩৯১
 দদশিরে, ১০৩
 দদশে, ৯৬, ১৩১৫
 দখতি, ২৫৮, ১০৪৬
 দখৎ, ৩২৪
 দখৎক্রন্দতি, ৩২৪
 দখৎক্রনমতি, ৩২৪
 দখদাকারী, ৩২৪
 দখষে, ৩৪১
 দখাত, ৫৪৪
 দখাতন, ১০৪৪
 দখাতি, ৫১৫, ৫৪৩, ৬৫৭, ৯৩৮, ১০৮৯,
 ১১১৭
 দখাতেঃ, ১৭৬, ৭৫৩
 দখাত্যর্থে, ৯৫০
 দখিক্রাঃ, ৩২৪, ৩২৬, ৩২৭, ১১৩৯, ১১৪০
 দখিচিৎ, ৪৫
 দখিষে, ৬৭৭
 দখিষ, ৭৪৭
 দখীমহি, ১২৭১
 দখ্যঙ, ১৩২৮, ১৩৩০
 দখ্রে, ৪৮৭
 দনঃ, ৮০৮
 দন্তঃ, ১০২৭
 দন্তান, ৩৫৭
 দন্তুবন্তি, ৬৩৫
 দন্তোতিঃ, ৭০২
 দন্তোতেঃ, ৪৪০
 দন্তম, ৪৪০
 দন্তাণি, ৪৪০
 দমঃ, ৪৭৫
 দমনাৎ, ১৯৭
 দমননাঃ, ৪৭৫
 দমনাঃ, ১৩৩, ১৯২, ৪৭৫, ৪৭৬

দয়তিঃ, ৫২০
 দয়তে, ৫২১
 দয়মানঃ, ৫২১
 দয়মানাঃ, ৫২১, ১০৭১, ১০৭২
 দরশয়া, ১২২
 দরিশ্রঃ, ১২৯১
 দর্বিহোমী, ১৩৩
 দর্শত, ১০৭৪
 দর্শনম্, ৫৮২, ৬২৫
 দর্শনাগৃভাবাৎ, ৮০২
 দর্শনাৎ, ২৫৪, ৩৪৮, ৬৩৯, ১০৯০
 দর্শনায়, ৬৩৮, ১০৪৪, ১২৯৪
 দর্শনীয়, ১০৭৪, ১১৬০
 দর্শনীয়ম্, ১০৮৮
 দর্শনীয়ো, ৭৮৯
 দর্শনেন, ১৩৫
 দর্বিদ্যোৎ, ১২৩৫
 দর্বীয়াঃ, ১০১৫
 দর্শ, ৩২৯, ৩৭৫, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮৪,
 ৩৮৮, ৪০৩, ৪০৪, ১৩৪২
 দর্শকক্ষেভাঃ, ৩৭৫
 দর্শমুরো, ৩৭৫, ৩৭৭
 দর্শতরীষু, ৮৬১, ৯০৪, ১১৯৭, ১৩৪১
 দর্শতেঃ, ১৭৮
 দর্শদর্শতঃ, ৩৮৫
 দর্শভিঃ, ৪০৮, ৪০৯, ৮৩৪
 দর্শযুক্তা, ৩৭৫, ৩৭৭
 দর্শযোজ্ঞেভাঃ, ৩৭৫
 দর্শযোজনেভাঃ, ৩৭৫
 দর্শাভীশুভাঃ, ৩৭৫
 দর্শাবনিভাঃ, ৩৭৫
 দস্তা, ৩৮৪
 দস্যতেঃ, ১০৩, ২৮১, ৯০৯
 দস্যুঃ, ৯০৯
 দস্যুম্, ৭৮৭, ৭৮৯, ৯০৯
 দস্যুহত্যায়া, ১১৬৮, ১১৬৯
 দস্যোঃ, ৬২৩
 দস্য, ৭৮৭
 দহ্লা, ৭৬৪

দহতি, ১৩১৫
 দহতিকর্মা, ৫২১
 দহতেঃ, ৮৮৭
 দহসি, ৯১৭
 দাঃ, ৭৭, ১১১৩
 দাক্ষায়ণী, ১২১১
 দাক্ষিণাজাঃ, ৭২৩
 দাক্ষিণাজী, ৩৫৩
 দাতম্, ৪৭২
 দাতবে, ৫১৩
 দাতব্যম্, ৪৭২
 দাতা, ৯৪১
 দাতারঃ, ৯৪৬
 দাতারম্, ৯৮৬
 দাতিঃ, ১৯৫
 দাতুঃ, ৯৮৬
 দাতৃতমঃ, ৯৪৩, ৯৪৫
 দাতৃতরম্, ৮৯১
 দাত্রম্, ১৯৫
 দাত্রে, ১১৮৫
 দাধার, ১১২১, ১১২৩
 দানকর্ম্ম, ৭৮৬
 দানকর্ম্মণঃ, ৭২, ৭৫, ২৮৫, ৫২৩, ৭৫৯,
 ১১৫৩, ১২২৫
 দানকর্ম্মা, ৫২১, ৬৭২, ১১২২, ১১২৪
 দানকর্ম্মাণঃ, ৪৩৫
 দানকর্ম্মাণম্, ১০৯৩
 দানপত্নী, ২৬৩
 দানবম্, ১০৯২
 দানবিক্রয়াতিসর্গাঃ, ৩৪৭
 দানম্, ৬৬৫, ১৩৩৯
 দানমনসঃ, ৮০৮
 দানমনাঃ, ৪৭৫
 দানস্য, ৫২৪
 দানাৎ, ৮৯০
 দানায়, ৫১৩
 দানুনস্পতী, ২৬৩
 দানুৎ, ১২০৭
 দানেদানে, ৭৬০

দান্তমনাঃ, ৪৭৫
 দায়ঃ, ৩৪৬
 দায়াদঃ, ৩৪৬, ৩৬৩
 দায়াদাঃ, ৩৪৪
 দারয়তে, ১০৮৯
 দারয়িতা, ১০৯১
 দারয়িতৃতমঃ, ৭৩৭
 দারু, ৫১০
 দারুপষোঃ, ৫১০
 দাষ্টি বিবয়িকম্, ৮৬০
 দাবনে, ৫২৪
 দাশতি, ৭২২
 দাশতেঃ, ৭৫
 দাশ্বযঃ, ১৩৪১
 দাশ্বযে, ১১৮৮
 দাশ্বান্, ৬১৩
 দাশ্বাংসঃ, ১৩৪১
 দাসঃ, ২৮১
 দাসমিপত্ন্যঃ, ২৮১
 দাসপত্নীঃ, ২৮১
 দাস্যসি, ৯৮২
 দিক্, ৭৫
 দিঙ্নামানি, ২৭৩
 দিগাশ্রয়াণি, ১২৪৩
 দিগ্ভিঃ, ১২৪১
 দিদিভটি, ১২২৯
 দিদ্মাৎ, ৮০৫, ১০৮৬, ১১১৭
 দিমিষো, ৯৮৬
 দিবঃ, ২৬০, ৭৭৬, ৮২৮, ১০৪৮, ১০৮৬,
 ১১৯৪, ১২৬৬, ১৩২২
 দিবম্, ৭৭৯, ৯১৮, ৯১৯, ১০১৫, ১১২১,
 ১১২৪, ১১৩২
 দিবস্পরি, ১০৮৬
 দিবা, ৪১১
 দিবি, ২০৩, ৯১২, ৯২০, ৯৩২, ৯৩৪, ১০৬৬,
 ১৩০২
 দিবিজঃ, ৮৯৯
 দিবিজা, ৫০৪
 দিবিষ্টিবু, ৭৭৬, ৭৭৭

দিবিস্পৃশম্, ১০৬১	দুষ্কাভ্যঃ, ৫৯১
দিবিস্পৃশি, ৯২৫	দুষ্কে, ১৭২
দিবেদিবে, ৫৩০	দুদুহে, ১২২১
দিব্যঃ, ৮৯৯	দুদুভিঃ, ১০১৩, ১০৩২
দিব্যম্, ৫০৫, ৮৯৯	দুদুভে, ১০১৫
দিব্যস্য, ৭৭৫	দুদুভ্যতেঃ, ১০১৩
দিব্য, ১৩২২	দুর, ৩৫
দিব্যঃ, ২৫২, ৫০৪	দুরনুকরাণি, ৬৭৬
দিব্যাসঃ, ৫০৩	দুরয়ম্, ৪৩৭
দিব্যে, ৯৬৯	দুরবাঃ, ৪৭৭
দিশ, ১২২৯	দুরিতানি, ৭৩৪
দিশঃ, ২৭৩, ২৭৪, ৬৯৪, ১২২১	দুরুক্তাৎ, ৪১৭
দিশতেঃ, ২৭৩	দুরুক্তায়, ৪১৭
দিশজ্ঞা, ৯৭১	দুরোগঃ, ৪৭৭
দিশম্, ৭৩	দুরোগে, ৪৭৬, ৯৫৪
দিশি, ৯৭১	দুগতিগমনানি, ৭৩৪
দীদয়ৎ, ১১১৩	দুর্গমা, ৭৩৩
দীধিতয়ঃ, ৬২৪	দুর্ধাবঃ, ৪৯৩
দীধিতিভিঃ, ৬২৪	দুর্ধিয়ঃ, ৬৭১, ১০৮২
দীধিতিম্, ৩৪১	দুর্ধিয়ম্, ৫৮৫
দীধিম, ৭১৮	দুর্বলঃ, ৭৯৫
দীনে, ১০৯৯	দুর্ভিক্ষে, ৭০৯
দীপনাৎ, ৮৯০	দুর্শ্চতিম্, ১১৫৯
দীপ্তিপ্রতীকা, ১১১৭	দুর্মদাসঃ, ৪২
দীপ্তিঃ, ২২৫	দুমিগ্রাসঃ, ৭১২
দীপ্তিকর্মণঃ, ৯৭৩, ১১৩৭	দুর্বক্ত, ৫২১
দীপ্তিনাম, ১৬৩	দুর্বায়াঃ, ৫২১
দীপ্যতে, ২২৫, ৯২২	দুর্হিতা, ৩৪২
দীপ্যমানঃ, ১১৫৭	দুবসা, ১১১৫, ১১১৬
দীপ্যসে, ১১১৩	দুবস্যতিঃ, ১১১৬
দীয়ন, ৭১৫	দুবস্যা, ১১১৫, ১১১৬
দীর্ঘপ্রতযজ্ঞম্, ৫৮৫	দুষ্কৃতঃ, ১০৯৭
দীর্ঘপ্রযজ্ঞম্, ৫৮৫	দুষ্কৃতস্য, ৭৯৪
দীর্ঘম্, ২৭৬, ২৭৭, ৯৮৯, ১১৮০, ১১৮১, ১২৩৫	দুষ্টিরা, ৬৭৬
দীর্ঘায়ঃ, ৫৬৫, ৫৬৬	দুশ্প্রয়ম্, ৬৭৫
দীর্ণ, ৪৪৭	দুস্তপাঃ, ৪৭৭
দীব্যতিকর্মা, ৪১৩	দুহন্তঃ, ২১৭
দুষ্কাভিঃ, ৫৯১	দুহন্তা, ৭৮৭
	দুহন্তৌ, ৭৮৯

দুহানা, ১২২২
 দুহাম্, ১২৫১
 দুহিতরঃ, ৩৪৬
 দুহিতা, ৩৪২, ৭১১
 দুহিভুঃ, ৩৪১, ৩৪২, ৩৫৯, ৫৪২, ৫৪৩,
 ১২৮৪
 দুহিতৃদায়াদ্যে, ৩৩৯
 দুহিত্রে, ১২৮৪
 দুহ্রে, ৮১১, ৮১২
 দুঢ্যঃ, ৫৮৫, ৬৭১
 দুঢ্যাম্, ৫৮৫
 দুতঃ, ১৫৯, ৫৭৮, ৫৭৯, ৭৫৫, ৭৭৯, ৯২৭,
 ৯২৮, ৯৫৪
 দুতং, ৭৭১
 দুতস্য, ১৩৪৮
 দুনোতেঃ, ৭০৭
 দুরতরম্, ১০১৫
 দুরনামানি, ৪৩৭
 দুরপাতিনৌ, ৮১৬
 দুরপারঃ, ৫২৫
 দুরপারে, ৬৯৫
 দুরম্, ২১৪, ২৭০, ৪৩৭, ৫৫৯
 দুরবেধিনৌ, ৮১৭
 দুরাৎ, ৩২২, ৩২৩, ৩৯৩, ১০১৫
 দুরে, ৩৯১, ৩৯২, ৫০৬, ৫৫৯, ৬২৫, ১২১৫
 দুরেদশম্, ৬২৪
 দুরেহিতা, ৩৪২
 দৃঢ়ধ্বনে, ১০৮৪
 দৃঢ়াঙ্গঃ, ১০১৩
 দৃঢ়ানি, ৭৬৪
 দৃঢ়ীভব, ৯৪৯
 দৃণাতি, ১০৮৯
 দৃণাতেঃ, ৫১০
 দৃশীকম্, ১০৮৮
 দৃশে, ১২৯৪, ১৩১০, ১৩১৩
 দৃশ্যতে, ১১০, ৩৯৩, ৪১৮, ৫৬০, ৬০৯, ৮৫০,
 ৮৫৫, ১১৫৬, ১২৯২, ১৩০৩, ১৩১৬
 দৃষ্টপ্রবাদাঃ, ১৩৬
 দৃষ্টব্যয়ম্, ৯৩, ৬৭২

দৃষ্টার্থস্য, ১০৯৫, ১১৬৬
 দৃষ্টার্থা, ৩৮৪
 দৃষ্টা, ৬১৪, ৮০৫, ৯১৫, ১০০২
 দেভুঃ, ৬৩১
 দেব, ৯৩৯
 দেবঃ, ২৪৯, ৩১৯, ৩২০, ৫৩০, ৬০২, ৭২২,
 ৭৪১, ৭৯৮, ৮০৭, ৮৯০, ৯৫৪, ৯৮০,
 ১০৯৪, ১১৪৬, ১১৭৭, ১১৮৭
 দেবগণ, ১৩৩৮
 দেবগণঃ, ১২০৩, ১৩৪৪
 দেবগণাঃ, ৩০১, ৫৯৯, ৭৪৩, ৮৫৯, ৮৬৫,
 ৮৬৮, ৯২৭, ১১৯১, ১৩২৬, ১৩৩১
 দেবগতম্, ১১৩৪
 দেবগোপাঃ, ১২৫৩
 দেবজাতস্য, ৯৯৫
 দেবজুতম্, ১১৩৪
 দেবতা, ২৩৯, ৮৯০
 দেবতাঃ, ১৬২, ২৩৯, ৮৪৬, ৮৫৯, ৮৮১, ৮৮৪,
 ৮৯৭, ৯১১, ১০৭৩, ১১০৯, ১২৬১,
 ১২৭০
 দেবতাতা, ১৩৫০
 দেবতাধ্যাক্ষে, ১৭৩
 দেবতানাম্, ১৮০, ২৬২, ৮২৫, ৮৪১, ৮৫২
 দেবতানাম, ১৭৭
 দেবতানামধেয়ানি, ১১৬১
 দেবতাভিঃ, ১১৮৯
 দেবতাভিধানম্, ২০, ১৭৮
 দেবতায়াঃ, ৮৪২
 দেবতায়াম্, ৮২৬
 দেবতায়ৈ, ৯৪১
 দেবতাবৎ, ৩২৪, ৩২৫, ৮৪১
 দেবতাসু, ৯৪৫
 দেবতোপপরীক্ষা, ৮৩৬, ৮৩৮
 দেবত্রা, ৯৫৭, ৯৮৬
 দেবত্বম্, ৪৯৬, ১১৯৬
 দেবদেবত্বম্, ৮৪০
 দেবধর্মেণ, ১২১১
 দেবনে, ৬৬৯
 দেবপত্নীঃ, ১৩৫৪

দেবপল্লীগণ, ১৩৫১
 দেবপত্ন্যাঃ, ১১৬৯, ১৩৫১, ১৩৫৪
 দেবপত্ন্যোঃ, ১২২২, ১২২৭
 দেবপীযুষম্, ৫৫৮
 দেবপ্ৰীতম্, ১১৩৪
 দেবম্, ৪১, ৭০৪, ৮০৫, ৮৮৯, ৯৪২, ৯৪৩,
 ৯৭৫, ১২৯৪
 দেবমনুষ্যস্থানেষু, ১৭২
 দেবমাতা, ৫৪৬
 দেবযজ্ঞা, ৭৭৩
 দেবযজ্ঞায়ৈ, ৭৭৩
 দেবয়জ্ঞ, ৯৮২
 দেবয়া, ১২৬৯
 দেবযানাত্, ১১৮৩
 দেবযুগম্, ১৩৪৪
 দেবয়ঃ, ৪১২, ৪১৩
 দেবয়ম্, ৪১১, ৪১২
 দেবশুনী, ১২১৬
 দেবশ্রুতম্, ২৫৭, ২৫৮
 দেবসংখ্যে, ১৭১
 দেবসুমতিম্, ২৫২, ২৫৫
 দেবস্য, ৫৩৪, ৭১৬, ৮৪৫, ১১৮৮
 দেবহুতয়ঃ, ৬৭৬
 দেবাঃ, ২৫৮, ৩৬৭, ৩৭০, ৪৪৩, ৫৩০, ৬১০,
 ৬২৮, ৬৪১, ৭৩৯, ৮১৯, ৮২০, ৮৪২,
 ৮৫০, ৮৬০, ৮৬৬, ৯২৫, ৯৩২, ৯৩৪,
 ৯৪৫, ৯৫৯, ৯৮৮, ৯৮৯, ১০৬০, ১১৬৮,
 ১১৬৯, ১২২২, ১৩২২, ১৩২৮, ১৩৩৮,
 ১৩৩৯, ১৩৪০, ১৩৪১, ১৩৪৩, ১৩৪৪,
 ১৩৪৬, ১৩৪৮
 দেবাচা, ৭২২
 দেবান্, ১৭৯, ৩২০, ৩৬৮, ৬৭৬, ৭২২, ৮৯২,
 ৯৫৪, ৯৫৭, ৯৮২, ৯৮৬, ১০৯৪, ১২৫৩,
 ১২৬৪
 দেবানাম্, ২৫৫, ৩০০, ৩০১, ৫৭৯, ৭১৬,
 ৮৬০, ৯২৮, ৯৩১, ৯৬১, ৯৮০, ৯৮৮,
 ১১৪৬, ১২২১, ১২২৯, ১২৯৬, ১৩১০,
 ১৩৩৯, ১৩৫১, ১৩৫২
 দেবাপিঃ, ২৪৯, ২৫২, ২৫৫, ২৫৭

দেবাপিম্, ২৪৯
 দেবায়, ১০৮৪, ১১২৩, ১১২৪
 দেবাস্থাঃ, ১৩৫০
 দেবাসঃ, ৭৩৯, ৯৩২, ১৩২২
 দেবি, ১২২৯, ১২৩১
 দেবী, ১০৬৬, ১০৬৮, ১০৬৯, ১০৭১, ১২৫৩
 দেবীঃ, ৯৬৬, ৯৭২, ৯৭৩, ১৩৫২, ১৩৫৪
 দেবীম্, ১২২২
 দেবেজ্যা, ১২৬৯
 দেবেন, ১১১১
 দেবেভ্যঃ, ৫২, ৮৬৪, ৯৬৩, ৯৬৪, ৯৬৬, ৯৮৪,
 ১০৪৬, ১১৮০, ১১৮১
 দেবেষু, ৭২০, ৯৮৬, ১০৬১, ১২৩৯
 দেবৈঃ, ৯৯৫, ১০১৫, ১৩১৯
 দেবৌ, ৬৬৬, ১৩৩৪, ১৩৩৫
 দেব্যঃ, ৯৬৬, ৯৭২, ৯৭৩, ১৩৫২, ১৩৫৪
 দেবৌ, ১০৬৬, ১০৬৮, ১০৬৯, ১০৭১
 দেশঃ, ৮১১
 দেশাৎ, ৭০০
 দেশৌ, ৮৩
 দেহি, ৭৬, ৪৬৬, ৮৮৫, ১১১৩
 দেহে, ৪২৬
 দৈৰ্ঘ্যমসম্, ৯৯১
 দৈবতম্, ১৮০, ৮২৫
 দৈবতেন, ১৬০
 দৈব্যা, ৯৭০, ৯৭১
 দৈব্যেন, ৬৪০, ৯৮২
 দৈবৌ, ৯৩৬, ৯৭০, ৯৭১
 দোঃ, ৪৬৮
 দোষ্টি, ১২৪৭
 দোষ্টোঃ, ৩৪২
 দোষম্, ১০৪৪
 দোষা, ৪১১, ৫২১
 দোহৎ, ১২৪৭
 দোহান্, ১৭২
 দৌহিত্রম্, ৩৪৩
 দ্যতেঃ, ১০৮৬
 দ্যবি, ৬৫

দ্যাম্, ৪৪৫, ৯১২, ১০১৫, ১১২১, ১১২৩,
 ১১৩২, ১১৪২, ১৩০৯
 দ্যাবা, ২৯০, ২৯৩, ১০৬১
 দ্যাবাপৃথিবী, ৫৯০, ৯৭৫, ১২৯৬
 দ্যাবাপৃথিব্যোঃ, ৪৮১, ৯৩২
 দ্যাবাপৃথিব্যোনার্মধেয়ানি, ৪৫৫
 দ্যাবাপৃথিব্যৌ, ৫৫৮, ৬৬২, ৬৯৫, ৯১২, ৯৭৫,
 ৯৭৮, ১০৬০, ১০৬১, ১০৬৬, ১০৬৯,
 ১০৮০, ১০৯৫, ১১৮৬, ১২৬১, ১২৯৭,
 ১৩১৩
 দ্যাবৌ, ২৯৩
 দ্যুঃ, ৬৫
 দ্যুতেঃ, ১০৮৬
 দ্যুভক্তীনি, ৮৭১
 দ্যুভিঃ, ৬৯১, ৬৯২
 দ্যুমন্তম্, ১০৩২
 দ্যুমান্, ৭৬২
 দ্যুম্নম্, ৬০৯
 দ্যুস্থানঃ, ৮৪৬, ৮৯০, ১৩৪৪
 দ্যুস্থানাঃ, ১২৬১, ১৩৩১, ১৩৪৫
 দ্যুতনিন্দা, ৮৩৭
 দ্যোতকাঃ, ৩১
 দ্যোততেঃ, ৬০৯, ১০৮৬
 দ্যোততে, ৬৫
 দ্যোতনবান্, ৭৬৩
 দ্যোতনাৎ, ২৯৩, ৮৯০
 দ্যৌঃ, ১৪৬, ২৬৭, ২৬৮, ২৬৯, ২৭০, ২৭১,
 ২৭২, ৫৪২, ৫৪৭, ১২৮৬, ১২৯৮
 দ্রাক্ষঃ, ৬৪০
 দ্রাক্ষম্, ৬৪০
 দ্রমতি, ১১৭৮, ১১৭৯
 দ্রবতি, ৭৮৭, ৮১৫, ১০৪০, ১০৮২, ১০৮৯,
 ১১২০
 দ্রবন্তি, ১১৯১
 দ্রবতেঃ, ৪৬৮, ৫৭৯, ৭০৭, ৯৬৪
 দ্রবিশম্, ৯৪১
 দ্রবিশসঃ, ৯৪২
 দ্রবিশসাদিনঃ, ৯৪২
 দ্রবিশসানিনঃ, ৯৪২

দ্রবিশা, ৯৮২
 দ্রবিশানি, ৯৮২
 দ্রবিশোদঃ, ৯৪৯
 দ্রবিশোদসঃ, ৯৪৬
 দ্রবিশোদাঃ, ৯৪১, ৯৪২, ৯৪৩, ৯৪৫, ৯৪৮
 দ্রবিশোদাম্, ৯৪৫
 দ্রব্যসংযোগৈঃ, ৮৫৩, ৮৫৬
 দ্রাঘতেঃ, ২৭৭
 দ্রাতি, ২০৫
 দ্রাতিকুৎসনা, ২০৫
 দ্রাবয়িতা, ১০৯১
 দ্রাবিশোদসঃ, ৯৪৫, ৯৪৮
 দ্রাবিশোদসম্, ৯৪৩, ৯৪৬
 দ্রাবিশোদসাঃ, ৯৪৪, ৯৪৫
 দ্রুঃ, ৫১০
 দ্রুঘণঃ, ১০৩৫
 দ্রুঘণম্, ১০৩৫, ১০৩৬
 দ্রুততরা, ৩৮৩
 দ্রুতম্, ৪৩৭
 দ্রুপদে, ৫০৯
 দ্রুমঃ, ১০১৩
 দ্রুমময়ঃ, ১০৩৫
 দ্রুমময়ম্, ৬৮০
 দ্রুমময়স্য, ৫৩৬
 দ্রুহোৎ, ২১১, ২১৩
 দ্রুণাতেঃ, ৫১০
 দ্রুণানঃ, ৭৩১, ৭৩২
 দ্রোঃ, ৫৩৬
 দ্রোণম্, ৬৮০
 দ্রোণাহাবম্, ৬৭৯, ৬৮০
 দ্রোক্ষপ্তে, ৫৩৬
 দ্রুশ্বানি, ৮৪১, ১০৫৮
 দ্রয়োঃ, ৭৫৪
 দ্রা, ৩০০, ৩০৩, ৩৮২, ১২৮১
 দ্রাদশ, ২৯৪, ৩৭২, ৪০১, ৫৭৬
 দ্রাদশকপালঃ, ৯১১, ৯২১
 দ্রাদশবর্ষাণি, ২৪৯
 দ্রাদশবিধম্, ৯১১
 দ্রাদশারম্, ৫৭৬

দ্বাভ্যাম্, ৮৫৪
 দ্বারঃ, ১৯০, ৯৬৪, ৯৬৬
 দ্বাবিংশতিঃ, ৩৭২, ৪০৩
 দ্বাবিংশতম্, ৩৮০
 দ্বিশুণ্কারিণঃ, ৭৮৯
 দ্বিশুণ্দায়িনঃ, ৭৮৯
 দ্বিশুণম্, ৭৮৯
 দ্বিতঃ, ৪৮২
 দ্বিতা, ৫৯৫
 দ্বিতীয়ঃ, ১৪৫, ৪১২, ১১৮১
 দ্বিতীয়ায়াম্, ৯৪
 দ্বিপদাঃ, ১১১৭, ১৩৪২
 দ্বিপদী, ১২৪১
 দ্বিপদে, ১২৮৭
 দ্বিপাদভ্যঃ, ১২৮৭
 দ্বিপ্রকৃतीনাম্, ১৯০
 দ্বির্বহাঃ, ৭৫৪
 দ্বির্দশতঃ, ৩৮৫
 দ্বিবচনম্, ৭৪৮
 দ্বিবৎ, ৩১৩
 দ্বিবর্ণলোপঃ, ১৮৮
 দ্বিশঃ, ৪৩৯
 দ্বিষতে, ১১৫৬
 দ্বিষত্তি, ১০৮২
 দ্বৈ, ৩৮৮, ৬১৫
 দ্বৈষঃ, ৭১৪, ৭২৮, ৭২৯
 দ্বৈষসঃ, ৬৭১
 দ্বৈষাংসি, ১০৬৮
 দ্বৈষ্টি, ৭৭৫
 দ্বৈধম্, ৫৯৫
 দ্বৌ, ৩৮৩, ১২৮১, ১২৮২
 দ্ব্যপসর্গাৎ, ৮৬৪

ধ

ধত্, ৭১৫, ১০৪৪, ১৩৪৬
 ধন্তম্, ৭২৮, ৭২৯
 ধন্তাৎ, ৯৮২
 ধৎস্ব, ৬৭৭

ধননাম্, ৩৩৪, ৪৭৪, ৫২৩
 ধননামধেয়ম্, ৭২
 ধননামানি, ৩৭৯
 ধনম্, ২১৬, ৩৭৯, ৪৭২, ৫৫৩, ৮৬৪, ৯৪১,
 ১২৩১, ১২৭১
 ধনলাভায়, ৩৫৩
 ধনবতী, ১২৫৩
 ধনস্য, ৩৩৪, ৪৮৪, ৭৬৯, ৭৭৩
 ধনানাম্, ৩৫২, ৭৭৩, ৮৯১
 ধনানি, ৪৭৭, ৬৫০, ৭১৯, ৮১২, ১০৩৫, ১৩০০
 ধনুঃ, ৬৭৮, ৮১৬, ১০২২, ১০২৩
 ধনুষি, ২২২, ১০২৫
 ধনুষি ধনুষি, ২২২
 ধনেন, ১১০৪, ১২১৪
 ধন্ব, ৫৯০, ৬০৫, ৬০৬
 ধন্বতেঃ, ১০২২
 ধন্বন্, ১০২৫
 ধন্বনা, ১০২৩
 ধন্বন্তি, ৬০৫, ১০২২
 ধমনীনাম্, ৭৮৫
 ধমতিঃ, ৬৯৮
 ধমতেঃ, ১১৪০
 ধমনয়ঃ, ৭৮৫
 ধমন্তীঃ, ৬৯৭, ৬৯৮
 ধম্বতেঃ, ১২৪৬
 ধম্বন্তি, ১০৪৪
 ধরুণেষু, ১৩২৬
 ধর্তা, ১৩২২
 ধর্ম্মণি, ১১৮৯
 ধর্ম্মণে, ৯২৫
 ধর্ম্মতেঃ, ৩৪৬
 ধর্ম্মসন্তানাত্, ৭৬৩
 ধর্ম্মাণম্, ১০৩৮
 ধর্ম্মাণি, ১৩৪৪
 ধর্ম্মায়, ১২৮৮
 ধর্ম্মে, ৯৬৬
 ধবঃ, ৪১৩
 ধাঃ, ৫২০
 ধাৎ, ১১৬৫

ধাতঃ, ১১৮৯
 ধাতবঃ, ১৭৬, ৩২৯, ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮৮, ৩৯৫,
 ৪০৩, ৪০৫
 ধাতা, ১১২৮, ১১২৯, ১১৮৭, ১১৮৮, ১৩৩২
 ধাতুঃ, ১৭৬
 ধাতুভ্যঃ, ১৯২
 ধাত্বাদী, ১৮৬
 ধাত্রা, ১১৮৮
 ধানাঃ, ৬৩৩, ৬৩৪
 ধাম, ৮২৮
 ধামচ্ছৎ, ৯২০
 ধামভিঃ, ৫৮৭, ১০৪৮
 ধামহে, ১২৭১
 ধামানি, ১০৪৬
 ধায়ি, ৭৪৪
 ধারণায়, ৯২৫
 ধারয়, ১১৫৫
 ধারয়তঃ, ৪১৭
 ধারয়তি, ৯১৪, ১১২১, ১১২৪, ১৩১৩
 ধারয়তিকস্মণঃ, ১৯৭
 ধারয়তে, ১০৮৯
 ধারয়তেঃ, ৩৭৭, ৪৪২
 ধারয়ন্, ৯৪৫
 ধারয়সি, ১২৩৭
 ধারয়ান, ১১৭৪
 ধারয়িতা, ১৩২২
 ধারয়িতারঃ, ৯৫৯
 ধারয়িতারম্, ১০৩৮
 ধারাঃ, ৮৯৪, ৮৯৫, ১০৯২, ১০৯৩
 ধাবতি, ২৫৬
 ধিনোতি, ৩৭৯
 ধিনোতেঃ, ১২৪৬
 ধিয়ঃ, ১২১৯
 ধিয়ম্, ৯৫৯, ১৩৩০
 ধিয়ংধিয়ম্, ১৩০০
 ধিয়ঙ্কাঃ, ৯৫৯
 ধিয়াবসুঃ, ১২১৮
 ধিষণা, ৯৫০
 ধিষণ্যঃ, ৯৫০

ধিষণাভবঃ, ৯৫০
 ধিষেঃ, ৯৫০
 ধিষ্যঃ, ৯৫০
 ধিষ্যাত্, ৯৪৯
 ধীঃ, ৬০৮
 ধীতিঃ, ১১৫৭
 ধীতিভিঃ, ৩০৬, ১১৯৬, ১১৯৭
 ধীতিঃ, ৯৫৭, ১৩২২
 ধীমহি, ১১৮৮
 ধীমান্, ৩৯৮, ৩৯৯
 ধীয়তে, ৪৩২, ৪৮৭, ৬৮২, ৭৮৫, ৯৩০,
 ১০৭৯
 ধীয়ন্তে, ৬২৪
 ধীরঃ, ৩৯৬, ৩৯৮, ৩৯৯
 ধীরাঃ, ৪৯২, ৪৯৩, ১৩২৬
 ধীসাদিনী, ৯৫০
 ধীসানিনী, ৯৫০
 ধৃক্ষু, ১১০৬
 ধূনিঃ, ৬৩১, ৬৩২
 ধূনিম্, ১১৪২
 ধূনোতেঃ, ৬৩৩
 ধুমকেতুঃ, ৭০৭
 ধুরঃ, ৩৭৫, ৩৭৭
 ধুঃ, ৩৭৭
 ধূমেন, ১৩১৪
 ধূর্বতেঃ, ৩৭৭
 ধৃতাঃ, ১১৬৩
 ধৃষবঃ, ১২৭২, ১২৭৩
 ধৃষে, ৯৪৯
 ধেনা, ৭৫৩
 ধেনু, ১২৪৬
 ধেনুঃ, ১১০৬, ১২২২, ১২৪৬
 ধেনুম্, ৭৯৯, ১২৪৭
 ধেনে, ৭৫৩
 ধেহি, ৬০৯, ১২২৪
 ধ্যানম্, ৫৮২, ১৩২৮
 ধ্যানবন্তঃ, ৪৯৩
 ধ্যায়েৎ, ৯৯১
 ধ্রাজিঃ, ১৩১৫

প্রিয়তে, ৪৮৭
 প্রবম, ১১৮৩
 প্রবীকরোতি, ২৮৫
 ধবরতিঃ, ৯২
 ধবসনৌ, ২৪০
 ধবংসনে, ২৪২
 ধবংসনৌ, ২৪০
 ধ্বান্তম্, ৪৬৪

ন

ন, ১৪, ২৩, ২৭, ৩০, ৪১, ৪২, ৪৭, ৫০, ৫৫,
 ৫৮, ৬৪, ৬৫, ১১১, ১১৩, ১১৪, ১১৮,
 ১২৮, ১৩১, ১৩৭, ১৩৮, ১৪০, ১৪৫,
 ১৫৪, ১৫৭, ১৬২, ১৬৪, ১৬৬, ১৬৭,
 ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৮, ১৮০, ২০৩,
 ২০৭, ২০৮, ২১১, ২১২, ২১৩, ২২০,
 ২৩৪, ২৩৬, ২৩৯, ২৪৯, ২৫৬, ২৬৯,
 ২৯৬, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৭, ৩৪৬,
 ৩৪৭, ৩৫৩, ৩৫৬, ৩৬১, ৩৬২, ৩৮৩,
 ৩৮৪, ৩৮৭, ৪১১, ৪১৬, ৪১৭, ৪২৬,
 ৪২৯, ৪৪৪, ৪৭২, ৫০৬, ৫১৪, ৫৫০,
 ৫৫৭, ৬৩১, ৬৩৫, ৬৪৫, ৬৫০, ৬৫২,
 ৬৬৬, ৬৬৯, ৬৭১, ৬৭৬, ৬৭৭, ৭০৮,
 ৭১৫, ৭২১, ৭২২, ৭২৯, ৭৩১, ৭৫৫,
 ৭৬০, ৭৬৬, ৭৮৪, ৭৮৬, ৭৯৬, ৮১১,
 ৮১২, ৮১৩, ৮১৪, ৮৩৩, ৮৩৫, ৮৩৬,
 ৮৬১, ৮৮৭, ৮৯২, ৯০৪, ৯১০, ৯১৫,
 ৯৬৬, ১০৫০, ১০৭৭, ১০৭৯, ১০৯৯,
 ১১১৭, ১১৩৬, ১১৫২, ১১৫৯, ১১৬২,
 ১১৭৫, ১১৭৬, ১১৯২, ১১৯৪, ১১৯৭,
 ১১৯৮, ১২০৫, ১২৩৫, ১২৩৮, ১২৩৯,
 ১২৬৯, ১২৮৮, ১২৯২, ১৩০৩, ১৩১৫,
 ১৩১৬, ১৩২০, ১৩২১

নংসন্তে, ৫১২

নঃ, ৭০, ৭৭, ১০৯, ৩৩৫, ৩৩৯, ৩৯১, ৩৯২,
 ৪৩৯, ৪৫৩, ৪৭২, ৪৭৪, ৪৭৬, ৪৭৭,
 ৫১২, ৫৩০, ৫৩৭, ৫৩৮, ৫৪৪, ৬১৮,
 ৬৫২, ৬৭১, ৭৫৬, ৭৬৮, ৭৬৯, ৭৭১,

৭৭৩, ৭৮৪, ৭৯২, ৭৯৯, ৮০৮, ৮১১,
 ৮১২, ৮২৯, ৯০৩, ৯০৪, ৯৩৬, ৯৫৭,
 ৯৭৩, ৯৮২, ৯৯৫, ৯৯৯, ১০৪৪, ১০৫৩,
 ১০৬১, ১০৭৪, ১০৮২, ১০৮৪, ১০৮৬,
 ১০৮৭, ১১০৪, ১১০৬, ১১০৯, ১১২৬,
 ১১৪০, ১১৪৮, ১১৫৫, ১১৫৯, ১১৬২,
 ১১৬৫, ১১৮৩, ১১৯২, ১২০১, ১২০৩,
 ১২১৮, ১২২২, ১২২৪, ১২২৬, ১২২৯,
 ১২৩১, ১২৪৭, ১২৫৩, ১২৫৮, ১২৫৯,
 ১৩০০, ১৩১২, ১২১৯, ১৩২৮, ১৩৩২,
 ১৩৩৯, ১৩৪৮, ১৩৫০, ১৩৫২

ন কিল, ৫৮

নকুং, ৯৩০

নকুংচারীণি, ২৮৫

নক্সা, ৯৬৭

নক্সতে, ৫২৭

নক্সতেঃ, ৪৪৪

নক্সতঃ, ৯৩৬

নক্সত্বে, ১১১৭

নক্সত্রগণম্, ৬৬১

নক্সত্রাণাম্, ৪৪৩

নক্সত্রাণি, ৪৪৪

নক্সদাভম্, ৭০২

ন চ, ১১৪

ন চ+ইং, ১১৪

নচৈং, ১১৪

নতম্, ১১৮৬

নতানি, ১১২৮, ১১৩০

নদঃ, ৫৮৮

নদতেঃ, ৫৮৮

নদনস্য, ৫৮৯

নদনাঃ, ৩১০

নদস্য, ৫৮৮

নদিতুম্, ৯৯৫

নদী, ৫১২, ১০৩৮, ১২১৬

নদীঃ, ৩১২

নদীকঙ্কঃ, ৫২৭

নদীনাম্, ৩১৯, ৩২০, ৫২৩, ৫৭৮, ৭১৬,
 ১১৬৩

নদীনামানি, ৩০৯
 নদীভিঃ, ১২৫৮
 নদীম্, ৩০৮
 নদীবৎ, ৩০৪
 নদীস্তুতিঃ, ৮৫৬
 নদ্যাঃ, ৩১০, ৩১৮, ৭০৭, ১০৩৮, ১০৪১,
 ১০৪২, ১১৬৮, ১১৬৯
 ন ন, ২৭১
 ননা, ৭১০, ৭১১
 ননাশ, ১২৮৪
 ননু, ৫৮
 ননু কিল, ৫৮
 নপাৎ, ৪২১, ৯৫৫, ১১১১
 নপুংসকস্য, ৪৫২
 নপ্তারম্, ৩৪৩
 নপ্তুভিঃ, ১৪৮
 নপ্ত্যম্, ৩৪১
 নভঃ, ২৭১
 নভজ্যম্, ৬৭৩, ১০৮১, ১০৮২
 নমঃ, ৪৪০
 নমতিকর্মা, ৮৯৬
 নমতেঃ, ৬৭১, ৭১১
 নমস্ত্যম্, ৯৮৯
 নমস্তে, ৫১২
 নমসা, ৫৩৪
 নম্যতঃ, ৯৩৪
 নম্যতি, ৮৮৬, ৯০৬, ১০২১, ১১৫৩, ১৩০৭
 নম্যতিঃ, ৯৩৪
 নম্যন্তি, ৪৩৪, ৫০৬, ৫০৭, ৯০৬, ৯২০
 নম্যন্তী, ১০২৫
 নরাঃ, ১০৭, ৬২৪, ১০২৭, ১১৩৮
 নরকম্, ১১২, ১১৩, ২৫৩
 নরপাণম্, ৬৮১
 নররাষ্ট্রম্, ৮৫১
 নরা, ৫৭৮, ৬৭৪
 নরাঃ, ৫৭৯, ৯০৬, ৯৫৮, ১০০৯, ১০২৭
 নরান্, ৯০৬
 নরাপত্যম্, ১২৩৫
 নরাশংসঃ, ৯৫৮

নরাশংসস্য, ৯৫৯
 নরৈঃ, ৯৫৮
 নরৌ, ৫৭৮, ৬৭৪
 নর্যঃ, ১২৩৫
 নব, ৩৭৯, ৪০৫, ৭০৯
 নবঃ, ১১৮০
 নবগতয়ঃ, ১২০৩
 নবগ্ধাঃ, ১২০৩
 নবজাতঃ, ৩৩৯
 নবজাতে, ৫১১
 নবভরম্, ৭২৫
 নবভরৈঃ, ৮৯২
 নবনম্, ৫১৫
 নবনামানি, ৪৩৮
 নবনীতগতয়ঃ, ১২০৩
 নবপদী, ১২৪১
 নবম, ৪৩৮, ১০৭১, ১০৭২, ১০৭৬
 নবে, ৫০৯, ৫১১
 নবেন, ৫২১, ১০৭১, ১০৭২
 নব্যঃ, ৩৩৭
 নব্যম্, ৭২৩, ৭২৫, ৭৮২
 নব্যতি, ৪১৫
 নব্যসি, ১০৫০
 নসতিঃ, ৮৯৬
 নসতেঃ, ৭৫৩
 নসন্ত, ৫১৩, ৮৯৪, ৮৯৬
 নস্বঃ, ৬৫০
 ন হি, ৩৩৭, ৫৭৬
 নাকঃ, ২৬৮
 নাকম্, ১৬৪, ১২৮৭, ১৩৪৪
 নাধঃ, ১৯০
 নাধয়ানাঃ, ৪৬৪
 নানাকর্মাণঃ, ৭১১
 নানাকর্ম্মানি, ২৩১
 নানাদিযঃ, ৭১০, ৭১১
 নানানিব্বচনানি, ২৩১
 নানারূপঃ, ৪২৭
 নানাবিভক্তী, ৭৮৫
 নাভাকঃ, ১০৮১

নাভাকস্য, ১০৮১
 নাভানঃ, ৭৬৯
 নাভিঃ, ৫৪২, ৫৪৩
 নাভৌ, ৫৭৫
 নাভ্যঃ, ৫৪৩
 নাম, ৯৩, ২৭৪, ৪৫৫, ৫৫৫, ৬২১, ৬৭২,
 ৭৪০, ৮১১, ৯৯৭, ১২৯১
 নামকরণঃ, ১৫৭, ১৯৯, ২১৫, ২১৭, ৯৩৪,
 ১১০৯
 নামধেয়প্রতিলম্বঃ, ১২২
 নামধেয়প্রতিলম্বম্, ১৩১, ১৩৮
 নামধেয়ম্, ৬৫, ৭৮, ২১৪, ২২৭, ৬২২, ৯৫৫,
 ৯৬১
 নামধেয়ানি, ১৭৬, ৩৩০, ৮৪৬
 নামধেয়েন, ৯০০, ৯০৫
 নামনী, ৩৮৮, ৬১৫
 নামবিভক্তিভিঃ, ৮২৭
 নামভিঃ, ১২৬৬
 নামাখ্যাতয়োঃ, ৬, ৩১, ৩৩
 নামাখ্যাতৈ, ৬, ১১৭
 নামানি, ৭, ১১৭, ১২১, ১২২, ১৮০, ৪০৫,
 ৮২৫, ১০৪৬
 নামীভূতঃ, ৭৪৭
 নারায়ণঃ, ১০০৯
 নারায়ণসবিত্তি, ৯৯১
 নারায়ণসাঃ, ৮৩৯
 নারায়ণসান্, ১১৭৭
 নারিব্, ১২৩৮
 নারীব্, ১২৩৮
 নাবম্, ৬৭১, ৬৭৬, ৬৭৭, ৯৯৭
 নানেন, ৮০৪
 নানয়তি, ১৩১৭
 নাসত্যা, ৭১৪, ৭৩৬
 নাসতৌ, ৭৩৬
 নাসিকা, ৭৫৩
 নাসিকাপ্রভবৌ, ৭৩৬
 নাসিকে, ৭৫৩
 নি, ৩৫, ২৪০, ১২৫৩
 নিকরোতি, ২৪২

নিকৃষ্টদ্বারঃ, ৯৮
 নিকৃষ্টম্, ৭০২
 নিকৃষ্টঃ, ২৯২
 নিগচ্ছতি, ১২৩৯
 নিগদব্যাক্যাতা, ৭০৯, ৯১৮, ৯৯৯, ১০০৩,
 ১০২৩, ১০৩২, ১০৫৭, ১০৬৬, ১১১১,
 ১১২৬, ১১৭৪, ১১৮৪, ১২৫১, ১২৬৪,
 ১৩২৪
 নিগদেন, ১৬৪
 নিগন্তবঃ, ৩
 নিগমঃ, ২০৩, ২২৫, ২৬৩, ৩২৭, ৩৫৬, ৩৫৭,
 ৪১৮, ৪৪৭, ৪৪৮, ৪৪৯, ৪৫১, ৪৫৪,
 ৪৯৮, ৫০৫, ৫২০, ৫৩২, ৫৩৩, ৫৪৫,
 ৫৪৬, ৫৫৭, ৫৭৯, ৫৮০, ৫৮২, ৫৮৫,
 ৫৮৬, ৫৮৭, ৫৯৩, ৫৯৭, ৫৯৮, ৬০১,
 ৬০২, ৬০৬, ৬১০, ৬১১, ৬১৫, ৬২৮,
 ৬৩০, ৬৩৩, ৬৩৪, ৬৪৪, ৬৪৫, ৬৪৬,
 ৬৪৭, ৬৪৯, ৬৫০, ৬৫৫, ৬৬৫, ৬৬৮,
 ৬৭৫, ৬৮৫, ৬৮৯, ৭০১, ৭০২, ৭০৩,
 ৭০৪, ৭০৫, ৭০৬, ৭০৭, ৭০৮, ৭১২,
 ৭১৩, ৭১৫, ৭১৬, ৭১৭, ৭২০, ৭২২,
 ৭৩৫, ৭৩৭, ৭৩৮, ৭৪০, ৭৪১, ৭৪৮,
 ৭৪৯, ৭৫০, ৭৫১, ৭৫২, ৭৫৩, ৭৫৪,
 ৭৫৫, ৭৫৭, ৭৫৮, ৭৬১, ৭৬৭, ৭৭০,
 ৭৭১, ৭৮০, ৭৮১, ৭৯৩, ৭৯৬, ৭৯৮,
 ৭৯৯, ৮০০, ৮০৪, ৮০৫, ৮২০, ৯৪৩,
 ৯৪৫, ৯৪৬, ৯৪৭, ১১০৯, ১১১৮, ১১১৯,
 ১১৫৬, ১২৭৩, ১৩২০, ১৩২২
 নিগমাৎ, ৩
 নিগমাঃ, ৩, ২১৫, ৩০৪, ৩২৫, ৩৬৬, ৩৮১,
 ৫৩০, ১১৯৭
 নিগমান্, ৪৫৭
 নিগমৌ, ৪৩৯, ৪৪০, ৪৪১, ৪৪৩, ৪৪৫, ৪৪৬,
 ৬০৫, ৬১০, ৬৬৮
 নিষক্টবঃ, ২, ৩
 নি চকার, ২৪০
 নি চকার হি, ২৪০
 নিচমনেন, ৬৫৩, ৬৫৫
 নিচান্তগুণঃ, ৬৫৩

নিচায্য, ৬৬২
 নিচায্যা, ৬৬১
 নিচিতম্, ৫৫২
 নিচুক্ষুণঃ, ৬৫৫
 নিচুক্ষুণঃ, ৬৫৩, ৬৫৪, ৬৫৫
 নিগ্যম্, ২৭৬, ২৭৭
 নিত্যম্, ২০৯
 নিত্যস্য, ৩৩৩, ৩৩৪
 নিদধানি, ৫৩
 নিদধিরে, ৮২০
 নিদধে, ১৩০২
 নিদর্শনায়, ১১৭৩
 নিধন্তে, ১৩০২
 নিধয়া, ৪৬৪
 নিধা, ৪৬২
 নিধানম্, ৩৬১, ১০১৫
 নিধানাৎ, ২৩০
 নিধানৈ, ১০৫৯
 নিধিঃ, ২১৩
 নিধিপায়, ২১৩
 নিধীয়তে, ৪৬২
 নিধেহি, ৯৩৮
 নিনংসৈ, ৩২২
 নিনদ্ধাঃ, ১০১৭, ১০১৮
 নিনয়া, ৩২৩
 নিনয়াম, ৩২৩
 নিন্দতি, ১০০৬
 নিন্দন্তি, ৩৮২, ৩৮৭
 নিন্দাপ্রশংসে, ৮৩৬
 নিন্যথুঃ, ৮২২
 নিপততি, ১৭৭
 নিপতন্তি, ৩৯, ১১৪
 নিপরণাৎ, ২৫৩
 নিপাতঃ, ৯৩, ২৯৫, ৫২২, ৬০৭, ৭৯৫, ১১৮৮,
 ১২০৫, ১৩০৪, ১৩২১, ১৩২৩, ১৩২৫,
 ১৩২৭, ১৩২৯
 নিপাতভাজঃ, ৮৮২
 নিপাতম্, ৯০০, ৯০৫, ৯৪০
 নিপাতাঃ, ৩৯, ৪১৪

নিপাতু, ১২৫৩
 নিমিষন্তম্, ১২৪৪
 নিষচ্ছতাম্, ১০৬১
 নিষচ্ছতি, ১২১০
 নিয়তবাচঃ, ১৪২
 নিয়তবাচোযুক্তয়ঃ, ১৪২, ১৪৯
 নিয়তা, ২২২, ২২৩
 নিয়তানুপূর্ব্যাঃ, ১৪২, ১৪৯
 নিয়মনাৎ, ৬৮৭
 নিয়ানম্, ৯১৯
 নিযুতঃ, ৬৮৭
 নিযুতম্, ৩৮৫
 নিযুক্তান্, ৬৮৬, ৬৮৭
 নিযুয়, ৯৮৪, ৯৮৬
 নিযোজনাৎ, ৬৮৭
 নিরজনায়, ৬৯৮
 নিরজে, ৬৯৭, ৬৯৮
 নিরতন্তে, ৫০৫
 নিরমণাৎ, ২৩২
 নিরমণে, ১২৫৩
 নিরমিমীত, ৯৮৮, ১০১১
 নিরয়ণম্, ৯১৯
 নিরবিধ্যৎ, ৭৬৪, ৮১৮
 নিরশিক্ষথৎ, ১২৫৫
 নিরাময়, ১১১১
 নিরাঙ্কঃ, ৩০
 নি ঝিণীতে, ৩৫২
 নিরুচ্যতে, ৯৪০, ১০৮২
 নিরুণাক্তি, ৬৯৫
 নিরুদ্ধাঃ, ২৮১, ২৮২
 নিরুপ্য, ৬৩
 নিরুপ্যতে, ৯০০, ৯০৫
 নিরুদ্রোপথাৎ, ৫৫৮
 নিরু, ৩৫, ১২৭৩
 নিরুণম্, ১০০৫
 নিরুতিঃ, ২৩২
 নিরুতিম্, ২৩৪
 নিরুত্যাঃ, ১৫৯
 নিরুত্যা, ১৫৯

নির্গতম্, ২২৮
 নির্গমনপ্রায়া, ৩৬২
 নির্গমনে, ১২৫৩
 নির্জঘান, ১২৯২
 নির্জ্ভার, ১০৯৯
 নির্গততমা, ৯৫৫
 নির্গামম্, ২৭৭
 নির্গশয়াধ্কার, ৮০৩
 নির্গিক্তম্, ৪৩৭
 নির্গিজ্জ, ৬৫৮
 নির্গীতম্, ৪৩৭
 নির্গীতাজ্জহিতনামথেয়ানি, ৪৩৭
 নির্দহ, ১০৫৫
 নির্বন্ধাঃ, ৩০
 নির্বুয়াৎ, ১৮২, ১৮৪, ১৯৫, ১৯৬, ২০৭,
 ২০৯
 নির্মাণে, ৩০১
 নির্মাট্রাঃ, ১২৭৩
 নির্মিমানৌ, ৯৭১
 নির্মিমায়, ১২৪১
 নির্মীয়ন্তে, ২৩৭
 নির্বক্তব্যানি, ২৩১
 নির্বচনম্, ১৮২
 নির্বচনায়, ১৬৯, ২৫৬, ৩৩৬, ৩৫১, ৬১৯,
 ৮৯৭, ৯৩১, ৯৩৭, ১১৩১
 নির্বেপ্তিতঃ, ৬১৮
 নিহ্ৰসিতোপসর্গঃ, ২৮২, ৭২৮
 নিবতঃ, ১১১৫
 নিবপন্তৌ, ৭৮৮
 নিবর্ততাম্, ১৩৩৯
 নিবর্তনম্, ৫০৬
 নিবসন্তম্, ৬২২, ১০৯৯
 নিবসন্ত্যা, ১১১৯
 নিবারয়াধ্কার, ২৭৮
 নিবাসকর্মণঃ, ২২৩, ১১০৩, ১১০৮
 নিবাসনাম্, ৩৩৮
 নিবাসাৎ, ১১৬৪, ১২৫১
 নিবিৎ, ৯১২, ৯২২
 নিবৃগ্গি, ৬৪৮

নিবৃত্তিকর্ম, ২৬৪
 নিবৃত্তিহানেষু, ১৮৭
 নিবেশনী, ১০৫৩
 নি শিশ্নথৎ, ১২৫৫
 নিশ্ভাঃ, ৭০৩, ৭০৪
 নিশ্যতি, ৫২৭
 নিশ্চাধ্যারিণঃ, ৭০৩
 নিষগ্গম্, ৩৭১
 নিষন্তে, ৭৪২
 নিষদনঃ, ৩৭১
 নিবসাদ, ১২২১
 নিবাদঃ, ৩৭০, ৩৭১
 নিবীদন, ২৫২, ২৫৪, ৯৩৮, ৯৩৯
 নিষ্ণানাঃ, ১২৭২, ১২৭৩
 নিষ্কৃতম্, ১২৭৩
 নিষ্টজ্জভার, ১০৯৯
 নিষ্টক্সাসঃ, ১০৭
 নিষ্পসে, ১২৫, ১৩৫
 নিষ্বপী, ৬৪৯, ৬৫০
 নিষবাট্, ৩৮২
 নিষ্বিক্তম্, ৬৯৩
 নিঃসহমাণঃ, ৩৮৩
 নিস্তষ্টে, ৫০৫
 নি হি চকার, ২৪০
 নিহিতম্, ২৭৬, ১৩৩৭, ১৩৩৮
 নিহিতা, ৪৯২, ৪৯৩
 নিহিতাসঃ, ৪৪৫
 নীঃ, ৮৮৭
 নীচায়মানম্, ৫৫০, ৫৫২
 নীচাশাখঃ, ৮১৪
 নীচীনবারম্, ১০৭৯
 নীচীনদ্বারম্, ১০৭৯
 নীচৈঃ, ১১৩, ৫৫২, ৬৫৫, ৮১৪
 নীতাৎ, ৮৮৭
 নু, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ১৩০, ২৩৪, ৪৬০, ৭৯২,
 ৮২৯, ৮৩৩, ৮৯৩, ৯০৪, ৯১৪, ১০৩৮,
 ১০৪৬, ১০৭৬, ১২৬০
 নুদতি, ৬৮২
 নু, ৯০৯

নূচ, ৫২২, ৫২৩
 নূচি, ৫২২, ৫২৩, ১০৭৬
 নূতনৈঃ, ৮৯২
 নুনম্, ৬২, ৬৪, ৬৫, ৭০, ৯০৩, ১২৩৫
 নৃণাম্, ৬৯১
 নৃত্যস্তি, ৫৭৯
 নৃপতে, ৬৯১
 নৃপাণম্, ৬৭৯, ৬৮১
 নৃভিঃ, ৬১০
 নৃভাঃ, ১২৩৫
 নৃমণং, ১১৮৫, ১১৮৬
 নৃমণস্য, ১০৯৪, ১০৯৫
 নুন, ১১৮৬
 নে, ১১২
 নেতব্যা, ৫০৯
 নেতা, ৯০, ২৬৮, ২৭১
 নেদীয়ঃ, ৬৮৯
 নেনেজি, ২৮২
 নেমঃ, ৪৪২
 নেমে, ৪৪৩
 নেষ্টাৎ, ৯৪৩
 নেষ্টায়্যাৎ, ৯৪৯
 নেগমাঃ, ১৯২
 নেগমানি, ১৮১
 নেগমেভ্যঃ, ১৯৩
 নেঘটুকম্, ১৭৭, ৩১০, ৬৩৫, ১০৭৭, ১১৭৩
 নেঘটুকানি, ১৮১
 নেচাশাখম্, ৮১১, ৮১৪
 নৈদানাঃ, ৭২৪, ৮৭৪
 নৈব, ৭৯৫, ৮১২
 নৈরুক্তসময়ঃ, ১১৭
 নৈরুক্তাঃ, ২৩৬, ২৬৭, ২৭৮, ৩৭১, ৪০৯,
 ৪৩৩, ৪৩৬, ৫৫১, ৬২৭, ৬৯৩, ৭০০,
 ৭২৯, ৮৩৯, ৮৪৬, ৯৭৩, ৯৯৮, ১২০৩,
 ১২২২, ১২২৭, ১২৮২, ১৩৪৪
 নোথাঃ, ৫১৪, ৫১৫
 নৌ, ৯৩৬
 নৌঃ, ৬৭১
 ন্যত্রন্দয়ন, ১০৩৪

ন্যত্রন্দীৎ, ৯৯৭
 ন্যথায়ি, ৭৯৬
 ন্যরকম্, ১১৩
 ন্যবিশস্ত, ৬৭৬, ৬৭৭
 ন্যাবিধ্যৎ, ৭৬৪
 ন্যায়বৎকার্মনামিকঃ, ১২৪
 ন্যায়বান্, ১২৪
 ন্যাসদতাম্, ৯৬৯
 ন্যাসীদতাম্, ৯৬৯

প

পংসনীয়াঃ, ১৩০৩
 পক্তব্যঃ, ৩৯৮, ৩৯৯
 পক্তিঃ, ৯
 পকম্, ৩৭০, ৫৯৪, ৬৮৯, ৮১৮
 পক্তক্তিঃ, ৮৭১, ৮৭৮
 পচতঃ, ৭৪৮
 পচতা, ৭৪৭, ৭৪৮
 পচতি, ৮, ৯৩২
 পচতিঃ, ৭৪৭
 পচসি, ৯১৭
 পঙ্কহোষিণা, ৬৬৬
 পঙ্ক, ২৭৩, ৩৭১
 পঙ্ককপালঃ, ৯২১
 পঙ্ককৃষ্টিঃ, ১১৩৬, ১১৪০
 পঙ্কজনাঃ, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৭০, ৫৪৭
 পঙ্কজনীনয়া, ৩৭১
 পঙ্কজন্যয়া, ৩৭১
 পঙ্কদশ, ২৪৫, ২৭৩, ৩৩১
 পঙ্কদশস্তোমঃ, ৮৬৫
 পঙ্কপদা, ৮৭৮
 পঙ্কমঃ, ৩৭০
 পঙ্কমনুব্যজ্ঞাতানি, ১১৩৬, ১১৪০
 পঙ্কমীকর্মাণম্, ৮২
 পঙ্কমার্থশ্রেফা, ১৫৯
 পঙ্কম্যার্থে, ৬৯২
 পঙ্কম্যাম্, ৬৭২
 পঙ্কপ্তবঃ, ৫৭৪

পঞ্চভূত্যা, ৫৭৪
 পঞ্চবিংশতিঃ, ৩৬৫, ৪০১
 পঞ্চায়ে, ৫৭৪
 পণনাৎ, ২৮২
 পণায়তেঃ, ৩২০
 পণিঃ, ২৮২
 পণিনা, ২৮১, ২৮২
 পণিভিঃ, ১২১৬
 পণীন, ৭৯০
 পণ্ডকঃ, ৮১৩
 পণ্ডগঃ, ৮১৩
 পণ্যম্, ২৮২
 পততি, ২২০, ৩৩১, ৫৮৫, ১০২৭
 পততেঃ, ৩২৮
 পতত্রি, ৫৯২, ৫৯৩
 পতন্তী, ১২৩৫
 পতন্তঃ, ৩৩৩, ৩৩৪, ১১০৬, ১১৬২
 পতাম্, ১১২
 পতিঃ, ৫৬৫, ৫৬৬, ১১০৩, ১১১৭, ১১১৮,
 ১১১৯, ১১২৩, ১১২৪, ১২৩৮
 পতিনা, ১১০৪
 পতিভ্যাঃ, ৯৬৬
 পতিম্, ৩৫৩, ৫৩৯, ৫৪০, ১৩০৫
 পতে, ১১০৬
 পত্নী, ১০৪৮, ১০৫৬, ১২৩৭, ১২৫৯, ১২৭৩,
 ১২৭৭, ১৩৫৪
 পত্নীঃ, ১৩৫২
 পত্নীবস্তঃ, ৬৫৪
 পত্ন্যাঃ, ১৩৫১, ১৩৫২
 পত্যা, ৪৫২
 পতো, ১৬৬, ১৬৮, ৩৫২, ৩৫৭, ১২৭৫,
 ১২৭৬
 পথঃ, ৩৩৩, ৩৩৫, ৬৯৭, ৬৯৮, ৯৫৭, ১৩৪৮
 পথস্পথঃ, ১৩০০
 পথা, ৬৬১, ৭১৫, ১৩০৫, ১৩১৭
 পথাম্, ৩২৬, ৩২৮
 পথিভী, ৯৮৪
 পথ্যদনম্, ১৫৭
 পথ্যা, ১২৫১

পদঃ, ১০০৩
 পদজাতানি, ৫, ১১৭
 পদপূরণঃ, ৫৬, ৬০, ৬২, ৬৯, ৮০
 পদপূরণাঃ, ৩৯, ১০৫
 পদপ্রকৃতিঃ, ১৬০
 পদপ্রকৃতীনি, ১৬০
 পদম্, ২২৭, ২২৯, ২৩০, ৫৩৪, ১৩০২,
 ১৩০৩
 পদবিভাগঃ, ১৫৭
 পদা, ৬৫২
 পদানি, ২৩০, ৪০৫, ৪৭২, ৯৪১
 পদার্থঃ, ৩৩
 পদার্থাঃ, ৩১
 পদিঃ, ৬৫৬
 পদিম্, ৬৫৭
 পদেতরান্নানি, ১২৭, ১৩৭
 পদেভ্যাঃ, ১২৭, ১৩৭
 পদেয়, ১৮২
 পদ্যতে, ২৩০, ৩২৮, ৬৫৬
 পদ্যতেঃ, ৬৫৮
 পদ্বৎ, ১৫৭
 পদ্বতে, ১৫৭
 পদ্বদবসম্, ১৫৭
 পনায়ত, ১০২১
 পন্থতেঃ, ৩২৮
 পন্থাঃ, ৩২৮, ১২৫১
 পন্থানম্, ১১১৫
 পন্থাম্, ১১১৫, ১১৮৩
 পন্থাঃ, ১৩০৩
 পণিবান্, ১১৭৫, ১১৭৬
 পণিবাসঃ, ১৩৪৬
 পণিরে, ১১০১
 পণুরিঃ, ৬৭৪
 পণ্ঠ, ২৩৯, ৭০৯
 পণ্ঠস্ত, ৯২৫
 পণ্ঠাথে, ৭১৫
 পয়ঃ, ২১৭, ৭০১, ৯৫৫, ১০৬৬, ১১০৬,
 ১২৪৭, ১২৫১
 পয়তে, ১২৪৪

পয়সঃ, ২১৫, ৫৩৪, ৯৫৫
 পয়সা, ১০৬২, ১০৬৩
 পয়স্বতী, ৫৮৪
 পয়াংসি, ১২১৫, ১২১৬, ১২২১
 পয়োভিঃ, ১২৪৪, ১২৪৫
 পরঃ, ১৫৯, ১৬০, ৮১৩, ৮৮৭, ৯৩৪, ৯৩৬,
 ১০৯৬, ১১২৮, ১১২৯, ১১৩০
 পরকুলানি, ৪৭৭
 পরগৃহাণি, ৪৭৭
 পরম, ২০৩, ৩০৮, ১১৮৩
 পরমঃ, ১১২৮, ১১২৯
 পরমম, ২২৭, ২২৯, ৩৬৭, ১২২১
 পরমস্যাম, ১৩২৪
 পরমে, ১২৪১, ১২৪২
 পরমৈ, ৩৬৩
 পরা, ৩৪, ৮০৪, ৮৯১
 পরাকে, ৬২১, ৬২২
 পরাক্রান্তে, ৬২২
 পরাগতাৎ, ৯২৮, ১২৫৭
 পরাচী, ১০৫০
 পরাচৈঃ, ১২১৫
 পরাঞ্চনৈঃ, ১২১৫
 পরাণি, ৭৯০
 পরাদাঃ, ৬৫০
 পরামুশ, ৪৪০
 পরাৰ্জ্যস্থম, ২২৯
 পরাবতঃ, ৯২৭, ১২৫৭
 পরাশরঃ, ৮০৪, ৮০৫
 পরাশীর্ণস্য, ৮০৪
 পরাসঃ, ১২০১
 পরাস্যস্তি, ৩৪৬
 পরি, ৩৭, ৬৮৮, ৬৯১, ৬৯৩, ১২১১
 পরি অগাৎ, ৭০৮
 পরি আযাতম, ১৩২৪
 পরি আসতে, ১৩২৬
 পরিকরৎ, ৬৯৩
 পরিক্ৰশনম, ৬৯৬
 পরিখ্যন, ৯৯৫
 পরিগমিতা, ৬৪৫

পরিগ্রহার্থীয়ঃ, ৮০
 পরিগ্রহার্থীয়ম, ৬৭০
 পরিচক্ষ্যম, ৬১৭
 পরিচরণকর্মাণঃ, ৪০৩
 পরিচরতঃ, ১১৮৬
 পরিচরসি, ১২০৯
 পরিচরেম, ৩০৮
 পরিচর্য্যাম্যম, ১২০৯
 পরিজজিহ্নে, ১২০০
 পরিতঃ, ১২১৫
 পরিতকনম, ১২১৫
 পরিতক্ষ্যা, ৫১৯, ১২১৫
 পরিগ্রায়মাণঃ, ১০১৯
 পরিদদৎ, ৮৬৩
 পরিদেবনা, ৮৩৫
 পরিদেহবায়ঞ্চক্রে, ৬৩
 পরিদ্বেষসঃ, ৬৭১
 পরিধিম, ৩১৯, ৩২০
 পরিপতিম, ১৩০০
 পরিপবনম, ৪৯১
 পরিপবনেন, ৪৯৩
 পরিপাতু, ১০১৯
 পরিবভূব, ১১৬২
 পরিবর্ত্তমানে, ৫৭৪
 পরিবর্তিঃ, ৪৪১
 পরিবর্হণা, ৭৬০
 পরিবর্হণাৎ, ৮৭৮, ৯৬২
 পরিবাধমানঃ, ১০১৯
 পরিবীতঃ, ২৩৪, ২৩৮
 পরিভ্রমার্থে, ১০৫০
 পরিভয়ে, ১১১
 পরিমৃজ, ৯১৪
 পরিবৃতঃ, ২৩৮
 পরিবৃঢ়ঃ, ৮৯, ৭৫৪
 পরিবৃঢ়ম, ৭৮, ৮৯
 পরিবৃণ্ড, ১০৮৬, ১০৮৭
 পরিবেষ্টয়তি, ১০১৯
 পরিব্রাজকঃ, ১৩১
 পরিব্রাজকাঃ, ২৩৬

পরিষদ্যম্, ৩৩৩
 পরিষদ্বজানা, ১০২৫
 পরিষদ্বক্ষ্যতে, ৭৯৫, ১২৩২
 পরিষজনায, ৩২৩
 পরিষজমানা, ১০২৫
 পরিষজাতে, ৭৯৫, ১২৩২
 পরিষব, ৭১০, ৭১১, ৯৯৪
 পরিহর্তব্যম্, ৩৩৪
 পরীক্ষেত, ১৮৩
 পরীতা, ১২৮৯
 পরুচ্ছেপঃ, ১১৬১
 পরুচ্ছেপস্য, ১১৬০
 পরুযি পরুযি, ১১৬১
 পরুযিঃ, ১০৩৯
 পরুযী, ১০৪০
 পরুয্যা, ১০৩৯
 পরুষে, ২২৪
 পরে, ১২০১
 পরেয়িবাংসম্, ১১১৫
 পরেহি, ৭০৫, ১০৫৫
 পরোক্ষকৃতাঃ, ৮২৬, ৮২৭, ৮৩৩
 পরোক্ষকৃতানি, ৮৩০
 পরোক্ষেণ, ১০৩০
 পর্জনাঃ, ৩০১, ৫৪৩, ৫৭৩, ৮৬০, ৮৬৬,
 ১০৯৫, ১০৯৭
 পর্জন্যজিহ্বিতাম্, ১০০১
 পর্জন্যশ্রীতাম্, ১০০১
 পর্জন্যম্, ১০০২
 পর্জন্যাঃ, ৭৭৯, ৯১৮
 পর্জন্যেন, ৮৫০
 পর্যাগাৎ, ৭০৮
 পর্যাগুহ্মাৎ, ১০৯৪
 পর্যাপশ্যাৎ, ১০৯৯
 পর্যাভবৎ, ১০৯৪
 পর্যাভূবৎ, ১০৯৪
 পর্য্যরক্ষৎ, ১০৯৪
 পর্যাগতবস্তুম্, ১১১৫
 পর্যায়াঃ, ১০৪
 পর্য্যাবর্ত্তে, ৯২০

পর্য্যাবর্ত্তে, ৯১৯
 পর্য্যাসতে, ১৩২৬
 পর্য্যাহ্যমানা, ১২৮৪
 পর্য্যোতি, ১০১৯
 পৰ্ব, ১৭৮, ৭৬৬, ১২২৭
 পৰ্বতঃ, ১৭৮, ৭০৯, ৮৬৬, ১০০৫
 পৰ্বতনামভিঃ, ২৯৭
 পৰ্বতম্, ১০৯২, ১০৯৩
 পৰ্বতাঃ, ১০০৮
 পৰ্বতানাম্, ১০৬২, ১২৩৭
 পৰ্বতেষ্টাম্, ৭০২
 পৰ্ববৎ, ১১৬১
 পৰ্ববতি, ২২৪
 পৰ্ববতী, ১০৪০
 পৰ্ববান্, ১৭৮
 পৰ্ববাণি, ৭৬৭
 পৰ্ববঃ, ৪৭৯
 পশুঃ, ৪৬৭
 পশুময়ম্, ৪৬৬
 পৰ্যন, ৭৬৮
 পৰ্যান্, ৩৮২, ৩৮৬
 পলায়তে, ৪৬২, ১০৯৭
 পলাশনাৎ, ১৩১৯
 পলাশম্, ১৩১৯
 পলিতস্য, ৫৬৭, ৫৬৮
 পবতে, ৮২৮
 পবস্ব, ১১৭৪
 পবিঃ, ১৩২২
 পবিত্রম্, ৬১০, ৬১১
 পবিত্রবস্তুঃ, ১৩২৬
 পবিত্রেণ, ৬১০
 পবী, ৬০৫
 পবীরম্, ১৩২২
 পবীরবান্, ১৩২২
 পব্যা, ৬০৫
 পশবঃ, ৮৫০, ৯০২, ৯৯০, ১২২২
 পশু, ৫০৭
 পশুঃ, ৪২০, ১৩৪৪
 পশুদেবতাঃ, ৯৯০

পশুনাং, ২১৫, ৬০৭
 পশুপাদপ্রকৃতিঃ, ২৩০
 পশুং, ৫০৭
 পশুমে, ৫৫০, ৫৫৩
 পশুসমাম্ময়ে, ১২৮৮, ১২৮৯
 পশূন্, ৯০২
 পশোঃ, ৭৪৮
 পশ্চাৎ, ৯৯৯, ১০২১
 পশ্য, ১০৩৬
 পশ্যৎ, ১৫৮২
 পশ্যতি, ১৫৪, ১৬৭, ১৬৮
 পশ্যতিকর্মা, ৫৩৪
 পশ্যতিকর্মাণঃ, ৪০৫
 পশ্যতেঃ, ৪২০
 পশ্যান্, ১৬৬, ১৬৭, ৬০০, ১৩০৯
 পশ্যন্তঃ, ৪৪৫
 পশ্যন্তি, ৭৯০
 পশ্যসি, ১৩০৭, ১৩০৮, ১৩০৯, ১৩১০, ১৩১২
 পশ্যামঃ, ১৩১, ১৩৮
 পশ্বাঙ্কত্যা, ১১১৯
 পাংসবঃ, ১৩০৩
 পাংসুরে, ১৩০২, ১৩০৩
 পাংসুলে, ১৩০৩
 পাকঃ, ৩৯৬, ৩৯৮, ৩৯৯
 পাকম্, ৩৯৬, ৩৯৮
 পাকস্থায়ী, ৬৪৫
 পাকেন, ১১৬৬
 পাচয়ন্তি, ৩০২
 পাজঃ, ৭৩১, ৭৩৮
 পাঞ্চজন্যায়ী, ৩৭১
 পাণিঃ, ৩২০
 পাণী, ৩২০
 পাতকে, ৭৯৪
 পাতম্, ৫৩৪
 পাতয়তি, ৬৫৯
 পাতবে, ১১৭৪
 পাতা, ৫৪২, ৫৮৫, ৯৫০, ১০৯৮, ১১০০,
 ১১০৩, ১১০৮, ১১১০, ১১৬১, ১৩১৯
 পাতারঃ, ১১০৬

পাতারম্, ৫৬৯
 পাতারৌ, ৬৮৬
 পাতি, ৫২৬, ১৩২০
 পাতু, ১২৫৩
 পাতেঃ, ১০৩৭
 পাত্রম্, ৫৮১
 পাত্রস্য, ৯৪৪, ৯৪৭
 পাত্রা, ৪৪১
 পাথঃ, ৭১৫, ৭১৬, ৯৮০
 পাদঃ, ২৩০, ৮৬৩, ১১৮১, ১৩২০
 পাদম্, ১৩২০, ১৩২১
 পাদুঃ, ৬৫৮
 পাদে, ১১০৭
 পাদেন, ৬৫২, ৮৭৭, ১৩২০
 পাদৈঃ, ১৩০৩
 পানাত্, ৫৮১, ৭১৫, ৭১৬
 পানায়, ৬৫৪
 পানীয়ম্, ১৫৪, ৮৮৫, ৯২৫
 পানৈঃ, ৫৯৪
 পান্তম্, ৯২৫
 পাপঃ, ৫৮৫
 পাপকম্, ৩৭১, ৪০৯, ৪৩৬, ৫৫১, ৬৯৩, ৭০০,
 ৭৮১, ৯৯৮
 পাপকৃতঃ, ১০৯৭
 পাপত্যাতেঃ, ৫৮৫
 পাপত্যমানঃ, ৫৮৫
 পাপধিয়ঃ, ৬৭১, ১০৮২
 পাপধিয়ম্, ৫৮৫
 পাপনামনৌ, ৫৪৪
 পাপনামা, ৭৩৩
 পাপসঙ্কল্পাঃ, ১০৮২
 পাপাঃ, ৭৮৬
 পাপাসঃ, ৭৮৬
 পাপেন, ১২৬৬
 পায়য়মানা, ৩২৩
 পারম্, ৩০৮, ৭৬৮, ১০২৫
 পারয়ন্তী, ১০২৫
 পারয়িষ্যৎ, ৭০২
 পারয়িষুঃ, ৭০১

পারাবতস্মীম্, ৩০৬, ৩০৮

পারাবারঘাতিনীম্, ৩০৮

পারোবর্ষ্যবিৎসু, ১৫৫

পার্শ্বিম্, ১০৪৮

পার্শ্বিকস্য, ৭৭৫

পার্শ্বিবাসঃ, ১৩৫২

পার্শ্বিবেন, ২৪৮

পার্শ্বতঃ, ৪৬৬

পার্শ্বম্, ৪৬৬

পার্ষদানি, ১৬০

পালনাৎ, ৭৩১

পালয়তি, ৭৫৬

পালয়িতা, ৫৪২, ৯৫০, ৯৯৪, ১০৯৮, ১১০০,

১১০৩, ১১০৮, ১১১০, ১১১৮, ১১৬১,

১৩১৯

পালয়িতারঃ, ১১০৬

পালয়িতারম্, ৫৬৯

পালয়িতারৌ, ৬৮৬

পালয়িতুঃ, ৫৬৮

পাবক, ১৩০৭, ১৩০৮, ১৩০৯, ১৩১০, ১৩১২

পাবকদীপ্তিম্, ৫০৭

পাবকশোচিম্, ৫০৭

পাবকা, ১২১৮

পাবমানীষু, ১১৭৩

পাবমান্যাম্, ১৩২৫

পাবীরবী, ১৩২২

পাশঃ, ৪৬২

পাশয়তেঃ, ৪৬২

পাশসমুহঃ, ৪৬২

পাশাঃ, ১০৪২

পাশৈঃ, ৪৬৬

পাশ্যা, ৪৬২

পাহি, ১০৭৪

পিংশতেঃ, ৭৩০, ৯৭০

পিংশনীয়াঃ, ১৩০৩

পিঞ্জবনঃ, ৩১১

পিঞ্জবনস্য, ৩১১

পিঞ্জয়তি, ৪৩০

পিণ্ডদানায়, ৩৫০, ৩৫৩

পিতরঃ, ৩৭০, ১২০০, ১২০১, ১২০২, ১২০৩,

১২০৪

পিতরম্, ২১১, ৯৩৯

পিতা, ৩৪১, ৩৫৯, ৫৪২, ৫৪৩, ৫৪৭, ৬৬৫,

৬৭৪, ৭৪৪, ১০১৭, ১৩১৯, ১৩২৬,

১৩৩০

পিতাপুত্রৌ, ১৪৯

পিতৃঃ, ৩৫৯, ৭১০, ১০৩৭, ১০৪৮

পিতৃম্, ১০৩৮

পিতৃমৎ, ৫৫৪

পিতৃমতীম্, ৮২২

পিতৃগণ, ১২০০

পিতৃণাম্, ১০৮১, ১২৩১

পিতৃদেবতাম্, ৮৪০

পিতৃনু, ৩৫৩, ১২০১

পিতৃভাঃ, ৫২, ৮৬৩

পিত্রা, ৯৩৯

পিত্র্যম্, ১২৩১

পিত্র্যস্য, ৩৩৪, ৪৮৪

পিনাকম্, ৪৪৮, ৪৪৯, ৬৬৮

পিনাকহস্তঃ, ৪৪৯, ৬৬৮

পিষতম্, ৭৯৯

পিপস্টি, ৬৭৪

পিপাসতে, ৮৮৫

পিপীলিকা, ৮৮১

পিপীলিকামধ্যা, ৮৮১

পিব, ৪৮৮, ৮৫৪, ৯৪৭, ৯৪৯, ৯৫০, ১০৭৪,

১২৫০

পিবৎ, ৬২৬

পিবতম্, ৫২১, ৫৩৪, ১৩২৪

পিবতি, ৫২৬, ১৩২০

পিবতু, ৯৪২, ৯৪৫, ৯৪৮

পিবতেঃ, ২১৭, ১০৩৭

পিবস্তি, ১১৪, ৬২৭, ৬২৮, ১১০১

পিবা, ৪৮৮

পিবোতাম্, ১০৬৯, ১০৭২

পিয়াকম্, ৫৫৮

পিণ্ডনঃ, ৭৩০

পিণ্ডনায়, ৭২৯

পিষ্টিতময়া, ৯৮৬
 পীতয়ে, ১২৬৮
 পীতবস্ত্রঃ, ১৩৪৬
 পীপ্যানা, ৩২২
 পীয়তি, ৪৪৩
 পীয়তিঃ, ৫৫৮
 পুংসঃ, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৫২, ৩৫৩, ৪৫২
 পুংসতেঃ, ১০১৯
 পুংস্ত্রজননস্য, ৪৫১
 পুণ্যকৃতঃ, ২৬৯
 পুণ্যকৃতৌ, ১২৬১
 পুণ্যকৃষ্টিঃ, ২৬৮, ২৭১
 পুণ্যম্, ৯৯৪
 পুং, ২৫৩
 পুত্র, ৬৭৭
 পুত্রঃ, ২৫৩, ২৬০, ৩১১, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৬৩,
 ৪২৫, ৫৪৭, ৭২৬, ৭৯৭, ৯৪৬, ১০১৭,
 ১০৩৭, ১২৬৫, ১২৬৬
 পুত্রদায়াদ্যে, ৩৩৯
 পুত্রনামা, ৩৪৫
 পুত্রভাবঃ, ৩৫৯
 পুত্রভাবম্, ৩৪২
 পুত্রম্, ২৬১, ৩২৩, ৩৬৩, ৪৪৬, ৯৩৪, ১০৬৪,
 ১২৯১
 পুত্রস্য, ৭১০
 পুত্রাঃ, ৩৪৪, ১১৯৭, ১২০০
 পুত্রাণাম্, ৩৪৬
 পুত্রান্, ১২৭১
 পুত্রিকায়্যঃ, ৩৬০
 পুত্রেষু, ১০৮৭
 পুত্রৈঃ, ১৪৮
 পুনঃ, ১৭৮, ২৪৩, ৩১১, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৬৫,
 ৪৭৮, ৪৯৯, ৫১২, ৫১৪, ৫১৬, ৫৭৩,
 ৫৭৫, ৫৮১, ৬৬৪, ৬৬৮, ৯১৫, ৯৪৩,
 ৯৪৪, ৯৪৭, ৯৯১, ১০২৮, ১১১১,
 ১১৭৭
 পুনঃপুনঃ, ৭৯৪
 পুনতে, ৬১০
 পুনস্তঃ, ৪৯২, ৪৯৩

পুনস্ত, ৬১১
 পুনরাগামিনীনাম্, ৫১৬
 পুনরেয়ুযীণাম্, ৫১৪, ৫১৬
 পুনাতিকর্মা, ৬৭৫
 পুনাতোঃ, ৬১০
 পুনাতু, ৬১১
 পুনানঃ, ৭৯৬
 পুপুষান্, ৮৫, ৮৬
 পুপৌষ, ১১৪৬
 পুমান্, ৩৪৬, ৩৬৩, ১০১৯
 পুমাংসম্, ৩৪৬, ১০১৯
 পুরঃ, ২৫৮, ১০২১
 পুরন্দরঃ, ৮৮৪
 পুরন্ধিঃ, ৭৩৭, ১১৭১, ১১৭২
 পুরন্ধিম্, ৭৩৬, ৭৫৭
 পুরস্থা, ১৩২২
 পুরস্তাৎ, ৪২, ৪১৪, ৪১৮, ৬০৭, ৬০৮, ৬৯২,
 ৭৩৭, ৮০৭, ৮৫৯, ৮৬৩, ৯০৪, ৯৯৯,
 ১০২১
 পুরস্তাদুপচারঃ, ৪২
 পুরা, ৪১৫, ৪৩৮, ৫২৩, ৬৯৭, ৬৯৮, ৭৯২,
 ১০৪৬
 পুরাণঃ, ৯৮৪, ১৩২৬
 পুরাণনবয়োঃ, ৫২২
 পুরাণনামানি, ৪৩৭
 পুরাণম্, ৪৩৮, ৫৩০, ১০৭৬
 পুরাণান্, ১৩১৯
 পুরাণেন, ১০৭১, ১০৭২
 পুরাম্, ৭৩৭
 পুরিশয়ঃ, ১২৪, ২০২
 পুরিষাদঃ, ২০২
 পুরীষম্, ৩০০, ৩০৩
 পুরু, ২৫৩, ৬১৩
 পুরুকামঃ, ৭০৫
 পুরুশ্বনা, ৭৬৯
 পুরুত্রা, ১০১৫
 পুরুথা, ১১৪৬
 পুরুপ্রিয়ঃ, ৫৮৭
 পুরুমনাঃ, ১০১৯

পুরুষত্বঃ, ১২০৯
 পুরুষপদসমূহ, ১২০৭
 পুরুষাবস্থা, ৭৬৯
 পুরুষঃ, ১২, ১১৮, ১৯৬, ২০২
 পুরুষগর্হা, ১৩৭
 পুরুষম, ১২৪, ২০২, ৯৮৯
 পুরুষবিদ্যাহনিত্যত্বাৎ, ২০
 পুরুষবিধাঃ, ৮৫২
 পুরুষবিধানম, ৮৫৭
 পুরুষবিশেষঃ, ১৫৫
 পুরুষস্যা, ১০৪৬
 পুরুষাদঃ, ২২২
 পুরুষান, ২২৩
 পুরুষাপরাধঃ, ১৫৪
 পুরুষেণ, ২০৩
 পুরুষহৃত, ৪৮, ৬৭৫
 পুরুষহৃতম, ৬৯৭, ৬৯৮
 পুরুষবঃ, ১১৬৮, ১১৬৯
 পুরুষবাঃ, ১১৬৭
 পুরুষগাঃ, ৯৮৮
 পুরুষগামী, ৯৮৮
 পুরুষাডাঃ, ৭৪৮
 পুরুষাডাশম, ৫৩৪
 পুরুষাহিতঃ, ২৪৯, ২৫৭, ২৫৮, ৩১০,
 ৮৮৯
 পুরুষাহিতম, ৮৮৯
 পুরুষামঃ, ৭০৫
 পুরুষম, ৬৪১
 পুরুষিণী, ৮৩৬
 পুরুষে, ৬৪০, ৬৪১
 পুরুষম, ১১০৪
 পুরুষে, ১২৫৮, ১২৫৯
 পুরুষতে, ৬৪২
 পুরুষফলম, ১৭৩
 পুরুষফলে, ১৭৩
 পুরুষম, ৬৪২
 পুরুষতি, ১২৯৭
 পুরুষার্থে, ১২৭২
 পুরুষীম, ৯২৭

পুরুষম, ৩৪৩
 পুরুষস্তি, ৩২০, ৯৪৩, ১১৫৩
 পুরুষ্যামি, ১০২১
 পুরুষিতব্যম, ৬৪১
 পুরুষাকরম, ৬৪১
 পুরুষাক্ষণঃ, ৩২০
 পুরুষাক্ষ্মা, ৮৮৯, ১১০৪, ১১০৬
 পুরুষ্যাম, ৪৪, ৪২৮
 পুরুষমানস্য, ৬৩৩
 পুরুষম, ৯৩২
 পুরুষ, ৪৬৬
 পুরুষতি, ২০২, ৪৪৮
 পুরুষতে, ২০২, ৩০৩
 পুরুষিতব্যঃ, ৯০৯
 পুরুষঃ, ৯০৯
 পুরুষম, ২০৩
 পুরুষি, ৪৬৪, ৪৬৬
 পুরুষ্যতে, ৬৫৫
 পুরুষঃ, ৪২৩, ৫৯১, ১২৬৯
 পুরুষা, ৪২২, ১৩৩০
 পুরুষপক্ষ্য, ৬২৭
 পুরুষপক্ষ্যাদিম, ১১৮০
 পুরুষপক্ষ্যপরাপক্ষৌ, ১১৭৭
 পুরুষপক্ষে, ৬২৮
 পুরুষপানায়, ১১৫০
 পুরুষপীতয়ে, ১১৫০
 পুরুষভাবম, ২৭
 পুরুষভাবস্য, ২৩
 পুরুষম, ১৯৬, ৫২১, ৬১৬, ৬৮৫, ১০৪২,
 ১০৭১, ১০৭২, ১১৭৯, ১২৮৯, ১৩৪৪
 পুরুষ্য, ৩২৭
 পুরুষ্য, ১২৮, ১৩৮
 পুরুষ্যাম, ৬৮৭, ৯৭১, ১৩০৯
 পুরুষহৃতৌ, ৬৮৬
 পুরুষা, ৪৫৫, ১২২২, ১২২৭
 পুরুষাঃ, ১০৪৬
 পুরুষাপরীভূতম, ৮
 পুরুষ্যে, ৯৬৩
 পুরুষাঃ, ৭৪৯, ১১৫৭

পূৰ্বে, ৮৫৭, ৯১০, ১২৭২, ১৩৪৪
 পূৰ্বেণ, ৫৪
 পূৰ্বেভিঃ, ৮৯২
 পূৰ্বেষু, ৪৯০
 পূৰ্বেঃ, ৮৯২
 পূৰ্বোৎপন্নানাম্, ১৩৮
 পুষণম্, ৫৬৪, ৭০৪
 পুষন, ১২৯৮, ১২৯৯
 পূবা, ৬৮৬, ৬৮৭, ৮০৭, ৮৬৩, ৮৬৬, ১২৯৭,
 ১৩০০
 পুষগ, ৮৬৬
 পূজা, ৩৭১
 পূচ্ছসি, ১০৫০
 পূগত, ৪৪৭
 পূগতা, ৪৪৭
 পূগন্তি, ১৬২
 পূণাতিনিগমৌ, ৬৭৪
 পূণাতেঃ, ১৭৮, ১৭৯, ৩০৩
 পূতনাঃ, ১০১৭
 পূতনাজম্, ১১৩৪
 পূতনাজিতম্, ১১৩৪
 পূতনাজ্যম্, ১০৩৬
 পূতনাজ্যেযু, ১০৩৬
 পূতনানাম্, ১০৩৬
 পূতনাসু, ৫৮৫
 পূথক্, ৬৭৬, ৮৪৮
 পূথক্কাৎ, ৫০
 পূথগভাবস্য, ৫৫৯
 পৃথিবি, ১০৫৩, ১২৩৭
 পৃথিবী, ১২৫, ১৩৫, ৪৫৪, ৫৪২, ৫৪৩, ৮৫৫,
 ৮৫৯, ৯১৯, ৯২০, ৯২২, ১০৫২, ১০৬১,
 ১০৮৭, ১২৩৬, ১৩২৩, ১৩২৭, ১৩২৮,
 ১৩৪৮
 পৃথিবীনামধেয়ানি, ২৩২
 পৃথিবীম্, ৫৩, ২৪৩, ৩০০, ৩০১, ৭৪৩, ৯১২,
 ১০১৫, ১১২১, ১১২৩, ১১২৪, ১১৩২,
 ১১৪২, ১২২১, ১৩১৫
 পৃথিবীস্থানঃ, ৮৪৬, ৮৮৬
 পৃথিবীস্থানাঃ, ১৩৪৫

পৃথিব্যাঃ, ২১৪, ২৩২, ২৭০, ৫৪৩, ৭৫৮, ৮২৮,
 ৯৬৩
 পৃথিব্যাম্, ৮২৩, ৮৫০, ৯৩২, ১৩০২, ১৩২৪
 পৃথিব্যায়তনানি, ৮৭০, ৯৯৩
 পৃথু, ১০৫৩, ১৩০৯
 পৃথুঃ, ১৩৫, ১৯২, ৭১৬
 পৃথুকেশস্তকে, ১২২৯
 পৃথুজঘনে, ১২২৯
 পৃথুজবঃ, ৬২৩
 পৃথুজ্জয়াঃ, ৬২৩
 পৃথুষ্টিকে, ১২২৯
 পৃথুষ্টিতে, ১২২৯
 পৃথুষ্টাঃ, ৫০২
 পৃথীম্, ৭৩১
 পৃষতঃ, ১৯২
 পৃষ্ঠঃ, ৯১২
 পৃষ্ঠদেশম্, ৪৬৭
 পৃষ্ঠম্, ৪৬৭
 পৃষ্ঠরোগী, ৬৬২
 পৃষ্ঠে, ১০১৭, ১০১৮
 পৃষ্ঠ্যাময়ী, ৬৬১
 পৃশ্নিঃ, ২৬৭
 পৃশ্নিগর্ভাঃ, ১১৫২
 প্ৰেহৌ, ১২৬৪
 প্ৰেলতেঃ, ৮৮১
 প্ৰেশঃ, ৯৭০
 প্ৰৈজবনঃ, ৩১১
 প্ৰৈজবনস্য, ৩১০
 প্ৰোষতি, ৬৪১, ১১৪৬
 প্ৰোষম্, ৮৫, ৮৬
 প্ৰোষয়িতৃ, ১১০৪
 প্ৰোষয়িত্ব, ১১০৪
 প্ৰোষায়, ৭৬৯
 প্ৰৌংসো, ৭৪১
 প্ৰৌংসোভিঃ, ৭১৪
 প্ৰৌত্রম্, ৩৪৩
 প্ৰৌত্রান্, ১২৭১
 প্ৰৌত্ৰেযু, ১০৮৭
 প্ৰৌরুষবিধিকৈঃ, ৮৫৩, ৮৫৪, ৮৫৬, ৮৫৭

পৌর্ণমাসী, ১২২২
 পৌর্ণমাস্যো, ১২২২
 পৌষানি, ৯১৬
 প্যায়তেঃ, ২১৭, ১০৩৭
 প্যায়নে, ১৩০৩
 প্র, ৩৪, ৩১৪
 প্র অচ্ছ অহু, ৩১৪
 প্র অতিরং, ৭৫১
 প্র অর্চত, ৫৫৪
 প্র অর্চা, ১১৮৫
 প্র অবাদিষুঃ, ১০০১
 প্র অসৃজং, ৮০, ৮১
 প্র অস্ত, ২৬৩
 প্র অস্থঃ, ৭৪৬
 প্র আনট, ১২১৫
 প্রকলবিং, ৭১১, ৭১২
 প্রকলাঃ, ৭১১
 প্রকাশনম্, ১৬৭
 প্রকাশনবস্তম্, ৭২৬, ৭২৭
 প্রকাশনাং, ৬৯৪, ১৩১২
 প্রকাশয়তি, ১০২৮
 প্রকাশয়তিকর্মণঃ, ৩১৮, ১২৭৫
 প্রকাশয়ন্তি, ৩৭৬
 প্রকাশীভাবস্য, ১২৬৩
 প্রকীর্ণানি, ১০৩৫
 প্রকীর্ণনা, ৮৬৩
 প্রকৃতয়ঃ, ১৯৩
 প্রকৃতীতরৎসঙ্কিসামান্যাং, ১৭৯
 প্রকৃতিভূমতিঃ, ৮৪২
 প্রকৃতীসাক্ষরনাম্যাং, ৮৪৩
 প্রকৃত্যা, ৩২৭
 প্রকৈতঃ, ২৮৭
 প্রকৈতনম্, ২৮৮
 প্রক্ষিণাতি, ৭০৯
 প্রক্ষুতঃ, ৩১৬
 প্রখ্যাততমেন, ৪০৭
 প্রখ্যাতম্, ৪০৭, ৪৩৩
 প্রগায়ত, ৮৩০
 প্রগৃহ্য, ৩২০

প্রচেতয়তি, ১২১৯
 প্রচেতসঃ, ১০২৯, ১০৩০
 প্রচেতাঃ, ৯৫৪
 প্রচোদয়ন্, ৭১৭
 প্রচোদয়ন্তা, ৯৭১
 প্রচোদয়মানো, ৯৭১
 প্রচ্ছাদ্য, ২৪৩
 প্রচ্যাবয়তু, ৮৬৩
 প্রজননকর্ম, ১২২৬
 প্রজননযজ্ঞস্য, ৩৪৩
 প্রজমিতাশ্রয়ঃ, ৯২৩
 প্রজবঃ, ১২০৫
 প্রজবেতে, ১০৬২, ১০৬৩
 প্রজবেষু, ১০০
 প্রজা, ৩৩১
 প্রজাঃ, ১১৪৬
 প্রজানন্, ৯৩০, ৯৩১, ৯৮৬, ১০১৯
 প্রজানাম্, ১১৬১
 প্রজাপতয়ে, ১২৭৬
 প্রজাপতিঃ, ১১৬১
 প্রজাপতে, ১১৬২
 প্রজাম্, ১০৩৩, ১১৮৩, ১২২৯
 প্রজায়াঃ, ৯৫৫
 প্রজায়াম্, ৫২০
 প্রজাবতা, ১২১৩, ১২১৪
 প্রজাবতীঃ, ৫৮৭
 প্রজাবয়তি, ১০২৩
 প্রজিনোষি, ১২৩৭
 প্রজিষসি, ১২৩৭
 প্রজ্জয়া, ৩১৭, ৭৩৭, ১০১১, ১২১৯
 প্রজ্জা, ৬৪২, ১১৫৭
 প্রজ্জাততমম্, ২৮৮
 প্রজ্জাতা, ১১৩২
 প্রজ্জানম্, ৪৯৩, ১২৭২
 প্রজ্জানবৎ, ৬৪৩
 প্রজ্জানবস্তঃ, ৪৯৩
 প্রজ্জানানি, ৯৮৬, ১০১৯, ১০৫৫, ১২১৯,
 ১২৮৭, ১২৯৯
 প্রজ্জানাম্, ১১৪৭

প্রজ্ঞানামানি, ৪০৪
 প্রজ্ঞাপয়তি, ১২১৯
 প্রজ্ঞাম্, ৩২৭, ৯৩১
 প্রজ্ঞাবক্তৃ, ১১৪৬
 প্রজুলিতাশয়ঃ, ৯২৩
 প্রণয়ঃ, ২৬৮, ২৭১
 প্রণীয়তে, ৮৮৬
 প্রণেতারৌ, ৭৩৬
 প্রণোক্তব্য, ৬৭১
 প্রতঙ্গ, ৭৭১
 প্রতমঃ, ৩০১
 প্রতরণঃ, ১০১৩
 প্রতারিষঃ, ১২২৪
 প্রতারিষৎ, ১১৪৮
 প্রতারীঃ, ৪৮৪
 প্রতি, ৩৫, ২২৫, ৭১৮, ৭৪৮, ১১৪৪, ১১৪৫,
 ১১৪৯
 প্রতি অগ্রভীষ্টাম্, ৭৪৮
 প্রতি ঔহত, ২৪০
 প্রতি কাময়তে, ১১৯৪
 প্রতি গৃণীহি, ৫১৮
 প্রতি জাগর, ১১৪৪
 প্রতি জাগমি, ১১৪৫
 প্রতি জোষয়েতে, ৯৭৭, ৯৭৮
 প্রতি দর্শনম্, ৯৩৮
 প্রতি দৃষ্টাম্, ৭১
 প্রতি দৃষ্টয়ৎ, ৭০
 প্রতি ধা, ৬২৬
 প্রতিধানেন, ৬২৬, ৬২৭
 প্রতিধায়মানম্, ১১৮৪
 প্রতিনিধায়, ১২৮২
 প্রতিপদ্যতে, ৯১০
 প্রতিপিনষ্টি, ৪৪৯
 প্রতিপেদে, ২৪৯
 প্রতিবভৌ, ৪৮১
 প্রতিমানানি, ৬৩১, ৬৩৫, ১২০৭
 প্রতিমিমতে, ৬৩৫
 প্রতিমুঞ্চতে, ১২৮৭
 প্রতিবষ্টি, ১২৭২, ১২৭৩

প্রতিরত, ১২৩৫
 প্রতিরতে, ১১৮০, ১২৩৫
 প্রতিরন্ত, ১৩৩৯
 প্রতিরূপয়া, ১৭২
 প্রতিলোভয়মানা, ১০৫৫
 প্রতিলোভয়ন্তী, ১০৫৫
 প্রতিলোমম্, ২৭
 প্রতিবচনম্, ৭৪৩
 প্রতিশৃণীহি, ৫৩৩, ৬৯৯, ৭০০
 প্রতিষিদ্ধম্, ২৬৯
 প্রতিষিদ্ধা, ২৫৬
 প্রতিষিধ্যোত, ২৬৯
 প্রতিষেধঃ, ৯২, ৩৫৮, ১২০২
 প্রতিষেধতি, ২৩, ২৭, ৪২
 প্রতিষেধব্যবহিতঃ, ১০১০
 প্রতিষেধার্থীয়ঃ, ৪১, ৪২
 প্রতিষেধে, ৫৯
 প্রতিষ্মরে, ৯১৪
 প্রতিষ্মি, ৩৮২, ৩৮৬
 প্রতিহর্যতে, ১১৯৪
 প্রতিহিতাঃ, ১৩৩৪, ১৩৩৫
 প্রতীকম্, ৯৩৮
 প্রতীচী, ৩৫২, ৯৭৭, ৯৭৮
 প্রতীতার্থানি, ১২৪, ১৩৩
 প্রতীয়েত, ১৫১
 প্রস্তম্, ১৮৬
 প্রস্তঃ, ৪২৩, ১৩২৬
 প্রস্তথা, ৪২২
 প্রত্যভঃ, ১৩২৮
 প্রত্যভম্, ৯৩৮, ১৩২৮
 প্রত্যক্তয়া, ৭২২
 প্রত্যক্তে, ৯৭৮
 প্রত্যক্ষঃ, ৩৫৮
 প্রত্যক্ষকৃতাঃ, ৮২৬, ৮২৯, ৮৩০, ৮৩৩
 প্রত্যক্ষদৃশ্যম্, ৮৪১
 প্রত্যজ্জ, ১৩১০
 প্রত্যয়ে, ৫৩৩
 প্রত্যজ্ঞানি, ৮৪২
 প্রত্যক্ষ, ৫৯১

প্রত্যবরোহঃ, ৯১০, ৯২১
 প্রত্যাখ্যায়, ৩২০
 প্রত্যাচক্ষে, ১২৩২
 প্রত্যাদক্ষে, ৬৫৯
 প্রত্যাসেবেতে, ৯৭৮
 প্রত্যাঙ্কঃ, ১৩২
 প্রত্যাচ, ৭০৯
 প্রত্যাচুঃ, ৩১৮
 প্রত্যাহতে, ২৪৩
 প্রত্যাভঃ, ৬২৪, ৬৪৭, ৯৫
 প্রত্যাভম্, ৩১৫
 প্রত্যাভস্য, ৩৪৩
 প্রত্যাভাঃ, ৫৭৫
 প্রত্যাভেঃ, ৬৭৬
 প্রত্যাভাৎ, ১২৫, ১৩৫
 প্রত্যাভঃ, ৩০১, ১০৯৪
 প্রত্যাভপুরুষেঃ, ৮২৭
 প্রত্যাভম্, ৩৬৭, ৮৮৬
 প্রত্যাভয়া, ১০০৬
 প্রত্যাভসমাবৃত্তে, ৯১৪
 প্রত্যাভা, ৯৫, ৬৯২, ৯৭১
 প্রত্যাভাঃ, ৩০০, ৩০১, ৬৭৬
 প্রত্যাভাগামিনঃ, ১১৯১, ১৩৩১
 প্রত্যাভাগামিনী, ১২০৮
 প্রত্যাভাগামিনৌ, ১২৬১
 প্রত্যাভাগামী, ৯৫৩, ৯৯৩, ১০১২, ১০৭৩
 প্রত্যাভাদেশে, ৫৬১
 প্রত্যাভানি, ১৩৪৪
 প্রত্যাভাববচনে, ৬৭৩
 প্রত্যাভে, ৮৫৯
 প্রত্যাভোক্তমাত্ম্যম্, ১১৯৭
 প্রত্যাভৌ, ৯৭১
 প্রত্যাভতি, ১৪৩
 প্রত্যাভ, ১৪৩
 প্রত্যাভিগমনাৎ, ৭৩
 প্রত্যাভিগ, ৯৮৪
 প্রদানেন, ২৫৫, ৭২৫
 প্রদিবঃ, ৪৮৮, ৭৫৫, ৯৮৪
 প্রদিশঃ, ৯৮৯, ১০২৩, ১২৪৩

প্রদিশক্তি, ৬, ১৯০
 প্রদিশক্তি, ৯৭১
 প্রদিশা, ৯৬৩, ৯৭১
 প্রদিশি, ৯৮৮
 প্রদীপ্যতে, ৯১৪
 প্রদীপ্যতে, ৩৬৩
 প্রদীপ্যন্তে, ২৮৫
 প্রদুদ্রাব, ১২৮২
 প্রদেশঃ, ১২৮, ১৩৮
 প্রদেশাঃ, ১৬০
 প্রধনে, ১০৩৪, ১০৩৫
 প্রধয়ঃ, ৫৭৬
 প্রধানাস্তে, ১০৫২
 প্রধিঃ, ৫৭৬
 প্রপতন্তি, ২২৩
 প্রপতান্, ২২২
 প্রপতেৎ, ৮৩৫
 প্রপথে, ১২৫৩
 প্রপিত্তে, ৪৩৯
 প্রপিবন্তি, ১১৭৭
 প্রপিত্ততমৈঃ, ৭৩৩, ৯৮৪
 প্রপ্যায়তে, ১২৪৫
 প্রবোধতে, ৩৭২
 প্রবীমি, ৯০৯, ১১৫৯, ১২৪৭
 প্রক্রবাণঃ, ৯৯৭, ১১২১
 প্রবৃমঃ, ৯৮৪
 প্রবৃষে, ৬১৮
 প্রবৃহি, ৯৮৬
 প্রভরা, ৭৬৬
 প্রভরে, ১০১০, ১০১১
 প্রভবতি, ২২৭, ৪০১
 প্রভাগপাদঃ, ২৩০
 প্রভাগপাদসামান্যাৎ, ২৩০
 প্রভূতস্যা, ১২৫৯
 প্রভূতস্যা, ১২৫৮, ১২৫৯
 প্রমগন্দঃ, ৮১২
 প্রমগন্দস্য, ৮১১, ৮১২
 প্রমস্তস্য, ৩৩৫
 প্রমদকঃ, ৮১২

প্রমায়ুকঃ, ৩৫৬
 প্রমীতেঃ, ১১১৯
 প্রমুমচতুঃ, ৬৬৩
 প্রমুমে, ৫০৬
 প্রমুয্যতে, ৫০৬
 প্রয়তঃ, ৪৩৪, ৩৩৫
 প্রযতী, ৭২৩
 প্রযক্তি, ৭১৪
 প্রয়স্থান, ২৬৩
 প্রযাজাঃ, ৯৮৯, ৯৯০
 প্রযাজান্, ৯৮৯
 প্রযাজানুযাজাঃ, ৯৮৮
 প্রয়াগমন্, ১২৮৭
 প্রযুক্তানি, ১৩২২
 প্রযুক্তে, ৮২৬
 প্রযুক্তম্, ৩৮৫
 প্রযুবতী, ১০৩৯
 প্রযুবতীম্, ১১৩৬
 প্রয়োগঃ, ৯৩৮
 প্রযৌতি, ৫৩১
 প্ররময়তি, ২৮৫
 প্রবক্ষ্যামঃ, ৯৯৫
 প্রবচনম্, ৫৫৯
 প্রবণবতি, ১২৩৭
 প্রবণেজাঃ, ১০০৫
 প্রবতঃ, ১১১৫
 প্রবত্ৱতি, ১২৩৭
 প্রবদন্ত, ১০০৮
 প্রবদাম, ১০০৮
 প্রবর্দ্ধয়, ৪৮৫, ১১৫৫, ১২২৪
 প্রবর্দ্ধয়তু, ১১৪৮
 প্রবর্দ্ধয়তে, ১১৮১, ১২৩৫
 প্রবর্দ্ধয়ন্ত, ১৩৩৯
 প্রববক্ষে, ৬১৭
 প্রবহূলিতম্, ৮৬৯
 প্রবতেজাঃ, ১০০৪, ১০০৫
 প্রবাদাঃ, ২৬২, ৯১৬, ৯১৭, ৯৪৪, ৯৪৫
 প্রবাদাং, ৫১৯
 প্রবাব্জে, ৬৮৬

প্রবিভজ্য, ১৯৬
 প্রবিযুক্তম্, ১০৩৯
 প্রব্জ্যতে, ৬৮৬, ৯৬৩
 প্রব্জিভিঃ, ২৯৬
 প্রব্জে, ১০৫
 প্রব্দ্ধচেতসঃ, ১০৩০
 প্রব্দ্ধচেতাঃ, ৯৫৪
 প্রব্দ্ধাম্, ১১৮৮
 প্রবেপিণঃ, ১০০৪
 প্রবোচঃ, ৯৮৬
 প্রবোচম্, ৮২৯, ৮৩৩, ৯০৯, ১২৪৭
 প্রবোচয়ম্, ১১৫৯
 প্রশংসতি, ১০০৬
 প্রশংসানাম্, ৬১৮
 প্রশংসাম্, ৫৫৩, ১০১১
 প্রশংসামি, ৬২১
 প্রশস্তম্, ৬২৪, ৬২৫
 প্রশস্তিভিঃ, ১০৮১
 প্রশস্যঃ, ১৫৫, ৯৫৮, ১২৪০
 প্রশস্যনামানি, ৪০৪
 প্রশস্যন্তে, ১০০৯
 প্রশাসনম্, ৬২৯
 প্রশান্তি, ৩৪২
 প্রশংখ্যায়, ৫১১
 প্রশয়নাং, ৭৩১
 প্রসবায়, ২৮৮
 প্রসবিতা, ১১৪১
 প্রসবিতারম্, ৯৩৯
 প্রসবে, ৩১৯, ৩২০, ৭১৬
 প্রসসর্জ, ১০৭৯
 প্রসস্যন্দিরে, ২৭৮
 প্রসাক্ষতে, ১২০৭
 প্রসাধনকর্মা, ৭৭০
 প্রসাধয়তু, ১৩০০
 প্রসিতিঃ, ৭৩১
 প্রসিতিম্, ৭৩১
 প্রসিত্যা, ৭৩২
 প্রসিদ্ধতাঃ, ৭০৬
 প্রসিদ্ধম্, ৭৪৮

প্রসীম, ৮০
 প্রসীষধাতি, ১৩০০
 প্রসুবতি, ১২৮৭
 প্রসূতঃ, ১০১৭, ১০১৮
 প্রসূতা, ২২০, ২৮৭, ২৮৮, ১০২৭
 প্রসৃজতি, ১০৮০
 প্রস্বঃ, ৪২৫
 প্রস্বস্য, ৪২৫
 প্রস্থিতস্য, ৮৫৪
 প্রস্থিতা, ৭৪৭
 প্রস্থিতানি, ৭৪৭
 প্রস্নাতারৌ, ৭৫২
 প্রস্নেয়াঃ, ১০৩
 প্রস্নয়তে, ১০১৭
 প্রহর, ৭৬৭
 প্রহরাম, ৪৫১
 প্রহ্নুত, ৭৭৩, ৯০৩, ১২৬৯
 প্রহিতঃ, ৫৭৬
 প্রহিতা, ১২১৬
 প্রহিনোত, ৯০৩
 প্রহ্নুসে, ১১৪৯
 প্রা, ১০৫০
 প্রাক্, ৩০২, ১২৯০
 প্রাগম্, ৪২৫
 প্রাচীনম্, ৩০২, ৯৬৩, ৯৭১
 প্রাচীম্, ১১৮৮
 প্রাচ্যেযু, ১৯৫
 প্রাজাপত্যাঃ, ৮৩৯
 প্রাঙ্কঃ, ১৩৩৫
 প্রাণদেবতাঃ, ৯৯০
 প্রাণনাম, ৩৬৮
 প্রাণম্, ১২০১
 প্রাণাঃ, ৯৯০, ১১৬৩
 প্রাণিনঃ, ৮২৩
 প্রাণৈঃ, ১০৯০
 প্রাতঃ, ৯৩০, ৯৩১, ১২৬৯
 প্রাতঃসবনম্, ৮৫৯
 প্রাতরাগামিন্, ৬৫৭
 প্রাতরিত্বঃ, ৬৫৭

প্রাতরিত্বনা, ৫২১
 প্রাতজিতম্, ১২৯১
 প্রাতর্যুজা, ১২৬৮
 প্রাতর্যোগিনৌ, ১২৬৮
 প্রাতিলোম্যম্, ৩৪, ৩৫, ৩৬
 প্রাদাৎ, ৩৬৩
 প্রাদুরভূতাম্, ৯৩৪
 প্রাদূর্বভূব, ২৩৯
 প্রাদূর্ববন্তি, ৯১৫
 প্রাদেশিকম্, ১৩০
 প্রাদেশিকেন, ১১৮, ১৩০, ১৮২
 প্রাধান্যস্তুতি, ৮৮৪
 প্রাধান্যস্তুতীনাম্, ১৮০, ৮২৫
 প্রাধান্যেন, ১৭৭, ২৬০, ৩১০, ১১৭৩
 প্রানট্, ১২১৫
 প্রাপশ্যন্, ৯৩৪
 প্রাপ্তবসু, ৭৭১
 প্রাপ্তস্য, ৪৪১
 প্রাপ্তাঃ, ১১৯৬
 প্রাপ্তে, ৪৩৯
 প্রাভিহ্নুমি, ৩১৭
 প্রামাপয়ৎ, ৬২৩
 প্রায়চ্ছৎ, ১২৭৬
 প্রায়ন্, ৬৭৬
 প্রায়োদেবতাঃ, ৮৪০
 প্রারিচৎ, ৩৬৩
 প্রার্কত, ৫৫৪, ১১৮৫
 প্রার্কন্তি, ৬০৩
 প্রার্কয়তি, ৩৫৯
 প্রার্কয়িতা, ১০৯৬
 প্রাঙ্কিতহোষিলৌ, ৬৬৬
 প্রার্ককঃ, ৮১৩
 প্রার্কয়তি, ৮১৩
 প্রাবন্, ৬৯৭, ৬৯৮
 প্রাবন্ত, ১৩৫২
 প্রাবাদিযুঃ, ১০০১
 প্রাবেপাঃ, ১০০৪
 প্রাশিত্রম্, ১২৯২
 প্রাণ্ডঃ, ৭৬

প্রাশ্নাত্ত্ব, ১২৭৯
 প্রাশ্নতে, ২৬৭
 প্রাষ্টবর্ণগর্ভাঃ, ১১৫২
 প্রাসাবীৎ, ১২৮৭
 প্রাসৃজৎ, ৮০
 প্রাষ্টুঃ, ৭৪৬
 প্রাহ, ১৫৩, ৯৮৬
 প্রাষ্টঃ, ৩৩, ৩৮
 প্রাষ্টে, ৩১৪
 প্রিয়ম্, ১০২৫, ১২৩৯, ১২৭৮, ১২৭৯
 প্রিয়মেধঃ, ৪২৫
 প্রিয়মেধবৎ, ৪২৫
 প্রিয়মেধাঃ, ৪৬৪
 প্রিয়াঃ, ৪২৫
 প্রিয়াণি, ৫১৪
 প্রীগতি, ১৭৯
 প্রীগতি, ৬৫৩
 প্রীগতিনিগমো, ৬৭৪
 প্রীগাতেঃ, ৯৫২
 প্রীগীত, ৬৭৯
 প্রীতিঃ, ১০৯৫, ১১৩৪, ১১৬৬
 প্রীতিকর্মা, ৭৭৯
 প্রীতো, ১১৮৬
 প্রেক্ষা, ৮১২
 প্রেক্ষাকর্মণঃ, ২৪৬, ৪৯৪
 প্রেক্ষাকর্মা, ৮৯৬
 প্রেক্ষুঃ, ৮১৩
 প্রেরিতবতঃ, ৯২৮, ১২৫৭
 প্রেব, ১০৫০
 প্রেবিতঃ, ৯৬১
 প্রৈষাঃ, ৫৯৬
 প্রৈষিকম্, ৯৯১
 প্রোবাচ, ১১৪৩
 প্রোহতি, ১৪৩
 প্রোহাণি, ১৪৩
 প্রবস্য, ১০০৩
 প্রানীয়ঃ, ৬৪০
 ফণতেঃ, ৩২৮

ফ

ফলানি, ১০০৪
 ফলে, ৬৩৪
 ব
 বকুরঃ, ৭৮৭
 বকুরেণ, ৭৮৭, ৭৮৯
 বজ্রবাষ্টঃ, ৩১৯
 বট্, ১২৩৭
 বতঃ, ৭৯৫
 বদ্ধঃ, ৩২৬, ৩২৭
 বদ্ধম্, ১১৪২
 বদ্ধশ্রোত্রীঃ, ১১৫৭
 বদ্ধাঃ, ১১৬৩
 বদ্ধান্, ৪৬৪, ৪৬৬
 বদ্ধখানান্, ১০৯২
 বধকর্মণঃ, ৩৭৭, ১০২২, ১১৩৭
 বধকর্মণাঃ, ৩৮৮
 বধিরঃ, ১১৫৭
 বধিরস্য, ১১৫৭
 বধিরা, ১১৫৭
 বধু, ১৯০
 বধৈঃ, ১১৫৯
 বন্ধিঃ, ১০৭৯
 বন্ধুঃ, ৫৪২, ৫৪৩, ৭১৪
 বঙ্গতা, ১০৫৯
 বঙ্গতী, ৭০৬
 বন্ধাং, ৬৩৪
 বভস্তি, ৬৩৪
 বভুথ, ৬১৭
 বভুব, ৬০, ৩১০, ৩১৮, ৪৮২, ১০৮১, ১১২৪
 বভুবতুঃ, ২৪৯, ৭৩৬
 বভুবুঃ, ৯৬, ১০০, ১৭৪, ৪৮২, ১১৯৭, ১৩৩৭,
 ১৩৩৮
 বভুবুধী, ১২৪১
 বব্রিঃ, ৭৫৫
 বব্রুঃ, ১৩৪২
 বব্রুর্গানাম্, ১০৪৬
 বব্রু, ৫০৯, ৫১১
 বব্রুগাম্, ১০৪৬

বদ্রোঃ, ৫১১
 বহ্নী, ৭৬০, ৭৬১
 বহ্নিঃ, ৬৮৬, ৭৪০, ৯০৩, ৯০৪, ৯৬২, ৯৬৩,
 ৯৭৩
 বলঃ, ১০১০
 বলকৃতিঃ, ৮৬৬, ৯৪৩
 বলধনয়োঃ, ৯৪৩, ৯৪৫
 বলনাম, ৩০৬, ১০৩৮
 বলনামানি, ৩৭৮
 বলপ্রতীকা, ১১১৭
 বলম্, ৩৭৯, ৭৮৩, ৯৪১, ১০১০, ১১১৭,
 ১১৮৬, ১২৩৭
 বলবর্জ্য, ১০১০
 বলবৎসু, ১৭১
 বলস্য, ৬৭৭, ১০৩৮, ১০৯৫, ১২৬৬, ১৩০৫
 বলাৎ, ৭৯৫, ৮২৯, ১০৯৫
 বলানি, ৪৭৭
 বলেন, ৭১৯, ৯৪৬, ১০৩৮, ১১০১, ১১০৪,
 ১১৩৬, ১১৪০, ১১৫৯, ১২০৭, ১২১৪
 বহবঃ, ১৬০, ৮৪৮
 বহু, ৪০১, ৬১৩, ৭৭৫, ১১০১
 বহুঃ, ৩৮৬, ১০১৭
 বহুকর্মতমঃ, ৭৩৭
 বহুকৃষ্যজিনঃ, ৪৩৪
 বহুজবাঃ, ১৩৪৮
 বহুজাতঃ, ১৩৩২
 বহুদাতৃত্যৌ, ৭২৩
 বহুদাশ্বান্, ৬১৩
 বহুদেবতায়াম্, ১১৮৮, ১৩২৭
 বহুদেবতম্, ১৩৪১
 বহুধা, ৮৪২, ৮৯৯, ১০১৫, ১১৪৬, ১১৬৭
 বহুধারে, ৫৮৪
 বহুধীঃ, ৭৩৭
 বহনঃ, ২২৭
 বহনাম্, ১০১৭
 বহনামানি, ৪০১
 বহুপ্রজাঃ, ২৩৪, ২৩৬, ২৩৮
 বহুভক্তিবাদিনী, ৯২২
 বহুভিঃ, ৬৯৮

বহুভ্যঃ, ১১১৫
 বহুরথঃ, ১২১০
 বহুরূপম্, ১২০৭
 বহুরূপাঃ, ১২০০
 বহুলম্, ৩১০, ৪২৯, ৮৩৪, ৮৪০, ১১৭৩
 বহুবচনম্, ৪৬৫, ১২৭২
 বহুবচনে, ৯৫
 বহুবচনেন, ১১৯৭
 বহুবৎ, ৩১৩, ৩২৪, ১১৯৭
 বহুবননীয়ম্, ৭৭৫
 বহুবিক্ষেপম্, ৮১৬
 বহুশৃঙ্গাঃ, ২২৭
 বহুদকা, ৬১১, ১২৪৩
 বহুনি, ৮৪৬, ১১৯৭, ১২০৭
 বহুনাম্, ১০১৭
 বাট্যঃ, ১৮৮
 বাধ্যমানান্, ১০৯২
 বাহ্পপত্যাঃ, ৫৪৫
 বালঃ, ৮০৯, ১০১০
 বালিশস্য, ৫৪০
 বাহুঃ, ৩৭২
 বাহুনাম্, ৬৭৭
 বাহুনামানি, ৩৭২
 বাহুম্, ৫৩৯, ৫৪০, ১০১৯
 বাহুমূলসামান্যাত্, ২০১
 বাহু, ৩৭২, ৪০৮, ৭৫২, ৮১৬, ৮৫৫
 বিঠম্, ৮০৩
 বিঠে, ৮০৩
 বিন্দুঃ, ১৮৮
 বিভক্তি, ১৩১৩
 বিভক্তে, ২৮৩, ৩৭৯
 বিভর্ষি, ১২৩৭
 বিভায়, ১০৯৭
 বিভীয়াৎ, ৪১৭
 বিভৃতঃ, ৪৫৫
 বিভৃতাম্, ১০৬৪
 বিভৃথ, ৭৮৩
 বিভৃথা, ৭৮৩
 বিভ্রাতি, ১৭৮, ১০৯৭

বিভ্যতুঃ, ৯৭৭, ৯৭৮
 বিভ্যস্যন্তুঃ, ১০৭
 বিভূষী, ১২৫৫
 বিপ্রৎ, ৬৬৮
 বিপ্রতঃ, ৭০৪
 বিপ্রতী, ১২৬০
 বিলম্, ২৮১, ২৮৩
 বিল্মগ্রহণায়, ১৭৪
 বিল্মম্, ১৭৬
 বিল্মম্, ১৩৯
 বিল্মাদঃ, ১৩৮
 বিসখা, ৩০৬
 বিসম্, ৩০৭
 বিস্যতেঃ, ৩০৭
 বীরিটম্, ৬৮৫, ৬৮৬
 বীরিটে, ৬৮৬, ৬৮৭
 বীরিটেন, ৮০৩
 বুদ্ধিম্, ৪৪
 বুধানঃ, ১১৫৭
 বুধম্, ১১৬৩, ১১৬৪
 বুধ্ণে, ১১৬৩
 বুধ্ণাঃ, ১১৬৪, ১১৬৫, ১৩২৮
 বুদঃ, ৮১৫, ৮১৬
 বুদম্, ৮১৮
 বুদেন, ৮১৮
 বুভুক্ষিতায়, ৮৮৫
 বুসম্, ৬৫৮
 ববদুকথঃ, ৭০৪
 ববদুকথম্, ৭০৪
 ববুকম্, ৩০০, ৩০৩
 বৃহচ্ছবাঃ, ৭৬১
 বৃহৎ, ৭০, ৭৭, ৭৮, ২৫৯, ৬৫৭, ৭৪১, ৮২৮
 বৃহতঃ, ১০০৪, ১০৯৮
 বৃহতি, ৫৯৮
 বৃহতী, ৩১৪, ৮৭৮, ৯৬৯, ১০৪৮
 বৃহতীঃ, ৯৬৬
 বৃহত্যাঃ, ৯৬৬
 বৃহত্যা, ৩১৭
 বৃহতৌ, ৯৬৯

বৃহৎসাম, ৮৬৫
 বৃহদ্বিবা, ১২৫৮
 বৃহস্পতিঃ, ২৫৭, ২৫৯, ৮৬৬, ১০৯৮, ১০৯৯
 বৃহস্পতিম্, ৭৮২
 বৃহস্পতে, ৫৫৮
 বৃহস্পতেঃ, ১১৮৯
 বেকনাটাঃ, ৭৮৯
 বেকনাটান্, ৭৯০
 বোধ, ১০৮৮
 বোধতু, ১২২৬
 বোধয়ন, ১১৫৭
 বোধয়ন্তী, ৫১৪, ৫১৬
 বোধয়িতঃ, ১০৮৮
 বোধবীতি, ১১০৯
 ব্রবীতেঃ, ৩০৩, ৬৫৮
 ব্রবীমি, ১১৮৩
 ব্রহ্মা, ৮৯, ২৫৪, ৪৮১, ৭৭৩
 ব্রহ্মার্চ্যম্, ৭৮৬
 ব্রহ্মার্চ্যোপলম্, ২১৩
 ব্রহ্মচারিণঃ, ৫৮৯
 ব্রহ্মণঃ, ১১০০
 ব্রহ্মণস্পতিঃ, ৫৯৯, ৮৬৬, ১১০০, ১১০১
 ব্রহ্মণস্পতে, ৩৯১, ৭২৬, ৭২৭
 ব্রহ্মণা, ৬৪০
 ব্রহ্মদ্বিষে, ৬৯৯, ৭২৮, ৭২৯
 ব্রহ্মান্, ২১৩, ৬৪০
 ব্রহ্মাহত্যাম্, ৭৯৪
 ব্রহ্মা, ৮৫, ৮৮, ৮৯, ২৫৯, ৮৪৭
 ব্রহ্মাণঃ, ৬০৩, ১১৭৫, ১১৭৬
 ব্রহ্মাণি, ১৩৩০
 ব্রাহ্মণঃ, ১৫২, ৯২২, ৯৩৮, ৯৩৯
 ব্রাহ্মণদ্বৈষ্টে, ৭২৯
 ব্রাহ্মণম্, ১৪৮, ২১১, ৪৪৪, ৫৭৪, ৫৭৭, ৫৯৭,
 ৮০৭, ৮৭৫, ৮৭৭, ৮৮০, ৮৯৭, ৯০২,
 ৯১২, ৯২০, ৯২২, ৯৩২, ৯৫২,
 ৯৮৯, ৯৯০, ১০৩০, ১২৭৬, ১২৯২,
 ১৩৪৪
 ব্রাহ্মণবৎ, ৪২৪
 ব্রাহ্মণবাদাঃ, ২৭৮

ব্রাহ্মণাঃ, ২৪৯, ৪২৪, ৬০৩, ১০০১
ব্রাহ্মণানি, ৯২২
ব্রাহ্মণায়, ৮৮৫
ব্রাহ্মণেন, ১৪৩, ১৫০
ব্রূবাণঃ, ১১২১
ব্রূমঃ, ১২৩৮, ১২৩৯, ১২৭৯, ১৩১৭
ব্রূয়াঃ, ২১১, ২১৩
ব্রূয়াৎ, ৪৪
ব্রূয়ুঃ, ১৬১

ভ

ভক্তিমাত্রম্, ৯৪৭, ৯৯১
ভক্তিশেষম্, ৮৬৯
ভক্তিসাহচর্য্যম্, ৮৫৯
ভক্ষঃ, ১০০৪, ১০০৫, ১০৭৭
ভক্ষণায়, ৭৯২
ভক্ষত, ৭১৮
ভক্ষি, ১২৯১
ভক্ষীমহি, ৪৮৪
ভগঃ, ৭০, ৭৭, ৭৮, ৭৩৭, ৮০৭, ১২৮৯,
১২৯২, ১৩৩২
ভগম্, ৪১৮, ৭৩৬, ১২৯১
ভগবতী, ১২৫০
ভগবন্তঃ, ১২৫০
ভগস্য, ২৬২, ১০৫২
ভগিনৌ, ৩৬২
ভগেনঃ, ৪৯৪
ভজতে, ৯০০, ৯৪০
ভজতেঃ, ৭৮, ৪১৯
ভজনীয়ম্, ৪৯৪
ভজ্ঞেতে, ৯০০, ৯০৫, ৯৪০
ভদ্রম্, ১৬৪, ৪৯৪, ৯৯৯, ১২৮৭
ভদ্রা, ৪৯২, ৪৯৩, ১২৯৮, ১৩৩৮
ভদ্রে, ১২০৩
ভদ্রেণ, ১২১৩, ১২১৪
ভনঃ, ২৭১
ভন্দতে, ৫৮৭
ভন্দতেঃ, ৫৮৬
ভন্দনা, ৫৮৬

ভন্দনাঃ, ৫৮৭
ভন্দনীয়ে, ১২০৩
ভয়ঙ্করঃ, ৭৮৭
ভয়দঃ, ৮১৫
ভয়প্রতীকা, ১১১৭
ভয়ম্, ৭৩৪, ১০২৮, ১১১৭, ১২১৩
ভয়মানঃ, ৬৯৭, ৬৯৮
ভয়বেপনয়োঃ, ৪৫৪
ভয়ানাম্, ৫৪৪
ভরঃ, ৫৫২
ভরণাৎ, ১৩৯, ৪২৭
ভরণানাম্, ১০৪৬
ভরণায়, ৯২৫
ভরত, ১০৮৪
ভরতঃ, ৯৭৩
ভরতা, ১০৮৪
ভরতেঃ, ৫৫২, ৫৬৮
ভরথ, ১০০৮
ভরথঃ, ৬০৬
ভরতী, ১২৩৫
ভরম্, ২৮৩, ৩৭৯
ভরমাণঃ, ৬০২
ভরাজা, ১৯০
ভরেষু, ৫৫০
ভর্তব্যঃ, ৫৬৮, ১০১০
ভবতিঃ, ১০৩৪
ভব, ৯৯৭, ১০১৩, ১১০৯, ১১২৬, ১২৫০
ভবৎ, ৪৯৪
ভবত, ৩১২, ৭৭৪, ৯৬৬
ভবতঃ, ৮, ৯৮, ৪৩৯, ৪৪০, ৪৪১, ৪৪৩, ৪৪৫,
৪৪৬, ৪৫১, ৫৪৪, ৬১৫, ১২৬১
ভবাত, ১২, ৪৭, ৭১ ইত্যাদি
ভবতু, ১২৫৩
ভবথ, ১১৯৮
ভবথঃ, ৪১১
ভবদ্রময়তি, ৪৯৪
ভবনাৎ, ৪৭৭
ভবন্তি, ৩, ৪, ৫, ২২, ২৯ ইত্যাদি
ভবন্তী, ২৪০, ২৪২

ভবন্ত, ১৩৫০
ভবসি, ৫০৬
ভবা, ৭৫৬
ভবাঃ, ১৩৪৮
ভবাসি, ৯৯৭
ভবেৎ, ১৩২১
ভব্যায়, ১১৫৯
ভসথঃ, ৬৬৬
ভাংসি, ৬৮৫
ভাঃ, ৭৩৫, ৯৭৩
ভাষজীকঃ, ৭০৬, ৭০৭
ভাগঃ, ৬৩৩, ৯৮৯, ১২৬৩
ভাগধেয়স্য, ১০৫২
ভাগম্, ৩৯৬, ৩৯৯, ৫৬৮, ৭১৮, ৭১৯, ৯৮৯,
১১৮০, ১১৮১
ভাগানি, ৯১৬
ভাজনবৎ, ৪৯৪
ভাজনবতি, ১২০৩
ভাজনবতী, ১২৯৯
ভাতি, ২৭১, ৩৮৬
ভানুনা, ১২৭২
ভানুম্, ১২৭২
ভান্তি, ১১৯৫
ভারতী, ৯৭৩
ভারদ্বাজঃ, ৪২৭, ৮০৩
ভারহারঃ, ১৬৪
ভার্মাশ্বঃ, ১০৩৫, ১০৩৭
ভাবঃ, ১২৮
ভাবনায়, ৯২৫
ভাবপ্রধানম্, ৭
ভাবপ্রধানে, ৮
ভাবম্, ৮
ভাবয়্যস্য, ১০১১
ভাববিকারঃ, ২৯
ভাবস্য, ১২, ৮৩৫
ভাবাৎ, ১২৮, ১৩৮, ৮৩৫
ভাবায়, ৯৩২, ১৩০২
ভাবৈঃ, ১২২
ভাব্যস্য, ১০১০

ভাষন্তে, ১৯৪
ভাষমাণা, ৫৮৮
ভাষায়াম্, ৪০, ৪১, ৬০, ৬২
ভাষিকাঃ, ১৯৩
ভাষিক্বেভ্যঃ, ১৯২
ভাষ্যতে, ১৯৩, ২০৪, ৮০২, ৮০৯
ভাষ্যন্তে, ১৯২, ১৯৩, ১৯৪
ভাসঃ, ৬৮৬, ১২৭৩
ভাসনম্, ১৭৬
ভাসম্, ২৬০, ২৬৬, ২৬৭, ২৭০, ৬৫৮
ভাসমানঃ, ৭৮৭, ৮১৫
ভাসা, ২৬০, ২৬৬, ২৬৭, ২৭০, ৫১৪, ৭৫৪
ভাসাম্, ২৬৮, ২৭১, ৪১৮
ভাসোঃ, ৯১৫
ভাস্করঃ, ৭৮৭
ভাষতি, ২২৪
ভাষতী, ১০৪০
ভিনত্তি, ১২১৩
ভিন্দঃ, ৮১৫
ভিন্দন, ৪৪১
ভিন্দন্তি, ৬০৫
ভিন্নঃ, ১০১৩
ভিন্নঃ, ৬৮৬
ভিন্মম্, ১৭৬
ভিবক্, ৭১০
ভীঃ, ১০৫০
ভীতঃ, ৪৬২, ১০৯৭
ভীমঃ, ১৭৮, ৫২১
ভীষ্মঃ, ১৭৮
ভূঞানে, ১০৫৯
ভূনক্তি, ২১২
ভূরণ্যন্তম্, ১৩০৭, ১৩০৮, ১৩০৯, ১৩১০,
১৩১২
ভূরণ্যঃ, ১৩০৭
ভুবঃ, ৯৩০
ভুবনম্, ১০৯৭, ১১৬৬, ১২৮৪
ভুবনস্য, ৩৯৬, ৮৬৩, ১০৭৯, ১০৮০
ভুবনা, ৫৭০
ভুবনানাম্, ৯০৭

ভুবনানি, ৯৩৪, ৯৭৫, ১১৪৬
 ভুবনায়, ৯২৫
 ভুবা, ৬০৭
 ভুবে, ৯৩২
 ভুবৌ, ৬০৭
 ভুৎ, ৬১৭
 ভূতঃ, ৪২০
 ভূতন, ৭৭৩, ৭৭৪
 ভূতস্য, ১১২৩, ১১২৪
 ভূত্যাংশঃ, ১৩৪২
 ভূতানাম্, ৩৯৭, ৪৯৪, ৮৬৩, ৯০৭, ৯৩০,
 ১১২৮, ১২৯৪
 ভূতানি, ২১৪, ২৩৭, ২৪৮, ২৮৫, ৫০৩, ৫৭২,
 ৫৭৩, ৬০২, ৬০৬, ৬৪১, ৭৪২, ৭৪৩,
 ৯০৬, ৯৬৭, ৯৭৫, ১০৯০, ১০৯৭,
 ১১৩১, ১১৪৬, ১১৬৬, ১২২৭, ১২৪৩,
 ১২৮৪
 ভূতোপমা, ৪২০
 ভূত্বা, ৯২০
 ভূম, ১০৭৯
 ভূমিজঃ, ১৩১
 ভূমি, ২৩৮, ৬০৫, ৭৭৯, ৯১৮, ১০৮০,
 ১২৩৭
 ভূয়ঃ, ৯৩৬
 ভূয়সে, ১৬৯, ২৫৬, ৩৩৬, ৩৫১, ৬১৯, ৮৯৭,
 ৯৩১, ৯৩৭, ১১৩১
 ভূয়াংসম্, ১১৬০
 ভূয়াংসি, ৮৮৩, ৮৮৫
 ভূয়াঃ, ১০১৩, ১২৫০
 ভূয়াসম্, ৮৩৩
 ভূয়িষ্ঠাঃ, ৮৩৩, ৮৮২
 ভূয়োবিদ্যঃ, ১৫৫
 ভূরি, ২২৭, ২২৯, ৩৮২, ৩৮৬, ৭০৬, ৭৭৪,
 ১২০৭
 ভূরিতোকাঃ, ১০৭
 ভূরিদাবস্তুরা, ৭২৩
 ভূরিধারে, ৫৮৪
 ভূরিম্, ১৩০৭
 ভূরিশৃঙ্গা, ২২৭

ভূগিম্, ৭৮৪
 ভূর্যন্তঃ, ৭০৬
 ভূবন, ১০৮২
 ভূগবঃ, ৫৪৮, ১২০২, ১২০৩
 ভূগুঃ, ৪২৬
 ভূগুগণ, ১২০২
 ভূজ্যমানঃ, ৪২৬
 ভূময়ঃ, ১০৩৭
 ভূমিঃ, ৭৬৭
 ভূম্যশ্বঃ, ১০৩৭
 ভূম্যশ্বস্য, ১০৩৭
 ভূশম্, ১১৩৪
 ভেদনকর্ষণঃ, ৩০৭
 ভেদনম্, ১২৩৭
 ভেদনাৎ, ১৩৯
 ভেদৌ, ৯৯৪
 ভেষজম্, ১১৪৮
 ভেষজা, ১০৮৬
 ভৈষজ্যানি, ১০৮৭, ১১৪৮
 ভোগম্, ৭২০, ৮২১
 ভোগাঃ, ৫৩৫, ৬০৮, ৯৫৫
 ভোগৈঃ, ১০১৯, ১১১৯
 ভোজনানি, ৪৭৬, ৪৭৭
 ভোজনীয়াঃ, ২১২
 ভোজস্য, ৮৩৬
 ভৌবনঃ, ১১৩১
 ভ্যসতে, ৪৫৪
 ভ্রংশতেঃ, ৩০৩, ৬৫৮
 ব্রাজন্তঃ, ৪১৪
 ব্রাজসাঃ, ৪১৬
 ব্রাজশ্বন্তঃ, ৪১৬
 ব্রাতরম্, ২৪৯
 ব্রাতরৌ, ২৪৯
 ব্রাতা, ৫৬৭, ৫৬৮
 ব্রাম্যতেঃ, ৭৬৭
 ব্রাক্টে, ৬৩৪
 ব্রূহত্যা, ৭৯৪

ম

মৎসীয়, ৩৬৭

মংহতেঃ, ৭২
 মংহনীয়ঃ, ৪০২
 মংহনীয়ম্, ৪৭২, ১২৭১
 মংখেভ্যঃ, ৪৫৪
 মগন্দঃ, ৮১২
 মঘম্, ৭২, ৫১৩
 মঘবন্, ৬৯৫, ৭১৪, ৮১১, ৮১৪, ৮৫৩,
 ১১৮৯
 মঘবতী, ৭২
 মঘবা, ৭৬২, ৭৬৩, ১১০৯, ১১৩২
 মঘা, ৬৫০
 মঘানি, ৪৮৭
 মঘেব, ৬৫০
 মঘোনি, ৭০, ৭২
 মঙ্গলম্, ৯৯৮
 মঞ্জনাৎ, ৯৯৯
 মঞ্জয়তি, ৯৯৮
 মঞ্জুকাঃ, ৯৯৯
 মণিম্, ১৯৭, ৯১৪
 মণ্ডঃ, ৯৯৯
 মণ্ডয়তেঃ, ৯৯৯
 মণ্ডকঃ, ৯৯৪
 মণ্ডকাঃ, ৯৯৯, ১০০১, ১১০৭
 মণ্ডকান্, ১০০২
 মণ্ডকি, ১০০৩
 মৎ, ৫৩৯, ৫৪০, ৫৮৭, ৫৮৮
 মৎসরঃ, ২১৬
 মৎসরম্, ২১৫
 মৎসাঃ, ৫৯১
 মৎস্যম্, ১০৯৯
 মৎস্যাঃ, ৭৯২
 মৎস্যানাম্, ৭৯২
 মতানি, ১১২৮, ১১৩০
 মতিঃ, ৭৩৫, ১১৯৪
 মতিভিঃ, ৫৩৫, ১১৫২, ১১৫৩
 মতিম্, ২৫৫, ৭৫১, ১১৮৮
 মতীনাম্, ৪৪৮, ৭৯৯
 মতৌ, ৪৩২, ৯০৭, ১২০৫, ১৩৩৯
 মত্বা, ৩৬৫

মথ্যমানঃ, ৯৪৬
 মদঙ্গিলঃ, ১০৩৬
 মদতেঃ, ৯৯৯, ১০২৩
 মদনম্, ১০৩৬
 মদনা, ১২২১, ১২২২
 মদনীয়ায়, ৪৮৯
 মদন্তঃ, ১১২
 মদন্তীঃ, ৬১১
 মদাঃ, ৫১৩
 মদায়, ৪৮৮, ৪৮৯
 মদিক্, ৫০০
 মদিষ্ঠয়া, ১১৭৪
 মদে, ১১৭১, ১১৭২
 মদেঃ, ৯৯৯, ১১৮৩
 মদেবতা, ২৩৯
 মদ্যম্, ৫৮১
 মধু, ১৯০, ৪৯০, ১০৯৯, ১১৪০, ১১৫০
 মধুধারম্, ১১০১
 মধুনঃ, ৪৮৯
 মধুনা, ৯৫৭, ৯৮০, ৯৮২, ১১৪০
 মধুগর্কম্, ১৫৩
 মধুমতীঃ, ১১১৩
 মধুমন্তঃ, ১১২৬
 মধুমন্তম্, ১১০৬
 মধুমান্, ৮৯৬
 মধুশ্চ্যুতঃ, ১১০৬
 মধৌ, ৭৯২
 মধ্যম্, ৬৯৯, ৭০০
 মধ্যমঃ, ২৩৬, ৫৬৭, ৫৬৮, ৮৯৩, ৯০৪, ৯০৮,
 ৯৩৬, ৯৭০, ১০৮১, ১০৮২, ১২৫৫,
 ১২৬৩, ১২৬৬, ১৩১৪, ১৩২৬
 মধ্যমধর্মী, ৯১৪
 মধ্যমপুরুষযোগাঃ, ৮২৯
 মধ্যমম্, ৯৩৯, ১২৮২
 মধ্যমস্যা, ১০৪৮, ১৩১৬
 মধ্যমস্যাম্, ১৩২৪
 মধ্যমাঃ, ১২০১
 মধ্যমাৎ, ১০৭৪, ১১৩৪, ১১৪২, ১১৪৯,
 ১১৮৬

মধ্যমানি, ৪৭২
 মধ্যমে, ৫৯৫, ৭৫৪, ৮৬৫, ৯৭৫
 মধ্যমেন, ১১৯৭, ১২৪১, ১২৭৮
 মধ্যস্থানাং, ৯১১, ১০৭৩, ১১৯১, ১২০৮,
 ১৩৪৫
 মধ্যা, ৪৯৬
 মধ্যো, ২৭৬, ৪৯৬, ৫০৩, ১০০৩, ১০৩৪,
 ১০৩৬
 মধ্যঃ, ৪৮৮
 মধ্যা, ৯৫৭, ১১৪০
 মনঃ, ৪৭১, ৪৭৫, ৭৭৬, ৭৯৫, ৮২৬, ১০২১,
 ১১৫৫, ১২৩২
 মননাৎ, ৮৭৩, ১৩২৮
 মননানি, ৯৫৭, ১১৫৯
 মননায়, ১২৪৪
 মননীয়েঃ, ১০৮১
 মনসঃ, ৩১৭, ৬৪০, ১০১১
 মনসা, ২১২, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৪১, ৩৫৯, ৪৮৪,
 ৪৯২, ৪৯৩, ১১১১, ১১৬৬, ১২৫১
 মনসাম্, ১০০
 মনসি, ১২০৩
 মনস্যতিঃ, ৩৬৫
 মনস্যমানেন, ৩৬৫
 মনস্থান্, ১০৯৪
 মনস্বী, ১০৯৪
 মনস্বীভাবে, ৩৬৫
 মনা, ৬০৮
 মনামহে, ৭৮৬
 মনীষয়া, ৩১৭, ১০১১
 মনীষা, ৩১৪, ১০১০
 মনুঃ, ৫৩, ৩৪৬, ১২৮২, ১৩২৮, ১৩৩০
 মনুতাম্, ১০১৫
 মনুষঃ, ৩৬৫, ৯৫৪, ৯৭১
 মনুষায়, ৭৮৭
 মনুষ্যঃ, ৪১৩, ১২৩৫
 মনুষ্যাক্ষঃ, ২০০, ৭২৭
 মনুষ্যজাতানি, ১১৩৬, ১১৪০
 মনুষ্যজারঃ, ৪১৯
 মনুষ্যধৃতঃ, ১৩৪১

মনুষ্যানাম, ৪১৩, ১১২১
 মনুষ্যানামানি, ৩৬৫
 মনুষ্যমিথুনৌ, ৯৩৫
 মনুষ্যবৎ, ২০, ৯৭৩
 মনুষ্যস্য, ৯৫৪, ৯৭১, ১০৮৮, ১১৫৭, ১২৫৯
 মনুষ্যা, ৩৯১
 মনুষ্যাঃ, ৩৬৫, ৫৭৯, ৮৫০, ৯০৯, ১১৯৬
 মনুষ্যাণাম্, ৬৮৭, ১৩০৫
 মনুষ্যান্, ৭৭৫, ৮০৮
 মনুষ্যায়, ৭৮৯
 মনুষ্যোভ্যঃ, ৩৯১
 মনুষ্বৎ, ৯৭৩
 মনৈ, ১০৪৬
 মনোঃ, ৩৬৫
 মনোজবেষু, ৯৬
 মনোতেঃ, ৪৭৫
 মন্তবা, ৩৩৭
 মন্তব্যঃ, ৩৩৮
 মন্ত্ৰঃ, ২০, ৬১০, ৬২৮, ৭৭৬, ৮৪০, ১০০৯
 মন্ত্ৰদৃষ্টয়ঃ, ৮৩৭
 মন্ত্ৰবর্ণাঃ, ২৭৮
 মন্ত্ৰাঃ, ১৪২, ৮৩৩, ৮৩৮, ৮৭৩, ১৩২৮
 মন্ত্ৰান্, ১৭৪
 মন্ত্ৰার্থপ্রত্যয়ান্, ১৪২
 মন্ত্ৰে, ১৬২, ১৭৭
 মন্ত্ৰেষু, ১৪০, ৮৩৪
 মন্ত্ৰৈঃ, ১৩২৮
 মন্দতেঃ, ২১৬, ৫৫৪, ৯৯৯
 মন্দনজিহ্ম, ৭৮২
 মন্দমানায়, ১১৮৫
 মন্দসানঃ, ৯৪৭
 মন্দিনে, ৫৫৪
 মন্দী, ৫৫৪
 মন্দনা, ৫০০
 মন্দ, ৫০০
 মন্দজিহ্ম, ৭৮২
 মন্দা, ১২২১, ১২২২
 মন্ম, ৭৭৬, ১১৫৯
 মন্মন, ৫৫৭

মন্মভিঃ, ১০৮১
 মন্মানি, ৯৫৭
 মন্যাতাম্, ১০১৫
 মন্যতে, ১১৭৫, ১১৭৬
 মন্যতেঃ, ১১৩৭
 মন্যথাঃ, ৪৪০
 মন্যন্তি, ১১৩৭
 মন্যন্তে, ৫১৯, ৮৯৬, ৯৩১, ১১৬০, ১১৭২,
 ১২০১, ১২১৯
 মন্যমানঃ, ১২৯১
 মন্যমানাঃ, ৫০৭
 মন্যামহে, ৭৮৬
 মন্যুঃ, ১১৩৭
 মন্যে, ৯৪৩, ৯৪৬, ১০৪৬
 মন্যেত, ২১১, ৮৪১, ৮৯২, ৯০৪
 মন্যো, ১৬২, ১১৩৮
 মম, ৩৩৮, ৩৬৭, ৩৭০, ১১১১
 মমি, ১১১১
 ময়োভু, ১১৪৮
 ময়োভুবঃ, ১০৪৪
 মরণধম্মা, ৪১৩
 মরতে, ১২৩৮
 মরুতঃ, ৪৮৭, ৫১২, ৬০৫, ৭৫০, ৯১১, ৯২০,
 ৯৯৫, ১০৪১, ১১৯১, ১১৯২
 মরুত্বঃ, ১১৩৮
 মরুত্বান্, ৪৮৮
 মরুৎসু, ১২৬০
 মরুদগণ, ১১৯১
 মরুষ্টিঃ, ৪৮৮, ৬৪৬, ১১৪৯, ১১৫০, ১২৬০
 মরুদ্ভ্যঃ, ৬৩
 মরুদ্বাঃ, ১০৪১
 মরুদ্বাধে, ১০৩৯
 মর্জয়ন্ত, ১৩৪৮
 মর্তঃ, ২৬৩
 মর্তঃ, ৭২০
 মর্তম্, ৬৫২
 মর্তাসঃ, ১১৯৬, ১১৯৭
 মর্ত্যঃ, ৭০৫, ৭২১
 মর্ত্যম্, ২৪০, ২৪২

মর্ত্যানাম্, ৫৭৯, ৭৬৭
 মর্ত্যায়, ১১৮৪
 মর্ত্তেভ্যঃ, ১২৮১, ১২৮২
 মর্মণাম্, ১০৪৬
 মর্ম্মণি, ৮১৭
 মর্যঃ, ৪১৩
 মর্যম্, ৪১১
 মর্যাঃ, ৪৬০
 মর্যাদা, ৮৩, ৪৬১
 মর্যাদাঃ, ৭৯৩, ৭৯৪
 মর্যাদাতঃ, ৮২
 মর্যাদাভিধানম্, ৪৬১
 মর্যাদিনোঃ, ৪৬১
 মর্যায়, ৩২২, ৩২৩
 মর্যেঃ, ৪৬১
 মহঃ, ৭১৩, ১০৩৮, ১২১৯, ১২৮৪, ১৩২৬
 মহঃ, ৬৫৭, ৭৬৯, ৮২০, ১১৪৬, ১১৮৬,
 ১১৯১, ১২১৯
 মহতঃ, ৭৮, ৬১৪, ৬২২, ৯৬১, ১০০৪, ১০৩৮,
 ১২৮৪, ১৩০৫, ১৩৩৭, ১৩৩৮
 মহতি, ৯২৭, ১২৩৭
 মহতী, ১০৪৮
 মহতীয়ম্, ৫৪৩
 মহতে, ১০৪৪, ১১৬৯, ১১৮৫, ১২৫১
 মহত্যঃ, ৯৬৬
 মহত্যা, ৩১৭
 মহতৌ, ৯৬৯
 মহত্বম্, ৭২২
 মহত্বেন, ১০৮০, ১০৯৫, ১২৩৭, ১২৯৭
 মহদুক্ষঃ, ৭০৪
 মহদ্দিবা, ১২৫৯
 মহষ্টিঃ, ৩০৮
 মহদ্ভ্যঃ, ৪৪০
 মহম্মানি, ৪০১
 মহস্য, ৬১৩, ৬১৪
 মহাকূলা, ১০৪১
 মহাগতেঃ, ২২৯
 মহাশ্মা, ৮৯৯

মহান্, ২৩৭, ৩৮৬, ৪০১, ৬৮০, ৬৮১, ৬৯৫,
 ৭৪১, ৭৪৯, ৭৭৭, ৭৮০, ১০৯৭
 মহান্তঃ, ৯২৭
 মহান্তম্, ৮৯৯, ১০৯২, ১০৯৩, ১৩০৯
 মহাপারঃ, ৫২৫
 মহাপ্রতীকা, ১১১৭
 মহাবধাৎ, ১০৯৭
 মহাবিক্ষেপম্, ৮১৬
 মহাব্রতঃ, ৪২৭
 মহাশনঃ, ৩২৪
 মহি, ৬৬৭, ১১৮৫
 মহিষ্টম্, ৪৯৬, ৭২১, ৯০৯
 মহিনি, ১২৩৭
 মহিমা, ১২০৫
 মহিমানঃ, ১৩৪৪
 মহিমানম্, ৪৫৫, ৯৫৯, ১০২১
 মহিব্রত, ৪২৫
 মহিব্রতঃ, ৪২৭
 মহিষা, ৯২৭
 মহীঃ, ১১১৫
 মহীনাম্, ৭৫৫
 মহীয়ম্, ৫৪২
 মহে, ১০৪৪, ১১৬৮, ১১৮৫
 মহা, ১০৯৪, ১০৯৫, ১২৩৭
 মহ্যম্, ১০০৪, ১০০৬
 মা, ৫৯, ৭০, ৭৭, ১৪৪, ২১১, ২১৩, ৩৩৩,
 ৩৩৫, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৯৬, ৪৪০, ৪৭৯,
 ৫২০, ৫৩৭, ৫৮৮, ৫৮৯, ৬১৯, ৬৫০,
 ৬৭১, ৭৮৪, ৮৩০, ৯৯৫, ৯৯৭, ৯৯৮,
 ১০০৪, ১০৮২, ১০৮৬, ১০৮৭, ১১৫৬,
 ১১৬৫, ১১৮৩
 মাংসম্, ৪৭১
 মা কাষীঃ, ৫৯
 মাস্তদঃ, ৮১২
 মাতরঃ, ৩৬১, ৩৬৩, ১২৭২, ১২৭৩
 মাতরম্, ২১১, ১১৬৬
 মাতরা, ১০৬২, ১১১৮
 মাতরি, ৯২৮
 মাতরিষ্ঠঃ, ৯৩৮

মাতরিষ্ঠন, ৯৩৯
 মাতরিষ্ঠা, ৯২৭, ৯২৮
 মাতরিষ্ঠানম্, ৮৯৯, ৯২৮
 মাতরৌ, ১০৬৩
 মাতবা, ১২৪৪
 মাতবৈ, ১২৪৪
 মাতা, ২৩৭, ৫৪২, ৫৪৩, ৫৪৭, ৭১১, ১০৬৪,
 ১১৬৬, ১১৭৮, ১২৫৮, ১২৮৪
 মাতৃঃ, ২৩৪, ২৩৭, ৯৮২
 মাতৃঃ, ৫০৬
 মাত্রা, ৫৫৯
 মাত্রাঃ, ১১৮৯
 মাত্রাগূভাবাৎ, ৮০২
 মাত্রাম্, ৮৫, ৯০
 মাদয়ন্তি, ১০০৪
 মাদ্যভেঃ, ৪৯০
 মাদ্যভে, ৭৯২
 মাধ্যন্দিনম্, ৮৬৫
 মাধ্যন্দিনে, ৬২৭
 মাধ্যমকাঃ, ৩০১, ৫৯৯, ৭৪৩
 মাধ্যমিকঃ, ৯৭৫, ১২০১, ১২০৩
 মাধ্যমিকয়াঃ, ১২৭৮
 মাধ্যমিকা, ২৪২, ১১৬৬, ১২৪৫, ১২৪৮,
 ১২৭০
 মাধ্যমিকাঃ, ৯২৭, ১৩২৬
 মাধ্যমিকান্, ১০৯২, ১২০১, ১২৭৯
 মাধ্যমিকাম্, ১২১৯, ১২৮২, ১৩২৬
 মাধ্যমিকায়্যাঃ, ৬৯৮
 মানঃ, ৯৯৪
 মাননম্, ৪৭১
 মানম্, ১১৭৮
 মানয়ন্তি, ৪৫০
 মানবানাম্, ১৩৩০
 মানসম্, ৪৭১
 মানাৎ, ৫৫৯, ৫৭৬
 মানুষান্, ১৩১০
 মানুষীভ্যাঃ, ৯২২
 মানে, ৩০০
 মানেন, ৪০১

মানাবে, ১৬২
 মাম, ৩৮৭, ৪৭৯, ৫২১, ৭২৭, ৭৭৬, ৮০৮,
 ৮০৯, ৮১২, ৯৯৮
 মায়রা, ১৭০, ১৭২
 মায়ঃ, ১২৯৮
 মায়াম, ৭৩৭, ৯৩০
 মায়ুম, ২৪০, ২৪১, ২৪২, ১২৪৪, ১২৪৫
 মায়রতি, ১১৮১
 মাক্রতম, ১২৬০
 মাষ্টেঃ, ১৭৮
 মাসঃ, ১১৭৭, ১১৭৮
 মাসক্, ৬৬১
 মাসাঃ, ৫৭৬
 মাসানাম, ৫৭৬, ৬৬১
 মাসি, ৮১৯
 মাসে, ৮২০
 মাহাভাগ্যম, ৯০৯
 মাহাভাগ্যঃ, ৮৪২, ৮৪৬
 মা হাবীঃ, ৫৯
 মাহুঃ, ৪৫১
 মিত্রস্রবঃ, ১৩৫০
 মিত্রাবিঃ, ১১৯১
 মিত্রোচিনঃ, ১১৯১
 মিতাক্ষরেষু, ১০৫
 মিত্র, ২৬৩, ৩৫৭
 মিত্রঃ, ৮৬৬, ৯৯৫, ১১১৯, ১১২১, ১৩৩২
 মিত্রম, ৮৯৯
 মিত্রমহঃ, ৯৫৪
 মিত্রস্য, ২৬২, ২৬৩, ১২৯৬
 মিত্রায়, ১১২১, ১১২২
 মিত্রাবরণমোঃ, ২৬৩, ৬৩৯
 মিত্রাবরণা, ১২০৯
 মিত্রাবরণৌ, ১২০৯
 মিথুনা, ১২৮১
 মিথুনাঃ, ৩৪৪
 মিথুনানাম, ৩৪৬
 মিথুনৌ, ৯৩৪, ১২৮১, ১২৮২
 মিনোতিঃ, ৯৩৪
 মিমাতি, ২৪০, ২৪১, ১২৪৪, ১২৪৫

মিমানঃ, ১৩০৯
 মিমানা, ৯৭১
 মিমানাঃ, ৭১২
 মিমায়, ১২৪১
 মিষতেঃ, ৪২০
 মিষন্তম, ১২৪৪
 মিশ্রীভাবকর্ষণঃ, ২৭৮
 মিশ্রীভাবকর্ষণা, ৬৪৫
 মীময়ৎ, ২২২, ২২৩
 মীময়তিঃ, ২২৩
 মুক্ষীজয়া, ৬৫৭
 মুক্ষীজা, ৬৫৮
 মুখাৎ, ৮৭৫
 মুখেন, ৮৩৩
 মুখ্যানাম, ৩০১
 মুচ্যতে, ৬৫৮
 মুক্ষ, ৪৬৬
 মুঞ্জঃ, ১০০৫
 মুঞ্জবান, ১০০৫
 মুদঙ্গিলঃ, ১০৩৬
 মুদঙ্গিলঃ, ১০৩৬
 মুদঙ্গালঃ, ১০৩৪, ১০৩৫, ১০৩৭
 মুদঙ্গবান, ১০৩৬
 মুদেঃ, ৯৯৯, ১১৮৩
 মুমুক্ষি, ৪৬৪
 মুমূর্ষতঃ, ১০৪২
 মুরীয়, ৮৩৪
 মুষ্টিঃ, ৬৯৪
 মুষণতেঃ, ৪৭৮
 মুসলম, ১০৫৮
 মুহুঃ, ৩১৫, ৩১৬, ১০৫৮
 মুহূর্ষঃ, ৩১৫
 মুহূর্ষম, ৩১৪, ৩১৫
 মুহাস্ত, ১১৩২
 মুজবতি, ১০০৫
 মুজবান, ১০০৫
 মুঢ়ঃ, ৩১৬
 মুঢ়াঃ, ৭২২
 মুরাঃ, ৭২১, ১১৭১, ১১৭২

মুর্শম, ৯, ৯৩০
 মুর্শানি, ৬৪৮, ১০৫২
 মুর্শা, ৯৩০
 মুর্শানাম, ১২৪৪
 মূলম, ৫৯৮, ৬৯৯
 মূলানি, ৫৯৮
 মুগ, ৪৭৮, ৪৭৯
 মুগিকা, ৪৭৭, ৪৮০
 মুগ, ১৭৮, ১০২৭
 মুগম, ৫৯৬, ৭৮৪
 মুগময়, ১০২৭
 মুগয়তে, ১০২৭
 মুগয়তে, ৫৯৬
 মুচয়, ৭২৮
 মুড়তি, ১১০৪
 মুড়য়তি, ১১০৬
 মুড়য়ন্ত, ১১০৬
 মুড়তি, ১১০৪
 মুতম, ১১৮২, ১১৮৩
 মুতায়, ১১৮১, ১৩২১
 মুত্যা, ১১৮৩
 মুদ, ১৯২, ৭০৫
 মুদভাবকরণ, ৬৪৭
 মুদবাচ, ৮০৮
 মুদদর, ৭০৫
 মুদ, ৮২৯
 মুদবাচ, ৮০৮
 মূল, ১৫৭
 মুদা, ৫৫
 মু, ৩১৪, ৩১৫, ৪৪০, ৪৭২, ৪৭৯, ৪৮১,
 ৫১১, ৫১৮, ৫৪২, ৫৪৩, ৬৬১, ৬৬২,
 ৭২০, ৭৭৬, ৯৮৯, ১০১০, ১০১১, ১০৩০,
 ১০৩৯, ১২৩৫, ১৩২২
 মুঘ, ১৭৯, ১৯০, ২৭৬, ২৭৮, ২৯৭, ২৯৮,
 ৩৮৫, ৫৯৭, ৬৯৭, ৮০৩, ১২৫৫
 মুঘনামানি, ২৯৭
 মুঘম, ৫৭৮, ৬৯৬, ৮১৮, ৯১০, ১০৭৯,
 ১০৯৩, ১১৪২, ১২৬০
 মুঘস্বামী, ১৭৯

মুঘসা, ৭৬৭
 মুঘহনম, ৯০৯
 মুঘা, ১২৪৩
 মুঘা, ১২৫৫
 মুঘানাম, ৩০১, ১২৩৭
 মুঘে, ২৪২
 মুঘেন, ১০৯৯
 মুঘতি, ৪৬১
 মুঘতৌ, ১০৩৫
 মুদ, ১৭১
 মুদর, ১১২০
 মুদস, ৭৪৮
 মুদন্ত, ৪৭০, ৭৪৮
 মুদ্যতি, ৭৩৩
 মুদ্যতে, ৪৭১
 মুদ্যন্ত, ৯৪৯
 মুঘয়া, ৪৩২, ৪৮২
 মুঘা, ৪৩২
 মুঘা, ৪২৫
 মুঘাবিন, ৮৯৯, ১১১৩, ১১৯৭
 মুঘাবিনম, ২১৩
 মুঘাবিনাম, ৯৯৯
 মুঘাবিনামানি, ৪৩২
 মুঘাবিনে, ২০৯
 মুঘাবিশস্তা, ১৩২৮
 মুঘাবী, ৪৩২, ১২৮৭
 মুনা, ৪৫০
 মুনে, ৮৭৪
 মুব, ৪২০
 মুবান, ৬৬৫
 মুহতি, ২৯৭
 মুহনা, ৪৭২
 মুত্রাকরণ, ৬৪০
 মুথুনে, ৯৬৬
 মুঘতিশ্বম, ৯৯১
 মুচনা, ৬৫৮, ৬৯৪, ৬৯৯
 মুদতিকরণ, ৯৯৯
 মুদনজিহ্ম, ৭৮২
 মুদমানায়, ১১৮৫

মোষণাৎ, ৬৯৪, ৬৯৯
মোষণ, ৭০৬
মোষণা, ৭০৬
মোহনাৎ, ৬৯৪, ৬৯৯
মোজবতঃ, ১০০৫
মোজবতস্য, ১০০৪, ১০০৫
মুদগালাঃ, ১১৮২
মুদগালা, ১২৩৮

য

যংসন, ১০২৭
যঃ, ৩৩, ১২১, ১২৪, ১৬১, ১৩৭, ১৬৭, ১৭২,
২০৯, ২১১, ২১৩, ২৩৩, ২৩৬, ২৬৩,
৩৮৭, ৫২১, ৫৩৭, ৫৬৬, ৫৮৫, ৬৭৭,
৬৫৭, ৬৬৬, ৬৭৫, ৭২২, ৭২৬, ৭৩৩,
৭৬২, ৭৬৩, ৭৯০, ৭৯৭, ৮০০, ৮১৩,
৮১৯, ৮২৩, ৮৯০, ৮৯২, ৯০০, ৯০৫,
৯০৭, ৯১২, ৯৩০, ৯৪০, ৯৪২, ৯৭৫,
১০১১, ১০৮১, ১০৯৪, ১১১৩, ১১৩৬,
১১৫৯, ১১৬৪, ১১৮৩, ১২৩৮, ১২৩৯,
১২৭৯, ১২৯১, ১৩১৭, ১৩৩০, ১৩৫৪

যঃ কঃ, ১২১
যকারাদিম্, ১২৭
যকুৎ, ৪৭০
যকুতঃ, ৪৬৯
যক্ষি, ৭৩৬, ৭৫৭, ৯৬১, ৯৭৫
যক্ষস্যা, ৪১৫
যচ্চিৎ, ১০৩২
যচ্ছ, ১০৫৩
যচ্ছত, ১৩৫২
যচ্ছতাম্, ১০৬১
যচ্ছতি, ১১১৪
যচ্ছন্ত, ১০২৭, ১৩৫২
যচ্ছা, ১০৫৩
যজ, ৭৩৬, ৯৭৫, ১০৬৮, ১০৬৯, ১০৭১,
১০৭২
যজতম্, ১২৯৮
যজতস্য, ৯৫৯
যজতি, ৪৩৩, ৭১২

যজতিকর্ম, ৪৩৩
যজতে, ৯৬৯, ১২৬৯
যজতেঃ, ৮৭৩
যজ্যে, ৯৭১
যজ্যবম্, ১২৬৯
যজ্যনাম্, ১০৯১
যজ্যনায়, ৯৭১, ১০৮৮
যজ্যমানঃ, ৩৫৬, ১২৬৯
যজ্যমানস্য, ৮৫৭
যজ্যমানায়, ১০৬৮
যজ্যসি, ৯৫৪
যজ্যস্ব, ১১৩২
যজ্জিষ্ঠম্, ৭৭১
যজ্জীমান, ৯৬১, ৯৭৫
যজুঃ, ১৪৮, ৮৭৩
যজুঃসুতম্, ১১৭৬
যজুরক্ষঃ, ৪৩৩
যজুশ্চ, ১২৪৭
যজুনি, ৪৩৪
যজু, ৬৩৩, ৮৩৮, ৮৫৭, ৮৮৯, ৯৫৮, ৯৮৯,
১১৫৫
যজ্ঞকামস্য, ১৬৫
যজ্ঞস্তাঃ, ১২০১
যজ্ঞনাম, ৯২
যজ্ঞনামানি, ৪৩৩
যজ্ঞন্যোঃ, ৯৩৬
যজ্ঞপতয়ে, ৫৪৫
যজ্ঞম্, ৪৭৬, ৪৭৭, ৫৩৮, ৬৪৬, ৯৩৬, ৯৩৮,
৯৩৯, ৯৫৭, ৯৭১, ৯৭৩, ৯৮৮, ১০৬১,
১২১৮, ১৩৪৪
যজ্ঞবৃক্ষঃ, ১৩২৮
যজ্ঞসম্পাদিনঃ, ১০৬০
যজ্ঞসম্পাদিনাম্, ৯৩১
যজ্ঞসংযোগাৎ, ১০১২
যজ্ঞসংযোগেন, ১১১৮
যজ্ঞস্য, ৮৫, ৯০, ১৪৮, ৭৭৩, ৮৮৯, ৯৫৭,
৯৮৪
যজ্ঞাঙ্গম্, ৮৩৮
যজ্ঞাৎ, ৮৩৯

যজ্ঞায়, ৫৪৫
 যজ্ঞিয়ম্, ১২৯৮
 যজ্ঞিয়স্য, ৯৫৯
 যজ্ঞিয়াঃ, ৩৬৯, ৯৩৪, ১০৬০
 যজ্ঞিয়ানাম্, ৯৩০, ৯৩১, ১২০৩
 যজ্ঞিয়াম্, ৬৭৬, ৬৭৭
 যজ্ঞিয়ায়, ১০৮৮
 যজ্ঞিয়াসঃ, ৩৬৭, ৯৩৪
 যজ্ঞিয়ে, ৯৬৩
 যজ্ঞে, ৫২৯, ৭৩৬, ৯৩৬, ৯৪২, ৯৬৬, ৯৮৬,
 ৯৯৫, ১০৭৬, ১২৩১, ১৩০৫, ১৩৫০
 যজ্ঞধ্বং, ৯৫৫
 যজ্ঞেন, ৭৭৬, ১৩৪৪
 যজ্ঞেযু, ৮৮৬, ৯৪৩, ৯৭১, ১১১৩
 যজ্ঞৈঃ, ৭২২, ৭৪৪, ৭৪৫, ৯৫৯
 যজ্ঞোথা, ১১৬৫
 যজ্ঞনাম্, ১০৯১
 যতঃ, ৩৩৮
 যততে, ৯০৭, ৯১৫
 যতস্তে, ৫০২, ৫০৪
 যৎ, ৫, ৪২, ৬৭, ৬৮ ইত্যাদি
 যৎকামঃ, ৮২৬
 যৎকামাঃ, ১১৬২
 যৎকিঞ্চিৎ, ১২১
 যৎযৎ, ১১০৯
 যত্ন, ১৩৪১
 যত্র, ৮, ১১৮, ১৩০ ইত্যাদি
 যত্র যত্র, ১০২১
 যত্রা, ৩৯৬, ৮০৫, ৯৩৬, ১০২৭, ১১২৮
 যৎহ, ৪৫৫
 যথা, ১১৮, ১২৪, ১৩০, ১৩১, ১৩৩, ১৩৫,
 ১৩৭, ১৩৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫২,
 ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৬৮, ১৯২, ২১৭,
 ২৬২, ২৮৭, ২৮৮, ৩০২, ৩৩১, ৩৮৬,
 ৪১৪, ৪১৫, ৪১৭, ৪২৩, ৪২৫, ৫১১,
 ৫১৬, ৫৩৩, ৫৯৩, ৬২৮, ৬৮৩, ৭১৯,
 ৭৪৮, ৭৭৭, ৮৩১, ৮৩৩, ৮৪১, ৮৪৭,
 ৮৫০, ৮৫৫, ৮৫৭, ৯৪৭, ৯৯৭, ১০৭৭,
 ১১০৭, ১১১৯, ১১৪৪, ১১৪৫, ১১৬০,
 ১২০৫

যথাকথা, ৪৭০, ১১০৭
 যথার্থম্, ১৮৫, ২৩১
 যথাবচনম্, ২৯
 যথৈব, ২১২
 যথো, ১৩০, ১৩১, ১৩৩, ১৩৫, ১৩৭, ১৩৮,
 ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪,
 ৮৪৮, ৮৫৫, ৮৫৬, ৮৫৭, ৯১৭, ৯২১,
 ৯২২, ৯২৩, ৯৪৫, ৯৪৬, ৯৪৭, ৯৪৮
 যদা, ৪৯৬, ৫৯১, ৭২০, ৭২১, ৯২০, ৯৩৪,
 ১১২৪, ১২৩৫, ১২৮৬
 যদি, ১৪২, ৩৬৩, ৮৩৪, ৮৩৬
 যদী, ৩৬১
 যদেবতঃ, ৮৩৮
 যদ্বা, ৯৮২
 যজ্ঞনাম, ৪৫৫
 যজ্ঞম্, ৬৬১
 যজ্ঞি, ৩৪৯, ৬৫৪, ১৩৩৪, ১৩৩৫
 যজ্ঞৈঃ, ১১৪২
 যম্, ১৭১, ২১৩, ৩২৮, ৫৪৮, ৯০৯, ৯২৮,
 ৯৩২, ৯৮৪, ১১০১, ১১১৩, ১১৭৫,
 ১১৭৬, ১২১৩, ১২১৪, ১২৯১
 যম, ৭৯৫, ১২৯১
 যমঃ, ১১১৪, ১১১৬, ১১১৭, ১১১৮, ১২০১,
 ১২৯১, ১৩১৮, ১৩১৯
 যমনাৎ, ২৭৩
 যমনাম, ১২৯১
 যমনম্, ৮৯৯, ১১১৫, ১১১৬, ১২৩২, ১২৮২
 যমনস্য, ৮১৯, ১২৮৪
 যমি, ১২৩২
 যমী, ১২৩১, ১২৩২, ১২৮২
 যমুনা, ১০৩৯
 যমুনে, ১০৩৯
 যমৌ, ১১১৮, ১২৮২
 যযন্ত, ৭২৮
 যযাথ, ৩২২
 যয়োগঃ, ১০৬৮
 যযম্, ৭৮৭, ৭৮৮, ১০৭৯, ১০৮০
 যবেন, ৪৪৭, ৪৪৮

যশঃ, ৬০৯, ৬৬৭, ১১৮৬, ১২৩১, ১৩৩৭,
 ১৩৩৮
 যশঃপ্রতীকা, ১১১৭
 যশাংসি, ৬৭৬
 যষ্টব্যম্, ৯৭১
 যষ্টতরঃ, ৯৬১
 যস্মাৎ, ২০৩
 যস্মিন্, ১২৬০, ১৩১৯, ১৩৩৭, ১৩৩৮
 যস্মৈ, ৯০০, ৯০৫, ৯৪০, ১২১৩
 যস্য, ৫০, ৬৮৪, ৭৩৫, ৭৬৩, ১০৩৮, ১০৯৪,
 ১০৯৫, ১১৮৫, ১১৮৬, ১২৩৯
 যস্যাম্, ৪৫১, ৮২৬
 যস্মৈ, ৯৯১
 যস্ম, ৯৪৬
 যহু, ৯৬১
 যা, ৩৫৩, ৬২৭, ১০৫০, ১০৮৬, ১১৮৪,
 ১২২২, ১২২৭, ১২২৯, ১২৩৫, ১২৩৭,
 ১২৫৩
 যাঃ, ৩৪৯, ৩৯১, ৩৯২, ১০৪৬, ১৩৫২
 যা চ কা চ, ৮৬৬
 যাচন্, ৭৮৪
 যাচন্তি, ৯৪৩
 যাচমানাঃ, ৪৬৫
 যাচামি, ৮৮৯
 যাচিবৎ, ৭৮৪
 যাচিব্যত, ৭৮৪
 যাক্তঃ, ৪৩৩
 যাক্-একস্মাৎ, ৪৩৫
 যাজমানি, ২৪৯
 যাজ্ঞদৈবতঃ, ৮৪০
 যাজ্ঞদৈবতে, ১৭৩
 যাজ্ঞিকাঃ, ৬২৭, ৮৩৯, ৯১০, ১২২২, ১২২৭,
 ১২৪৫, ১২৪৮
 যাক্ষে, ১৬০, ৭৭৩
 যাক্ষেয়ু, ৮৩৪
 যাতঃ, ৯৬১
 যাতন, ৪৮৬
 যাতম্, ৪৪১, ৭১৪
 যাতয়তি, ১১২১

যাতুধানঃ, ৮৩৪
 যাতুদাম্, ৮০৪, ৮০৫
 যাদৃশে, ৭৪৪
 যাদৃশ্মিন্, ১৪৭, ৭৪৪
 যানম্, ৩৫৭
 যানি, ৫, ১৮০, ২৬০, ৪৫৭, ৬৭৭, ৮২৫, ৯১৬,
 ৯৯৩, ১৩৩৮
 যাতিঃ, ১১১৩
 যাম্, ১৩৩০
 যামঃ, ৩১৯, ৩২০
 যামি, ১৮৮
 যামেষু, ৫০৯, ৫১১
 যাবৎ, ৩১৬, ৪১৫, ৯১৪, ১১৯৮
 যাবন্তিঃ, ১২২
 যাবনম্, ৫৪৪
 যাবন্ত্যত্রম্, ৯৩৬
 যাবয়ন্ত, ১৩৫০
 যাস্চ, ৮৬৫, ৮৬৮
 যাসি, ৯৪৯
 যাহি, ৩২৩, ৫৮৭, ৭৩১, ৭৩২, ৭৪০
 যুঃ, ৯১
 যুক্তম্, ৭৯৫
 যুক্তয়ঃ, ১৪২
 যুক্তাঃ, ৩৭৫, ৩৭৭
 যুক্তানি, ১৩২২
 যুক্তা, ১০৩৫
 যুগানি, ৫৩৯, ১০৪৬
 যুক্তা, ৫৮৬
 যুক্তাতে, ৯০৪, ১৩৪২
 যুক্ত্যন্তে, ৮২৭
 যুক্ত্যসে, ১০৩২
 যুক্তন্তি, ৫৭০
 যুক্তম্, ১০৩৬
 যুদ্ধবর্ণাঃ, ২৭৮
 যুদ্ধোপকরণানি, ১০১২
 যুনন্তি, ৯০
 যুষবন, ১৩৫০
 যুষ্মে, ৮৫৬
 যুষ্বন, ৬৪৫

যুযোতু, ৭১৪
 যুবতিম্, ১১৩৬
 যুবম্, ৫৩০, ১২৬৪
 যুবা, ৫৩১
 যুবানম্, ৫৩০
 যুবাভ্যাম্, ৭২৩, ৭২৫
 যুবাম্, ৫০০, ৫৩০
 যুজ্জাভ্যাম্, ৫৮১
 যুথম্, ৫৫০, ৫৫৩
 যুথস্যা, ১২৫৮
 যুপঃ, ৯৮১
 যুয়তে, ১১৮২
 যুয়ম্, ৫৮১, ১০০৯, ১১৮৫
 যুষবৎ, ১০৬৮
 যে, ১০৫, ১৪৫, ২১২, ৪১৬, ৪৪৫, ৫১৩,
 ৬৭৬, ৬৭৭, ৭৪২, ৭৬০, ৮৩৮, ৮৫৯,
 ৮৬৫, ৮৬৮, ৯৫৯, ১০০৯, ১০৮২, ১১২৬,
 ১২০১, ১৩৩৭, ১৩৪৬
 যেন, ৪২, ২৪০, ৩৬৭, ৬০৬, ৬১০, ১০০৯,
 ১০৩৬, ১২৭১
 যেন যেন, ৬৬২
 যেনা, ১৩০৭, ১৩০৯, ১৩১০, ১৩১২
 যেভিঃ, ৯৪৯
 যেবু, ১৮২
 যৈঃ, ৬৩৫, ৯৪৯
 যোক্রাণি, ৩৭৬
 যোক্ষ্যমাণঃ, ৬৬২
 যোগঃ, ১৪
 যোগপরীষ্টিঃ, ১৩৫
 যোগায়, ১০৭৬
 যোগে, ৭৭৩
 যোজ্জনানি, ৩৭৬
 যোনা, ২৩৪
 যোনিঃ, ২৩৭, ২৩৮, ৪৬৮, ৫৪২, ৫৪৩
 যোনিম্, ২৮৭, ২৮৮, ৭৩৩
 যোনৌ, ২৩৭, ৯৬৯
 যোষণে, ৯৬৯
 যোষা, ৩২২, ৩২৩, ৪১১, ৪১৩, ১০২৫, ১০৬৪
 যোষাঃ, ৩৪৯, ৩৫০, ৮৯৪, ৮৯৫, ৯০৪

যোষে, ১০৬৪
 যৌতেঃ, ৮১৩, ৫৫৩
 র
 রংসু, ৭৫৩, ৭৫৪
 রংহতেঃ, ১০১২
 রংহিঃ, ১১৩৬
 রক্ষঃ, ৫২৭, ৬৯৯
 রক্ষতি, ১১৩৩
 রক্ষতি, ১৩৩৪, ১৩৩৫
 রক্ষসঃ, ৪৪১, ৫২৭, ৭৩১, ৭৩৩, ১০৯৭
 রক্ষসে, ৫২৭
 রক্ষাংসি, ৩৭০, ১০৯৭, ১৩৫০
 রক্ষাকর্মা, ৬৭২
 রক্ষিতব্যম্, ৫২৭
 রক্ষিতা, ১১৭৭
 রক্ষিতারঃ, ৫৩০
 রক্ষিতারম্, ১১৭৭
 রক্ষোহা, ১১৫৯
 রজঃ, ৫৩১, ১০৪৮, ১৩০৯
 রজতম্, ৬৪৭
 রজতেঃ, ৫৩১
 রজসঃ, ৬২১, ৬২২, ১১৫২, ১২৭২
 রজসা, ১৩১৪
 রজসি, ৭৪২
 রজসী, ২৯৬, ৫৩১
 রজসু, ১১৬৩
 রজস্বলতমৈঃ, ৯৮৪
 রজাংসি, ৫৩১, ৫৩২
 রজিষ্ঠৈঃ, ৯৮৪
 রজ্জুঃ, ১৮৯, ১৯৮
 রণায়, ৪৮৮, ৪৮৯, ১০৪৪, ১১৬৮, ১১৬৯
 রণ্যা, ৮১৬
 রণ্যৌ, ৮১৬
 রত্নখাতমম্, ৮৮৯, ৮৯১
 রত্নম্, ৬০৯
 রথঃ, ৩৫৭, ৮৪৫, ১০১২
 রথনেমিঃ, ৬০৫
 রথন্তরম্, ৮৫৯

রথম্, ৫৩০, ৫৭০, ৫৯৩, ৬৭৯, ৬৮০, ৭৯৭,

৮৬৫, ৯৯৪, ১২৬০

রথযুঃ, ৮১০

রথযতি, ৭৯৭, ৭৯৮

রথস্তুতৌ, ২১৯

রথস্যা, ১০৭৬

রথানাম্, ৬০৫, ১১৩৪, ১৩০৫

রথে, ৭০৫, ১০২১, ১০৭৬

রথেন, ৩২২, ৩২৩

রথেভিঃ, ১১৯২

রথৈঃ, ১১৯২

রথ্যাঃ, ১০৭৬

রথ্যাসঃ, ১০৭৬

রদতি, ৮০৫

রদতিঃ, ৩১৯

রধাম্, ১১৫৬

রধ্যাতিঃ, ৮১৪, ১১৫৬

রক্ত, ১৩৪৮

রক্ষয়, ৮১১, ৮১৪, ১১৫৫

রক্ষয়া, ৮১১

রপঃ, ৫৪৪

রপতেঃ, ৭৭০, ১০১২

রমণকম্, ১১৩

রমণাৎ, ৭৫৩

রমণায়, ১২৮৮

রমণীয়নাম্, ৮৯১

রমণীয়ায়, ৪৮৮, ১০৪৪, ১১৬৯

রমণীয়ে, ১৭১

রমণীয়েষু, ৭৫৩

রমণীয়েৌ, ৮১৬

রমতে, ১০৯০

রমমাণঃ, ১০১২

রমমাণম্, ১৭১

রময়তি, ৪৯৪

রমে, ১২৩৯

রন্নাঃ, ১০৯২

রন্নাতিঃ, ১০৯২

রন্তঃ, ৪৪৮

রন্তম্, ৪৪৯

রয়িঃ, ৫২৩

রয়ীগাম্, ৫২৩, ১১৬২

রয়্যণঃ, ২৫৭, ২৫৯

রয়িবান্, ৫৬৩, ৫৬৪

রশনয়া, ৯৮৪, ৯৮৬

রশনাভিঃ, ৪০৮, ৪০৯

রশ্ময়ঃ, ২২৬, ৫৭১, ৬১০, ৬১৮, ৬২৭, ৯১৬,

১০২১, ১১০১, ১২১০, ১২৯৪, ১৩১২,

১৩৩৪

রশ্মিঃ, ২২৫, ২৭৩

রশ্মিনামানি, ২৭৩

রশ্মিপোষম্, ১২৯৭

রশ্মিভিঃ, ৬৫৯, ৮৬৯, ৯২০, ১৩১৬, ১৩১৯

রশ্মিবস্তঃ, ১৩২৬

রসতেঃ, ৭৭০, ১০১২, ১২১৬

রসথারণম্, ৮৬৯

রসনাম্, ১১৮৪

রসম্, ১০৭১, ১২২২

রসহরণাৎ, ২৯১, ৪১৯, ১১৭৭

রসা, ১২১৬

রসাঃ, ৫৭৩, ৭৬২, ৯০৯

রসাদানম্, ৮৬৯

রসান্, ২৬০, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৯, ২৭০, ৫৭১,

১২১০

রসানাম্, ২৬৮, ২৭১, ১০৯৬

রসানি, ১২১৬

রসানুদানম্, ৮৬৬

রসানুপ্রদানেন, ১১৪৬

রসায়ঃ, ১২১৫, ১২১৬

রসেন, ৭৪৩, ১২৬১

রহসি, ৫২৭

রাকা, ১২২২, ১২২৫

রাকাম্, ১২২৬

রাজতেঃ, ২০২, ১৩৫৪

রাজন্, ৪৮৪, ৭১৩, ১১৫৬

রাজপুরুষঃ, ২০২

রাজভ্যঃ, ১৩৩২

রাজসংযোগাৎ, ১০১২

রাজা, ১৮৭, ২০২, ২৯৬, ২৯৭, ৩১৮, ৪৮৮,

৪৯০, ৭০৯, ৭৩১, ৭৩২, ৭৭৫, ৭৭৮,
৯০৭, ৯৯৫, ১০১০, ১০১১, ১০১২,
১০৭৯, ১০৮০, ১২৯১
রাজানম, ৯২৭, ১০৩৪, ১১১৫, ১১১৬
রাজানা, ১২০৯
রাজানৌ, ৬৮৭, ১২০৯, ১২৬১
রাজ্যঃ, ২০২, ১০১১, ১১৮৯
রাজ্যে, ১২৭৬
রাজ্যে, ২৪৯
রাজ্যেন, ২৪৯
রাট্, ১৩৫৪
রাতিঃ, ২৫৯, ৫৬৪, ১২৯৮, ১৩৩৯
রাতিরভ্যন্তঃ, ৫৬৪
রাতঃ, ২৮৫, ৫২৩, ১২২৫
রাত্রয়ঃ, ৯৩৯
রাত্রি, ১০৪৭, ১০৪৮
রাত্রিঃ, ২৮৫, ২৮৮, ২৯১, ২৯৬, ৭৬৩, ৯১৯,
১০৪৭, ১২১৫, ১২৮৪, ১৩২১
রাত্রিনাম, ৯৬৭
রাত্রিনামানি, ২৮৫
রাত্রিভিঃ, ১৩০৯
রাত্রী, ২৮৭, ৪৯৬, ৪৯৭, ৪৯৮
রাত্র্যেঃ, ২৮৫, ৪১৮
রাত্রৌ, ৪১১, ৫২৭, ৭৬৩
রাত্র্যাঃ, ৬৮৭
রাত্র্যঃ, ৪৭২, ৪৭৪, ৭৭৭
রাত্রসা, ১২১৩, ১২১৪
রাত্রু বস্তি, ৪৭৪
রাত্রোতিকর্মা, ১১১৬
রামঃ, ১২৮৮
রামা, ১২৮৮
রামাম্, ১২৮৮
রামঃ, ৩৩৩, ৩৩৪, ৪৮৪, ৭৪০
রামে, ৭৫৭, ৭৬৯
রামণ, ১২৩৯
রামকি, ১১৫৫
রাত্রী, ১২২১
রাসৎ, ১৩০০
রাস্পিনঃ, ৭৭০

রাস্পিনস্য, ৭৭০
রাস্পী, ৭৭০
রিক্তপ্রতিষেধে, ৩৬০
রিক্তম্, ৩৫৩, ৩৬১, ৩৬৩
রিচাতে, ৩৩৪
রিশম্, ৫৪৪
রিশাদসঃ, ৭৩৯
রিষে, ১১৬৫
রিহস্তি, ১১৫২, ১১৫৩
রিহাণে, ১০৬২
রীরিষঃ, ১০৮৬, ১০৮৭, ১১৮৩
রুকুবক্ষসঃ, ৪১৬
রুচেঃ, ১১৭৯
রুজতেঃ, ৬৯৫
রুজন্তঃ, ১১৩৮
রুজন্তি, ৭০৭
রুজানাঃ, ৭০৭
রুদ্র, ১৫৭
রুদ্রঃ, ১৪৫, ১০৮২, ১০৮৭
রুদ্রগণ, ১১৯৩
রুদ্রত্বম্, ১০৮২
রুদ্রম্, ৯১১
রুদ্রস্য, ১০৮২, ১২৫৯, ১৩৫৪
রুদ্রাঃ, ১৪৫, ১১৯৩, ১১৯৪
রুদ্রায়, ১০৮৪, ১০৮৮, ১০৮৯
রুদ্রাসঃ, ১১৯৪
রুদ্রগণ, ৮৬৬
রুদ্রতঃ, ৫৮৮, ৫৮৯
রুদ্রদ্বাঃ, ৬৩৬
রুপঃ, ৭৫৭
রুপঃ, ৭০১
রুপঃ, ২৯০, ৭৩৮
রুপতী, ২৯০, ২৯১
রুপদ্ব্যস, ২৯০
রূপনাম, ২৪৩, ৩৯২, ৬১৯, ৬৩৭, ৯৭০
রূপনামানি, ৪০৪
রূপম্, ২০৬, ৪০৪, ৪২১, ৮২৩, ১১০৯,
১২৮২, ১৩১৫, ১৩১৬
রূপবতী, ৬৩৮

রূপবিশেষঃ, ১১৭৮
 রূপসম্পন্নঃ, ১৪৩, ১৫০
 রূপসমৃদ্ধম, ১৪৮
 রূপাণি, ৩৫৭, ৫১৬, ১১০৯, ১২৮৭
 রূপৈঃ, ৯৭৫
 রূপোপমা, ৪২১
 রেক্ষঃ, ৩৩৩, ৩৩৪
 রেক্ষস্বতী, ১২৫৩
 রেজতি, ১১৫৯
 রেজতে, ৪৫৪
 রেজয়তি, ১১৫৯
 রেড়্‌হি, ১১৬৬
 রেড়ি, ১১৬৬
 রেতঃ, ৬৩৯, ১০৩৩
 রেতঃসেকম্, ৩৫৯
 রেতসঃ, ৩৪৩
 রেবতি, ১২৭৮
 রেণয়দারিণঃ, ৭৩৯
 রেষণায়, ৪৮৭, ১১৬৫
 রৈবতম্, ৮৭১
 রোগাণাম্, ৫৪৪
 রোচতে, ৬০৬
 রোচতেঃ, ২০৬, ২৯০, ৪০৪, ৭৩৮, ১২৪০
 রোচিস্করকাঃ, ৪১৬
 রোদয়তেঃ, ১০৮২
 রোদসিগ্রাম্, ৯৩২
 রোদসী, ৪৫৪, ৪৭৯, ৪৮১, ৬৬১, ৬৯৫,
 ১০৭৯, ১০৯৪, ১১৮৫, ১২৫৯, ১২৬০,
 ১৩১৩, ১৩৫৪
 রোধঃ, ৬৯৫
 রোধসী, ৬৯৫
 রোমঘট্টো, ৯৯৪
 রোরুবৎ, ৬৪৮
 রোরয়তে, ১১৬৭
 রোরয়মাণঃ, ৬৪৮, ১০৮২
 রোহঃ, ৯১০
 রোহাৎ, ৯১০, ৯২১
 রোহেণ, ৯১০
 রৌতি, ১০৮২

ল

লক্ষণম্, ৬
 লক্ষণাৎ, ৪৯৪
 লক্ষ্মীঃ, ৪৯২, ৪৯৩, ৪৯৪
 লগতেঃ, ৭৮৮
 লগ্যতেঃ, ৪৯৪
 লঙ্গতেঃ, ৭৮৮
 লঙ্কতেঃ, ৪৯৪
 লততেঃ, ৬৮৩
 লতা, ৬৮৩
 লবসূক্তম্, ৮৩১
 লভতে, ৩৫৩
 লভন্তে, ৯৯৩
 লভেত, ১০১২
 লম্বকর্মণঃ, ৬৮৩
 লম্বচূড়কঃ, ১৩৮
 লম্বতেঃ, ৭৮৮
 লবনার্থে, ১৯৫
 লম্বতেঃ, ৪৯৪
 লাস্কলম্, ৭৮৮
 লাস্কলম্, ৭৮৮
 লাস্কলবৎ, ৭৮৮
 লাজতেঃ, ৭২৫
 লাজাঃ, ৭২৫
 লাজান্, ৭২৪
 লাস্কনাৎ, ৪৯৪
 লাস্কনাৎ, ৪৯৪
 লিঙ্গজাঃ, ১৬১
 লিবুজা, ৭৯৫, ১২৩২
 লিহতি, ১১৫৩
 লীয়তে, ৭৯৫
 লীয়তেঃ, ৩৫৬
 লুনাতোঃ, ৩৫৬
 লুপ্তনামকরণঃ, ৭৭৭
 লুপ্তোগমানি, ৪২৮
 লুক্কম্, ৫০৭
 লোকঃ, ৮১৩, ৮৫৯, ৮৬৮
 লোককৃৎ, ৪৩৯
 লোকম্, ২৬৯, ৭১১, ১২৭৫, ১২৭৬, ১৩০৯,

১৩৩৪, ১৩৩৫
লোকস্য, ৮৫০, ১৩০৭
লোকাঃ, ৫৩১, ৫৩২
লোকান্, ৩০২
লোকানাম্, ৯১০
লোকে, ১৭, ৬৭৭, ৮৪০
লোখম্, ৫০৭
লোপাশঃ, ৫৯১
লোভনাম্, ২১৬
লোম, ৩৫৬
লোষ্টঃ, ৬৯৫
লোহিতম্, ১২৯৮
লোহিতবাসসঃ, ৩৪৯
লৌকিকেষু, ১৪৯, ১৫২, ১৫৪

ব

বংশ, ৬০৪
বংশম্, ৬০৩
বঃ, ৪৫২, ৬৭৯, ৬৮১, ৭৩৯, ৭৪৬, ৭৭১,
৮০৫, ১১১৭, ১১১৯, ১১৮৫, ১১৮৬,
১১৯৪, ১২০৫, ১৩০৫, ১৩৪৬
বকারঃ, ১০৭৩, ১১০৯
বক্তেঃ, ৪০২
বক্তব্যপ্রশংসম্, ১২২৬
বক্তবাম্, ৭০৪
বক্ষঃ, ৫১৪, ৬০৫
বক্ষতি, ৭০৮, ৮৯২
বক্ষথঃ, ১২০৫
বক্ষি, ৯৮৪
বক্ষ্যন্তী, ১০২৫
বচঃ, ৫৫৪
বচনম্, ১৩
বচনানি, ৩২৩, ১১৪০, ১৩২২
বচনীয়াঃ, ১২১
বচনেন, ১০৫২, ১৩০০
বচসা, ১০৫২
বচসে, ৩১৪, ৩১৫
বচস্যা, ১৩০০
বচাংসি, ৩২২, ১১৪০, ১৩২ ২

বচেঃ, ৩০৪, ১২৮৯
বক্তঃ, ৩৯৪, ৮৭৯
বক্তনাম্, ৬৭৫, ৭৫৭
বক্তনামানি, ৩৯৩
বক্তবাক্ত, ৩১৯
বক্তম্, ৭৬৬, ৭৬৭
বক্ত্রিণঃ, ৭৬০
বক্ত্রী, ৬৩৩, ৭৮০
বক্ষনবস্ত্রঃ, ৫১৩
বণিক্, ২৮২, ৭১১
বণিজঃ, ৭৯০
বৎ, ৪২৮, ৮৫২, ৮৫৫
বৎসম্, ২৯১, ১২৪৪, ১২৫১
বদ, ৯৯৯, ১০৩২
বদত, ১০০৮
বদতা, ১০০৮
বদতঃ, ৬৬৬
বদতি, ৮৫, ৮৮, ৬৬৬
বদন্ত্যঃ, ১০০৮
বদনাৎ, ৬৯৮
বদন্তি, ৫৫, ৫৬৯, ৮৯৯, ১২২২
বদন্তী, ১২২১
বদেতে, ৯৩৬
বদেম, ৭০, ৭৭
বধঃ, ১০৯৭
বধকর্ম, ৩৯৪
বধকর্মণঃ, ১০২৬
বধাৎ, ১০২৯
বধেন, ৬৪৮
বনগামিনৌ, ৪০৮
বননাৎ, ৬০৪
বননীয়া, ৭৭৫, ৮০৭
বননীয়া, ৫৬৮
বননীয়া, ৩৮৪
বননীয়ানি, ১০৬৯, ১২৫৩
বনম্, ৪১৪, ৭০৯, ৯৫০
বনয়ন্তি, ৭৪১
বনয়িতৃষাঃ, ১২৬৯
বনর্গ, ৪০৮

বনশয়ঃ, ৬০৪
 বনস্পত্যঃ, ৯৫৬
 বনস্পতিঃ, ৯৭৯, ৯৮০, ৯৮১
 বনস্পতে, ৯৪৯, ৯৫০, ৯৮২, ৯৮৪, ৯৮৬,
 ১০১৩
 বনা, ৫০৬, ৬৪৮
 বনানাম, ৯৫০
 বনানি, ৫০৬, ৫২১, ৬৩১, ৬৩৫, ৬৪৮,
 ১০৫০
 বনিঃ, ৯৩৪
 বনীয়ান্, ১২৬৯
 বনুতঃ, ৯৩৪
 বনুতে, ৯৩৫
 বনুয়াম, ৫৮৫
 বনুয্যতঃ, ৫৮৫
 বনুয্যতি, ৫৮৫
 বনুয্যতিঃ, ৫৮৪
 বনে, ৭৯৬, ৭৯৭
 বনেভ্যঃ, ৬৯১
 বনোতেঃ, ৯৫০
 বন্দনায়, ৫২১
 বন্দমানঃ, ১১৪৪, ১১৪৫
 বন্দিতব্যঃ, ৮৯২, ৯৬১
 বন্দ্যঃ, ৯৬১
 বপতে, ১৩১৫
 বপজ্জা, ৭৮৭
 বপুষ্করম্, ৬৪১
 বমনাৎ, ৪৪৫
 বসঃ, ৪৪৬
 বসকঃ, ৫৯৪
 বসীভিঃ, ৪৪৫, ৪৪৬
 বস্যঃ, ৪৪৫
 বসঃ, ২২২, ২২৩, ৪৬৪, ৪৬৫, ৬৫৭, ৭০৮,
 ১১৯২
 বসতে, ৬৮৫
 বসজী, ৪৯৯
 বসম্, ২৬৪, ৩১৯, ৩২০, ৩৯১, ৫২৫, ৫৮৫,
 ৬৩০, ৭১৪, ৭১৬, ৭১৯, ৭২১, ৭২২,
 ৯০৭, ১০০৮, ১১০৪, ১১১৭, ১১৮৮,

১২০৩, ১২১৪, ১২৫০, ১২৬০, ১২৯১,
 ১৩০৮, ১৩৩৯
 বস্মাঃ, ৪৮, ৭০১
 বস্মাসি, ৬৮৫
 বস্মনম্, ৬৪২
 বস্মবৎ, ৬৪৩
 বস্মানি, ৬২১, ৯৮৬, ১০১৯
 বসঃ, ৭১, ৪১২, ৭২৪
 বস্গাৎ, ৭৯৬
 বস্গীয়াঃ, ১২৮৭
 বস্গতমম্, ৫৮০
 বস্গতরম্, ৯৬৪, ৯৬৬
 বস্গন্তে, ১১৩৬
 বসম্, ৭০, ৭১, ৫৯৭, ৫৯৮
 বস্মিতব্যঃ, ৭১
 বস্মাহঃ, ৫৯৭, ৫৯৮
 বস্মাহবঃ, ৫৯৯
 বস্মাহম্, ৫৯৭, ৫৯৮
 বস্মাহাঃ, ৫৯৯
 বস্মাহারঃ, ৫৯৭
 বস্মাহূন্, ৬০০
 বস্মাহিঃ, ৫৯৯
 বস্মিষ্ঠম্, ৫৮০
 বস্মীয়াঃ, ৯৬৩, ৯৬৪
 বস্গাৎ, ৩৫৭, ৬৮৪, ১৩০৭, ১৩০৮, ১৩০৯,
 ১৩১০, ১৩১২
 বস্গাৎ, ৭৩৭, ৭৭১, ৮৬০, ৮৬৬, ৯৯৫, ১০৭৮,
 ১০৭৯, ১৩০৬, ১৩২৬, ১৩৩২
 বস্গম্, ৮৯৯
 বস্গস্যা, ২৬২, ২৬৪, ১১৮৯, ১২৯৬, ১৩৫৪
 বস্গানী, ১৩৫৪
 বস্গানীম্, ১০৫৭
 বস্গশেন, ৮৬৬
 বস্গেগ্যঃ, ১২৮৭
 বস্গনীয়ানি, ১১৫৭
 বস্গয়তি, ৩৯৪
 বস্গঃ, ২০৬, ২৬৭, ২৯২, ১২৪০
 বস্গনাম, ২৯০, ৭৩৮, ১০৪১
 বস্গম্, ২৯০, ২৯৩

বর্ণলোপঃ, ১৮৮
 বর্ণসামান্যঃ, ১৮৪
 বর্ণস্য, ৯৩৯
 বর্ণাঃ, ৩৭০
 বর্ণান্, ৬৮২
 বর্ণোপজনঃ, ১৯০
 বর্ন্ততেঃ, ২৮৩
 বর্তমানাঃ, ১০০৫
 বর্তিঃ, ৪৪১
 বর্তিকা, ৬৬৩
 বর্জ্যতাম্, ১২৫১
 বর্জ্যতে, ২৩, ২৬, ৯৭৭, ১১১৩
 বর্জ্যতেঃ, ২৮৩
 বর্জ্যনাম্, ৫৩০
 বর্জ্যন্ত, ১০৯
 বর্জ্যয়, ৭৮২
 বর্জয়ন্তি, ৯৪৩, ১০৪১, ১১৫৩
 বর্জয়ন্ত, ১০৯
 বর্জয়মানঃ, ১১৩২
 বর্জয়স্ব, ১১৫৫, ১১৫৬
 বর্জয়া, ৭৮২
 বর্পঃ, ৬১৯
 বর্বতানাঃ, ১০০৪
 বর্বকর্ম, ২৭৮
 বর্বকর্মণা, ২৩৬, ২৩৮, ৯০৮, ৯১৭
 বর্বকর্মবতঃ, ১০৯৭
 বর্বকর্ম্মা, ২৩৬
 বর্বকামঃ, ১০০২
 বর্বকামসূক্তম্, ২০৯
 বর্বকামাঃ, ৯০৯
 বর্বণাঃ, ১০৩৩
 বর্বতি, ২৪৯, ৫৭৩, ৯২০, ১০৩৩
 বর্বন্, ৩৮৬, ৬৫৯
 বর্বন্তি, ১৩৪৩
 বর্বম্, ১০০৩
 বর্বা, ৮৬৮
 বর্বাঃ, ৫৭২, ৫৭৩
 বর্ষিতা, ৪৮৮, ১২৫৫
 বর্ষিতুঃ, ৯০৯
 বর্ষিষ্ঠম্, ৫৮১

বর্ষিষ্ঠয়া, ১১৯২
 বর্ষিষ্ঠেন, ১১৯২
 বর্ষণ, ২৪৩
 বর্ষ্যাঃ, ২৫২
 বলঃ, ৬৯৭
 ববক্ষিথ, ৪০২
 ববর্ষ, ২৪৯
 ববাম্বিরে, ১০৭
 বব্রিঃ, ২৪৩
 বব্রিম্, ২৪০, ২৪৩
 ববঃ, ৬৩৭
 ববগমনে, ৮১৪, ১১৫৬
 ববিশ্ঠ, ৬৪০
 ববট্, ৯৯১
 ববট্কারিযান্, ৯৯১
 বব্ধ, ১২১৮
 বব্ধেঃ, ৫৮০, ৭২৬, ১২৭০
 ববতে, ৯৩৮, ৯৩৯
 ববতেঃ, ১১০৮
 ববত্যা, ১১১৭, ১১১৯
 ববত্বঃ, ৪১২
 ববনায়, ৯৬৩
 ববন্তঃ, ৮৫৯
 বববঃ, ৫০৫, ৭১৫, ১৩৪৫, ১৩৪৬, ১৩৪৮
 ববাতিষ্, ১২৬৪
 ববানঃ, ৬৬৮
 ববানাঃ, ৯১৯
 ববিস্ঠঃ, ৮০৪, ১০০২
 ববিস্ঠস্য, ৮০৪, ১০০২
 ববিস্ঠাঃ, ১২০৫
 বব্, ৩৯১, ৫২১, ১০৬৮
 ববুকামাঃ, ৭১১
 ববসুদাম্, ৭৮১
 ববসুখাত্রো, ১০৬৮
 ববসুধানায়, ১০৬৯, ১০৭২
 ববসুখিতী, ১০৬৮
 ববসুখ্যেয়স্য, ১০৬৮, ১০৭১
 ববসূনা, ৬৫৭
 ববসুপত্নী, ১২৫১

বসুভিঃ, ৬০৭, ৯৬১, ১৩৪৫	বাক্তপ্রতিকল্পয়া, ১৭২
বসুমান, ৮০৯	বাক্সখে, ১৭১
বসুবননায়, ১০৬৯, ১০৭২	বাক্যপূরণাঃ, ১০৫
বসুবনে, ১০৬৮, ১০৭১	বাক্যশেষঃ, ১৩০৮
বসুনাং, ১২৫১	বাক্যসংযোগঃ, ৬৯২
বসুনি, ৩৯১, ৭১৫, ৭১৮, ১০৬৮, ১২৫৩, ১৩৪৬	বাগ্জ্যেয়েম্বু, ১৭১
বসুয়বঃ, ৫৩৫, ৭১০, ৭১১	বাগদোহ্যান, ১৭২
বসুয়ুঃ, ৮০৯, ৮১০	বাগ্ভিঃ, ৫৩৬, ১০৮২
বসো, ৬৭২	বাগ্ভূগীয়ম্, ৮৩১
বসোপ্পতে, ১১১১	বাগেবা, ১১৬৬, ১২৪৮
বস্তে, ১০২৭	বাবতঃ, ১১৯৬
বস্তেঃ, ৫৫১	বাঙ্কনাম, ৫১৭
বস্তোঃ, ৪১১, ৯৬৩	বাঙ্কনামানি, ৩০৪
বস্ত্রমখিনম্, ৫৫১	বাচঃ, ১৭৩, ৩৬৭, ৬৯৮, ১১১০, ১৩২২
বস্ত্রমখিম্, ৫৫০, ৫৫১	বাচম্, ১৬৬, ১৬৭, ১৭০, ১৭২, ২৫৭, ২৫৯, ৪৯২, ৪৯৩, ৯৯৭, ১০০১, ১০০৮, ১০৬৬, ১২১৯, ১২২২, ১২৮২, ১৩২৬
বস্ত্রম্, ৫৫১	বাচস্পতিঃ, ১১১০
বস্পতিম্, ১৩০৫	বাচস্পতে, ১১১১
বস্বঃ, ৭১৩	বাচা, ১৬৭, ১৬৮, ২১২, ১২৭৮
বহ, ৯৮৪, ৯৮৬	বাচি, ৯৮৮
বহতঃ, ৩০০, ৩০৩	বাজঃ, ১১৯৭
বহতি, ৫৭০	বাজগম্যম্, ৬৪৪
বহতুম্, ১২৭৫, ১২৭৬, ১২৮৪	বাজপতনম্, ৬৪৩
বহতেঃ, ৪০২	বাজপস্ত্যম্, ৬৪৩, ৬৪৪
বহজ্যঃ, ৩৭৫, ৩৭৭	বাজম্, ৬৪৫
বহনম্, ৮৬০, ১২৮৪	বাজসাতমা, ১০৫৯
বহনাৎ, ৬৯৮	বাজসাতয়ে, ১৩৫২
বহন্তি, ১২৯৪	বাজাঃ, ৭৪৬
বহন্ত, ৭০৪	বাজান, ১০২৭
বহম্, ৩৭৭	বাজিনঃ, ৯৯৫, ১০২১, ১৩৪৯, ১৩৫০
বহসি, ৯১৭	বাজিনম্, ৯০৩, ১১৩৪
বহেয়ুঃ, ১০৭৬	বাজিনীবতি, ১২৭১
বহয়ঃ, ৯৪৯	বাজিনীবতী, ১২১৮
বহিঃ, ৩৪১	বাজিনেবু, ১৭০
বহিম্, ৩৬১, ৩৬৩	বাজী, ৩২৬, ৩৩৭, ৩৩৯, ১১৪০
বা, ৫৩ এবং অন্যান্য	বাজে, ৭৫২, ১১৪৪, ১১৪৫
বাঃ, ৬৩৬	বাজেভিঃ, ১২১৮
বাক্, ১৭২, ২৪২, ৩০৪, ৯৫০, ৯৮৬, ১০২৮, ১২১৯, ১২২০, ১২২১, ১২৪৫, ১৩২২	বাণীঃ, ৬৯৭, ৬৯৮

বাতঃ, ৪১৪, ৭৯৬, ১১৪৭, ১১৪৮	বালম্, ১২২৭
বাতসমীৰিতাঃ, ৭৪৩	বালবন্তম্, ১৭৮
বাতস্য, ১২০৫	বালাঃ, ১৭৮
বাতাপ্যম্, ৭৯৬	বালিনী, ১২২৭
বাতায়নাঃ, ৪৮	বালিশস্য, ৫৪০
বাতি, ১১৪৭	বালেন, ১২২৭
বাতৈঃ, ১০৭৩	বাবশানঃ, ৫৮০
বাতেন, ৮৬৬	বাবুধানঃ, ১১৩২
বাপ্ত্যশ্বং, ৯৯১	বাবুধে, ১১১৩
বাম্, ২২৭, ৪১১, ৪১২, ৫২১, ৫৭৮, ৬৬৩, ৬৬৬, ৭০৮, ৭২২, ৭২৩, ১০৬০, ১১৮৪, ১২৬৬	বালী, ৫১৭
বামম্, ৭৭৪, ৮০৭, ১২৫৩	বালীভিঃ, ৫৩৬
বামস্য, ৫৬৭, ৫৬৮	বালীমন্তঃ, ৫১৭
বায়ঃ, ৭৯৬	বাল্যতে, ৫১৭
বায়ব্যানি, ৯৪৭	বাল্যতেঃ, ৫৮০
বায়সঃ, ৫২১	বাসঃ, ৪৯৬, ৪৯৭, ৪৯৮
বায়ুঃ, ৫৩, ৩০২, ৬১১, ৬৮৬, ৬৮৭, ৮৪৬, ৮৫৫, ৮৬৬, ৯২৮, ৯৯৫, ১০৬৫, ১০৭৩, ১১৭৭, ১২৫৫	বাসরাগি, ৪৮৪, ৪৮৫
বায়ুকর্ম, ১০৭৭	বাসবঃ, ১৩৪৫
বায়ুনা, ২৩৮, ৮৬৯	বাসাত্যঃ, ১২৬৫
বায়ুম্, ১৬২, ১১৭৭	বাসিষ্ঠম্, ৯৯১
বায়ুলিঙ্গম্, ১৬২	বাস্তঃ, ১১০৮
বায়ো, ১০৭৪	বাস্তুনি, ২২৭
বায়োঃ, ১০৭৬, ১০৭৭	বাস্তোপ্তিঃ, ১১০৭
বায়াদিত্যা, ৩০৩	বাস্তোপ্পতে, ১১০৯
বায়াদিত্যভাম্, ৮৫০	বাহঃ, ৫১৮
বায়াদিতৌ, ১৩৩৪	বাহিষ্ঠঃ, ৫৭৮
বায়ণঃ, ৬৬৩	বি, ৩৬, ২০৪, ৬৪১
বায়বন্তম্, ১৭৮	বিঃ, ২২৩
বায়তি, ২৬৪, ৯৯৪	বিশ্বেতিঃ, ৫৭৭
বায়তেঃ, ৫৭৯, ৯৬৪	বি অখ্যৎ, ১২৮৭
বায়ন্তি, ১১৩৬	বি অভিনৎ, ৭৬৪
বারি, ৯৯৪	বি অর্দয়ৎ, ১০৩৮
বারিন্, ৯৯৪	বি অবঃ, ১২৬৯
বার্যম্, ৫৮০, ৫৮১	বি অসৃজৎ, ১০৯২
বার্যণি, ১০৬৮	বি আবঃ, ৮১
বার্যায়ণিঃ, ২২	বি উগ্রথতে, ৯৬৩
	বি এবি, ১৩০৯
	বিকটঃ, ৮০২
	বিকটে, ৮০১, ৮০২
	বিকর্জনদত্তী, ৮০৫

বিকর্তনম্, ৩০১
 বিকর্তনাৎ, ৬৬৩, ৭৮৮
 বিকর্তনেন, ৩০১
 বিকর্ষঃ, ৩৮০
 বিকসিতঃ, ৪৯৩
 বিকারম্, ২৫, ১৯৪
 বিকারাঃ, ২২, ২৯
 বিকারে, ১২৭, ১৮৩
 বিকীর্ণতরম্, ৯৬৪
 বিকীর্ণমাত্রাঃ, ১১৯০
 বিকুটিতঃ, ৮০২
 বিকুষিতঃ, ৬৮১
 বিকুষিতম্, ৭৭৮
 বিকৃতজ্যোতিষ্ক, ৬৬০
 বিকৃতয়ঃ, ১৯৩
 বিকুস্ত্রাৎ, ৭২৯
 বিকৃত্য, ১০৯৯
 বিকৃষ্টদেহাঃ, ১১২১
 বিক্রমতে, ১৩০২
 বিক্রান্তগতিঃ, ৮০২
 বিক্রান্তজ্যোতিষ্কঃ, ৬৬০
 বিক্রান্তদর্শনঃ, ৮০২
 বিক্রোশয়িতা, ৩১৮
 বিক্ষরন্তি, ১২৪৩
 বিক্ষাপয়ন্তী, ১০৮৭
 বিখননাৎ, ৪২৭
 বিগৃহ্য, ১০০৩
 বিগ্রহেণ, ৫০
 বিপ্লবত্যা, ১০৬৫
 বিচক্রমে, ১৩০২
 বিচক্ষতে, ১৩১৫
 বিচরন্তি, ২৭৬, ২৭৭, ৫৩২
 বিচষ্টে, ৯০৭, ১১৬৬
 বিচারণার্থে, ৫৩
 বিচিকিৎসার্থীয়াঃ, ৬০, ৬২
 বিচিত্রয়ন্তঃ, ৫৩৩
 বিচিনোতি, ৬৬৯
 বিচেতৎ, ৫৮২
 বিচেতয়মানাঃ, ৫৩৩

বিজ্ঞপ্তাঃ, ৬৬৬
 বিজ্ঞয়েন, ২৬
 বিজ্ঞর্ভতঃ, ১০৫৯
 বিজ্ঞহি, ৮২৯
 বিজ্ঞানন্তি, ২৭৭
 বিজ্ঞানান্তি, ১৬৪, ৪৫৫
 বিজ্ঞানামি, ৮৩৬
 বিজ্ঞানীমঃ, ৭৯৫
 বিজ্ঞামাতা, ৭২৩
 বিজ্ঞামাতুঃ, ৭২৩
 বিজ্ঞেয়কৃৎ, ৮০০
 বিজ্ঞাতার্থম্, ১৭১
 বিজ্ঞাতুম্, ২০৯
 বিজ্ঞানে, ২০৯
 বিজ্ঞায়তে, ৫০, ৮৮, ৯৮, ৯৯, ২৫৪, ২৮৩,
 ৩৪৬, ৩৬৮, ৪৭৪, ৮৭৯, ৯৯১, ১০৯০,
 ১২২২, ১২২৭, ১২৮৮, ১২৮৯, ১২৯২
 বিড়ভাঃ, ৯২২
 বিততম্, ৪৯৬, ৪৯৯
 বিততা, ১০২৫
 বিতরম্, ৯৬৩, ৯৬৪
 বিতস্তম্, ৪৫১
 বিতস্তয়া, ১০৩৯
 বিতস্তা, ১০৪১
 বিতিষ্ঠসে, ১০৪৮
 বিস্তম্, ৪৭৪
 বিস্তম্, ৩১২, ৪৭৯, ৪৮১, ৬৬১
 বিৎসে, ৭২১
 বিদৎ, ৯৯৭, ৯৯৮
 বিদথা, ৩৯৬
 বিদথানি, ৭১৭
 বিদথে, ৭০, ৯৯৫
 বিদথেষু, ৯৭১
 বিদদ্বসুঃ, ৫২১
 বিদদ্বসো, ৪৭২
 বিদদ্বাতি, ১১৮০, ১১৮১
 বিদদ্বাতু, ৭৪০
 বিদয়তে, ৫২১
 বিদয়মানঃ, ৫২১

বিদন্তত্বরম্, ১০৩
 বিদস্যেৎ, ১০৭৬, ১০৭৭
 বিদিতকর্মাণম্, ১২৩১
 বিদুঃ, ৯০১, ১১৭৫, ১১৭৬
 বিদুক্ষঃ, ৩৩৩
 বিদুদুষঃ, ৩৩৫
 বিদ্ধ, ৭৩৪
 বিদ্ধয়োঃ, ৫১০
 বিদ্বঃ, ৭২২
 বিদ্বানাপসম্, ১২৩১
 বিদ্যতে, ১৪০, ১৫৭, ৪২৯, ৮৬১, ৯০১,
 ৯০৪, ৯৪৫, ১৩৪১
 বিদ্যন্তে, ২৩১, ৩৪৭
 বিদ্যা, ২১১, ১৩৩৫
 বিদ্যাঃ, ২১৩
 বিদ্যাতঃ, ১৫৫
 বিদ্যাপ্রকর্ষে, ৫৭
 বিদ্যাম্, ৮৮
 বিদ্যাম্, ৫২৪
 বিদ্যাহ্বানম্, ১৪১
 বিদ্যুৎ, ২৪০, ২৪২, ৩৯৩, ১২৩৫
 বিদ্যুদ্ভবন্তী, ২৪২
 বিদ্যুদ্ভক্তিঃ, ১১৯২
 বিদ্রথে, ৫০৯
 বিদ্রবন্তি, ১০২৭
 বিদ্বান্, ৩৪১, ৩৪৩, ৪৭৬, ৪৭৭, ৬২১, ৭১৬,
 ৮৬৩, ৯৭৫, ৯৮৬, ১০১৯
 বিধতিঃ, ১১২৪
 বিধর্তা, ১২৯১
 বিধবনাৎ, ৪১৩
 বিধবা, ৪১১, ৪১২, ৪১৩
 বিধাতঃ, ১১৮৯
 বিধাতা, ১১৮৭, ১১৮৮, ১২২৮, ১২২৯
 বিধাতৃকা, ৪১২
 বিধাত্রৈ, ১০৮৪
 বিধানম্, ৩৪৩
 বিধারয়িতা, ১২৯১
 বিধাবতঃ, ৬০০
 বিধাবনাৎ, ৪১৩

বিধীয়তে, ১২১৯
 বিধীয়ন্তে, ১৪৩, ১৫০
 বিধেম, ৪৫২, ১১২৩, ১১২৪, ১২৩১
 বিধ্য, ৭৩১, ৭৩৩
 বিধ্যৎ, ৫৯৭
 বিনশ্যতি, ২৩, ২৭, ৬৪, ৬৮
 বিনশ্যন্তি, ৬৩৫
 বিনাশয়তি, ৬৫০
 বিনিক্ষণায়, ৫২৭
 বিনিক্ষে, ৫২৭
 বিনিগ্রহার্থীম্, ৮৪
 বিনিগ্রহার্থীম্নো, ৩৫, ৫৪
 বিনিয়োগম্, ৮৫
 বিনির্গতসপঃ, ৬৪৯
 বিন্দতী, ১০৫০
 বিন্দতেঃ, ৮৬৪
 বিন্দামি, ৭৬০
 বিন্ধে, ৭৬০
 বিপক্কপ্রজ্ঞ, ৩৯৮, ৩৯৯
 বিপরিণয়তে, ২৩, ২৫
 বিপরীতঃ, ২৭১
 বিপরীতসা, ৪৯৩, ৮০২, ১০১২, ১১৪০, ১১৭৯
 বিপরীতা, ৮৭৫
 বিপরীতাৎ, ৪৪২, ৫৫৮, ৬৮৩, ৬৯৫
 বিপর্যোষি, ৯১৬
 বিপর্বম্, ১০৩৮
 বিপর্বণম্, ১০৩৮
 বিপাট্, ১০৪১, ১০৪২
 বিপাট্ শুভ্রী, ১০৬২
 বিপাট্ছুত্ৰ্যোঃ, ৩১২
 বিপাট্ শুভ্র্যো, ১০৬১, ১০৬৩
 বিপাটিনাৎ, ১০৪২
 বিপাশনাৎ, ৪৬২, ১০৪২
 বিপালি, ১২৫৭
 বিপিংশতি, ৭৩০
 বিপিশিতম্, ৯৭০
 বিপীতার্থম্, ১৭১
 বিপুন্যতি, ৬০৫, ১৩২২
 বিপূর্বসা, ১৩১৩

বিপ্রতিষিদ্ধার্থাঃ, ১৪৫
 বিপ্রতিষেধার্থাঃ, ১৫২
 বিপ্রথতে, ৯৬৩
 বিপ্রাঃ, ২১২, ৮৯৯, ১১৫২, ১১৫৩
 বিপ্রাণাম্, ৭৯৯
 বিপ্রাপণাৎ, ৮৮০, ১০৪২
 বিপ্রাপ্তঃ, ৭৬৭
 বিপ্রাসঃ, ১১১৩
 বিবোধয়, ১২৬৮
 বিভক্তস্তুতিম্, ৮৬২
 বিভক্তীঃ, ১৮৫
 বিভক্ষমাণাঃ, ৭১৯
 বিভজ্জতি, ৭১৯
 বিভজ্জী, ৭৯৫
 বিভজ্য, ৮৪৮
 বিভাগঃ, ২৩২, ২৪৯, ৪৪২, ৪৬১
 বিভাগকর্মা, ৫২১
 বিভাগেন, ৫৭৭
 বিভাষিতগুণঃ, ১১০৯
 বিভীদকঃ, ১০০৪, ১০০৬
 বিভীদকস্য, ১০০৪
 বিভূততমম্, ২৮৮
 বিভূতমনাঃ, ১১২৮, ১১২৯
 বিভূতায়, ১১৮৫
 বিভূতিম্, ৫৪৮
 বিভেদনাৎ, ১০০৬
 বিভূ, ২৮৭, ১১৯৭
 বিমনাঃ, ১১২৮
 বিমানে, ১১৫২
 বিমিমীতে, ৮৫, ৯০
 বিমুক্তপাশি, ১২৫৭
 বিমুক্তে, ১০৬২
 বিমুচ্যতে, ১০০৫
 বিমোচনে, ১৫৭
 বিষবনাৎ, ৫৫৮
 বিযাতঃ, ৩৮৮
 বিযাতয়, ৩৮৮
 বিযাতযতে, ৩৮৮
 বিযুতে, ৫৫৮, ৫৫৯

বিযুয়াঃ, ৮৩৪
 বিয়োগাৎ, ৪১৩
 বিরদ, ৭৬৭
 বিরদা, ৭৬৬
 বিরপ্শী, ৭৮০
 বিরবেণ, ১০৯৯
 বিরবেণা, ১০৯৯
 বিরাজতি, ১২১৯, ১২৮৭
 বিরাজনাৎ, ৮৮০
 বিরীট, ৮৮০
 বিরোধনাৎ, ৮৮০
 বিরূপঃ, ৪২৭
 বিরূপবৎ, ৪২৫
 বিরূপাসঃ, ১২০০
 বিরোধনাৎ, ৬৯৫
 বিরোধনাৎ, ৭০১
 বিলপিতম্, ৫৮৯
 বিবঃ, ১০৯২
 বিবক্ষসে, ৪০২
 বিবক্ষ্যতি, ৯৩৬
 বিবদেতে, ৯৩৬
 বিবর্জ্যেতে, ২৯৬, ৪৫৫
 বিবসতে, ১৩৪৫
 বিবস্বতঃ, ৯২৭, ৯২৮, ১২৮২, ১২৮৪
 বিবস্তুতে, ১২৮১, ১২৮২
 বিবস্বান্, ৯২৮, ১২৮২
 বিবাসতিঃ, ১২০৯
 বিবাসনবান্, ৯২৮
 বিবাসনাৎ, ১৩৪৫
 বিবাসনানি, ৪৮৫
 বিবাসসি, ১২০৯
 বিবাসে, ৬৮৭
 বিবাসেম, ৩০৬
 বিবিড়ি, ১০৮৮
 বিবিদ্যানি, ২৩৯
 বিবিদুঃ, ৩৮৭
 বিব্রূ, ৭৫৮
 বিব্রুতে, ১৬৭, ৩৫৭

বিবৃতজ্যোতিষ্কঃ, ৬৬০
 বিবৃদ্ধা, ১০৪১
 বিবৃদ্ধ্যা, ২৭৮
 বিবেদ, ৪৫৫, ৯৩৬
 বিবোচৎ, ৯৩৬
 বিশংসত, ৮৩০
 বিশঃ, ৭৭৫, ৮০৮, ৯২৭, ১৩১০
 বিশতেঃ, ১৩০১
 বিশজ্ঞান, ৫২১
 বিশয়তব্যঃ, ১৮৫
 বিশা, ৩৭১
 বিশাম, ৬৮৬
 বিশেবিশে, ১০৮৮
 বিশেষঃ, ১১০৭
 বিশ্চকদ্রঃ, ২০৫
 বিশ্চকদ্রাকর্ষঃ, ২০৪
 বিশ্পতিঃ, ১৩১৯
 বিশ্পতিম্, ৫৬৭, ৫৬৯
 বিশ্পতী, ৬৮৬
 বিশ্রয়স্তাম্, ৫২৯, ৯৬৬
 বিশ্বঃ, ৪২৩
 বিশ্বকর্ষন, ১১৩২
 বিশ্বকর্ষা, ১১২৭, ১১২৮, ১১২৯, ১১৩১
 বিশ্বজন্যম্, ১১৮৭
 বিশ্বতঃ, ১০১৯
 বিশ্বথা, ৪২২
 বিশ্বদানীম্, ১২৫০
 বিশ্বম্, ৪৫৫, ৯০৭, ৯৬৬, ১০৯৭, ১১৬৬,
 ১২৪৩, ১২৮৪, ১৩১০, ১৩১৩, ১৩১৫
 বিশ্বমিষাঃ, ৯৬৬
 বিশ্বরূপঃ, ১১৪৬
 বিশ্বরূপম্, ১২৭৫, ১৩৩৭
 বিশ্বরূপাঃ, ৯৩২
 বিশ্বলিঙ্গম্, ১৩৪২
 বিশ্ববেদসং, ৭৭১
 বিশ্বম্মাৎ, ১২৩৮, ১২৩৯, ১২৭৮, ১৩১৭
 বিশ্বস্য, ৩৯৬, ১০৭৯
 বিশ্বা, ৫৭০, ৬৭৭, ৭৩৪, ৯৩৪, ১১৪৬,
 ১১৬২, ১২৮৭, ১২৯৮

বিশ্বাঃ, ৪৭৬, ১২১৯
 বিশ্বান্, ৭৯০, ৯০৬
 বিশ্বানরঃ, ৯০৬, ১১৮৪, ১১৮৭, ১৩০৪
 বিশ্বানরস্য, ১৩০৫
 বিশ্বানরায়, ১১৮৫
 বিশ্বানরৌ, ৯১৩
 বিশ্বানি, ৬৩১
 বিশ্বাভূবে, ১১৮৫
 বিশ্বামিত্রঃ, ৩১০, ৩১১, ৩১২
 বিশ্বায়, ১২৯৪
 বিশ্বৈ, ৯০৬, ৭১৮, ৭৪৬, ১১০১, ১৩২২,
 ১৩৪৬
 বিশ্বৈদেবগণ, ১৩৪০
 বিশ্বৈদেবাঃ, ৫৪৭, ৬৪০, ১৩২৮, ১৩৪০
 বিশ্বৈদেবাসঃ, ১৩৪১
 বিশ্ব্যা, ৯৯৭
 বিশ্বিলে, ১০৬২
 বিশ্বম্, ১৩১৩
 বিশ্বমম্, ৭৮১
 বিশ্বমরূপে, ১২৯৮
 বিশ্বমরূপেযু, ১২১০
 বিশ্বমস্য, ৫৩৭
 বিবিতঃ, ৪৬৮, ১৩০১
 বিবিতৈ, ১০৬২
 বিবীব্যতি, ৮৩
 বিশ্বশস্য, ৫৩৭
 বিশ্বরূপে, ১২৯৮
 বিশ্বরূপেযু, ১২০৯
 বিষ্টিপ্, ২৭০
 বিষ্টী, ১১৯৬
 বিষ্টিকম্, ১০১৫
 বিষ্টিতম্, ১০১৫
 বিশ্বরূপে, ১৩১৩
 বিশ্বুঃ, ২২৯, ৬১৫, ৮৬৬, ১৩০১, ১৩০২
 বিশ্বুপদে, ১৩০২
 বিশ্বৈ, ৬১৭, ৬১৮
 বিশ্বৈঃ, ৬১৫
 বিষ্টিপতঃ, ৭৬৭
 বিষ্টিপতস্য, ৭৬৮

বিষ্যত্ব, ৭৬৯
 বিষ্যধ্বম্, ৭৭৩
 বিষ্যস্ব, ৭৫৩
 বিসর্গাদৌ, ৩৪৬
 বিসর্জনকর্মা, ১০৯২
 বিস্মে, ৯৪, ১৬৬, ১৬৭
 বিসৃজঃ, ১০৯২
 বিসৃজস্ব, ৭৫৩
 বিস্তীর্ণতরম্, ৯৬৪
 বিস্মুরজী, ১০৬৪
 বিস্রবণাৎ, ৭০১
 বিস্রুহঃ, ৭০১
 বিহত্যা, ৪৭৭
 বিহত্যা, ৪৭৬
 বিহস্তি, ৩৭৭, ১০৯৭
 বিহর্য্যতি, ৮৯৬
 বিহায়সঃ, ৫১৩
 বিহায়াঃ, ১১২৮
 বিহ্রিয়েতে, ১০৫৯
 বীড়ঙ্গঃ, ১০১৪
 বীড়য়তিঃ, ৬৪৯
 বীড়য়স্ব, ১০১৩
 বীড়িতা, ৬৪৯
 বীতম্, ৫৩৪
 বীতয়ে, ৬৫৪
 বীতাম্, ১০৬৮, ১০৬৯, ১০৭১, ১০৭২
 বীরঃ, ৭৯
 বীরকর্মণে, ১১১৩
 বীরম, ১২২৬
 বীরয়তি, ৭৯
 বীরয়তেঃ, ৮০
 বীরবস্তঃ, ৭৯
 বীরান্, ১১৮৩
 বীৰ্থঃ, ৭০১
 বীরেঃ, ৮৩৪
 বীৰ্য্যবতী, ২১১
 বীৰ্য্যানি, ৮২৯, ৮৩৩, ৯৯৫
 বীৰ্য্যায়, ১১১৩
 বীলয়স্বঃ, ২১৯, ৯৪৯

বীলয়স্বা, ৯৪৯
 বীহি, ৫৩৪
 বৃকঃ, ৬৬০, ৬৬১, ৬৬২, ৬৬৩, ৭৮৮
 বৃকম্, ১৩৫০
 বৃকস্য, ৬৬৩
 বৃকাৎ, ১০৭
 বৃকী, ৬৬৪
 বৃক্শে, ৭৮৭, ৭৮৮
 বৃক্যে, ৬৬৫
 বৃক্ষঃ, ২০৩, ২২২, ১৩১৯
 বৃক্ষম্, ৭০৬, ৭৯৫, ১২৩২
 বৃক্ষস্য, ৪৮, ৭৫৮
 বৃক্ষাৎ, ১০৯৯
 বৃক্ষান্, ১০৯৭
 বৃক্ষে, ১৩১৯
 বৃক্ষে বৃক্ষে, ২২২
 বৃজনে, ৭৮০
 বৃজিনানি, ১১৫৭
 বৃজ্যতে, ৯৬৩
 বৃগতে, ৯৩৯
 বৃণীমহে, ৫৮০, ৫৮১
 বৃণোতি, ২৪৩, ২৬৪, ৬১৯, ১০৭৮
 বৃণোতেঃ, ২০৬, ২৮৩, ৩২০, ৫৮০, ৬৬৪,
 ৬৯৭, ৮২০, ১২২৭
 বৃতঃ, ২৫৭, ২৫৮
 বৃতক্ষয়ে, ১৩১৯
 বৃত্তম্, ৩১০, ১১৭৩
 বৃত্তয়ঃ, ১৮৫, ৭০৯
 বৃত্তিসামান্যেন, ১৮৩
 বৃত্তঃ, ২৭৮, ২৮৩
 বৃত্রয়ে, ৮৮৩
 বৃত্রতুরে, ৮৮৩
 বৃত্রত্বম্, ২৮৩
 বৃত্রবধঃ, ৮৬৬
 বৃত্রম্, ৮৮, ২৮১, ২৮৩, ৩১৯, ৩২০, ৫৮৬,
 ১০৩৮
 বৃত্রস্য, ২৭৬, ২৭৭, ২৮৩
 বৃত্রহণম্, ৯০৯
 বৃত্রহন, ৫২

বৃহা, ৮৮৪
 বৃহাঙ্গ, ৭৬৬, ৭৬৭
 বৃহা, ২২২
 বৃথাসূতম্, ১১৭৫
 বৃদ্ধবাসিনী, ৬৬৪
 বৃদ্ধিকর্মণঃ, ৩০৭, ১০৩৮, ১২৭৯
 বৃধে, ৫৩০
 বৃন্দম্, ৮১৮
 বৃন্দারকঃ, ৮১৮
 বৃশ্চ, ৭০০
 বৃশ্চা, ৬৯৯
 বৃষকর্ম্মা, ১০৩৩
 বৃষলৌ, ১৩২৪
 বৃষভ, ৭১৪, ১০৩৩
 বৃষভঃ, ৪৮৮, ৭৫৬, ১০৩৩
 বৃষভম্, ৭৮২, ১০৩৪, ১০৩৫
 বৃষভস্য, ৯০৯, ১০৩৬
 বৃষভায়, ৫৩৯, ৫৪০
 বৃষাভিঃ, ৫৯৯
 বৃষলঃ, ৪২৪
 বৃষলবৎ, ৪২৪
 বৃষলা, ৪২৪
 বৃষশীলঃ, ৪২৪
 বৃষা, ৭৫৬, ১২৫৫
 বৃষাকপায়ি, ১২৭৮
 বৃষাকপায়ী, ১২৭৭
 বৃষাকপিঃ, ১৩১৬
 বৃষাকপে, ১২৩৯, ১৩১৭
 বৃষাকপেঃ, ১২৭৭
 বৃষাকম্পনঃ, ১৩১৬
 বৃষাশীলঃ, ৪২৪
 বৃষ্টিঃ, ১০৭৯, ১০৮০
 বৃষ্টিম্, ৯২০
 বৃষ্টিয়াচিনম্, ২৫৯
 বৃষ্টিবনিম্, ২৫৭, ২৫৯
 বৃষ্ণঃ, ২২৭
 বৃষ্ণ্যবতঃ, ১০৯৭
 বৃঃ, ৪৬৫, ৭৯৭
 বৃজনবান্, ৩২৬, ৩৩৯, ১১৪০

বেতেঃ, ৪৮, ৮০, ২২৩, ৬৪২, ১০৭৩
 বেথ, ৭২২
 বেদ, ৬৪, ২৩৪, ২৩৬, ৭১১, ৯০১, ৯৩৬
 বেদঃ, ৮১১
 বেদনানি, ৭১৭
 বেদনে, ৭৭
 বেদনেন, ৩৯৭, ৩৯৯
 বেদম্, ১৬৪, ১৭৪
 বেদয়ন্তে, ৫৮৯, ৬২৭, ৭৯২, ১০০৬
 বেদয়ামসি, ১০৫২
 বেদাঙ্গানি, ১৭৪
 বেদিতব্য্যভিঃ, ২৯৬
 বেদিতুম্, ৮৯
 বেদিতৃষু, ১৫৫
 বেদে, ২০
 বেদ্যাভিঃ, ২৯৬
 বেধসঃ, ৭০৬
 বেধসে, ১০৮৪
 বেনঃ, ৮১, ১১৫১, ১১৫২, ১১৬১
 বেনতেঃ, ১১৫১
 বেলায়াম্, ১২৮৮
 বেবিয়াণাঃ, ৮২৮
 বেষ্ম, ৮৩৬
 বেসরম্, ৪৯৭
 বেসরাণি, ৪৮৫
 বৈ, ১৩০, ১৩৫, ১৪৮, ২১১, ৩৪৫, ৫৭৭,
 ৯৪৮, ৯৮৯, ৯৯০
 বৈকৃষ্টঃ, ৮৩১
 বৈখানসঃ, ৪২৭
 বৈতসঃ, ৪৫১
 বৈতসেন, ৪৫১
 বৈদ্যুতঃ, ৯১৪
 বৈয়াকরণাঃ, ৯৯৯
 বৈয়াকরণানাম্, ১১৮
 বৈরাজম্, ৮৭০
 বৈরূপম্, ৮৬৮
 বৈবস্বতম্, ১১১৫, ১১১৬
 বৈশ্বদেবম্, ১৩৪১
 বৈশ্বদেবানাম্, ১৩৪২

বৈশ্বদেব্যানি, ৯১৬
 বৈশ্বদেব্যাম্, ১৩২১
 বৈশ্বানরঃ, ২৯৬, ৯০৬, ৯০৭, ৯০৮, ৯০৯,
 ৯১০, ৯১২, ৯১৩, ৯১৫, ৯২২, ৯৪০
 বৈশ্বানরম্, ৯২৭
 বৈশ্বানরস্য, ৯০৭, ৯২৮
 বৈশ্বানরীয়াঃ, ৯১১, ৯২১, ৯৩৯
 বৈশ্বানরীয়াঃ, ৯১৬, ৯১৭
 বৈশ্বানরীয়ায়াম্, ২৯৫
 বৈশ্বানরীয়েণ, ৯১০
 বৈশ্বানরেণ, ৯৩৯
 বৈশ্বানি, ৯১৬
 বো, ৬৭৯
 বোচে, ৬১৩
 বোচ্ছা, ৯৯৪
 বোঢ়া, ৩৪২, ৯৯৪, ১৩০৭
 বোঢ়ারঃ, ৯৪৯, ১০৭৬, ১১৯৭
 বোঢ়তমঃ, ৫৭৮
 বোল্হা, ১৩০৭
 ব্যক্ততরে, ৯৮
 ব্যক্তবাচঃ, ১২২২
 ব্যচস্বতীঃ, ৯৬৬
 ব্যচিখ্যপৎ, ১২৮৭
 ব্যঞ্জনবত্যঃ, ৯৬৬
 ব্যঞ্জনমাত্রম্, ৮৮৫
 ব্যদস্তি, ৪৭৯, ৪৮০
 ব্যস্তঃ, ৫৩৩, ৫৩৪
 ব্যস্ত, ১৩৫৪
 ব্যপাশ্যস্ত, ১০৪২
 ব্যভিনৎ, ৭৬৪
 ব্যমিমীত, ৯৮৮
 ব্যয়ম্, ৯৩
 ব্যয়ুঃ, ৬০৫
 ব্যর্দয়তি, ১০৩৮
 ব্যবনে, ১২৪২
 ব্যবহারার্থম্, ১৭
 ব্যবহৃত্য, ১০৩৫
 ব্যবৃণোঃ, ১০৯৩
 ব্যবৃণোৎ, ৮১

ব্যবেয়ুঃ, ৭২৯
 ব্যব্ধুবাতে, ১২৬১
 ব্যগ্নোতে, ১৩০১
 ব্যসৃজঃ, ১০৯২, ১০৯৩
 ব্যাকরণস্য, ১৪১
 ব্যাকরিষ্যতি, ৫৭
 ব্যাখ্যাতঃ, ২৭, ৪১৮, ৫৫৪, ৫৫৬ ইত্যাদি।
 ব্যাখ্যাতম্, ৩২০, ৩২৭, ৪২৩, ৪৯৩ ইত্যাদি।
 ব্যাখ্যাতব্যঃ, ২
 ব্যাখ্যাতা, ২৬৭, ২৭২ ইত্যাদি।
 ব্যাখ্যাতাঃ, ৪১৪, ৬৮৮ ইত্যাদি।
 ব্যাখ্যোতে, ১০৬০, ১০৬১
 ব্যাখ্যাস্যামঃ, ১৪১, ১৮১, ২২৬ ইত্যাদি।
 ব্যাঘ্রঃ, ৪২৮, ৪৩১
 ব্যাঘ্রাণাৎ, ৪৩১
 ব্যাদায়, ৪৩১
 ব্যাধিঃ, ৭৩৪
 ব্যাপনীয়ম্, ৬৩৭
 ব্যাপিনঃ, ৬৩৮
 ব্যাপ্তা, ১১২৮, ১১২৯
 ব্যাপ্তিকর্মাণঃ, ৩৮৮
 ব্যাপ্তিভূতঃ, ৪১৫
 ব্যাপ্তিমত্ৰাৎ, ১৬
 ব্যার, ৬৯৭, ৬৯৮
 ব্যাদস্যতি, ৭৭৫
 ব্যাদ্যতে, ৯১৯, ৯২০
 ব্যুনস্তি, ১০৭৯, ১০৮০
 ব্যুপ্তিস্থ, ৭৭০
 ব্যুদ্ধম্, ৭২
 ব্যোষি, ১৩০৯
 ব্যোমন্, ১২৪১
 ব্রজঃ, ৬৯৭
 ব্রজতি, ৮, ১৩, ৬৯৭
 ব্রজ্যা, ৯
 ব্রতচারিণঃ, ১০০১
 ব্রততিঃ, ১৩৩, ৭৯৫, ৭৯৬
 ব্রতম্, ২৬৪, ২৬৫, ১৩২৬
 ব্রতে, ২৬৪, ১২০৯, ১৩৫২
 ব্রতেন, ২৬৩

ব্রন্দভেঃ, ৬৪৭
ব্রন্দিনঃ, ৬৪৮
ব্রন্দী, ৬৪৭
ব্রশ্চনাৎ, ২২২, ১৩১৯
ব্রাঃ, ৫৯৬
ব্রাত্যাঃ, ৫৯৬
ব্রীড়য়তি, ৮১৩
ব্রীড়য়তিঃ, ৬৪৯

শ

৫

শংযুঃ, ৫৪৪, ৫৪৫
শংযোঃ, ৫৪৪
শংসতি, ৯১১
শংসনীয়ঃ, ১১৫৩
শংসনীয়ম্, ৫৫২
শংসন্তি, ৯৫৮
শংসমানঃ, ৭২২
শংসামি, ৬২১
শংসাব, ৫১৮
শংসিতারম্, ৭২৮
শকটঃ, ৭০৯
শকটম্, ৭৭৪, ১২৫৫
শকটাত্, ১২৫৫
শকটে, ৭৭৩
শকুনিঃ, ৫১৫, ৯৯৫, ১৩০৭
শকুনিণাম, ২২৩
শকুনিষু, ৪২৯
শকুনে, ৯৯৭
শকুদিতম্, ৭৭৪
শক্তিভিঃ, ৯৩২
শকুবন্তি, ১৩২৬
শক্ৰোতি, ৯৯৫
শক্ৰোতেঃ, ৪৯, ৮৭, ৬৩৩, ৮১৪, ৯৯৫
শক্ৰ্যঃ, ৮৭
শক্ৰঃ, ৭৬২, ৭৬৩
শক্ৰীগাম্, ৮৮
শক্ৰীড়ম্, ৮৮
শক্ৰীষু, ৮৫, ৮৭
শক্ৰরঃ, ৯৯৫

শঙ্কবঃ, ৫৭৬
শচীঃ, ১১২
শচীভিঃ, ১৩১৫
শচীবঃ, ৬২৯
শতক্রতো, ৪৭৯, ৪৮০, ৬০৩
শতদায়ম্, ১২২৬
শতপবিত্রাঃ, ৬১১
শতপ্রদম্, ১২২৬
শতবলান্ধঃ, ১১৮২
শতম্, ১৪৫, ৩৪৫, ৫৬৫, ৫৬৬, ৬৬৫, ১০৪৬
শতযাতুঃ, ৮০৪
শতবৎ, ১০৩৪, ১০৩৬
শতসাঃ, ১১৩৬, ১১৪০
শতসানিনী, ১১৩৬
শতানি, ৫৭৭
শতান্বম্, ৭৭৭
শত্রবঃ, ৩৮২, ৩৮৭
শত্রীগাম্, ৪৭৭, ১০৯১
শত্রান্, ১০১৫, ১০৬৪
শত্রয়তাম্, ৪৭৬, ৪৭৭
শত্রো, ১০২৩
শনকৈঃ, ৭৭৪
শস্তনবে, ২৫৭
শস্তনুঃ, ২৪৯, ২৫৭
শস্তনোঃ, ২৪৯, ২৫৭
শস্তমলম্, ১২৭৫
শপতেঃ, ৪৫১
শপথাভিশাপৌ, ৮৩৪
শবঃ, ৯৯৭
শব্দকর্মণঃ, ১০৪, ৩০৩, ৩১৮, ৬৫৮, ৬৮২,
১০১৩, ১২১৬
শব্দকর্ম, ২২৩
শব্দকারিকে, ৮০৩
শব্দকারিণ, ৬৪৮
শব্দকারিণ্যঃ, ৭৪৯
শব্দপাতিনৌ, ৮১৬
শব্দম্, ২২৩, ২৪১, ৪৩০, ১০২৫, ১১২১
শব্দবত্যাঃ, ৩১০
শব্দবত্ৱাৎ, ৬২৯

শব্দবেধিনৌ, ৮১৭
 শব্দসামান্যে, ১৪৮
 শব্দস্য, ১৬
 শব্দাঃ, ৯৯
 শব্দাণভাবে, ৮০২
 শব্দানাম, ১৪
 শব্দানুকরণম্, ১০১৩, ১০১৭, ১২৮৯
 শব্দানুকৃতিঃ, ৪২৮, ৪২৯, ৬৬৯
 শব্দায়তে, ২৪১
 শব্দায়মানায়, ১১৮৫
 শব্দেন, ১৭, ৭৭৪, ১০৯৯
 শব্দ্যতে, ১৬৪
 শম্, ২১৮, ২৫৭, ১২২৪, ১৩৫০
 শমনম্, ৫৪৪
 শময়তেঃ, ৬৩৩, ৬৭৫
 শময়িতা, ২৭৮
 শমিতা, ৯৮০
 শমী, ১১৯৬
 শমীধ্বম্, ৬২৯
 শম্নাতেঃ, ১০৮, ২২৮, ২৭৭, ৩৫৫
 শম্বঃ, ৬৭৫
 শম্বরম্, ৯০৯, ৯১০
 শম্ভু, ১১৪৮
 শম্ভুঃ, ৫৯৫
 শম্ভতে, ৭৫৮
 শম্ভনে, ৪১২
 শম্ভানম্, ৭০১, ১০৩৬
 শম্ভুত্রা, ৪১১
 শমঃ, ৬০২
 শরগম্, ৬৬৭, ৯১৪, ১০২৭, ১০৫৩, ১৩৫২
 শরগা, ৬৬৭
 শরগায়, ২২৮
 শরণে, ৬১৩, ৬১৪
 শরৎ, ৫৬৬, ৮৭০
 শরদঃ, ৩৪৫, ৫৬৫, ৫৬৬
 শরময়ীম্, ১১৩৬
 শরময্যঃ, ৬০১
 শরবান্, ১২৭৬
 শরার, ৮০৮

শরীরদীপ্তিঃ, ৯১৪
 শরীরম্, ২৬৫, ২৭৬, ২৭৭, ৩৫৫, ১৩৩৫
 শরীরস্য, ২৭৮
 শরীরে, ৩৬৮, ১৩৩৪, ১৩৩৭
 শরীরেণ, ২৬
 শরীরেষু, ২৪৭
 শরীরোপশমনঃ, ৯১৪
 শরুমান্, ৬৩১
 শর্ক্বৎ, ৫৩৭
 শর্শ্ব, ১০২৭, ১০৫৩, ১৩৫২
 শর্শ্বাণি, ১১৮৯
 শর্বাঃ, ৬০১
 শর্বাভিঃ, ৬০২
 শর্বায, ১১৩৬
 শর্শ্বালিঃ, ১২৭৬
 শর্শ্বালিম্, ১২৭৫
 শর্শ্বাঃ, ১৩২২
 শবঃ, ১৯৪
 শবতিঃ, ১৯৩
 শবতেঃ, ৪৩০, ৫০৪
 শবসঃ, ১৩০৫
 শবসা, ১৬২, ৪৮৭, ১১৩৬, ১১৪০, ১২০৭,
 ১২১৩, ১২১৪
 শবসানম্, ১০৭৬
 শশমানঃ, ৭২২
 শশযানাঃ, ১০০১
 শশ্বচি, ৩২২
 শশ্বৎ, ৬০, ৭২৩
 শশ্বস্তমা, ৫১৪, ৫১৬
 শশ্বদেবম্, ৬১
 শশ্বে, ৯১০
 শস্যং, ১০৬৬, ১০৬৯
 শস্যতে, ৫১৯
 শাকটায়নঃ, ৩০, ১১৭, ১২৭
 শাকপুণিঃ, ২৩৯, ৩৯৩, ৪০১, ৪৩৫, ৪৬৮,
 ৫১০, ৫৯১, ৬৩৮, ৬৮৮, ৮৮৭, ৯১৩,
 ৯৩২, ৯৪৫, ৯৫৫, ৯৫৬, ৯৫৮, ৯৬৬,
 ৯৭৫, ৯৮২, ১৩০২, ১৩৪২
 শাকল্যঃ, ৭৯৭

শাকিনী, ৭০৯
 শাকুরম্, ৮৭১
 শাখঃ, ৮১৪
 শাখাঃ, ৪৮, ৪৯, ৮১৪
 শাতয়জ্ঞেঃ, ৬৭৫
 শাতয়িতা, ২৭৮, ৮০৪
 শাশদানঃ, ৭৫০, ৭৫১
 শাশাদ্যমানঃ, ৭৫০
 শাশ্বতিকজমা, ৫১৬
 শাসৎ, ৩৪১
 শাস্ত্রকৃতঃ, ১৪
 শাস্ত্রগর্ভা, ১৩৭
 শিক্তি, ২৬৩
 শিক্কা, ৭০
 শিঙ্কতে, ২৪০, ১০২৫
 শিভাম, ৪৬৮
 শিতামতঃ, ৪৬৬
 শিতিঃ, ৪৭০
 শিতিমাৎসজঃ, ৪৭০
 শিপয়ঃ, ৬১৮
 শিপিবিস্ত, ৬২১
 শিপিবিস্তঃ, ৬১৫, ৬১৭, ৬১৮
 শিপিবিস্তনাম, ৬২১
 শিশ্বে, ৪৯৫, ৭৫৩
 শিমী, ৬৩৩
 শিমীৰতোঃ, ১১৮৪
 শিমীবান্, ৬৩১
 শিন্নঃ, ৫০৩
 শিন্নসঃ, ২২৮
 শিরিষ্মিঃ, ৮০৩
 শিরিষ্মিঠস্য, ৮০১, ৮০৩
 শিবম্, ১১০৯
 শিশিক্ষ, ২৪৯
 শিশিন্নঃ, ৮৭১
 শিশিন্নম্, ১০৭, ১০৮
 শিশীতিঃ, ৬৭২
 শিশীতে, ৫২৭
 শিশীতেঃ, ১১৫৩
 শিশুঃ, ১১৫৩

শিশুম্, ১১৫২, ১১৫৩
 শিশ্যানাঃ, ১০০১
 শিশ্নঃ, ৫৩৮
 শিশ্নদেবাঃ, ৫৩৭
 শিশ্নাঃ, ৪৭৯
 শিশ্নানি, ৪৮০
 শিষ্যতে, ৩৩৫
 শিষ্যতেঃ, ১১০৯
 শিষেতে, ১৮৬
 শীতীভাবকর্মণঃ, ১০৪
 শীতোষ্ণবর্ষেঃ, ৩০২
 শীরম্, ৫০৭
 শীর্ণাঃ, ৫৬৬
 শীর্ষতে, ৮০৩
 শীর্ষমধ্যমাঃ, ৫০৩
 শীলম্, ১১৬০
 শু, ৬৯১, ১০৬৫
 শু অশ্বতে, ৬৩৬
 শুক্, ৬৯১
 শুক্রপিশম্, ৯৬৯
 শুক্রপেশসম্, ৯৬৯
 শুক্রম্, ৯৭০, ১২৯৮
 শুক্রম্, ২৯৬
 শুচত্বম্, ৫৯৪
 শুচম্, ৭৪৯
 শুচমানঃ, ১১৫৭
 শুচরঃ, ৯৫৯
 শুচা, ৬৯১
 শুচিঃ, ৬৯১, ৬৯৩
 শুচিম্, ২১৩
 শুভূদ্রি, ১০৩৯
 শুভূদ্রী, ১০৪০
 শুদ্ধম্, ১২৭, ১২৫০
 শুদ্ধার্থস্য, ১৩১৩
 শুদ্রাবিনী, ১০৪০
 শুনঃ, ১০৬৫
 শুনাসীলৌ, ১০৬৫, ১০৬৬
 শুক্ল্যঃ, ৫১৪, ৫১৫
 শুক্ল্যবঃ, ৫১৪

শুভ্রাঃ, ১৩৪৮
 শুভ্র, ১০৬২, ১০৬৩
 শুভ্রমানাঃ, ৯৬৬
 শুয়ায়ী, ৪৩০
 শুরুধঃ, ৭৪৯, ১১৫৭, ১৩০০
 শুশোভিসমাণাঃ, ৯৬৬
 শুশ্রবৎ, ৬৫২
 শুশ্রবান্, ১৭০
 শুকগোময়ম্, ৯১৪
 শুক্লৈধঃ, ১৬৪
 শুক্লম্, ৩৯৪, ৭৬৪
 শুক্লস্য, ৬৪৮
 শুক্লম্, ৩০৬
 শুক্ল্যৎ, ৪৫৪, ১০৯৪
 শুক্লোভিঃ, ৩০৬
 শুক্লোঃ, ৩০৬
 শূর, ৫৩৪
 শূরঃ, ৫০৪
 শূর্ণম্, ৭২৫
 শূদ্রম্, ২২৮
 শূঙ্গিম্, ৭৬৪
 শূঙ্গৈ, ৫২৭
 শূণবন, ১৩২২
 শূণাতেঃ, ১০৮, ২২৮, ২৭৭, ৩৫৫, ৬০২, ৭২৫
 শূণীহি, ৫৩৩
 শূণ্, ৪২৫, ১০৭৪
 শূণুত, ১৩৪৮
 শূণুহি, ১০৩৯
 শূণোতি, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮
 শূণোতু, ৪১৯, ১০৮৪, ১২২৬, ১৩২৮, ১৩৩২
 শূণোতেঃ, ১০০৮
 শূণতে, ১১৮৩
 শূঘন্, ১৬৬, ১৬৭
 শূঘজি, ২৫৮
 শূঘন্ত, ১৩২২
 শূতম্, ১২৩৯
 শূতাঃ, ৫৬৬
 শেফু, ৬৭৬, ১৩২৬

শেতে, ১৩
 শেপঃ, ৪৫১, ৬১৮, ৯৯৪, ১১৬১
 শেপম্, ৪৫১, ৯৯৪
 শেরতে, ১১৮৯
 শেবঃ, ১১০৯
 শেবধিঃ, ২১১, ২১৩
 শেবঃ, ৩৩৩, ৩৩৫
 শৌকৈঃ, ১০৫৫
 শৌচতেঃ, ৬৯২, ৬৯৩, ৯৭০
 শৌচয়িযুঃ, ৬৯১
 শোধনাৎ, ৫১৪, ৫১৫
 শোভনাভিঃ, ৩০৮
 শোভনে, ১০৬৩
 শোভমানাঃ, ১৩৪৮
 শোভেতে, ৫০৯, ৫১১
 শোষণৈঃ, ৩০৬
 শোষণয়ি, ৩০৬
 শোষণয়িতু, ৬৪৮
 শোচত্জি, ৬২৯
 শৌনঃশেপে, ৩৪৮
 শাথতেঃ, ৫৩৮
 শাথয়ঃ, ৪৫১
 শা, ৩৫৫
 শানি, ৩৫৬
 শাশয়নম্, ৩৫৫
 শাশা, ৬৩৬
 শাশানম্, ৩৫৫
 শাশানসঞ্চয়ঃ, ৩৫৫
 শাশ্ফ, ৩৫৬
 শাশ্মতে, ৬৩৬
 শ্যতেঃ, ৪৭০
 শ্যামতঃ, ৪৬৯
 শ্যামম্, ৪৬৯
 শ্যায়তেঃ, ৪৬৯
 শ্যোনঃ, ৫৫২, ৭১৫, ১১৭০, ১১৭১
 শ্যোনম্, ৫৫০, ৫৫২
 শ্রদ্ধয়া, ১০৫২
 শ্রদ্ধা, ১০৫১
 শ্রদ্ধানাৎ, ১০৫১

শ্রদ্ধাম্, ১০৫২
 শ্রয়তিকৰ্ম্মা, ৯৩৪
 শ্রয়তেঃ, ২২৮, ৫০৪
 শ্রবঃ, ৫৫০, ৫৫৩, ১০৭৬, ১০৭৭, ১১৮৫
 শ্রবণম্, ১২৩১
 শ্রবণীয়ম্, ১১৮৬, ১২৬০
 শ্রবণীয়ানি, ৬৭৬
 শ্রবম্, ১০১০
 শ্রবস্যাভ্যাম্, ৫৬৩
 শ্রবস্যানি, ৬৭৬
 শ্রবস্মাম্, ১২৬০
 শ্রায়ন্তঃ, ৭১৮
 শ্রিতম্, ৩৫৬
 শ্রিয়ম্, ৯৬৯
 শ্রীণীত, ২১৫
 শ্রুৎকৰ্ণ, ৮৫৪
 শ্রুততঃ, ৮৯
 শ্রুতম্, ২১২
 শ্রুতবান্, ১৭২
 শ্রুধি, ৪২৫
 শ্রুধী, ৮৫৪, ১০৭৪
 শ্রুতী, ৭৩৫, ৭৩৬
 শ্রুতীবরীঃ, ৭৭৩, ৭৭৪
 শ্রায়তে, ৬০৪, ১০৭৭
 শ্রেণিঃ, ৫০৪
 শ্রেণিশঃ, ৫০২, ৫০৪
 শ্রেষ্ঠঃ, ১২৪৭
 শ্রেষ্ঠম্, ২৮৭, ২৮৮, ১২৪৭
 শ্রেষ্ঠা, ১২৫৩
 শ্রেণিতেঃ, ৪৬৭
 শ্রেণিঃ, ৪৬৭
 শ্রেণিতঃ, ৪৬৬
 শ্রোতা, ১৩৪৮
 শ্রোষ্যতি, ৬৫২
 শ্রোত্ৰা, ২১৯, ২২০
 শ্রোকঃ, ১০০৮, ১১৫৭
 শ্রোকম্, ১০০৮
 শ্রোকাভ্যাম্, ৩৪৫
 শ্ৰঃ, ৬৪, ৬৭, ১৩২১

স্বগতো, ২০৪
 স্বয়ী, ৬৬৮, ৬৬৯
 স্বসনস্য, ৬৪৮
 স্বসিতি, ৯২৮
 স্বসিতেঃ, ৪৩০
 স্বস্তনম্, ৬৫
 স্বা, ৪২৮, ৪৩০, ৬৬৩
 স্বাত্ৰম্, ৫৯২
 স্বৈততেঃ, ২৯১
 স্বৈত্যা, ২৯০, ২৯১

ষ

ষট্, ২২, ৪০৪, ৫৭৫, ১৩৩৫
 ষট্চত্বারিংশৎ, ৩৮১
 ষড়্, ২৬০
 ষড়্ৰে, ৫৭৫
 ষড়্ভূতয়া, ৫৭৫
 ষড়্ভুত্বিংশতিঃ, ৩২৩, ৩৩১, ৩৮০
 ষষ্টিঃ, ৫৭৬, ৫৭৭
 ষষ্ঠ্যর্থশ্রেণী, ১৫৯
 ষিষ্ক, ৫৩৬
 ষোড়শ, ২৪৬, ২৮৫, ৪০৪
 ঠা, ১০৪৪

স

সংদধষে, ৩০১
 সংযততে, ৯০৭, ৯১৫
 সংযতরশ্মিঃ, ৬১৫
 সংযমনকৰ্ম্মা, ১০৯২
 সংযুক্ত, ৮৮৩
 সংযোগেন, ৭২৪
 সংরিহাণে, ১০৬৩
 সংরুদ্ধপ্রজ্ঞনস্য, ৫৮৯
 সংরুদ্ধন্তি, ৭৪৯
 সংলুক্ৰম্, ৭০০
 সংবৎসরঃ, ৫৭২, ৯২২
 সংবৎসরপ্রধানঃ, ৫৭২
 সংবৎসরম্, ৫৭৪, ১০০১, ১৩৩৪

সংবৎসরস্য, ৫৭৪, ৫৭৭
 সংবৎসরাণাম্, ১১৭৮
 সংবৎসরে, ১১৯৬, ১১৯৭, ১৩১৫
 সংবৎসরেণ, ৮৬৯
 সংবভূব, ৪২৬
 সংবসন্তে, ৫৭২
 সংবিজ্ঞাতানি, ১১৮
 সংবিজ্ঞানভূতম্, ৮৮৪
 সংবিদম্, ১২৩২
 সংবিদানে, ১০৬৪
 সংবৃত্তঃ, ৬০২
 সংশম্ভোয়, ৩৪১
 সংশিশিরিষুঃ, ৮০৯
 সংশিশানাঃ, ১১৩৮
 সংশিশ্যমানাঃ, ১১৩৮
 সংশুরণাসঃ, ৫০৩, ৫০৪
 সংসঙ্গম্, ৯১৫
 সংসচাবহৈ, ৬২২
 সংসর্গম্, ৩৭
 সংসৃজয়, ৪৫২
 সংসৃতম্, ৩১১, ৪৪১
 সংসৃতমধ্যমাঃ, ৫০৩
 সংসৃষ্টকর্ম, ৩৮৯
 সংসেবাবহৈ, ৬২২
 সংসেব্যস্তাম্, ১০৫৫
 সংস্কারঃ, ১২৪
 সংস্কারম্, ১৮৪
 সংস্কৃতম্, ১২৩৯
 সংস্কৃতকর্মালৌ, ৬৪৯
 সংস্কৃত্ত্বয়, ১০১৩
 সংস্তুবঃ, ৫১১, ৮৬১, ৮৬৯
 সংস্তুবিকাঃ, ৮৬০, ৮৬৬
 সংস্তুবিকী, ৮৬১
 সংস্তুবেন, ১১৯৭
 সংস্তুতশ্রায়েমাঃ, ১২৬৪
 সংস্তুয়তে, ৮৬৬
 সংস্তুয়ন্তে, ৮৫৩, ৮৫৬
 সংস্তুয়েতে, ১২৬৬
 সংস্তুতি, ২৯২

সংস্ত্যানম্, ৪৩৬, ৫৫১
 সংস্তায়ান্, ১০৯২, ১২৭৯
 সংস্রাতম্, ৫৭৮
 সংস্পৃষ্টঃ, ২৬৭
 সংস্পৃষ্টম্, ৪৬৭
 সংস্পৃষ্টা, ২৬৮, ৪৬৭
 সংস্পৃষ্টা, ২৬৭
 সংহায়, ৪৩১
 সংহিতা, ১৬০
 সংহ্রিয়তে, ৪৯৬
 সং, ২, ৫০, ৬৩, ১২১ ইত্যাদি।
 সকলম্, ১৬৪
 সকারাদিম্, ১২৭
 সক্রুঃ, ৪৯৩
 সক্রুকারিকা, ৭১০
 সক্রুম্, ৪৯২, ৪৯৩
 সক্রুখিঃ, ১০২৯
 সক্রুখীনি, ১০২৯
 সখা, ৪৬০, ১১০৯
 সখায়ঃ, ৯৬, ৯৭, ৪৯২, ৪৯৩, ৭৬৩, ৯৩৬
 সখায়ম্, ৪৬০, ১০২৫
 সখিভিঃ, ৬৪৬
 সখিভ্যঃ, ৬০৬
 সখ্যম্, ১৩৩৯
 সখ্যা, ৭০৫
 সখ্যানি, ৪৯২, ৪৯৩
 সখ্যুঃ, ১২৩৯
 সখ্যো, ৯৪, ১৭০
 সন্ধিম্, ১০৭১
 সংকল্পয়াচক্রে, ২৩৯
 সন্ধাঃ, ১০১৭, ১০১৮
 সংক্ষিপ্তঃ, ৩৮০
 সংখ্যা, ৩৭১, ৩৮৩, ৫৬৯
 সংখ্যানাম্, ৪৮২
 সঙ্গচ্ছতে, ১৩১৯
 সংগচ্ছন্তাম্, ১৩৩০
 সংগচ্ছমানঃ, ৫০০
 সংগতঃ, ১১১৮
 সংগতৌ, ৩৮১

সঙ্গমনম্, ১১১৫, ১১১৬
 সঙ্গমনাৎ, ৩৮১
 সঙ্গমনে, ১১৫৩
 সঙ্গমে, ১৫২
 সঙ্গমেন, ৩৫৯
 সংগরাণাৎ, ৩৮১
 সংগৃভ্ণাঃ, ৮৫৩
 সংগৃভ্ণাসি, ৬৯৫
 সংগ্রামঃ, ৩৮১
 সংগ্রামনাম, ৩৮৭, ৫৫২, ১০৩৫, ১০৩৬
 সংগ্রামনামানি, ৩৮১
 সংগ্রামম, ৬৮১
 সংগ্রামায়, ৪৮৮, ১১৬৯
 সংগ্রামে, ৬১৯, ১০২৫, ১০৩৫
 সংগ্রামেষু, ৫৫২, ১০২৭, ১০৩০
 সংঘাতঃ, ১১৪৪, ১২২৯
 সংতপত্তি, -৪৭৯
 সংদৃক্, ১১২৮
 সংদৃশি, ১১৫৫
 সংদৃশ্যসে, ৫০০
 সংদৃক্ষসে, ৫০০
 সংদ্রবত্তি, ১০২৭
 সংনদ্ধঃ, ২১৯
 সচতা, ১০৩৯
 সচতে, ৪৫৩
 সচতেঃ, ৪৯৩, ১০১৮, ১০২৯, ১৩১৩
 সচত্ত্ব, ১৩৪৪
 সচস্তাম্, ১০৫৫
 সচস্তে, ১১২, ৯০৯
 সচস্বা, ৪৫৪
 সচা, ৬০৭, ১২৬০
 সচেয়, ৭০৫
 সজাত্যম্, ৭৩৯
 সজুঃ, ১০১৫
 সজৌষসঃ, ১১৯৪
 সজৌষসা, ৫২১
 সজৌষা, ৬৪৬, ৭১৪, ৯৬১
 সঞ্চয়ঃ, ৬৮১
 সঞ্চস্কার, ১২৭, ১৩৭

সঞ্জ্ঞানঃ, ৫০০
 সঞ্জ্ঞানী, ১২২
 সঞ্জ্ঞানর, ৪৯৬
 সঞ্জ্ঞানতে, ৪৯৩
 সঞ্জ্ঞাকরণম্, ১৭
 সঞ্জ্ঞানাৎ, ৫৪৩
 সৎ, ৮৯৯
 সতঃ, ৬৫, ২০৫, ২২৭, ২৪৩, ২৬৪, ২৯৭,
 ৩০৬, ৩০৯, ৩৩১, ৩৬৯, ৩৭৯, ৩৮৯,
 ৩৯২, ৩৯৪, ৪০১, ৪৪১, ৬১৯, ৮৪৭,
 ১০২১, ১০৭৭, ১০৭৮, ১০৮২, ১১১৪,
 ১১৪৭, ১১৮১, ১২১৫
 সতাম্, ৪০৩, ৮৫৭
 সতি, ১৩০
 সতী, ১২৩০
 সতীম্, ৮৭৭
 সত্বনামভিঃ, ৯
 সত্বপূৰ্ব্বঃ, ১২৮
 সত্বপ্রধানানি, ৭
 সত্বভিঃ, ৮০১, ৮০৩
 সত্বভূতম্, ৯
 সত্বম্, ১২১, ১৩১
 সত্বস্য, ২৪, ১৭৬, ২৭৪
 সত্ব, ৫৯৫
 সত্বনাম্, ১১, ১৩৮, ২৩১, ৮৪২
 সত্বানি, ৯৯৩
 সত্বৈঃ, ৮০৩
 সত্বপ্রভবম্, ৪০৪
 সত্যজ্ঞাঃ, ১২০১
 সত্যধর্মণঃ, ১১৮৮
 সত্যনামানি, ৪০৪
 সত্যম্, ৫৫, ৪০৪, ৫৩৮, ১২৩৭
 সত্যবৃধঃ, ১৩২৮
 সত্যসংগরঃ, ৩৫৩
 সত্যস্য, ৭৩৬
 সত্যা, ৭২০
 সত্যঃ, ২৮৫, ৫১৭
 সত্যৌ, ৭৩৬
 সৎসু, ৪০৪

সত্রসদৌ, ১৩৩৪, ১৩৩৫
 সদনম্, ৫২৩
 সদনাৎ, ৯১৯
 সদনানি, ২৯০, ২৯১
 সদন্ত, ৯৭৩
 সদম্, ৫৩০, ১৩৩৪, ১৩৩৫
 সদা, ৫৩০, ৬১০, ৭৮৪
 সদাংসি, ১০৪৮
 সদানোনুবে, ৮০৩
 সদাষে, ৮০১
 সদ্যঃ, ৯৮৮, ১১৩৬
 সধমাদম্, ৯৩৬
 সধস্থাৎ, ৪৯৬
 সধস্থে, ৪১১
 সন্, ৩৯৩, ৫০৬
 সননায়, ৭৭৩
 সনয়ম্, ৫৩০
 সনয়ে, ৩৫২, ৭৭৩
 সনাৎ, ১৩৩২
 সনাভয়ঃ, ৫৪৩
 সনিতঃ, ৩৯৫
 সনিতম্, ৩৯৫
 সনিতুঃ, ৩৬৩
 সনুতঃ, ৭১৪
 সনেম, ৬৪৪
 সনেমি, ১৩৫০
 সনোতি, ৬৯২, ১২৭৮
 সন্তঃ, ৩, ১০২১, ১১৯৬, ১১৯৭
 সন্ততকর্ম্মা, ৪০৯
 সন্তপত্তি, ৪৭৯, ৪৮০
 সন্তানকর্ত্তা, ৩৬৩
 সন্তানকর্ম্মণে, ৩৪২, ৩৫০, ৩৫৩
 সন্তাননাম, ৭১০
 সন্তি, ১৩৩, ১৮৭, ৭৪৯, ১১৫৭, ১৩৪৪
 সন্ত, ৬৮১, ৯৮৯
 সংদৃক্, ১১২৮
 সংদৃক্ষসে, ৫০০
 সংদৃশি, ১১৫৫
 সংদৃশ্যসে, ৩৯৩, ৫০০

সন্দেহাঃ, ২৩১
 সংদ্রবত্তি, ১০২৭
 সন্দ্রবাতি, ৩৫৯
 সন্দর্শনায়, ১১৫৫
 সংদর্শয়িতা, ১১২৯
 সঙ্কিঙ্কৌ, ২৩৬
 সন্দিহাতে, ২৩২, ২৪৮
 সন্দ্রষ্টা, ১১২৮
 সঙ্কিসামান্যাৎ, ১৭৯
 সমন্ধঃ, ১০১৩
 সমন্ধা, ২২০, ১০২৭
 সমন্ধাঃ, ৫৪৩, ১১৩৮
 সম্মমমানঃ, ৮৮৬
 সম্মময়েৎ, ১৮৫
 সম্মহনাৎ, ৫৪৩
 সম্মিকর্ষঃ, ১৬০
 সপঃ, ৬৫০
 সপতেঃ, ৬৫০
 সপত্নাঃ, ১১৩২
 সপত্নান্, ৩৩৯, ৩৮৩
 সপত্নীঃ, ৪৭৯
 সপত্ন্যাঃ, ৪৭৯
 সপর্ণপূত্রম্, ৫৬৯
 সপর্ষতঃ, ১১৮৫
 সপর্ষন্, ৩৪১
 সপীতিম্, ১০৭১
 সপ্ত, ৫৬৯, ৫৭০, ৫৭১, ৫৭৭, ৫৮০, ৬৮৪,
 ৭০১, ৭৯৩, ৭৯৪, ১০৪৬, ১১২৯, ১১৩০,
 ১২০৭, ১২১০, ১৩৩৩, ১৩৩৪, ১৩৩৫,
 ১৩৩৭, ১৩৩৮
 সপ্তম্বয়ঃ, ১৩৩৩, ১৩৩৪
 সপ্তম্বি, ১৩৩৩
 সপ্তম্বীন, ১১২৮
 সপ্তত্রিংশৎ, ৩০৯
 সপ্তদশ, ৪৩৫
 সপ্তদশতোমঃ, ৮৬৮
 সপ্তাদাতুন্, ১২০৭
 সপ্তদানবান্, ১২০৭
 সপ্তদানুন্, ১২০৭

সপ্তনামা, ৫৭০, ৫৭১
 সপ্তপঞ্চাশৎ, ৩০৪
 সপ্তপুত্রম্, ৫৬৭, ৫৬৯
 সপ্তমপুত্রম্, ৫৬৯
 সপ্তমর্যাদাঃ, ৭৯৩
 সপ্তমী, ১৩৩৫
 সপ্তম্যাঃ, ৫১০
 সপ্তম্যাম্, ৬৭২
 সপ্তবিংশতি, ১১৬১
 সপ্তবিম্বঃ, ৭০১
 সপ্তশতম্, ১০৪৬
 সপ্তসিদ্ধবঃ, ৬৮৪
 সপ্তস্বসা, ১০৮১
 সপ্তস্বসারম্, ১০৮২
 সপ্তহোতা, ১২০৩, ১২১০
 সপ্তেঃ, ৯৯৫
 সপ্রথঃ, ১০৫৩
 সপ্রথাঃ, ৭১৬, ৭১৭
 সভাস্থগুঃ, ৩৫৩
 সম্, ৩৬, ১১২৮, ১১৬৮
 সম্ আসত, ১১৬৮
 সমঃ, ৭৮১
 সমকৃষ্ণন্, ৭৪২
 সমগ্ভতা, ১৩৩০
 সমদ্বন্দ্বসম্, ৭২৮
 সমঞ্জতে, ১২৭২
 সমঞ্জন্, ৯৫৭, ৯৮০
 সমঞ্জস্, ৮১৯
 সমন্তসি, ১১০
 সমৎসু, ১০২৯, ১০৩০
 সমদঃ, ১০২৩
 সমননাৎ, ৮৯৫
 সমনম্, ৮৯৫
 সমনসঃ, ৮৯৫
 সমনসৌ, ১০৬৪
 সমনা, ৮৯৪, ১০১৭, ১০৬৪, ১০৮১
 সমনাৎসীৎ, ৪৯৯
 সমনে, ১০২৫
 সমনেব, ৯০৪

সমপৃচ্ছ্যন্ত, ১১৯৬, ১১৯৭
 সমভবৎ, ১১২৪
 সমভিদ্ভবন্তী, ২৪৮
 সমম্, ৬৭০, ৮৭৪
 সমমৎসত, ৫৫৫
 সমরগম্, ১১৮৪
 সমরগাৎ, ৬২৫
 সমরণেষু, ১০৩০
 সমর্থো, ১১৮, ১৩০, ১৮২
 সমর্জয়, ৯৫৭
 সমর্থয়তি, ৭২
 সমর্থয়তিকর্মণঃ, ৭২
 সমবর্ত্তত, ১১২৩
 সমবাবলীতাম্, ১২৬৬
 সমব্যৎ, ৪৯৯
 সমম্মু বন্তি, ৮১৯
 সমম্মু বানম্, ৯০৩
 সমম্ম বানানাম্, ৯৩৬
 সমসেবন্ত, ১৩৪৪
 সমস্তার্থঃ, ১০৩৯
 সমস্মাৎ, ৬৭২
 সমস্মিন্, ৬৭২
 সমস্য, ৬৭১
 সমা, ১০৬৬, ১০৬৯
 সমাখ্যা, ১৩৪৫
 সমানকর্মণাম্, ১৩১
 সমানকর্মণোঃ, ১২৬৪
 সমানকর্মণাঃ, ১৭৬
 সমানকর্মণি, ২৩১
 সমানকালয়োঃ, ১২৬৪
 সমানখ্যানাঃ, ৯৩৬
 সমানগতিঃ, ২৫৩
 সমানজ্ঞানৌ, ১২১১
 সমানজ্ঞাতিতা, ৭৩৯
 সমানজ্ঞাতীয়স্য, ৫৪০
 সমাননির্ব্বচনানি, ২৩১
 সমানবন্ধনে, ২৯২
 সমানবন্ধু, ২৯০, ২৯২
 সমানবর্চসা, ৫০০, ৫০১

সমানম্, ৫৫৯, ৯১৮
 সমানয়া, ১০৮১
 সমানাভিব্যাহারম্, ১১০৬, ১১০৭
 সমানাম্, ১১৭৭, ১১৭৮
 সমানে, ১১০৭
 সমানেভিঃ, ৭১৪
 সমান্যা, ৫৫৯
 সমান্যাম্, ১১০৬
 সমাপ্তিম্, ৭৬০
 সমাম্, ১২৩৮
 সমামনস্তি, ৮৮৩, ৮৮৪
 সমামনে, ৮৮৪
 সমান্নাতঃ, ১, ৯৭৫
 সমান্নাতাঃ, ৩, ৮৫৯, ৮৬৫, ৮৬৮
 সমান্নানাৎ, ৮৮৩, ৮৮৫
 সমান্নায়ঃ, ১
 সমান্নায়ম্, ২
 সমান্নাসিযুঃ, ১৭৪
 সমায়ুতম্, ৫৫৩
 সমারোহণে, ১৩০২
 সমাশ্রিতমাদ্রঃ, ৭৭৭
 সমাশ্রিতাঃ, ৫০৪, ৭১৮
 সমাশ্রিতানি, ৫০৩
 সমাশ্রিতৌ, ৯৩৪
 সমাসত, ১১৬৮
 সমাসেন, ৫৭৪, ৫৭৭
 সমাস্কলঃ, ৩৮৭, ৭৫৮
 সমাহতাঃ, ৪
 সমাহতাঃ, ৫
 সমাহত্য, ৩
 সমিতদ্রব্যঃ, ১৩৫০
 সমিথে, ৬১৭, ৬১৯, ৭৫৫
 সমিদ্ধঃ, ৪৪৮, ৯৫৪
 সমিদ্ধং, ১১১৯
 সমিদ্ধস্য, ৭৩৮
 সমিধঃ, ৮৯৪, ৮৯৬
 সমিধা, ৪৫২, ৭০৭
 সমিধ্যতে, ১০৫২
 সমিধ্যমানায়, ১৪৬

সমিঙ্কনাৎ, ৯৫৩
 সমীরয়তি, ৯২০
 সমীরিততরঃ, ৬৭৭
 সমীরিতাস্তাঃ, ৫০২
 সমুক্ষৌ, ৪৭৫
 সমুচ্চয়ার্থঃ, ৫১
 সমুচ্চয়ার্থে, ৫৩, ১০৪
 সমুচ্চরন্তি, ৭২৮
 সমুচ্ছিতম্, ৩০৭
 সমুদকঃ, ২৪৮
 সমুদিতারম্, ১১৪২
 সমুদগীর্ণঃ, ১৭৮
 সমুদ্রবন্তি, ২৪৮
 সমুদ্রঃ, ২৪৮, ৪১৪, ৫২৫, ৬৫৫, ১৩২৪,
 ১৩২৭, ১৩২৮
 সমুদ্রম্, ২৫২, ২৫৬, ১১৪২, ১১৬৬, ১৩২৬
 সমুদ্রস্য, ১২০৫
 সমুদ্রাঃ, ১২৪৩
 সমুদ্রাৎ, ৮৯৬, ৮৯৭
 সমুদ্রিয়ঃ, ১৩২২
 সমুদ্রিয়ঃ, ১৩২২
 সমুদ্রেশ, ২৪৮
 সমুনস্তি, ২৪৮
 সমুন্নয়ম্, ৩০৭
 সমুদে, ১২১৬
 সমুল্হম্, ১৩০২, ১৩০৩
 সমৃদ্ধম্, ১৪৮
 সমে, ৬৭৩, ১০৮১, ১০৮২
 সমেতি, ১২৮৪
 সমৈক্ণ, ১০৯৩
 সম্পদ্যতে, ১৯৬, ৯১৪
 সম্পাতী, ১৩০৭
 সম্পিনক্, ৬৯৬
 সম্পিণ্ডি, ৬৯৬
 সংপিপিসে, ৭০৭
 সংপিবতে, ১৩১৯
 সম্পিবন্তি, ১১৭৫, ১১৭৬
 সংপিষ্টাৎ, ১২৫৫
 সম্পূর্ণাক্ষরা, ৮৮০

সংপূর্বস্যা, ৪৩১
 সম্পূর্বাৎ, ১০১৮
 সংপূর্ণজু, ১১৪০
 সম্প্রতি, ৭৭৭
 সম্প্রত্যর্থ, ৯৩৮
 সংপ্রদিসাধক্য, ৬৩
 সংপ্রযচ্ছন, ২১১
 সংপ্রযুক্ত্যে, ৫১, ৫৮, ১১১, ১১৪
 সংপ্রযুক্ত্যে, ১২২
 সংপ্রযুক্ত্যে, ৫৪, ৬৪৯
 সংপ্রাদুঃ, ১৭৪
 সম্প্রেষ্যতি, ১৪৬, ১৫৩
 সংপ্রেষঃ, ১০৬৬, ১০৬৯, ১০৭০, ১০৭২
 সম্বন্ধনাৎ, ৫৪৩
 সম্বন্ধবঃ, ৫৪৩
 সম্বন্ধেন, ১১৭১
 সম্বভূব, ১২৮২
 সংভুক্ততমে, ১০৫৯
 সংভবসি, ৩৪৫
 সম্ভূতস্য, ৩৪৩
 সম্ভূতঃ, ৬৪০
 সম্ভূতম, ৭৬৯
 সংভেদম, ৩১২
 সম্ভোগঃ, ৮৫০
 সম্ভোগৈকত্বম, ৮৪৮, ৮৫০
 সম্মদঃ, ১০২৩
 সম্মদস্তি, ১১২৮
 সম্মাননাৎ, ৮৯৫
 সম্মানমাএম, ৫৫৯
 সম্মিতম, ৮৭৪
 সম্মিষ্টানঃ, ১১২০
 সম্মোদস্তে, ২৪৮, ১১২৮, ১১৩০
 সয়নাৎ, ৬৫৮, ৭৯৬
 সরঃ, ১০৪০
 সরণকর্মণঃ, ৭৩৩
 সরণম, ১২৪৫
 সরণস্য, ৯৯৫
 সরণাৎ, ৬৮৮, ১০৬৫, ১২১৪, ১২৮০
 সরণানি, ১০২৯

সরণাঃ, ১২৮০, ১২৮১, ১২৮২
 সরথম, ১১৩৮
 সরম, ১০৫৮
 সরমা, ১২১৪, ১২১৫
 সররাকম, ৭০০
 সরস্বতি, ১০৩৯
 সরস্বতী, ৩০৪, ৯৭৩, ১০৪০, ১২১৭, ১২১৮,
 ১২১৯, ১৩২২
 সরস্বতীম, ৩০৬, ৩০৮
 সরস্বন, ১১২৬
 সরস্বান, ১১২৫
 সরাসি, ৬২৬, ৬২৭
 সর্ভে, ৭০০, ১০৪০, ১২৯৩
 সর্পণপুত্রম, ৫৬৯
 সর্পণাৎ, ৭৫২
 সর্পিঃ, ৭৫২
 সর্বঃ, ৯৮৯
 সর্বগণম, ৮২২, ৮২৩
 সর্বচরণানাম, ১৬০
 সর্বজন্যম, ১১৮৭
 সর্বতঃ, ৮০, ৮১, ৮৯, ৬৭১, ৭১৬, ৯৯৫,
 ৯৯৮, ১০৫৩
 সর্বতাতা, ১২১৩
 সর্বতোভাবম, ৩৭
 সর্বদা, ৯৩৪, ১২৫০
 সর্বনাম, ৮৪, ৬৭০
 সর্বনামানম, ৮২৩
 সর্বনান্না, ৮২৯, ৮৩১
 সর্বপতী, ৬৮৭
 সর্বপদসমামানায়, ৪০৫
 সর্বম, ৮৯, ১২১, ১৩০, ১৩১, ১৪৬, ১৫৪,
 ২০৩, ৩১১, ৪৫৫, ৮৪৫, ৯০৭, ১১৮৫,
 ১২৬১, ১৩১০, ১৩১৩, ১৩১৫, ১৩৪৫
 সর্বমাত্রাভিঃ, ৫৭৪
 সর্বমিত্রঃ, ৩১১
 সর্বমেষে, ১১৩১
 সর্বরসাঃ, ১৫৪
 সর্বরূপঃ, ১১৪৬
 সর্বরূপম, ১২৭৫, ১৩৩৭, ১৩৩৮

সর্বজ্ঞাঃ, ১২২২

সর্ববিদ্যাঃ, ৮৯

সর্বস্মাৎ, ৪৯৭, ১২৩৮, ১২৩৯, ১২৭৯, ১৩১৭

সর্বস্যা, ৫৬৯, ৬৭১, ৬৮৬, ৯৩৯, ১০৮০,

১১২৭, ১১৪১, ১১৮৭, ১১৫৮, ১২৯১,

১৩১৯

সর্বসিঃ, ২৩৯, ৩৪৯, ৪৭৭, ৮৯৭, ৯৪৩, ১০১৭,

১০২৩, ১০৪১

সর্বসিঃ, ১১৮, ১২১, ১২২, ৫০৩, ৬৩৫, ৬৭৭,

৭১৯, ৭৩৪, ৯০৬, ৯২৯, ৯৩১, ৯৭৫,

১০১৯, ১০৯৭, ১১০৯, ১১৩১, ১১৪৬,

১১৬২, ১১৬৬, ১২১৯, ১২৪৩, ১২৮৪,

১২৮৭, ১২৯৯

সর্বসিঃ, ৭০৯, ৯০২

সর্বসিঃ, ৮২৭

সর্বসিঃ, ৬৯৩

সর্বসিঃ, ৯৪৫, ১২১৩

সর্বসিঃ, ১৩৬, ২২৬, ৫৯১, ৬৪১, ৭৪৬, ৯৩৪,

১০৮২, ১১০১, ১৩২২, ১৩২৮, ১৩৪০,

১৩৪১, ১৩৪৬

সর্বসিঃ, ৯২৫

সর্বসিঃ, ২৯৭, ৩৯৭, ৩৯৯, ৮৬৩, ৯০৭,

৯৩০, ৯৪৭, ১২৪৭, ১২৯৪

সল্লুকম্, ৬৯৯, ৭০০

সল্লিলানি, ১২৪১

সল্লিলাৎ, ১৩২১

সবনম্, ৮৬৫, ৮৬৮, ১৩৪৬

সবনা, ৬৭৭

সবনানাম্, ৯১০

সবনানি, ১৩৪৬

সবনে, ৬২৭

সবনেষু, ১১২, ৭৮৪

সবম্, ১২৪৭

সবর্ণাম্, ১২৮১, ১২৮২

সবর্ণায়াম্, ৬২৭

সবান্, ১০১০, ১০১১, ১১৭১

সবানাম্, ১২৪৮

সবায়ম্, ২৮৭

সবিতঃ, ৯৩৯, ১১৪৪, ১১৪৫

সবিতা, ৩১৯, ৩২০, ১১৪১, ১১৪২, ১১৪৩,

১১৪৬, ১১৮৭, ১২৪৭, ১২৭৬, ১২৮৬,

১২৮৭

সবিতারম্, ৯৩৯

সবিতুঃ, ২৮৭, ২৮৮, ৭১৬

সবীমনি, ৭১৬, ৭৩৫

সসতঃ, ৫১৪, ৫১৬

সসম্, ৫৯৪

সসন, ৫৯৪

সসার, ১২৫৭

সস্তি, ৪৩৬

সস্থানৈকত্বং, ৮৪৮

সন্নিম্, ৫৭৮

সহ, ২৯৩, ৬০৭, ৬২৬, ৯৩৯, ১০০৮, ১০৩৯,

১১০১, ১১১১, ১১১৮, ১১২৮, ১১৩০,

১১৪৯, ১১৫০, ১১৭১, ১১৯৪, ১২৬০,

১৩০৯, ১৩২২, ১৩৩৭, ১৩৩৮

সহঃ, ১২৮৫

সহচারিণী, ৯৩৪

সহজঙ্ঘিম্, ১০৭১

সহজোষণঃ, ৯৬১, ১০১৫

সহজোষণাঃ, ১১৯৪

সহতেঃ, ৫৭৫

সহনম্, ৯৭৮

সহনাৎ, ৪৩১

সহপীতিম্, ১০৭১

সহমদনম্, ৯৩৬

সহমানায়, ১০৮৪

সহমূলম্, ৬৯৯

সহযুক্তম্, ১০৩৬

সহসঃ, ৬৭৭

সহস্পৃষ্টম্, ৯৪৬

সহস্ফুটম্, ৯৪৬

সহসোয়ত্বম্, ৯৪৬

সহস্থানাৎ, ৯১৯

সহস্থানে, ৪১৪

সহস্রম্, ৩৮৫, ১০১০, ১০১১, ১০৩৪, ১০৩৬,

১০৮৬, ১০৮৭, ১১৭১

সহস্রস্যাঃ, ১১৩৬, ১১৪০

সহস্রসান্নিনী, ১১৩৬

সহস্রসাব্যম, ১১৭১

সহস্রাক্ষরা, ১২৪১

সহস্র, ১৬২

সহস্র, ৩৮৫

সহস্রত্বম, ১১৩৪

সহস্রাণি, ১৪৫

সহাবানম, ১১৩৪

সহোভিঃ, ৭৪৯, ৭৫৪

সা, ৭০, ৭১, ১৩৭, ২৩২ ইত্যাদি

সাংগ্রাম্যো, ৮১৬

সাংঘৌগিকানাম, ২৬

সাংঘয়িকঃ, ৮৬৩

সাকম, ১৪৫, ৫৭৬, ৬২৬, ১০০৮, ১১০১,

১১৭১, ১৩৩৭

সাক্ষতিঃ, ১২০৭

সাক্ষাৎকৃতধর্মণঃ, ১৭৪

সাতয়ে, ৫৬৩, ৫৬৪

সাত্বম, ৭৪৮

সাদৃশ্যাপরভাবম, ৩৭

সাধনম, ৭৯৯, ১০৬১

সাধনাঃ, ১৩৪৪

সাধনাৎ, ১৩৪৩

সাধয়িতা, ৮১৬

সাধারণা, ১২০২, ১৩১৪

সাধারণানি, ২৬০, ২৭৩, ২৯৭

সাধু, ৩১৮, ১০৫২

সাধুঃ, ৮১৬

সাধুবিক্রোশয়িতা, ৩১৮

সাধুসাদিনী, ১২৭৮

সাধুসানিনী, ১২৭৮

সাধ্যগণ, ১৩৪৩

সাধ্যাঃ, ১৩৪৩, ১৩৪৪

সানু, ৩০৬, ৩০৭, ১০২৯

সানুনি, ১০২৯

সাভ্যাসাৎ, ৪০২

সাম, ৮২৮, ৮৫৯, ৮৬৮, ৮৭০, ৮৭১, ৮৭৪

সামান্যৎ, ২০০, ১২৮৮, ১২৮৯

সামান্যে, ১৮৪

সামান্যেন, ১২

সামি, ৭৮২

সামি প্রতিবিদ্ধম্, ৭৮২

সায়ম্, ১২৬৯

সারয়তি, ৬০০

সারীণি, ৬০০

সাবিত্রঃ, ১২৮৮, ১২৮৯

সাবিত্রাণি, ৯১৬

সাবিষৎ, ১২৪৭

সাহচর্যজ্ঞানায়, ৩২৯

সাহচর্য্যৎ, ২৯১, ৪১৯, ১১৭৭

সিংহঃ, ৪২৮, ৪৩১

সিংহম্, ৫৯১, ৯৭৭, ৯৭৮

সিকতাঃ, ১৮৯

সিদ্ধত, ৬৮১

সিদ্ধতা, ৬৭৯

সিদ্ধতিকর্মণঃ, ৯২০

সিদ্ধস্তি, ১১০১

সিতম্, ১০৪১

সিদ্ধঃ, ৭৯৭

সিদ্ধায়াম্, ১৯১

সিদ্ধোপমা, ৪২৪

সিধ্রম্, ১০৬১

সিনম্, ৬০৬, ১২২৭

সিনাতি, ৬০৬, ১২২৭

সিনীবালি, ১২২৯

সিনীবালী, ১২২৭

সিদ্ধবঃ, ৬৮৪

সিদ্ধুঃ, ৬৮৪, ৮৫৬, ১০৪২, ১৩২২

সিদ্ধুম্, ৩১৪, ৩১৭

সিদ্ধুনাম্, ৭৫৬, ১০৮১

সিদ্ধৌ, ১০১০, ১০১১

সিলিকমধ্যমাঃ, ৫০৩

সিলিকমধ্যমাসঃ, ৫০২

সিমশ্বে, ৪৯৬, ৪৯৭

সিযক্তি, ৭১২

সিযত্ব, ৪৫৩, ১২৫৮

সিসিচুঃ, ১১০১

সীদতাম্, ৯৬৯

সীদতি, ৪৭১, ১২২৯
 সীদন্, ১১৬৩
 সীদন্তি, ৪৫
 সীম, ৮০, ৮২, ৬৬৩, ৬৮৮, ১২৫৫, ১২৫৭
 সীমতঃ, ৮১, ৮২
 সীমা, ৮৩
 সীমাতঃ, ৮২
 সীমিকা, ৪৪৫
 সীমিকানাম্, ৪৪৫
 সীম্নঃ, ৮২
 সীরঃ, ১০৬৫
 সীব্যতু, ১২২৬
 সীব্যতেঃ, ১২২৬
 সীব্যন্তি, ৩৬৫
 সু, ৩৫, ২৬৬, ৪৫৪, ৬১৫, ৯৮৬, ১০৮১,
 ১২৩২, ১২৪৭, ১২৭৮
 সু অঞ্চনঃ, ৬১৫
 সু অরণঃ, ২৬৬
 সু অসা, ১২২৯
 সু অস্তি, ৪৫৪
 সু আহ, ৯৮৬
 সু আহতম্, ৯৮৬
 সু ইতে, ৫২০
 সু ঈরণঃ, ২৬৬
 সুকর্মাণঃ, ৯৫৯, ৯৭৩
 সুকাশনম্, ১২৭৫
 সুকিংশুকম্, ১২৭৫
 সুকৃতকর্মণঃ, ১২১৩
 সুকৃতম্, ৮১৬, ১২৩১
 সুকৃতোঃ, ৩৬১
 সুকৃতবঃ, ৯৫৯
 সুখংযুঃ, ৫৪৪
 সুখঃ, ১১২২
 সুখকরম্, ১২৭৯
 সুখনাম, ২৬৯, ৯৬৪, ১১০৯
 সুখনামানি, ৪০৩
 সুখপয়সম্, ৭০১
 সুখভূবঃ, ১০৪৪
 সুখভূঃ, ৫৯৫

সুখম্, ৪০৩, ৭০১, ৮৫৬, ৯৯৪, ১২২৪,
 ১২৭৬
 সুখবত্যঃ, ৭৭৪
 সুখা, ১০৫৩
 সুখাঃ, ১৩৫০
 সুখাচয়করম্, ১২৭৯
 সুগতে, ৫২০
 সুগমনান্, ৬৯৮
 সুগাঃ, ১৩৪৬
 সুগান্, ৬৯৭, ৬৯৮
 সুগুঃ, ৬৫৭
 সুচক্রম্, ১২৭৫
 সুচক্রে, ১০৭৬
 সুচক্ষাঃ, ৮৩৩
 সুজাতঃ, ১২৩৫
 সুজাততরঃ, ১২৩৫
 সুজিহ্ব, ৯৫৭
 সুতঃ, ৬১০, ১১৭৪
 সুতপাঃ, ১১৮৪
 সুতম্, ১৩৪১
 সুতস্য, ৪৮২, ৪৮৪, ১৩২৪
 সুতাঃ, ৫২১, ৬৫৪
 সুতানাম্, ৪৮৮, ৪৯০
 সুতুকঃ, ৫২৮
 সুতুকনঃ, ৫২৮
 সুতুকনৈঃ, ৫২৮
 সুতুকেভিঃ, ৫২৮
 সুতে, ৫৩৫
 সুতেষু, ৬৬৬
 সুদ্রাঃ, ৭৩৯, ৭৪০
 সুদন্তম্, ৪৪০
 সুদাঃ, ৩১১
 সুদানবঃ, ৭৮৩
 সুদাসঃ, ৩১০
 সুদুধ্যাম্, ১২৪৭
 সুদেবঃ, ৬৮৪, ৮৩৫
 সুদোহনাম্, ১২৪৭
 সুদ্রবিণঃ, ১২১৩
 সুধবনঃ, ১১৯৭

সুনীধাসঃ, ৫৩৫	সুমতিম্, ১১৮৮
সুনোতি, ৭৬২, ৭৬৩	সুমতৌ, ৯০৭, ১২০৩, ১৩৩৯
সুনোতু, ১২৪৮	সুমহৎ, ৬৬৭, ১১৮৬
সুনোতেঃ, ১১৪, ১১৭২	সুমহতঃ, ১২৬৬
সুৰতঃ, ৭৭৫	সুমায়াঃ, ১১৯২
সুৰত্তঃ, ১১২	সুরণম্, ৮৫৪
সুপতনাঃ, ৩৯৬, ৪৬৫, ৯৩৯	সুরণানি, ১২৬০
সুপতনানি, ৩৯৮	সুরত্বম্, ৩৬৮
সুপথা, ১৩৪৬	সুরমণীয়ানি, ১২৬০
সুপথানি, ১৩৪৬	সুরা, ১১৪
সুপর্ণঃ, ৮৯৯, ১১৬৫, ১১৬৬	সুরাণাম্, ৩৬৮
সুপর্ণম্, ১০২৭	সুরাপানম্, ৭৯৪
সুপর্ণাঃ, ৩৯৬, ৩৯৮, ৪৬৪, ৪৬৫, ৯১৯	সুরাম্, ১১৪
সুপর্ণাঃ, ৯৩৮	সুরায়াম্, ৪২
সুপলাশে, ১৩১৯	সুকমে, ৯৬৯
সুপাণিঃ, ৩১৯, ৩২০	সুকচঃ, ৮১, ৮২
সুপুত্রে, ১২৭৮	সুরাগতময়া, ৯৮৬
সুপুতম্, ১১০৬	সুরোচনাৎ, ৮২
সুপ্রগমনাঃ, ৫২৯	সুরোচনে, ৯৬৯
সুপ্রজাঃ, ৫২৮	সুবতেঃ, ১২৯৩
সুপ্রজোভিঃ, ৫২৮	সুবর্চাঃ, ৮৩৩
সুপ্রতিরা, ১১৫৫	সুবর্জয়িত্রা, ৩৯১
সুপ্রয়াঃ, ৬৮৬	সুবাচা, ৯৭১
সুপ্রবীমি, ১২৪৭	সুবাচৌ, ৯৭১
সুপ্রবৃক্ষম্, ৩৭০	সুবাচা, ১৬৬, ১৬৮, ৩৫২, ৩৫৭
সুপ্রবৃক্ষাভিঃ, ৩০৮	সুবাঙ্কঃ, ৫১২
সুপ্রসূতানি, ১৩১৭	সুবাঙ্কাঃ, ৫১১
সুপ্রায়ণম্, ৬৮৬	সুবিজ্ঞায়েতে, ১১০
সুপ্রায়ণাঃ, ৫২৯, ৯৬৬	সুবিভা, ১৩১৭
সুভগঃ, ১২৬৬	সুবিভায়, ১১৯৪
সুভগা, ১২২৬	সুবিতে, ৫২০
সুভগাম্, ১২৩৮	সুবিদত্রঃ, ৭৪০
সুভগে, ৫৩৯, ৫৪০	সুবিদত্রম্, ৮৬৪
সুভদ্রাম্, ১২৩২	সুবিদত্রিয়েভ্যঃ, ৮৬৩, ৮৬৪
সুমখম্, ১১৮৫	সুবিদত্রোভিঃ, ৭৪০
সুমখস্য, ১২৬৬	সুবিদ্, ১১০
সমঙ্গলঃ, ৯৯৭	সুবীরঃ, ১০১৩
সুমৎ, ৭৭৬	সুবীরাঃ, ৭০
সুমতিঃ, ১৩৩৯	সুবৃক্তিভিঃ, ৩০৬

সূত্রম্, ১২৭৫
 সুব্ধা, ৩৯১
 সুশমি, ৬২৯
 সুশমি শমীধ্বম্, ৬২৯
 সুশরঃ, ১২৭৬
 সুশিপ্র, ৭৫২
 সুশিপ্রম্, ৭৫২
 সুশেবঃ, ৩৩৭, ১১০৯
 সুশ্রুৎ, ৮৩৩
 সুষারথিঃ, ১০২১
 সুধিরম্, ৬৮৪
 সুধিরাম্, ৬৮৪
 সুবৃক্ষঃ, ২২৫
 সুবোময়া, ১০৩৯
 সুবোমা, ১০৪২
 সুহুতা, ১২২২
 সুহুতিম্, ৭৬০
 সুহুতী, ১২২৬
 সুহুত্যা, ১২২৬
 সুবয়ন্তী, ৯৬৯
 সুধাপয়ন্তো, ৯৬৯
 সুসমীৱিতে, ৭৪৩
 সুসংপিষ্টম্, ১২৫৭
 সুসংকৃত, ৮১৬
 সুসুখঃ, ১১০৯
 সুসুখতমঃ, ৩৩৮
 সুসুখম্, ৮১৬
 সুসুবে, ১২৭৮
 সুহবাঃ, ১৩৫২
 সুহবাম্, ১২২৬, ১২৩১
 সুহন্তঃ, ১২৪৭
 সুহিতম্, ৪০৩, ৬৭৯, ৯৯৪
 সুহিতেন, ১১০৪
 সুহিরণ্যঃ, ৬৫৭
 সুহানাম্, ১২২৬, ১২৩১
 সুক্তভাক্, ২৬১
 সুক্তভাজঃ, ৮৮২
 সুক্তভাজি, ১১৬১

সূক্তম্, ৪৮১, ৯০০, ৯০৫, ৯১২, ৯১৩, ৯২৩,
 ৯৪০, ১১৪৩, ১৩৪২
 সূক্তানি, ৯১৬, ১১৯৭
 সূক্তে, ৮৩৩, ১১৭২
 সূক্তেন, ৯১০
 সূক্তেষু, ৯১৭, ৯৪৫
 সূচী, ১২২৬
 সূচ্যা, ১২২৬
 সূতে, ৫২০
 সূত্রময়ী, ৬৬৭
 সূত্রাণি, ৪৮০
 সূনবঃ, ১২০০
 সূনঃ, ৩১৪, ৩১৮
 সূনো, ৬৭৭
 সূভবম্, ১০৩৪
 সূময়ম্, ৮১৬
 সূযজ্ঞে, ১৩০৩
 সূযবসাৎ, ১২৫০
 সূযবসাদিনী, ১২৫০
 সূরখ্যানাঃ, ১১৯৭
 সূরচক্ষসঃ, ১১৯৬
 সূরগ্রজাঃ, ১১৯৭
 সূরাৎ, ৫০৫
 সূরিঃ, ১১৩২, ১২৬৬
 সূর্তে, ৭৪২
 সূর্য্যম্, ৬৮৪
 সূর্য্য, ১২৯২, ১৩০৯
 সূর্য্যঃ, ৪৮৪, ৪৮৫, ৬১১, ৮৪৬, ৯৩০, ৯৩১,
 ১১৩৬, ১১৪০, ১২৯৩, ১২৯৬, ১২৯৭
 সূর্য্যাদিশঃ, ৭৯০, ১১০১
 সূর্য্যম্, ২৬১, ২৯১, ৭১৮, ৯৩৪, ১২৭৬,
 ১২৯৪
 সূর্য্যরশ্মিঃ, ২২৫
 সূর্য্যবৎসা, ২৯০
 সূর্য্যবিদি, ৯২৫
 সূর্য্যসা, ৪৯৬, ১১৫২, ১১৫৩, ১১৫৫, ১২০৫,
 ১২৭৩
 সূর্য্যা, ১২৭৩
 সূর্য্যাচক্ৰমসৌ, ১২৬১

সূৰ্য্যাম, ১২৭৬
 সূৰ্য্যে, ১২৭৫, ১২৭৬
 সূৰ্য্যেণ, ৬৪৩, ৯০৭, ৯১৫
 সূৰ্য্যোদয়পর্য্যন্তঃ, ১২৭০
 সূৰ্য্যাম, ১২৪৪, ১২৪৫
 সূৰ্য্যজি, ৬০১
 সূৰ্য্যামি, ১১৫০
 সূৰ্য্যিঃ, ৬৮৮
 সূৰ্য্যঃ, ৬৮৯
 সূৰ্য্যী, ৫৬৯
 সূৰ্য্যঃ, ৭৫২
 সূৰ্য্যকারণম্, ৭৫২
 সূৰ্য্যগ্রহণী, ৬৩২
 সূৰ্য্যম্, ৭৫২
 সূৰ্য্যী, ১১১৭
 সূৰ্য্যী, ৯২০
 সূৰ্য্যীঃ, ৩৬৫
 সেকম্, ৩৪১
 সেদুঃ, ৪২১
 সেনা, ২৫৩, ১১১৭
 সেনাঃ, ১৪৫
 সেবতাম্, ৪৫৩, ১২৫৯
 সেবতে, ১৯৮
 সেবন্তে, ৯০৯
 সেবমানস্য, ৪৫৩
 সেবস্ব, ৪৫৪
 সেবাম্, ৭৯৪
 সেবিতব্যঃ, ১২২৭
 সেবিতব্যম্, ৯৬৪
 সেত্বীয়মাণে, ৯৬৯
 সেত্বরা, ২৫৩
 সেঃ, ৩৬৮
 সোতারম্, ৭২৬, ৭২৭
 সোম, ৪৮৪, ১১৫৬, ১২৭২, ১১৭৪
 সোমঃ, ২১৬, ৫৩৬, ৫৯০, ৫৯১, ৬১১, ৬৩১,
 ৬৩২, ৬৩৩, ৬৩৫, ৬৫৩, ৭০৫, ৮৬০,
 ৮৬৬, ১১৭২, ১১৭৮
 সোমকর্ষ, ৬৩৫
 সোমকলশান্, ১১৮৯

সোমপাত্ৰাণাম্, ৯৪৭
 সোমপানায়, ১০৬০, ১১৪৯
 সোমপানেন, ৯৪৪, ৯৪৭, ১১৭২
 সোমপীতয়ে, ১০৫৭, ১০৬০
 সোমভক্ষাঃ, ১১৭১
 সোমম্, ৪৮৮, ৪৯০, ৭৪৭, ৭৬২, ৭৬৩, ৯৪৭,
 ৯৪৯, ৯৫৯, ১০০৮, ১১৭১, ১১৭৫,
 ১১৭৬
 সোমময়ম্, ১১৫০
 সোমরাজন্, ৪৮৫
 সোমসম্পাদিনঃ, ১২০১, ১২০৩
 সোমসম্পাদিনে, ৩১৫
 সোমস্য, ৬২৬, ৬৩৩, ৭২৩, ৭২৫, ৭৮৪,
 ১০০৪, ১০০৫, ১১৪৪, ১১৪৫, ১১৭১,
 ১১৭২, ১১৭৭, ১১৮৯, ১২৬৮, ১৩২৪
 সোমাঃ, ৬৫৪, ১০৭৪
 সোমাদঃ, ৪৭৪
 সোমান্, ১১২
 সোমানম্, ৭২৬
 সোমানাম্, ৭২৬, ৭২৭
 সোমায়, ১২৭৬
 সোমিনঃ, ১০০৮, ১০০৯
 সোমেযু, ৬৬৬
 সোম্যম্, ১১৫০
 সোম্যঃ, ১২০১, ১২০৩
 সোম্যায়, ৩১৪, ৩১৫
 সোম্যাসঃ, ১২০১, ১২০৩
 সৌধস্বনাঃ, ১১৯৬, ১১৯৭
 সৌভগায়, ১২৫১
 সৌমনসে, ১২০৩
 সৌর্য্যঃ, ৯২১
 সৌর্য্যবৈশ্বানরম্, ৯১২, ৯১৩, ৯২৩
 সৌর্য্যবৈশ্বানরী, ৯১২, ৯২২
 সৌর্য্যাপি, ৯১৬
 স্বক্কঃ, ৭৫৮
 স্বক্কাসি, ৭৫৮
 স্বসম্, ৬৪০
 স্বলতেঃ, ৩৮৭
 স্বঃ, ১৮৭

স্তনয়ন, ১০৯৭
 স্তবন্যাৎ, ৪৩৩, ৮৭৩
 স্তকঃ, ২০৩
 স্তবৎ, ৬৬৬
 স্তবে, ৭৮০
 স্তিপাঃ, ৭৫৬
 স্তিয়াঃ, ৭৫৫
 স্তিয়ানাম, ৭৫৬
 স্তিয়াপালনঃ, ৭৫৬
 স্তীর্ণানি, ৪৪৪
 স্তকঃ, ১২২৯
 স্ততঃ, ১১৪৩, ১১৭২, ১২১০
 স্তততমম্, ৩৫৭
 স্ততয়ঃ, ১০৯, ২৬২, ৮৪৮, ৮৫২, ৮৫৫
 স্ততাঃ, ১৩২৮
 স্ততিঃ, ৮৩৩, ১০৮৮
 স্ততিকর্মণঃ, ৮৭, ৩৫৭, ৫৫৪, ৫৮৬, ৫৮৮,
 ৮৭৫, ৯৬০, ৯৯৯, ১০৮৮
 স্ততিভিঃ, ৩০৮
 স্ততিম্, ৫১৯, ৮২৬, ৯৯৩, ১০১২, ১১৮৫
 স্ততোঃ, ৭৬০
 স্তত্যাঃ, ২৫৫, ৩১৭, ৫১৬, ৭৮৪, ১০১১,
 ১০৮১, ১৩২২
 স্তমঃ, ১৩০৮
 স্তরঃ, ৪৫৩
 স্তবজি, ৫৭১, ৮৪২, ৯৪৩, ১১১৩, ১১৫৩,
 ১২১০
 স্তবেয্যম্, ১২০৭
 স্তৃপঃ, ১১৪৪
 স্তৃয়তে, ৭৮১, ৮৪২
 স্তৃয়ন্তে, ৮৪১, ৮৫৫, ১২০৪
 স্তৃয়মানায়, ১১৮৫
 স্তৃণজি, ৭৪০
 স্তৃভিঃ, ৪৪৩, ৪৪৪, ৪৪৫
 স্তেনঃ, ৪৩৬
 স্তেননাম, ৫৫১
 স্তেননামানি, ৪৩৬
 স্তেয়ম্, ৭৯৪
 স্তোকাঃ, ১৮৯

স্তোতব্যম্, ১২০৭
 স্তোতব্যানি, ৮৩০
 স্তোতা, ৪৩৩
 স্তোতারঃ, ৮৩০
 স্তোতারম্, ৪৭৯, ৪৮০
 স্তোতৃনামানি, ৪৩২
 স্তোতৃভ্যাঃ, ৭০, ৭৬
 স্তোত্রিয়ম্, ৯১০, ৯১১
 স্তোভতি, ৮৭৯
 স্তোভত্যান্তরপদা, ৮৭৮
 স্তোভনী, ৮৭৯
 স্তোমঃ, ৫৭৮, ৬৩০, ৮৭৩, ১২০৫
 স্তোমম্, ৭২৩, ৭২৫, ১০৩৯, ১০৮৮, ১০৮৯
 স্তোমাঃ, ৭৬০
 স্তোমান্, ২৫৪, ৬৪৭, ১০১০
 স্তোমানাম্, ৩৯৪, ৫৩০, ৬২১, ৭১০
 স্তোমেন, ৬৩০, ৯৩২
 স্তোমৈঃ, ৭৮২, ১০৮১
 স্তোতি, ৫৭৪, ৬৬৬, ৭৩৭, ৮২৩, ৮৮৪, ৯০৮,
 ৯১৭, ৯২৯, ৯৩৩, ৯৩৫, ৯৪৪, ৯৪৭
 স্তোমি, ১০৩৮
 স্তোযম্, ১০৩৮
 স্ত্যায়তেঃ, ৪৫০, ১১৪৪, ১২২৯
 স্ত্যায়নাৎ, ৭৫৫
 স্ত্রিয়ঃ, ৪৫০, ৮৫৯, ৮৬৫, ৮৬৮, ১২০৮
 স্ত্রিয়ম্, ৩৪৬, ৩৬৩
 স্ত্রিয়াঃ, ৪৫২
 স্ত্রী, ৩৪৬, ১১২৪
 স্ত্রীকামঃ, ৬৪৯
 স্ত্রীণাম্, ৩৪৭, ৪৫০
 স্ত্রীপুংনপুংসকেষু, ৩৭১
 স্ত্রীভগঃ, ৪১৯
 স্ত্রীযোনিঃ, ২৮৯
 স্থ, ৫৮১, ৭৯২, ১০০৯, ১০৪৪
 স্থঃ, ৫০০, ১৩২৪
 স্থবিরম্, ৮২০
 স্থবিরস্য, ৮০৪, ৮৫৩
 স্থবীবাংসম্, ৭৭৭
 স্থা, ৫৯২

স্থাপঃ, ১৬৪, ১৬৫

স্থাপোঃ, ১৫৪

স্থানম্, ১১৩, ১৯০, ২৮৮

স্থানয়োঃ, ৭৫৪

স্থানবৃহৎ, ৮৬৯

স্থানানি, ৬৭৭, ৯২৯, ৯৩১, ১০৪৬

স্থানে, ১৭১, ৫৯৫, ৭৫৪, ৮৫৯, ৮৬৫, ৮৬৮,

৯০৪, ৯৭৫, ১২৭৩, ১৩১৯, ১৩৪২

স্থানেভ্যঃ, ৩৬৮

স্থানেষু, ৩৬৮

স্থানৈঃ, ১০৪৮

স্থানৈকত্বম্, ৮৫০

স্থাবরম্, ৫৯৩, ১০১৫

স্থাবরস্য, ১২৯৭

স্থাবরাণাম্, ২৭৪

স্থাস্যসি, ৯৮২

স্থিতঃ, ২৭৪

স্থিতাঃ, ২৭৪

স্থিতিঃ, ৯৯০

স্থিরঃ, ৬৪৭

স্থিরতেঃ, ১০১২

স্থিরধ্বনে, ১০৮৪

স্থিরপীতম্, ৯৪, ১৭০, ১৭১

স্থূণা, ১২২

স্থূরঃ, ৭৭৭

স্থূরম্, ৭৭৭

স্থৌলাষ্ঠীবিঃ, ৮৮৭, ১০৭৩

স্নাতায়, ৮৮৫

স্নাতেঃ, ১৩১৩

স্নাত্বাঃ, ৯৬

স্নানার্থাঃ, ১০৩

স্নায়তেঃ, ৮৭৬

স্নাব, ২২০

স্নিহাতেঃ, ৮৭৬

স্নৃষা, ১২৭৮

স্নেহয়তি, ৮৮৭

স্নেহানুপ্রদানসামান্যে, ৭৬৩

স্পর্ধনীয়জবঃ, ৩১১

স্পর্ধায়াম্, ১০৬২

স্পর্শনৈঃ, ৫৯৪

স্পষ্টম্, ৬৩৮

স্পার্হা, ৩৯১

স্পার্শনৈঃ, ৫৯৪

স্পৃশতিকর্মণঃ, ৪৫১, ৬৫০

স্পৃশতেঃ, ৪৬৭

স্পৃহীয়ানি, ৩৯১

স্পৃহয়েৎ, ৪১৭

স্মুরৎ, ৬৫২

স্ম, ১৬১, ৪৫১, ৫৫০, ৫৫১, ১১৩৬, ১২৬৪

স্মঃ, ৭১১, ৭২২

স্ময়মানাসঃ, ৮৯৪, ৮৯৫

স্মা, ৬০৬, ১১৩৬

স্মাহ, ২৯

স্ম্যঃ, ৩২৬

স্ম্যতিঃ, ১৫৭

স্ম্যতেঃ, ৭২৫, ৭৮২, ৮৭৪, ৯৬৪

স্মন্দনাৎ, ১০৪২

স্মন্দন্তে, ৭৯২

স্মন্দমানানাম্, ১০৮১

স্ম্যম্, ৭২৫

স্ম্যমনাৎ, ৪৪৫

স্ম্যৎ, ৭৫, ৮০, ৯৩, ১০৩, ১০৪, ১২১, ১২২,

২০৯, ২৪৬, ২৭১, ২৮৫, ২৯৩, ৩০২,

৩১৮, ৩৫৬, ৩৬২, ৩৯৩, ৪০৯, ৪১৫,

৪১৯, ৪৩০, ৪৩১, ৪৪২, ৪৭৪, ৪৭৫,

৪৮০, ৪৮২, ৪৯৩, ৪৯৪, ৪৯৮, ৫০০,

৫৫১, ৫৮৫, ৫৮৮, ৬১৮, ৬২৯, ৬৭২,

৬৮২, ৬৮৩, ৬৮৭, ৭০০, ৭১৮, ৭২৪,

৭২৭, ৭৩৩, ৭৪৮, ৮০২, ৮০৩, ৮৩৯,

৮৭৬, ৮৭৮, ৮৮৪, ৯০৩, ৯০৬, ৯৭৩,

৯৮৪, ৯৯১, ১০০১, ১০১২, ১০১৩,

১০৫৩, ১০৭৩, ১১৫৩, ১২৫৫, ১২৭২,

১২৭৫, ১৩০৩, ১৩১৯, ১৩২১

স্ম্যাতাম্, ১১৮, ১৩০, ১৮২, ১২১১

স্ম্যাম্, ২১১, ৩৩৩

স্ম্যাম্, ৩৩৪, ৫২১, ৯০৭, ১০৭১, ১০৭২,

১১৬২, ১২০৩, ১২১৩, ১২১৪, ১২৫০,

১৩৩৯

স্যালঃ, ৭২৪
 স্যালাৎ, ৭২৩, ৭২৪
 সুঃ, ৪, ১২১, ১২২, ১২৪, ১৩৩, ৩৭৪, ৫৩০,
 ৮৪৮, ৮৫২, ৮৫৫, ৮৫৭
 স্যোনম্, ৯৬৩, ৯৬৪, ৯৭৩, ১২৭৫
 স্যোনা, ১০৫৩
 সবণাৎ, ৬৮৪
 সবতিকর্মণঃ, ১০২
 স্রিধৎ, ১১৬৫
 স্রোতঃ, ৬৮৪, ৬৯৫
 স্রোতাংসি, ২৭৮, ৬৮৪
 স্বঃ, ১১২, ৬৫৮, ১১৮৩, ১৩১০, ১৩১৩
 স্বগুৰ্ভঃ, ১১৬৮
 স্বজঠরে, ৪৮৮, ৪৮৯
 সঞ্চনাঃ, ১৩৫০
 সঞ্চনৈঃ, ১১৯২
 সঞ্চাঃ, ৬১৫
 স্বদন্তি, ৯৫৯
 স্বদন্ত, ৯৮০
 স্বদয়, ৯৫৭
 স্বদয়ন্ত, ৯৫৯, ৯৮০
 স্বদয়া, ৯৫৭
 স্বধয়া, ৫৯৫, ৬১১, ৯২৫
 স্বধাবঃ, ১২৯৮
 স্বধায়ে, ১০৮৪
 স্বধিতে, ১৪৪
 স্বপতঃ, ৫১৬, ১৩৩৪, ১৩৩৫
 স্বপিত্তি, ৪৩৬
 স্বপিত্তিকর্ম্মণৌ, ৪৩৬
 স্বপনম্, ৫৯৫
 স্বপসঃ, ৯৭৩
 স্বপিবাত, ১০৮৬
 স্বপ্ননংশনঃ, ১৩১৭
 স্বপ্নসদৌ, ১৩৩৪
 স্বপ্নান্, ১৩১৭
 স্বভিষ্টৌমি, ১০৮১
 স্বম্, ১৬৭, ৫৫৫, ৬৬৮, ৯৮৬
 স্বম্ প্রাহ, ৯৮৬
 স্বয়ম্, ৬০০, ৬৭৭, ৭৭৬, ১১৩২, ১১৫৯

স্বয়ংগামিন্যঃ, ১১৬৯
 স্বয়ভুঃ, ২৫৪
 স্বয়ংসারীনি, ৬০০
 স্বয়শাঃ, ৯৭৭
 স্বয়, ২৬৬, ৬০০
 স্বয়গম্, ৭২৬
 স্বয়সংস্কারোদ্দেশঃ, ১৪০
 স্বয়সংস্কারৌ, ১১৮, ১৩০, ১৮২
 স্বরাজ্যম্, ১৩৩০
 স্বরাৎ, ১৯০
 স্বর্কাঃ, ১৩৫০
 স্বর্কৈঃ, ১১৯২
 স্বর্গস্য, ১৩০৭
 স্বর্চনাঃ, ১৩৫০
 স্বর্চনৈঃ, ১১৯২
 স্বর্চিভিঃ, ১১৯২
 স্বর্চিবঃ, ১৩৫০
 স্বর্দনাঃ, ১১০১
 স্বর্দশে, ১৩১০, ১৩১৩
 স্বর্বান্, ৭০৩
 স্ববিদি, ৯২৫
 স্ববান্, ৭০২
 স্বম্বঃ, ৬৫৭
 স্বসরাণি, ৬০০, ৬০১
 স্বসা, ১২২৯
 স্বসারম্, ৪১৯
 স্বসুঃ, ৪১৯
 স্বসুঃ, ৫৮০
 স্বস্তয়ে, ৪৫৪, ৬৮৬, ১০৫৭, ১১৩৪
 স্বস্তি, ৪৫৪, ৬৮৭, ৮২২, ১২৫১
 স্বস্তিঃ, ১২৫১, ১২৫৩
 স্বস্তিবাহনম্, ৬৮০
 স্বস্তিবাহম্, ৬৭৯
 স্বা, ৯৮৬
 স্বাগমনানি, ১৩৪৬
 স্বাজাভিধানম্, ৪৮০
 স্বাজাভ্যুচ্চয়ম্, ২৬
 স্বাততম্, ৮১৮
 স্বাদিষ্ঠয়া, ১১৭৪

স্বাধীঃ, ৫৫৩
 স্বাপ্তবচন, ১০৮৭
 স্বাম্, ৭৫১
 স্বায়ম্ভুবাঃ, ৩৪৬
 স্বারাজ্যম্, ১৩৩০
 স্বার্থসাধকম্, ১৪১
 স্বা বাক্ আহ, ৯৮৬
 স্বাকোশা, ১২৫৩
 স্বাহা, ৯৮৬
 স্বাহাকৃতম্, ৯৮৮
 স্বাহাকৃতয়ঃ, ৯৮৬
 স্বাকৃতম্, ৯৮৬
 স্বিৎ, ৪১১
 স্বিদ, ৪১১, ১২২১
 স্বিদা, ৬১৩
 স্বীৰ্য্যতেঃ, ১২৯৩
 স্বতঃ, ২৬৬
 স্বে, ৭৭
 স্বেন, ৩০২
 স্বেষু, ১২২৯
 স্বৈঃ, ১২৬৬

হ

হ, ২৯, ৫৪, ৫৫, ৯৮, ৯৯, ২১১, ৩৬৩, ৪৫৫,
 ৪৭৪, ৫৭৭, ৬৭৭, ৭২২, ৯৯১, ১১১৭,
 ১১১৮, ১৩৪৪
 হংসঃ, ১৩২১
 হংসাঃ, ৫০২, ৫০৪
 হতবর্ধনঃ, ৩৪৯
 হতবর্ধানঃ, ৩৫০
 হতে, ২৭৮
 হথাৎ, ৭৯২
 হন, ৭৫৭
 হননাৎ, ৬৯৮, ৭৯২
 হননে, ৭৬
 হনুঃ, ৭৫৩
 হনু, ৭৫৩
 হন্ত, ৫৩
 হন্তন, ৪৮৬

হস্তি, ৪৩১, ৬৬৮, ১০৯৭, ১১৫৭
 হস্তিকর্মা, ৫৮৪
 হস্তম্, ৮৮
 হস্তোঃ, ৭৬, ৫০৪, ৫৫৮, ৫৭৩, ৭০০, ৭২৮,
 ৭৫৩, ১০০৬
 হস্তোঃ, ৬৯৭
 হন্যাতে, ১০১৮
 হনঃ, ৫৩২, ৫৩৩
 হনগম্, ১২৪৫
 হনগাঃ, ৯১৯
 হনগান্, ৪৯৭
 হনগানাম্, ১০৪৬
 হনতিকর্মণঃ, ৫৬৮
 হনতে, ৫৬৮
 হনতেঃ, ৪৪২, ৫৩২, ৫৫২
 হবস্তি, ১২২১
 হরজী, ১২৩৫
 হরমাণয়ানঃ, ৬৪৬
 হরয়ঃ, ৯১৯
 হরযাণঃ, ৬৪৬
 হরযাণে, ৬৪৭
 হরসা, ৫৩৩
 হরসী, ৫৩২
 হরাংসি, ৫৩২
 হরিঃ, ৫৩৬
 হরিতঃ, ৪৯৬, ৪৯৭
 হরিতবর্গঃ, ৫৩৬
 হরিতেভিঃ, ৮৫৬
 হরিশ্বেশাহনসা, ৪৮৭
 হরিভ্যাম্, ৮৫৪
 হরিম্, ৫৩৬
 হরী, ৬৩৪, ১০৫৯
 হর্য্যতি, ৮৯৪
 হর্য্যতিঃ, ৮৯৬
 হর্য্যতেঃ, ২৪৬
 হর্যমাণাসঃ, ১১৩৮
 হর্যমাণে, ১০৬২
 হর্যোঃ, ৬৩৩
 হবনশ্রুতঃ, ৭৯২

হবনাইঃ, ১১৫৯
 হবম্, ৪২৫, ৮৫৪, ১০৭৪
 হবানাম্, ৫৭৮
 হবামহে, ৭০৪
 হবিঃ, ৬৩, ৮৫৭, ৮৬১, ৮৮৩, ৯০০, ৯০৫,
 ৯২৫, ৯৪০, ৯৮৬, ৯৮৮, ৯৯১, ১০৫২,
 ১২৩০, ১২৩৯, ১২৭৮, ১২৭৯
 হবিধানে, ১০৫৯
 হবির্ভাজঃ, ৮৮২
 হবির্ভাজি, ১১৬১
 হবির্ভিঃ, ১১২
 হবিষঃ, ৯৪৬, ৯৮৯
 হবিষা, ৬৭৪, ১১১৫, ১১১৬, ১১২৩, ১১২৪,
 ১১৩২, ১২৩১
 হবিষাম্, ৮৬০, ১০৫৯
 হবিষ্পাত্তীয়ম্, ৯১৩, ৯২৩
 হবিষ্মান্, ১২০৯
 হবীংষি, ৭৪৭, ৯৫৯, ৯৮০, ৯৮৪, ৯৮৬
 হবেষু, ১২০১, ১৩৫০
 হব্যঃ, ১১৫৯
 হব্যম্, ৯৮০, ১১২১, ১১২২, ১২২৯
 হব্যবাহম্, ৭৭১, ৮১৯, ৮২০
 হব্যা, ৯৫৯
 হসনা, ৩৫৭
 হসনাম্, ৯৯৪
 হসৈতা, ৯৯৪
 হস্তঃ, ৭৫, ৭৬
 হস্তগ্রাহস্যা, ৩৬৩
 হস্তম্নঃ, ১০১৮, ১০১৯
 হস্তচ্যুতী, ৬২৪, ৬২৫
 হস্তপ্রকৃতিঃ, ৭৫
 হস্তপ্রচ্যুত্যা, ৬২৫
 হস্তাভ্যাম্, ৪৭৪
 হস্তিনা, ৭৩২
 হস্তী, ১২, ১১৮
 হস্তে, ১০১৮
 হস্তা, ৩৫২
 হারিদ্ভবিকম্, ১০৮২
 হার্ষীঃ, ৫৯

হাসতি, ১০৬২
 হাসমানে, ৫৯৩, ১০৬২
 হি, ৫৬, ৫৭, ১৩০, ১৩৫, ১৪২, ১৭২, ১৮৫,
 ২০৯, ২৪০, ২৬৯, ৩৩৪, ৩৩৭, ৩৫৮,
 ৩৮৭, ৬৬১, ৭০৫, ৭২৩, ৮৪৮, ৮৫২,
 ৯০৭, ৯০৮, ৯২১, ৯২২, ৯৩২, ১০১৩,
 ১০৩২, ১০৪৩, ১০৫৯, ১০৯৭, ১১১৮,
 ১১২৪, ১১৫৭, ১১৬২, ১১৯৬, ১২১৫,
 ১২৩২, ১২৩৮, ১২৪৭, ১২৫০, ১২৫৩,
 ১২৬৩, ১২৯৮, ১৩২৪
 হিংসনু, ১৪৪
 হিংসাকর্মা, ৯২, ৫২১, ৫৫৮
 হিংসীঃ, ১৪৪
 হিংসেঃ, ৪৩১
 হিঙ্করোৎ, ১২৪৪
 হিঙ্ককৃণোৎ, ১২৪৪
 হিঙ্ককৃষতী, ১২৫১
 হিতঃ, ১২৩৫
 হিতম্, ৬৭৯
 হিতরমণম্, ২৪৬
 হিতাঃ, ৬৩৪
 হিতিঃ, ১২১৫
 হিতেন, ১১০৪
 হিনু, ১২২৪
 হিনোত, ৭৭৩, ১২৬৯
 হিনোতা, ৭৭৩
 হিনোতেঃ, ৫৭৩
 হিষ্টি, ১৭০
 হিমম্, ৫৭৩
 হিমবান্, ৫৭৩
 হিমেণ, ৮২২
 হিরণ্যগর্ভঃ, ১১২৩
 হিরণ্যচক্রান্, ৬০০
 হিরণ্যনামানি, ২৪৫
 হিরণ্যপর্ণ, ৯৮৪
 হিরণ্যম্, ২৪৫
 হিরণ্যময়ঃ, ১১২৩, ১১৪৪
 হিরণ্যম্, ৮১৬
 হিরণ্যরথাঃ, ১১৯৪

হিরণ্যরূপঃ, ৪২১, ১১০৭
 হিরণ্যবর্ণঃ, ৪২১
 হিরণ্যবর্ণপর্ণ, ৯৮৪
 হিরণ্যবর্ণম্, ১২৭৫
 হিরণ্যবর্ণস্য, ৪২১
 হিরণ্যসংদৃক্, ৪২১, ১১০৭
 হিরণ্যস্তূপঃ, ১১৪৩, ১১৪৪
 হিরুক্, ২৩৪
 হীনঃ, ৬৭
 হীনাঃ, ৭৮৬
 হবৎ, ৫৭৮
 ছবানাঃ, ১৩২৮
 ছবামহে, ১২৬০
 ছবে, ১২২৬, ১৩০৫
 ছবেম, ১১৩৪, ১২৯১
 হৃতঃ, ৯৬১
 হুমতে, ১০৫২, ১২৩০
 হুমন্তে, ৬১৪
 হুম্মানাঃ, ১৩২৮
 হৎসু, ১০৫৫
 হাদয়ম্, ৭৯৫
 হাদয়রমণম্, ২৪৬
 হাদয়াৎ, ৩৪৩, ৩৪৫
 হাদয়ানি, ১০৫৫
 হাদয়ায়, ১১৪৮
 হাদে, ১১৪৮
 হেতিঃ, ৭০০
 হেতিম্, ৬৯৯, ১০১৯
 হেত্বপদেশে, ৪৬, ৫৬
 হেমন্তঃ, ৫৭২, ৫৭৩, ৮৭১
 হেমন্তশিশিরয়োঃ, ৫৭৪

হৈরণ্যস্তূপঃ, ১১৪৩
 হৈরণ্যস্তূপে, ১১৪৩
 হোতঃ, ৯৭৫
 হোতা, ৮৬, ৮১৯, ৮৪৭, ৮৯০, ৯১০, ৯৩৯,
 ৯৬১
 হোতারম্, ৮৮৯, ৮৯০
 হোতারা, ৯৭০, ৯৭১
 হোতারৌ, ৯৩৬, ৯৭০, ৯৭১
 হোতুঃ, ৫৬৭, ৫৬৮, ৮৫৭, ৯৩৮, ৯৩৯, ৯৮৮
 হোতৃজপঃ, ৯৩৯
 হোত্রম্, ২৫২, ২৫৪, ৩৬৭, ৩৭০
 হোত্রায়, ২৫৭, ২৫৮, ৯৩৯
 হাঃ, ৬৭
 হৃদঃ, ১০৪
 হৃদস্যঃ, ১০০৩
 হৃদাঃ, ৯৬, ১০৩
 হৃসতেঃ, ৪০১
 হৃষঃ, ৪০১
 হৃষ্ণাম, ৭০২
 হৃষ্ণামানি, ৪০১
 হ্রাদতেঃ, ১০৪
 হ্রিয়তে, ২৪৫
 হ্রাদতেঃ, ১০৪
 হুম্যামি, ১৩০৫
 হুম্মে, ১১৩৪, ১২৯১
 হাতব্যস্য, ৫৬৮
 হাতারম্, ৮৯০
 হানম্, ৪২৫, ১০৭৪
 হানশ্রুতঃ, ৭৯২
 হানানাম্, ৫৭৮
 হানেষু, ১২০১, ১৩৫০